শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

দ্বিতীয় ষট্ক।

সারসংগ্রহ সংস্কৃত-ভাষ্য, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ

এবং

প্রশ্নোত্তরচ্ছলে শাস্ত্রসমন্বয়ে লক্ষ্য রাখিয়া প্রতি শ্লোকের

তাৎপর্য্য বোধ প্রয়াস।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ

আলোচিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

উৎসব আফিস

১৬২, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

১৩২৮ সাল। মাঘীপূর্ণিমা।

দ্বিতীয় ষট্‌কের বিজ্ঞপ্তি।

তুমি প্রসন্ন হও। সকল প্রকার কর্ম্মের আদিতে সকল প্রকার ধর্ম্মের মধ্যে ও অন্তে এখনও তোমার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতে করিতে কর্ম্মকরাও যে অভ্যাস হইল না! শরীর, বাক্য ও মন দ্বারা যাহা কিছু কর্ম্ম হইতেছে কবে সেই সমস্ত কর্ম্ম তোমাতে অর্পিত হইয়া হইবে! কর্ম্ম হইবার পরে যে অর্পণ সে অর্পণ অর্পণই নহে। কর্ম্ম হইবার পূর্ব্বে যে অর্পণ তাহাই অর্পণ। যৎ করোষীত্যাদিনা অর্পয়িত্বৈব কর্ম্মাণি কুরু ন তু কৃত্বার্পয়েতি।

দ্বিতীয় ষট্‌ক প্রকাশিত হইল। দিন দিন বুঝিতেছি, এ কার্য্যের সম্পূর্ণ অযোগ্য পাত্র, তথাপি কর্ম্ম হইয়া যাইতেছে। বিশ্বাস রাখি যেন আর কেহ এই পথে চালাইতেছেন কিন্তু অনুভব করিতে পারি না সে কি তুমি? শাস্ত্র বিশ্বাস করি, সেও তোমার কৃপা। যাহা বুঝিতে পারিনা—সে সমস্ত ঋষি বাক্যেও অবিশ্বাস করিতে পারি না। মনে ভাবি যখন বুদ্ধি হইবে তখন বুঝিতে পারিব। ঋষিবাক্য শাস্ত্রবাক্য সর্ব্বথা সত্য। বুঝিতে পারিবার কি করিতেছি যে সমস্ত সত্য অপরোক্ষানুভূতিতে আসিবে?

শ্রীগীতায় একটিও অপ্রয়োজনীয় কথা নাই—ইহা বিশ্বাস করি। কিন্তু এই অমৃত আস্বাদন করিলাম কতটুকু? শাস্ত্রের একটি সত্যও যদি অপরোক্ষানুভবে আসিত? বিশ্বাসের ধর্ম্মেই আধুনিক জগৎ দাঁড়াইয়া আছে বিশ্বাসের ধর্ম্মটি যদি অপরোক্ষানুভূতির ধর্ম্ম হইয়া যাইত তবে কি হইত? তবে কি মুখে এক, কার্য্যে আর হইত? তবে কি পোষাকী চরিত্র এক 'আটপৌরে' চরিত্র আর হইত? তবে কি মুখে ধর্ম্ম করা আর ব্যাবহারে লোক পীড়ার কার্য্য করা হইত? তবে কি পরকে সাধুর মত শিক্ষা দেওয়া আর নিজের স্বার্থরক্ষা জন্য নিতান্ত নির্দ্দয় কর্ম্ম করা হইত? হে প্রভু! দুর্ব্বল জীব আমরা—আমাদিগকে রক্ষা কর। হে প্রভু! শক্তি দাও। তোমার আজ্ঞা পালন করিয়া তোমার উপদেশ মত চলিয়া আমরা অপরোক্ষানুভূতিতে স্থিতিলাভ করি।

কত আর বলিব? এ বলার অন্ত নাই। শত শত প্রণাম করিতেছি তুমি মঙ্গলময়—সর্ব্বদা মঙ্গল করিতেছ—এইটি বুঝাইয়া দাও। তুমি যে প্রসন্ন তাহা জানাইয়া দাও। আমরা আবার নূতন হইয়া তোমার দাস হইয়া যাই। বাকী যাহা তুমিই তাহা করিবে আমাদের ব্যস্ত হইবার কি আছে? তোমার

আজ্ঞামত চলিতে চেষ্টা—এইটুকু জীবের পুরুষার্থ আর সমস্তই তোমার হস্তে।

১৩১৬ সালের বৈশাখে প্রথম ষট্‌কের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য শেষ হয়। ১৩১৯ সালের বৈশাখ মাসে দ্বিতীয় ষট্‌ক প্রকাশিত হইল। প্রায় বিংশ বর্ষ ধরিয়া এই আলোচনা চলিতেছে। বলিতে হইবে না, যেরূপ ব্রহ্মচর্য্য থাকিলে শ্রীগীতার আলোচনা হওয়া উচিত, যেরূপ তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান থাকিলে শ্রীগীতার ভিতরে কথঞ্চিৎ প্রবেশাধিকার হইতে পারে, সেরূপ, কিছুই নাই বলিয়া এত দীর্ঘকাল লাগিয়াছে।

অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী এই শ্রীগীতা। ব্রহ্ম বা বেদের স্বরূপও এই অদ্বৈত বা 'আপনি আপনি' ভাব। **শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ॥** বেদ কিন্তু দ্বৈতবাদকে নিন্দা করেন নাই। শ্রীগীতাও করেন নাই। দ্বৈতবাদ ততদিন, যতদিন সাধনা রাজ্যে অবস্থিতি। সাধনার শেষ অদ্বৈতে স্থিতি।

অদ্বৈত কাহারও সহিত বিরোধ করেন না। দ্বৈতবাদে যদি বিরোধের সৃষ্টি হয় তবে ব্যষ্টি সমষ্টিকে হিংসা করিয়া, অংশ পূর্ণকে হিংসা করিয়া যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন ইহারও সেই অবস্থা হয়। বেদের দ্বৈততত্ত্ব, অদ্বৈততত্ত্বের বিরোধী নহে; বরং অদ্বৈত স্থিতির ইহা উপায়। আধুনিক দ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ যদি অদ্বৈততত্ত্বের হিংসা করেন, তবে উহারা বেদের ধর্ম্ম নহে উহা সম্প্রদায় সৃষ্টি জন্য।

যিনি নির্গুণ স্বরূপে 'আপনি আপনি,' অবিজ্ঞাত স্বরূপ, অবাঙ্‌মনসগোচর, যিনি সগুণভাবে সর্ব্ব স্থাবর জঙ্গম জড়িত বিশ্বরূপ, সর্ব্ব নরনারী বিজড়িত বিশ্বমূর্ত্তি, আবার যিনি জগতের বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পাদন জন্য মায়ামানুষ বা মায়ামানুষী, শ্রীগীতা সেই পরমপুরুষকেই উপাস্য নিশ্চয় করিতেছেন। নির্গুণ, সগুণ ও অবতার—এই তিনে এক, একে তিন; ইহাই বেদেরও পরমপুরুষ। আত্মদেব আপন তুরীয় মায়াতীত নির্গুণ স্বরূপে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়াও মায়া অবলম্বনে সুষুপ্তি, স্বপ্ন, জাগ্রত অবস্থায় বিহার করিতেছেন। ইহার কোন একটিকে অবিশ্বাস যিনি করেন তিনি ঋষি প্রণীত ধর্ম্মের মধ্যে নাই ইহাই শ্রীগীতার ডিণ্ডিম ধ্বনি, ইহাই বেদান্ত বিচারের মুখ্যফল, ইহাই বেদের একমাত্র সত্য প্রদর্শন। তুমি যদি ইহা বিশ্বাস করিতে না পার, তবে তুমি সম্পূর্ণ ধর্ম্মের মুখ দেখ নাই—আর্য্যশাস্ত্র জগৎসভা-মধ্যে হস্তোত্তোলন করিয়া ইহাই নির্দ্দেশ করিতেছেন।

শ্রীগীতা এই ভাবে সাধ্য নির্ণয় করিয়া পরে সাধনারও নির্ণয় করিতেছেন। আমরা এখানে সংক্ষেপে প্রথম ষট্‌কের সাধনা নির্ণয় করিয়া দ্বিতীয় ষট্‌কের সাধনাও উল্লেখ করিতেছি। তৃতীয় ষট্‌কে তৃতীয় ষট্‌ক প্রদর্শিত সাধনার কথাও থাকিবে। সাধনাটি জীবের বিশেষ প্রয়োজন। সাধনা তাঁহারই আজ্ঞা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাঁহার আজ্ঞামত কার্য্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করাই মানুষের পুরুষার্থ। কিন্তু ফলদাতা তিনি।

শ্রীগীতায় শ্রীভগবানের প্রথম উপদেশটির মধ্যে সমস্ত গীতা-শাস্ত্রের বীজটি নিহিত।

"শোক করিও না"। গীতার প্রথম উপদেশ এইটি। তুমি যাহার জন্য শোক করিবে, শ্রীগীতা তাহাতেই তোমাকে বলিবেন "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্"। যাহার জন্য শোক করা উচিত নহে, তাহার জন্যই তুমি শোক করিতেছ। শ্রীভগবানের এই প্রথম, প্রধান ও সর্ব্বোপদেশের বীজস্বরূপ উপদেশ বাক্য স্বর্ণাক্ষরে হৃদয়ে অঙ্কিত কর; স্ত্রী হও বা পুরুষ হও অতি যত্নে, পরম সমাদরে জ্বলন্ত অক্ষরে ইহা গৃহের চারিধারে ঝুলাইয়া রাখ—এমন ভাবে ইহা মুদ্রিত করিয়া রাখ যেন সর্ব্বক্ষণ ইহা চক্ষের উপর ভাসিতে থাকে।

"অশোচ্য বিষয়ে শোক করিতেছ" এই ভগবদুক্তিটি যখন তুমি সর্ব্বদা তোমার মনকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারিবে - যেক্ষণে স্মরণ করাইতে পারিবে সেইক্ষণেই তোমাকে একটু শান্ত হইতে হইবে; তোমার মন শোকে যতই আচ্ছন্ন হউক এই উপদেশ স্মরণ করিলে ইহা ক্ষণকালের জন্যও একটু জাগ্রত হইবে; নিতান্ত শোকের সময়ও তোমার মন বলিবে আমার এই নিদারুণ শোক তথাপি শ্রীভগবান্ কেন বলিতেছেন অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্?

যে কারণে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, তুমি অশোচ্য বিষয়ে শোক করিতেছ, তুমি যদি সেই কারণটি বুঝিতে পার, যদি তুমি সেই কারণটি অপরোক্ষানুভূতিতে আনিতে পার, তবে তুমি জ্ঞানী হইয়া যাইবে। আত্মবিৎ-জ্ঞানী না হওয়া পর্য্যন্ত শোকের আত্যন্তিক নিবৃত্তি নাই, হইতেই পারে না।

যদি একবারে অশোচ্য বিষয়ে শোক করিতেছ কিরূপে, ইহা বুঝিতে না পার; তবে যথাসাধ্য শোক সহ্য করিতে অভ্যাস কর—করিয়া শোক অগ্রাহ্য করিয়া কর্ম্ম করিতে প্রাণপণ কর। ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইবে, জ্ঞানলাভ হইবে। তখন বুঝিবে, শোক করিবার কিছুই নাই কিরূপে?

যতদিন সংসারাশ্রমে আছ, ততদিন কর্ম্ম করিতে হইবে; শোকও পাইতেই হইবে; শোক অগ্রাহ্য করিয়া কর্ম্মও করিতে হইবে।

শ্রীগীতা বলিতেছেন কর্ম্মের কৌশলটি জানিয়া কর্ম্ম কর; তবেই একদিন শোকশূন্য অবস্থা লাভ করিয়া আপনি আপনি ভাবে পরমানন্দ স্বরূপে স্থিতি-লাভ করিতে পারিবে। ভগবতী শ্রুতিও বলিতেছেন "তরতি শোকমাত্মবিৎ"। আত্মবিৎ তিনি, তিনিই নিঃশেষে শোকত্যাগ করিতে পারেন।

নিঃশেষে শোকশান্তি জন্য যে কর্ম্মের কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে, সেই কর্ম্মের কৌশলটি হইতেছে 'তুমি প্রসন্ন হও' এইটি মনে রাখিয়া কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করা। জপ সন্ধ্যাপূজা, ধ্যানাদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মও যেমন তোমার অবশ্য করণীয়, জগৎচক্র পরিচালনের অনুকূলে কর্ম্ম করাও সেইরূপ তোমার অবশ্য-করণীয়।

মানুষের কর্ম্ম তবে দ্বিবিধ। বৈদিক কর্ম্মে নিঃশ্রেয়স এবং লৌকিক কর্ম্মে জগতের অভ্যুদয়। দুই কর্ম্মই অবশ্য-করণীয়। ইহার একটি গ্রহণ কর, অন্যটি ত্যাগ কর—দেখিবে তোমার জীবন অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

"তোমার আমি" 'তুমি প্রসন্ন হও' মনে রাখিয়া এই উভয় কর্ম্ম করিয়া যাও। জপ আহ্নিক কালে বরাবর স্মরণ রাখ—তোমার আমি তুমি প্রসন্ন হও। যদি দেখ মন অসম্বন্ধ-প্রলাপ তুলিতেছে, তখন বলিও কৈ তুমি প্রসন্ন হইলে? চিত্তই যে তোমার মুখ্য দেহ, অন্য দেহত গৌণ। তুমি প্রসন্ন হইলে অন্য চিন্তা ত উঠিতে পারে না। প্রতি ব্যবহারিক কর্ম্মেও তুমি প্রসন্ন হও বলিয়া প্রথমে শান্ত হও; পরে কর্ম্ম কর।

ইহাই নিষ্কামকর্ম্মের আদি অবস্থা। তুমি প্রসন্ন হও বলিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে যখন আর কোন ফলাকাঙ্ক্ষা উঠিবে না, তখন নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বিতীয় অবস্থা আসিবে। সমস্ত সাধনা অহং নাশ জন্য। প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় অহংদাস এই অভিমান থাকে, ইহাতে আংশিক অহং নাশ হয়। নিষ্কাম কর্ম্মের অবস্থায় পূর্ণভাবে অহং নাশ হয়। 'যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে' ইহাই জ্ঞানীর অবস্থা। তৃতীয় ষট্‌কে ইহার কথা বলা হইয়াছে।

তোমার আমি, তুমি প্রসন্ন হও বলিয়া কর্ম্ম করা প্রথম, ইহা বলা হইল। ক্রমে ইহাতে উন্নতি যত হইবে ততই লৌকিক কর্ম্ম ও বহু বৈদিক কর্ম্ম ত্যাগ হইতে থাকিবে। এই অবস্থা আরুরুক্ষু যোগীর। ইনি যোগের কর্ম্মে বিশেষ মনোযোগী। ইহাও চিত্তশুদ্ধি জন্য।

আরুরুক্ষু যোগী শেষ অবস্থায় যোগারূঢ় হইবেন। যোগারূঢ়ের সাধনাটি

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। আত্মসংস্থং মনঃকৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ যোগারূঢ়ের শেষ লক্ষ্য ইহাই। ইহার জন্যই যোগারূঢ়কে একান্তে যাইতে হইবে এবং অন্য কোন কর্ম্মও তাঁহার থাকিবে না। প্রথম ষট্‌কে এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে। ইহার পরেই দ্বিতীয় ষট্‌ক আরম্ভ।

প্রথম ষট্‌কের শেষে বলা হইয়াছে 'যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ'। আত্মসংস্থ হইতে পারিলেই যে তত্ত্বের সহিত তাঁহাকে জানা গেল, তাহা নহে। তত্ত্বের সহিত আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রথমে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহার ভজনা করা আবশ্যক, শেষে জ্ঞান-বিচারও আবশ্যক। জ্ঞানের জন্যই বিভূতির সহিত শ্রীভগবান্‌কে জানিতে হইবে। দ্বিতীয় ষট্‌কে ইহারই উল্লেখ করা হইয়াছে।

ভক্তের কথা দ্বিতীয় ষট্‌কে উল্লেখ করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, তাঁহার জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবান্ এই দ্বিতীয় ষট্‌কের দ্বাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ধর্ম্মের সাধনটি কি, তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। অক্ষর উপাসনায় 'আপনি আপনি' ভাবে স্থিতি প্রথম—ইহাই ধ্যানযোগ। বিশ্বরূপের উপাসনা দ্বিতীয়—এখানকার সাধনা হইতেছে প্রকৃতি হইতে পুরুষকে ভিন্ন করা রূপ জ্ঞানযোগ। অভ্যাস যোগে মূর্ত্তি অবলম্বনে উপাসনা তৃতীয়—এইটি ভক্তিমার্গ। ইহাতে যিনি অসমর্থ, তিনি 'মৎকর্ম্মপরমো ভব' হইবেন। ইহাতেও অসমর্থ হইলে সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ আশ্রয় করিতে হইবে। শ্রীগীতার পূর্ণধর্ম্ম কি ও তাহার উপাসনা কি, দ্বিতীয় ষট্‌কে তাহার উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় ষট্‌কটি ভক্তিমার্গ শেষ ষট্‌কটি জ্ঞানমার্গ। মূলগ্রন্থে সমস্ত তত্ত্ব বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই :—(১) আজকাল লোকে ধর্ম্মের মত শুনিতে চান না। সাক্ষাৎ কৃতধর্ম্মা মানুষ দেখিতে চাহেন। আমরা বলি কোনও সাক্ষাৎ কৃতধর্ম্মা মনুষ্য সনাতনধর্ম্ম মত না চলিয়া কখন ঐ অবস্থা লাভ করিতে পারেন না। কর্ম্মমার্গ, ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গের সাহায্যে তবে সাক্ষাৎকার লাভ হইবে। যাঁহারা তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছেন তাঁহারাই বেদের এই তিন পথ প্রচার করিয়াছেন।

(২) শ্রীগীতার আলোচনায় আমাদের অনেক ত্রুটী হওয়াই সম্ভব। শ্রীগীতার মূল উদ্দেশ্য ও তল্লাভোপায় যাহা তাহাতে আমরা যথাসাধ্য লক্ষ্যস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। পুনরুক্তি বহুস্থানেই আছে। পুনঃপুনঃ এক কর্ম্ম করা সকল জীবনেরই দোষ বা গুণ। একদিন আহার করিলেই যদি

জীবনের সকল দিনের জন্য আহার করা হইয়া যাইত—তবে বেশ হইত, কেহ কেহ ইহাও বলেন। কিন্তু ঈশ্বরের নিয়ম ত তাহা নহে। সেইরূপ তত্ত্বকথা একবার আলোচনা করিলেই যদি হইত, তাহা হইলে ত আর ভাবনা থাকিত না। তাহা ত হয় না। যতক্ষণ না তত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি হয়, ততক্ষণ এক কথাই পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিতে হইবে। নিত্য আহারের মত, নিত্য জপধ্যান করার মত, নিত্যই এক কথার বিচারও করিতেই হইবে। ইহার জন্য এত অধিক বলিতে হইয়াছে।

শেষ প্রার্থনা—যদি কোথাও অসামঞ্জস্য হইয়া থাকে তাহা মতলবে হয় নাই যোগ্যতার অভাবে হইয়া থাকিতে পারে, সেই জন্য সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীভগবানের নিকটেও এই বলিয়া ক্ষমা চাই, আমাদের বহু অপরাধ হইয়া যায়, তথাপি তুমি যে সদাই প্রসন্ন, ইহা বুঝাইয়া দিয়া তোমার নিজের করিয়া লও। অলমিতি বিস্তরেণ।

কলিকাতা বৈশাখ, সন ১৩১৯ সাল।	নিবেদক— **গ্রন্থসমালোচক।**

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি—ধরিবার কথা।

(১)

শ্রীগীতার এই দ্বিতীয় সংস্করণে নূতন কিছুই সন্নিবেশিত করা হইল না। পূর্ব্ব সংস্করণের বর্ণাশুদ্ধি ও অন্য প্রকারের ভুল যাহা চক্ষে পড়িল তাহাই সংশোধন করিতে চেষ্টা করা হইল। তথাপি যে এই পুস্তক নির্ভুল হইয়া প্রকাশিত হইল ইহা বলা গেল না।

এই আবৃত্তিতে এই বিজ্ঞপ্তিটি নূতন। সমস্ত গীতা শাস্ত্রে সর্ব্ব সাধারণের ধরিবার বিষয়টি সহজ করিয়া বলা হইল। প্রাচীন বয়সে ধরিবার ধরাইবার কথা ভিন্ন শুধু উচ্ছ্বাসের কথা আলোচনা করিতে ইচ্ছা হয় না। ইহাও তিনি না ধরাইয়া দিলে ধরা যায় না। মানুষ চেষ্টা করিতেই পারে কিন্তু কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার জন্য তাঁহার আশ্রয় ভিন্ন এই সত্ত্বহর কলিযুগে, এই মল দোষের আগার কলিকালে মানুষ বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। শ্রীগীতা সমস্ত কথা বলিয়াও "তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত" এই শরণের কথা বহু স্থানে বহু ভাবে বলিয়াছেন।

প্রথমে আমরা আজকালকার মানুষের সকল সাধনার মধ্যে এই মুখ্য কথাটির আলোচনা করিব। দ্বিতীয় কথা থাকিবে একটি বালকের স্মৃতি শ্রীগীতায় জড়িত রাখিবার কথা।

তোমাকে জানাইয়া সকল কার্য্য করাই তোমার আজ্ঞা। ইহা যেন ভুল না হয় ইহাই প্রার্থনা।

(২)

সকল নর নারী চায় সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিতে; একটি পূর্ণ প্রস্ফুট নিত্য বস্তু সকলের মধ্যেই আছে। সেইটী সকলের আদর্শ। মানুষ এই আদর্শের বিকাশ যেখানে দেখে সেইখানে আকৃষ্ট হয়। এই আদর্শের পূর্ণ বিকাশ যাহা তাহাই মানুষ চায়। এইটি সকল মানুষের স্বরূপ। শুধু সকল মানুষের নয়, সকল জীবের, সকল বস্তুর। স্বরূপটিই মানুষের ধরিবার বস্তু।

স্বরূপটি সর্ব্বশক্তিমান্, স্বরূপটি সচ্চিদানন্দ। এই সর্ব্বশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দ বস্তুটিতে ফিরিতে পারিলেই মানুষের সব পাওয়া হইল, মানুষের সব জানা হইল।

এইটি পাইলেই মানুষ পূর্ণ হইয়া গেল, মানুষ ভরিত হইল, মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষা মিটিল, মানুষের সকল গোলমালের চির নিবৃত্তি হইল।

যে শক্তি দ্বারা সৎরূপে স্থিতি লাভ করা যায় তাহাই সন্ধিনী শক্তি। যে শক্তি দ্বারা চিৎরূপে স্থিতি লাভ করা যায় তাহাই সম্বিৎ শক্তি আর যে শক্তিতে আনন্দরূপে স্থিতি লাভ করা যায় তাহাই হ্লাদিনী শক্তি। সন্ধিনী সম্বিৎ হ্লাদিনী শক্তিই স্বরূপে যাইতে পারেন। এই শক্তির উপাসনা ভিন্ন সচ্চিদানন্দ সর্ব্বশক্তিমানের নিকটে যাওয়া যায় না।

তাঁহাকে পাইতে হইলে তবে শক্তি চাই। শক্তি প্রথমে পথ জানাইয়া দেন দ্বিতীয়ে পথে চলিবার ইচ্ছা জাগাইয়া দেন শেষে পথে চলা রূপ ক্রিয়া হইতে থাকে। তাই শক্তিকে জ্ঞান শক্তি, ইচ্ছা শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই তিন প্রকারে প্রকাশ করা যায়।

শ্রীগীতা পড়া হইল কিন্তু যদি কোন শক্তিই না জাগে, কিম্বা ইচ্ছা জাগিয়া ও ক্রিয়ায় না আনিতে পারে তবে পাঠ যাহা তাহা ঠিক ঠিক হয় নাই; আবার পড়িতে হইবে আবার বিশেষ মনোযোগ করিয়া জানিতে হইবে। তবেই ইচ্ছা জাগিবে এবং সেই সৎ ইচ্ছা সৎকার্য্য করাইবে। তখন আর অসৎ ইচ্ছা থাকিবেনা, অসৎ কার্য্য হইবে না। এই হইলেই বড় কল্যাণ হইল।

(৩)

চিত্ত! পড়িলে ত কত বার কিন্তু ধরিলে কি? ধরিয়া অভ্যাস করিতেছ কি তাই বল? শ্রীগীতা ত সবার হাতে। মেয়ে পুরুষ সবাই ত গীতা পড়ে। অনেকে আবার কণ্ঠস্থও করেন, করিতে ও বলেন। শ্রীগীতা ত বাঙ্গলা গদ্যে পদ্যে বালকের হাতেও আসিয়াছেন! শ্রীগীতাতেত সবই আছে—জ্ঞানের সকল অবস্থা আছে, জ্ঞানের সকল সাধনা আছে; ভক্তির সকল প্রকার কথা আছে, ভক্তির সকল সাধনা আছে; সকল প্রকার যোগের কথা আছে, যোগের সব সাধনাও আছে সকল প্রকার কর্ম্মের কথা আছে, কিরূপে কর্ম্ম করিতে হইবে তাহাও আছে কিন্তু ধরিলে কি তাই বল? প্রথমে শ্রীগীতা যাহা জানাইয়া দিতেছেন তাহাই জানিতে চেষ্টা করা যাউক।

শ্রীগীতা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১ শ্লোক হইতে ৩০ শ্লোক পর্য্যন্ত তোমার আমার সকল মানুষের সকল স্ত্রীলোকের পাইবার বস্তুটি, ধরিবার বস্তুটি দেখাইয়া দিতেছেন। এই বস্তুটি চিরদিন আছেন চিরদিন ছিলেন চিরদিন থাকিবেন। এই বস্তুটি সৎ।

এই বস্তুটি সমস্ত জানেন সৃষ্টির পূর্ব্বে আপনাকে. আপনি জানেন, সৃষ্টি কালে আপনাকেও জানেন, আপনার জগৎ সাজা ও জানেন আবার ধ্বংস কালেও সব জানেন ইনি সব জানিয়াছিলেন, সমস্ত জানিবেন—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে যাহা হইয়াছিল যাহা হইবে যাহা হইতেছে এই বস্তুটি সব জানেন ; তোমার আমার, তাহার মধ্যে যাহা হইতেছে আমাদের মধ্যে ঢুকিয়া সেই সমস্তের দ্রষ্টা, সমস্ত কিছুর সাক্ষী ; এই বস্তুটি চিৎ, এইবস্তুটি জ্ঞান. এই বস্তুটি চৈতন্য। কেমন করিয়া জানেন যদি জিজ্ঞাসা কর, উত্তরে বলিব তিনিই সবার স্বরূপ বলিয়া সকল বস্তুর সকল অবস্থা জানেন। জীবেরও ধ্যানের শক্তি আছে কাজেই তিনি যখন যাহা জানিতে চান তখনই তাহা জানিতে পারেন। এই ধ্যান তুমিও করিতে শিক্ষা কর তুমিও সর্ব্বদ্রষ্টা হইবে।

আবার এই বস্তুটিতে কোন প্রকারের দুঃখ নাই, কোন প্রকার শোক তাপ নাই, কোন প্রকার উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নাই। এই বস্তুটিই আনন্দ। স্বরূপে যিনি আনন্দ তিনিই জ্ঞান, আবার তিনিই সৎ, তিনিই নিত্য।

শ্রীগীতা এই সচ্চিদানন্দের সংবাদ প্রথমেই শ্রীঅর্জ্জুনকে প্রদান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জগতের সকল পুরুষ সকল স্ত্রীলোক জানিল দেহের মধ্যে দেহী যিনি তিনি আপনিও কখন মরেন না কেহই তাঁহাকে মারিতেও পারে না ; দেহের মধ্যে যিনি চেতন রূপে আছেন, সেই দেহী নিত্য, দেহী অবধ্য। কোন প্রকার রোগে—ক্ষয়কাশেই বল, বা টাইফয়িডেই বল, বা ডায়বিটিসেই বল, বা ডবল-নিউমোনিয়াতেই বল, বা ওলাউঠাতেই বল, বা বসন্ত রোগেই বল, বা পক্ষাঘাতেই বল, বা প্লেগেই বল, বা বাত রোগেই বল, বা কোন প্রকার জ্বরেই বল—কোন প্রকার রোগে এই দেহীকে মারিতে পারে না, এই চৈতন্যকে আগুনে পোড়াইয়া মারিতে পারে না, জলে ডুবাইয়া মারিতে পারে না, ঝড়ে আছড়াইয়া মারিতে পারে না, রৌদ্রে বাতাসে শুকাইয়া মারিতে পারে না ; এই চৈতন্যকে এই দেহীকে, এই মানুষকে, এই স্ত্রীলোককে, এই বালককে, এই বালিকাকে কেহ কাটিয়া ফেলিতে পারে না, কেহ গুলি গোলায় মারিতে পারে না, কেহ লাথি কীল মারিয়াও মারিয়া ফেলিতে পারে না—স্ত্রীদেহেই হউক বা পুরুষ দেহেই হউক, দেহ অবলম্বন করিয়া যে দেহী থাকেন সেই দেহী সর্ব্বদা অবধ্য—

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত !

জগতের লোক তোমরা জান যে তোমাদের সকলের দেহে সর্ব্বদা থাকিয়াও

তোমাদের দেহী অবধ্য। এই দেহী সর্ব্ব দেহেই নিত্য, ইনিই সর্ব্বব্যাপী, ইনি স্থির, ইনি অচল, ইনি সনাতন—সর্ব্বদা ছিলেন আছেন থাকিবেন।

"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ"

ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য—অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ। এই দেহীই—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

দেহী কখন জন্মান না, কখন মরেন না, অথবা ইহা, 'হইয়া' আবার 'হয় না' যেহেতু ইনি অজ নিত্য শাশ্বত ও পুরাণ; শরীর নষ্ট হইলেও ইহার বিনাশ নাই।

কেহ মরিলে আর দেখিতে পাইব না বলিয়াইত মানুষ শোক করে। মানুষ যদি এই দেহীকে কখন দেখিত তবে ত দেহটাকে দেহী ভ্রম করিয়া কখন কাঁদিত না, দেহটাকে দেহী বলিতে গীতা বলিতেছে না; গীতা উপদেশ করিতেছেন দেহীকে দেখ, দেখিতে চেষ্টা কর—দেহ মরিবে বলিয়া শোক করিয়া মূর্খ হইও না। পণ্ডিত হও দেহীকে দেখিতে চেষ্টা কর।

শুধু গীতার কেন সমস্ত শাস্ত্রের লক্ষ্য এইটি। রে মানুষ! তুমি দেহ নও, তুমি দেহী, তুমি জড় নও তুমি চেতন, তুমি আপনাকে আপনি জান তুমি অন্যকেও ইচ্ছা করিলে জানিতে পার, তুমি আপনি আপনি বলিয়াই তুমি আনন্দ স্বরূপ। কোন এক কল্পনায়, কোন এক স্বপ্নে, তুমি আপনার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ যেন ভুলিয়া, কোন অজ্ঞানে, কোন এক স্বকপোল কল্পিত মোহে যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া জীব সাজিয়াছ। রে জীব! এখন তোমাকে তোমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপে যাইতে হইবে। কল্পনার বলে রাজা হইতে চাষাবে অবতরণ করা অতি সহজ—কেননা তখন সত্যসঙ্কল্প থাকা যায়; কিন্তু একবার নীচে আসিলে সত্যসঙ্কল্পত্ব হারাইয়া যায়। আমি সচ্চিদানন্দ এই সঙ্কল্প করিলেই ইহা হওয়া যায় না কারণ নীচে নামিয়া অন্য যে সমস্ত সঙ্কল্প করা হইয়াছিল তাহারা বলিবামাত্র তোমাকে ত্যাগ করিয়া যায় না; বাহিরের জগৎ দর্শন ইচ্ছা করিলেই ভুলিতে পারা যায় না। আর ইচ্ছা করিয়াই ভিতরের সঙ্কল্প তাড়ান যায় না। এই জন্য সচ্চিদানন্দে ফিরিয়া যাইতে হইলে সাধনা চাই।

শ্রীগীতা সচ্চিদানন্দ সর্ব্বশক্তিমান্ আত্মার কথা জানাইয়া দিলেন। জ্ঞান

লাভের আকাঙ্ক্ষা কি জাগিল? তুমি আমি স্বরূপে সচ্চিদানন্দ সর্ব্বশক্তিমান্। তবে যে এত দীন হীন? ইহাই অবিদ্যার কার্য্য। অবিদ্যা রাজা রাণীকে স্বরূপ ভুলাইয়া মেথর মেথরাণী সাজায়, অবিদ্যা ঈশ্বরকে জগৎ সাজায়, যাহা নাই তাই দেখায়, যা আছে তাহাকে ভুলাইয়া,তাহাকে ঢাকা দিয়া অন্য মিথ্যা রূপে দেখায়।

শ্রীগীতা জানাইয়া দিলেন স্বরূপটি। জানা কি হইল? যদি হয় তবে ত ইচ্ছাও জাগিবে। স্বরূপে ফিরিবার ইচ্ছা কি জাগিল? যদি ইচ্ছা জাগিয়া থাকে তবে ত ক্রিয়া হইবে।

কি করিতে হইবে তাহাও জানিতে হইবে, জানিলে করিবার ইচ্ছা জাগিবে তারপরে কর্ম্ম হইবে।

(৪)

শ্রীগীতা বলিতেছেন স্বরূপে ফিরিবার পথ দুইটি। স্বরূপে নিষ্ঠা—স্বরূপে স্থিতি একটিই কিন্তু দুই পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে সেই একেই স্থিতি হয়।

* * দ্বিবিধা নিষ্ঠা * *

জ্ঞান যোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্ম যোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩।২

দ্বিবিধা জ্ঞান কর্ম্ম-বিষয়া দ্বিপ্রকারা নিষ্ঠা স্থিতিঃ একৈব নিষ্ঠা। সাধ্য সাধন ভেদেন দ্বিপ্রকারা নতু দ্বে এব স্বতন্ত্রে নিষ্ঠে ইতি কথয়িতুং নিষ্ঠেত্যেক বচনম্। তথাচ বক্ষ্যতি—"একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি" ইতি তামেব নিষ্ঠাং দ্বৈবিধ্যেন দর্শয়তি।

তাৎপর্য্য এই যে, নিষ্ঠা বা স্থিতি একটিই কিন্তু দুই প্রকার ব্যাপারে সেই একেই স্থিতি লাভ ঘটে।

সাংখ্যগণ জ্ঞানযোগে স্বরূপে যান আর যোগিগণ কর্ম্মযোগে সেই পথে চলেন।

তাঁহার জন্য কর্ম্ম করিতে করিতে যখন তাঁহার কৃপা স্পষ্ট অনুভূত হইতে থাকে তখন তাঁহারই কৃপায় সুপ্ত অনুষ্ঠান দুঃখ দূর হয় শুধু ভাবনা করিলেই হয় "সেই আমি"। সাধনা না করিয়া শুধু মুখের কথা শুনিয়াই বা কোন কিছু পড়িয়াই ধ্যান হয়না। যাঁহাদের হয় তাঁহাদের পূর্ব্বে করাছিল বলিয়াই হয়। ধ্যানের সাধনা হইতেছে (১) রূপ শব্দাদি বিষয় হইতে চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে মনে লইয়া যাওয়া। সূর্য্য কিরণ সমূহকে আতসি পাথরে (স্পর্শমণিতে) একত্র করিলে ঐ কেন্দ্রীভূত তেজ নিম্নধৃত কাগজ বা তুলাকে যেমন দগ্ধ করে সেইরূপ ইন্দ্রিয় সমূহকে মনে গুটাইয়া আনিতে পারিলে মনের

কেন্দ্রীভূত শক্তিতে এমন জ্যোতি উঠে যাহাতে, যে বস্তুতে ঐ জ্যোতি ফেলা যায় তাহারই স্বরূপ দেখা যায়। ধ্যানের শক্তিই প্রকাশ। বিষয়দোষ দর্শনদ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয়ে অরুচি জন্মাইয়া মনে গুটাইয়া আনা যায়। বাহিরের বস্তু যে রমণীয় দেখায় বাস্তবিক কিন্তু স্থূলদর্শন অতি কুৎসিত। যেমন অতি সুন্দর স্ত্রী দেহকে যদি যন্ত্র সাহায্যে দেখা যায় তবে তাহার হাত মুখ চক্ষু এমন ভীষণ দেখায় যাহাতে ঘৃণার উদয় হয়, আবার দেহের প্রতি লোম কূপ হইতে এরূপ মলক্ষরণ হইতেছে দেখা যায় যাহাতে সকলেরই বৈরাগ্য জন্মে। সংসারের আড়ম্বর কেবল প্রবঞ্চনার জন্য। 'প্রবঞ্চণার্থং কৃত্রিমচেষ্টিতম্ আড়ম্বরং। বিষয়দোষ দর্শন করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয় আর বিষয়ে যাইবে না। ইহারা আপনাদের উৎপত্তি স্থান যে মন সেইখানে গিয়া কেন্দ্রীভূত হইবে। ইহাতেই মনের তেজ বাড়িবে, সকল দুর্ব্বলতা দূর হইবে। এই অবস্থায় মনের পূর্ব্ব সঞ্চিত সংস্কার, মনকে চঞ্চল করিবে। সেই দোষ নিবারণ জন্য (২) মনকে মনন করাইতে হইবে। আত্মার কথা ত পূর্ব্বে গুরুমুখে এবং শাস্ত্রমুখে শ্রবণ করা হইয়াছে এখন তাহারই মনন চলিল। মননের পরে মন আপন উৎপত্তি স্থান সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সচিদানন্দ আত্মারামে ডুবিল। ইহাই ধ্যান ইহাই আত্মারামের দর্শন। (৩) ধ্যানযোগী আত্মারাম দর্শনে পুলকিত হইয়া বলেন "এই আমি"। বলিতে ছিলাম "সেই" তে পৌছিয়া "সেই আমি" ভাবনাই ধ্যানযোগীর সাধনা ও সিদ্ধি। এখানে কোন অনুষ্ঠান দুঃখ নাই। শুধু ভাবনাতেই স্বরূপদর্শন আর স্বরূপে স্থিতি।

কর্ম্ম যোগ সাধিয়া আসিয়া (তা ইহজন্মেই হউক বা জন্মান্তরেই হউক) তবে সাংখ্য হওয়া হয়। সাংখ্যেরা বিচার করেন—এই যে সত্ত্বরজস্তম গুণের খেলা ভিতর বাহিরে চলিতেছে এই সমস্তের দ্রষ্টা আমি। দ্রষ্টা যিনি তিনি দৃশ্যদর্শন হইতে অন্য। আমি দ্রষ্টা আমি সমস্ত গুণব্যাপারের সাক্ষীভূত, নিত্য, গুণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন আত্মা। আমি প্রকৃতি নই প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। এই আত্মা আমি—আমিই সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান্। শক্তির সহিত শক্তিমান্ এক হইয়া স্থিতি লাভ করিতেছেন। সাংখ্যের শেষ কার্য্য এই বিচার আর বিচারের শেষে "আমিই সেই" এই ধ্যানে স্থিতি।

শ্রীগীতা ত্রয়োদশের ২৫ শ্লোকে বলিতেছেন—

"ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥

ধ্যান যোগ ও সাংখ্য যোগের কথা অতি সংক্ষেপে বলা হইল। এখন কর্ম্ম যোগের কথা।

কর্ম্মযোগী যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে ধ্যান যোগী ও সাংখ্য যোগী ভিন্ন অন্য সকল সাধকের স্থান রহিয়াছে।

যাঁহারা অষ্টাঙ্গ যোগের বহিরঙ্গ সাধক, যাঁহারা ভক্ত, যাঁহারা সৎসঙ্গী—গুরু সেবী ইঁহারা সকলেই কর্ম্মযোগী। জ্ঞানীর কোন প্রকার অনুষ্ঠান দুঃখ নাই কিন্তু কর্ম্ম যোগীদের কোথাও অনুষ্ঠান দুঃখ আছে কোথাও বা অনুষ্ঠানের মধ্যেও সুখ প্রচুর।

জ্ঞানীর স্থিতি "সেই আমিতে" আর কর্ম্মীর স্থিতি "তোমার আমিতে"।

"তোমার আমি" কর্ম্মের মধ্যে যদি না থাকে তবে কর্ম্মের মধ্য হইতে একটা বিষ উঠে। সেই বিষের জ্বালায় অস্থির হইতে হয়। ইহাতে পুনঃ পুনঃ জন্মিতে হয় ও মরিতে হয়।

"তোমার আমি" হইয়া যখন কর্ম্ম করি তখন তুমি যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছ তাহা করা যায় না, কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষাও গৌণ হইয়া পড়ে; তোমার প্রসন্নতাই মুখ্য কার্য্য হয়। শেষে কর্ম্ম যে আমি করিতেছি ইহাও লক্ষ্য হয় না, মনে হয় তোমার কর্ম্ম তুমিই করিতেছ। "তোমার আমি" হইয়া কর্ম্ম করার তিনটি অঙ্গ। (১) তোমার প্রসন্নতা (২) ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ (৩) তৃতীয় অহং অভিমান ত্যাগ। নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ ইহাই। নিষ্কামকর্ম্মযোগের শেষ হইতেছে তোমাতে স্থিতি, তুমি হইয়া স্থিতি। "তোমার আমি" "আমার তুমি" এবং "তুমিই আমি" এই পূর্ণ সাধনা।

শ্রীগীতায় ধরিবার কথা, ধরাইবার কথাটি হইতেছে শরণে কর্ম্ম করা। গীতা বহুস্থানে শরণ লইয়া কর্ম্ম করিতে বলিতেছেন। যাঁহারা গীতা পড়েন পড়িতে ভালবাসেন তাঁহারা "গীতা মে হৃদয়ং পার্থ" হইতে শরণ কথাটি বাহির করিয়া লইয়া সর্ব্ব ব্যবহারে ইহার প্রয়োগ করিবেন।

আমরা "মামেকং শরণং ব্রজ" এবং "তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্ব ভাবেন ভারত" এই দুইটির কথাই বলিলাম।

শ্রীভগবানের ভালবাসার কথা শ্রীগীতাতে কতই আছে। এত ভালবাসিতে কে জানে? এমন করিয়া কে বলে—

"গতিভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" রে ভারতবাসি! আমিই তোমাদের গতি আমিই তোমাদের ভরণপোষণের ভার লইয়াছি, আমিই তোমাদের

হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, আমিই সাক্ষীভাবে তোমাদিগকে সর্ব্বদা দেখিতেছি, আমিই তোমাদের নিবাসের বস্তু, আমিই তোমাদের আর্ত্তিহারী, আমি তোমাদের কাছে কিছুই চাই না—কিন্তু তোমাদের জন্য সব করি, আমিই "সর্ব্বভূতের সর্ব্ব প্রাণীর সুহৃৎ—তোমরা আমার শরণে আসিয়া সকল কর্ম্ম কর।

লৌকিক কর্ম্ম—যা কর যা খাও "তোমার আমি" বলিয়া শরণ লইয়া কর, খাও; সন্ধ্যা, পূজা, ক্রিয়া, বিচার, ধ্যান যখন যাহা কিছু বৈদিক কর্ম্ম কর, তোমার আমি বলিতে বলিতে কর—যাহা কিছু তোমার ঘটিতেছে, তোমার সকল কার্য্যে, তোমার সকল বাক্য ব্যবহারে, তোমার সকল ভাবনায় "তোমার আমি" মনে রাখিয়া কর তবে "তুমি", "আমি" হইয়া স্থিতি লাভ করিতে পারিবে। যে মোহের বশে বিড়ম্বিত হইয়া ভাবিতেছ "সে মরিল আমাকেও মরিতে হইবে"—সে মোহ আর থাকিবে না—বুঝিবে তুমি আমার মত চিরদিন আছ, চিরদিন ছিলে, চিরদিন থাকিবে; তুমিও আমার মত সবই জান; তুমি ও আমার মত শোক দুঃখ শূন্য, শুধু আনন্দ। আমাকে স্মরিয়া সব কর, আমাকে লইয়া সর্ব্বদা চল ফের—তোমার কোন ভয় নাই। তুমি কর্ম্ম যোগ হইতে সাংখ্য যোগে এবং ধ্যানযোগে আমার মতন হইয়া স্থিতি লাভ করিবে।

(৫)

প্রথম আলোচনা শেষ হইল। দ্বিতীয় কথা হইতেছে একটি বালক আত্মার দেহত্যাগে বালকের পিতার অনুরোধ রক্ষা!

বালকের নাম সুকুমার সুর। সুকুমারের জন্ম হইয়াছিল ১৩২২ সালের ২রা অগ্রহায়ণ শুক্রবার অথবা ইংরাজী ১৯১৬ সালের ১৮ই নবেম্বর। বালকের দেহ ত্যাগ ঘটে ১৯২০ ইংরাজী সালের ২৯শে ডিসেম্বর বুধবার।

বালক চারিবৎসর একমাস ঐ দেহে অবস্থান করিয়াছিল। এই শিশু ঐ বয়সেই অন্য কাহারও সঙ্গে মিশিতে ভালবাসিতনা। নির্জ্জনে একাকী থাকিতে ভালবাসিত। পিতা যখন বাড়ী হইতে বাহিরে যাইতেন তখন সুকুমার আপনি দুর্গা দুর্গা করিত, যেন মনে করাইয়া দিত বাহিরে আসিলেই দুর্গা দুর্গা করা উচিত। দুর্গা দুর্গা করিয়া ভিতরে থাকিয়াই বাহিরের কার্য্য করিতে হয়। এই বয়সেই বালকের মধ্যে ধার্ম্মিকের চিহ্ন দেখা যাইত।

পিতামাতা পুত্রের কল্যাণই কামনা করেন। গীতায় এই বালকের নাম থাকে ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "গীতা মে হৃদয়ং পার্থ!" অর্জ্জুন! গীতাই আমার হৃদয়। এই নির্ম্মল সুকুমারকে ভগবান্ বুকে ধরিয়াছেন

দি পিতা মাতা এই বিশ্বাস করিতে পারেন তবে তাঁহাদেরও শোকের কোন অবসর থাকেনা এবং পুত্রেরও পরম মঙ্গল সাধিত হয়। আমাদেরও প্রার্থনা মঙ্গলময় সকল কার্য্যেই যে মঙ্গল করেন ইহা যেন তিনি এই পরিবারস্থ সকলের অনুভবে আনিয়া দেন। ইতি।

শ্রীশ্রীপঞ্চমী-সরস্বতী পূজা।
বৃহস্পতিবার ১৯এ মাঘ ১৩২৮ সাল।

নিবেদক—
গ্রন্থ সমালোচক।

শ্রীস্বাত্মরামায় নমঃ।

শ্রীশ্রীগুরুঃ।

শ্রীগীতার অধ্যায়-নির্ঘণ্ট।

সপ্তম অধ্যায়।

বিজ্ঞানযোগ।

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য মিলিত ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান দুর্লভ ৩
ভগবানের অষ্ট প্রকৃতি—অপরা ও পরা ৪-৭
অপরাতে পরার স্থান ৮-১১
মায়া দুরত্যয়া তথাপি ভক্ত নির্ভয় ১৪
ভক্ত না হইবার কারণ ১৫
কিরূপ লোক ভক্ত? ১৬
জ্ঞানী ভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—অন্যান্য ভক্তের গতি ১৭-১৯
অন্যদেবতার উপাসক ও তাহাদের গতি ২০-২৯
ভগবদুপাসনা ও অন্য দেবতার উপাসনার ফল-পার্থক্য ২৪-২৫
ভগবানে মনুষ্যবুদ্ধি কেন হয়? ২৫-২৭
বিনা পাপক্ষয়ে ভগবদ্ভক্তি দৃঢ় হয় না ২৮
সগুণ ও নির্গুণ উপাসনা ২৯
মৃত্যুকালেও ঈশ্বর-লাভ ৩০

অষ্টম অধ্যায়।

অক্ষরব্রহ্মযোগ।

ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম্ম কি? ৩
অধিভূত কি? অধিদৈব কি? দেহে অধিযজ্ঞ কে? ৪
অন্তকালে ভগবৎস্মরণের ফল ৫-৬
সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তা—ভগবৎ-স্বরূপ লাভ ৭-৮
ভগবৎস্মরণের প্রক্রিয়া ৯-১০
পরমানন্দলাভের উপায়—প্রণব-উপাসনা ১২-১৩
দীর্ঘকাল অনন্যমনে স্মরণ—হরি সুলভ ১৪
পুনর্জ্জন্মের অভাব ১৫-১৬
ব্রহ্মার অহোরাত্র, সৃষ্টি ও লয় ১৭-১৯
সনাতন ভাব—অব্যক্ত—অক্ষর ২০-২১
ভক্তি দ্বারা ভাবরূপী ভগবান্ লাভ ২২
মরণান্তে আবৃত্তি, অনাবৃত্তির পথ—দেবযান—পিতৃযান—ক্রমমুক্তি ২২-২৬
সর্ব্বদা যোগযুক্তের অবস্থা ২৭-২৮

নবম অধ্যায়।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগ

সদ্যো মুক্তির পথ ব্রহ্মজ্ঞানের অনুভূতি ১
রাজবিদ্যা-সাধন সহজ—ফল অনেক—২

ব্রহ্মবিদ্যার সাধন ও ফলে অবিশ্বাস ফল—মৃত্যু ৩
ঈশ্বর সৃষ্টভূত ও ঈশ্বর ও অবস্থান ৪-৬
লয় ও সৃষ্টি ৭-৮
কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম না করা ৯
প্রকৃতি—জগৎসৃষ্টি— পরম ভাব ১০-১১
ঈশ্বর অবজ্ঞার ফল— ১২
ঈশ্বর বিশ্বাসীর গতি ১৩-১৪
জ্ঞানযজ্ঞ—এক—পৃথক্ সমস্তই ঈশ্বর ১৫-১৯
সকাম উপাসনার ফল— পুনরাবৃত্তি ২০-২১
ভক্তের জন্য ঈশ্বরের যোগ-ক্ষেম বহন ২২
অন্য দেবতা পূজার সহিত ঈশ্বর পূজার পার্থক্য ২৩-২৫
ঈশ্বরভক্তি—শ্রীকৃষ্ণার্পণ তৎফল ২৬-২৯
অতি পাপীরও আশা—ভক্ত নির্ভয় ৩০-৩১
স্ত্রী, শূদ্র, বৈশ্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং ভক্ত ৩২-৩৩
ভক্তির প্রণালী ৩৪

দশম অধ্যায়।

বিভূতিযোগ।

ভক্তির প্রবাহ কিরূপে থাকে? বিভূতিযোগ অভ্যাস ১
সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-রূপ ভগবদ্-বিভূতি দুর্জ্ঞেয় ২
ভগবৎপ্রভাব-জ্ঞানের ফল
সর্ব্ব জীবের ভাব ভগবান্ হইতে জাত ৪-৬
বিভূতির জ্ঞান দৃঢ় হইলে যোগিযুক্ত হওয়া যায় ৭-৮
ভাবে ভজন কিরূপ? তাহার ফল ৯-১১
গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্য ও অভেদ-জ্ঞানে হর্ষ ১২-১৩
ভগবান্ দুর্জ্ঞেয়—আপনাকে আপনি জানা ১৪-১৫
অনন্ত বিভূতির মধ্যে কোন্ কোন্ ভাবে ধ্যান করা কর্ত্তব্য ১৬-১৮
প্রধান প্রধান বিভূতির উল্লেখ ১৯-৪০
বিভূতি অনন্ত—ইহাও একাংশে ৪১-৪২

একাদশ অধ্যায়।

বিশ্বরূপদর্শন।

অর্জ্জুনের মোহ-নাশ ১
ভগবন্মাহাত্ম্য-শ্রবণের মোহনাশ শক্তি ২
মোহনাশের পর পুরুষোত্তম-রূপ দর্শনেচ্ছা ৩-৪
বিশ্বরূপ-দর্শন ৫-৭
দিব্যচক্ষু ২২
দিব্যচক্ষু প্রাপ্তিতে দিব্যরূপ-দর্শন ১০-১৪

বিশ্বরূপের বর্ণনা ১৫-৩০
স্থূল ধ্যানের পর ঐ মূর্ত্তির প্রতি প্রশ্ন ৩১
কালমূর্ত্তি গ্রহণের কারণ,—মনুষ্য, ঈশ্বর-সঙ্কল্প-সাধন যন্ত্র ৩২-৩৪
ভগবান্‌কে সকলে ভালবাসিতে পারে না কেন? ৩৬
ভগবানই সমস্ত ৩৭-৪০
না জানিয়া সখা ইত্যাদি সম্বোধন জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ৪১-৪৪
দর্শনের পর চিরপরিচিত মূর্ত্তি দেখার সাধ ৪৫-৪৬
সাধনা দ্বারা বিশ্বরূপ দর্শন হয় না ৪৮
পরিচিত সৌম্য মূর্ত্তি ৪৯-৫০
পরিচিত মূর্ত্তি দর্শনে ভক্তের প্রীতি ৫১
ভক্তির প্রাধান্য ৫৪
কিরূপে ভগবান্ পাওয়া যায় ৫৫

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভক্তিযোগ।

সগুণ সাকার বিশ্বরূপ উপাসনা শ্রেষ্ঠ, না নিরাকার অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা শ্রেষ্ঠ? ১
বিশ্বরূপে সর্ব্বদা যুক্ত থাকিয়া উপাসনাই শ্রেষ্ঠ ২
অক্ষর-উপাসক আপন ক্ষমতা দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েন ৩-৪
অনধিকারীর অব্যক্ত উপাসনায় ক্লেশ ৫
বিশ্বরূপের উপাসককে ভগবৎ-সাহায্যে উদ্ধার পাইতে হইবে ৬-৭
বিশ্বরূপে মন বুদ্ধি স্থাপনে দেহান্তে ভগবৎ প্রাপ্তি ৮
বিশ্বরূপের ধারণা না পারিলে অভ্যাস যোগ—অভ্যাসযোগ না পারিলে 'মৎকর্ম্মপরায়ণতা'—তাহাও না পারিলে সর্ব্বকর্ম্ম ফলত্যাগরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম অজ্ঞের জন্য ৯-১১
অবিবেচনা পূর্ব্বক অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞানপূর্ব্বক অভ্যাস ভাল—জ্ঞান অপেক্ষা অজ্ঞের সর্ব্বকর্ম্ম ফলত্যাগ ভাল ১২
সর্ব্বপ্রকার সাধকের গুণ ১৩-২০

শ্রীশ্রীস্বাত্ম-রামায় নমঃ।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগঃ।

কৃষ্ণভক্তৈরযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্যতে।
ইতি বিজ্ঞানযোগাখ্যে সপ্তমে সম্প্রকাশিতম্। শ্রীধরঃ

যদ্ভক্তিং ন বিনা মুক্তির্যঃ সেব্যঃ সর্ব্বযোগিনাম্।
তং বন্দে পরমানন্দঘনং শ্রীনন্দনন্দনম্॥ শ্রীমধুসূদনঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ! যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥১॥

হে পার্থ! ময়ি সকলজগদায়তনত্বাদিনানাবিধবিভূতিভাগিনি বক্ষ্যমাণ বিশেষণে পরমেশ্বরে আসক্তমনাঃ আসক্তং বিষয়ান্তরপরিহারেণ সর্ব্বদা নিবিষ্টং মনো যস্য তব স ত্বম্ যদ্বা মৎপ্রিয়ত্বাতিরেকেণ মৎস্বরূপেণ গুণৈশ্চ চেষ্টিতেন মদ্বিভূত্যা বিশ্লেষে সতি তৎক্ষণাদেব বিশীর্য্যমাণস্বভাবতয়া ময়ি সুগাঢ়ং বদ্ধমনাঃ অতএব মদাশ্রয়ঃ অহমেবপরমেশ্বর আশ্রয়ো যস্য স মদাশ্রয়ঃ মদেকশরণঃ। যো হি কশ্চিৎ পুরুষার্থেন কেনচিদর্থী ভবতি, স তৎসাধনং কর্ম্মাঽগ্নিহোত্রাদি তপো দানং বা কিঞ্চিদাশ্রয়ং প্রতিপদ্যতে। অয়ন্তু যোগী মামেবাশ্রয়ং প্রতিপদ্যতে। হিত্বাঽন্যৎ সাধনান্তরং ময্যেবাসক্তমনা ভবতি। যদ্বা রাজাশ্রয়ো ভার্য্যাদ্যাসক্তমনাশ্চ রাজ-

ম ব
ভৃত্যঃ প্রসিদ্ধো মুমুক্ষুস্তু মদাশ্রয়ো মদাসক্তমনাশ্চ মদ্দাস্যসখ্যাদ্যেক-
ব শ্রী শ
তমেন ভাবেন মাং শরণং গতঃ সন্ যোগং যুঞ্জন্ মনঃ সমাধানং কুর্ব্বন্।
ম শ্রী আ
ষষ্ঠোক্তপ্রকারেণ অভ্যসন্ অসংশয়ং অবিদ্যমানঃ সংশয়া যত্র জ্ঞানে তৎ
আ ব ব
যথা স্যাৎ তথা কৃষ্ণ এব পরং তত্ত্বমতোঽন্যদ্বেতি সন্দেহশূন্যো মৎপার-
ব নী
তম্য নিশ্চয়বানিত্যর্থঃ যদ্বা ঈদৃশো যোগং যুঞ্জন্ সমাধিমনুতিষ্ঠন্ ত্বম্পদার্থ
নী
বিবেককালে যদ্যপি সার্ব্বজ্ঞ্যমস্তি "সর্ব্বভূত স্থমাত্মানম্" ইত্যাদি বচনাৎ
নী
তথাপি স্বস্মাদন্য ঈশ্বরোঽস্তি ন বেতি পাতঞ্জল-কাপিলয়োর্ব্বিবাদস্তার্কিক-
নী
মীমাংসকয়োর্ব্বা স্বেশ্বরনিরীশ্বরয়োর্ম্মতভেদাৎ সংশয়ঃ কারণাজ্ঞানাচ্চ;
নী
অসমগ্রং তৎ সার্ব্বজ্ঞ্যমিতি মত্বা আহ অসংশয়ং সমগ্রমিতি। সমগ্রং
বা শ শ ব
সকলং সমস্তং বিভূতিবলশক্ত্যৈশ্বর্য্যাদিগুণসম্পন্নং মাং সর্ব্বেশ্বরং যথা
শ ব শ
যেন প্রকারেণ যেন জ্ঞানেন বা জ্ঞাস্যসি সংশয়মন্তরেণৈবমেব ভগবানিতি
নী শ্রী
তৎ তং প্রকারং ইদং ময়া বক্ষ্যমাণং শৃণু ॥১॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে পার্থ! অন্য চিন্তা পরিহার করিয়া আমাতে আসক্ত-মন, এবং শরণাপন্ন হইয়া যোগ অভ্যাস করিলে, যেরূপে আমার সমস্ত বিভূতিবল-শক্তিঐশ্বর্য্যাদি গুণসম্পন্ন আমাকে নিঃসংশয়ে জানিতে পারিবে, তাহা শ্রবণ কর ॥১॥

অর্জ্জুন—যোগারূঢ় অবস্থায় মনকে আত্মসংস্থ করিয়া "ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" এই পর্য্যন্ত যিনি উঠিলেন, তিনি হইলেন গীতোক্ত যোগী। গীতোক্ত যোগী অপেক্ষা যুক্ততম যোগীকে তুমি শ্রেষ্ঠ বলিতেছ। যিনি যুক্ততম, তিনি 'মদ্গতেনান্তরাত্মনা" হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে "ভজতে যো

মাং" হয়েন বলিতেছ। যিনি যুক্ততম, তিনি তোমাগত প্রাণ হইবেন এবং তোমাকে ভজনা করিবেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, সাধনার প্রথমেই যে নিষ্কামকর্ম অভ্যাস করিতে বলিয়াছ, তাহাতেও ত তোমার ভজনা হয় বলিতেছ; তবে নিষ্কাম-কর্ম্মীর সাধনা এবং যুক্ততমের ভজনা ইহাদের পার্থক্য কি? নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অপেক্ষা কোন্ গুণে যুক্ততম-যোগ শ্রেষ্ঠ, তাহা আমাকে ভাল করিয়া বলিয়া দাও। পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "যো মাং ভজতে স মে যুক্ততমো মতঃ" ইত্যুক্তম্। তত্র কীদৃশং পূর্ব্বোক্ত নিষ্কামকর্ম্মযোগাপেক্ষয়া বিলক্ষণং তব ভজনম্? কেন বা গুণেন পূর্ব্বযোগাপেক্ষয়া তস্য যুক্ততমত্বম্? (নীলকণ্ঠ)

ভগবান্—নিষ্কাম কর্ম্মের দুই অবস্থা। নিম্নতম অবস্থায় কর্ম্ম করাটিই মুখ্য কার্য্য। কর্ম্ম হওয়াই চাই, সেইজন্য ভগবানের শরণাপন্ন হইতে হয়। নিষ্কাম কর্ম্মের উচ্চ অবস্থায় কর্ম্মটা গৌণ, ঈশ্বরে শরণাপন্ন হওয়াই মুখ্য। নিম্নতম নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর কর্ম্ম কিরূপ ভাবে সম্পন্ন হয় তাহা লক্ষ্য কর। এইরূপ নিষ্কাম-কর্ম্মযোগী বলেন, হে ভগবন্ তুমি প্রসন্ন হও—প্রসন্ন হইয়া আমার এই আত্মহিতকর বা দেশহিতকর বা লোকহিতকর কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া দাও। আমি লোকহিতকর কর্ম্ম করিতে চাই; কিন্তু আমি শক্তিহীন, তুমি শক্তি না দিলে আমি একর্ম্ম কিছুতেই নির্ব্বাহ করিতে পারিব না। এই কর্ম্মে আমার নিজের কোন স্বার্থ নাই আমার নিজের কোন সুখেচ্ছা নাই। আমার দেশের লোকের বড় দুরবস্থা হইয়াছে; আমি আপন ভোগ কামনা জন্য কর্ম্ম করিতেছি না, আমি লোকের দুঃখ দেখিয়া তাহা দূর করিবার জন্য তোমার শরণাপন্ন হইয়া করিতেছি। তুমি আমার মধ্যে আসিয়া কর্ম্ম করিয়া দাও— "আমি করিতেছি" এরূপ অভিমানও যেন আমার না থাকে। আর দেশহিতকর কর্ম্ম যাহা আমি করিতে যাইতেছি তাহা ত তুমিই করিতে বলিয়াছ। ইহা তোমার প্রিয় কর্ম্ম। আমি তোমার আজ্ঞাপালন জন্য কর্ম্ম করিতেছি।. নিকৃষ্ট নিষ্কাম-কর্ম্মীর বাহিরের কর্ম্ম এইরূপ। পূজা আহ্নিক ইত্যাদিতেও ঐ ঐ কর্ম্ম নিষ্পত্তি জন্য প্রার্থনা থাকে। উঁহাদের দ্বারাও লোকহিতকর কার্য্যের জন্য শক্তি চাওয়া হয়। এই ভাবে ইহারা কর্ম্ম করেন। আমার সাহায্যে, আমার প্রসন্নতা লাভ করিয়া, তিনি কর্ম্ম করেন দেশের সুখের জন্য বা জগতের উন্নতি জন্য বা আত্মহিত জন্য। তবেই দেখ, কর্ম্ম করাই এইরূপ নিষ্কাম-কর্ম্মীর মুখ্য লক্ষ্য। তাই বলিতেছি, কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিবার জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া নিষ্কাম কর্ম্মের নিম্নতম অবস্থা। শ্রীভগবানের প্রসন্নতা লাভ যেখানে মুখ্য, কর্ম্ম যেখানে গৌণ, সেখানে নিষ্কাম কর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা। সর্ব্বোচ্চ নিষ্কাম-কর্ম্মী ও যুক্ততম প্রায় একরূপ কারণ যিনি যুক্ততম, কর্ম্ম করা তাঁহার গৌণ আমার প্রসন্নতা, আমার সেবা, আমার ভজনা ইহাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কর্ম্ম দ্বারা যদি আমার সেবা হয় তাহাই হউক, অথবা চিন্তা দ্বারা যদি আমার সেবা হয়, তাহাই তিনি করেন, অথবা ধ্যান উপাসনা দ্বারা যদি আমার সঙ্গ হয়, তাহাই তিনি করেন। "জগতের হিত করা" ইহার ভার তিনি আমার উপরে দিয়া আমার সঙ্গে থাকিতেই ইচ্ছা করেন। যদি আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাকে কিছু বলি, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করেন। করিয়া আবার আমাকে লইয়া থাকেন। আমি কখন

অবতার গ্রহণ করি, তখন তিনি আমার সঙ্গে 'সাঙ্গোপাঙ্গ' রূপে আইসেন,—আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না বলিয়া। সেই সময়ে আমার জন্য তিনি কর্ম্ম করেন। কিন্তু ঐ সময়েও তিনি সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে থাকেন। নিষ্কাম কর্ম্মীর সহিত যুক্ততমের প্রভেদ এই যে, নিষ্কাম-কর্ম্মীর আত্মা অশুদ্ধ বলিয়া তাঁহাকে কর্ম্ম করিতে হয়, আর যুক্ততমের আত্মা শুদ্ধ বলিয়া তাঁহার আর কর্ম্মেরও আবশ্যকতা নাই; তিনি আমার আনন্দভোগ জন্য ভজনা লইয়া থাকেন। আমার সহিত কথা কওয়া, আমায় সাজান, আমার সেবা—এই সমস্তে তিনি আমাকেই ভোগ করেন।

অর্জ্জুন—লোকে বলিতে পারে, যাঁহারা দুঃখিলোকের সেবা করেন, তাঁহারা ত তোমার প্রধান ভক্তগণ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ যিনি যুক্ততম, তিনি জগতের হাহাকার গ্রাহ্য করেন না, গ্রাহ্য করেন নিজের সুখ। ভগবানকে লইয়া তিনি সুখ করেন; তিনি ধ্যান ধারণায় আনন্দ করেন; তিনি সমাধি-সুখে থাকেন; আর জগতের লোক হাহাকার করে সেদিকে তাঁর দৃষ্টি নাই। এরূপ স্বার্থপর লোক শ্রেষ্ঠ কিরূপে?

ভগবান্—এই হিসাবে লোকে আমাকেও ত বেশী স্বার্থপর বলিতে পারে। জীবের দুঃখ ত সর্ব্বদাই আছে, কিন্তু আমি সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও ত সর্ব্বদা তাহাদের দুঃখ দূর করি না। নিতান্ত মূঢ় ও নিতান্ত ভ্রান্ত লোকে তাহাদের নাস্তিকতা-বশে আমার উপর দোষারোপ করে, এবং আমার উপর আমার যে সমস্ত ভক্ত নিতান্ত নির্ভর করে, তাহাদের উপর স্বার্থপরতাদি দোষ দেয়। এই সমস্ত লোকে আমাকে বিশ্বাস করে না, আমার উপর নির্ভরতা রাখে না—ইহাদের জ্ঞান নাই। যদি ইহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেওয়া যায়, তবে ইহারা দেখিতে পায়—জীবরূপে আমিই সর্ব্বত্র খেলা করিতেছি। কর্ম্মফল সকলকেই ভোগ করিতে হইবে। যে জাতি যেমন কর্ম্ম করে, সেই জাতি সেইরূপ কর্ম্মফল ভোগ করে; যাঁহারা এখন যুক্ততম হইয়াছেন, তাঁহারাও একদিন "জীবে দয়া" করিবার কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। যতদিন লোক-সঙ্গে থাকিতে হয়, ততদিন সর্ব্বজীবে আমাকে স্মরণ রাখিবার জন্য জগতের কার্য্য করিতে হয়। পরে নিষ্কাম-কর্ম্মী যখন একান্তে আইসেন, তখন তিনি আমাতে তাঁহার আত্মাকে মিশাইতে অভ্যাস করেন। এই অবস্থায় কোন কর্ম্ম নাই। এই অবস্থায় সিদ্ধিলাভ করিলে, তিনি আমার মত জ্ঞানসম্পন্ন হয়েন। আমার "চাপরাশ" না পাওয়া পর্য্যন্ত তিনি জগতের কোন মায়িক ব্যাপারে লিপ্ত হন না। আমার আজ্ঞা ব্যতীত তিনি কিছুই করেন না। কিন্তু যখন আমার আজ্ঞা লাভ করেন, তখন দেশহিতৈষী বহু 'দৌড় ধাপ' করিয়া যাহা না পারেন, তিনি তাঁহার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ মাত্রে জগতের গুরুতর কার্য্যসমূহ সম্পন্ন করেন। এইরূপ যোগী, ভক্ত, এবং জ্ঞানী সকলকালেই আছেন। জীব দুঃখে হাহাকার করে আর তাঁহারা স্বার্থপর হইয়া যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান লইয়া যে গিরি-গুহায় সমাধিস্থ থাকেন তাহা নহে। শ্রীভগবান্ যে জীবের সমস্ত অবস্থা জানিয়াও সময় অপেক্ষা করেন, জীবের কর্ম্মফলের দিকে দৃষ্টি রাখেন,—ভগবান্ বশিষ্ঠাদি জ্ঞানী এবং নারদাদি ভক্ত, যাজ্ঞবল্ক্যাদি যোগী ইঁহারা সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও জীবের কর্ম্মফল ভোগের জন্য অপেক্ষা করেন; এবং জীব যে লোকহিতকর কর্ম্ম করে, ইহাও তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে। সমাজে যখন যে কর্ম্ম উপস্থিত হয়, তাহা নিষ্কারণে

হয় না। ইহাতে শ্রীভগবানের এবং সাধুসজ্জনের ইচ্ছা আছে। যে যেমন অধিকারী, সে সেইরূপ কর্ম্ম দিয়া সমাজের তদানীন্তন অবস্থার উন্নতি-সাধনে চেষ্টা করে। অধঃপতিত সমাজ একেবারে উচ্চ অবস্থায় যাইতে পারে না বলিয়া, কর্ম্মশূন্য জ্ঞানালোচক, কর্ম্ম বাদ দিয়া শুধু চিন্তা বা ধ্যানশিক্ষা দ্বারা সমাজের উপকার করিতে চাহেন। ইহাতে সমাজের এক প্রকার ব্যাধি দূর হইয়া অন্য প্রকার ব্যাধির সৃষ্টি হয়। আবার কেহ কেহ জ্ঞানে লক্ষ্য না রাখিয়া, নিত্যকর্ম্মাদিতে মনোনিবেশ না করিয়া, শুধুই লোকহিতকর কর্ম্ম করিতে 'দৌড়ধাপ' করেন। ইহার ফলও পূর্ব্বের মত। শ্রুতি এই জন্য কর্ম্মশূন্য জ্ঞান ও জ্ঞানশূন্য কর্ম্ম উভয়কেই বহু দোষের আকর বলিতেছেন। জ্ঞানশূন্য কর্ম্ম বরং ভাল, কিন্তু কর্ম্মশূন্য জ্ঞান সমস্ত দোষে দুষ্ট। কিন্তু যাঁহারা সমকালে নিত্যকর্ম্ম, জীবসেবাকর্ম্ম এবং প্রতিকর্ম্মে শ্রীভগবানের প্রসন্নতা লাভকেই কর্ম্মকরারএকমাত্র উদ্দেশ্য ভাবনা করিয়া শাস্ত্রালোচনার সহিত কর্ম্ম করেন, তাঁহারাই একদিকে জগতের কল্যাণ-সাধন ও সঙ্গে সঙ্গে ঐ কর্ম্ম দ্বারা নিজের চিত্তশুদ্ধি করিয়া এক সঙ্গে জগদুদ্ধার ও আত্মোদ্ধার করিতে সমর্থ হয়েন। বেদের শিক্ষা ইহাই। শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহা করিবে, তাহাই জীবকে ভ্রষ্টপথে লইয়া যাইবে। তবে কখন কখন ভ্রষ্টাচারও আবশ্যক বলিয়া সাধুগণ—এরূপ কার্য্য সমাজে যখন চলে—তখনও নিশ্চেষ্ট থাকেন। এখন বুঝিতেছ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অপেক্ষা যুক্ততম অবস্থা কিরূপে শ্রেষ্ঠ।

অর্জ্জুন—যাহারা ভণ্ড, তাহারা যথাসময়ে বিড়ম্বিত হইবেই। তাহাদের পতন অধিক করিবার জন্যই, তুমি কিছুদিনের জন্য তাহাদের ভণ্ডামির প্রশ্রয় দিয়া থাক। আর মূঢ় লোকে ভাবে যে, পাপ কার্য্য করিয়াও ত বেশ উন্নতি হয়। ইহারা স্থূলদর্শী বলিয়া বুঝিতে পারে না—ভণ্ডামির দণ্ড সমূলে বিনাশ ও সবংশে উচ্ছেদ। আবার যাহারা ভাবে যে, প্রকৃত যোগী বা ভক্ত বা জ্ঞানী স্বার্থপর, তাহারা মূঢ়তম।

ভগবান্—প্রথম ষট্‌কের মুখ্য উপদেশ "ত্বম্পদার্থের শোধন"। জীবের আত্মা, প্রকৃতির বশ বলিয়া ইহা বিষয়াসক্ত। বিষয়াসক্তিই চিত্তকে সর্ব্বদা অশুদ্ধ রাখে। কর্ম্মসন্ন্যাসাত্মক সাধনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। এই জন্য কর্ম্মসন্ন্যাসাত্মক সাধনা দ্বারাই ত্বম্পদার্থের শোধন হয়। এই সাধনার অঙ্গ নিষ্কাম কর্ম্ম, আরুরুক্ষু যোগ এবং যোগারূঢ়-অবস্থা। যোগারূঢ় সাধক যখন যুক্ততম-অবস্থা লাভ জন্য মদ্গতচিত্ত হইয়া শ্রদ্ধাসহ আমার ভজনা আরম্ভ করেন, তখন তিনি "তৎপদার্থ" নিষ্ঠ হয়েন। মধ্যম ষট্‌কে "তৎপদার্থ" বা "উপাস্যচিন্তা" কিরূপ, তাহা জানিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে—ইহাই উপদেশ করিতেছি। প্রথম ষট্‌ক কর্ম্ম-সন্ন্যাসাত্মক-সাধন-প্রধান ত্বম্পদার্থ শুদ্ধিবিশিষ্ট। মধ্যম ষট্‌ক ব্রহ্ম-প্রতিপাদন-প্রধান তৎপদার্থ ব্যাখ্যা-বিশিষ্ট। প্রথম-ষট্‌কে যোগ-প্রমুখ আত্মতত্ত্ব বলা হইয়াছে; দ্বিতীয়ে ভজনীয় ভগবানের রূপ বলা হইবে। জ্ঞেয় ব্রহ্মের পরে ধ্যেয় ব্রহ্মের আলোচনা।

অর্জ্জুন—"ময্যাসক্তমনাঃ" ও "মদাশ্রয়ঃ এই দুইটি না বলিয়া শুধু মদাশ্রয় হইয়া যোগ কর, বলিলেই ত হইত?

ভগবান্—ময্যাসক্তমনাঃ ও মদাশ্রয়ঃ উভয়ই আবশ্যক কেন, তাহা লক্ষ্য কর। মন্ত্রী

রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিলেও, স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি আসক্তি রাখিতে পারে। সেইরূপ নিকাম-কর্ম্মী আমার আশ্রয় গ্রহণ করিলেও, দেশ উদ্ধার জন্ম কর্ম্মে আসক্তি রাখিতে পারে। কিন্তু প্রকৃত যোগী যিনি হইবেন, তাঁহার অন্ত কুত্রাপি আসক্তি রাখিলে যোগ হইবে না। কারণ ইহাতে একনিষ্ঠা হয় না। এই জন্ত আমার আশ্রয়ে থাকিয়া, অন্ত সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করিয়া যোগ করিতে হইবে, তবে ভক্তি-মার্গে অধিকার হইবে। পরমপুরুষের স্বরূপ জ্ঞান দ্বারা ভক্তিমার্গের সাধনা যে পরিপুষ্ট হয়, এখন তাহাই বলা হইবে।

যতদিন নিষ্কাম কর্ম্ম অভ্যাসে জোর রাখিবে, ততদিন সংসারে থাকিতে হয়। পরে আত্মসংস্থ যোগাভ্যাসের সময় "রহসি স্থিতঃ" হইতে হইবে। "তজ্জন্ত "শুচৌদেশে প্রতিষ্ঠাপ্য" ইত্যাদি বলিয়াছি। এই সমস্তের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিলে চলিবে না। "শুচৌদেশে" প্রভৃতির ব্যাখ্যা যাঁহারা আধ্যাত্মিক ভাবে কূটস্থ-দেশ ইত্যাদি করেন—তাঁহারা সাধকদিগকে সংসার ছাড়িয়া একান্তে যাইতে হইবে বলিলে পাছে তাহারা সাধনা ছাড়িয়া দেয়—সেই জন্ত র্শশযোর মনোরঞ্জনের হেতু দুর্ব্বলতা করেন মাত্র। একান্ত সেবা ভিন্ন "ময্যাসক্তমনাঃ" পূর্ভাবে হইতেই পারে না। সিদ্ধাবস্থায় কোন নিয়ম নাই।

অর্জ্জুন—এখন যুক্ততম হইতে হইলে, ভক্তিযোগ পরিপক্ব করিতে হইলে যাহা যাহা আবশ্যক তাহাই বল।

ভগবান্—যুক্ততম হইতে হইলে আমাকে জানা চাই। আমার সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অনুভব চাই। শুধু পরমাত্মা আছেন এই বিশ্বাস মাত্র রাখিলে, যুক্ততম হওয়া যাইবে না; সেই জন্ত অনুভব-যুক্ত জ্ঞানের কথাই বলিতেছি ॥ ১ ॥

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥

শ শ শ

অহং তে তুভ্যং সবিজ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং স্বানুভবসংযুক্তং ইদং

আ আ নী

জ্ঞানম্ অপরোক্ষং জ্ঞানং চৈতন্যং "জ্ঞানং শুদ্ধপ্রজ্ঞানঘনং ব্রহ্ম" "সত্যং

নী

জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "বিজ্ঞানমানন্দং" ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতেঃ অশেষতঃ

শ নী ম ম

কাৎস্নেন সাধনকলাপসহিতম্ সাধনফলাদিসহিতত্বেন নিরবশেষং বক্ষ্যামি

শ ম ম

কথয়িষ্যামি যজ্জ্ঞানং নিত্যচৈতন্যরূপং জ্ঞাত্বা বেদান্তজন্যমনোবৃত্তি-

ম শ ম
বিষয়ীকৃত্য ইহ ব্যবহারভূমৌ ভূয়ঃ পুনঃ অন্যৎ কিঞ্চিদপি জ্ঞাতব্যং
শ শ্রী ব
পুরুষার্থসাধনম্ ন অবশিষ্যতে অবশিষ্টং ন ভবতি সর্ব্বস্য তদন্তর্ভাবাৎ
ম
সর্ব্বাধিষ্ঠান-সন্মাত্রজ্ঞানেন কল্পিতানাং সর্ব্বেষাং বাধে সন্মাত্রপরিশেষাৎ
ম
তন্মাত্রজ্ঞানেনৈব ত্বং কৃতার্থো ভবিষ্যসীত্যভিপ্রায়ঃ ॥২॥

আমি তোমাকে অনুভব-সংযুক্ত এই জ্ঞান বিশেষরূপে বলিতেছি। ইহা জানিলে, ইহ-জগতে পুনরায় অন্য জ্ঞাতব্য আর অবশিষ্ট থাকিবে না ॥২॥

অর্জ্জুন—শ্রুতি বলেন "কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতম্" ইতি। হে ভগবন্! কাহাকে অনুভব করিলে অন্য সমস্তই অনুভূত হয়? অনুভবের সহিত জ্ঞান, তাহার স্থায়িত্ব জন্য সাধনা তুমি বলিবে—এই পরমাত্ম-তত্ত্ব, শাস্ত্র যাহা বিবৃত করেন এবং অনুভব দ্বারা যাহা লাভ করা যায়, তাহা জানিলে আর কিছুই জানিতে বাকী থাকিবে না। বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞান একটু স্পষ্ট করিয়া বল।

ভগবান্—শাস্ত্রীয় কর্ম্ম এবং শাস্ত্রালোচনা করিতে করিতে যে আত্ম-জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই পরোক্ষ-জ্ঞান। কিন্তু ইহার অনুভব যখন হয়, তখনই বিজ্ঞানের সহিত আত্মস্বরূপের জ্ঞান লাভ হয় ॥২॥

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥৩॥

ম ব্য শ
মনুষ্যাণাং শাস্ত্রীয়জ্ঞানকর্ম্মযোগ্যানামধিকারিণাং সহস্রেষু অনেকেষু
শ ম শ্রী শ স্বা ম
মধ্যে কশ্চিৎ একঃ পুণ্যবশাৎ সিদ্ধয়ে সিদ্ধ্যর্থং ফলসিদ্ধিপর্য্যন্তং সত্ত্ব-
ম শ
শুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানোৎপত্তিপর্য্যন্তং যততি প্রযত্নং করোতি। যততাম্
স্বা স্বা ম
অপি সিদ্ধানাং সিদ্ধিপর্য্যন্তং যতমানানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ একঃ

শ্রবণমনননিদিধ্যাসনপরিপাকান্তে মাম্ ঈশ্বরম্ আত্মানং তত্ত্বতঃ যথাবৎ প্রত্যগভেদেন 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি গুরূপদিষ্টমহাবাক্যেভ্যঃ বেত্তি সাক্ষাৎকরোতি। অনেকেষু মনুষ্যেষু আত্মজ্ঞানসাধনানুষ্ঠায়ী পরমদুর্ল্লভঃ, সাধনানুষ্ঠায়িষ্বপি মধ্যে ফলভাগী পরমদুর্ল্লভ ইতি, কিং বক্তব্যমস্য জ্ঞানস্য মাহাত্ম্যমিত্যভিপ্রায়ঃ। তদেবমতিদুর্ল্লভমপি মজ্জ্ঞানং তুভ্যমহং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥৩॥

সহস্র সহস্র মনুষ্য মধ্যে ক্বচিৎ দুই এক জন সিদ্ধিলাভ পর্য্যন্ত [অন্য সমস্ত ইচ্ছা ও অনাবশ্যক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইহাই করিব এইরূপ) যত্ন করেন। সিদ্ধি-পর্য্যন্ত যত্নপরায়ণ সহস্র সহস্র সাধক মধ্যে ক্বচিৎ কোন ব্যক্তি সমস্ত তত্ত্বের সহিত আমার (পরমেশ্বরের আত্মতত্ত্বের) সাক্ষাৎ অনুভব করেন ॥৩॥

অর্জ্জুন—তত্ত্বের সহিত তোমাকে জানা--ইহার অর্থ কেহ বলেন প্রকৃতিতত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্রতত্ত্ব, এবং জীবচৈতন্যতত্ত্ব সহ পরমাত্মতত্ত্ব জানাই তত্ত্বের সহিত তোমাকে জানা-ইহাই আত্মতত্ত্ব। আবার কেহ বলেন—ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-সমন্বিত তোমাকে জানাই তত্ত্বের সহিত তোমাকে জানা। এখানে কোন্ অর্থ তুমি বলিতেছ ?

ভগবান্—পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতেই তুমি দেখিবে---আমি আত্মতত্ত্বের জ্ঞানই তোমাকে বলিব বলিতেছি। ভক্তগণ, ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-সমন্বিত আমাকে জানাই এই ব্যাখ্যা করেন। আমি এখানে কিন্তু তাহা বলিতেছি না।

অর্জ্জুন—কোন্ প্রকার অধিকারী আত্মতত্ত্ব জানিতে পারেন ?

ভগবান্—পূর্ণভাবে আত্মতত্ত্বের অধিকারী নিতান্ত দুর্ল্লভ। আত্মতত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি সকলের ভাগ্যে হয় না। দেখ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি মনুষ্য আছে। আবার জীব কত আছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে ? মনুষ্য ভিন্ন অন্য জীবে আত্মতত্ত্ব জানিতে পারে না। মনুষ্যের মধ্যেও কেহ কেহ মৎকল্পিত কর্ম্ম ও শাস্ত্রাদির পরোক্ষ-জ্ঞান দ্বারা আত্মতত্ত্ব জানিতে যত্ন করেন। এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। উহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে যাঁহারা চেষ্টা করেন তাঁহাদের সংখ্যা সহস্রের মধ্যে দুই একটি। প্রায় মনুষ্যই ভোগে আসক্ত। ভোগকে তুচ্ছ করিয়া যাঁহারা বৈরাগ্যকেই প্রতিনিয়ত অভ্যাস করেন, তাঁহারাই কল্পনা, স্মৃতি এবং

সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া আত্মতত্ত্ব জানিতে চেষ্টা করেন। "ইহা আমার হউক" এই বাসনা-বশে চিত্তের যে বিষয়ের প্রতি অনুধাবন, তাহাই কল্পনা। যাহা অনুভূত হইয়াছে, তাহার পুনরায় মনে মনে আলোচনাই স্মৃতি। সঙ্কল্প ত্যাগ ভিন্ন আত্মতত্ত্ব লাভের জন্য কর্ম্ম ও জ্ঞানের আলোচনাতেও বিশেষ কিছু হয় না। সিদ্ধি-লাভে যত্ন করা ত বহু দূরে, আবার যত্নে সফল-মনোরথ মনুষ্য-সহস্রের মধ্যে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন-পরিপাকান্তে গুরুমুখে তত্ত্বমসাদি মহাবাক্য বিচার জনিত আমার অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিতে পারেন, এরূপ মনুষ্য নিতান্ত দুর্লভ।

অর্জ্জুন—এত লোক ত "ঈশ্বর ঈশ্বর" "ধর্ম্ম ধর্ম্ম" করেন, তুমি কেন বলিতেছ প্রকৃত আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ নিতান্ত বিরল?

ভগবান্—ধর্ম্মজগতে প্রবেশ করিয়াও বহুলোকে ধর্ম্মের নাম করিয়া আপন আপন ইচ্ছা-পূর্ণ করিতে ব্যস্ত। ইহারা আত্ম-প্রতারণা ধরিতে পারে না। ইহাদের মতে "ঈশ্বরের প্রিয়কর্ম্ম করাই" জীবের উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের প্রিয়কর্ম্ম করা যাঁহাদের উদ্দেশ্য তাঁহারা সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীর সাধক। এই প্রিয়কার্য্যও আবার কিরূপ ভাবে করিতে হইবে তাহাতে দৃষ্টিরাখা এরূপ সাধকের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য। ভিক্ষুককে অন্ন দাও, বস্ত্র দাও কিন্তু যদি অভিমান রাখ আমি ভিক্ষুকের দুঃখ দূর করিতে যাইতেছি, তবে তোমার কর্ম্মে "অহং কর্ত্তা" অভিমান থাকিল বলিয়া তাহা ভগবানের নিকট পৌঁছিল না। ঐ কর্ম্মে তোমার বন্ধন হইল। কিন্তু ভিক্ষুককে অন্ন বস্ত্রাদি দান দ্বারা আমি ঈশ্বরের সেবা করিতেছি এই ভাবে যদি তুমি দরিদ্রের সেবা কর, তবে কর্ম্মে তোমার লক্ষ্য থাকে না, থাকে সেবার দ্বারা ঈশ্বর-প্রসন্নতা লাভে। ইহাই নিষ্কাম-কর্ম্ম। নিষ্কাম-কর্ম্মের কর্ম্ম-অংশ দ্বারা জগচ্চক্র চলিতে থাকে। সমকালে জগতের কর্ম্ম ও ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ দ্বারা মুক্তিপথে চলা—ইহাই আমার উপদেশ। এইজন্য নিষ্কাম কর্ম্মে কর্ম্মফল আমাতে অর্পণ করিতে হয়। ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া, 'অহং কর্ত্তা" এই অভিমান বর্জ্জিত হইয়া, শ্রীভগবানের প্রসন্নতা-লাভ জন্য কর্ম্ম করিতে করিতে যখন সিদ্ধিলাভ হয় তখন তাহাকে বলে কর্ম্মজা সিদ্ধি। কর্ম্মজা সিদ্ধির দ্বারা কর্ম্মত্যাগ করিয়া তত্ত্বের সহিত আমাকে জানার অনুষ্ঠান করিতে হয়। সাধকদিগের মধ্যে কেহ নিষ্কাম কর্ম্মের ঘরে আটকাইয়া থাকেন, কেহ বা প্রার্থনার ঘরে আটকাইয়া থাকেন। ইঁহারা ভক্ত নহেন বিশ্বাসী মাত্র। ভক্তিমার্গে উঠিতে হইলে নিষ্কাম-কর্ম্ম, আরুরুক্ষুযোগ এবং আত্মসংস্থযোগ লাভ করিয়া পরে যুক্ততম হইয়া আমাকে জানিতে হইবে। অন্তরে আমার প্রকাশ অনুভব করিতে হইবে, অন্তরে আমার মুখ হইতে আমার কথা শুনিতে হইবে, আমার সহিত বিশেষ রূপে পরিচিত হইতে হইবে। আমার সহিত পরিচিত হইলে তবে ভক্তি লাভ হইবে। আমাকে জানিলে তবে ভক্তি—আমাকে জানিলে, তবে আমার প্রেম লাভ করিতে পারিবে, আমাকে যথার্থরূপে ভাল বাসিতে পারিবে। এই প্রকৃত ভক্তির জন্য—এই প্রকৃত ভালবাসার জন্য জ্ঞানের কথা পাড়িতেছি। যে ভক্তিতে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিবার বাসনা নাই, আত্মসাক্ষাৎ-কারের ইচ্ছা নাই, আমাকে জানিবার বাসনা নাই তাহা বিশ্বাস মাত্র—ভক্তি লাভের নিম্ন সোপান মাত্র—তাহা ঠিক ভক্তি নহে। আমাকে না জানিলে আমার পূজাও হয় না। "দেবে

পরিচয়ো নাস্তি বদ পূজা কথং ভবেৎ?" বিশ্বাসে প্রার্থনা পর্য্যন্ত হয়। জীবন্তভাবে প্রার্থনা করিতে করিতে জ্ঞানানুষ্ঠানে বাসনা হয়—ভক্তিমার্গে উঠা হয়। তাই বলিতেছিলাম—বহুলোক আমার আশ্রয়ে আইসে—তাহাদের কর্ম্ম-সম্পাদনার্থ। তাহারা ঠিক আমাকে চায় না—চায় তাহাদের আপন আপন ইচ্ছা পূর্ণ করিতে—চায় সমাজ সংস্কার করিতে, জাতির উন্নতি করিতে দেশ রক্ষা করিতে। তাহারা বুঝেনা যে আমাকে পাইলে তাহাদের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা আর থাকে না। আমি যে ভাবে জীবের উদ্ধার করি, তাহারাও সেই ভাবে তখ জীবের উদ্ধারে সমর্থ হয়। এই সমস্ত কারণে বলি—বহু লোকে বহু মতলবে কর্ম্ম করে—কিন্তু আমাকে চায় কয়জন? যাহারা কিন্তু আমাকে চায়, আমি তাহাদেরই। এখন বুঝিতেছ— তত্ত্বতঃ আমাকে ভাবনা করিতে বা জানিতে প্রকৃত ইচ্ছা হওয়া কত দুর্ল্লভ? এখন তত্ত্বতঃ আমাকে জানিতে হইলে কোন্ কোন্ তত্ত্ব জানিতে হইবে তাহা শ্রবণ কর ॥৩॥

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥৪॥

শ

ভূমিরিতি পৃথিবী-তন্মাত্রমুচ্যতে। ন স্থূলা। ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ইতি
শ নী না ম
বচনাৎ। স্থূলভূম্যাদেশ্চ বিকৃতিমাত্রত্বাৎ। সাঙ্খ্যেহি পঞ্চতন্মাত্রাণ্যহ
ম
ঙ্কারো মহানব্যক্তমিত্যষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ; পঞ্চমহাভূতানি, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রি-
ম
য়াণি, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি উভয়সাধারণং মনশ্চেতি ষোড়শবিকারা উচ্যন্তে। এতান্যেব চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি। তত্র ভূমিরাপোঽনলো-
ম
বায়ুঃখমিতি পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশাখ্য পঞ্চমহাভূত সূক্ষ্মাবস্থারূপাণি
ম
গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাত্মকানি পঞ্চতন্মাত্রাণি লক্ষ্যন্তে। তথাচ—ভূমিঃ
আ হ নী
গন্ধতন্মাত্রং আপঃ রসতন্মাত্রং অনলঃ রূপতন্মাত্রম্ বায়ুঃ স্পর্শতন্মাত্রং
শ শ শ
খং শব্দতন্মাত্রং, মনঃ, মনসঃ কারণমহঙ্কারঃ; বুদ্ধিঃ অহংকারণকারণং

নী শ নী নী

সমষ্টিবুদ্ধির্মহ-ত্তম্ এব চ অহঙ্কারঃ অহঙ্করোমীত্যনেনেত্যহঙ্কারো মূল-

শ শ

প্রকৃতিঃ ; যদ্বা অহঙ্কার ইত্যবিদ্যাসংযুক্তমব্যক্তম্। যথা বিষসংযুক্তমন্নং বিষমুচ্যতে এবমহঙ্কারবাসনাবদব্যক্তং মূলকারণমহঙ্কার ইত্যুচ্যতে।

শ

প্রবর্ত্তকত্বাদহঙ্কারস্য। অহঙ্কার এব হি সর্ব্বস্য প্রবৃত্তিবীজং দৃষ্টং

শ শ শ

লোকে ; ইতি-ইয়ং যথোক্তা মে মম প্রকৃতিঃ ; প্রকরোতীতি ঐশ্বরী

শ ম

মায়া শক্তিঃ মায়াখ্যা পরমেশ্বরী শক্তিরনির্ব্বচনীয়-স্বভাবাৎ ত্রিগুণাত্মিকা

নী ম শ

জড়প্রপঞ্চোপাদানভূতা অষ্টধা অষ্টভিঃ প্রকারৈঃ ভিন্না ভেদমাগতা ॥৪॥

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এইরূপে আমার প্রকৃতি এই আটভাগে ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

অর্জ্জুন—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম—ইহারা না বিকৃতি ?

ভগবান্—সাংখ্যমতে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ এই পঞ্চতন্মাত্র ; অহঙ্কার, মহান্ এবং অব্যক্ত এই আটটি প্রকৃতি এবং পঞ্চস্থূলভূত; পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং উভয় ইন্দ্রিয় মন এই ষোড়শ-প্রকার বিকৃতি। সাংখ্যমতে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। এখানে ভূমি, অপ্, অনলাদিকে আমি পঞ্চতন্মাত্র বলিতেছি। "মূল প্রকৃতিরবিকৃতিঃ মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত ষোঁড়কস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ'। (ইতি সাংখ্যকারিকা ৩)।

অর্জ্জুন—ভূমি অর্থে পৃথিবীতন্মাত্র গন্ধ, অপ্ অর্থে জলতন্মাত্র রস—এইরূপে কষ্টকল্পনা করিয়া না বুঝিয়া স্থূলভূত বুঝিলে কি দোষ হয় ?

ভগবান্—প্রথমতঃ ভূমি জল ইহারা প্রকৃতি নহে, বিকৃতি। দ্বিতীয়তঃ ত্রয়োদশের ষষ্ঠ শ্লোকে মহাভূতান্যহঙ্কারো পঞ্চচেন্দ্রিয় গোচরাঃ ইত্যাদিতে মহাভূতানি অর্থে সূক্ষ্ম ভূতকেই লক্ষ্য করিয়াছি—"মহাভূতানি চ সূক্ষ্মাণি ন স্থূলানি"। ইহা ১৩।৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট করা হইবে। তৃতীয়তঃ সৃষ্টিতত্ত্বে অবিদ্যা, মহান্, অহং ইহাদের পরে পঞ্চতন্মাত্র সৃষ্টি। পঞ্চমহা-ভূতের সৃষ্টি আরও পরে। ভূম্যাদির পঞ্চতন্মাত্র অর্থ না করিয়া স্থূল ভূত অর্থ করিলে সৃষ্টিক্রমে দোষ পড়ে।

অর্জ্জুন—প্রকৃতি (১) প্রকৃতি-বিকৃতি (৭) বিকৃতি (১৬) এইরূপ নামকরণ কেন হইয়াছে ?

ভগবান্—সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্মহান্, মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ম্ তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূল ভূতানি। [সা, প্র, ৬১সূ] সাংখ্য ইহাই বলিয়াছেন।

সত্ত্বরজস্তমের সাম্যাবস্থা যাহা তাহাই অব্যক্ত। ইহাই মূল প্রকৃতি। প্রকৃতির গুণ-বৈষম্যে মহান্ সৃষ্টি হইল। মহান্ যাহা তাহাতে বুঝাইতেছে মহামন বুদ্ধি ও চিত্ত। মহান্ হইতে অহঙ্কার হইল। মহানটি হইল মূল প্রকৃতির বিকৃতি, কিন্তু ইহা অহঙ্কারের প্রকৃতি। আবার অহংকারটি মহানের বিকৃতি, কিন্তু পঞ্চতন্মাত্রের প্রকৃতি। আবার পঞ্চতন্মাত্র হইতেছে অহংকারের বিকৃতি। কিন্তু পঞ্চভূতের প্রকৃতি। তবেই দেখ অব্যক্তকে মূল প্রকৃতি বলিলে মহান্, অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রা ইঁহারা একবার প্রকৃতি আবার বিকৃতি হইতেছে, এইজন্য এই সাতটিকে প্রকৃতি-বিকৃতি বলা হইয়াছে। সাংখ্য মূল প্রকৃতিকে প্রকৃতি নামে অভিহিত করিয়া অন্য সাতটিকে প্রকৃতি-বিকৃতি বলিতেছেন। আমি বলিতেছি আমার প্রকৃতি আটভাগে ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কথাটা একই। এক্ষেত্রে আমার সহিত সাংখ্যের কোন ভেদ নাই।

অর্জ্জুন—ইন্দ্রিয়, স্থূলভূত ইত্যাদির সৃষ্টি কিরূপে হইল ?

ভগবান্— মূল প্রকৃতির কার্য্য মহান্। মহানের কার্য্য অহংকার। মূল প্রকৃতি সাত্ত্বিক রাজসিক, তামসিক ভেদে ত্রিবিধা বলিয়া তৎকার্য্য মহান্ও ত্রিবিধ। "সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান্ ইতি স্মৃতেঃ। যেমন মহান্ ত্রিবিধ সেইরূপ তৎকার্য্য অহংকারও ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক অহংকার, রাজস অহংকার ও তামস অহংকার।

সাত্ত্বিকাহংকারাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারো দেবা মনশ্চ জাতম্। সাত্ত্বিক-অহংকার হইতে ইন্দ্রিয়-দেবতা ও মন হইয়াছে। দেবতাঃ তাশ্চ চক্ষুষো রবিঃ শ্রোত্রস্যদিক, ত্বচোবায়ুঃ, রসনস্য বরুণঃ, ঘ্রাণস্যাশ্বিনৌ, বাচোঽগ্নি, পাণ্যোরিন্দ্রঃ, পাদয়োরুপেন্দ্রঃ, পায়োর্মিত্রঃ, উপস্থস্য প্রজাপতি-রিতি। সূর্য্য, দিক্ বায়ু, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র, প্রজাপতি—ইঁহারা ইন্দ্রিয় দেবতা—ইঁহারা সাত্ত্বিক অহংকার হইতে উৎপন্ন। সাত্ত্বিক অহংকারকে বৈকারিক অহংকার বলে।

রাজসাহংকারাৎ দশেন্দ্রিয়াণি জাতানি। রাজসানিন্দ্রিয়াণ্যেব সাত্তিকা দেবতা মনঃ"। রাজস অহংকার হইতে পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় জাত। রাজস্ অহংকারের নাম তৈজস অহংকার।

'তামসাহঙ্কারাৎ সূক্ষ্মাণি পঞ্চভূতানি জাতানি" তামস্ অহঙ্কার হইতে অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম পঞ্চভূত বা শব্দস্পর্শাদি পঞ্চতন্মাত্র জন্মে। পঞ্চতন্মাত্রের পঞ্চীকরণে পঞ্চ স্থূলভূত (ক্ষিতি অপ্ ইত্যাদি) জন্মিয়াছে। প্রথমতঃ শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ, স্পর্শতন্মাত্র হইতে আকাশের সহিত বায়ু. রূপতন্মাত্র হইতে আকাশ, বায়ু সহিত তেজ—এইরূপে সমস্ত সৃষ্টি হইল।

আবার ভূত-পঞ্চকের রজঃ অংশ হইতে পঞ্চপ্রাণ সৃষ্ট হইল। পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণে সমুদয় জড় দেহ এবং উদ্ভিজ্জ, জরায়ুজ, অণ্ডজ ও স্বেদজ এই চতুর্ব্বিধ জীবের সৃষ্টি হইল।

বুদ্ধির আর আর যাহা তন্মধ্যে সূক্ষ্ম তন্মাত্রাদিরূপ অহংকারের কার্য্য হইতে হইল সূক্ষ্ম সমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভ। ইহারই লিঙ্গশরীর। ইহারই নামান্তর সূত্র। সেই সূত্র হইতে সমষ্টিরূপ বিরাট্‌পুরুষ জন্মিলেন।

অর্জ্জুন—কিরূপে এই সমস্ত সৃষ্টি হইল তাহা বুঝিব কি প্রকারে?

ভগবান্—ভূতসমূহ তন্মাত্রময়। ভূমি গন্ধময়, জল রসময়, তেজ রূপময় ইত্যাদি। ভূমিকে অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় আনয়ন কর, করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই ভূমির তন্মাত্র। অন্য অন্য ভূত সম্বন্ধেও তাই। অতি সূক্ষ্ম ভূমিই গন্ধ। ভূম্যাদি স্থূল ভূতের সারই হইতেছে গন্ধতন্মাত্র। এজন্য বলা যায় পঞ্চভূতগুলি তন্মাত্রময়।

ভূমি অপেক্ষা তন্মাত্র ব্যাপক। ব্যাপক বস্তুকে ব্যাপ্য বস্তুর আত্মাও বলা হয়। "অততিব্যাপ্নোতীত্যাত্মা"।

আত্মা শব্দটি এইজন্য বহু অর্থে প্রযুক্ত হয়। পঞ্চতন্মাত্রকে এই হেতু পঞ্চভূতের কারণ বলা যায়।

অর্জ্জুন—প্রকৃতির অন্য বিকার যে মন বুদ্ধি অহংকার এই সম্বন্ধে এখন বল।

ভগবান্—ভূমি অপ্ ইত্যাদিতে যেমন ভূমি অপের কারণ তন্মাত্র লক্ষ্য করা হইয়াছে, সেইরূপ মন বুদ্ধি অহংকারের কারণ যাহা, এক্ষণে তাহাই লক্ষ্য করা হইতেছে।

এখন দেখ মনের কারণ কি? মন কি? না যাহা সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক। যাহা না থাকিলে সঙ্কল্প বিকল্প উঠিতে পারে না, তাহাই না সঙ্কল্প বিকল্পের কারণ? অহং অভিমান না করিলে সঙ্কল্প বিকল্প উঠে না, এই জন্য অহংকারকে মনের কারণ বলা হইতেছে। অহংকার এই জন্য প্রকৃতির ষষ্ঠভাগ। যাহারা মন অর্থে মনের কারণ এইরূপ ব্যাখ্যাকে কষ্টকল্পনা বলিতেছে, তাহাদের ধারণা করা উচিত ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ ইত্যাদি অত্যন্ত স্থূল; ইহাদের পরেই ইহাদের কারণ মন হইতে পারে না। সৃষ্টি ব্যাখ্যায় স্থূল কার্য্য হইতে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম কারণ উল্লেখ করাই উচিত, ইহাই সংহারক্রম। আবার অতি সূক্ষ্ম কারণ হইতে ক্রম অনুসারে স্থূল কার্য্য দেখান আবশ্যক, ইহাই সৃষ্টি-ক্রম। অতএব ভূমিরাপো ইত্যাদিকে তন্মাত্র বলিলে তাহার পরে যাহার সৃষ্টি তাহা মন নহে, কিন্তু মনের কারণ অহংকার। বেদান্তক্রম ও সাংখ্যক্রমে মহামন্ বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত এবং অব্যক্ত মহান্, অহং ও মন ইহাদের ব্যাখ্যা ২৩৪ পৃষ্ঠায় দেখ।

প্রকৃতির ষষ্ঠ বিকার হইল অহংকার। অহংকারের উৎপত্তি মহত্তত্ত্ব হইতে। যেমন সঙ্কল্প বিকল্প জাগিবার পূর্ব্বে অহংভাব জাগে—আমি বোধ না থাকিলে আমার সঙ্কল্প এ বোধ যেমন থাকে না, সেইরূপ আমি বোধটি জাগিবার পূর্ব্বে একটি মহানের বোধ জাগে—অহং ইহা জাগিবার পূর্ব্বে একটা বৃহৎ কিছু ভাসে, এই বৃহৎটি মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্বকে মহামন, বুদ্ধি ও চিত্তের মিলিত নাম দেওয়া হইতেছে।

বুদ্ধির কারণ মহত্তত্ত্বকে সপ্তম প্রকৃতি বলা হইতেছে ইহা, অন্যরূপেও বুঝিতে পার। পঞ্চতন্মাত্রের অগ্রে অহংসৃষ্টি হইয়াছিল এবং অহংসৃষ্টির অগ্রে মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি হইয়াছিল ইহাত পূর্ব্বে দেখান হইল। এখন দেখ বুদ্ধি হইতেছে নিশ্চয়াত্মিকা। ব্যষ্টি মন যেমন সঙ্কল্প বিকল্পা-

ত্মিকা, ব্যষ্টি বুদ্ধিও সেইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা। ব্যষ্টি বুদ্ধির কারণ সমষ্টি বুদ্ধি। এই সমষ্টি বুদ্ধিকেই মহত্তত্ত্ব বলা যায়।

প্রকৃতির অষ্টমভাগ হইতেছে অবিদ্যা—ইহা শ্লোকোক্ত অহংকারের কারণ। অহংকার অর্থে অহংকারের কারণ অবিদ্যাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। অবিদ্যা বা অজ্ঞান না থাকিলে অহংকার আসিতেই পারে না। নিজের স্বরূপ ভুলিয়া আপনাকে অন্যরূপ দেখা—ইহাই মূল অহংপূর্ব্বিকা অজ্ঞান।

অবিদ্যা হইতেছে প্রকৃতির সত্বগুণের মলিন ভাব। যখন সত্বগুণ সম্পূর্ণ নির্ম্মলভাবে থাকে না, যখন ইহা রজ ও তম গুণের সহিত মিশ্রিত থাকে, তখন ঐ মলিন সত্বগুণকে বা মিশ্রিত সত্বগুণকে অবিদ্যা বলে; কিন্তু অব্যক্তা প্রকৃতি যখন বিশুদ্ধ সত্বগুণে থাকেন, যখন রজ ও তম একেবারে অভিভূত থাকে, তখন ইহার নাম মায়া। অপরা প্রকৃতির কথা বলা হইল, এখন পরা প্রকৃতির কথা শোন॥ ৪॥

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৫॥

যা শ

ইয়ং অষ্টধাভিন্ন মে প্রকৃতিঃ অপরা নিকৃষ্টাঽশুদ্ধাঽনর্থকরী সংসার-

শ যা শ ম

রূপা বন্ধনাত্মিকা জড়ত্বান্নিকৃষ্টা। ইতঃ তু যথোক্তায়াস্তু ক্ষেত্রলক্ষণায়াঃ

ম শ্রী যা ম

প্রকৃতেঃ সকাশাৎ অচেতন-ভূতায়াঃ প্রকৃতেঃ সকাশাদ্বা অন্যাং বিলক্ষণাং

যা শ শ

জীবভূতাং জীবরূপাং ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণাং প্রাণধারণনিমিত্তভূতাং

ম রা ম শ যা

চেতনাত্মিকাং মে-মদীয়াং প্রকৃতিং পরাং প্রকৃষ্টাং অজড়ত্বাদুৎকৃষ্টাং

নী „ ব যা শ্রী

বিদ্ধি জানীহি। হে মহাবাহো পার্থ! যয়া জীব প্রকৃত্যা চেতনয়া

শ্রী শ নী ম

ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপয়া প্রকৃত্যা ইদং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমাত্মকং অচেতনজাতং

যা ম ম

জগৎ ধার্য্যতে স্বতো বিশীর্য্য উত্তভ্যতে। "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য

ম
নামরূপে ব্যাকরবাণি” ছান্দোগ্য (৬।২৩) ইতি শ্রুতেঃ। নহি জীব-
ম
রহিতং জগদ্ধারয়িতুং শক্যমিত্যভিপ্রায়ঃ ।।৫।।

ইহা [অষ্টভাগপ্রাপ্তা আমার প্রকৃতি] অপরা। ইহা হইতেও অন্যরূপ আমার জীবরূপা প্রকৃতিকে পরা প্রকৃতি জানিও। হে মহাবাহো পার্থ! ইহা দ্বারা জগৎ বিধৃত হইয়া আছে ॥৫॥

অর্জ্জুন—অপরা প্রকৃতিও যেরূপ তোমার প্রকৃতি, পরা প্রকৃতিও সেইরূপ তোমারই প্রকৃতি। তথাপি অপরা প্রকৃতি নিকৃষ্টা, আর পরা প্রকৃতি উৎকৃষ্টা। তোমার সহিত তোমার প্রকৃতির কি সম্বন্ধ? জীবকেই পরা প্রকৃতি বলিতেছ। অপরা প্রকৃতি অচেতন; পরা চেতন। চৈতন্যও প্রকৃতি কিরূপে? প্রকৃতি কি? আবার পরা প্রকৃতি বা চেতন জীব, অপরা প্রকৃতি বা অচেতন জড়কে ধরিয়া আছে কিরূপে? অত্যন্ত জড় যে প্রস্তরখণ্ড উহাতেও কি জীব আছে? অত্যন্ত জড় যে স্বর্ণ লৌহাদি ধাতু উহাতেও কি জীব আছে? আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী ইহারাও কি জীবরূপা পরা প্রকৃতি দ্বারা বিধৃত? গীতাতে এপর্য্যন্ত যতগুলি কঠিন তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছ, তন্মধ্যে এই প্রকৃতি-তত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় মনে হইতেছে। কারণ এই প্রকৃতি-তত্ত্ব দ্বারা আত্মা আচ্ছন্ন বলিয়া পরমানন্দে স্থিতিলাভ হইতেছে না, প্রকৃতিই জগৎকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে; মায়াই জ্ঞান হরণ করিতেছে বলিয়া জীবের সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি হইতেছে না। জড় প্রকৃতি ও জীব-প্রকৃতি হইতে মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মার স্বস্বরূপে অবস্থান হইতেছে না। তুমি আমার প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করিয়া আমি যাহাতে চিরতরে তোমাতে থাকিতে পারি, তাহা করিয়া দাও।

ভগবান্—আমিই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে ক্ষেত্রকে ধারণ করিয়া আছি জানিও। ক্ষেত্রই শরীর। ক্ষেত্রজ্ঞ জীব-চৈতন্য। আমি তোমার সমস্ত সংশয় দূর করিতেছি, তুমি ধৈর্য্য ধরিয়া শ্রবণ কর।

অর্জ্জুন—শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার ধৈর্য্য যে রাখে না, সে কখনও কোন তত্ত্ব জানিতে পারে না; ইহা আমি জানিয়াছি। তুমি বল আমি বিশেষ ধৈর্য্যের সহিত শুনিতেছি।

ভগবান্—শ্রুতি বলেন—হরিঃ ওমন্তঃশরীরে নিহিতো গুহায়ামজ একোনিত্যমস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্ যং পৃথিবী ন বেদ। যস্যাহপঃ শরীরং যো অপোহন্তরে সঞ্চরন্ যমাপো ন বিদুঃ। যস্য তেজঃ শরীরং যস্তেজোহন্তরে সঞ্চরন্ যং তেজো ন বেদ। যস্য বায়ুঃ শরীরং যো বায়ুমন্তরে সঞ্চরন্ যং বায়ু র্ন বেদ। যস্যাহকাশঃ শরীরং য আকাশমন্তরে সঞ্চরন্ যমাকাশো ন বেদ। যস্য মনঃশরীরং—বুদ্ধিশরীরং ইত্যাদি। আমিই বহু হইয়া সকলের

মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে ধরিয়া আছি। "তৎসৃষ্ট্বাতদেবানুপ্রাবিশৎ" ইহাই শ্রুতি। যদি বল যিনি পরিপূর্ণ তিনি আবার প্রবেশ করিবেন কোথায় ও কিরূপে? আকাশ গ্রামে প্রবেশ করিল যেমন বলা যায় না—পরমাত্মা সৃষ্টি-মধ্যে প্রবেশ করিলেন ইহাও সেইরূপ বলা যায় না। তাঁহার সৃষ্টিরূপে ভাসাও যেরূপ গ্রামের মধ্যে আকাশের প্রবেশও সেইরূপ। একথা পরে বুঝিবে।

এখন দেখ—শরীর হইতেছে ক্ষেত্র এবং জীব চৈতন্য ক্ষেত্রজ্ঞ। দেহে চৈতন্য না থাকিলে, দেহ পচিয়া যায়, দেহ পড়িয়া যায়—ইহার অণু পরমাণু পর্য্যন্ত বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। জীব চৈতন্য ক্ষণকালের জন্যও দেহকে ভুলিয়া বাহিরের বস্তুতে যদি মনঃসংযোগ করেন—তুমি রাস্তায় চলিতে চলিতে যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যও, অন্যমনস্ক হও, তাহা হইলেত দেহটা পড়িয়া যায়; ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে চৈতন্যই দেহটাকে ধরিয়া রাখে এবং চৈতন্য আছেন বলিয়াই দেহরূপ যন্ত্র দ্বারা নানাপ্রকার কার্য্য চলে। এই চৈতনাত্মিকা প্রকৃতিকে আমার পরা প্রকৃতি বলিতেছি। এই চেতন প্রকৃতির সহিত আমার পার্থক্য আছে। একথা পরে বুঝাইতেছি। এমন আমি এইমাত্র বলিতেছি যে আমি সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য। আমি সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র সমানভাবে বিদ্যমান থাকিলেও সর্ব্বত্র ভাসিনা। মায়া সাহায্যে পরিচ্ছিন্ন-মত হইলে যখন ঐ পরিচ্ছিন্ন প্রকৃতিতে আমি অহং অভিমান করি, তখনই আমি প্রকৃতিতে অবচ্ছিন্ন চৈতন্য-মত প্রকট হই। তাই বলিতেছি, ক্ষেত্রজ্ঞ না থাকিলে ক্ষেত্রকে ধরিয়া থাকিবার কেহ থাকেনা। স্থূলভাবে ধরিয়া থাকা কি বলিলাম, সূক্ষ্মভাবে এই কথা পরে বলিতেছি।

অর্জ্জুন—"ইয়ং অপরা—এই অপরা প্রকৃতি—অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও স্থূল জড় প্রকৃতিকেই ত তুমি অপরা বলিতেছ? সাধারণ লোকে যাহাকে অন্তর্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ বলে তাহা এই অপরা প্রকৃতি। কিন্তু জড় প্রকৃতিকে নিকৃষ্ট বলিতেছ কি জন্য?

ভগবান্—জগতে যাহা কিছু দুঃখ আছে—যতদিন পর্য্যন্ত তুমি এই দুঃখকে সত্য বলিয়া ভাবিতেছ—তুমি জানিও ততদিন তুমি প্রকৃতির বশে রহিয়াছ। প্রকৃতি সেই পূর্ণ সচ্চিদানন্দ প্রভু হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাকেই আবরণ করিয়া রাখে। যেমন পানা, জল হইতে জন্মিয়া জলকেই ঢাকিয়া রাখে সেইরূপ। মায়ার একটি শক্তির নাম আবরণ-শক্তি। খণ্ডমত হওয়াও এই আবরণ-শক্তির কার্য্য। ইহাই ভ্রম। মায়াকে সর্ব্বলোক-বিমোহিনী এই জন্য বলে। আবার জগতের যাহা কিছু বিরোধ তাহা প্রকৃতিই ঘটাইতেছে! প্রকৃতির মধ্যেই বিরোধী পদার্থ আছে। ইহার সত্ত্ব রজ ও তম গুণ পরস্পর বিরোধী। ইহারা সর্ব্বদা একত্রেও থাকিবে আর বিবাদও করিবে। যেখানে প্রকাশ সেই খানেই প্রকাশের আবরণ একটি আছে, আবার সেই আবরণকে সরাইবার জন্য একটি চেষ্টাও আছে। প্রকাশটি সত্ত্ব, আবরণটি তম, এলং চেষ্টাটি রজ। এই তিনটীতে সর্ব্বদা বিরোধ লাগিয়াই আছে। রজ ও তম যখন অভিভূত হয়, তখন সত্ত্ব প্রকাশ হয়েন। মনে কর দেহের স্বাস্থ্য। দেহ ছন্দমত স্পন্দিত হইলেই বলা হয় ইহা সুস্থ আছে, স্বচ্ছন্দে আছে। কোনরূপে, ছন্দ ভঙ্গ হইলেই প্রকাশের একটি আবরণ পড়ে। ছন্দটিই প্রকাশ—ছন্দভঙ্গটি তম। ছন্দভঙ্গ হইলে যে

তম আক্রমণ করে তাহা দূর করাইবার যে চেষ্টা তাহা রজ। অন্ত একটী দৃষ্টান্ত লও। বীজের মধ্যে অব্যক্ত শক্তি আছে। সেই শক্তি অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় প্রকাশিত হইতে চায়। প্রকাশ, কার্য্য করিতে গেলেই তম তাহাকে বাধা দেয় আবার রজ সেই বাধা সরাইতে চেষ্টা করে। এইরূপ যুদ্ধ করিয়া তবে বীজমধ্য-নিহিত বৃক্ষটি বাহিরে আইসে। বদ্ধ জীবকেও এইরূপ যুদ্ধ করিয়া প্রকৃতির হস্ত হইতে মুক্ত হইতে হইবে। প্রকৃতির সত্ত্বগুণ যে প্রকাশ, ব্রহ্মকেও সেই প্রকাশ বলা যায়—তবে ইহাদের পার্থক্য এই যে প্রকৃতির সত্ত্বগুণের যে প্রকাশ, তাহা খণ্ড প্রকাশ, কিন্তু পরমাত্মা অখণ্ড প্রকাশ। পরমাত্মাতে অন্য কিছুই নাই, তিনি পরমশান্ত, চলন রহিত, আনন্দময়, জ্ঞানময়, চৈতন্য। কিন্তু প্রকৃতিতে প্রকাশ, আবরণ, চেষ্টা, ইহাদের সংগ্রাম সর্ব্বদাই আছে। এই জন্য প্রকৃতিকে বলা হয় অনর্থকরী। জীবের সমস্ত দুঃখের কারণ এই প্রকৃতি। এই প্রকৃতি চৈতন্যকে আবরণ করিয়া খণ্ডমত দেখায়, এবং ইহাকে যেন বন্ধন দশায় আনয়ন করে। অপরা প্রকৃতিতে এইসমস্ত দোষ আছে। কিন্তু পরা প্রকৃতি রজস্তমকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বদ্বারা সেই পরম প্রকাশে জীবকে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন বলিয়া ইঁহাকে পরা বা শ্রেষ্ঠা বলিতেছি। খণ্ড চৈতন্যকে অখণ্ড চৈতন্যে মিলাইতে পারেন বলিয়া পরা প্রকৃতি শ্রেষ্ঠা। পরা প্রকৃতি রজস্তমকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণে প্রকাশিত হইতে পারেন। সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত চৈতন্য স্বপতিত অন্য বস্তুর প্রতিবিম্ব পতনকে নিষেধ করিতে পারেন। মণিতেও বাহিরের বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে। মণি ইহা নিষেধ করিতে পারেনা। কিন্তু চেতন যিনি তিনি আপনাতে উদিত সঙ্কল্পের প্রতিবিম্ব রোধ করিতে কেন না পারিবেন? সঙ্কল্প না করাই জীবের মুক্তি।

অর্জ্জুন—সর্ব্বদুঃখের কারণ এই প্রকৃতি কি তাহা তুমি এখন ভাল করিয়া বল।

ভগবান্—প্রকৃতি কি তোমাকে ভাল করিয়া বলিতেছি কিন্তু সৃষ্টি সম্বন্ধে ও জীবের দুঃখ সম্বন্ধে দুই এক কথা অগ্রে বলি শ্রবণ কর।

যিনি অবাঙ্‌মনসগোচর—তিনি আপনাকে আপনি প্রকাশ না করিলে তাঁহার কথা প্রকাশ করে কে? যিনি স্বপ্রকাশ হইলেও স্থূলদৃষ্টির অতীত, যিনি সমস্ত প্রমাণের অতীত, যিনি গুণের অতীত, তিনি আপনাকে আপনি প্রকাশ করেন। ইহা তাঁহার স্বভাব। তিনি আত্মমায়া অবলম্বনে জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। সৃষ্টি স্বভাবতঃ হয়। সৃষ্টিসম্বন্ধে লোকে দুইটি বিষয় বুঝিতে চায়। (১) জগৎ সৃষ্টি কি কারণে হয়? (২) জগৎ সৃষ্টি কি প্রকারে হয়? সৃষ্টি কেন হয় এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন মণির ঝলকের মত ইহা স্বাভাবিক। সৃষ্টিটা মায়িক। মায়া আশ্রয়ে সৃষ্টি করাই তাঁহার স্বভাব—সৃষ্টি তাঁহার ক্রীড়া। শ্রুতি বলেন "স বৈ নৈব রেমে। তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ" প্রজাপতি আত্মা একাকী অবস্থায় রতি অনুভব করেন না। দ্বিতীয় ইচ্ছা করিলেন। আপনাকে মায়াবলে প্রকৃতি-পুরুষরূপে বিভক্ত করিলেন। এই দ্বিতীয় হওয়াই মায়ার কার্য্য। ইহা হইতেই ভয়। "দ্বিতীয়াদ্বৈভয়ং ভবতি"। আত্মাই একমাত্র সত্য, অন্য কিছুই নাই; যাহা আছে তাহা মায়া মাত্র। এইরূপ আত্মজ্ঞান জন্মিলেই মুক্তি হয়। যাহা হউক সৃষ্টি সম্বন্ধে অন্য ব্যাখ্যা পরে বলিতেছি।

এখন সৃষ্টি কিরূপে হয় তাহা বলিব। ইহার জন্য প্রকৃতি কি জানা আবশ্যক। প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য্য জানিয়া জীব যখন পরমাত্মাকে স্পর্শ করিবে তখনই জীবের সর্ব্বদুঃখ দূর হইবে।

অর্জ্জুন—এখন বুঝিতেছি এই প্রকৃতি তত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় কেন। পরমাত্মা, জীব-প্রকৃতি এবং জড়-প্রকৃতি বুঝিলেই সমস্ত জানা হইল। সমস্ত শাস্ত্রে তুমি এই তত্ত্বগুলি প্রকাশ করিয়াছ। সর্ব্বশাস্ত্রেই এইজন্য সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচিত। একবারে সমস্ত জানিতে ইচ্ছা করা জীবের পক্ষে কৌতূহল মাত্র। সৎসঙ্গ, সৎশাস্ত্র এবং সাধনা দ্বারা, তত্ত্ব জানা যায়। তথাপি তুমি স্থূল স্থূল ভাবে পরা অপরা প্রকৃতি তত্ত্বের কিছু আভাস দাও।

ভগবান্—বিশেষ মনোযোগ করিয়া শ্রবণ কর।

পরম শান্ত চিন্ময় পরব্রহ্ম সর্ব্ববিধ চলন রহিত। তিনি মাত্র চেতন। চেতনে যে চৈত্য-ভাব তাহা স্পন্দধর্ম্মী। এই চৈত্যভাবটি কি? অগ্নির যেমন উত্তাপ, চন্দ্রের যেমন চন্দ্রিকা, বায়ুর যেমন স্পন্দন সেইরূপ পরমাত্মারও এই চৈত্য ভাব। চৈত্যতা—বহির্ম্মুখতা।

পাবকস্যোষ্ণতেবেয়ং উষ্ণাংশোরিব দীধিতিঃ।

চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং মমেয়ং সহজা ধ্রুবা॥

যেমন পাবক হইতে উষ্ণতা বিভিন্ন করা যায় না, যেমন পবন হইতে স্পন্দতা ভেদ করা যায় না, সেইরূপ চেতন হইতে চৈত্যতাকে বিভিন্ন করা যায় না।

চেতনে চৈত্যভাব আছে কিন্তু চৈত্যভাবটিই যে চেতন তাহা নহে। উত্তাপ যেমন অগ্নি নহে চন্দ্রিকা যেমন চন্দ্র নহে, স্পন্দন যেমন বায়ু নহে ; সেইরূপ চৈত্যভাবটিই পরমাত্মা নহে। অথচ পরমাত্মা ভিন্ন ইহার অস্তিত্ব নাই। চৈত্যভাব না থাকিলে পরমাত্মার কোন ক্ষতি নাই। চৈত্যভাব থাক্ বা না থাক্ পরমাত্মা সব সময়েই আছেন। পরম আত্মা চলন রহিত আর চৈত্যভাবটি স্পন্দধর্ম্মী। চৈত্য ভাবের নাম শক্তি। যখন চৈত্যভাবটি পরমাত্মায় অদৃশ্য হইয়া যায় তখন শক্তি ও শক্তিমান কিন্তু অভেদ। এই অবস্থায় শক্তি আছে ইহা বলা যায় না, যদি থাকে বল তবে আমি জিজ্ঞাসা করি—ধরিয়া দাও। তাহা পার না। আরও কারণ এই যে শক্তি যখন শক্তিমানে মিশিয়া থাকেন তখন ইঁহার ধর্ম্ম যে স্পন্দ তাহা থাকে না, শক্তির কোন কার্য্যও থাকে না, শক্তির কোন অনুভবও নাই। এক্ষেত্রে শক্তি নাই একথা বলনা কেন? না তাহাও বলা যায় না। কারণ যাহা নাই তাহা হইতে কিছু আসিবে কিরূপে? এই দৃশ্য প্রপঞ্চত অব্যক্ত শক্তির ব্যক্তাবস্থা মাত্র। এই জন্য শক্তি অনির্ব্বচনীয়া। শক্তিকে এই জন্য মায়া বলে।

ন সতী সা না সতী সা নোভয়াত্মা বিরোধতঃ।

এতদ্বিলক্ষণা কাচিদ্বস্তুভূতাস্তি সর্ব্বদা॥ এই মায়াই পরব্রহ্মের স্বতঃসিদ্ধা শক্তি। শাস্ত্র বলেন—

অহমেবাস পূর্ব্বন্তু নান্যৎ কিঞ্চিন্নগাধিপ।

তদাত্মরূপং চিৎসম্বিৎপরব্রহ্মৈক নামকম্॥

অপ্রতর্ক্যম্ অনির্দ্দেশ্যম্ অনৌপম্যম্ অনাময়ম্।
তস্য কাচিৎ স্বতঃসিদ্ধা শক্তির্মায়েতি বিশ্রুতা।

প্রকৃতি, মায়া, শক্তি, চেত্যভাব, চিতি, অবিদ্যা ইত্যাদি শব্দগুলি একটি বস্তুকেই লক্ষ করে। যিনি চিন্মাত্র, যিনি কেবল চিৎ তিনিই পরমাত্মা। চিৎ এর দুইটি স্বভাব। অস্পন্দ স্বভাব ও স্পন্দ স্বভাব। স্পন্দ ভাবটিই চেত্যভাব। এই চেত্যভাবকেই প্রকৃতি বলা হয়। প্রকৃষ্টরূপে কার্য্য হয় বলিয়া ইনি প্রকৃতি। এই চেত্যভাবটি পরমাত্মার সহিত যখন মিশ্রিত থাকেন তখন ইঁহার পৃথক অস্তিত্ব থাকে না—ইহা তখন পরমাত্মাই—অথবা ইহা নাই পরমাত্মাই আছেন মণির ঝলকের মত যখন স্বভাবতঃ ঈক্ষণ (আমি বহু হইব এই সৃষ্টিকরণেচ্ছা) জাগ্রত হ তখনই চেত্যভাবটির উদয় হয়। এইটিকে অনাত্মাও বলে। পরে এই প্রকৃতিই মহৎ, অহং, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূতাদি ভাবে অব্যক্ত হইতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্ম, স্থূল ভাবে পরিণত হয়েন। অর্থাৎ শক্তি ব্যক্তাবস্থায় আসিয়া স্থূল শরীর ধারণ করেন। আর চিৎ বা চিদাত্মা—যিনি পূর্ণ তিনি শক্তির প্রতি পরিণামে খণ্ডমত হইতে থাকেন। চিদাত্মা যখন অনাত্মাকে "আমি" বলেন—চিদাত্মার অনাত্মাতে যে "অহং বোধ" ইহাই মায়া আর নিতান্ত স্থূল শরীরে জীবাত্মার যে অহম বোধ তাহাই অবিদ্যা।

অনাত্মনি শরীরাদাবাত্মবুদ্ধিস্তু যা ভবেৎ।
সৈব মায়া তয়ৈবাসৌ সংসারঃ পরিকল্প্যতে॥

মায়া ও অবিদ্যাতে কোন কিছুই ভেদ নাই। অনাত্মার অতি সূক্ষ্ম যে উদয়—তাহাতে যে অহং বোধ তাহাই মায়া। অনাত্মার বা মায়ার স্থূল শরীরে যে আগমন তাহাতে যে অভিমান তাহাই অবিদ্যা। দেহোঽহমিতি যা বুদ্ধিরবিদ্যা সা প্রকীর্ত্তিতা। এখানে ইহাও লক্ষ কর—মায়াটি সংহত পদার্থ, মিলিত পদার্থ। যাহা কিছু সংহত তাহাই পরের প্রয়োজনে। সত্ত্ব রজস্তম যে মিলিত অবস্থায় থাকে তাহারও প্রয়োজন আছে। পরমাত্মা আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন কিন্তু মায়া ভিন্ন অন্য কোন কিছুর দ্বারা তাঁহার প্রকাশ হইতে পারে না। শাস্ত্র এই জন্যই বলেন "সংঘাত পরার্থত্বাৎ"। সৃষ্টির যদি কোন কারণ দিতে চাও তবে ইহা বলিও যে যিনি অবাঙ্মনসগোচর তাঁহার স্বাভাবিক কার্য্য যে প্রকাশ তাহারই জন্য এই সৃষ্টি। প্রকৃত তত্ত্ব এই যে পরব্রহ্ম সর্ব্বদা স্বস্বরূপে থাকিয়াও মায়া আশ্রয়ে জীব ও জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। পরমেশ্বর এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়া জীবরূপে ইহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি আকাশাদি পঞ্চভূতে জীবরূপে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেব মেবাস্মাদাত্মনঃ। কোন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিকণা যেমন জাজ্বল্যমান অগ্নি হইতে নির্গত হয়, সেই রূপ চেতন অচেতন সমস্ত জগৎ পরমাত্মা হইতে নির্গত অথচ এই সৃষ্টি মায়া-মারুত-বিভ্রম।

অর্জ্জুন—মায়ার এই সত্ত্ব রজস্তম গুণ কিরূপ ভাবে কার্য্য করে ?

ভগবান্—প্রকাশ আবরণ ও চেষ্টা—মায়ার এই তিন গুণ। গুণকে রজ্জু বলা যায়। এই রজ্জু দিয়া জীব বদ্ধ হন। আবার সত্ত্বগুণ সাহায্যে জীব মুক্ত হন। এই জন্য মায়ার দুইরূপের কথাও

বলা হইয়াছে। এই দুই রূপের নাম বিদ্যা ও অবিদ্যা। সৃষ্টি লীলাং যদা কর্ত্তুমীহসে,—"অঙ্গীকরোষি মায়াং ত্বং তদাবৈ গুণবানিব" পরমাত্মাকে বলা হইতেছে যখন তুমি সৃষ্টিলীলা করিতে ইচ্ছা কর, তখন তুমি মায়াকে অঙ্গীকার কর এবং মায়ার গুণে গুণবান্ মত হও। "মায়া দ্বিধাভাতি বিদ্যাবিদ্যেতি তে সদা"। মায়াও, বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই ভাবে প্রকাশ হন। "আমি দেহ নই চিদাত্মা এই যে বুদ্ধি তাহাই বিদ্যা। অবিদ্যাই সংসারের হেতু; ইহাই বন্ধন করে কিন্তু বিদ্যা সংসার নিবৃত্তি করে। অবিদ্যা সংসৃতেহেতু বিদ্যা তস্যা নিবর্ত্তিকা। অবিদ্যা প্রবৃত্তি মার্গে জীবকে টানিয়া লইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণাদি অনর্থে পাতিত করে—বহু সংসার দুঃখে অভিভূত করে কিন্তু বিদ্যা জীবকে নিবৃত্তি মার্গে তুলিয়া প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত করে।

অর্জ্জুন—জীব কাহাকে বলিতেছ? পরমাত্মাই ত আছেন, জীব আসিল কোথা হইতে? আর এক কথা—পরা প্রকৃতি বল বা অপরা প্রকৃতি বল— উভয়েইত জড়। তুমি পরা প্রকৃতিকে চেতন বল কেন? পরা প্রকৃতি জীব কিরূপে?

ভগবান্—প্রকৃতি জড়িত যে খণ্ড মত চৈতন্য তাহাই পরা প্রকৃতি। ইহাকেই আদি জীব নামে অভিহিত করা যায়। পরমাত্মাতে সঙ্কল্প জন্য যে পরিচ্ছিন্ন ভাব—(সঙ্কল্প তাঁহার শক্তি মাত্র) সঙ্কল্প জন্য পরমাত্মার পরিচ্ছিন্ন হওয়া মত অবস্থাটি জীব ভাব।

"স্ব শক্তেশ্চ সমাযোগাৎ অহং বীজাত্মতাং গতা"

পরমাত্মা শক্তির সহিত সংযুক্ত হইলেই জীবভাব ধারণ করেন। মায়া দ্বারা অখণ্ড পরমাত্মা যে খণ্ডিত হইয়া অহং অভিমান করেন, ইহাই জীব। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাই আদি জীব। স্বাধারাবরণাত্তস্য দোষত্বঞ্চ সমাগতম্। আপন আধারের আবরণরূপ দোষ দ্বারাই জীবত্ব ঘটে। ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব সমস্তই পরমাত্মাতে কল্পিত। শ্রুতি বলেন "ময়ি জীবত্বমীশত্বং কল্পিতং বস্তুতো নহি। ইতি যস্তু বিজানাতি স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥ "আত্মা সামান্য গুণ সমুদায় সংযুক্ত হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব)এবং ঐ সকল হইতে বিযুক্ত হইলেই পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন" মহাভারত শান্তি পর্ব্ব ১৮৭।

"পরমাত্মা নির্গুণ। উঁহার সহিত কোন কিছুর সংশ্রব নাই। জীবাত্মার বিনাশও নাই। জীবাত্মা কেবল এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করেন। দেহান্তরে গমনই মৃত্যু। শরীর-মধ্যে অগ্নির ন্যায় প্রকাশময় যে মানসিক জ্যোতি বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাকে জীবাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়"। শান্তিপর্ব্ব ঐ।

অর্জ্জুন—শক্তি হইতেই এই সৃষ্টি। ইহাকেই তুমি চেতনের চেত্যভাব বলিতেছ আরও বলিতেছ ইহা স্পন্দধর্ম্মী। তুমি আর একবার এই স্পন্দন সম্বন্ধে বল। দেখিতেছি জগৎটা স্পন্দন লইয়া। সকলের মূলেই এই স্পন্দন রহিয়াছে। স্পন্দন হইতেই এই দৃশ্য প্রপঞ্চ। স্পন্দনের স্বরূপ কি তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

ভগবান্—ভগবান্ বশিষ্ঠ এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর। ব্রহ্মের স্পন্দ শক্তিটি সঙ্কল্প-বিকল্প-ময়ী। ব্রহ্মের এই সঙ্কল্প-বিকল্প-ময়ী স্পন্দ শক্তিকে তুমি মায়া বলিয়া জানিবে।

চিন্ময় ব্রহ্মের নাম শিব, আর তাঁহার মনোময়ী স্পন্দশক্তিই কালী। মনোময়ী স্পন্দশক্তি পরমব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বটেন, অভিন্নও বটেন। ঐ মনোময়ী স্পন্দশক্তি ব্যতীত ব্রহ্মকে অনুভব করাইতে আর কাহারও সামর্থ্য নাই।

স্পন্দ দ্বারা যেমন বায়ুর অনুমান হয়, উষ্ণতা দ্বারা যেমন বহ্নির অনুমান হয়, সেইরূপ ঐ স্পন্দশক্তি মায়া দ্বারা ব্রহ্ম লক্ষিত হন।

শিব শান্ত চিন্ময় পরমাত্মা অবাঙ্‌মনসগোচর। ভাবনাময়ী স্পন্দশক্তি তাঁহার ইচ্ছা। এই ইচ্ছারূপিণী স্পন্দশক্তিই দৃশ্যপ্রপঞ্চ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

শক্তির তিনটি ভাগ আছে (১) জ্ঞানশক্তি, (২) ইচ্ছাশক্তি, (৩) ক্রিয়াশক্তি। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ চৈতন্য। সূর্য্যের প্রকাশ যাহা তাহা বাহিরের বস্তু দেখান, কিন্তু চেতনের প্রকাশ দ্বারা সূক্ষ্ম বিষয় অনুভূত হয়। ইহা জ্ঞানের প্রকাশ। এই স্বপ্রকাশ চেতনের চেত্যভাবটি তাঁহার মায়া। মায়া ত্রিগুণাত্মিকা। প্রকাশ, আবরণ ও প্রবৃত্তি বা সত্ত্ব, তম ও রজ মায়ার এই তিন গুণ। চেত্যভাবের প্রথম স্ফুরণ যাহা তাহাই জ্ঞান শক্তি। ইহা সাত্ত্বিক। এই জ্ঞানশক্তিও কর্ম্মে পরিণত হয় বলিয়া ইহার নামও প্রকৃতি। চেতন পুরুষের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে; কেবল প্রভেদের মধ্যে এই যে, চেতন যাহা তাহা শুদ্ধ, কেবল, অন্য সমস্ত সম্পর্কশূন্য হইয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু সত্ত্বগুণ কখন রজ ও তম সম্পর্ক শূন্য হইয়া থাকিতে পারে না। তবে যখন রজ ও তমকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বশক্তি বা জ্ঞানশক্তি প্রবাহিত হয়, তখন ইহা ব্রহ্মের সহিত মিশিতে পারে। ব্রহ্মের সহিত মিশ্রিত হইলে স্পন্দনশক্তি নিস্পন্দতা লাভ করে। স্পন্দন যখন কম্পন শূন্য হইয়া যায়, তখন ইহা থাকে না; তখন মহাপ্রলয় হয়, কেবল ব্রহ্মমাত্র থাকেন।

যে জ্ঞান শক্তির কথা বলা হইতেছিল—বলা হইল ব্রহ্মের অতি নিকট বলিয়া ইনিই প্রকাশ-স্বরূপিণী। জ্ঞানশক্তিকে সাত্ত্বিক মায়া বলে। ইচ্ছাশক্তি রাজস মায়া। ক্রিয়াশক্তি তামস মায়া। তমোমায়াত্মক যিনি তাঁহার নাম রুদ্র। সাত্ত্বিক মায়াত্মক যিনি তিনি বিষ্ণু। রাজস মায়াত্মক যিনি তিনিই ব্রহ্মা। শ্রুতি বলেন "চতুর্বর্ণাত্মকোঙ্কারো মম প্রাণাত্মিকা দেবতা। অহমেব জগত্রয়স্যপতিঃ। মম বশানি সর্ব্বাণি। * * * গগনো মম ত্রিশক্তি মায়াস্বরূপঃ নান্যো-মদস্তি। তমো মায়াত্মকো রুদ্রঃ, সাত্ত্বিক মায়াত্মকো বিষ্ণু, রাজস মায়াত্মকো ব্রহ্মা। ইন্দ্রাদয়-স্তামস রাজসাত্মিকা ন সাত্ত্বিকঃ কোঽপি" ইত্যাদি।

এখন দেখ এই জগৎ কি? না ইহা কর্ম্মের মূর্ত্তি। শক্তিই কর্ম্মরূপে ব্যক্ত হয়। কর্ম্মরূপে ব্যক্ত হইতে হইলে অবয়বের আবশ্যক। এই জন্য জগৎ অবয়ব বিশিষ্ট। স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎই অপরা প্রকৃতি। পঞ্চতন্মাত্র+অহংতত্ত্ব+মহত্তত্ত্ব এবং অবিদ্যা—অপরা প্রকৃতি এই অষ্টভাগে বিভিন্ন হয়েন। এতদ্ভিন্ন আরও যে ষোড়শ ভাগে ইনি বিকৃত হন, তাহাকে বলে প্রকৃতি-বিকৃতি। ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূত+একাদশ ইন্দ্রিয়, ইহাই ইঁহার ষোড়শ ভাগ। এই অপরাপ্রকৃতিকেই বলে বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ।

অর্জুন—"যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ" এই জগৎ, এই অপরাপ্রকৃতি, জীবরূপা পরাপ্রকৃতি দ্বারা বিধৃত কিরূপে—এখন তাহাই বল।

ভগবান্—কে কাহাকে ধরিয়া রাখে প্রথমে তাহাই দেখ।

(১) যে যাহাতে অভিব্যক্ত হয় সে তাহাকে ধরিয়া রাখে। পটে দৃশ্য অভিব্যক্ত হয় বলিয়া পট দৃশ্যকে ধরিয়া রাখে। মায়াশবলিত ব্রহ্মে এই জগৎ অভিব্যক্ত বলিয়াই মায়া-শবলিত ব্রহ্ম ব ঈশ্বর বা জীব চৈতন্য এই জগৎ ধরিয়া আছেন।

(২) যাহা হইতে যাহা আত্মলাভ করে সে তাহাকে ধরিয়া রাখে। মৃত্তিকা হইতে ঘট আত্মলাভ করে বলিয়া মৃত্তিকা দ্বারা ঘট বিধৃত। চিন্ময় পুরুষ হইতে চেত্যভাব বা চিতি আত্মলাভ করে বলিয়াই চিৎই চেত্যভাব বা চিতি বা শক্তিকে ধরিয়া রাখে। শক্তি-মান্ হইতে শক্তি আত্মলাভ করেন বলিয়া শক্তিমান্ শক্তিকে ধরিয়া রাখেন। আবার শক্তি বা চিতির ক্রিয়াই এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ। এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ, পরব্রহ্মের মনোধরী স্পন্দরূপিণী চিতি হইতেই আত্মলাভ করে, এই জন্য এই পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ স্পন্দরূপিণী চিতি বা জীব-চৈতন্য দ্বারাই বিধৃত।

(৩) আধার যাহা তাহা আধেয়কে ধরিয়া রাখে। অধিষ্ঠান চৈতন্যই জগদাধার। এই জন্য সমুদ্র তরঙ্গকে ধরিয়া থাকার মত এই দৃশ্যপ্রপঞ্চকে চেতনই ধরিয়া আছেন। পরম চেতনের কথা কিছুই বলা যায় না। চিতিতে উপহিত যে চৈতন্য তিনিই কখন ঈশ্বর, কখন জীব।

এই চিতির অন্যনাম মহাপ্রাণ। স্পন্দরূপিণী মহাপ্রাণশক্তিই জগৎরূপ দেহ ধারণ করিয়া আছেন—যেমন যত দিন প্রাণ থাকে ততদিন দেহ সজীব থাকে সেইরূপ। সর্ব্বদেহে যেমন প্রাণ আছেন' সেইরূপ অপরাপ্রকৃতির সর্ব্বত্র চেতন আত্মা বা পরপ্রকৃতি বা চিতি আছেন। এ চিতি কোথাও অভিব্যক্ত, কোথাও বা আপন আবরণে আপনি বিশেষরূপে বদ্ধ। এই বিশেষ আবৃতাবস্থাই জড়ত্ব।

চিতিকে শ্রুতি প্রাণ বলিয়াছেন বলিয়া 'জীবভূতা" ইহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে "প্রাণধারণ নিমিত্তভূতাং"। প্রাণধারণের হেতুই এই জীবচৈতন্য—অথবা চিতিতে প্রতি-বিম্বিত পুরুষ। আবার "ধার্য্যতে" ইহা ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে "স্বতো বিশীর্য্য উত্তভ্যতে" আপনা হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া স্তব্ধভাব বা স্থিরভাব ধারণ করে। অগ্নিকণা অগ্নি হইতে আত্মলাভ করে। অগ্নি, অগ্নি হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া যদি এই অগ্নিকণার ভিতরে অগ্নি রাখিয়া বাহিরে স্থিরভাব ধারণ করে, তবে বলা হয় অগ্নিকণারাশি মধ্যে অগ্নি আবদ্ধ হইয়া রহিল। এই ভাবে জড়টা কোথা হইতে আসিল বুঝা যায়। স্পন্দধর্ম্মী চিতি স্পন্দন করিতে করিতে চিৎ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন। স্পন্দনে যে তেজঃপদার্থ বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে, তাহাই ক্রমে ঘনীভূত হইয়া একটা আবরণ সৃজন করে। চৈতন্যের এই আবরণই জড়। চৈতন্যের আবরণ বলিয়া প্রকৃতিকেও যেমন জড় বলা হয়, সেইরূপ চিতি বা শক্তির আবরণ যে সমস্ত স্থূল দেহ তাহাকেও জড় বলে। বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই যে শ্রুতিব্যাখ্যা আছে তাহাতে বলা হইয়াছেঃ

"স চ ব্যাখ্যাতোঽবিদ্যা বিষয়ঃ। সর্ব্ব এব দ্বিপ্রকারোঽন্তঃপ্রাণউপষ্টম্ভকো গৃহস্যেব স্তম্ভাদিলক্ষণঃ প্রকাশকোঽমৃতো বাহ্যশ্চ কার্য্যলক্ষণোঽপ্রকাশক উপাজনাপায়ধর্ম্মকঃ তৃণকুশমৃত্তিকাসমো গৃহস্যেব সত্যশব্দবাচ্যো মর্ত্ত্যস্তেনামৃতশব্দবাচ্যঃ প্রাণস্তয় ইতি চোপসংহৃতম্। স এবাচ প্রাণো বাহ্যধারভেদেষ্বনেকধা বিস্তৃতঃ। প্রাণ একো দেব ইত্যুচ্যতে। ভাবার্থ এই—দুই প্রকার অবিদ্যার কথা বলা হইতেছে। এই পরিদৃশ্যমান দৃশ্য প্রপঞ্চের সমস্ত বস্তুই দুই প্রকার। বাহিরের আবরণটা শরীর, আবার শরীরের অভ্যন্তরে প্রাণই উপষ্টম্ভক। যে প্রকার স্তম্ভ প্রভৃতি গৃহের উপষ্টম্ভক হইয়া থাকে—গৃহকে ধরিয়া রাখে সেই প্রকার ঐ প্রাণই উপষ্টম্ভক, প্রকাশক, অমৃত। বস্তুর এই অন্তরাংশটিই প্রাণাংশ। ইহাই প্রকাশক, স্থায়ী ও অমরণশীল। বস্তুর বাহ্যাংশটি কার্য্যাত্মক, অপ্রকাশক, উৎপত্তি বিনাশ ধর্ম্মী—গৃহের মৃত্তিকা তৃণ কুশাদির তুল্য। বাহ্যাংশ বা জড়াংশটি চেতনধর্ম্মী প্রাণাংশকে আচ্ছাদন করে, কিন্তু প্রাণটি জড়কে ধরিয়া আছে। এই প্রাণ বাহ্য আধারের ভেদ প্রযুক্ত অনেক রূপে বিবৃত।

আর একদিক্ দিয়া দেখ, পরা প্রকৃতির দ্বারা অপরা প্রকৃতি বিধৃত কিরূপে? এই যে বৃক্ষটি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে—যাহার তলে আমরা গীতা আলোচনা করিতেছি—এই বৃক্ষটি জীবিত কিরূপে? বৃক্ষ কেশের মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মূল দ্বারা রস আকর্ষণ করিতেছে সত্য, কিন্তু এই রস উপরে উঠিতেছে কিরূপে? কিরূপে উহা উর্দ্ধে উঠিয়া বৃক্ষের প্রতি অঙ্গে সঞ্চারিত হইতেছে? জল নীচের দিকে বহিয়া থাকে, কিন্তু এই রস প্রবাহ উর্দ্ধে চলিতেছে কিরূপে? যেমন ফোয়ারা হইতে জল উপরে ছুটিয়া থাকে, সেইরূপ কোন শক্তি হইতে ইহা শক্তিলাভ করিতেছে ইহা সন্দেহ নাই। প্রতি ক্রিয়াশক্তির মূলে ইচ্ছাশক্তি আছে। ইচ্ছা শক্তিটি পরা প্রকৃতি ক্রিয়াশক্তিটি অপরা প্রকৃতি। তোমার দেহকে চালাইতেছে, ফিরাইতেছে, তোমার ইচ্ছাশক্তি। দেহটি তোমার শক্তিকে বাহিরে আনয়নের যন্ত্র মাত্র। শক্তিই বীজ, কিন্তু বীজ মধ্যে অনাদি সঞ্চিত যে বাসনাসমূহ অবস্থিতি করে—বাসনাগুলি ভাবনা ব্যতীত আর কিছুই নহে—আবার যে ভাবনা স্পন্দন ব্যতীত আর কিছুই নয়, সেই বাসনাগুলিই শক্তিকে উপাদান করিয়া বাহিরের স্থূল অবয়ব ধারণ করে। শক্তিকে ব্যক্তাবস্থায় আনয়ন জন্যই জড় অবয়ব। তবেই দেখ ইচ্ছারূপিণী স্পন্দশক্তিই দৃশ্য প্রপঞ্চ নির্ম্মাণ করেন। সাকার মানবের ইচ্ছা এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ নির্ম্মাণ করিতেছে। ঐ ইচ্ছারূপিণী স্পন্দশক্তিই জীবচৈতন্য। এই জীবচৈতন্যই পরা প্রকৃতি।

অর্জ্জুন—পরমাত্মাই জীবরূপে জড়প্রকৃতিকে ধরিয়া আছেন বলিতেছ। জীবই যদি পরমাত্মা হইলেন, তবে বদ্ধই বা কে হয় এবং মুক্তই বা হয় কে? পরমাত্মা ত সদাই মুক্ত। আর জীব, জড় প্রকৃতিকে ধরিয়া থাকিলেও ঐ প্রকৃতি দ্বারাই বদ্ধ—ইহাও তত্ত্বজ্ঞেরা বলেন। যদিও পূর্ব্বে বলিয়াছ মায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন মত হওয়াই পরমাত্মার জীবত্ব তথাপি এই কঠিন তত্ত্ব আবার বল।

ভগবান্—পরম শান্ত সচ্চিদানন্দ প্রভু সদাই পূর্ণ। ইনি আনন্দ স্বরূপ, ইনিই চিৎ।

চিন্মাত্র প্রভু প্রথমে অজ্ঞান কল্পনা করেন। চিৎ অর্থ জ্ঞান। চিৎ যখন সৃষ্টিসংকল্প করেন, তখন তাঁহার ভাবনাময়ী স্পন্দশক্তি দেখিয়া 'আমি আর কিছু' এই যে ভাব হয়—ইহাকেই বলা হয় ব্রহ্মের অজ্ঞান কল্পনা। জ্ঞান তখন অজ্ঞানে মিশ্রিত হয়। 'আমিই আছি' ইহাই জ্ঞান। ইহার সহিত 'আমি আর কিছু' এই অজ্ঞান মিশ্রিত হয়। কেবল আমি আছি তথাপি আমি থাকিয়াও আমি ভুলিয়া অন্য কিছুমত হওয়াই প্রকৃতি। অজ্ঞানোপহত চিৎই প্রকৃতি। পরম চিৎ যিনি তিনি অখণ্ড পরমাত্মা। অজ্ঞানোপহত চিৎ যিনি তিনি খণ্ড জীবাত্মা। অখণ্ড প্রকাশের যে মায়া আবরণ তদ্দ্বারাই জীব ভাব। জীবভাবটি, প্রকাশের আবরণ জন্যই বটে। এই আবরণটি সরাইলেই মুক্তি পরম প্রকাশে স্থিতি। জ্ঞানলাভ করা অর্থ আর কিছুই নহে, প্রকাশের অজ্ঞানরূপ আবরণটি সরাইয়া ফেলা। এই আবরণটি অবিদ্যা বা মায়া। রজক যেমন ছাগবিষ্ঠারূপ মল দ্বারা বস্ত্রের মল ক্ষালন করে, সেইরূপ সাত্ত্বিক বুদ্ধি অবিদ্যা বা বেদোক্ত কর্ম্মাদি দ্বারা প্রকাশের আবরণটি ভঙ্গ করিলেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

অর্জ্জুন—পরমা চিৎ যিনি তিনি অখণ্ড' তিনি স্বপ্রকাশ। তাঁহার আবরণ কিরূপে হয় আবার বল।

ভগবান্—পরমা চিৎ মায়াপ্রভাবেই জীবরূপে যেন বদ্ধ হয়েন,—যেন আবৃত হয়েন। মায়া চিত্তেরই শক্তি—চেত্যভাব। ঐ মায়া নিজ আবরণ শক্তি দ্বারা আপন আশ্রয় ব্রহ্মকে—যেন নাই—যেন প্রতীত হইতেছেন না ইত্যাদি প্রকারে প্রতীয়মান করাইয়া বিবিধ বাসনাময়ী মানস চেষ্টা তুলিতে থাকে। অসীম অপার চিৎস্বরূপ যিনি তিনি আকাশের মত। ইঁহাকে চিদাকাশ বলে। ইঁনিই পরমাত্মা ইহাতে চেত্য বা দৃশ্যজগদ্ভাব একেবারেই নাই। যেমন সূর্য্যের প্রকাশ আপনা আপনি বহু হয়, আবার সেই প্রকাশে বাহিরে প্রভাকারে যে স্পন্দন,—তাহা নীল পীতাদিরূপে চিত্রিত হয়—সেইরূপ ঐ অপরিচ্ছিন্ন চিদাকাশের মায়িকবাসনাদি মার্গে যে স্পন্দন তাহাই স্থূল হইয়া জগদাকারে' দাঁড়াইয়াছে। স্থূল কিরূপে হয় পূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে।

স্থূল জগৎ ত সকলই দেখিতেছে। কিন্তু ইহা যে দর্পণ-দৃশ্যমান নগরীতুল্য—ইহা যে চিৎদর্পণে প্রতিফলিত হইয়া চিত্তের অন্তর্গত প্রতিবিম্ব হইয়াও বাহিরে নামরূপে আকারবান্ হইয়াছে ইহা যে স্বপ্নে মনোবিলাসের মত ভিতরে বহুচিত্র দেখাইয়াও বাহিরে আত্মমায়া দ্বারা জড়ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে—দৃশ্য দেখিয়াই—ইহা চিৎদর্পণে প্রতিফলিত একটি বোধ করিতে পারিলেই জগৎ কিরূপে মায়িক তাহা অনুভবে আসিবে। যে মায়া দ্বারা এইরূপ হইতেছে, সে মায়াটি কি? না চিত্তেরই মায়িক বাসনাদিরূপে স্পন্দন। চিদাকাশ অখণ্ড, তাহাতে মায়িক বাসনাদি খণ্ডভাবেই উদয় হয়। সুষুপ্তং স্বপ্নবদ্ভাতি ভাতি ব্রহ্মৈব সর্গবৎ। সুষুপ্তি যেমন স্বপ্নবৎ প্রকাশ হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম ও মায়িক বাসনাদি দ্বারা যেন সৃষ্টিরূপে ভাসেন। মায়িক বাসনাদি দ্বারাই তিনি যেন আবৃত হয়েন, যেন খণ্ডিত হয়েন। আবৃত হইয়া, খণ্ডিত হইয়া বিচিত্র বাসনার আকারে যেন বিচিত্র জগদাকারে প্রকাশিত হন। বসন্তঋতু যেমন ইচ্ছা করিয়া তরুলতার

অঙ্কুর উৎপাদন করে না—তরুলতার স্ফুরণ যেমন স্বভাবতঃ হয়, সেইরূপ নিরিচ্ছ চিদাত্মাতে এই জগৎ লক্ষ্মী স্বভাবতঃই হয়। তিনি মায়িক বাসনা তুলিলে তাঁহাতেই জগৎ আপনিই ভাসিয়া উঠে। এই জন্ত বলা হয়—যেন মায়াতে অনাদি সৃষ্টির কর্ম্মসংস্কার বীজভাবে থাকে —ব্রহ্ম মায়া অঙ্গীকার করিলেই মায়া হইতে বিচিত্র সৃষ্টি হইতে থাকে। ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ—পূর্ব্বে পূর্ব্ব কল্পের মতনই সৃষ্টি করিলেন। জগতে যাহা কিছু আকারবান্ দেখা যায় তাহা মায়াশবলিত বহুবাসনাবীজপূরিত খণ্ড চিৎ ভিন্ন আর কিছুই নহে। চিৎই মায়া আশ্রয়ে রুদ্রমূর্ত্তি, বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং ব্রহ্মমূর্ত্তি ধারণ করেন। চিৎই মায়া দ্বারা আবৃত হইয়া জগজ্জাত পদার্থের আকার ধারণ করেন। এখন বুঝিতেছ আবরণ কিরূপে হয়? চিৎ স্বপ্রকাশ। "আমি বহু হইব" এই স্পন্দন—এই ভাবনা—এই সঙ্কল্পই মায়া। মায়ার মধ্যে অনাদি বাসনাসংস্কার আছে—মায়া গ্রহণে ব্রহ্ম যেন স্বভাবতঃ "আমি বহু হইব" এই ভাবে স্পন্দিত হয়েন। ফলে ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন। তথাপি এই মায়িক সৃষ্টি হইতেছে বলা হয়। এই কারণে চিৎ দ্বিবিধ বলা হয়। "কূটস্থ চৈতন্ত পরম শান্ত নির্ব্বিকল্প' পরিপূর্ণ ব্যাপক সর্ব্বদা স্বস্বরূপে অবস্থিত। মায়াশবলিত (চিচ্চিত্র) চিৎটি চঞ্চল, ব্যষ্টি সমষ্টি তুলিতে উন্মুখী, কর্ত্তৃভোক্তৃস্বরূপা। সুশীলা স্ত্রী স্বপ্নে পরপুরুষ ভাবনা করিয়া যেমন কলঙ্কিত হয় চিৎও সঙ্কল্পবলে কলঙ্কিতা হইয়া আপনাকে জীব ভাবনা করেন। ইহাই পরাপ্রকৃতি। সঙ্কল্পই বন্ধন—সঙ্কল্পক্ষয়ই মুক্তি। চেতনপ্রকৃতি বলিবার কারণ এই যে অগ্নির উত্তাপের মত, বায়ুর স্পন্দনের মত, এই চেত্যভাবটি প্রকৃতি অথচ ইহা চেতনাত্মিকা প্রকৃতি। জীব যাহাকে বলা হয়, তাহা এই প্রকৃতি উপহিত চৈতন্ত ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব হইলেও এই জীব নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ায় চিত্তভাবে আপতিত হয়েন। চেত্যভাব—বা চিতি হইতেছেন অনন্তবাসনার প্রসূতি। স্বস্বরূপের অজ্ঞানরূপ মোহবশতঃ চিতির যে চেত্যাকারে অনুভব তাহাতেই বাসনা সমুদায় স্পন্দিত হইয়া থাকে। ঐ বাসনা দ্বারা চালিত হইয়াই চিৎ অন্তরে স্বস্বরূপের বিস্মৃতিপূর্ব্বক অলীক ভাব স্মরণ করেন। এই সৃষ্টিতত্ত্ব সাধনার সহিত পুনঃ পুনঃ আলোচিত না হওয়া পর্য্যন্ত বোধগম্য হওয়া কঠিন।

তুমি সর্ব্বদা ভাবনা করিও সর্ব্বব্যাপিনী ব্রহ্ম চিৎই—চেত্যভাব হইতে চেতনভাব, চেতনভাব হইতে জীবভাব, জীবভাব হইতে মনোভাব, মনোভাব হইতে আতিবাহিক দেহ ধারণ করেন। মায়াশবলিত ব্রহ্মের জগৎসংস্কার সম্বলিত যে সত্তা তাহাই অতিবাহিক দেহ। আবার বলি চিৎ চেত্যভাব প্রাপ্ত হইয়া অহং বহুস্যাম ভাবনা করিয়া অহংকারের অনুসরণ করেন। ঐ অহভাব কল্পনা হইতে দেশ কাল কল্পনা আইসে। দেশকাল কল্পনা সমবেত অহভাব কল্পনা স্পন্দ বিজ্ঞান লাভ করিয়া বাতকণার ন্তায় প্রাণস্পন্দ প্রাপ্ত হন। প্রাণস্পন্দ প্রাপ্ত হইয়া জীবসত্তা বা জীবশক্তি নাম ধারণ করেন। এই জীবশক্তি "আমি এই ইত্যাকার নিশ্চয়বতী হইয়া বুদ্ধিভাব প্রাপ্ত হওতঃ অজ্ঞপদ লাভ করেন। তখন উহাতে শব্দশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, আপন আপন রূপ বিস্তার করিয়া স্ফুরিত হয়।

অর্জ্জুন—তুমি পরমাত্মা, পরাপ্রকৃতি ও অপরাপ্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিলে তদপেক্ষা কঠিন

তত্ত্ব আর নাই। স্পন্দন হইতে এই জগৎ—আর স্পন্দন বা চৈতন্যভাব মহাপ্রলয়কালে সমস্ত বিনাশ করিয়া যখন আপন চিৎকে স্পর্শ করে—যখন মহাপ্রলয়ে মহাকালী সমস্ত সৃষ্টি গ্রাস করিয়া যম মহিষ বিষাণ হস্তে ডিম্বং ডিম্বং সুডিম্বং—ঝম্যাঝম্যাং প্রঝম্যাং ভাবে নৃত্য করিতে করিতে মহাকালকে আলিঙ্গন করেন, তখনই এই স্পন্দনাত্মক জগৎ সৃষ্টির অবসান হয়। তখন পরম-শান্ত ব্রহ্মই থাকেন। আবার তিনি মায়া গ্রহণ করেন— আবার সৃষ্টি হয়—আবার মহাপ্রলয় হয়। জীব এই মহাপ্রলয়ে অনন্ত কোটি জীবের বিনাশ চিন্তা করিয়া যখন বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে, হইয়া যখন মায়িক জগতের মায়িক ভাবনা ত্যাগ করিয়া নিরন্তর ভাবিতে পারিবে পরমাত্মাই সত্য—ভগবান্ই সত্য—তাহার নাম করাই সত্য—আর কিছুতেই কিছু নাই—তখনই সে ক্রমে ক্রমে তত্ত্বের সহিত তোমাকে জানিয়া যুক্ততম হইতে পারিবে এবং শেষে জ্ঞানী হইয়া নিরন্তর পরমানন্দে স্থিতি লাভ করিতে পারিবে—কেহ বা অনন্ত কাল পরা ভক্তি লাভে স্বস্বরূপে ক্রীড়াশীল থাকিবে। আমি তোমায় অধিক কি বলিব, আমার সর্ব্বস্বই তুমি।

ভগবান্—এখন তোমাকে যাহা বলিব তাহা তোমার সহজে বোধগম্য হইবে।

অর্জ্জুন—এই শ্লোকে আরও একটু জ্ঞাতব্য আছে।

ভগবান্—বল।

অর্জ্জুন—যিনি অবাঙমনসগোচর তাঁহাকেই ত নিগুর্ণ বা গুণাতীত ব্রহ্ম বলা হয়। আবার যখন শক্তি, শক্তিমানে মিশিয়া থাকেন, তখন সেই শক্তি বা প্রকৃতিকে কেহ কেহ নিগুর্ণ প্রকৃতিও ত বলেন।

ভগবান্—নিগুর্ণ ব্রহ্মও যাঁহার নাম নিগুর্ণা প্রকৃতিও তাহার নাম। শক্তি ও শক্তিমানের যে অভেদ অবস্থা তাহাকে ঐ দুয়ের কোন নামে অভিহিত করায় কোন দোষ হয় না। যাঁহারা শক্তি উপাসক তাঁহারা নিগুর্ণ ব্রহ্ম না বলিয়া নিগুর্ণা প্রকৃতি বলিতে ভাল বাসেন। ভগবান্ পতঞ্জলি যেখানে প্রকৃতি হইতে পুরুষকে ভিন্ন বলিতেছেন সেখানে তিনি নিগুর্ণা প্রকৃতির কথা বলিতেছেন না জানিও ॥ ৫ ॥

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।

অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥

ম ম

সর্ব্বাণি চেতনাচেতনাত্মকানি ভূতানি ভবনধর্ম্মকাণি এতৎ

ম

যোনীনি এতে অপরত্বেন পরত্বেন চ প্রাগুক্তে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণে

নী শ যা

প্রকৃতী যোনিঃ উৎপত্তিলয়স্থানং যেষাং ভূতানাং তানি এতৎ

নী

প্রকৃতিদ্বয়ং যোনিরূপাদানকারণং যেষাং তানি এতৎ যোনীনি

নী শ নী শ শ্রী

ভূতানি চতুর্ব্বিধানি ইতি এবং উপধারয় সম্যগ্ জানীহি। তত্র

শ্রী শ্রী

জড়াপ্রকৃতির্দেহরূপেণ পরিণমতে। চেতনা তু মদংশভূতা ভোক্তৃত্বেন

শ্রী

দেহেষু প্রবিশ্য স্বকর্ম্মণা তানি ধারয়তি। তে চ মদীয়ে প্রকৃতী মত্তঃ

শ্রী শ শ শ

সম্ভূতে। যস্মান্মম প্রকৃতির্যোনিঃ কারণং সর্ব্বভূতানাম্ অতঃ কৃৎস্নস্য

বা শ শ ম

মদীয় প্রকৃতিদ্বয়বিশিষ্টস্য সমস্তস্য জগতঃ অহং সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্ব-

ম ম রা

রোঽনন্তশক্তির্মায়োপাধিঃ প্রভবঃ উৎপত্তিকারণম্ তথা অহমেব

যা রা

প্রলয়ঃ লয়কারণঞ্চ। তয়োশ্চিদচিৎ সমষ্টিভূতয়োঃ প্রকৃতিপুরুষ-

রা শ

য়োরপি পরমপুরুষযোনিত্বং শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধম্। 'মহানব্যক্তে

রা

লীয়তে। অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে। অক্ষরং তমসি লীয়তে। তমঃ

ম রা

পরে দেবে একীভবতি, বিষ্ণোঃ স্বরূপাৎ পরতোদিতে দ্বে রূপে প্রধানং

রা

পুরুষশ্চ বিপ্র" ইতি। "প্রকৃতি র্যা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।

পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়তে পরমাত্মনি॥ পরমাত্মা চ সর্ব্বেষা–

স্বা
মাধারঃ পরমেশ্বরঃ। বিষ্ণুনামা স বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে ॥
স্বা ম
ইত্যাদিকা হি শ্রুতিস্মৃতয়ঃ ॥ স্বাপ্নিকস্যেব প্রপঞ্চস্য মায়িকস্য
ম ম
মায়াশ্রয়ত্ববিষয়ত্বাভ্যাং মায়াব্যহমেবোপাদানং চ দ্রষ্টা চেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

সমুদায় ভূত এই দুই প্রকৃতি হইতে জাত ইহা বিশেষরূপে জানিও। সুতরাং আমিই সমগ্র জগতের উৎপত্তি ও লয় কারণ ॥ ৬ ॥

অর্জ্জুন—তুমি পরমাত্মা। জীব ও জড় এই দুই তোমার প্রকৃতি। তুমি কেবল চিৎ। জীব, প্রকৃতি অবচ্ছিন্ন চেতন। কত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে, আবার কত অনন্ত কোটি জীব আছে। সবই কি তোমা হইতে জন্মিতেছে ও তোমাতে লয় হইতেছে?

ভগবান্—অচেতন প্রকৃতি আমার উপরেই ভাসে। কাজেই যেখানে প্রকৃতি আছে সেই খানে চেতনও আছে। সে চেতন যেন খণ্ডিত। তবেই দেখ ভূত সকল চিজ্জড় মিশ্র জাত। আমি অখণ্ড চৈতন্য। আমা হইতেই এই চিজ্জড়মিশ্রণরূপ সৃষ্টি। আবার মহা প্রলয়ে সমস্ত ভূত স্পন্দনাত্মিকা প্রকৃতিতে প্রথমে লয় হয়, পরে প্রকৃতি আবার আমাতে লয় হয়। পরাপ্রকৃতিই জীব বা পুরুষ এবং জড় প্রকৃতিই প্রকৃতি। এই পুরুষ আমার যেন অংশ আর প্রকৃতি আমার মনোময়ী স্পন্দনাত্মিকা শক্তি। এই জন্য বলা হইতেছে প্রকৃতি ও পুরুষ সেই পরমপুরুষ হইতে জন্মে এবং শেষে সেই পরমপুরুষেই লয় হয়। আর সমস্ত জীব ও জড়—এই প্রকৃতি পুরুষ হইতে জাত। প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি ও সত্য, কিন্তু অনন্ত নহে। মহাপ্রলয়ে কেহই থাকে না, থাকেন পরমাত্মা।

অর্জ্জুন—মহাপ্রলয়ে পরমাত্মাই থাকেন, আর কিছুই থাকে না। যদি বলা যায় সংস্কাররূপে পরমাত্মাতে সৃষ্টিবীজ থাকে তাহাও বলা যায় না। কারণ তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছ পরমাত্মা অতি সূক্ষ্ম—অবাঙ্মনসগোচর—ইহাতে এই ব্রহ্মাণ্ডের বীজ কিরূপে থাকিতে পারে? বীজাঙ্কুর ন্যায় জড়ের সম্বন্ধে খাটে, পরমাত্মার সম্বন্ধে খাটে না। বিশেষ বীজ হইতে যে অঙ্কুর হয় তাহাও কোন সহকারী কারণ না পাইলে হয় না। কিন্তু পরমাত্মা হইতে যে সৃষ্টিবীজের অঙ্কুর হইবে তৎপ্রতি সহকারী কারণও কিছু নাই। এই জন্য বলিতেছি পরমাত্মাতে কোন কিছুই নাই। তিনি শুদ্ধ চিৎমাত্র। পরমাত্মাতে মায়া পর্য্যন্ত আছে কিনা বলা যায় না। সৃষ্টি ইচ্ছা তাঁহার স্বভাব। নিজ স্বভাব বশতঃই তিনি স্পন্দভাব ধারণ করেন। নিজ স্বভাব বশতঃই মায়া নৃত্য করেন। পরব্রহ্ম কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই মায়া সৃষ্টিবিস্তার করেন।

স্বভাবতঃ যখন তাঁহা হইতে মণির ঝলকের মত ঝলক হয়—হইয়া স্বভাবতঃ সৃষ্টি-বিস্তার হয়—এই বিস্তারও প্রথম অবস্থায় প্রকাশ করিবার কেহ থাকে না। কারণ অদ্বৈত হইতে দ্বৈতভাব যাহা আইসে তাহা সূচীর শতপত্র ভেদের ন্যায় হইয়া যায়। মনে হয় যেন সূচী এক মুহূর্ত্তে শতপত্রভেদ করিল—কিন্তু ক্রম অনুসারেই সৃষ্টি হয়। সৃষ্টিপ্রক্রিয়াতে মন পর্য্যন্ত আসিলে পরে সৃষ্টির-প্রকাশ মন দ্বারা অনুভূত হয়। যেমন বালক জ্ঞানলাভের বহু পূর্ব্বে বহু কর্ম্ম করে কিন্তু জ্ঞানলাভ করিয়া তবে আপন কর্ম্ম বিচার করিতে পারে—কেন কর্ম্ম হইল তাহারও আলোচনা করিতে পারে সেইরূপ। জীব প্রতিদিন সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মে লয় হয়, কিন্তু জাগিবার বহু পূর্ব্বে জীবের বহুকর্ম্ম হইয়া যায়—শেষে জাগ্রত হইয়া দেখে সে অহং অভিমান করিয়া ফেলিয়াছে এবং অহং অভিমানটি ধরিবার বহুপূর্ব্বে তাহার মধ্যে বহু সংকল্প হইয়া গিয়াছে। রামঅভিমানী পুরুষ জন্মিবার বহু পূর্ব্বে রামায়ণ রচনা হইয়া যায়। জীব জন্মিয়াই রামায়ণ আরম্ভ করেন, কিন্তু বহু পরে বুঝিতে পারেন রামায়ণ কবে লেখা হইয়াছিল। এই অপূর্ব্ব সৃষ্টিব্যাপার সম্বন্ধে মহাপ্রলয়ের কথা আর একবার শুনিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হয়। "জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা" ইহা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা জীবের নিতান্ত আবশ্যক। প্রকৃতি যে পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র তাহা ধারণা করিবার জন্যই প্রকৃতির লয়-ব্যাপার শুনিতে চাই। এই ব্যাপার ভালরূপে ধারণা না করিতে পারিলে মিথ্যা প্রকৃতিকে মিথ্যা বলিয়া বোধ করা যাইবে না, পরমার্থ-সত্য আত্মাই যে একমাত্র সত্য পদার্থ তাহাও বোধ হইবে না। সত্যকে সত্যরূপে না জানিলে এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া না জানিলে কখনই আপনস্বরূপ যে আনন্দ তাহাতে স্থিতি লাভ করা যাইবে না। এই জন্য মহাপ্রলয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ভগবান্—আপন স্বরূপে স্থিতিলাভে যে সাধক ইচ্ছা করেন, তাহাকে পুনঃ পুনঃ এই তত্ত্ব বিচার করিতে হয়—ইহা তুমি ঠিক বলিয়াছ। আমি বলিতেছি তুমি শ্রবণ কর।

সৎ চিৎ আনন্দ ব্রহ্মই আছেন। তুমি অন্য যাহা কিছু দেখিতেছ, যাহা কিছু দৃশ্যজাত—এই চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথিবী, পর্ব্বত, সমুদ্র, মানব জাতি, বৃক্ষজাতি, পশুজাতি, পক্ষীজাতি, যাহা কিছু এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটিতে আছে তাহাই প্রকৃতি, তাহাই মায়া। আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্তং দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ যৎ। সৈষা প্রকৃতিরিত্যুক্তা সৈব মায়েতি কীর্ত্তিতা। সর্গস্থিতি বিনাশ এই প্রকৃতিরই হয়। মহাপ্রলয়ে এই প্রকৃতিই নষ্ট হইয়া যায়।

চুম্বক সন্নিধানে লৌহের স্পন্দনের ন্যায় পরমাত্মা সন্নিধানে প্রকৃতি স্বভাবতঃই কম্পিত হন। ইহাই সৃষ্টি। যিনি বাক্য ও মনের অগোচর সেই শান্ত পরমাত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই প্রকৃতি বিচিত্র সৃষ্টিরূপে পরিণত হয়েন; সঙ্গে সঙ্গে পুরুষও খণ্ড মত হয়েন। আবার সেই পরমাত্মা দ্বারাই তিনি প্রলয়ের জন্য চালিত হয়েন। প্রকৃতি নাচিয়া নাচিয়া তাঁহা হইতে সরিয়া যাইলেই সৃষ্টি। আবার প্রকৃতি তাঁহার আহ্বানে নাচিয়া নাচিয়া তাঁহার দিকে আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিলেই প্রলয়। প্রকৃতি সমস্ত জগৎ গ্রাস করিয়া শেষে পরমাত্মাতে যখন ডুবিয়া যান তখন সেই শিব শান্ত পরমপুরুষ মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। কোন রূপ আর তাঁহার থাকে না।

বিধি, বিষ্ণু, রুদ্রাদি রূপ ত্যাগ করিয়া তিনি আনন্দরূপে প্রতিষ্ঠারূপ পরমা শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। স্পন্দরূপিণী প্রকৃতির নাম মহাকালী, আর প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত চৈতন্যের নাম মহাকাল।

ভগবতী, কালরাত্রিরূপিণী ময়ূরী যখন জগৎ বিষধর ভুজঙ্গকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করেন, তখন তদীয় দেহ-দর্পণে জগতের যে বিপরীত নৃত্য হয় তাহা স্বরূপতঃ বলা দুঃসাধ্য। যখন মহা-কালীর নৃত্যবেগে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘূর্ণিত হইতে থাকে, তখন সুনীল আকাশ হইতে তারকানিচয় ছিঁড়িয়া পড়ে, পর্ব্বত সমূহ ঘুরিতে থাকে, দেব দানবগণ মশক নিকরের ন্যায় বায়ুভরে ইতঃস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে থাকে; চক্রাস্ত্রের ন্যায় ঘূর্ণমান্ দ্বীপ ও সাগরে আকাশমণ্ডল আবৃত হয়। পর্ব্বত নিচয় বায়ুবেগে উপরে তরঙ্গ-সমীরণে তৃণের ন্যায় উড্ডীয়মান্ হয়, স্থির চিত্তে একবার ভাবনা করিয়া দেখ দেখি—মহাপ্রলয় কিরূপ? পর্ব্বত বৃক্ষাদি ভূতল হইতে আকাশে, আবার আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইতে থাকে, গৃহ অট্টালিকা সমুদায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া লুণ্ঠিত হইতে থাকে, ক্রমে সমুদ্র সীমা অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া নৃত্য করে, পর্ব্বতও অত্যুচ্চ আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আবার সমুদ্রে পতিত হয়, আকাশ চন্দ্র সূর্য্যের সহিত ভূমণ্ডলের কোন্ অধঃপ্রদেশে চলিয়া যায় কে বলিবে? কালরাত্রির নৃত্যকালে পর্ব্বত আকাশে উঠিয়া সাগর দিক্ প্রান্তে ছুটিয়া, নদী, সরোবর, পুর, নগর ও অন্যান্য স্থান সকল নিজ আধার ছাড়িয়া ঘূর্ণিত হইতে থাকে। অগাধ জলসঞ্চারী অতি বৃহৎ মৎস্যাদি জলজন্তু সকল জলাশয় সমভিব্যাবহারে মরুভূমিতে নীত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে থাকে। দেখিতে দেখিতে কল্পান্ত সময়ে সমস্ত জগৎ নষ্ট হইয়া যায়,—থাকে কেবল নিবিড় সর্ব্বব্যাপী অন্ধকার। সেই অন্ধকার মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র চন্দ্র, রবি, যম প্রভৃতি দেবতাগণ, অসুরগণ, তড়িতের বিলাসের ন্যায় অস্থির ভাবে ইতস্ততঃ গতায়াত করিতে থাকেন। কল্পান্ত কালে বিশালশরীরা মহাভৈরবী কল্পান্ত রুদ্রের পুরোভাগে অবস্থান পূর্ব্বক যখন নৃত্য করেন, আর কল্পান্ত রুদ্রের ললাটস্থিত বহ্নিতে যখন সমস্ত দগ্ধ হইয়া স্থাণু মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তখন নৃত্যাবেশে সেই দেবী প্রলয়ের প্রবল বাত্যায় বিচূর্ণিত অরণ্যশ্রেণীর ন্যায় আন্দোলিত হয়েন। দেবদানবগণের বিবিধ বর্ণের মস্তকশ্রেণী তাঁহার গলদেশে মুণ্ডমালা। এই মুণ্ডমালা কুদ্দাল, উদুখল চর্ম্মাসন, ফল, কুম্ভ, মুসল, উদকেশ প্রভৃতি বস্তু বিজড়িত হইয়া ভগবতী কালরাত্রির গলদেশে প্রবলবেগে দুলিতেছে—তুমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মহাকালীর এই মূর্ত্তি একবার ধ্যান কর, আর আমিও শ্রোতৃবর্গকে আশীর্ব্বাদ করি—হে শ্রোতৃবর্গ! ঐ যে গলদেশে মুণ্ডমালা দোলাইয়া মস্তককে গরুড়পক্ষনির্ম্মিত পিঞ্ছে বিভূষিত করিয়া, হস্তে যম মহিষের বিশাল শৃঙ্গ লইয়া পরমানন্দে যিনি ডিমি ডিমি, পচ পচ, ঝম্য ঝম্য ইত্যাকার তালে নৃত্য করিতেছেন এবং যিনি মধ্যে মধ্যে সেই কালভৈরবের নৃত্যেরদিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিতেছেন—হে শ্রোতৃবর্গ! সেই কালরাত্রি কর্ত্তৃক বন্দ্যমান সেই কালরুদ্র তোমা-দিগকে রক্ষা করুন।

অর্জ্জুন—তুমিই সেই কালরুদ্র, আমি তোমাকে নমস্কার করি। নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করি—সৃষ্টির সংহার কি কোন ক্রম অনুসারে হয় অথবা বিশৃঙ্খলভাবে হয়?

ভগবান্—সৃষ্টি বা সংহার সম্পূর্ণ মায়িক হইলেও ইহাদের ক্রম আছে। যে ক্রমে সংহার হয় তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

মহাপ্রলয়কালে প্রবল পরাক্রান্ত ভূতসমূহ ক্ষিপ্ত হইয়া যখন পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করিতে ছুটিতে থাকে, তখন প্রথমে পৃথিবীকে জলরাশি গ্রাস করে। পৃথিবীর কারণ জল। কার্য্য কারণেই লয় হয়। এইরূপ সর্ব্বত্র। পৃথিবীর সার যে গন্ধতন্মাত্র তাহা জলের সার রসতন্মাত্রে লীন হইয়া যায়। যখন পৃথ্বী জলরূপে পরিণত হয়, তখন আবার ঐ জলরাশি অগ্নিও সূর্য্যের উত্তাপে শুষ্ক হইয়া যায় আর রসতন্মাত্র রূপতন্মাত্রে নিঃশেষ হয়। আবার বায়ু অগ্নিরাশিকে আত্মসাৎ করে, আর সূর্য্য উত্তাপকে গ্রাস করেন। রূপতন্মাত্র তখন স্পর্শতন্মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। পরে বায়ুরাশি আকাশে লীন হয় এবং স্পর্শতন্মাত্র আর থাকে না—থাকে শব্দ-তন্মাত্র। শব্দতন্মাত্র, তামস অহঙ্কার কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়—এই সময়ে পৃথ্যাদি পঞ্চভূত থাকে না—শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র থাকে না—দেহাদি স্থূল পদার্থ ত পূর্ব্বেই নষ্ট হয়, এক ঘনীভূত সূক্ষ্ম পদার্থ থাকে। ইন্দ্রিয়, তৈজস অহঙ্কারে লয় হয়, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ বৈকারিক অহঙ্কারে লয়প্রাপ্ত হয়। মহত্তত্ত্ব তখন অহঙ্কারকে গ্রাস করে এবং মহত্তত্ত্বকে গ্রাস করে সত্ত্বরজ তম গুণান্বিতা প্রকৃতি। সত্ত্ব রজ তমের বৈষম্যাবস্থা থাকে না—যিনি থাকেন তিনি আদ্যাপ্রকৃতি, তিনি অনির্ব্বচনীয়া। ইনিই অব্যক্তা, ইনিই মায়া, ইনিই স্পন্দনাত্মিকা। পুরুষস্পর্শে স্পন্দন আর থাকে না—থাকে, চলন রহিত সচ্চিদানন্দ মহাপুরুষ। এই মহাপুরুষই রাম কৃষ্ণাদি মূর্ত্তিতে যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন। তাহাই বলিতেছি অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

যা শ্রী ম
হে ধনঞ্জয়! মত্তঃ মদপেক্ষয়া পরতরং শ্রেষ্ঠং পরমার্থসত্যম্ অন্যৎ
শ শ
কিঞ্চিদপি ন অস্তি ন বিদ্যতে অথবা পরমেশ্বরাৎ পরতরং অন্যৎ
শ শ
কারণান্তরং ন বিদ্যতে অহমেব জগৎকারণমিত্যর্থঃ যস্মাদেবং তস্মাৎ
শ যা যা
ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বমিদং চিদচিদ্বস্তুজাতং সূত্রে তন্তৌ মণিগণাঃ
যা শ শ
রত্নসমূহা ইব প্রোতঃ অনুস্যূতমনুগতমনুবিদ্ধং গ্রথিতমিত্যর্থঃ।

মৎসত্তয়া মদিব মৎস্ফুরণেনৈ চ স্ফুরদিব ব্যবহারায় মায়াময়ায় কল্পতে।

ম

সর্ব্বস্য চৈতন্যগ্রথিতত্বমাত্রে দৃষ্টান্তঃ সূত্রে মণিগণা ইবেতি। অথবা

ম

সূত্রে তৈজসাত্মনি হিরণ্যগর্ভে স্বপ্নদৃশি স্বপ্নপ্রোতা মণিগণা ইবেতি

নী আ

সর্ব্বাংশেঽপি দৃষ্টান্তো ব্যাখ্যেয়ঃ। যদ্বা যথা চ মণয়ঃ সূত্রেঽনুস্যূতা-

আ

স্তেনৈব ধ্রিয়ন্তে তদভাবে বিপ্রকীর্য্যন্তে তথা ময্যেবাত্মভূতে সর্ব্বং

আ

ব্যাপ্তম্, ততো নিষ্কৃষ্টং বিনষ্টমেব স্যাদিতি শ্লোকোক্তং দৃষ্টান্তমাহ

আ ম

সূত্রেতি॥ অন্যে তু ব্যাচক্ষতে—মত্তঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ সর্ব্ব-

ম

কারণাৎ পরতরং প্রশস্যতরং সর্ব্বস্য জগতঃ সৃষ্টিসংহারয়োঃ স্বতন্ত্রং

ব ম

কারণমন্যন্নাস্তি। হে ধনঞ্জয়! যস্মাদেবং তস্মান্ময়ি সর্ব্বকারণে

ম

সর্ব্বমিদং কার্য্যজাতং প্রোতং গ্রথিতং নান্যত্র। সূত্রে মণিগণা ইবেতি

ম

দৃষ্টান্তস্তু গ্রথিতত্বমাত্রে, ন তু কারণত্বে, কনকে কুণ্ডলাদিবদিতি তু

ম

যোগ্যো দৃষ্টান্তঃ॥ ৭॥

হে ধনঞ্জয়! আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (পরমার্থ সত্য) অন্য কিছুই (বিদ্যমান) নাই। সূত্রে মণিমালার মত আমাতে এই সমস্ত (চিদচিদ্‌বস্তু জাত) গ্রথিত॥৭॥

অর্জ্জুন—তোমা অপেক্ষা পরতর অন্য কিছুই নাই—ইহার অর্থ ত বহুপ্রকার হইতে পারে ?

ভগবান্—হাঁ। (১) পরতর অর্থে শ্রেষ্ঠ, পরমার্থ সত্য। অপরা প্রকৃতি হইতে পরা প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ। আবার পরা প্রকৃতি হইতে আমি শ্রেষ্ঠ। আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ আমি। আমাতে স্বভাবতঃ চলন বা স্পন্দন উঠিলেই চলন বা স্পন্দন যে অধিষ্ঠানে উঠিল, সেই অধিষ্ঠান-চৈতন্য খণ্ডমত বোধ হয়। অথচ আমি সর্ব্বদা স্বস্বরূপে থাকিয়াই এইরূপ খণ্ডিত মত হই। খণ্ডমত হওয়া, এই জন্য মায়িক ব্যাপার। দর্পণে বাহিরের প্রতিবিম্ব যখন পড়ে, তখন যেমন প্রতিবিম্বটিই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বাহ্য বস্তুটি নড়িলে চড়িলে দর্পণ-দৃশ্যমান-প্রতিবিম্বটিও নড়িতে চড়িতে থাকে—প্রতিবিম্বাবৃত দর্পণাংশ দৃষ্টিপথে পড়ে না—সেইরূপ চিদ্দর্পণের ভিতর হইতে স্বভাবতঃ যে চলন উঠে তাহা চিদ্দর্পণের উপরে প্রতিবিম্বিত হয়—হইয়া উহা প্রতিবিম্বের আধার চিদংশকে ঢাকিয়া রাখে এবং নিদ্রাকালে মনের মধ্যে যাহা কিছু দেখা যায় তাহা যেমন বাহিরে দেখিতেছি বলিয়া বোধ হয় সেইরূপ চিৎদর্পণের অন্তর্গত প্রতিবিম্ব চিত্তের আত্মমায়া প্রভাবে বাহিরে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়। পরমেশ্বর চিৎস্বরূপ। তাঁহার চলনটি কল্পনা মায়া। এই জন্য পরমেশ্বরই পরমার্থসত্য। মায়ার যে সত্যতা তাহা ব্যবহারিক—একটা বলিতে হয় বলিয়া বলা হয়। যতদিন অজ্ঞান থাকে ততদিন মায়িক ব্যাপার জগদাদির একটা ব্যবহারিক সত্যতা থাকে—মায়া পরমার্থ সত্য না হইলেও—মায়া বা প্রকৃতির যে স্পন্দন তাহাও নিয়মমত হয়। এই জন্য জগতের একটা ব্যাপার—চেষ্টাও শাস্ত্রে দেখা যায়। ব্রহ্মই উপাদান. তাঁহার উপরেই এই ইন্দ্রজাল। সমুদ্রই আছে—তাহার উপর যে তরঙ্গ ভাসে ভাঙ্গে তাহা জল হইলেও—সমুদ্র হইলেও, নামরূপে মাত্র বিভিন্ন। 'সমুদ্রের তরঙ্গ' এইরূপ বলা হয়, কিন্তু 'তরঙ্গের সমুদ্র বলা' হয় না। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ একটা মায়িক ব্যাপারে নামরূপবিশিষ্ট হইয়া বাহিরে দেখা যাইতেছে—কিন্তু ইহা চিদ্দর্পণের অন্তর্গত স্পন্দন প্রতিবিম্ব ভিন্ন কিছুই নহে। এই কারণে ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কিছুই আর নাই। পরমার্থ সত্য যে পরমেশ্বর তিনি ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। এই শ্লোকের প্রথমাংশের অর্থ এই। শুধু ব্রহ্মই আছেন—এইটি সত্য হইলেও বাহিরে একটা জগৎ যে দেখা যায় তৎসম্বন্ধে বলা হইতেছে যে, জগৎটা যাহাই হউক—এটা প্রতিবিম্বসমূহ যেমন দর্পণে প্রতিফলিত সেইরূপ ভাবে ব্রহ্মে প্রতিফলিত। প্রতিবিম্বসমূহ দ্বারা যেমন দর্পণ আবৃত হয় সেইরূপ দৃশ্যপ্রপঞ্চ দ্বারা পরমেশ্বর যেন আচ্ছাদিত। মণিমালা সূত্রেই গ্রথিত। মণিমালার মত এই জগৎ-প্রপঞ্চ ব্রহ্মসূত্রে গ্রথিত হইয়া ঝুলিতেছে। সূত্রটি দেখা যায় না, মালাই দেখা যাইতেছে। সূত্রে মণিমালা গ্রথিত—এই গ্রথিত অংশেই এখানে দৃষ্টান্তের সাদৃশ্য। ব্রহ্মসত্তাতে ব্রহ্মমত, ব্রহ্মস্ফুরণে স্ফুরণ মত—এই জগৎ মায়া দ্বারাই কল্পিত। মণিমালা ও সূত্রের সহিত যদি পূর্ণ সাদৃশ্য দেখাইতে হয়, তবে এই বলিতে হয় যে, হিরণ্যগর্ভ আত্মাতে স্বপ্নদৃশ্যজাত বিচিত্র রচনা মণিসমূহের মত সূত্রে গ্রথিত। কনক হইতে যেমন কুণ্ডল হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে জগৎ হয়। সূত্র হইতে কিন্তু মণিসমূহ হয় না, এজন্য এখানে সূত্রে মণিগণা ইত্যেতি

দৃষ্টান্তও প্রথিতমাত্রে নাতু করণত্বে। কনকে কুণ্ডলাদিবৎ—এই দৃষ্টান্ত এখানে যোগ্য দৃষ্টান্ত হইতে পারে।

(২) দ্বিতীয় অর্থ যাহা হইতে পারে তাহা এই :—পরমেশ্বর অপেক্ষা কারণান্তর অন্য আর কিছুই নাই। আমিই জগৎকারণ। জগৎকারণ আর কিছুই হইতে পারে না। আমিই যখন একমাত্র কারণ, তখন কারণস্বরূপ আমাতে সমস্ত কার্য্যজাত যে এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ তাহা প্রথিত।

(৩) তৃতীয় অর্থ :—এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে বলা হইতেছে সৃষ্টিসংহারের কথা। আমা হইতে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিসংহারের স্বতন্ত্র কারণ আর কিছুই নাই। শ্লোকের নিম্নার্দ্ধে স্থিতির কথা বলা হইতেছে। আমাতেই এই জগৎ স্থিতিলাভ করিতেছে।

(৪) আরও বহু অর্থ বহু জনে করেন—আমি সর্ব্বকারণের কারণ। জগৎটা কার্য্যেরই মূর্ত্তি। আমি শক্তিমান্ জগৎটা শক্তির ব্যক্ত অবয়ব। শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ। এই হেতু বলা হইতেছে আমা হইতে—শক্তিমান হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। চিজ্জড়াত্মক এই জগৎটা আমার কার্য্য আমি কারণস্বরূপ। কার্য্য ও কারণ অভেদ বলিয়া বলা হইতেছে—আমা ভিন্ন আর কিছুই পরতত্ত্ব নাই। আমা ভিন্ন যাহা আছে বলিয়া মনে হয় তাহা আমাতেই প্রথিত (ঊর্দ্ধ শ্লোকার্দ্ধে সর্ব্বাত্মকত্ব ও নিম্নে সর্ব্বান্তর্যামিত্ব বলা হইতেছে।

তুমি যে ভাবে পার ধারণা কর—আমিই পরমাত্মা। অদ্বৈত তত্ত্বই আত্মতত্ত্ব। দ্বৈত যাহা তাহা অজ্ঞান কল্পিত। এ অজ্ঞানও ব্রহ্মের স্বভাবতঃ কল্পনা মাত্র। আমি যাহা তাহাই আছি। মণির ঝলকের মত স্বভাবতঃ আমাতে ঝলক হয়। সেই ঝলকে আমি ইহা বা ইহা নহি বোধ ভাসে। "আমি ইহা" এই নিশ্চয় হইতে ক্রমে প্রকৃতির বিকৃতি ঘটে। সূচির শতপত্র ভেদ মত সৃষ্টিতত্ত্বে যখন মহামন পর্য্যন্ত সৃষ্টি হয়, তখন স্বভাবতঃ যাহা পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে তাহার প্রকাশ হয়। বালক বহু কর্ম্ম করিয়া শেষে জ্ঞান হইলে আপন কর্ম্ম কি হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করিতে পারে। অদ্বৈত হইতে দ্বৈত-প্রকাশ ব্যাপারও সেইরূপ ॥৭॥

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় ! প্রভাঽস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥৮॥

শ
কেন কেন ধর্ম্মেণ বিশিষ্টে ত্বয়ি সর্ব্বমিদং প্রোতম্ ? ইত্যুচ্যতে

শ বা শ
রস ইতি। হে কৌন্তেয় ! অপ্সু জলেষু অহং রসঃ অপাং যঃ

আ ম
সারং রসস্তস্মিন্ রসভূতে মধুররসে কারণভূতে ময়ি সর্ব্বা আপঃ

শ মী

প্রোতা ইত্যর্থঃ। যথা রসোঽপ্সু একমপ্যপ্ পরমাণুমপরিত্যাজ্যাপ্সু-

নী

স্যাতো দৃশ্যতে, অতো রসরূপে ময়ি আপঃ প্রোতা ইতিভাবঃ।

নী যা ম আ

এবং শশিসূর্য্যয়োঃ চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ অহং প্রভা প্রকাশং অস্মি চন্দ্রাদিত্য

আ ম

য়োর্যা প্রভা তন্তু তে ময়ি তৌ প্রোতাবিত্যর্থঃ, প্রকাশসামান্যরূপে

ম শ্রী

ময়ি, শশিসূর্যৌ প্রোতাবিত্যর্থঃ। সর্ব্ববেদেষু সর্ব্বেষু বেদেষু

শ্রী শ শ

বৈখরীরূপেষু অহং তন্মূলভূতঃ প্রণবঃ ওঙ্কারঃ তস্মিন্ প্রণবভূতে ময়ি

শ শ শ শ

সর্ব্বে বেদাঃ প্রোতা ইত্যর্থঃ। তথা খে আকাশে শব্দঃ সারভূতঃ

শ শ শ্রী শ

শব্দরূপে ময়ি খং প্রোতম্ শব্দতন্মাত্ররূপোঽস্মি। তথা নৃষু পুরু-

শ্রী নী

ষেষু অহং পৌরুষং পুরুষস্য ভাবঃ পৌরুষমুচ্যতেঽস্মি সর্ব্বপুরুষেষু

নী ম ম

সারং পৌরুষং শৌর্য্যধৈর্য্যাদিরূপং পুরুষত্বসামান্যং যদনুস্যূতং তদহং।

বি শ শ শ্রী

সকলউত্তমরূপে ময়ি পুরুষাঃ প্রোতাঃ। সামান্যরূপে ময়ি সর্ব্বে

বিশেষা প্রোতাঃ ॥ ৮ ॥

হে কৌন্তেয়! জলে রস আমি, শশি-সূর্য্যে প্রকাশ আমি, সর্ব্ববেদে ওঁকার, আকাশে শব্দ, পুরুষ মধ্যে পৌরুষ রূপে আমি বিরাজ করিতেছি ॥ ৮ ॥

অর্জ্জুন—অবাঙ্মনস গোচর তুমি গুণসংযোগে গুণবান্ যত যখন হও তখন তোমাতে সমস্ত প্রোত এই ত বলিতেছ ? আচ্ছা কোন্ কোন্ ধর্ম্মবিশিষ্ট তোমাতে এই সমস্ত মালার আকারে গ্রথিত হয় ?

ভগবান্—সকল পদার্থের সার যাহা তাহাতে আমি অধিষ্ঠান করি। আমি স্বস্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও বস্তুর সাররূপে বিবর্ত্তিত হই। জলসমূহের সার রস। মধুর রস স্বরূপে আমি বিবর্ত্তিত হই। রসস্বরূপ আমাতে সমস্ত জল প্রোত। এইরূপ প্রভাস্বরূপ আমাতে শশিসূর্য্যপ্রোত, প্রণবস্বরূপ আমাতে বেদ গ্রথিত, শব্দস্বরূপ আমাতে আকাশ প্রোত, সকল-উদ্যমস্বরূপ আমাতে সমস্ত পুরুষ প্রোত।

অর্জ্জুন—তুমি এক থাকিয়াও এত বিভিন্ন আকার ধারণ কর ?

ভগবান্—আমি আপনাকে আপনি প্রকাশ করিবার জন্ম অব্যক্ত বাক্য মনের অগোচর অবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আসিবার জন্ম মায়াময় হই—হইয়া বহুরূপে আপনাকে আপনি আস্বাদন করি। যেমন যেমন প্রকৃতি প্রাপ্ত হই—আমার সান্নিধ্যে প্রকৃতি যেমন যেমন বিকার প্রাপ্ত হইতে থাকে—প্রকৃতি যত যত রূপ ধারণ করে আমিও তাহাকে, সূত্র যেমন মণিমালা গাঁথিয়া রাখে—সেইরূপে গাঁথিয়া গলায় পরি। তাই বলিতেছি আমিই মানুষের সকল উদ্যম, আকাশের শব্দ, চন্দ্রসূর্য্যের প্রভা, বেদের ওঁকার এবং জলের রস।

অর্জ্জুন—তোমার প্রকাশ সর্ব্বত্র দেখা যায় না কেন ?

ভগবান্—বৃক্ষপত্রে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে না, কিন্তু জলে ভাসে। নির্ম্মল আধারেই আমার প্রকাশ লক্ষ্য হয় ॥ ৮ ॥

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥

যা ম শ শ
পৃথিব্যাং ভূমৌ পুণ্যঃ সুরভিরবিকৃতো গন্ধঃ চাহং তস্মিন্ ময়ি
শ মী ম
গন্ধভূতে পৃথিবী প্রোতা চকারো রসাদীনামপি পুণ্যত্বসমুচ্চয়ার্থঃ।
ব শ বি
বিভাবসৌ বহ্নৌ তেজঃ চ দীপ্তিঃ যদ্বা সর্ব্ববস্তুপাচনপ্রকাশন শীত-
বি ব
ত্রাণাদিসামর্থ্যরূপঃ সারঃ চ শব্দাদ্বায়ৌ যঃ পুণ্যঃ স্পর্শ উষ্ণ স্পর্শ

ব্যাকুলানাপ্যায়কঃ সোঽহমিতি বোধ্যম্। তথা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বেষু প্রাণিষু জীবনং যেন জীবন্তি সর্ব্বাণি ভূতানি তজ্জীবনং প্রাণধারণমায়ুরহমস্মি তদ্রূপে ময়ি সর্ব্বে প্রাণিনঃ প্রোতা ইত্যর্থঃ। তপস্বিষু নিত্যং তপোযুক্তেষু বানপ্রস্থাদিষু তপঃ দ্বন্দ্বসহনং চ অস্মি তস্মিন্ তপসি ময়ি তপস্বিনঃ প্রোতাঃ। চকারেণ চিত্তৈকাগ্র্যমান্তরং জিহ্বোপস্থাদি নিগ্রহলক্ষণং বাহ্যঞ্চ সর্ব্বং তপঃ সমুচ্চীয়তে ॥ ৯ ॥

(আমি) পৃথিবীতেও পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতেও তেজ, সর্ব্বপ্রাণীতে জীবন (আয়ু) এবং তাপসগণের তপ (দ্বন্দ্বসহনসামর্থ্য) হই ॥ ৯ ॥

ভগবান্—পৃথিবীর তন্মাত্রা হইতেছে পবিত্র গন্ধ। গন্ধভূত আমি—আমাতে পৃথিবী প্রোত।

অর্জ্জুন—পবিত্র গন্ধটি তুমি? কিন্তু অপবিত্র গন্ধও ত আছে?

ভগবান্—বিকারপ্রাপ্ত না হইলে গন্ধ সর্ব্বত্রই পবিত্র। বিকারে বিকৃত ভাবটি এই প্রকাশ হয় যে, আমি সর্ব্ববস্তু মধ্যে থাকিলেও বিকারের আবরণে আমার প্রকাশ হয় না।

অর্জ্জুন—তোমার আরও কত বিভূতি আছে?

ভগবান্—গন্ধের পবিত্রতা যেমন আমি, সেইরূপ শব্দস্পর্শরূপরস—ইহাদের পবিত্রতাও আমি। অগ্নির তেজও আমি। অগ্নির যে তেজে পাক হয়, আলো হয়, তাপ হয় উজ্জ্বলতা যাহাতে আছে—সে তেজও আমার রূপ। আবার অগ্নিজ উষ্ণস্পর্শের মত বায়ুর শীতলস্পর্শও আমি। প্রাণিগণের আয়ুও আমি। অথবা—ভূতগণের জীবনস্বরূপ অমৃতাখ্য অন্নাদি রসও আমি। তপস্বিগণের দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতারূপ তপস্যাও আমি।

সহ্য করাকে যেমন তপস্যা বলে, সেইরূপ নিগ্রহশক্তিকেও তপস্যা বলে। চিত্তনিগ্রহ, জিহ্বা-উপস্থাদি নিগ্রহ—এই দুই প্রকার অন্তর্বাহ্যনিগ্রহ শক্তিও আমি। আমি যেমন রসময়—যেমন আমাতে জল প্রোত—সেইরূপ গন্ধময় আমি আমাতে পৃথিবী প্রোত। তেজস্বরূপ আমি,—আমাতে অগ্নি গ্রথিত। জীবের প্রাণস্বরূপ আমি—প্রাণে সর্ব্বভূত গ্রথিত। তপস্যা অর্থাৎ শীত, উষ্ণ, বর্ষা, আতপ, দুর্গন্ধ, সুগন্ধাদি সমানভাবে সহ্য করা অথবা ভিতরে চিত্ত-নিগ্রহ করা এবং বাহিরে জিহ্বা ও বাক্যনিগ্রহ করা রূপ তপস্যা—তপস্যাস্বরূপ আমি—আমাতে তপস্বিগণ প্রোত।

অর্জ্জুন—যাঁহারা তপস্বী, যাঁহারা সাধু, যাঁহারা ভক্ত—তাঁহাদের মধ্যে তোমার প্রকাশ কিরূপ?

ভগবান্—আমি ভাবের বিষয়। সূর্য্যের তেজ আকাশ হইতে আসিতেছে, কিন্তু আকাশে কোন প্রকাশ দেখা যায় না। কোন ভিত্তিতে নিপতিত হইলে দেখা যায়। মৃত্তিকায়ও দেখা যায়, আবার জলে জালরূপ দেখা যায়। নিরবয়ব ব্রহ্ম—মানব দেহে প্রতিফলিত দেখা যায় না, কিন্তু যাঁহার অন্তর পবিত্র—তাঁহার সুমিষ্ট স্বরে, ভক্তের অঙ্গভঙ্গীতে দেখা যায়। ভক্তের ভাবপূর্ণ বাক্যে আমার প্রকাশ আছে—সেই জন্য ঐগুলি এত চিত্তাকর্ষক ॥ ৯ ॥

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ! সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥

হে পার্থ! মাং সর্ব্বভূতানাং স্থাবরজঙ্গমানাং সনাতনং চিরন্তনং নিত্যং বীজং প্ররোহকারণং কার্য্যারম্ভসামর্থ্যং বিদ্ধি জানীহি বীজে ময়ি পিণ্ডাদিকম্ প্রোতম্ কনকে কুণ্ডলাদিবৎ অতো যুক্ত-মেকস্মিন্নেব ময়ি সর্ব্ববীজে প্রোতত্বং সর্ব্বেষামিত্যর্থঃ। কিঞ্চ বুদ্ধিমতাং বিবেকশক্তিমতাং অহং বুদ্ধিঃ চৈতন্যস্যাভিব্যঞ্জকং তত্ত্বনিশ্চয়-সামর্থ্যং অস্মি বুদ্ধিরূপে ময়ি সর্ব্বে বুদ্ধিমন্তঃ প্রোতাঃ তথা তেজস্বিনাম্ প্রাগল্ভ্যবতাং অহং তেজঃ প্রাগল্ভ্যং পরাভিভবসামর্থ্যং পরৈশ্চা-প্রধৃষ্যত্বম্। তেজোরূপে ময়ি তেজস্বিনঃ প্রোতা ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

হে পার্থ! আমাকে সর্ব্বভূতের সনাতন (নিত্য) বীজ বলিয়া জানিও। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি এবং তেজস্বিগণের তেজ আমিই হইতেছি ॥ ১০ ॥

অর্জ্জুন—তুমি সর্ব্বভূতের বীজ কিরূপে ? ভৌতিক পদার্থসমূহ আপন আপন স্বতন্ত্র বীজেইত প্রোত ? তবে তোমাতে সর্ব্বভূত প্রোত কিরূপে ? আরও দেখ অঙ্কুর উৎপন্ন হইলে বীজ নষ্ট হয়, কিন্তু জগদ্বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া গেলেও—তুমি যে অবিনাশী সেই অবিনাশীই থাক। তবু তুমি সকলের বীজ কি জন্য বলিতেছ ?

ভগবান্—মেঘ হইতে যখন বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি যত মাটীর নিকটবর্ত্তী হয় ততই খণ্ড এবং বিভিন্ন আকার ধারণ করে ; কিন্তু উপরে এক খণ্ড বৃষ্টিই থাকে। সেইরূপ এক আদি বীজ বা কারণ যতই স্থূল হয়, ততই ভিন্ন ভিন্ন আকার ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধারণ করে। আম, জাম, কাঁটাল ইত্যাদি বীজগুলি স্থূলভাবে দেখিতে গেলে ভিন্ন বটে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে সকল বীজেই বৃক্ষ-উৎপাদনের একটি শক্তিমাত্রই আছে। সেই শক্তিটি আবার কি ? না অনাদিসঞ্চিত বাসনার পুঞ্জীকৃত অবস্থা মাত্র। সেই জন্য বলা হয়, মূল বাসনা—"অহং বহুস্যাম্" হইতেই এই বিচিত্র জগৎ আসিয়াছে। একমাত্র আমিই আছি। আমি এক। 'বহু হইব' এই সঙ্কল্পে বহু মত হইয়াছি। বহু হওয়া তবে কাল্পনিক। তথাপি বাহিরেও যে সত্য সত্যই বহু দেখ, এটা কি যদি জিজ্ঞাসা কর—ইহার উত্তর এই যে, স্বপ্নকালে এক মনই বহু ভাবনা করিয়া, বহু সঙ্কল্প তুলিয়া যেমন বহু বস্তু রূপে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু মূলে সেই এক মনই থাকে—(বহু হওয়াটাই মিথ্যা) সেইরূপ আমি ভিতরে সর্ব্বদা এক থাকিয়াও আত্মমায়া দ্বারা বাহিরে বহু মত হইতেছি। যতক্ষণ স্বপ্ন দেখা যায়, ততক্ষণ হাতী, ঘোড়া, বাঘ, পুরুষ, স্ত্রী কতই দেখা যায় ; কিন্তু স্বপ্নটি ভাঙ্গিলেই সেই এক মন মাত্রই থাকে ; অন্য কিছুই থাকে না—এই সৃষ্টিবৈচিত্র্যও সেইরূপ। দীর্ঘ স্বপ্নে বহু দেখা যাইতেছে। স্থূল সৃষ্টি যত দেখিবে, ততই বহু ; কিন্তু উপরে চল একই আছে। পঞ্চমহাভূতের পঞ্চীকরণে বহুর সৃষ্টি। পঞ্চমহাভূত আবার পঞ্চতন্মাত্রা স্থূল হইয়া হইয়াছে। তন্মাত্রা আবার ত্রিবিধ অহংকার হইতে,ত্রিবিধ অহংকার আবার এক মহত্তত্ত্ব হইতে, মহত্তত্ত্ব আবার প্রকৃতি হইতে প্রকৃতি আবার পুরুষ হইতে। তবেই দেখা গেল, এক শক্তি হইতেই সমস্ত,—আবার সেই শক্তি শক্তিমানের। সাধারণতঃ লোকে বলে স্বপ্ন অলীক, ইহার কোন নিয়ম নাই। জগৎ স্বপ্ন কিন্তু স্বপ্ন হইলেও নিয়মমত হইতেছে। জড়ই নিয়মে চলিতেছে, চৈতন্যের কোন নিয়ম নাই। এই জন্য বলা হয়, মূলে একমাত্র জীবস্বরূপ আমিই আছি।

স্থূল বীজ সম্বন্ধে দেখা যায়, অঙ্কুর উৎপন্ন হইলে বীজ নষ্ট হয় ; কিন্তু মূল বীজস্বরূপ আমা হইতে মিথ্যা ব্রহ্মাণ্ড-বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষই নষ্ট হইয়া যায়। আমি কিন্তু সনাতন—সর্ব্বদা থাকি। আবার দেখ, যে বুদ্ধি দ্বারা বুদ্ধিমানগণ নিত্য, অনিত্য, এক, বহু বিচার করেন—সে বুদ্ধিও আমি। যে তেজে তেজস্বী অন্যকে পরাভব করেন এবং নিজে অন্যের নিকট দুর্দ্ধর্ষ থাকেন সে তেজও আমি ॥১০॥

বলং বলবতাঞ্চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥১১॥

হে ভরতর্ষভ! বলবতাং সাত্ত্বিকবলযুক্তানাং সংসারপরাঙ্মুখানাং কামরাগবিবর্জ্জিতং কামশ্চ রাগশ্চ কামরাগৌ। কামস্তৃষ্ণা অসন্নিকৃষ্টেষু বিষয়েষু; রাগো রঞ্জনা প্রাপ্তেষু বিষয়েষু; তাভ্যাং কামরাগাভ্যাং বিবর্জ্জিতং বিশেষেণবর্জ্জিতং দেহাদিধারণমাত্রার্থং বলং সাত্ত্বিকং বলং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানসামর্থ্যং চ অহং অস্মি তদ্রূপে ময়ি বলবন্তঃ প্রোতা ইত্যর্থঃ। চ-শব্দস্তু শব্দার্থে ভিন্নক্রমঃ। কামরাগবিবর্জ্জিতমেব বলং মদ্রূপত্বেন ধ্যেয়ম্, নতু সংসারিণাং কামরাগকারণং বলমিত্যর্থঃ। ক্রোধার্থো বা রাগশব্দো ব্যাখ্যেয়ঃ। কিঞ্চ ভূতেষু প্রাণিষু ধর্ম্ম অবিরুদ্ধঃ কামঃ ধর্ম্মেণ শাস্ত্রার্থেন অবিরুদ্ধঃ, প্রতিষিদ্ধঃ, ধর্ম্মানুকূলঃ স্বদারেষু পুত্রোৎপাদনমাত্রোপযোগী শাস্ত্রানুমত জায়াপুত্রবিত্তাদি-বিষয়োঽভিলাষঃ অহং অস্মি শাস্ত্রাবিরুদ্ধকামভূতে ময়ি, তথাবিধকামযুক্তানাং ভূতানাং প্রোতত্বমিত্যর্থঃ ॥১১॥

হে ভরতর্ষভ। আমিই বলবানগণের (সাত্ত্বিকবলযুক্ত সংসার-পরাঙ্মুখ ব্যক্তিগণের) কামরাগশূন্য (ধর্ম্মানুষ্ঠানে ধাবিত) সাত্ত্বিক বল। প্রাণিগণের ধর্ম্মের অবিরোধী (শাস্ত্রমত স্বদারে পুত্রোৎপাদনমাত্রোপযোগী) কামও আমি।১১

অর্জ্জুন—কাম রাগ বিবর্জ্জিত বল কি?—ভাল করিয়া বল।

ভগবান্—কাম বলে তৃষ্ণাকে। যাহাকে নিকটে পাইতেছি না তাহার বিষয়ে যে তৃষ্ণা, তাহাকে বলে কাম। যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে যে আসক্তি, তাহাকে বলে রাগ বা অনুরাগ। যাহার অপ্রাপ্ত বিষয় পাইবার জন্য চিত্তলালসা নাই এবং যাহা পাইয়াছি তাহা রাখিবার জন্যও কোন চেষ্টা নাই—এইরূপ কামরাগাদিশূন্য উৎসাহী পুরুষের যে সাত্ত্বিক বল,—যে পবিত্র সাত্ত্বিক বলে মানুষ কেবল শ্রীভগবান্‌কে পাইবার জন্য দেহাদি রক্ষা করিয়া যায়—সেই বলই আমার সত্তা।

অর্জ্জুন—ধর্ম্ম অবিরুদ্ধ কামও তুমি কিরূপে?

ভগবান—শাস্ত্রবিধান মত ধর্ম্মানুকূলে জায়া, পুত্র, বিত্তাদি বিষয়ে যে অভিলাষ, তাহাও আমি। অতিথি সেবা, ঋতুকালে স্ত্রীসেবা, পুত্রকে সাধু, ধার্ম্মিক করিবার জন্য যে অভিলাষ—সেই কামও আমি। জীবের যে কাম ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত, তাহা আমিই। ধর্ম্মসঙ্গত অর্থও কাম আমিই। চতুর্ব্বর্গ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এইজন্য প্রার্থনার বিষয়।

শ্রীভগবানের সেবা জন্য যাহা অভিলাষ করা যায়, তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। এই নিষ্কাম কামনাকেও আমার সত্তা বলিতেছি।

অর্জ্জুন। তুমি স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া যাও—ত্রিভুবনে সর্ব্বত্রই আমি আছি। ত্রিভুবনরূপী আমি তোমাকে রক্ষা করিব। এইরূপে স্ত্রীজাতি সতীত্বরূপ স্বধর্ম্ম রক্ষা করুক; ত্রিভুবন তাহাদের রক্ষা জন্য ॥ ১১ ॥

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥

ম নী বা
সাত্ত্বিকাঃ শমদমাদয়ঃ ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাদয়ঃ সত্ত্বপ্রধানা
ম বা বা
যে চ এব ভাবাঃ চিত্তপরিণামাঃ সন্তি রাজসাঃ রজোগুণপ্রধানা যে চ
শ্রী নী বা বা
ভাবা হর্ষদর্পাদয়ঃ লোভপ্রবৃত্ত্যাদয়ঃ সন্তি তামসাঃ তমোগুণপ্রধানা
ম শ্রী নী বা শ্রী শ্রী
যে চ শোকমোহাদয়ঃ নিদ্রালস্যাদয়ঃ সন্তি অথবা প্রাণিনাং স্বকর্ম্মবশাৎ
শ্রী শ্রী শ্রী
জায়ন্তে তান্ সর্ব্বান্ মত্তঃ এব জাতান্ ইতি বিদ্ধি মদীয় প্রকৃতি গুণত্রয়-
বা বা
কার্য্যসকাশাদেব জাতান্ জানীহি রূপরসতন্মাত্রাদিরূপাৎ সূত্রাত্মনো

নী নী

নির্গতা ইতি বিদ্ধি। নন্বেবং তব সর্ব্ব-জগদাত্মনো বিকারিত্বাপত্ত্যা

নী শ

কৌটস্থ্যহানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ ন ত্বহং তেষু তে ময়ীতি। যদ্যপি তে মত্তো

শ বি শ ম শ

জায়ন্তে তথাপি অহং তেষু তু ন বর্ত্তে তদধীনস্তদ্বশো ন ভবামি যথা

শ মা শ বি বি

সংসারিণঃ। তে তু ভাবাঃ ময়ি মদ্বশ মদধীনাঃ সন্ত এব বর্ত্তন্তে ॥ ১২ ॥

সত্ত্বগুণ প্রধান যে সমস্ত ভাব (ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, শম দমাদি), রাজোগুণ প্রধান যে সমস্ত ভাব (লোভ, প্রবৃত্তি,, হর্ষ দর্পাদি) এবং তমোগুণ প্রধান যে সমস্ত ভাব (নিদ্রা, আলস্য, শোক মোহাদি) সে সমস্ত আমা হইতে জাত জানিও। (সর্ব্বজগতের আত্মা আমি তবে কি বিকারী? ইহাতে কি আমার কূটস্থ স্বরূপের হানি হয়? যদি এই আশঙ্কা কর, তাহার উত্তরে বলি) (যদ্যপি সত্ত্বরজস্তম ভাবাদি আমা হইতে জাত তথাপি) আমি কিন্তু সে সকলে নাই, সেই সকল ভাবই আমাতে রহিয়াছে ॥ ১২ ॥

অর্জ্জুন—রস, শব্দ, গন্ধ, রূপ, তেজ ইত্যাদি বাহ্য বস্তু তোমা হইতে, আবার মানুষের আন্তরিক শক্তিও তোমার অধীন। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজস্বীর তেজ, ধার্ম্মিকের ধর্ম্মবল এবং মানুষের ধর্ম্মসঙ্গত কাম—ইহাদেরও নিয়ন্তা তুমি। আবার বলিতেছ—সত্ত্বপ্রধান, রজপ্রধান ও তমপ্রধান ভাবসকল তাহাও তোমা হইতে জাত। আরও বলিতেছ—জীব, সাত্ত্বিকাদিভাবের বশীভূত হইয়া পড়ে, তুমি কিন্তু তাহাদের বশে নও। সত্ত্বরজস্তমাদি ভাব ত প্রকৃতি হইতে জাত—তোমা হইতে জাত কিরূপে? এই সমস্ত বিকারী বস্তু তোমা হইতে জন্মিতেছে, তবু তুমি বিকারী নও কিরূপে?

ভগবান্—যত কিছু ভাব—ধর্ম্মজ্ঞান, বৈরাগ্য, শম দমাদি সাত্ত্বিক ভাব; হর্ষ, দর্প, লোভ, প্রবৃত্তি ইত্যাদি রাজসভাব; এবং নিদ্রা, আলস্য, শোক, মোহাদি, তামস ভাব—মানুষের স্ব স্ব কর্ম্মবশেই জন্মে। আবার কর্ম্ম যাহা কিছু তাহা প্রকৃতির গুণত্রয়েরই কর্ম্ম। প্রকৃতি আমারই শক্তি। আমারই মনোময়ী স্পন্দশক্তি। তবেই ত হইল সমস্ত ভাব আমা হইতেই জাত অর্থাৎ আমার শক্তি হইতে জাত। প্রকৃতিকে আশ্রয় করিবামাত্র আমাতে যখন „আমি ভাব" ও তাহার কার্য্য হয়, তাহা যেন অখণ্ড চৈতন্যের খণ্ডিত অবস্থা। ইহাই জীব

ভাব। জীবভাবই পরা প্রকৃতি বা জীবাত্মিকা প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতি হইতেছে জড়াত্মক ভাব। এই জীবাত্মক ও জড়াত্মক ভাব হইতেই স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

পরমাত্মার শক্তি হইতে নানাবিধ সৃষ্টিবিকার হইলেও পরমাত্মা কিন্তু অবিকৃত। রজ্জুতে সর্প অধ্যাস হইলেও রজ্জু কখন সর্পত্ব বিকার দোষ দূষিত হয় না। যতই কেননা সঙ্কল্প উঠাও, তাহাতে আত্মার বিকার কিছুই হয় না। পরমাত্মা স্বস্বরূপে সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিয়া এই মায়িক খেলা করিতেছেন ॥১২॥

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ ॥
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥১৩॥

যা　নী
গুণময়ৈঃ সত্ত্বাদিগুণপ্রচুরৈঃ এভিঃ পূর্ব্বোক্তৈঃ ত্রিভির্ভাবৈঃ
ম　শ　নী　নী
ত্রিবিধৈঃ পদার্থৈঃ ইদং সর্ব্বং জগৎ চরাচরং প্রাণিজাতং মোহিতং
শ　যা
অবিবেকতামাপাদিতং। এভ্যঃ সাত্ত্বিকরাজসতামসেভ্যো-
যা　শ　শ্রী
ভাবেভ্যঃ পরং ব্যতিরিক্তং বিলক্ষণং এতেষাং নিয়ন্তারং অব্যয়ং
ব　যা　নী
অপ্রচ্যুতস্বভাবং সদৈকরূপং পরত্বে হেতুঃ অব্যয়ং, এতে ভাবাঃ পরি-
ব
ণামিত্বাৎ ব্যয়বন্তঃ। অহন্তু তদ্বিপরীতঃ সাক্ষী ইত্যব্যয়ঃ। মাং কৃষ্ণং
যা　নী
নাভিজানাতি জ্ঞাতুং ন শক্নোতি। যথা রজ্জ্বাং সর্পভ্রমেণ ব্যাকুলঃ সর্পাৎ
নী　ম
পরাং রজ্জুং ন জানাতি তদ্বৎ। ততশ্চ স্বরূপাপরিচয়াৎ সংসরতীত্যেতোহো
ম
দৌর্ভাগ্যমবিবেকিজনস্যেতানুক্রোশং দর্শয়তি ভগবান্ ॥ ১৩ ॥

গুণময় পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ পদার্থ দ্বারা এই চরাচর প্রাণিজাত মোহিত হইয়া রহিয়াছে। এতাবতের অতিরিক্ত অব্যয় (ব্যয়শূন্য সদা একরূপ) আমাকে উহারা জানে না ॥ ১৩ ॥

অর্জ্জুন—সকলের মধ্যেই তুমি আছ—মণিমালার মধ্যে যেরূপ সূত্র, তুমিও সেইরূপ সূত্রাত্মা-রূপে রূপরসাদি তন্মাত্রা মধ্যে বিরাজিত। তথাপি তোমাকে লোকে জানেনা কেন?

ভগবান্—সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক এই ত্রিবিধভাবে সমস্ত প্রাণিজাত মোহিত। মোহগ্রস্তের বিচার থাকে না। অবিবেকী জীব যত্ন করিয়া বিচার অভ্যাস করেনা বলিয়া, এই ত্রিগুণময়ী মায়ার মোহিত হয়। তিন গুণে অতিশয় আসক্তি করিয়া ফেলে বলিয়া, সকলে উহা দ্বারাই উন্মত্ত। মত্ত জনের ভ্রম ত হইবেই। রজ্জুতে সর্পভ্রম যাহার জন্মিয়াছে সে যখন ভয়ে ব্যাকুল হয়, তখন তাহার বিচার থাকে না। ভয়ে অভিভূত হইলে যেমন বিচার থাকে না, সেইরূপ আবার আহ্লাদে বেহুঁস হইলেও বিচার থাকে না। লোকে আমার অঙ্গভূষা স্বরূপ বাহিরের এই প্রকৃতি দেখিয়াই মুগ্ধ হয়—সম্মুখেই প্রকৃতি হাব ভাব দ্বারা জীবকে মোহিত করে, কিন্তু যাহার অঙ্গে এই প্রকৃতিরূপ অলঙ্কার—সেই অলঙ্কার না দেখিয়া যে অলঙ্কার পরিয়াছে তাহাকে যখন জীব দেখে, তখনই জীবের সদগতি হয়।

অর্জ্জুন—মোহ যাহাতে না আইসে তজ্জন্য কি করিতে হয়?

ভগবান্—ভিতরে আমি। কোটি সূর্য্য প্রতিকাশ, চন্দ্র কোটি সুশীতল—অনন্ত প্রভাময়, সূর্য্য সদৃশ আমি—মনে কর আমি তোমার ভিতরে ঢুকিলাম। তুমি বাহিরে চাহিয়া আছ, কিন্তু ভিতরে আমাকে ভাবনা-চক্ষে দেখিতেছ—এখন দেখ দেখি! বাহিরে প্রকৃতির দিকে চাহিয়া থাকিয়াও তুমি প্রকৃতিকে দেখিতেছ না—আমাকেই দেখিতেছ। এখুনি করিয়া দেখ, ক্ষণকালের জন্য হইলেও বুঝিবে ধ্যানযোগ কি? এই ক্ষণটিকে সাধনা দ্বারা স্থায়ী কর—করিলেই আর কখন মায়া দ্বারা অভিভূত হইবে না॥ ১৩॥

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ১৪॥

ব ম ম
মম অতিবিচিত্রানন্তবিশ্বস্রষ্টুঃ মায়াবিনঃ পরমেশ্বরস্য এষা
শ ব
যথোক্তা গুণময়ী সত্ত্বাদিগুণত্রয়াত্মিকা। শ্লেষেণ ত্রিগুণিতা
ব নী
রজ্জুরিবাতিদৃঢ়তয়া জীবানাং বন্ধহেতুঃ মায়া মামহং ন জানামীতি
শ নী
সাক্ষিপ্রত্যক্ষত্বেনাপলাপানর্হা অনৃতস্য প্রপঞ্চস্যেন্দ্রজালাদেরিব
নী ম ম
প্রকাশিকা যদ্বা মম মায়াবিনঃ পরমেশ্বরস্য সর্ব্বজগৎকারণস্য

ম
সর্ব্বজ্ঞস্য (সর্ব্বশক্তেঃ স্বভূতা স্বাধীনত্বেন জগৎস্রষ্ট্যাদিনির্ব্বাহিকা
ম
মায়া তত্ত্বপ্রতিভাস প্রতিবন্ধেনাতত্ত্বপ্রতিভাসহেতুরাবরণবিক্ষেপশক্তিদ্বয়-
ম
বত্যবিদ্যা সর্ব্বমপ্রপঞ্চ প্রকৃতিঃ "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্"
রা শ শ শ
ইতিশ্রুতেঃ। হি যস্মাৎ দৈবী দেবস্য মমেশ্বরস্য বিষ্ণোঃ স্বভাবভূতা
রা রা নী
দেবেন ক্রীড়াপ্রবৃত্তেন ময়ৈব নির্ম্মিতা বা অথবা দেবস্য জীবরূপেণ
নী শ্রী শ্রী
লীলয়া ক্রীড়তো মম সম্বন্ধিনীয়ং দৈবী অলৌকিকী অত্যদ্ভুতেত্যর্থঃ
বা বা শ শ রা
তস্মাৎ সর্ব্বৈঃ দুরত্যয়া দুঃখেনাত্যয়োঽতিক্রমণং যস্যাঃ সা দুরতিক্রমা
বা
অস্যাঃ কার্য্যং ভগবৎস্বরূপ-তিরোধানং স্বস্বরূপভোগ্যত্ববুদ্ধিশ্চ।
রা
অতো ভগবন্মায়য়া মোহিতং সর্ব্বং জগৎভগবন্তমনবধিকাতিশয়ানন্দ
ম নী
স্বরূপং নাভিজানাতি। অত্রৈবং প্রক্রিয়া জীবেশ্বরবিভাগশূন্যে
নী
শুদ্ধচিন্মাত্রে কল্পিতো মায়াদর্পণঃ চিৎপ্রতিবিম্বরূপং জীবং বশীকৃত্য
নী
বিম্বচৈতন্যমনুরুধ্য প্রচলতি অয়স্কান্তমনুরুধ্যেব লোহশলাকা। ইদমেব
নী
ঈশ্বরাধীনত্বং মায়ায়াঃ ঈশ্বরস্য চ মায়াদ্বারা সর্ব্বস্রষ্টৃত্বমপি। তথা
নী
চ শ্রুতিঃ "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া

সনিরুদ্ধঃ” ইতি। ততশ্চ বিম্বস্থানীয়ঃ পরমেশ্বর উপাধিদোষানাস্কন্দিতঃ প্রতিবিম্বস্থানীয়শ্চ জীব উপাধিদোষস্কন্দিতঃ, ঈশ্বরাচ্চ জীব-ভোগায়াকাশাদিক্রমেণ শরীরেন্দ্রিয়সংঘাতুস্তদ্যোগ্যশ্চ কৃৎস্নঃ প্রপঞ্চো জায়ত ইতি কল্পনা ভবতি, বিম্বপ্রতিবিম্বমুখানুগতমুখবচ্চ ঈশজীবানুগতং মায়োপাধিচৈতন্যং সাক্ষীতি কল্প্যতে।

যদ্যপি অবিদ্যাপ্রতিবিম্ব এক এব জীবস্তথাপ্যবিদ্যাগতানামন্তঃ-করণসংস্কারাণাং ভিন্নত্বাৎ তদ্ভেদেনান্তঃকরণোপাধেস্তস্যাত্র ভেদ-ব্যপদেশঃ; শ্রুতৌ চ “ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেব বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি, তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ, ‘একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ, অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য, বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্প্যতে ইত্যাদিঃ।

যদ্যপি দর্পণগতশ্চৈত্রপ্রতিবিম্বঃ স্বং পরঞ্চ ন জানাত্যচেতনাংশ-স্যৈব তত্র প্রতিবিম্বিতত্বাৎ, তথাপি চিৎপ্রতিবিম্বশ্চিত্ত্বাদেব স্বং পরঞ্চ জানাতি; প্রতিবিম্ব পক্ষে বিম্বচৈতন্য এবোপাধিস্থত্বমাত্রস্য

ম
কল্পিতত্বাৎ ভাসপক্ষে তস্যানির্ব্বচনীয়ত্বেঽপি জড়বিলক্ষণত্বাৎ স চ
ম
যাবৎ স্ববিম্বৈক্যমাত্মনো ন জানাতি তাবজ্জলসূর্য্য ইব জলগত-
ম
কম্পনাদিকমুপাধিগতং বিকারসংগ্রমনুভবতি। বিম্বভূতেশ্বরৈক্য
ম
সাক্ষাৎকারমন্তরেণ অতো তুং তরিতুমশক্যেতি দুরত্যয়া, অতএব
ম
জীবোঽন্তঃকরণাবচ্ছিন্নত্বাৎ তৎসম্বন্ধমেবাক্ষ্যাদিদ্বারা ভাসয়ন্
ম
কিঞ্চিজ্জ্ঞো ভবতি। ততশ্চ জানামি করোমি ভুঞ্জে চেত্যনর্থশতভাজনং
ম
ভবতি, স চেদ্বিম্বভূতং ভগবন্তমনন্তশক্তিং মায়ানিয়ন্তারং সর্ব্বমিদং সর্ব্ব-
ম
ফলদাতারমনিশমানন্দঘনমূর্ত্তিমনেকানবতারান্ ভক্তানুগ্রহায় বিদধন্ত-
ম
মারাধয়তি পরমগুরুমশেষকর্ম্মসমর্পণেন তদা বিম্বসমর্পিতস্য প্রতিবিম্বে
ম
প্রতিফলাৎ সর্ব্বানপি পুরুষার্থানাসাদয়তি। এতদেবাভিপ্রেত্য
প্রহ্লাদেনোক্তম্—

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্ যজ্জনো ভগবতে বিদধীতমানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥ ইতি—

ম
যথা দর্পণ প্রতিবিম্বিতস্য মুখস্য তিলকাদি শ্রীরপেক্ষিতা চেদ্বিম্বভূতে

ম

মুখে সমর্পণায়া সা স্বয়মেব তত্র প্রতিফলতি ন্যান্যঃ কশ্চিৎ তৎ-

ম

প্রাপ্তাবুপায়োঽস্তি, তথা বিশ্বভূতেশ্বরে সমর্পিতমেব তৎপ্রতিবিম্ব-

ম

ভূতো জীবো লভতে নান্যঃ কশ্চিৎ তস্য পুরুষার্থলাভেঽস্ত্যপায় ইতি

ম

দৃষ্টান্তার্থঃ। তস্য যদা ভগবন্তমনন্তমনবরতমারাধয়তোঽন্তঃকরণং

ম

জ্ঞানপ্রতিবন্ধকপাপেনরহিতং জ্ঞানানুকূলপুণ্যেন চোপচিতং ভবতি,

ম

তদাতিনির্ম্মলে মুকুরমণ্ডল ইব মুখমতিস্বচ্ছেঽন্তঃকরণে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ

ম

শমদমাদিপূর্ব্বকগুরূপসদনবেদান্তবাক্যশ্রবণমনননিদিধ্যাসনৈঃ সংস্কৃতে

তত্ত্বমসীতি গুরূপদিষ্টবেদান্তবাক্যকরণিকাহংব্রহ্মাস্মীত্যনাত্মা-

ম

কারশূন্যা নিরুপাধিচৈতন্যাকারা সাক্ষাৎকারাত্মিকা বৃত্তিরুদেতি

ম

তস্যাঞ্চ প্রতিফলিতং চৈতন্যং সদ্য এব স্ববিষয়াশ্রয়ামবিদ্যামুন্মূলয়তি

দীপ ইব তমঃ। ততস্তস্যা নাশাৎ তয়াবৃত্ত্যা সহাখিলস্য কার্য্য-

ম

প্রপঞ্চস্য নাশঃ, উপাদাননাশাদুপাদেয়নাশস্য সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তসিদ্ধত্বাৎ।

ম

তদেতদাহ ভগবান্ "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"

শ রা রা শ

ইতি। তত্রৈবং সতি মায়াবিমোচনোপায়মাহ মামেতি। সর্ব্বধর্ম্মান্

শ শ শ ম

পরিত্যজ্য মামেব মায়াবিনং স্বাত্মভূতং সর্ব্বাত্মনা যে কেচিৎ প্রপদ্যন্তে

রা শ্রী শ

শরণং প্রপদ্যন্তে ভজন্তি তে এতাং সর্ব্বভূতচিত্তমোহিনীং দুরতি-

ম ব ম ম

ক্রমণীয়াং অর্ণবমিবাপারাং মায়াং অখিলানর্থজন্মভুবমনায়াসেনৈব

শ শ শ্রী

তরন্তি অতিক্রামন্তি সংসারবন্ধনাৎ মুচ্যন্ত ইত্যর্থঃ। মায়ামুৎসৃজ্য

ব ব

আনন্দৈকরসং প্রসাদাভিমুখং স্বস্বামিনং মাং প্রাপ্নুবন্তীতি ইতি বা

ম

যে মদেকশরণাঃ সন্তো মামেব ভগবন্তং বাসুদেবমীদৃশমনন্ত-

ম

সৌন্দর্য্যসারসর্ব্বস্বমখিলকলাকলাপনিলয়মভিনবপঙ্কজশোভাধিক-চরণ

ম

কমলযুগলপ্রভমনবরতবেণুবাদননিরতবৃন্দাবনক্রীড়াসক্তমানস-হেলোদ্ধৃত

ম ম

গোবর্দ্ধনাখ্যমহীধরং গোপালং নিষূদিত-শিশুপালকংসাদিদুষ্ট-

সঙ্ঘমভিনবজলধরশোভাসর্ব্বস্বহরণচরণপরমানন্দঘনময়মূর্ত্তিমতিবৈরিঞ্চ-

ম

প্রপঞ্চমনবরতমনুচিন্তয়ন্তো দিবসানতিবাহয়ন্তি তে মৎ প্রেম-

ম

মহানন্দসমুদ্রমগ্নমনস্তয়া সমস্ত মায়াগুণবিকারৈর্নাভিভূয়ন্তে, কিন্তু

ম

মদ্বিলাসবিনোদকুশলা এতে মদুন্মূলনসমর্থা ইতি শঙ্কমানেব মায়া

তেভোঽপসরতি, বারবিলাসিনীব ক্রোধনেভ্যস্তপোধনেভ্যঃ। তস্মান্মায়াতরণার্থী মামীদৃশমেব সন্ততম্ অনুচিন্তয়েদিত্যপ্যভিপ্রেতং ভগবতঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চ অত্রার্থে প্রমাণীকর্ত্তব্যাঃ॥ ১৪॥

আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া যেহেতু দৈবী (সেই হেতু ইহা সকলের পক্ষে) দুরতিক্রমণীয়া। (যদি এইরূপ হইল, তবে মায়া বিমোচনের উপায় কি?) যাঁহারা আমাকেই আশ্রয় করেন, তাঁহারা এই মায়া অতিক্রম করিতে পারেন॥ ১৪॥

অর্জ্জুন—মায়াকে গুণময়ী বলিয়াছ। এখন ইহাকে দৈবী বলিতেছ এবং ইহাকে অতিক্রম করা সহজ নহে, ইহাও বলিতেছ। তোমার মায়াতে সমস্ত প্রাণী মোহিত, ইহা লোকে বলে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জগৎটাই তোমার মায়ার রূপ। সত্ত্ব, রজ, তম গুণে সবাই মোহিত। দৈবী কথার অর্থ কি? মায়াকে দৈবী বলিতেছেন কেন?

ভগবান্—দৈবীর দুই প্রকার অর্থ করা যায়—প্রথম অর্থ ভক্তের, দ্বিতীয় অর্থ জ্ঞানীর।

(১) দেবেন ক্রীড়াপ্রবৃত্তেন ময়ৈব নির্ম্মিতা।

(২) দেবস্য মমেশ্বরস্য বিষ্ণোঃ স্বভাবভূতা।

(১) দীব্যতে ক্রীড়তে যস্মাদ্রুচ্যতে শোভতে দিবি। তস্মাদ্দেব ইতি প্রোক্তঃ স্তূয়তে সর্ব্বদৈবতৈঃ ইতি যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ। শ্রীভগবান্ ক্রীড়ার জন্য মায়া প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া মায়াকে দৈবী বলা হইতেছে। এই অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া দ্বারা শ্রীভগবান্ ক্রীড়া করেন, এই জন্য এই অলৌকিকী অত্যন্ত অদ্ভুত মায়াকে দৈবী বলে। মহাপ্রলয়ে যখন তিনি একাই থাকেন, তখন ত খেলা হয় না। একা খেলা হইতে পারে না। তাই তিনি এই মায়া সৃজন করিয়া এক হইয়াও বহু হয়েন—হইয়া খেলা করেন। তিনি স্বয়ং আছেন,—তিনি একা তথাপি আপনাকে অন্যমত দেখানই তাঁহার উল্লাস। "স্বয়মস্যৈবোরসন্" ইহা তাঁহার মায়া দ্বারা ঘটে। তিনি অজ, তথাপি যে তাঁহার জন্ম হয়, তাহা মায়া দ্বারাই হয়। "সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া" পূর্ব্বে ইহা বলিয়াছি। পরমাত্মার কোন রূপ নাই, কোন আকার নাই, কোন গুণ নাই—তিনি অরূপ, তিনি নিরাকার, তিনি গুণাতীত নির্গুণ—কিন্তু তিনি এমন এক মায়া প্রকাশ করেন—যাহাতে তিনি গুণবান্মত হইয়া আকার ধারণ করেন। 'শ্রুতি' বহুস্থানে এই মায়ার কথা বলিয়াছেন। 'অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ' 'মায়ী ঈশ্বর এই বিশ্ব সৃজন করেন এবং অন্য অর্থাৎ জীব এই মায়াদ্বারা

বদ্ধ। মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" ইত্যাদি। শ্রীভগবান্ মায়াকে আশ্রয় করিয়া আকার গ্রহণ করেন, ক্রীড়া করেন, আত্মপ্রকাশ করেন—ইহা সত্য। এইরূপ ভক্ত মায়া সম্বন্ধে যাহা বলেন, জ্ঞানী তাহাতে জিজ্ঞাসা করেন—যিনি আপ্তকাম, তাঁহার জগদাড়ম্বর করিবার ইচ্ছা কেন হয়—ইহার উত্তরে ভক্তগণ বলেন—তিনি স্বাধীন, তাঁহার ইচ্ছার কারণ কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। যিনি ঐরূপ চেষ্টা করেন, তিনি শ্রীভগবান্‌কে স্বাধীন না বলিয়া পরাধীন করিয়া ফেলেন। এই প্রকারে ভক্তগণ প্রতিবাদীকে নিরস্ত করেন সত্য, কিন্তু তথাপি যেন প্রাণ তৃপ্ত হয় না। যিনি অবাঙ্মনস গোচর, যিনি সর্ব্বপ্রকার চলনবর্জ্জিত, মহাপ্রলয়ে 'যিনি মাত্র' অবশিষ্ট থাকেন, অন্য কিছুই থাকে না; যিনি সম্পূর্ণ আপ্তকাম, তাঁহার সৃষ্টিব্যাপার কেন? যদি বলা যায় ঈশ্বর সর্ব্বদাই সাকার, জীবও নিত্য, প্রকৃতিও নিত্য—এইরূপ বাক্যে বহু শ্রুতিবিরোধ হয়। মায়াকে যে সনাতনী বলা যায় তাহা মায়ার বিদ্যা অংশকে বলা হয়। ইহা মায়া-উপহিত চৈতন্যকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হয়। মহাপ্রলয়ে কিছুই থাকে না, 'তিনি মাত্রেই থাকেন। জীব বা প্রকৃতি বা মায়া তবে ত্রিকালে থাকে না; কাজেই ইনি নিত্য নহেন, সনাতনীও নহেন। মহাপ্রলয় সম্বন্ধে—ঋগ্বেদ ৮।৭।১৭।১,২,৪—বলিতেছেন

নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমাহপরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্‌গহনং গভীরম্ ॥

যে কালে পূর্ব্ব সৃষ্টি প্রলীন ছিল, উত্তর সৃষ্টিও উৎপন্ন হয় নাই—তৎকালীন বর্ণনার পর বলা হইতেছে :—সেই সময় সৎ ও অসৎ দুইই ছিল না। নামরূপ বিশিষ্ট জগৎকে এখানে সৎ বলা হইতেছে এবং শশবিষাণাদিকে অসৎ বলা হইতেছে। এই সময়ে কোন্ অব্যক্তাবস্থা ছিল। নাসীদ্রজঃ। রজঃ ছিল না অর্থাৎ গুণত্রয়ই ছিল না। ব্যোম অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতও ছিল না। এই গুণত্রয় ও পঞ্চমহাভূত ভিন্ন গিরি, নদী সমুদ্র প্রভৃতি যা কিছু দৃশ্য তাহা কিছুই ছিল না। মহত্তত্ত্বাদি আবরণ ছিল না—কোন্ দেশে কোন্ ভোক্তার সুখ নিমিত্ত কাহাকে আবরণ করিবে? ভোক্তা জীবও ছিল না। প্রবেশাশক্য অগাধ সলিলই বা কি ছিল? তাহাও ছিল না।

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি না রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রচেতঃ।
আসীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপরং কিঞ্চনাস ॥ ঐ ২

মহাপ্রলয়কালে প্রাণিগণের মৃত্যু ছিল না। জীবনও ছিল না রাত্রির চিহ্ন নক্ষত্রাদি ছিল না। দিবসের চিহ্ন সূর্য্য ছিলেন না। সেই সর্ব্বোপনিষৎ সিদ্ধ এক ব্রহ্মবস্তু স্বাশ্রিত সর্ব্বজগতের আকৃতিরূপ মায়ার সহিত চেষ্টাযুক্ত ছিলেন। চেষ্টা এখানে সম্ভাব মাত্র। বায়ু রহিত ছিল (নিশ্চল ছিল)। সেই ব্রহ্ম হইতে কিছু উৎকৃষ্টও ছিল না অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট কিছুই ছিল না।

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।

সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতিষ্যা কবয়ো মনীষা॥ ঐ—৪

পরব্রহ্ম সম্বন্ধি মনের প্রথম রেত অর্থাৎ প্রথম কার্য্য যা ছিল, সেই কার্য্য সৃষ্টির অগ্রে কামরূপে অধিকতর আবির্ভূত হইয়াছিল। এক অদ্বিতীয় সত্যজ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম, সৃষ্টির পূর্ব্বে তমোগুণ দ্বারা আবৃত ছিলেন। সেই তমোবিশিষ্ট ব্রহ্মের সিসৃক্ষারূপ যে মন আদিতে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই মনের প্রথম কার্য্যভূত পদার্থ কাম। সোঽকাময়ত ইত্যাদি। সেই কাম ইদানীং সৎরূপে প্রতীয়মান ভূতভৌতিক জগতের অসৎশব্দ-প্রতিপাদ্য তমোরূপ অব্যক্তে বন্ধন হেতু অর্থাৎ কামই অজ্ঞানে সমুদায় ব্যবহার বন্ধন করিয়া থাকে। বেদান্তপারগ পণ্ডিতগণ হৃদয়ে স্বকীয় বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া এই কামকে নিশ্চয় করেন, ইত্যাদি।

ভক্তগণ মায়াকে যেরূপ সাজাইয়া থাকেন, তাহা শুনিলে—এখন জ্ঞানী, মায়া সম্বন্ধে যাহা বলেন শ্রবণ কর।

(২) আপ্তকাম ব্রহ্ম, ক্রীড়ার জন্য মায়া নির্ম্মাণ করেন—জ্ঞানিগণ এ কথা বলেন না। মণির ঝলক যেমন স্বভাবতঃ হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে স্বভাবতঃ মায়া উৎপন্ন হয়। যিনি সর্ব্ব প্রকার চলন রহিত, স্বভাবতঃ তাহাতে চলন হয়। স্বভাবতঃ নিঃসঙ্কল্প পুরুষে সঙ্কল্প উঠে। মায়ার উদয় হইলে, পরে সেই মায়াবী, মায়া লইয়া ক্রীড়া করেন। সূচীর শতপত্রভেদের ন্যায় ক্রম অনুসারে সৃষ্টিকার্য্য বহুদূর অগ্রসর হইলে তবে সৃষ্টির কথা প্রকাশিত হয়। যেমন বালক বহু কর্ম্ম করিয়া ফেলিবার পরে তবে জ্ঞান-উদয়ে বুঝিতে পারে, তাহা দ্বারা কোন্ কর্ম্ম হইয়াছে—সেইরূপ অদ্বৈত হইতে, দ্বৈতভাব আসিবার পরে তবে কিরূপে সৃষ্টি হইল, তাহা প্রকাশের লোক হয়। মায়াকে দৈবী বলা হয়, কেননা ইহা শ্রীবিষ্ণু ঈশ্বরের স্বভাব। এই যে তোমাকে মায়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে জ্ঞানী ও ভক্তের একটু বিরোধ দেখান হইল—ইহা শ্রুতিতেও নাই—বশিষ্ঠ, নারদ, ব্যাস, বাল্মীকি, ইঁহাদের মধ্যেও এ বিরোধ নাই। ইঁহারা অদ্বৈত ভাব ঠিক রাখিয়া দ্বৈত ভাবে জগতের যে খেলা, তাহা দেখাইয়াছেন। আধুনিক ভক্তগণ দ্বৈতভাবই আছে, অদ্বৈতভাব মিথ্যা—এইরূপ জেদ বজায় রাখিবার জন্য বিচারের দোষে গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন মাত্র।

অর্জ্জুন—মায়া সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানীর ও প্রকৃত ভক্তের কোন বিরোধ নাই—বুঝিতেছি। এখন অন্য কথা জিজ্ঞাসা করি।

ভগবান্—বল।

অর্জ্জুন—মহামায়া জগৎকে মোহিত করেন। জ্ঞানিগণের চিত্তকেও "বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি"—বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া এই মহামায়া মোহপ্রাপ্ত করান। মোহিত করানটি ত আর ভাল কার্য্য নহে? মায়া এই অসৎ কার্য্য করেন কেন? আবার তুমি বলিতেছ, ইঁনি দুরত্যয়া—ইঁহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া বড়ই কঠিন। মায়া কিরূপে দুরত্যয়া, কেনই বা দুরত্যয়া—আমাকে ইহা বুঝাইয়া দাও।

ভগবান্—মায়া কি প্রকার দুরত্যয়া অগ্রে তাহা শ্রবণ কর:—

পাদার্থরথমারূঢ়া ভাবনৈষা বলান্বিতা।

আক্রামতি মনঃ ক্ষিপ্রং বিহঙ্গং বাগুরা যথা॥ ১১৩। ৪৭ যোঃ উঃ।

এই মহাপরাক্রমশালিনী বাসনারূপিণী মায়া, বিষয়রথে আরোহণ করত বাগুরা যেরূপ বিহগ আক্রমণের ন্যায় চিত্তকে আক্রমণ করিয়া থাকে। গাধী-ব্রাহ্মণ জলে ডুবিয়া অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিতেছেন, সহসা মায়া তাঁহার চিত্তকে আক্রমণ করিল। তিনি মন্ত্র ভুলিয়া গিয়া জলমধ্যে থাকিয়াই দেখিতেছেন—তিনি মরিলেন, চণ্ডাল হইলেন, চণ্ডালকন্যা বিবাহ করিলেন, পুত্র কন্যাদি হইল, সেই চণ্ডালপল্লীতে দুর্ভিক্ষ হইল। পরে গ্রামত্যাগ, কীর-দেশের রাজা হওয়া, বার বৎসর রাজ্য করা, চণ্ডাল বলিয়া রাজ্যে প্রচার হইলে অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ চেষ্টায় গাধী জল হইতে উঠিলেন। ক্ষণকালের মধ্যে গাধীর চিত্তে চণ্ডালসংক্রান্ত এতগুলি ঘটনা প্রবাহিত হইল। সূক্ষ্মশরীরে এই সমস্তই ভোগ হইল—যদিও সেই সময়ে স্থূল শরীরটা জলমধ্যে নিমজ্জিত ছিল। গাধী আবার স্থূল শরীরে—সূক্ষ্মশরীরের ভোগস্থান ও কার্য্য সমস্ত সত্য সত্য দেখিলেন। যতই মনে মনে ভাবেন ও সমস্ত মিথ্যা, ততই পুনঃ পুনঃ আলোচনার জন্য ভ্রম দৃঢ় হইয়া যাইতে লাগিল। ভুলকে ভুলিতে চেষ্টা করিলেই, পুনঃ পুনঃ চিন্তা জন্য তাহা চিত্তের উপর বিশেষরূপে অঙ্কিত হইয়া যায়। এই জন্যই বলা হয়—মায়া দুরত্যয়া।

মায়া-কার্য্য অতি অদ্ভুত। মায়ার স্বরূপ নিশ্চয় হয় না, অথচ মায়ার অস্তিত্ব সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। মায়া এইজন্য ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার।

স্পষ্টং ভাতি জগচ্চেদং অশক্যং তন্নিরূপণম্।

মায়াময়ং জগৎ তস্মাদীক্ষাপক্ষপাততঃ॥ চি ১৪২

সম্মুখে জগৎ দেখিতেছ, কিন্তু পক্ষপাতশূন্য হইয়া কোন একটি বস্তুর তত্ত্ব জানিতে চেষ্টা কর—দেখিবে তত্ত্ব পাইবেনা,—সেই জন্য জগৎকে মায়াময় বলে। এই শক্তিরূপিণী অবিদ্যা বা মায়ার বাস্তবিক কোন কর্তৃত্ব নাই, অথচ মায়া-সান্নিধ্য হেতু ব্রহ্মে জগৎ সৃষ্ট হয়। চিত্রাঙ্কিতা স্ত্রী যেমন গৃহ-কার্য্য করে না, সেইরূপ এই অবিদ্যাও কোন কিছু সৃষ্টি করে না। উহাতে অণুমাত্র সত্তাও নাই। রজ্জুর উপর যে সর্প ভাসে, তাহাতে কি বিন্দুমাত্র সর্পসত্তা থাকে, সুতরাং মায়া অলীক। ইহার কার্য্যও নিতান্ত আশ্চর্য্য বলিয়া ইহা অঘটনঘটনপটীয়সী।

যথেন্দ্রজালিকঃ কশ্চিৎ পাঞ্চালীং দারবীং করে।

কৃত্বা নর্ত্তয়তে কামং স্বেচ্ছয়া বশবর্ত্তিনীম্॥

তথা নর্ত্তয়তে মায়া জগৎস্থাবরজঙ্গমম্।

ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্তং সদেবাসুর মানুষম্॥

ঐন্দ্রজালিক যেমন দারুময়ী পুত্তলিকা হস্তে লইয়া তাহাকে নানাপ্রকার নাচায়, মায়াও

সেইরূপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড নাচাইতেছে। অথবা মায়া পরম পুরুষকে আচ্ছন্ন করিয়া বহুরূপে নৃত্য করিতেছে।

যথা কৃত্রিমনর্ত্তক্যো নৃত্যন্তি কুহকেচ্ছয়া।
ত্বদধীনা তথা মায়া নর্ত্তকী বহুরূপিণী॥

বিচার করিয়া দেখ, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে, যে স্ত্রীগর্ভে একবিন্দু রেতঃপাত হইলে, উহা চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া হস্ত, পদ, মস্তক প্রভৃতি অঙ্গবিশিষ্ট হয়; ক্রমে মনুষ্যাকারে মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় এবং বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য দশা প্রাপ্ত হইয়া—দেখে, খায়, শুনে, শুঁকে, যায়, আসে—এইরূপে নানাপ্রকারে নৃত্য করে, শেষে আবার কোথায় চলিয়া যায়।

এতস্মাৎ কিমিবেন্দ্র জালমপরং যদ্ গর্ভবাসস্থিতম্
রেতশ্চেতস্তি হস্তমস্তকপদং প্রোদ্ভূত নানাঙ্কুরম্।
পর্য্যায়েণ শিশুত্ব যৌবন জরা রোগৈরনেকৈর্বৃতং
পশ্যত্যত্তি শৃণোতি জিঘ্রতি তথা গচ্ছত্যথাগচ্ছতি॥ চি ১৪৭

আরও দেখ—জীব যে বলে জন্ম হইল, মৃত্যু হইল, ক্ষুধা হইতেছে, পিপাসা হইতেছে, শোক হইতেছে, মোহ হইতেছে, বদ্ধ হইতেছে, মুক্ত হইতেছে—বল দেখি—এই জন্ম মৃত্যু, ক্ষুধা পিপসা শোক মোহ, বন্ধ মোক্ষ কাহার হয়? চেতন জন্মিতেছেন,—আর চেতন মরিতেছেন—একবার স্থির হইয়া ইহা ভাব দেখি? ভাব দেখি, চেতনের ক্ষুধা পিপাসা লাগিয়াছে—ক্ষুধা পিপাসা কার লাগে, না প্রাণের? ভাব দেখি, শোক হইল, মোহ হইল—শোক মোহ, না লাগে চিত্তে? ভাব দেখি চেতন বদ্ধ হইল, চেতন মুক্ত হইল—বন্ধন আর মুক্তি কার? না যিনি কর্ত্তা সাজেন তাঁর? শাস্ত্র এই মায়িক ইন্দ্রজাল ভাঙ্গিবার জন্য সর্ব্বদা বুঝিয়া স্মরণ করিতে বলেন—

নাহং জাতো জন্মমৃত্যু কুতো মে
নাহং প্রাণঃ ক্ষুৎপিপাসে কুতো মে।
নাহং চিত্তং শোক মোহৌ কুতো মে
নাহং কর্ত্তা বন্ধমোক্ষৌ কুতো মে।

এখন দেখ, মায়া বাস্তবিক অঘটন ঘটনা ঘটাইতেছেন কি না।

অর্জ্জুন—মায়ার এরূপ অঘটন ঘটনা কেন? তোমার মায়া জীবকে কেন মোহিত করেন? মায়াটি কি তোমার একটি কলঙ্ক নহে?

ভগবান্—লোকে কলঙ্ক ভাবে বটে, কিন্তু সত্যই কি ইহা কলঙ্ক? আমি ত আপন স্বরূপে সর্ব্বদাই আছি,—থাকিয়া আপনার মধ্যে এই মনোময়ী স্পন্দশক্তিকে খেলা করিতে দেখি, (আমার সিসৃক্ষাই মনোময়ী) সেই সঙ্কল্প-শক্তি যেন বহুধা বিভক্ত হয়। এই বিভাগসমূহ আমার উপরেই হয় বলিয়া—আমিও যেন বহুমত দৃশ্য হই। নীল আকাশে মেঘ উঠিয়া যখন ইহা বহুখণ্ডে বিভক্ত হয়, তখন সেই নীল আকাশ যেন বহু খণ্ডমত হয়—কিন্তু আকাশ কি বহু হয়? সেইরূপ আমাতে আমার মায়া—আপনি বহু হইয়া আমাকে বহু হওয়া মত দেখায়, কিন্তু সঙ্কল্পের বহু হওয়ায় কি আমি কখন বহু হই? তা হই না। আমি সর্ব্বদাই একই আছি, স্বস্বরূপে অবস্থান

করিতেছি। সকল আমার উপর ভাসুক না কেন—মহাযর্ণের বহু তরঙ্গ আমাতে উঠুক না কেন—তাঁহাতে অহংকারটি না করিলেই, আমি যাহা আছি, তাহাই আছি। এই অহঙ্কার করা, এই আমি আমার করা—ইহা আমার মহামন করিতেও পারে, না করিতেও পারে—এ স্বাধীনতা সকলেরই আছে।

• ইহা হইতেই ইন্দ্রজাল উঠিতেছে। প্রকৃত কথা ত এই। এই কথাই ভক্তগণ যখন বলেন, তখন একটা আরোপের মধ্য দিয়া বলা হয় বুলিয়া সাধারণের সহজেই বোধগম্য হইতে পারে।

অর্জ্জুন—মায়া জগৎকে মোহিত করেন কেন? এ সম্বন্ধে ভক্তগণ কি বলেন?

ভগবান্—ভক্তগণ বলেন আমার মায়ারাণী সর্ব্বদাই আমাকে লইয়া ব্যস্ত। সন্ধিনী সম্বিদ—হ্লাদিনী শক্তি তিনিই। স্ত্রীগণের স্বভাবই এই যে, তাহারা আপন স্বামীকে অন্যের হাতে দিতে চায় না। যে কেহ আমার উপর অনুরাগী বা অনুরাগিণী হইতে চায়, যে কেহ গোপনে আমাকে সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করে—তাহাকেই আমার মায়ারাণী মোহিত করিয়া বিষয়ে লিপ্ত করাইতে চেষ্টা করে। আমার মায়ার সাজ সজ্জা কেবল আমাকে লইয়া রঙ্গ করিবার জন্য। দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে প্রকৃতি যে সাজে, নানা ঋতুতে নানাবিধ বেশভূষা, প্রতিদিন প্রভাতে মধ্যাহ্নে,সায়াহ্নে, রাত্রি কালে ইহার বিবিধ বেশ—পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র লইয়া ইহার নানা রূপ—এ কেবল আমার সম্ভোগের জন্য। আমি যে অন্যের হই, তাহা মায়ারাণী সহ্য করিতে পারে না। তাহারই সন্তান সন্ততি এই অনন্ত জীব। পাছে জীব আমাকে ভালবাসিয়া ফেলে, তাই সে কৌশলে জীবকে আমার কাছে আসিতে দেয় না—তাই সে জগৎ মোহিত করিয়া রাখে। ইহা তাঁহার স্ত্রী-স্বভাবজনিত অজ্ঞান। তবে যাহারা তাঁহার সঙ্গে তাঁহার সখী হইয়া আমার কাছে আসিতে চায়—অথবা সখী হইয়া তাঁহার সহিত আমার মিলনের জন্য ব্যস্ত হয়, আমার মায়ারাণী তাঁহাদিগকে নিজ-জন বলিয়াই বোধ করেন। তাঁহাদিগকে আর মোহিত করেন না। ভক্তগণ এইরূপ বলেন।

অর্জ্জুন—আহা! এও ত অতি সুন্দর কথা। এখন বল, "মামেব যে প্রপদ্যন্তে" এতৎসম্বন্ধে কি বলিবে?

ভগবান্—ভক্তগণ কি বলিবেন, তাহা ত এখন সহজেই বুঝিতে পারিতেছ। আমার মায়ারাণীকে আমার নিকটে আনিতে যিনি সহায়তা করেন—খণ্ড প্রকৃতি, অখণ্ড প্রকৃতিকে আশ্রয় যখন করেন—তখন সেই অখণ্ড প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া আমার নিকটে আসা হয়। আমার অবতার গ্রহণ করা ও ভক্তসঙ্গে লীলা করা, আমার মায়াতেই হয়—মানুষের শূন্য-কল্পনা নহে। কিন্তু প্রকৃত কথা যাহা, তাহা জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন। কায়ণ্ড একটু পরেই বলিব—তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত এক ভক্তির্বিশিষ্যতে। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।

অর্জ্জুন—জ্ঞানী কি বলেন?

ভগবান্—জীবেশ্বর বিভাগশূন্য শুদ্ধ সৎ চিৎ আনন্দ ব্রহ্মে স্বভাবতঃ মায়ার উদয় হয়, অথবা মায়াদর্পণ আমারই কল্পনা। ঐ দর্পণে চিৎএর যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাই জীব। কল্পনা হইলেই অখণ্ড যাহা, তাহা খণ্ডিত-মত হয়। "অহং" বোধ জাগিলেই খণ্ড জীব-সত্তা মায়া-দর্পণে ভাসে। মায়া এই জীবকে বশীভূত করেন। যিনি ঈশ্বর তিনি বিশ্বস্বরূপ। মায়া ঈশ্বরের অধীন থাকেন। মায়া

একটা উপাধি মাত্র। ঈশ্বরে উপাধি-দোষ থাকে না, জীবে থাকে। বিদ্যাধীন ঈশ্বর, মায়াধীন জীবের ভোগ জন্য দেহ ও বিষয় কল্পনা করেন। মায়া যখন জীব সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়, তখন ইহাকে অবিদ্যা বলে। এই অবিদ্যাগত সংস্কার বহু প্রকারের। বাসনার ভিন্নতা হেতু, ভিন্ন ভিন্ন বাসনা-অবচ্ছিন্ন চিৎপ্রতিবিম্বকে ভিন্ন ভিন্ন জীব নামে অভিহিত করা যায়।

অর্জ্জুন—জীব যদি প্রতিবিম্বই হয়, তবে প্রতিবিম্বে চৈতন্য আইসে কিরূপে ?

ভগবান্—দর্পণে যে মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা জড়মাত্র। কিন্তু চিৎএর প্রতিবিম্ব চিৎ-স্বভাব বিশিষ্ট হয়। যেমন জলে যে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহারও উষ্ণতা অনুভূত হয়। প্রকৃত সূর্য্যের ন্যায় এই প্রতিবিম্বের দিকেও চাওয়া যায় না। এখানে আবার একবার লক্ষ্য কর—মায়া কিরূপ দুষ্পরিহার্য্যা। জলে যে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা জলগত কম্পন জন্য সর্ব্বদা কম্পিত দেখায়। বাসনাময় বলিয়া অবিদ্যা সর্ব্বদা আকুল। ঐ অবিদ্যা-জলে প্রতিবিম্বিত জীব-রূপ সূর্য্যচ্ছায়া—আপন উপাধিগত সহস্র সহস্র বিকার সর্ব্বদা অনুভব করে। প্রতিবিম্ব চৈতন্য জীব—বিম্ব-চৈতন্য ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়া বুঝিতে পারিলেও, উপাধিগত বিকার সহস্র কাটাইতে পারে না। সেই জন্য জীবের পক্ষে মায়া বা অবিদ্যা দুরত্যয়া।

অর্জ্জুন—সাধারণের পক্ষে মায়া কি, বুঝিতে যাওয়াও মায়ার কার্য্য। শুভ্র বস্ত্রে তৈলের দাগ লাগিয়াছে। কি তৈল, কাহার তৈল, কে লাগাইল কেন লাগাইল ইত্যাদি প্রশ্ন না করিয়া যাহাতে তৈল উঠান যায়, তাহা করাই ভাল। মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত যাহাতে হওয়া যায়, তাহা-রই চেষ্টা করা উচিত। তোমাকে পাইলে তবে মায়া অতিক্রম করা যায়—তোমার আশ্রয়ে জীব যাহাতে আসিতে পারে—যাহাতে তোমাকে ভক্তি করিতে পারে, তাহাই করা উচিত। তুমিই জীবের চেতন। জ্ঞানিগণ বলেন 'স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে'—তোমার অনুসন্ধান করাই ভক্তি। এইরূপে জ্ঞান বা ভক্তি যাহাতেই হউক না,—তোমার আশ্রয় লইলে, তোমার মায়া আর জীবকে আক্রমণ করিতে পারে না। তুমি এখন পরের কথা বল ॥ ১৪ ॥

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।

মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

শ ম ম

দুষ্কৃতিনঃ পাপকারিণঃ দুষ্কৃতেন পাপেন সহ নিত্যযোগিনঃ মূঢ়াঃ

নী নী রা

যতো দুষ্কৃতিনঃ অতশ্চিত্তশুদ্ধ্যভাবাৎ আত্মানাত্মবিবেকহীনাঃ পূর্ব্বোক্ত-

রা ম

প্রকারেণ মৎস্বরূপাপরিজ্ঞানাৎ প্রাকৃতেষ্বেব বিষয়েষু সক্তাঃ মূঢ়এব

শ শ ম

নরাধমাঃ নরাণাং মধ্যে অধমা নিকৃষ্টাঃ যতঃ মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ

ম স

শরীরেন্দ্রিয়সঙ্ঘাততাদাত্ম্যভ্রান্তিরূপেণ পরিণতয়া মায়য়া পূর্ব্বোক্তয়া

ম

অপহৃতং প্রতিবদ্ধং জ্ঞানং বিবেকসামর্থ্যং যেষাং তে তথা আসুরং

নী ম

ভাবমাশ্রিতাঃ অসুরাণাং ভাবং চিত্তাভিপ্রায়ং "দম্ভোদর্পোঽভিমানশ্চ

ম

ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ" ইত্যাদিনা অগ্রে বক্ষ্যমাণমাসুরং ভাবং হিংসা-

শ্রী ম

নৃতাদিস্বভাবমাশ্রিতা প্রাপ্তাঃ সন্তো, ন মাং সর্ব্বেশ্বরং প্রপদ্যন্তে

হ হ নী

মাং ন শরণং গচ্ছন্তি। তদেবং মায়য়া স্বরূপানন্দং আবৃত্য দেহাত্ম

নী

ভ্রমে জনিতে সতি তদভিমানাদ্দেহাদিপুষ্ট্যর্থং দুষ্কৃতং কুর্ব্বন্তি, তেন

নী ম

চ মূঢ়াঃ সন্তো নরাধমা মাং ন প্রপদ্যন্তে। অহো দৌর্ভাগ্যং তেষা-

ম

মিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৫ ॥

পাপের সহিত নিত্যযুক্ত (অতএব) বিবেকহীন মূঢ় (অতএব) নরাধম-গণ আমার নিকটে আইসে না। (কারণ) মায়া কর্ত্তৃক তাহাদের জ্ঞান অপহৃত এবং তাহারা দম্ভদর্পাদি আসুরিক ভাবযুক্ত ॥ ১৫ ॥

ভগবান্—চিরসঞ্চিত পাপ-সঞ্চয় হেতু ইহাদের চিত্ত অশুদ্ধ। ইহারা আত্মা কি, অনাত্মা কি, হিত কিসে হয়, অহিত কিসে হয়, ইহার বিচার আদৌ করিতে পারে না। যদিও সময়ে সময়ে ইহারা অনুতপ্ত হয়, তথাপি দুষ্কর্ম্ম করিয়া করিয়া ইহাদের অভ্যাস এরূপ দৃঢ় হইয়া যায় যে, অনুতাপ ইত্যাদিতেও ইহাদের কিছুই হয় না।

অর্জ্জুন—চিরদিন পাপাচরণে ইহারা কিরূপে নিযুক্ত থাকে?

ভগবান্—মায়া দ্বারা ইহাদের জ্ঞান অপহৃত হয়। মায়ার যে আবরণ শক্তি আছে, তদ্দ্বারা এইরূপ হয়। আবার মায়ার যে বিক্ষেপ শক্তি আছে, তদ্দ্বারা আক্রান্ত হইলে মানুষ অসুরের মত দম্ভ অহংকার করে। হিরণ্যকশিপু যেমন প্রহলাদকে বলিয়াছিল, "আমিই ঈশ্বর—বিষ্ণু আবার ঈশ্বর কি? আমা অপেক্ষা ঈশ্বর আবার কে আছে" মায়া দ্বারা যাঁহাদের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে, তাহারাও ঐরূপ আসুরভাব যুক্ত হয়।

অর্জ্জুন—মূঢ়, নরাধম মায়াপহৃতজ্ঞান এবং অসুরভাবাশ্রিত—ইহাদের অজ্ঞানের কি ইতর বিশেষ আছে?

ভগবান্—আমার সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই, কেবল বিষয়েই আসক্ত এরূপ লোক মূঢ়। আমার সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান আছে, কিন্তু হৃদয় আমার কাছে আসে না--তাহারা নরাধম। আমার ঐশ্বর্য্যাদি জ্ঞান আছে, কিন্তু অসম্ভাবনা দ্বারা ঐ জ্ঞান যাহাদের অপহৃত, তাহারা মায়াপহৃত-জ্ঞান। আমার ঐশ্বর্য্যাদির, সুদৃঢ়, জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু তদ্দ্বারা যাহারা আমার উপর দ্বেষই করে তাহারা অসুর ভাবাশ্রিত। প্রথম পশুর মত, দ্বিতীয় মানুষ হইয়াছে, কিন্তু অধম; তৃতীয় ও চতুর্থ, জ্ঞানকে বিকৃত করে।

অর্জ্জুন—অনিষ্ট ত মায়াই করে তাহাদের দোষ কি? তবে ইহাদিগকে নরাধম বল কেন?

ভগবান্—নরাধম বলিবার কারণ আছে। মায়া দুরত্যয়া সত্য—মায়া জীবকে মোহিত করে সত্য—কিন্তু মায়া যেমন জীবকে আক্রমণ করে, আমিও ত সর্ব্বদা জীবের সঙ্গে আছি। আমার কাছে জীব ত থাকিতে পারে; তাহা হইলে ত আর কেহ তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। জীব যতই অধঃপতিত হউক না কেন, আমি কখনও জীবকে ত্যাগ করি না। গুরু-সাহায্যেই হউক, বা সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র সাহায্যেই হউক,—অতি দুরাচারও অল্পে অল্পে পুরুষার্থ অবলম্বন করিতে পারে। জীবের পুরুষার্থ ই যে আমি। পৌরুষ প্রকাশ করিবার শক্তি, জীবের সর্ব্বদাই আছে। আমি পৌরুষরূপে সর্ব্বজীবের সঙ্গেই আছি। আমার কথা শুনিবার জন্য, প্রাণপণ করে না বলিয়া, জীব দুঃখ পায়।

মায়া নিরন্তর জীবের সঙ্কল্প-স্রোত ছুটাইতেছে। সঙ্কল্প হইতে কামনা—কামনা হইতে কর্ম্ম। এই সঙ্কল্পের বিরাম নাই, আর উন্মত্ত চেষ্টারও উপশম নাই। মায়ার আজ্ঞামত কার্য্য করিবার সময়, জীব বিনা আপত্তিতে করিবে; কিন্তু আমিও সঙ্গে আছি—আমার আজ্ঞামত কার্য্যে যত আলস্য ও যত ভয়। যে কার্য্যে মরিবে, যে কার্য্যে সর্ব্বদা ভয়, যে কার্য্যে সর্ব্বদা দুঃখ—উপস্থিত একটু সুখের আবরণে ঢাকা আছে বলিয়া, তাহাই করিতে ছুটিবে; কিন্তু যে কার্য্যে অনন্তজীবন লাভ করিতে পারা যায়, যে কার্য্যে অনন্তকাল ধরিয়া পরমানন্দে অবস্থান

করিতে পারিবে, যে কার্য্যে আমার মত হইবে—তাহা প্রথমে একটু ক্লেশকর বলিয়া তাহা করিবে না। আমার আজ্ঞামত কার্য্য করিবার সময় মানুষের আলস্য, অনিচ্ছা, হাইতোলা, গা-ভাঙ্গা—যত কিছু বিপত্তি, ঐ সময়েই। পারি না, মরিলাম প্রভৃতি সমস্ত কাতরোক্তি ঐ সময়েই। মরিতে ছুটিবে সুখে, কিন্তু যাহাতে বাঁচিবে, তাহার বেলায় বলিবে মরিলাম। মায়ার এই বিচিত্র কার্য্য অবলোকন কর। কিন্তু যদি সেই সময়ে বিচার করে, প্রার্থনা করে, আমার নির্দ্ধারিত কৌশল অবলম্বন করে—যদি আলস্য আসিলেই মনকে শাসন করে, শরীরকে এক পায়ে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া কার্য্য করে—পরে যদি জোর করিয়া আমার উপদেশমত চলে—যদি বলে সকলেইত মায়া ফাঁসে মরিতেছে—আমি শ্রীভগবানের আজ্ঞা পালন জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিলাম ; যদি ধৈর্য্য ধরিয়া এইরূপ চেষ্টা করে, তবে সে স্পষ্ট বুঝিতে পারে যে, তাহার কর্ম্মে আমি সহায় হই—হইয়া ধীরে ধীরে তাহাকে মায়ার ফাঁস হইতে মুক্ত করিয়া দি।

তাই বলিতেছি—যে মায়ার হাবভাবে মুগ্ধ হয়, আর আমার কথা শুনিতে প্রাণপণ করে না, তাহাকে নরাধম বলায় ত কোন দোষ নাই। আমি দেখাইয়া দিতেছি, তথাপি দেখিবে না : আমি বলিয়া দিতেছি, তবু করিবে না,—ইহাদিগকে নরাধম বলিব না ত কি বলিব? তুমি নরাধম হইও না—তুমি আমার শরণাপন্ন হইয়া আমাকে ভজনা কর।

এই শ্লোকে বলিলাম, চারি প্রকার লোকে আমার ভজনা করে না—মূঢ়, নরাধম, মায়াপহৃত-জ্ঞান, অসুরভাবাশ্রিত। যে চারিপ্রকার সাধক আমার ভজনা করেন, তাহাদের কথা পরে বলিতেছি ॥ ১৫ ॥

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

শ
হে ভরতর্ষভ! হে অর্জ্জুন! আর্ত্তঃ আর্ত্তিপরিগৃহীতস্তস্করব্যাঘ্র-
শ　ম
রোগাদিনাঽভিভূতঃ যদ্বা আর্ত্ত্যা শত্রুব্যাধ্যাদ্যাপদাগ্রস্তস্তন্নিবৃত্তিমিচ্ছন্
ম
যথা মখভঙ্গেন কুপিতে ইন্দ্রে বর্ষতি ব্রজবাসী জনঃ, যথা বা জরাসন্ধকারা-
ম
গারবর্ত্তী রাজনিচয়ঃ, দ্যূতসভায়াং বস্ত্রাপকর্ষণে দ্রৌপদী চ, গ্রাহগ্রস্তো
ম　শ　ম
গজেন্দ্রশ্চ। জিজ্ঞাসুঃ ভগবত্তত্ত্বং জ্ঞাতুমিচ্ছতি যঃ আত্মজ্ঞানার্থী মুমুক্ষুঃ

যথা মুচুকুন্দঃ, যথা বা মৈথিলো জনকঃ শ্রুতদেবশ্চ। নিবৃত্তে মৌষলে যথা চোদ্ধবঃ অর্থার্থী ধনকামঃ ইহ বা পরত্র বা যদ্ভোগোপকরণং তল্লিপ্সুঃ, ক্ষিতিগজ-তুরগ কামিনী কনকাদ্যৈহিকপারত্রিকভোগার্থীতি। তত্রেহ যথা সুগ্রীবোবিভীষণশ্চ, যথা চোপমন্যুঃ, পরত্র যথা ধ্রুবঃ, এতে ত্রয়োঽপি ভগবদ্ভজনেন মায়াং তরন্তি। তত্র জিজ্ঞাসুর্জ্ঞানোৎপত্ত্যা সাক্ষাদেব মায়াং তরতি, আর্ত্তোঽর্থার্থী চ জিজ্ঞাসুত্বং প্রাপ্যেতি বিশেষঃ। আর্ত্তস্যার্থার্থিনশ্চ জিজ্ঞাসুত্বসম্ভবাজ্জিজ্ঞাসোশ্চার্ত্তত্বজ্ঞানোপকরণার্থার্থিত্ব সম্ভবাদুভয়োর্ম্মধ্যে জিজ্ঞাসুরুদ্দিষ্টঃ, তদেতে ত্রয়ঃ সকামা ব্যাখ্যাতাঃ, নিষ্কামশ্চতুর্থঃ, ইদানীমুচ্যতে জ্ঞানী চ বিষ্ণোস্তত্ত্ববিচ্চ যদ্বা জ্ঞানং ভগবত্তত্ত্বসাক্ষাৎকারস্তেন নিত্যযুক্তো জ্ঞানী তীর্ণমায়ো নিবৃত্তসর্ব্বকামঃ। তত্র নিষ্কামভক্তো জ্ঞানী যথা সনকাদির্যথা নারদো যথা প্রহ্লাদো যথা পৃথুর্যথা বা শুকঃ, নিষ্কামঃ শুদ্ধপ্রেমভক্তো যথা গোপিকাদির্যথা ধাক্রুরযুধিষ্ঠিরাদিঃ, কংসশিশুপালাদয়স্তু ভয়াদ্দ্বেষাচ্চ সততভগবচ্চিন্তাপরা অপি ন ভক্তাঃ ভগবদনুরক্তেরভাবাৎ। চতুর্ব্বিধাঃ চতুষ্প্রকারাঃ সুকৃতিনঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ জনাঃ সফলজন্মানস্ত এব মান্যো মাং ভজন্তে সেবন্তে ॥ ১৬ ॥

হে ভরতর্ষভ! হে অর্জ্জুন! সুকৃতিশালী চারিপ্রকার ব্যক্তি আমাকে ভজনা করেন—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী॥ ১৬ ॥

অর্জ্জুন—দুষ্কৃতিশালী চারিপ্রকার মনুষ্য তোমার ভজনা করে না, তাহাত বলিলে;—এখন সুকৃতিশালী যাঁহারা তোমার ভজনা করেন, তাঁহারা কে কে?

ভগবান—(১) আর্ত্তভক্ত। বিপদে পড়িয়া, প্রাণভয়ে ভীত হইয়া ইঁহারা আমার শরণাপন্ন হয়েন। ইন্দ্রের কোপে ব্রজবাসিগণ, জরাসন্ধ-কারাগার নিক্ষিপ্ত রাজগণ, দুর্য্যোধনের সভায় দ্রৌপদী, কুম্ভীরাক্রান্ত গজেন্দ্র নারদ পঞ্চরাত্রোক্ত ব্রাহ্মণ শিশু সমুদ্র, মার্কণ্ডের প্রভৃতি আর্ত্তভক্ত। ইঁহাদের কামনা বিপদমুক্তি।

(২) জিজ্ঞাসুভক্ত। আত্মজ্ঞান লাভজন্য ইঁহারা ভজনা করেন। মুচুকুন্দ, জনক প্রভৃতি এই শ্রেণীর ভক্ত। আত্মজ্ঞান লাভের উপায় পরিজ্ঞান ইঁহাদের কামনা।

(৩) অর্থার্থীভক্ত। ইহ বা পরলোকে রাজ্যসম্পদাদি ভোগজন্য ইঁহারা ভজনা করেন—যেমন সুগ্রীব, বিভীষণ,, উপমন্যু ইঁহারা ইহ জগতের সম্পদ জন্য এবং ধ্রুবাদি পরলোকের সম্পদ প্রাপ্তির জন্য আমার ভজনা করিয়া ছিলেন।

(৪) জ্ঞানীভক্ত। শ্রীভগবানের তত্ত্ব যাঁহারা জানেন তাঁহারা জ্ঞানী। অথবা শ্রীভগবানের তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করার নাম জ্ঞান। জ্ঞানে যাঁহারা নিত্যযুক্ত তাঁহারা জ্ঞানী ভক্ত। শুক, সনক, নারদ, প্রহ্লাদ, পৃথু ইহারা জ্ঞানী ভক্ত। যুধিষ্ঠির অক্রূর ব্রজগোপিকা প্রভৃতি নিষ্কাম-প্রেমিক ভক্ত।

প্রথম তিন প্রকার ভক্ত সকাম। ইহার মধ্যে জিজ্ঞাসুগণ জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মায়া উত্তীর্ণ হয়েন আর আর্ত্ত ও অর্থার্থিগণ জিজ্ঞাসু হইয়া পরে জ্ঞান লাভ করেন, করিয়া মায়া উত্তীর্ণ হয়েন। জ্ঞানিগণও আমার নিষ্কাম ভক্ত।

অর্জ্জুন—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এই তিন অবস্থা ত মূঢ়, নরাধম, মায়াসক্ত এবং অসুর ইহাদেরও হইয়া থাকে। এই তিন অবস্থা কার না হয়? তথাপি ত ইহারা ভক্ত হয় না।

ভগবান্—ক্ষণকালের জন্য সকল ভাব সকল মনুষ্যেরই আসিতে পারে। নিতান্ত পশুবুদ্ধি বিশিষ্ট মূঢ়ও অথবা তাহাই বা কেন—পশুকেও ত আর্ত্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু সে ভাব কতক্ষণ থাকে? বলিদানের ছাগ পশু অন্য ছাগের রক্তাক্ত মুণ্ড দেখিয়া প্রথমে শিহরিয়া উঠে কিন্তু পরক্ষণেই আতপ বিল্বপত্র দেখিলেই রক্ত ভুলিয়া উহাই খাইতে আরম্ভ করে। পশু আর্ত্ত হইয়া আমার শরণাপন্ন হয় না, নরাধমগণ বিপদে পড়িয়া প্রয়োজনবশে আমাকে ক্ষণকালের জন্য ডাকিলেও ঐ ক্ষণকে বাড়াইয়া লইতে পারে না। ভক্ত তাহাকে বলি, যিনি ঐ ক্ষণকে স্থায়ী করিতে পারেন—যিনি ঐ ক্ষণের ডাকাকে এতদূর পর্য্যন্ত লইয়া যান, যাহাতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমার দর্শন হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুতেই তাঁহারা নিবৃত্ত হয়েন না। তথাপি ইহাদিগকে সকাম বলিতেছি। আমার জ্ঞানিভক্ত নিষ্কাম।

অর্জ্জুন—জ্ঞানিভক্ত কি করেন ?

ভগবান্—জ্ঞানিভক্ত জানেন, যে আমিই তাহার আত্মদেব। তিনি দেখেন, আমি সদা শান্ত. আমি সদা আনন্দময়। আমার কোন অভাব নাই। আপন আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া তুমি সর্ব্বদা এই জিজ্ঞাসা করিও—হে আত্মদেব! হে আত্মারাম। তোমার অভাব কি? তুমি সদা আপ্তকাম। তোমার বাসনা? সে কেবল লীলা জন্য। তোমার কোন চিন্তাও নাই, কোন কর্ম্মও নাই। আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বল—তুমি আকাশের মত। আকাশে মেঘ উঠিয়া খণ্ড খণ্ড হইলে, যেমন আকাশটা খণ্ড মত হয়, সেইরূপ তোমাতে সঙ্কল্প উঠিলেই তুমি খণ্ড মত হইয়াছ বোধ হয়, ফলে তুমি অখণ্ড। তুমি অখণ্ড, তুমি আপ্তকাম, তোমার কোন অভাব নাই, দুঃখ নাই, জরা মরণ নাই, আধি ব্যাধি নাই, দেহের বিপত্তিকে নিজের বিপত্তি ভাবিয়া কষ্ট কেন কর? সঙ্কল্প তোমার মায়া। খেলা জন্যই মায়া উঠিয়াছে। সঙ্কল্প সমূহকেও ব্রহ্মভাবে দেখিলে আর কোন ক্লেশ থাকে না। মায়া সাহায্যে বদ্ধ হইয়া যে খেলা তাহাই ভক্তিমার্গ। যখন শক্তি ও শক্তিমান্ এক তখন জ্ঞানমার্গ। যখন শক্তি শক্তিমান্ হইতে পৃথক্, তখন ভক্তিমার্গ। যখন ইচ্ছা, তুমি আপন স্বরূপে আপনি থাকিতে পার এবং বদ্ধ হইয়া খেলা করিতেও পার। স্বভাবতঃ তোমাতে যে ঝলক উঠিতেছে, তাহাই যখন পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে করিতে দৃষ্টি বিকৃত হইয়া পড়ে, তখন অহং বোধ জন্মে—তাহার পরে ভক্তিমার্গ জাগে॥ ১৬॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি র্বিশিষ্যতে।
প্রিয়োহি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ ১৭॥

শ ম
তেষাং চতুর্ণাং মধ্যে জ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞানবান্ নিবৃত্তসর্ব্বকামঃ বিশিষ্যতে
শ ব যা ব
বিশেষমাধিক্যমাপদ্যতে শ্রেষ্ঠোভবতি কুতঃ? যদসৌ নিত্যযুক্তঃ
শ্রী ম ম
সদামন্নিষ্ঠঃ ভগবতি প্রত্যগভিন্নে সদা সমাহিতচেতাঃ বিক্ষেপকাভাবাৎ
নী ম
আর্ত্তাদয়ো হি কামিনঃ কামপূর্ত্তৌ ন মত্তজনযুক্তা ভবন্তি, অয়ন্তু
নী ম
নিত্যযুক্তঃ, যতোনিত্যযুক্তঃ অতএব একভক্তিঃ একস্মিন্ ময়িএব
ম
ভক্তিরনুরক্তির্যস্য স তথা, তস্যানুরক্তিবিষয়ান্তরাভাবাৎ। যস্মা-

নী
একভাবেন ভজনং করোতি, তথা হি আর্ত্তা রোগিণঃ সূর্য্যং ভজন্তে,
নী
জিজ্ঞাসবঃ সরস্বতীম্, অর্থার্থিনঃ কুবেরাদীনিতি, তেষাং ভক্তৎ কামার্থি-
নী নী
ত্বেনানেকভক্তিত্বং দৃশ্যতে। জ্ঞানিনোনিত্যযুক্তত্বে একভক্তিত্বে চ
নী শ মা জ্ঞা
হেতু? হিঃ যতঃ জ্ঞানিনঃ অহং আত্মা অত্যর্থং অতীব প্রিয়ঃ নিরুপা-
নী নী নী
ধিক প্রেমাস্পদং আত্মত্বাদেব। আত্মাচ প্রিয়ঃ নিরুপাধি প্রেম গোচর-
শ
ত্বাৎ "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্ব-
ম
স্মাদন্তরতমংবদয়মাত্মা" ইতি শ্রুতেশ্চ। তস্মাৎ জ্ঞানিন আত্মত্বাদ্বাসুদেবঃ
শ শ শ
প্রিয়োভবতীত্যর্থঃ। সচ জ্ঞানী মম বাসুদেবস্যাত্মৈবেতি মমাত্যর্থং
প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

তাহাদের মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। [কারণ ইনি] সর্ব্বদা আমাতে যুক্ত এবং সর্ব্বদা আমাকে একভাবেই ভজনা করেন। আর আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া সেই জ্ঞানীও আমার [অত্যন্ত] প্রিয়। [জ্ঞানীর আত্মা বাসুদেব এবং বাসুদেবের আত্মা জ্ঞানী, আত্মাই—সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়] ॥ ১৭ ॥

অর্জ্জুন—চারিপ্রকার ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

ভগবান্—জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ।

অর্জ্জুন—কেন?

ভগবান্—জ্ঞানীর চিত্ত নিরন্তর আমাতেই সমাহিত, জ্ঞানী নিত্যযুক্ত। আত্মা ভিন্ন জ্ঞানী আর কিছুই চান না। রোগী রোগমুক্তির জন্য সূর্য্যের উপাসনা করে, জিজ্ঞাসু সরস্বতীর শুশ্রূষা করে, অর্থার্থী কুবের, অগ্নি ইত্যাদির উপাসনা করে, কিন্তু জ্ঞানী ভক্তের ভক্তি একমাত্র আমারই উপরে। আমি ভিন্ন তাহার আর কেহই নাই। অর্জ্জুন তুমি জানিও:—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি। শ্রীভাগবত॥

শ্রুতি বলেন "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতর্ যদয়মাত্মা"। পুত্র বল, বিত্ত বল, অন্য যাহাই কেন না বল, আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। জ্ঞানী-ভক্ত আপন আত্মা-কেই শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব বলিয়া জানেন, সেই জন্য আমিই তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। আর আমার আত্মাও জ্ঞানী-ভক্ত এক। এই জন্য জ্ঞানী-ভক্তও আমার অত্যন্ত প্রিয়।

আরও সহজ করিয়া বলি, শুন। আমি জ্ঞানস্বরূপ। এই স্বরূপের উপরে আমার এই মূর্ত্তি। ফলে আমি জ্ঞানমূর্ত্তি। যে ভক্ত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তিনিই আমার আত্মা; কারণ তিনি জ্ঞানময় হইয়া যান॥ ১৭॥

উদারাঃ সর্ব্বএবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥ ১৮॥

ম শ শ যা
এতে আর্ত্তাদয়ঃ সর্ব্বে ত্রয়ঃ উদারাঃ উৎকৃষ্টাঃ মদৌদার্য্যপ্রকাশ-
যা ম ম
কত্বেন মম বদান্যা এব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতানেক সুকৃতিরাশিত্বাৎ।
শ ম শ ম শ
নহি জ্ঞানবানজ্ঞো বা কশ্চিৎ মদ্ভক্তো মম বাসুদেবস্যাপ্রিয়ো ভবতীতি
শ
জ্ঞানীত্বত্যর্থং প্রিয়োভবতীতিবিশেষঃ। তৎকস্মাৎ? ইত্যাহ জ্ঞানী
নী শ শ শ শ যা
তু পুনঃ আত্মা এব নান্যঃ ইতি মে মম মতং নিশ্চয়ঃ সিদ্ধান্তঃ। হি
নী ম ম শ
যতঃ স জ্ঞানী যুক্তাত্মা, সন্ সদা ময়ি সমাহিতচিত্তঃ সন্ অনুত্তমাং
ম ম ম
সর্ব্বোৎকৃষ্টাং গতিং গন্তব্যং পরমং ফলং মাং ভগবন্তমনন্তমানন্দঘন-
শ যা শ
মাত্মানং এব আস্থিতঃ আরোঢ়ং প্রবৃত্তঃ সমাশ্রিতঃ গন্তুং প্রবৃত্ত
ইত্যর্থঃ॥ ১৮॥

ইহারা সকলেই উৎকৃষ্ট। কিন্তু জ্ঞানী আত্মাই, ইহা আমার সিদ্ধান্ত। কারণ সেই জ্ঞানী সর্ব্বদা আমাতে সমাহিত চিত্ত হইয়া, সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতি যে আমি সেই আমাতেই গমনে প্রবৃত্ত হয়েন ॥ ১৮ ॥

অর্জ্জুন—"স চ জ্ঞানী মমাত্যর্থং প্রিয়ঃ" সেই জ্ঞানীই তোমার অত্যন্ত প্রিয়। তৎকিমার্ত্তাদয়স্তব ন প্রিয়াঃ? ন ইত্যর্থম্। তবে কি আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী তোমার প্রিয় নহে?

ভগবান্—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী সকাম হইলেও মদ্বিমুখ জন হইতে শ্রেষ্ঠ। আমার প্রতি যাহার যে পরিমাণে প্রীতি তাহার প্রতি আমারও সেই পরিমাণে প্রীতি থাকে। সকাম সাধকের কাম্যবস্তুও প্রিয় এবং আমিও প্রিয়। ফলে সকাম সাধক কাম্যবস্তু পাইবার জন্যই আমাকে ভজনা করেন। শেষে কিন্তু আমিই তাঁহার কাম্যবস্তু হইয়া যাই।

অন্যপক্ষে জ্ঞানীর আমি ছাড়া আর কিছুই কাম্যবস্তু নাই, এই জন্য জ্ঞানী আমার নিরতিশয় প্রিয়। জ্ঞানী সর্ব্বদা মদ্গত চিত্ত হইয়া আমাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট আশ্রয় নিশ্চয় করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হয়েন ॥ ১৮ ॥

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।

বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥ ১৯ ॥

যা যা শ্রী

বহূনাং ভূয়সাং জন্মনাং পুণ্যজন্মনাং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্যোপচয়েন

শ শ

অথবা জ্ঞানার্থ সংস্কারার্জ্জনাশ্রয়াণাং অন্তে সমাপ্তৌ বাসুদেবঃ সর্ব্বং

ম বি রা শ

ইতি জ্ঞানবান্ সন্ সর্ব্বত্রবাসুদেবদর্শী সন্ যঃ মাং বাসুদেবং প্রত্য-

শ ম ম ম

গাত্মানং প্রপদ্যতে সর্ব্বদা সমস্তপ্রেমবিষয়ত্বেন ভজতে সকলমিদমহঞ্চ

ম ম ম

বাসুদেব ইতি দৃষ্ট্যা সর্ব্বপ্রেম্নাং ময্যেব পর্য্যবসায়িত্বাৎ স এবং জ্ঞান-

ম ম ম

পূর্ব্বকমৎভক্তিমান মহাত্মা অত্যন্ত শুদ্ধান্তঃকরণত্বাজ্জীবন্মুক্তঃ সুদুর্ল্লভঃ

ম ম ম

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু দুঃখেনাপি লব্ধুমশক্যঃ। অতঃ স নিরতিশয় মৎ

ম

প্রীতিবিষয় ইতি যুক্তমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

অনেক জন্মের পরে "বাসুদেবই সমস্ত" এইরূপ জ্ঞানবান্ হইয়া যিনি আমাকে ভজনা করেন এরূপ মহাত্মা নিতান্ত দুর্ল্লভ ॥ ১৯ ॥

অর্জ্জুন—তোমার অত্যন্ত প্রিয় যে জ্ঞানী ভক্ত তাহা কতদিনে হওয়া যায়?

ভগবান্—পুণ্য কর্ম্ম করিতে করিতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্য সঞ্চয় হইতে থাকে। এইরূপ বহুজন্মের পর "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি জ্ঞানবান্‌সন্" বাসুদেবই সমস্ত এই জ্ঞান লাভ হয়। এইরূপ ভক্ত আমার নিকটে আইসেন—আমাকে ভজনা করেন। নারদাদি এইরূপ ভক্ত। ইঁহারা জীবন্মুক্ত। এইরূপ বিশুদ্ধান্তঃকরণ জীবন্মুক্ত নিতান্ত দুর্ল্লভ।

অর্জ্জুন—"বাসুদেবঃ সর্ব্বং" বাসুদেবই সমস্ত এইরূপে জ্ঞানে তোমার পরিচ্ছিন্ন কৃষ্ণ মূর্ত্তিকেইত লক্ষ্য করা হইতেছে?

ভগবান্—যদিও আমার ভজনা করিতে করিতে "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফুরে" হয় তথাপি এখানে আমি আমার এই মূর্ত্তির কথা বলিতেছি না। ৯ম অধ্যায়ে বলিব "ময়াতত মিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা"। যে অব্যক্ত মূর্ত্তিতে আমি জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি এখানে তাহাই লক্ষ্য করিতেছি।

"বাসনাদ্ দ্যোতনাচ্চৈব বাসুদেবং ততো বিদুঃ" ইতি মোক্ষধর্ম্মে। বাস করেন ও প্রকাশ করেন এই জন্য বাসুদেব। ভূতেষু বসতে সোঽন্তর্ব্বসত্যত্র চ তানি যৎ। ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবস্ততঃ প্রভুঃ। ইতি বিষ্ণুপুরাণে। সর্ব্বভূতের অন্তরে বাস করেন এবং জগতের ধাতা বিধাতা বলিয়া আমি বাসুদেব ।১৯।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥

শ ম

তৈঃ তৈঃ কামৈঃ পুত্রপশুস্বর্গাদি বিষয়ৈঃ ক্ষুদ্রৈরভিলাষৈঃ হৃত-

শ্রী ব

জ্ঞানাঃ অপহৃতবিবেকাঃ যথাদিত্যাদয়ঃ শীঘ্রমেব রোগবিনাশাদিকরা

নী শ্রী শ

স্তথা ন বিষ্ণুরিতি নষ্টধিয় ইত্যর্থঃ। অন্যৈতু স্বয়া স্বীয়য়া আত্মীয়য়া

প্রকৃত্যা পূর্ব্বাভ্যাসবাসনয়া নিয়তাঃ বশীকৃতাঃ নিয়ন্ত্রিতাঃ সন্তঃ তং তং নিয়মং জপোপবাসপ্রদক্ষিণানমস্কারাদিরূপং তত্তদ্দেবতারাধনে প্রসিদ্ধং নিয়মং আস্থায় স্বীকৃত্য অন্যদেবতাঃ ভগবতোবাসুদেবাদন্যাঃ ক্ষুদ্র দেবতাঃ প্রপদ্যন্তে প্রাপ্নুবন্তি ভজন্তে। তেষাং দুষ্টাপ্রকৃতিরেব মৎপ্রাপ্তৌ বৈমুখ্যং করোতীতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিলাষ দ্বারা যাহাদের বিবেক অপহৃত তাহারা আপন আপন প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া অন্য অন্য ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনের নিয়ম স্বীকার পূর্ব্বক অন্য দেবতা ভজন করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন—আর্ত্ত জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী ইহারা সকাম ভক্ত। কামনা তৃপ্তির জন্য যাহারা শ্রীভগবান্‌কে ডাকেন তাঁহারাও কামনাসিদ্ধির পরে অল্পে অল্পে সংসার হইতে মুক্ত হয়েন; শ্রীভগবানকে ভক্তি করার মহিমাই এই। ইঁহাদের মুক্তি বিলম্বে হয়, কিন্তু জ্ঞানী ভক্তের সংসার মুক্তি শীঘ্রই হয়। আত্মাই বাসুদেব, আর বাসুদেবই সমস্ত, সকল ভক্ত ইহা ধারণা করিতে পারে না বলিয়াই না বলিতেছ, জ্ঞানীভক্ত নিতান্ত দুর্লভ। "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" ইহা না বুঝিবার কারণ কি?

ভগবান্—ইহারা মনে করে অন্য দেবতা ভজন করিলে শীঘ্র শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবানকে ডাকিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায় না। এই সকল লোক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা-বশে হতজ্ঞান হইয়া পড়ে। কামনাই মানুষের বিবেক অপহরণ করে। ইহাদের প্রকৃতি বা পূর্ব্বাভ্যাস-জনিত বাসনাই ইহাদের কামনার কারণ। কামনা শীঘ্র শীঘ্র চরিতার্থ করিবার জন্য ইহারা ভগবান্ ছাড়িয়া অন্য দেবতা ভজন করে। ইহারা মনে করে, সূর্য্যাদির উপাসনা করিলে শীঘ্র রোগমুক্ত হওয়া যায়। ইহাদের নষ্ট বুদ্ধি, ইহাদিগকে ইহাই বুঝাইয়া দেয়, সূর্য্যাদি দেবতা যেন আমা হইতে পৃথক। সূর্য্যকে ডাকিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যাইবে আমাকে ডাকিলে বহু বিলম্বে ফল লাভ হইবে। এরূপ বিচার তাহাদের বিবেক শূন্যতার ফল ॥ ২০ ॥

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি ॥
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১ ॥

শ ম শ্রী

যো যঃ কামী যাং যাং তনুং দেবতামূর্ত্তিং দেবতারূপাং মদীয়ামেব

শ শ

মূর্ত্তিং বা শ্রদ্ধয়া সংযুক্তো সন্ ভক্তঃ চ সন্ অর্চ্চিতুং পূজয়িতুং

ম শ ম

ইচ্ছতি প্রবর্ত্ততে তস্য সত্য কামিনঃ তাং এব দেবতাতনুং প্রতি

ম ম ম

অহং অন্তর্য্যামী শ্রদ্ধাং পূর্ব্ববাসনাবশাৎ প্রাপ্তাং ভক্তিং অচলাং

শ ম ম

স্থিরাং বিদধামি করোমি। ন তু মদ্বিষয়াং শ্রদ্ধাং তস্য তস্য করো-

ম

মীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

যে যে [কামী] ভক্ত হইয়া ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া যে যে মূর্ত্তিকে অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করেন আমিই সেই সেই ভক্তের শ্রদ্ধা সেই সেই মূর্ত্তিতে অচলা করিয়া দিয়া থাকি ॥ ২১ ॥

অর্জ্জুন—ভক্তের মধ্যে তুমি একটা ভাগ দেখাইতেছ। (১) জ্ঞানী—ইঁহারা তোমা ভিন্ন অন্য কোন কামনা লইয়া উপাসনা করেন না—নিষ্কাম ভাবে তোমারই উপাসনা করেন। (২) আর্ত্ত জিজ্ঞাসু অর্থার্থী—ইঁহারাও তোমার ভজনা করেন সত্য, কিন্তু ইঁহারা কামনা সিদ্ধির জন্য তোমারই উপাসনা করেন। কামনা সিদ্ধির পরে ইঁহারা নিষ্কাম হইয়া তোমাকে লাভ করেন। (৩) আবার কতকগুলি লোক নিজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিলাষ সিদ্ধির জন্য অন্য দেবতা ভজনা করেন। ইঁহারা ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত যে মূর্ত্তির ভজনা করে তুমি বলিতেছ তুমিই সেই সেই মূর্ত্তিতে ইহাদের শ্রদ্ধা দৃঢ় করিয়া দাও। গীতাতে তুমি যে শুধু নিষ্কাম-সাধকের কথা বলিতেছ তাহাই নহে, সকাম সাধকের কথাও বলিতেছ। এবং মূর্ত্তি পূজার কথাও বলিতেছ।

ভগবান্—আমি এক কিন্তু আমার মূর্ত্তি অনন্ত। যে, যে মূর্ত্তিই ভজুক না কেন, শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত যদি মূর্ত্তি পূজা করে, আমি সেই সেই মূর্ত্তিতে তাহাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি দৃঢ় করিয়া দেই। ভক্তি কখন নিষ্ফলা হয় না, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বাসনা প্রাবল্যেই লোকে ভিন্ন ভিন্ন দেব মূর্ত্তির পূজা করে, তোমার চক্ষু কর্ণাদি যেরূপ তোমার অঙ্গ সেইরূপ দেবতাদিগের সমস্ত মূর্ত্তিই আমার অঙ্গ। দেব পূজকেরা বহু বিলম্বে আমার কাছে আইসে। ভক্তি থাকিলেই আমার নিকট আসিবেই, তবে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাকে ভজিয়া শীঘ্র আমাকে পায়—অন্য দেবতা ভজিয়া আমার নিকট আসিতে বহু বিলম্ব হয়। আসে কিন্তু ॥২১॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥২২॥

ম শ শ্রী শ নী

সঃ কামী তয়া মদ্বিহিতয়া দৃঢ়য়া শ্রদ্ধয়াযুক্তঃ সন্ তস্যাঃ মূর্ত্তেঃ

ম শ

রাধনং পূজনং ঈহতে চেষ্টতে। [উপসর্গরহিতোঽপি রাধ-

শ

য়তি পূজার্থঃ সোপসর্গত্বে হ্যাকারঃ শ্রূয়েত] ততঃ তস্যা আরাধিতায়া

শ ম শ

দেবতাতম্বাঃ সকাশাৎ ময়ৈব পরমেশ্বরেণ সর্ব্বজ্ঞেন কর্ম্মফলবিভাগ-

ম শ ম

জ্ঞাতয়া বিহিতান্ তত্তৎফলবিপাকসময়ে নির্ম্মিতান্ তান্ পূর্ব্বসঙ্কল্পিতান্

শ শ শ

কামান্ ঈপ্সিতান্ হি অবশ্যং লভতে চ। যস্মাৎ তে ভগবতা

শ শ

বিহিতাঃ কামাস্তস্মাৎ তানবশ্যং লভন্তে ইত্যর্থঃ। হিতানিতি পদ-

শ

চ্ছেদে হিতত্বং কামানামুপচরিতং কল্প্যম্ ন হি কামাহিতাঃ কস্যচিৎ

বি

সতস্তত্তদ্দেবতারাধনাৎ কামান্ আরাধনফলানি লভতে, ন চ তে তে

বি

কাম্যা অপি তৈস্তৈর্দেবৈঃ পূর্ণাঃ কর্ত্তুং শক্যন্তে ইত্যাহ ময়ৈব বিহিতান্

খি

পূর্ণীকৃতান্ ইতি ॥২২॥

সেই কামী মদ্বিহিত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই মূর্ত্তির আরাধনা করে, এবং তাহার আরাধিত দেবমূর্ত্তির নিকট হইতে মৎকর্ত্তৃক বিহিত কামনা সকল লাভ করে ॥ ২২ ॥

অর্জ্জুন—অন্ত অন্য দেবতার উপরে যে শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধা তুমিই দিয়া থাক?

ভগবান্—আমারই বিধান ক্রমে আপন আপন অভীষ্ট দেবতা হইতে সেই সকাম ভক্তগণ আপন আপন সঙ্কল্প সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সমস্ত দেবতাই আমার অঙ্গ, ইহা তুমি স্থির জানিও। আমিই সকল হৃদয়ের রাজা—আমি কর্ম্মফল দাতা। অভীষ্ট দেবতা হইতে ফল প্রাপ্ত হইলেও আমিই তাহা দিয়া থাকি। তোমার দেহ মধ্যে তোমার আত্মা আছেন আবার তোমার ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণও আছেন। সূর্য্য, বায়ু অগ্নি, চন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি দেবতা আমারই অঙ্গ, ইহা মনে রাখিও ॥২২॥

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥২৩॥

আ যা শ্রী

তুশব্দোঽবধারণার্থঃ অল্পমেধসাং অল্পবুদ্ধিনাং পরিচ্ছিন্নদৃষ্টীনাং তেষাং

হ ম শ

দেবান্তরপূজকানাং তৎ ফলং তত্তদেবতারাধনজং ফলং অন্তবৎ বিনাশি

বি বি ম

নশ্বরং কৈঞ্চিৎকালিকং ভবতি নতু মদ্ভক্তানাং বিবেকিনামিবানন্তং

ম ম ম শ

ফলং তেষামিত্যর্থঃ। কুতএবম্? যতঃ দেবযজ্ঞঃ দেবান্ যজন্তি

ম বি ম

ইতি দেবযজ্ঞঃ মদন্যদেবতারাধনপরা দেবপূজকাঃ দেবান্ ইন্দ্রাদীন্

ম যা

অন্তবন্তএব যান্তি প্রাপ্নুবন্তি তত্তদ্দেবতাসাযুজ্যং প্রাপ্নুবন্তি ইতি-

য়া শ্রী

ভাবঃ এবং যক্ষরক্ষোভক্তাঃ যক্ষাদীনেব যান্তি, ভূতপ্রেতভক্তাশ্চ

নী ম

ভূতাদীনেবত্যপি দ্রষ্টব্যম্ মদ্ভক্তাস্তু ত্রয়ঃ সকামাঃ প্রথমং মৎপ্রসাদা-

ম

দভীষ্টান্ কামান্ প্রাপ্নুবন্তি। অপি শব্দ প্রয়োগাৎ ততো মদুপাসনা-

ম

পরিপাকাৎ মাং অনন্তানন্দঘনমীশ্বরম্ অপি যান্তি প্রাপ্নুবন্তি।

ম ম
অতঃ সমানেঽপি সকামত্বে মদ্ভক্তানামন্যদেবতাভক্তানাঞ্চ মহদন্তরম্,,
বি
তস্মাৎ সাধুক্তম্, "উদারাঃ সর্ব্বএবৈতে" ইতি। অয়মর্থঃ যে হি মৎ-
বি
পূজকা স্তে তান্ প্রাপ্নুবন্ত্যেবেতি ন্যায় এব। তত্র যদি দেবা অপি
বি
নশ্বরাস্তদা তদ্ভক্তাঃ কথমনশ্বরা ভবন্তু, কথন্তরাং বা তদ্ভজনফলংবা
বি
ন নশ্যতু? অতএব তদ্ভক্তা অল্পমেধসঃ উক্তাঃ। ভগবাংস্তু নিত্য,
বি
স্তদ্ভক্তা অপি নিত্যাস্তদ্ভক্তি র্ভক্তিফলঞ্চ সর্ব্বং নিত্যমেবেতি ॥ ২৩ ॥

অল্পবুদ্ধি সেই সকল অন্য দেবতা পূজকের তত্তদ্দেবতারাধনা জন্য ফলের অন্ত অবশ্যই আছে। দেবতাপূজকগণ দেবতাকে প্রাপ্ত হন; আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২৩ ॥

অর্জ্জুন—অন্য দেবতার পূজক এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমার বা পরমাত্মার পূজক—ইহাদের গতি ত একরূপই হইবে?

ভগবান্—না তাহা হয় না;

অর্জ্জুন—কেন হইবে না? তুমিইত বলিলে সর্ব্বদেবতা তোমার অঙ্গ, তোমার তনু, তোমারই প্রতিমূর্ত্তি। এজন্য অন্য দেবতার আরাধনা বস্তুতঃ তোমারই আরাধনা। ফলদাতাও একমাত্র তুমিই। তবে ফল বৈষম্য হয় কেন?

ভগবান্— যস্মিন্ সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বং সর্ব্বতশ্চ যঃ।
যশ্চ সর্ব্বময়ো নিত্যং তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ॥

এক আমিই সর্ব্বাত্মা। পরমাত্মাই সর্ব্বশক্তিমান্। আমি সমস্ত সাজিয়াছি। এই জ্ঞানে অথবা এই বিশ্বাসে যাহারই কেন না পূজা কর সে পূজা আমারই হয়। সচ্চিদানন্দ আমি এবং সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্তা আমি। সচ্চিদানন্দত্ব ও সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্তৃত্ব—এই দুইটি ভাবই আমার পরম ভাব আমার পরমভাবে লক্ষ্য রাখিয়া যে মূর্ত্তি লইয়াই তুমি পূজা কর তাহা আমারই পূজা। কিন্তু অল্প বুদ্ধিগণ এই বিশ্বাস রাখিতে পারে না, এই জ্ঞান তাহাদের স্থায়ী হয় না। এজন্য তাহারা মনে করে তাহাদের অভীষ্ট দেবতাগণের পৃথক পৃথক শক্তি আছে—পৃথক পৃথক

শক্তি আছে বলিয়া বরদেবতাগণ শীঘ্র শীঘ্র ফল দিয়া থাকেন। ফলদাতা কিন্তু আমিই। ঐ মূর্ত্তি হইতে আমি ফল দিয়া থাকি। উহাদের অল্প বুদ্ধিতে অনন্ত শক্তির ধারণা হয় না বলিয়া তাহারা আমার শক্তিকে পরিচ্ছিন্নমত ভাবিয়া লয়—লইয়া খণ্ড শক্তিরই পূজা করে। তাহারা খণ্ডশক্তি হইতে যাহা লাভ করে তাহা অনন্ত হয় না। যাহা লাভ করে তাহা ক্ষয়শীল ও অচিরস্থায়ী। অনন্তের পূজা না করিলে অনন্ত ফল লাভ কিরূপে হইবে?

আবার অন্তশীল দেবতা পূজায় অন্তশীল দেবতার গতিই প্রাপ্ত হয়। একমাত্র জ্ঞানীই আমাকে পূর্ণভাবে জানেন এবং পূর্ণভাবে পূজা করিয়া পূর্ণভাবেই প্রাপ্ত হয়েন। এজন্য জ্ঞানী ভক্তই জীবন্মুক্ত হয়েন।

অন্য তিন প্রকার ভক্ত—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী—ইহারা কামনা জন্য আমাকেই পূজা করেন, অন্য দেবতা আরাধনা করেন না। এই জন্য ইঁহারা অন্য দেবতা ভক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ তাঁহারা আমার প্রসাদে প্রথমে আপন আপন অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হয়েন। সকাম হইতে যখন নিষ্কাম হইয়া যান, তখন জ্ঞানীভক্ত হইয়া নিরন্তর আমাকে লইয়াই থাকেন সর্ব্বদা অনুভব করিতে পারেন আমিই তাঁহাদের আত্মদেব। তাই বলিতেছি অন্য দেবতাভক্ত যাঁহারা তদপেক্ষা আমার আর্ত্তাদি সকাম ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ আবার সকাম ভক্ত অপেক্ষা আমার নিষ্কাম ভক্ত জ্ঞানীগণ শ্রেষ্ঠতম ॥ ২৩ ॥

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

শ হ

অবুদ্ধয়ঃ মদ্বিষয়জ্ঞানশূন্যাঃ অবিবেকিনঃ লৌকিকাজনাঃ মম

শ যা ম

সর্ব্বেশ্বরস্য অব্যয়ং ব্যয়রহিতং সততৈকরূপং অনুত্তমং সর্ব্বোৎকৃষ্ট-

ম শ

মনতিশয়াদ্বিতীয়পরমানন্দঘনমনন্তং পরং ভাবং পরমাত্মস্বরূপং অজা-

হ যা আ শ

নন্তঃ অচেতয়ন্তঃ সন্তঃ অব্যক্তং শরীরগ্রহণাৎ পূর্ব্বং অপ্রকাশং

রা শ্রী নী নী

অনভিব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং সর্ব্বোপাধিশূন্যত্বেন অস্পষ্টং মাং নিত্য-

শ আ আ শ

প্রসিদ্ধমীশ্বরং ব্যক্তিং ইদানীং লীলাবিগ্রহ পরিগ্রহাবস্থায়াং প্রকাশং

শ্রী শ রা নী
মনুষ্যমৎস্যকূর্ম্মাদিভাবম্ আপন্নং গতং প্রাপ্তং প্রাকৃতমনুষ্যাদিবৎ
নী
শরীরাভিমানিনং মন্যন্তে ॥ ২৪ ॥

শঙ্করঃ—অব্যক্তং স্বপ্রকাশং [শরীরগ্রহণাৎ পূর্ব্বং] আনন্দগিরিঃ-বক্তিমাপন্নং প্রকাশং গতং ইদানীং [লীলাবিগ্রহ পরিগ্রহাবস্থায়াম্] গিরিঃ ॥

মধুসূদনঃ—অব্যক্তং দেহগ্রহণাৎ প্রাক্ কার্য্যাক্ষমত্বেন স্থিতং ব্যক্তিমাপন্নং ইদানীং বসুদেবগৃহে ভৌতিকদেহাবচ্ছেদেন কার্য্যক্ষমতাং প্রাপ্তং কঞ্চিজ্জীবমেব মন্যন্তে। যদ্বা মামীশ্বরমপ্যবুদ্ধয়ো বিবেক-শূন্যাঃ অব্যক্তং 'সর্ব্বকারণমপি মাং ব্যক্তিং কার্য্যরূপতাং মৎস্যকূর্ম্মাদ্য-নেকাবতাররূপেণ প্রাপ্তম্ ॥

নীলকণ্ঠঃ—অব্যক্তং, সর্ব্বোপাধিশূন্যত্বেন অস্পষ্টমপি বাসুদেব-শরীরেণ ব্যক্তিমাপন্নং অস্মদাদিবচ্ছরীরাভিমানিনং মামবুদ্ধয়ো মন্যন্তে ॥

শ্রীধরঃ—অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং মাং ব্যক্তিং মনুষ্যমৎস্যকূর্ম্মাদি-ভাবং প্রাপ্তম্।

শ্রীহনূমান্—অব্যক্তং অবিদ্যমানব্যক্তিভাবমিমং সাংসারিপুরুষ-বদাপন্নং প্রাপ্তম্।

রামানুজঃ—অব্যক্তং প্রাকৃতরাজসূতসমানমিতঃ পূর্ব্বমনভিব্যক্তি-মিদানীং কর্ম্মণা [কর্ম্মবশাৎ] জন্মবিশেষং প্রাপ্য ব্যক্তিমাপন্নং প্রাপ্তম্ ॥

বলদেবঃ—অব্যক্তং স্বপ্রকাশাত্মবিগ্রহত্বাদিন্দ্রিয়াবিষয়ং মাং ব্যক্তি-মাপন্নং তদ্বিষয়ং মন্যন্তে। দেবক্যাং বাসুদেবাৎ সত্ত্বোৎকৃষ্টেন কর্ম্মণা সঞ্জাতমিতর রাজপুত্রতুল্যং মাং বদন্তি।

[মদ্বিষয়ে] বিবেকশূন্য ব্যক্তিগণ আমার সদাপূর্ণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমভাব [পরমাত্মস্বরূপ] জানে না বলিয়া [শরীর গ্রহণের পূর্ব্বে] অপ্রকাশ যে আমি, আমাকে [লীলাবিগ্রহ ধারণ অবস্থায়] প্রকাশপ্রাপ্ত বলিয়া মনে করে ॥২৪॥

অর্জ্জুন—সর্ব্বেশ্বর তুমি—তোমাকে ছাড়িয়া অল্পবুদ্ধিগণ যে অন্য দেবতা ভজন করে, ইহাইত তাহাদের অল্পবুদ্ধির পরিচয়। লীলার জন্য তুমি যে মূর্ত্তিগ্রহণ কর, সেই মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা কি মনে করে তুমি সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছ? তোমার মায়া-মানুষমূর্ত্তি বা মৎস্য কচ্ছপাদি মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা কি মনে করে তুমি মানুষের মত বা অন্য জন্তুর মত হইয়া গিয়াছ? এরূপ ভ্রম ইহাদের হয় কেন?

ভগবান্—আমার পরম ভাব—অর্থাৎ আমার পরমাত্ম স্বরূপটি অব্যয়—এই ভাবটির ব্যয় নাই; এই ভাবটি সদা একরূপ। ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই পরমভাবটি হইতেছে আমার (১) সচ্চিদানন্দ স্বরূপতা (২) আমার সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয় করার শক্তি। আমার এই পরম ভাবটি জানে না বলিয়া দেহ ধারণের পূর্ব্বে অব্যক্ত যে আমি আমাকে ব্যক্তিভাব-প্রাপ্ত মনে করে। ইহারা আরও মনে করে যখন আমি অব্যক্ত ভাবে থাকি অর্থাৎ যখন আমি ব্রহ্মভাবে অবস্থান করি তখন আমার ভজনা হইতে পারে না। আবার যখন ব্যক্তভাবে আসি, তখনও ইহারা ভাবে আমার ভজনা হইতে পারে না। ব্যক্তিমাপন্নং অর্থে প্রকাশভাবে প্রাপ্ত—মৎস্য কূর্ম্ম মনুষ্যাদি ভাব প্রাপ্ত। আমি মৎস্য-কূর্ম্ম-মনুষ্যাদিভাব প্রাপ্ত হইয়া যাই, ইহা মনে করিয়া ইহারা আমার অবতার গ্রহণ করাকে কখন অসম্ভব মনে করে—কখন বা মৎস্য কূর্ম্মাদি পূজার যোগ্য নহে বলিয়া পূজা করে না। কিন্তু যে ভাবেই না কেন আমি অবতার গ্রহণ করি আমার অব্যয় পরম ভাবের কখন বিচ্যুতি হয় না। পরমভাব লইয়াই আমি অবতার গ্রহণ করি।

সর্ব্বদা স্বস্বরূপে থাকিয়াও আমি আত্মমায়া দ্বারা জন্মগ্রহণ করার মত হই। মানুষের জন্ম ও কর্ম্মের মত আমিও জন্ম ও কর্ম্মের অনুকরণ করি মাত্র। আমার পরম ভাবটি যে জানে সে যেমন ভাবেই আমার প্রকাশ দেখুক না কেন—আমি সচ্চিদানন্দ, আমি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্তা ইহা সে কখন ভুলে না। পরমভাব ত্যাগ করিয়া আমি রামকৃষ্ণরূপ প্রকৃত রাজপুত্র হইয়াছি, শরীরাভিমানী হইয়াছি, অথবা শুধু মৎস্য-কূর্ম্মাদিভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, এইরূপ ভুল কখন তাহারা করিতে পারে না। যাহারা কিন্তু আমার পরমভাব না জানে তাহারাই আমার অবতারাদি অগ্রাহ্য করিয়া এবং শরীর গ্রহণের পূর্ব্বে ব্রহ্মভাবে অবস্থিত অব্যক্ত আমাকেও পূজার অযোগ্য ভাবিয়া অন্য দেবতা পূজা করে। আমি স্বস্বরূপে থাকিয়াও মায়া-মানুষ হইতে পারি, মৎস্য কূর্ম্মও হইতে পারি। যে মানুষ অনেক দুষ্ট কর্ম্ম করিয়াছে সে ব্যক্তি আপনার জঘন্য চরিত্র জানিয়াও যখন সাধু সাজিতে পারে, বৃদ্ধ মানুষ "আমি বৃদ্ধ" জানিয়াও যখন বালক সাজিয়া বালকের মত অভিনয় করিতে পারে, স্বল্পশক্তি মানবের পক্ষে যখন ইহা সম্ভব তখন সর্ব্বশক্তিমান্ আমার পক্ষে ইহা অসম্ভব কেন হইবে ?

অর্জ্জুন—অব্যক্ত ভাবেও পূজা করে না—এবং কোনরূপে প্রকাশ হইলে, তুমি সঙ্কীর্ণ হইয়াছ ভাবিয়া পূজা করে না—ইহা ভাল করিয়া বল।

ভগবান্—যখন ব্রহ্মভাবে থাকি তখন মনে করে, ব্রহ্ম নিস্পৃহ, ব্রহ্ম অচঞ্চল, ব্রহ্ম সর্ব্বদা উদাসীন, কাজেই এমন জড়স্বভাব ব্রহ্মের উপাসনায় ফল কি ? মানুষ মরুক বা জীবিত থাকুক, ব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়া যাক্ বা জ্বলিয়া যাক্ ব্রহ্মের তাহাতে কিছুই ক্ষতি নাই। ব্রহ্ম আপন আনন্দে চলন রহিত। তাঁহার নিকটে সৃষ্টি বস্তুও নাই এমন কি সৃষ্টি পর্য্যন্ত নাই। তিনি এক ; দুই নাই। প্রকৃতি পর্য্যন্ত নাই। এমন ব্রহ্মের ভজনা করিলে কি তিনি সমাধি ভঙ্গ করিয়া আমার উপকারার্থ আসিবেন ? এই ভাবিয়া আমার ব্রহ্মভাবকে ভজনা করে না।

আবার যখন আমি আত্মমায়া দ্বারা অবতার ভাব গ্রহণ করি তখন আমার জন্ম ও কর্ম্মের তত্ত্ব না বুঝিয়া ভাবে, আমি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, রাম, কৃষ্ণ যখন হইয়াছি তখন আমাতে মৎস্য, কূর্ম্ম, শূকর মানুষাদির ভাবই আছে। আমি অবতার হইয়া যখন মানুষের মত স্ত্রী শোকে ব্যাকুল হই, পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র লইয়া সংসার করি, মানুষ ভাবেই আমি রাসলীলা করি, তখন আমি মানুষ ছাড়া অন্য কিছুই নই। কখন বলে মাছ, কচ্ছপ, বরাহ, মানুষ ইহাদিগকে ভজিয়া কি হইবে ? যদি ইহারা জানিতে পারে যে আমি ব্রহ্ম ভাবেই থাকি বা মৎস্য মনুষ্যাদিই হই—আমার পরম ভাবটি সর্ব্বদাই আমাতে থাকে, আমার পরমাত্মস্বভাবটি সর্ব্বদাই আমাতে থাকে, আমি সর্ব্বদাই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্তা এবং সর্ব্বদাই সচ্চিদানন্দস্বরূপ, যদি ইহারা আমার এই ভাবটি জানে তবে আমাকে ত্যাগ করিয়া দুর্গা, কালী, সীতা, রাধা, রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি এবং সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, ইন্দ্র, পবন, যম, বসুগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ—ইহাদিগকে আমা হইতে ভিন্ন মনে করিয়া, ইঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ শক্তি মনে করিয়া, স্ব স্ব কামনা সিদ্ধি করিবার জন্য আর ইঁহাদের ভজনা করে না।

অর্জ্জুন—এই সমস্ত কথা শুনিয়া লোকে ভাবিতে পারে যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তুমি,

খণ্ড মূর্ত্তি পূজায় তোমার পূজা হয় না। সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত তুমি তোমার অবতারও হয় না। সর্ব্বসাক্ষী, নিরাকার তুমি তোমার আকার গ্রহণ হইতেই পারে না—তোমার অবতার আবার কিরূপে হইবে ?

ভগবান্—যাহারা এইরূপ বুঝে তাহাদিগকেই বলিতেছি "তেষাং অল্পমেধসাং" "অবুদ্ধয়ঃ" ইত্যাদি। ইহাদের বুদ্ধি অল্প, আর আমার বিষয়ে ইহারাবিবেক হীন। দেবতাগণ বা অবতার সমূহ ইহাদিগের যে ভজনা করিতে হইবে না তাহা বলিল কে ? দেবতাগণ যে আমি ছাড়া নহে। আমিইত বলিতেছি "দেবান্ ভাবয়তানেন তেদেবা ভাবয়ন্ত বঃ" ৩।১১ "ইন্দ্র বায়ূ ইমে সুতা উপ প্রয়োভি রাগতম্" ঋগ্বেদ। বিষ্ণু পুরাণে বলিতেছি "নমো নমোঽবিশেষস্ত্বং ব্রহ্মা ত্বং পিনাকধৃক্। ইন্দ্রস্ত্বমগ্নিঃ পবনো বরুণঃ সবিতা যমঃ॥ বসবো মরুতঃ সাধ্যা বিশ্বেদেবাগণা ভবান্। যোঽয়ং তবাগতো দেব সমীপং দেবতাগণঃ॥ সত্বমেব জগৎস্রষ্টা যতঃ সর্ব্বগতো ভবান্। ত্বংযজ্ঞস্ত্বং বষট্কার স্তমোঙ্কারঃ প্রজাপতিঃ॥ ইত্যাদি। দেবতাগণ আমার অঙ্গভূত। আমিই সর্ব্বব্যাপী, আমিই ব্রহ্মা, আমি পিনাকধারী মহাদেব, আমিই ইন্দ্র, অগ্নি, পবন, বরুণ, সূর্য্য, যম, বসুগণ, মরুৎগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ এবং আমার সমীপে যে সমস্ত দেবতা উপস্থিত তাঁহারাও আমি। আমিই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, কারণ আমি সর্ব্বগত, আমি যজ্ঞ, আমি বষট্কার, আমি ওঙ্কার, আমিই প্রজাপতি। আমি একাদশে বিশ্বরূপ যখন দেখাইব তখন তুমি আমাতেই সমস্ত দেখিতে পাইবে। আমার অনন্ত মূর্ত্তি। কোন মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া, গণেশ বা সূর্য্য, কালী বা বিষ্ণু—যে মূর্ত্তি হউক ধরিয়া তাহাকেই যখন মানুষ পরমভাবে দেখে তাহাকেও সচ্চিদানন্দ এবং সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্তা বলিয়া বলিয়া যখন ভাবনা করে, তখনই আমার উপাসনা হয়। আমি যে আত্মদেব এই সমস্ত দেবশক্তি আমা হইতে ভিন্ন ইহারা খণ্ডশক্তি বা পৃথক্ শক্তি এইরূপ ভাবিলেই শাস্ত্রের অর্থ বুঝা হইল না বলি। আমার কৃপা ভিন্ন মানুষ আমার পরমভাবে পৌঁছিতে পারে না।

অর্জ্জুন—তবেত প্রতি বস্তুকেই পরমভাবে লক্ষ্য রাখিয়া উপাসনা করিলে তোমারই উপাসনা হয় ?

ভগবান্—তাই ত হয়। কিন্তু একজন মানুষকে যখন কেহ পরমভাবে লক্ষ্য রাখিয়া উপাসনা করিতে যায় তখন তাহার মধ্যে সংশয় ও বিপর্য্যয় এই দোষ আইসে ইনিও ত সুখ দুঃখ, আধি ব্যাধি, আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনের বশীভূত এই ভাবনা হইলে সংশয় হইল। মনে হইল ইনি ভগবান্ কিরূপে ? না ইনি ভগবান নহেন এই হইল বিপর্য্যয়। ইনি জন্মিয়াছেন ইঁহারও দেহ ত্যাগ হইবে এইরূপ সংশয় বিপর্য্যয় উপস্থিত হইলে আর আমার পরম ভাবে লক্ষ্য রাখিয়া ভজনা হইল না। গুরু, ইষ্টমন্ত্র ও দেবতাকে এক করিয়া উপাসনা করিতে বলা হয়। অল্পবুদ্ধি মানুষ মনুষ্যরূপী গুরুকে ঈশ্বর বোধ করিতে পারে না। স্ত্রীলোক পতিকে নারায়ণ বোধ করিতে পারে না—ইহা তাহাদের পরমভাব ধারণা না করিবার জন্য। তাহাদের সাধনার অভাবেই ইহা হয় না। নতুবা গুরুকে ঈশ্বর বোধ করাই কিন্তু বিধি। ইহা পারে না বলিয়া আমার রাম কৃষ্ণাদি অবতার বা কালী সীতা রাধা ইত্যাদি শক্তিতে পরমভাব

এবং অলৌকিকত্ব অধিক প্রকাশ বলিয়া লোকে সহজে ইঁহাদের ভজনা করিতে পারে আমার জন্ম কর্ম্মের তত্ত্ব আবার স্মরণ করিয়া দেখ ৪।৯শ্লোক।

অর্জ্জুন—এই শ্লোকের দ্বারা তোমার যে অবতার হইতে পাবে না ইহা কি কেহ প্রমাণ করে নাকি?

ভগবান্—যাহারা মনে করে ব্রহ্ম নিরাকার, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বান্তর্য্যামী তাহারা বলে নিরাকার সর্ব্বব্যাপী যিনি তিনি আকার গ্রহণ করিবেন কিরূপে? আকার গ্রহণ করিলেই ত সর্ব্বব্যাপীত্ব থাকিতে পারে না, সঙ্কীর্ণ হইতে হয়। তবে ঈশ্বর ভাব থাকে কোথায়? এইজন্য ইহারা নানাপ্রকার মত সৃষ্টি করে। আমার মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতার রূপক মাত্র। জগতের ক্রমোন্নতি দেখাইবার জন্য শাস্ত্র এইরূপ কল্পনা করিয়াছে—প্রথমে মৎস্য—তার পরে তাহা অপেক্ষা উন্নত কূর্ম্ম, পরে আরও উন্নত বরাহ পশু, আরও উন্নত নরসিংহ—অর্দ্ধ মনুষ্য অর্দ্ধ পশু—পরে মানুষ কিন্তু অসভ্য মনুষ্য পরশুরাম ইঁহার কার্য্য মনুষ্য বিনাশ, পরে রাম, পরে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনুষ্য কৃষ্ণ—আবার বুদ্ধ পরে কল্কী ইনিই শেষ। ইঁহা অপেক্ষা উন্নত শাস্ত্র আর ধারণা করিতে পারেন না।

মূঢ়বুদ্ধিগণ এই ভাবে অবতার তত্ত্ব কিছুই নয় বলিয়া লোককে নাস্তিক করিতে চায়। মৎস্য অপেক্ষাও ত আরও ক্ষুদ্র ও বুদ্ধিমান জীব আছে। পুত্তিকা, পিপীলিকা ইহাদের বুদ্ধি মৎস্য অপেক্ষা অধিক, তবে মৎস্যই প্রথম উন্নত জীব কিরূপে? আবার কৃষ্ণই যদি আদর্শ সর্ব্বোচ্চ হইলেন তাঁহার উপরে আবার বুদ্ধ ও কল্কী কিরূপে হইলেন? ইহাদের বুদ্ধির দোষ এই যে ইহারা মনে ভাবে আমি অবতার গ্রহণ করিতে পারি না? কেন পারি না! আমি সর্ব্বশক্তিমান্—তবে কি অবতার গ্রহণের শক্তিটি আমাতে নাই? তবে আমাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলা যায় কিরূপে? ইহারা ব্রহ্মাণ্ডকে আমার মূর্ত্তি মনে করে। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডই যদি আমার রূপ হয়—ইহাও কি নিরাকার ইঁহাও কি সীমাশূন্য? বিশ্বরূপও ত ক্ষুদ্র। একটি পিপীলিকা একটি হস্তীকে ভাবিতে পারে সীমাশূন্য। একটি মানুষের কাছে বিশ্বরূপটি অনন্ত মত বোধ হইতে পারে, কিন্তু আমার কাছে ব্রহ্মাণ্ড কি? কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ত্রসরেণু মত আমার এক অতি ক্ষুদ্র দেশে ভাসিতেছে, আবার মিলাইয়া যাইতেছে।

পরমার্ক প্রকাশান্তস্ত্রিজগত্ত্রসরেণবঃ
উৎপত্যোৎপত্য লীনা যে ন সংখ্যামুপযান্তিতে।

আমি সর্ব্বরূপেই প্রকাশ হইতে পারি। এ শক্তি আমাতে আছে। আমি যত ক্ষুদ্র বা যত বৃহৎভাবেই প্রকাশ হইনা কেন, আমার পরম ভাব বা আমার স্বরূপ কখন সঙ্কীর্ণ হয় না। আমি স্বস্বরূপে থাকিয়াও নানা মূর্ত্তি ধরিয়া খেলা করি। যে আমার পরম ভাবটি বুঝিয়াছে সে আমার খণ্ড মূর্ত্তিতেও অখণ্ড ভাব দেখিবে। একাদশ অধ্যায়ে আমার এই সঙ্কীর্ণ বাসুদেব মূর্ত্তি মধ্যেই তুমি বিশ্বরূপ দেখিতে পাইবে। ফলে আমি নিরাকারের ঘনীভূত সাকার মূর্ত্তিও হইয়া থাকি। একটী ক্ষুদ্রবিন্দুতে একাগ্র হইলেও তুমি নিরাকারে পৌঁছিতে পার। নিরাকারের সকল স্থানেই সাকার আছে, আবার সাকারের প্রতিবিন্দুতে নিরাকার আছে, আমি সাকার নিরাকার

সমস্তই হইয়া থাকি। অব্যক্ত থাকিয়াও আমার পূর্ণ ভাবের কিছু মাত্র সঙ্কোচ না করিয়া আমি ব্যক্তি ভাবাপন্ন হইতে পারি।

অর্জ্জুন—অবতার তত্ত্ব তুমি পূর্ব্বেও বুঝিইয়াছ—আমি ইহা বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাকে ভজনা করিতে যে পরিশ্রম, অন্য দেবতার উপাসনাতেও সেই পরিশ্রম অথচ উভয়বিধ ভজনাকারীর ফলের পার্থক্য তুমি দেখাইতেছ—তবে কেন লোকে অন্য দেবতার ভজনা করে?

ভগবান্—অল্পবুদ্ধি বলিয়াই লোকে এই ভ্রমে পতিত হয়। যে মূর্ত্তিই কেন অবলম্বন করুক না, সেই মূর্ত্তি-শক্তিকে যদি আমা হইতে পৃথক না ভাবে, যদি ভাবে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ও সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্তা আমিই ঐ মূর্ত্তি ধরিয়াছি, তাহা হইলে ঐ সকল লোক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাকেই ভজনা করিতে পারে। পঞ্চোপাসক এই ভাবে আমাকেই পূজা করেন বলিয়া, কি শাক্ত, কি শৈব, কি সৌর, কি গাণপত্য, কি বৈষ্ণব সকলেই আমাকে প্রাপ্ত হন। আর যদি আমার পরম ভাবে লক্ষ্য না থাকে তবে কোন মূর্ত্তিতেই আমি প্রকাশিত হই না।

দেখ অর্জ্জুন! আমিই গুরুরূপী, আমিই মায়া মানুষ। আমি স্থির থাকিয়াও চলি, আমি চলিয়াও স্থির থাকি। ইহার তত্ত্ব আরও অনেকবার বলিব। আমার ভক্তই আমাকে চিনিতে পারে—ভক্ত ভিন্ন অন্য লোকে আমাকে সাধারণ মানুষের মত ভাবে, কখন বা অধিক শক্তি বিশিষ্ট মানুষ মনে করে। আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ না জানিলে কখনই আমার ভক্ত হওয়া যায় না। এক সচ্চিদানন্দ পুরুষই আপন শক্তি আশ্রয়ে বহু পুরুষ প্রকৃতি সাজিয়া, ভিন্ন ভিন্ন দেহ রচনা করিয়া, যেন পৃথক হইয়া খেলা করিতেছেন। ফলতঃ তিনি ভিন্ন জগতে কিছুই নাই। তোমার মনই ঐ সনাতন পুরুষকে মানুষ বলিয়া দর্শন করে, ইহাই তোমার অজ্ঞান। আবার তোমার মনই যখন তোমার উপাস্যকে সচ্চিদানন্দ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা দেখিবে, যখন আত্মদেবকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত স্তবস্তুতি আত্মদেবের উপর প্রয়োগ করিতে পারিবে, আর সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র মত সাধনা করিয়া ঐ ভাব নিত্য অভ্যাস করিবে, তখনই তোমার অজ্ঞান দূর হইবে। অল্পবুদ্ধি মানব তপস্যাবর্জ্জিত বলিয়া শতবার শুনিলেও আমার পরমভাব ধারণা করিতে পারে না—নানাবিধ সংশয় বিপর্য্যয়ে ভাব হারাইয়া ফেলে, ফেলিয়া বহুক্লেশ পায়॥ ২৪॥

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।
মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ২৫॥

<u>যোগমায়াসমাবৃতঃ</u> যোগো গুণানাং যুক্তির্ঘটনং সৈবমায়া যোগমায়া গুণৈর্যোগ এব মায়া যোগমায়া যোগো যুক্তিঃ গুণানাং ঘটনংসৈব যোগ-

ষা ষা

মায়া যথা যোগো দেবমনুষ্যাদিসমানশরীর সংযোগঃ স এব মায়া তয়া

ষা ম শ ষা ষা

সমাবৃতঃ সম্যগাবৃতঃ সংছন্নঃ তিরোহিতস্বরূপঃ অহং সর্ব্বস্য জনস্য

ষা ষা শ

নপ্রকাশঃ প্রকাশো ন ভবামি কেষাঞ্চিদেব মদ্ভক্তানাং প্রকাশোঽহমিত্য-

শ শ শ ম ম

ভিপ্রায়ঃ। অতএব মূঢ়ঃ অয়ং লোকঃ চতুর্ব্বিধভক্তবিলক্ষণোলোকঃ

ষা ষা ষা

অজং উৎপত্তিরহিতং অব্যয়ং নাশরহিতং মাং নাভিজানাতি ন বেত্তি।

ম ম ম

কিন্তু বিপরীতদৃষ্ট্যা মনুষ্যমেব কঞ্চিন্মন্যত ইত্যর্থঃ। বিদ্যমানং বস্তু

ম

স্বরূপমাবৃণোত্যবিদ্যমানঞ্চ কিঞ্চিদ্দর্শয়তীতি লৌকিকমায়ায়ামপি

ম

প্রসিদ্ধমেতৎ ॥ ২৫ ॥

যোগমায়া—রামানুজঃ—ক্ষেত্রজ্ঞাসাধারণমনুষ্যত্বাদিসমানসংস্থান যোগাখ্যামায়া।

বলদেবঃ—মদ্বিমুখব্যামোহকত্ব যোগযুক্তমায়া। তথাহি "মায়া যবনিকাচ্ছন্ন-মহিম্নে ব্রহ্মণে নমঃ ইতি"।

মধুসূদনঃ—যোগো মম সঙ্কল্পস্তদ্বশবর্ত্তিনী মায়া যোগমায়া।

আমি যোগমায়া সমাচ্ছন্ন হইয়া সকলের গোচর হইনা। [অতএব] মূঢ় এই সকল লোক জনন মরণ রহিত আমাকে জানেনা ॥ ২৫ ॥

অর্জ্জুন—যোগমায়া কি? যোগমায়া সমাবৃত তুমি যখন হও তখনত তুমি ব্রহ্মস্বরূপে থাকনা—না থাকিয়া অবতার ত তখন হও?

ভগবান—মায়া কি ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১৩, ১৪, ১৫ শ্লোকে তাহা বিশেষরূপে বলিয়াছি। গুণের যোগ হওয়া রূপ যে মায়া তাহাকেই বলিতেছি যোগ মায়া। আমি যখন ব্রহ্মস্বরূপে থাকি তখনই অবাঙ্‌মনসোগোচর। বাক্য ও মন দ্বারা আমাকে পাওয়া যায়না। কিন্তু যখন যোগমায়া দ্বারা সম্যক্ আবৃত হই তখন গুণবান্ মত হই। নির্গুণ ব্রহ্ম যিনি তাঁহাকে শ্রুতি বলিতেছেন "নান্তঃ প্রজ্ঞং ন বহিঃ প্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞান ঘনং ন প্রজ্ঞং না প্রজ্ঞম্ অদৃষ্টমব্যবহার্য্যম-গ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমংশান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা বিজ্ঞেয়ঃ। এই তুরীয় আত্মা—এই প্রভু স্বরূপাবস্থায় স্বপ্নাভিমানী অন্তঃপ্রজ্ঞ হয়েন্ না, তিনি জাগ্রতাভিমানী বহিঃপ্রজ্ঞ ও নহেন—অর্থাৎ তিনি স্বপ্ন অভিমানও করেন না, জাগ্র

লাভিমানও করেন না। তিনি স্বপ্ন ও জাগ্রতের সন্ধ্যাবস্থা হইতেও ভিন্ন এই তুরীয় প্রভু প্রজ্ঞান ঘন নহেন অর্থাৎ সুষুপ্তির অভিমানী অবস্থা হইতেও ভিন্ন। তিনি প্রজ্ঞ নহেন—সর্ব্বজ্ঞ হইতে ভিন্ন। তিনি অপ্রজ্ঞও নহেন, অজ্ঞানরূপও নহেন। ব্রহ্মে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ভ্রম মাত্র। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম সেইরূপ। তাঁহার কোন উপাধি নাই। তিনি তুরীয় তিন অবস্থার অতীত চতুর্থ—তুরীয়। তিনি অদৃষ্ট—ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন, অব্যবহার্য্য—ব্যবহারের অযোগ্য; অগ্রাহ্য—কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না; অলক্ষণ—কোন অনুমান দ্বারা তাঁহাকে লক্ষ্য করা যায় না, অচিন্ত্য—তাঁহার স্বরূপের চিন্তা হয় না; অব্যপদেশ্য—শব্দবাচ্য নহেন; একাত্মপ্রত্যয়সার—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতে তিনি একই চৈতন্য স্বরূপ আত্মা এই নিশ্চয় প্রত্যয়স্বরূপ লভ্য; প্রপঞ্চোপশম—তিনি জগৎ প্রপঞ্চ উপাধি রহিত; শান্ত রাগ দ্বেষাদিশূন্য; শিব—মঙ্গলময় বিশুদ্ধ; অদ্বৈত বিধাভেদশূন্য, নির্ব্বিশেষ শুদ্ধচিন্মাত্র; চতুর্থ—পাদ ত্রয় হইতে ভিন্ন তুরীয় ব্রহ্ম। সেই উপাধি রহিত তুরীয়ই আত্মা। নির্গুণ ব্রহ্ম যখন গুণবান হয়েন তখন তিনি সর্ব্বেশ্বর, তিনি সকলকে জানেন, তিনি অন্তর্যামী, সকলের অন্তরে থাকিয়া সকলের প্রেরক। এই প্রাজ্ঞ পুরুষই সকলের যোনী অর্থাৎ কারণ স্বরূপ যে হেতু ইনি সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও প্রলয় স্থান। শ্রুতি ইঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলেন "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোহন্তর্যাম্যেষ—যোনিঃ সর্ব্বস্যপ্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্। ইনিই অবতার গ্রহণ করেন। যোগমায়া সমাবৃত হইয়াই ইনি মনুষ্য মৎস্য কূর্ম্মাদিরূপে অবতীর্ণ হয়েন অথচ ইঁহার স্বরূপাবস্থান ক্ষণতরেও পরিত্যক্ত হয় না। দেহধারণটা তিনগুণের যোগেই হয়—তাহাই মায়া ইহাই আত্মস্বরূপকে আবরণ করিয়া রাখে। আমার মায়া আমার অধীন—আমি মায়াধীশ, মানুষ কিন্তু মায়াধীন।

একদিকে আমি মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন আবার জীবও মায়ায় মোহিত, সেই জন্য ভক্ত ভিন্ন কেহই আমাকে জানিতে পারে না। এই মূর্ত্তিও যে আমি ইহা জানিবার জন্য উপাসনা করিতে হয়। উপাসনা দ্বারা আমার প্রসাদে আমার মায়া যবনিকা ভেদ করিয়া, ভক্ত সাধক জনন মরণ রহিত রূপে আমাকে জানিতে পারে। যাহারা সাধক নহে তাহারা আমাকে জানিতে পারে না। ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ। মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্। ইহা স্মরণকর।

গুণত্রয়ের যোগ বা একত্রাবস্থান হয় কেন যদি জিজ্ঞাসা কর তাহার উত্তরে "যোগো মম সঙ্কল্প" এই যোগ আমারই সঙ্কল্প। আমার সঙ্কল্প বশবর্ত্তিনী যে মায়া, তাহারই নাম যোগমায়া। অভক্তজন আমার সঙ্কল্প বশবর্ত্তিনী মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন। সকলেই কিন্তু ইহা জানে যে "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"। ভক্তজন নিজের অহং অভিমান ত্যাগ করিয় আমার আশ্রয় গ্রহণ করেন—নিজের সামর্থ্যে কিছুই হয় না জানিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়া আমার উপাসনা করেন এবং আমার প্রসাদে রজঃ ও তম অতিক্রম করিয়া সত্ত্বগুণে নিত্য অবস্থান করিতে করিতে গুণাতীত হইয়া আমাকে লাভ করেন কিন্তু অভক্ত জন নিজের অহং অভিমানে আমার আশ্রয়ে আসিতে চায় না। কখন বা ইহারা আমার রামকৃষ্ণাদি মূর্ত্তিকে সঙ্কীর্ণ ভাবিয়া মূর্ত্তিপূজা করে না, কখন বা কোন প্রকার উপসনা না করিয়া নিজ

অহঙ্কার বশে "সোঽহং" "সোঽহং" এই শাস্ত্র কথা শুনিয়া সোঽহং সাজিয়া থাকে। ইহারা গিরিগোবর্দ্ধনও ধারণ করে না, মৃত গুরুপুত্রও বাঁচাইতে পারে না, কোন অসুরও বিনাশ করিতে পারে না তবু বলে আমিই শ্রীকৃষ্ণ—তোমরা ব্রজ-গোপী, তোমরা আমাকে ভজনা কর। যোগমায়া ইহাদিগকে এইরূপ মোহে আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন। যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা দীনের দীন হইয়া গুরুদত্ত সাধনা দ্বারা প্রাণপণে আমার উপাসনা করেন। উপাসনা দ্বারা আমার প্রসন্নতা লাভ করেন। তখন আমি আমার মায়া আবরণ সরাইয়া ইহাদিগকে স্বরূপে দেখা দেই॥ ২৫॥

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্তু বেদ ন কশ্চন॥ ২৬॥

হে অর্জ্জুন সমতীতানি অতিক্রান্তানি ভূতানি বর্ত্তমানানি ইদানীং বিদ্যমানানি ভবিষ্যাণি অনাগতানি চ ভূতানি এবং কালত্রয়বর্ত্তীনি স্থাবরজঙ্গমাদীনি সর্ব্বাণি অহং চ বেদ অহন্তু জানে। মাং তু কশ্চন কশ্চিদপি মদনুগ্রহভাজনং মদ্ভক্তং বিনা ন বেদ ন জানাতি। মন্মায়া মোহিতত্বাৎ। অতো মত্তত্ত্ববেদনাভাবাদেব প্রায়েণ প্রাণিনো মাং ন ভজন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ২৬॥

হে অর্জ্জুন! আমি ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান সমস্ত [স্থাবরজঙ্গমাত্মক] পদার্থকে জানি। আমাকে কিন্তু কেহই জানে না॥ [আমার অনুগ্রহ ভাজন ভক্ত বিনা কেহই ব্রহ্মবিৎ হইতে পারে না—ব্রহ্মকেও জানিতে পারে না]॥ ২৬॥

অর্জ্জুন—পূর্ব্বে বলিলে "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ" যোগমায়াচ্ছন্ন বলিয়া মূর্ত্তিধারী তুমি, তুমি সকলের গোচর হওনা। তুমি কিন্তু ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু হইতেছে সকলকেই জানিতেছ। ইহা কিরূপে হয়?

ভগবান্—আমি যোগমায়া সমাচ্ছন্ন হইলেও মায়া আমাকে মোহিত করিতে পারে না। জীব কিন্তু মায়া দ্বারা মোহিত হয়। এই কারণে আমি সকলকেই জানি। জীব আমাকে

জানে না। মায়া আমাতে ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন করিতে পারে না। কিন্তু জীবকে ভ্রমজ্ঞানে আচ্ছন্ন করে। যেমন কোন মায়াবী ইন্দ্রজাল দেখাইয়া দর্শকবৃন্দকে মোহিত করে নিজে কিন্তু মোহিত হয় না—নিজে ইন্দ্রজালকে ইন্দ্রজাল বলিয়াই জানে, সেইরূপ আমি স্বস্বরূপে থাকিলেও আমার মায়া দ্বারা সাধারণ জীব মোহিত হয়। যাহারা কিন্তু আমার ভক্ত তাহারা মায়া অতিক্রম করিতে পারে।

ইচ্ছা দ্বেষ সমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত !
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥২৭॥

ধা
হে পরন্তপ ! শত্রুসন্তাপকর হে ভারত ! সর্ব্বভূতানি সর্গে
শ্রী যা শ শ
সৃজ্যত ইতি সর্গঃ, সর্গেঃ জন্মকাল এব জন্মনি উৎপত্তিকালইত্যেতৎ
বি
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ইন্দ্রিয়াণামনুকূলে বিষয়ে ইচ্ছা প্রতি-
বি ম
কূলে দ্বেষঃ ইচ্ছাদ্বেষাভ্যামনুকূলপ্রতিকূলবিষয়াভ্যাং সমুত্থিতেন
ম
শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বনিমিত্তেন মোহেন অহং সুখী অহং দুঃখীত্যাদি-
ম শ শ্রী
বিপর্য্যয়েণ সংমোহং সংমূঢ়তাং যান্তি অহমেব সুখীদুঃখী চেতি গাঢ়-
শ্রী বি
তরমভিনিবেশং প্রাপ্নুবন্তি যদ্বা অহং সম্মানিতঃ সুখী, অহমবমানিতো
বি বি
দুঃখী, মমেয়ং স্ত্রী মমায়ং পুরুষঃ ইত্যাদ্যাকারক আবিষ্টকো যো
বি রা
মোহস্তেন সংমোহং স্ত্রীপুত্রাদিষত্যন্তাসক্তিং প্রাপ্নুবন্তি। গুণময়েষু
রা রা
সুখদুঃখাদিষু দ্বন্দ্বেষু পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মনি যদ্বিষয়াবিচ্ছাদ্বেষৌ রাগদ্বেষৌ
রা রা
অভ্যস্তৌ তদ্বাসনয়া পুনরপি জন্মকাল এব তদেবং দ্বন্দ্বাখ্যমিচ্ছাদ্বেষ-
রা রা নী
বিষয়ত্বেন সমুপস্থিতং ভূতানাং মোহনং ভবতি। সৃষ্টৌ চ সর্ব্বেষাং
নী
মোহোঽস্তি অশোভনে স্ত্র্যাদৌ শোভনাধ্যাসাৎ, অসত্যে প্রপঞ্চে

নী নী
সত্যত্বাধ্যাসাৎ, সত্যেচাত্মনোঽসত্ত্বেঽসত্যত্বাধ্যাসাৎ অনিত্যে স্বর্গাদৌ
নী ম
নিত্যত্বাধ্যাসাৎ, অনাত্মনি দেহাদাবাত্মাধ্যাসাৎ। ন হীচ্ছাদ্বেষরহিতং
ম ম
কিঞ্চিদপি ভূতমস্তি, ন চ তাভ্যামাবিষ্টস্য বহির্বিষয়মপি জ্ঞানং
ম
সম্ভবতি কিং পুনরাত্মবিষয়ম্, অতো রাগদ্বেষব্যাকুলান্তঃকরণত্বাৎ
ম ম
সর্ব্বাণ্যপি ভূতানি মাং পরমেশ্বরমাত্মভূতং ন জানন্তি, অতো ন ভজন্তে
ম
ভজনীয়মপি ॥২৭॥

হে পরন্তপ ভারত! সমস্ত প্রাণী জন্মকাল হইতেই রাগদ্বেষজাত শীতোষ্ণ সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বনিমিত্ত মোহে হতজ্ঞান হয় ॥২৭॥

অর্জ্জুন—বলিতেছিলে 'তুমি সকলকেই জান তোমাকে কেহ জানে না। কেন জানেনা? ভগবান্—প্রাণিদিগের জন্ম অনাদি—কতদিন হইতে জন্মগ্রহণ করিতেছে কে বলিবে? কাজেই বহুজন্মের ইচ্ছা লইয়াই ইহারা জন্মে। জন্ম জন্ম ইহারা ইন্দ্রিয়ের অনুকূল বিষয়ে রাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ করিয়া করিয়া সেই অভ্যাস লইয়াই ইহারা জন্মে। কাজেই জন্মকাল হইতেই ইহারা ইচ্ছা দ্বেষ জাত সুখ-দুঃখ শীত-উষ্ণ ইত্যাদি মোহে আচ্ছন্ন হয়। সৃষ্টিমাত্র ইহারা অসুন্দরে সুন্দর অধ্যাস, 'অসত্য প্রপঞ্চে সত্যত্ব অধ্যাস, সত্য আত্মায় অসত্য অধ্যাস, অনিত্য স্বর্গাদিতে নিত্যত্ব অধ্যাস, দেহাদি অনাত্মায় আত্মার অধ্যাস করিয়া ফেলে। কোন প্রাণীই ইচ্ছাদ্বেষ রহিত হইয়া জন্মে না। ইচ্ছাদ্বেষ যুক্ত থাকিলে বাহিরের বিষয়ও জানিতে পারে না। আত্মবিষয়ক জ্ঞান ত দূরের কথা। অতএব রাগ-দ্বেষ ব্যাকুল যাহাদের অন্তঃকরণ তাহারা আমি যে পরমেশ্বর আমাকে আত্মভূত বলিয়া জানে না, তাই আমাকে ভজনা করেনা। ২৭।

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

শ
পুণ্যকর্ম্মণাং পুণ্যং কর্ম্ম যেষাং সত্ত্বশুদ্ধিকারণং বিদ্যতে তে
শ ম শ্রী শ
পুণ্যকর্ম্মাণস্তেষাং অনেকজন্মসু পুণ্যাচরণশীলানাং যেষাং তু পুনঃ

ম হ যা যা
জনানাং সফলজন্মনাং পাপং দুষ্কৃতং অনাদিকালপ্রবৃত্তং পাতকং
নী নী যা বি
অনুগতং অন্তং নাশং প্রাপ্তম্ বিনষ্টমিতিযাবৎ সত্ত্বগুণোদ্রেকে সতি
বি বি
তেষাং তমোগুণহ্রাসঃ। তস্মিন্ সতি তৎকার্য্যো মোহোঽপি হ্রসতি।
বি বি
মোহহ্রাসে সতি তে খল্বত্যাসক্তিরহিতা যাদৃচ্ছিকমহদ্ভক্তসঙ্গেন ভজন্তে
যা শ্রী
মাত্রম্। তে জনা দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তাঃ দ্বন্দ্বনিমিত্তেন মোহেন বিনির্ম্মুক্তাঃ
ম ম শ
দৃঢ়ব্রতাশ্চ সন্তঃ সর্ব্বথা ভগবানেব ভজনীয়ঃ ইত্যেবং সর্ব্বপরিত্যাগ-
শ শ নী নী
ব্রতেন নিশ্চিতবিজ্ঞানা দৃঢ়ব্রতা উচ্যন্তে। শমদমাদিদার্ঢ্যভাজোভূত্বা
ম ম ম
মাং পরমাত্মানং ভজন্তে অনন্যশরণাঃ সন্তঃ সেবন্তে ॥ ২৮ ॥

কিন্তু পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যাহাদের পাপ বিনষ্ট হইয়াছে সেই সমস্ত দ্বন্দ্ব-মোহবিনির্ম্মুক্ত দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিগণ আমাকে ভজনা করেন ॥ ২৮ ॥

অর্জ্জুন—যদি প্রাণীমাত্রেই দ্বন্দ্বমোহে অজ্ঞান, সকলেই যদি মোহগ্রস্ত, কেহই যদি তোমাকে আত্মভূত বলিয়া জানিতে পারে না—এজন্য আত্মভাবে কেহই তোমাকে ভজনা করিতে পারে না, তবে পূর্ব্বে যে 'চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং' বলিয়াছ, কিরূপে তাঁহারা তোমার ভজনা করেন ?

ভগবান্—সকলেই মায়ামোহিত সত্য কিন্তু অনেক জন্মের সুকৃতি বশে যাঁহারা পুণ্যকর্ম্ম করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছেন তাঁহাদের পাপ সমূহ অপগত হয় এবং তাঁহাদের দ্বন্দ্বমোহও ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যায়। পূর্ব্বসঞ্চিত পাপক্ষয়ের জন্য পুণ্যকর্ম্ম করা এত আবশ্যক। আসক্তি পূর্ব্বক অন্যদিকে দৃষ্টি করাই পাপ। সাত্ত্বিক আহার ও যথা নিয়মে নিত্যক্রিয়া দ্বারা যেরূপ পুণ্য সঞ্চয় হয় সেইরূপ ভগবান্ সকল জীবে আছেন, ইহা মনে করিয়া জীব সেবা করাতেও পুণ্যকর্ম্ম হয়। এই কর্ম্ম নিষ্কাম। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যসঞ্চয় হইলে দ্বন্দ্বমোহ আর থাকে না। তখন ভগবান্ ভিন্ন ভজনীয় আর কিছুই নাই—এই নিশ্চয় জ্ঞানে সমস্ত ত্যাগ করিয়া ভগবানকেই ভজনা করিব এইরূপ দৃঢ়ব্রত তাঁহারা হয়েন। চারি প্রকার ভক্তের কথা পূর্ব্বে যে বলিয়াছি তাঁহারা সকলেই এইরূপে আমার ভজনা করেন ॥ ২৮ ॥

জরামরণ মোক্ষায় মমাশ্রিত্য যতন্তি যে
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলান্ ॥ ২৯ ॥

যে সংসারদুঃখান্নির্বিন্না জনা জরামরণমোক্ষায় জরামরণাদিরূপ-সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তয়ে মাং পরমেশ্বরং সগুণং ভগবন্তং আশ্রিত্য মৎসমাহিতচিত্তাঃ সন্তঃ ইতরসর্ব্ববৈমুখ্যেণ শরণং গত্বা যতন্তি মদর্পিতানি ফলাভিসন্ধিশূন্যানি বিহিতানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি তে ক্রমেণ শুদ্ধান্তঃকরণাঃ সন্তঃ যৎ ব্রহ্ম পরং তদ্বিদুঃ জানীয়ুঃ তথা কৃৎস্নং সমস্তং অধ্যাত্মং প্রত্যগাত্মবিষয়ং বস্তু তদ্বিদুঃ অখিলং সমস্তং চ কর্ম্ম বিদুঃ তৎসাধনভূতমখিলং সরহস্যং কর্ম্ম চ জানন্তি ইত্যর্থঃ। কথং ব্রহ্মবিদুরিত্যপেক্ষায়াং সমস্তাধ্যাত্মবস্তুত্বেন সকলকর্ম্মত্বেন চ তদ্বিদুরিত্যাহ কৃৎস্নমিতি ॥ ২৯ ॥

জরামরণ হইতে মুক্তিলাভের জন্য আমাকে আশ্রয় [আমাতে চিত্ত সমাধান] করিয়া যাঁহারা [নিষ্কামভাবে বিহিত কর্ম্ম করিতে] প্রযত্ন করেন তাঁহারা [যে ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ] সেই ব্রহ্মকে জানেন, সমস্ত অধ্যাত্ম বস্তু জানেন এবং সমস্ত কর্ম্মও [ব্রহ্মপ্রাপ্তি জন্য সাধন] জানেন ॥ ২৯ ॥

অর্জ্জুন—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা সিদ্ধির জন্য লোকে অন্য দেবতা ভজনা করে, কিন্তু তোমাকে যাঁহারা ভজনা করেন তাঁহাদের লক্ষ্য কি ?

ভগবান্—জরামরণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করাই আমাকে ভজনা করার প্রয়োজন। সেইজন্য আমার আশ্রয় লইতে হয়। বিষয় বিমুখ হইয়া আমাতে একনিষ্ঠ হওয়াই আমাকে আশ্রয় করা। ইহারই নাম আমাতে সমাহিত চিত্ত হওয়া।

অর্জ্জুন—তুমি বলিতেছ "মামাশ্রিত্য যতন্তি যে" "তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ" তোমার ভজনা করিলে যিনি পরমব্রহ্ম তাঁহাকে জানিতে পারিবেন। এখানে "মাম্" কি সগুণব্রহ্মকে বলিতেছ? সগুণব্রহ্ম যে তুমি তোমাকে ভজনা করিয়া নির্গুণব্রহ্মকে জানিবেন—ইহাই কি বলিতেছ?

ভগবান্—অবতারগুলি সগুণব্রহ্ম। শ্রীভগবান ইঁহারাই। শ্রীভগবানকে আশ্রয় করিয়া জরামরণ হইতে মুক্তি লাভের জন্ত যাঁহারা যাগযজ্ঞাদি বহিরঙ্গ সাধন করিবেন এবং শ্রবণ মননাদি অন্তরঙ্গ সাধন করিবেন সেইরূপ সাধক সগুণব্রহ্ম উপাসনা করিয়া জগতের উপাদানভূত পর-ব্রহ্মকে জানিতে পারিবেন, আত্মাকে আশ্রয় করিয়া যাহা কিছু বিদ্যমান সেই সমস্ত অধ্যাত্মবস্তু অবগত হইবেন এবং যাবতীয় সাধন কর্ম্ম অবগত হইবেন। ইঁহারা পরব্রহ্মকে জানিলেই বুঝিতে পারিবেন যে পরব্রহ্মই অধ্যাত্ম—ইনিই আত্মাশ্রিতবস্তু আবার ইনিই সমস্ত কর্ম্মরূপে অবস্থিত।

অর্জ্জুন—ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কর্ম্ম পরে পরে যে বলিতেছ তাহা কি কিছু লক্ষ্য করিয়া বলিতেছ?

ভগবান—সগুণ ঈশ্বরকে ভজনা করিলে তৎপদলক্ষিত নির্গুণব্রহ্ম, ত্বম্পদলক্ষিত শরীরীরূপে ভাসমান্ আত্মা ও এতদুভয়ের সাধনরূপ নিষ্কামকর্ম্ম ও শ্রবণমননাদি নিখিল কর্ম্মতত্ত্ব জানিতে পারিবে ॥ ২৯ ॥

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যেবিদুঃ।

প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥

নী নী

যে জনাঃ সাধিভূতাধিদৈবং অধিভূতঞ্চ অধিদৈবঞ্চ তাভ্যাং সহিতং

ম ম ম ম

তথা সাধিযজ্ঞঞ্চ অধিযজ্ঞেন চ সহিতং মাং বিদুশ্চিন্তয়ন্তি তে যুক্ত-

ম যা যা ম

চেতসঃ সন্তঃ সদাসক্তমনসঃ সন্তঃ তৎসংস্কারপাটবাৎ প্রয়াণকালেঽপি

ম ম

প্রাণোৎক্রমণকালে ইন্দ্রিয়গ্রামস্যাত্যন্তব্যগ্রতায়ামপি চ অযত্নেনৈব

ম ম ম শ্রী শ্রী

মৎকৃপয়া মাং সর্ব্বাত্মানং বিদুঃ জানন্তি। ননু তদাপি ব্যাকুলীভূয়

শ্রী নী

মাং বিস্মরন্তি, অতো মদ্ভক্তানাং ন যোগভ্রংশশঙ্কেতি ভাবঃ। অধি

শ্রী

ভূতাদিপদার্থস্তু ভগবানেব উত্তরাধ্যায়ে ব্যাখ্যাস্যতীতি নোক্তবন্তো

নী

বয়ম্ ॥ ৩০ ॥

যাঁহারা আমাকে অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের সহিত জানেন সেই সকল ব্যক্তি আমাতে আসক্তচিত্ত বলিয়া মরণসময়েও আমাকে জানেন [মরণ মূর্চ্ছাতেও আমাকে বিস্মৃত হন না) ॥ ৩০ ॥ অধিভূতাদির অর্থ ৮ম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য ।

অর্জ্জুন—সগুণব্রহ্মের উপাসনা করিলে কি মরণমূর্চ্ছাতেও তোমার বিস্মৃতি ঘটিবে না ?

ভগবান্—যাঁহারা উত্তম অধিকারী, তাঁহাদের জন্য জ্ঞেয়ব্রহ্ম। যাহারা মধ্যম অধিকারী তাঁহাদের জন্য ধ্যেয়ঈশ্বর। যাহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে জানেন তাঁহারা মৃত্যুকালেও আমাকে বিস্মৃত হইবেন না। মূর্চ্ছাবস্থাতেও আমি তাঁহাদের হৃদয়ে উদিত হই। আমার ভক্তকে বিপদকালে আমি কখনও ত্যাগ করি না।

অর্জ্জুন—এই অধ্যায়ের একটা উপসংহার করিবে না ?

ভগবান্—প্রথম ষট্‌কের সহিত মিলাইয়া এই অধ্যায় পরিসমাপ্তি করিতেছি শোন।

যোগী হইতে হইলে যেরূপ সাধনা আবশ্যক শ্রীগীতা প্রথম ছয় অধ্যায় ধরিয়া তাহাই উল্লেখ করিলেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে আমি তাহাই উল্লেখ করিয়াছি। অতি সংক্ষেপে এখানে বলিয়া ৭ম অধ্যায়ে যাহা বলিলাম তাহা অল্প কথায় বলিতেছি শ্রবণ কর।

(১) সঙ্কল্প-জাত কামনা একবারে ত্যাগ কর। আমার উদ্দেশ্য এই—এই এই কর্ত্তব্য আমাকে করিতে হইবে এইরূপ ভাবনাই সঙ্কল্পজাত কাম। পরে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য উপায় অবলম্বন করিয়া সেইমত কার্য্য করা ইহাই সঙ্কল্পজাত কামনার কার্য্য। শরীর রক্ষার জন্য আহার নিদ্রার ব্যবস্থা, ঋণশোধের জন্য অর্থাগম চেষ্টা, আশ্রিতরক্ষার জন্য নানাবিধ কার্য্য এই সমস্ত ত্যাগ কর। গীতোক্ত যোগী যিনি তাঁহার প্রথম কার্য্যই সঙ্কল্পজাত কামনা ত্যাগ। যিনি ইহা না পারেন তিনি যোগারূঢ় অবস্থা লাভ করিতে পারেন নাই। যাঁহার এখনও নানাবিধ কার্য্য আছে তিনি যোগারূঢ় হইতে পারিবেন না। এরূপ ব্যক্তিকে গীতা সঙ্কল্পজাত শুভকামনা করিতে বলেন। তিনি শুভকামনা মত কর্ম্ম করুন সঙ্গে সঙ্গে আরুরুক্ষের কার্য্য যাহা তাহাই করুন। এই কার্য্য যথাসময়ে কুম্ভক অভ্যাস এবং অন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে যুক্তাহার বিহারের জন্য যাহা আবশ্যক তাহা করা। কুম্ভকাদি অভ্যাসও যাহার সাধ্যাতীত তিনি সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত বিধিমত করিতে থাকুন এবং শ্রীভগবানের সন্তোষের জন্য জীবসেবারূপ কর্ম্মও করুন। জীবের মধ্যে শ্রীভগবান আছেন সর্ব্বদা ইহা স্মরণ রাখিয়া শ্রীভগবানের সেবা করিতেছি এই বোধে পিতা মাতা ভাই বন্ধু এবং যথাপ্রাপ্ত সমাজ-সেবা করিতে থাকুন এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম দ্বারা সমাজের কার্য্য করুন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মসেবা, সংসারসেবা, জীবসেবা প্রভৃতি শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থ নিষ্কাম-ভাবে করিতে করিতে তাঁহার মন প্রসন্ন হইবে। তখন শ্রীভগবান তাঁহার কর্ম্ম সংক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে আরুরুক্ষু যোগীর অবস্থায় আনিয়া দিবেন। তিনি কুম্ভকাদি সাধনা করিয়া যোগারূঢ় অবস্থায় আসিবেন এবং এই অবস্থায় একান্তে আসিয়া তিনি সঙ্কল্প-প্রভব কাম নিঃশেষে ত্যাগ করিবেন।

(২) সঙ্কল্পজাত কাম ত্যাগ হইলেও স্বাভাবিক কাম যাইবে না। চক্ষু রূপ দেখিলেই সুখীদুঃখী হইবে, কর্ণ শব্দ শুনিলেই রাগ দ্বেষ করিয়া ফেলিবে, শরীর বায়ুস্পর্শ করিলেই শীতোষ্ণাদি অনুভব করিবে। এইরূপে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত ইত্যাদি ঋতুতে ইন্দ্রিয়গণ সুখীদুঃখী হইবে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগে যে সুখদুঃখাদির অনুভব তাহাই স্বভাবজ কাম। গ্রীষ্মে শীতল বায়ু রমণীয় বোধ হওয়া, বর্ষায় বারিধারা দ্বারা ক্লেশ অনুভব করা ইহাও স্বভাবজ কাম। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভ্যাস বশেই ইহা সহজ হইয়া গিয়াছে। এই স্বভাবজ কাম ত্যাগের জন্য শ্রীগীতা বলিতেছেন 'মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ'। ভিতরে ধ্যান থাকিলে ইন্দ্রিয়গণ বাহিরে কার্য্য করিতে পারে না। ভিতরে সূর্য্যদেব প্রবেশ করিলেন, আমি ভিতরে তাঁহাকে দেখিতেছি কিন্তু বাহিরে চাহিয়া আছি—ইহার অভ্যাসে ধ্যান অভ্যাস হয়। ধ্যান অভ্যাসে ইন্দ্রিয় সংযম হয়। প্রথম প্রথম দুঃখ প্রতীকার না করিয়া শীতোষ্ণ সুখদুঃখ অল্পে অল্পে সহ্য করিতে অভ্যাস করা উচিত, সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ভাবনা রাখিয়া বাহিরে প্রবাহিত ইন্দ্রিয় শক্তিকে প্রত্যগাত্মায় প্রবাহিত করিতে অভ্যাস করা উচিত। ইহাতেই স্বভাবজ কাম ত্যাগ হইবে। ইন্দ্রিয় নিরোধ যোগীর দ্বিতীয় কার্য্য।

(৩) যোগীর তৃতীয় কার্য্য উপরম। ধৈর্য্যযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ আত্মার দিকে যাইতে হইবে। বিষয় হইতে পূর্ণভাবে মনকে প্রত্যাহার করা একবারে হয় না এইজন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া, ইন্দ্রিয় নিরোধ করিয়া, সমাধি অভ্যাস করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় সর্ব্বদা থাকিতে বিশেষ ক্লেশ আছে বলিয়া হট্ করিয়া ইহা করিবে না। ধীরে ধীরে ত্যাগ করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) আত্মসংস্থ হওয়াই যোগীর চতুর্থ কার্য্য। আত্মা পরম রসময় ইহার ধারণা প্রবল করিয়া পূর্ব্বোক্ত উপায়ে মনকে আত্মাতে রাখিতে হইবে। জ্বালা পায় মন—বিষয়ে আসিয়া বিষয় চিন্তা করিয়া। মন সমস্ত জ্বালা জুড়াইবে আত্মাতে থাকিয়া এবং সর্ব্বচিন্তা ত্যাগ করিয়া। সর্ব্বচিন্তা ত্যাগ করিয়া আত্মসংস্থ হওয়াই যোগীর শেষ কার্য্য! এইটি পর্য্যন্ত আয়ত্ব হইয়া গেলেই যোগী সিদ্ধ হইলেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই পর্য্যন্ত বলা হইল।

এখন সপ্তম অধ্যায়ে বলিতেছেন যোগী আপনা হইতে যুক্ততম অবস্থা লাভ করেন কিন্তু আপনা হইতে যাহা হয় তাহা ধরিয়া যোগীকে যুক্ততম হইতে হইবে। যুক্ততম হইতে হইলে যাহা যাহা সাধনা করিতে হইবে তাহাই বলিতেছি।

আমাতে মন রাখিয়া যোগ অভ্যাস করিতে করিতে যে জ্ঞান ও বিজ্ঞান উদয় হইবে সেইটি প্রথমে শুনিয়া আমাকে ভজন করিতে হইবে। ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য জ্ঞানই যোগীর আবশ্যক। প্রথমেই শ্রীভগবানের পরা ও অপরা প্রকৃতি জ্ঞান। পরে গুণত্রয়ের কার্য্য কি জানিয়া রাখ। গুণত্রয়ের যোগই যোগমায়া। এই যোগমায়ার প্রভাবেই লোকে ভক্ত হইতে পারে না। যোগমায়ার প্রভাবে লোকে পাপ কর্ম্ম করে। পাপী কখন ভক্ত হইতে পারে না। কিন্তু পুণ্যকর্ম্মদ্বারা যখন পাপ ক্ষয়, যখন জীব সেবা দ্বারা ভগবানের সেবা করিতেছি বোধ হয়,

এবং সঙ্গে সঙ্গে নিত্যকর্ম্ম দ্বারা ভিতরে আনন্দ আইসে তখনই ভক্তের স্তরে আসা যায়। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু এবং অর্থার্থি ইহারা সকাম ভক্ত। কিন্তু জ্ঞানীই নিকাম ভক্ত। যাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা তৃপ্তির জন্য অন্য দেবতা ভজন করে, তাহারা অন্য দেবতাকে আমা হইতে পৃথক্ শক্তি মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হয়। বেদে ইন্দ্রাদি দেবতার কথা যাহা আছে তাহা পরব্রহ্মেরই নাম। সমস্ত দেবতা পরব্রহ্মেরই অঙ্গভূত। সমস্ত দেবতাই তিনি। পরন্ত ভাব জানে না বলিয়া মূঢ় ব্যক্তি দেবতা সমূহকে পৃথক্ শক্তি মনে করে এবং এই জন্যই শ্রীভগবানের অবতারকে দেহাভিমানী সামান্য মানুষের মত বোধ করিয়া ইহারা ইঁহাকেই পরমাত্মা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্র শুনিয়াছেন তাঁহারা জানেন সেই তুরীয় ব্রহ্মই সুষুপ্তিতে ঈশ্বর, অন্তর্য্যামী, সকলের প্রেরক, ইনিই প্রাজ্ঞ পুরুষ রূপে প্রথমেই বিবর্ত্তিত হয়েন। স্বপ্নাবস্থায় এই পুরুষই অন্তঃ-প্রজ্ঞ, তিনি নিদ্রাবস্থায় সপ্তাঙ্গ, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ প্রাণ এবং মনঃবুদ্ধি চিত্ত ও অহংকার এই একোনবিংশতি দ্বারা সূক্ষ্ম সংস্কার ভোগ করেন। ইনিই তৈজস পুরুষ। আবার এই ব্রহ্মই জাগ্রত অবস্থায় বৈশ্বানর ইনিও সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি মুখে রূপরসাদি বিষয় ভোগ করেন। জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তিতে যিনি বিবর্ত্তিত হন তিনিই মায়া আশ্রয়ে অবতার রূপেও বিবর্ত্তিত হয়েন—অথচ তিনি ক্ষণকালের জন্য স্বস্বরূপ হইতে বিচ্যুত হয়েন না। অবতারের উপাসনা করিতে তিনিই যে ব্রহ্মরূপে সর্ব্বত্র আছেন ইহার জ্ঞান হয়। ইহাই হইল সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা হইতে নির্গুণ ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করা। এইরূপ জ্ঞান যাঁহার হয় মরণ মূর্চ্ছায় ইন্দ্রিয় বিকল হইলেও আমি অন্তরে থাকিয়া সেই সাধককে আমার নিকটে লইয়া যাই। জ্ঞানবিজ্ঞান যোগে ইহাই বলা হইল। এখানে ইহাও স্মরণ রাখ যে নির্গুণব্রহ্ম, সগুণব্রহ্ম বা মায়াশ্রয়ীপুরুষ ও জড় ও জীবা কর্ম্মাশ্রয়ী চৈতন্য এই তিনটিকেই গীতা ক্ষর, অক্ষর ও উত্তম পুরুষ বলিতেছেন। নির্গুণব্রহ্মে স্থিতিলাভ যাঁহারা করিতে পারেন তাঁহাদের প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না। ইহারা সদ্যোমুক্তি লাভ করেন। ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবলীয়ন্তে। নির্গুণ উপাসকের প্রাণ উৎক্রান্ত হয়না এইখানেই স্ব স্বরূপে লীন হয়। যাহারা ইহা পারেন না তাঁহাদের জন্য সগুণ উপাসনা। সগুণ উপাসনায় ক্রম মুক্তি লাভ হয়। শ্রুতিতে সগুণ নির্গুণ উভয় ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে। মাণ্ডুক্যশ্রুতি নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে সমস্ত বলিয়া শেষে বলিতেছেন "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্ চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ" নির্গুণ উপাসনার অধিকারী বিরল বলিয়া শ্রীগীতা অর্জ্জুনকেও সগুণ উপাসনা অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। এ সম্বন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের শেষ অংশ, ঐ অধ্যায়ের ৩।৪।৫।৬।৭।৮ ইত্যাদি শ্লোকে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।

ওঁ তৎ সৎ

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্ম পর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে
জ্ঞান বিজ্ঞান যোগোনাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু

শ্রীশ্রীআত্মারামায় নমঃ।

শ্রীশ্রীগুরুঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অক্ষর ব্রহ্ম যোগঃ।

ঐশ্বর্য্যাক্ষর যাথাত্ম্যম্ ভগবচ্চরণার্থিণাম্।
বেদ্যোপাদেয় ভাবানামষ্টমে ভেদ উচ্যতে॥ যামুনাচার্য্য।

অর্জ্জুন উবাচঃ—

কিন্তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে॥ ১॥
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ॥ ২॥

অর্জ্জুন উবাচ ঃ—

হে পুরুষোত্তম! জরামরণমোক্ষায় যতমানানাং জ্ঞাতব্যত্বয়োক্তং তৎ ব্রহ্ম কিং? সোপাধিকং নিরুপাধিকং বা কিং পরমাত্মচৈতন্যং কিং জীবাত্মচৈতন্যং বা তদ্ব্রহ্মেত্যর্থঃ। অধ্যাত্মং কিং? আত্মানং দেহমধিকৃত্য তস্মিন্নধিষ্ঠানে তিষ্ঠতীত্যধ্যাত্মং কিং শ্রোত্রাদিকরণগ্রামো বা প্রত্যক্চৈতন্যং বা সূক্ষ্মভূতবৃন্দং বা কর্ম্ম কিং? লৌকিকং বৈদিকং

ব　ম
বা অধিভূতং চ কিং প্রোক্তং ? পৃথিব্যাদিভূতমধিকৃত্য যৎ কিঞ্চিৎ
ম
কার্য্যং অধিভূতপদেন বিবক্ষিতম্ কিংবা সমস্তমেব কার্য্যজাতম্।
ম　ম
চকারঃ সর্ব্বেষাং প্রশ্নানাং সমুচ্চয়ার্থঃ। অধিদৈবং কিং
ম
উচ্যতে ? দেবতাবিষয়মনুধ্যানং বা সর্ব্বদৈবতেষ্বাদিত্যমণ্ডলাদিষ্বনুস্যূতং
ম
চৈতন্যংবা ॥ ১ ॥

যা
হে মধুসূদন ! অত্র যো যো যাং যাং তনুমিচ্ছতি পূর্ব্বং ত্বয়া
যা　যা　য
নির্দ্দিষ্টে অস্মিন পরিদৃশ্যমানে দেহে ইন্দ্রিয়াদিরূপে অধিযজ্ঞঃ কঃ ?
শ্রী
অত্র দেহে যো যজ্ঞো বর্ত্ততে, তস্মিন্ কোঽধিযজ্ঞোঽধিষ্ঠাতা
শ্রী　ম
প্রয়োজকঃ ফলদাতা চ ক ইত্যর্থঃ যদ্বা অধিযজ্ঞো যজ্ঞমধিগতো
ম　ম　যা　আ
দেবতাত্মা বা পরব্রহ্ম বা স চ কথং কিং প্রকারঃ ? অথবা কেন প্রকারেণ
আ　ম
ব্রহ্মত্বেন চিন্তনীয়ঃ ? কিং তাদাত্ম্যেন কিং বাত্যন্তাভেদেন ? সর্ব্বথাপি
ম　ম
স কিমস্মিন্দেহে বর্ত্ততে, ততো বহির্ব্বা ? দেহে চেৎ স কোঽত্র
ম　ম
বুদ্ধ্যাদিস্তদ্ব্যতিরিক্তো বা ? অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্রেতি ন প্রশ্নদ্বয়ম্
ম
কিন্তু সপ্রকার এক এব প্রশ্নইতি দ্রষ্টব্যম্। প্রয়াণকালে চ
শ্রী　ব
অন্তকালে চ প্রয়াণেতি তদা সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যগ্রতয়া চিত্তসমাধানা-
ব　ম　শ্রী
সম্ভবাদিতি ভাবঃ কথং কেন প্রকারেণ কেনোপায়েন বা নিয়তাত্মভিঃ

ম শ্রী যা ম

সমাহিতচিত্তৈঃ পুরুষৈঃ জ্ঞেয়োঽসি জ্ঞাতব্যোসি? এতৎ সর্ব্বং

ম

সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ পরমকারুণিকত্বাচ্চ শরণাগতং মাং প্রতি কথয়ে-

ম

ত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন হে পুরুষোত্তম! সেই ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম্ম কি? অধিভূত কাহাকে বলে? আর অধিদেবই বা কাহাকে বলে? হে মধুসূদন! পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছ তাহাতে এই দেহে অধিযজ্ঞ কে? কি প্রকারে চিন্তনীয়? মরণকালেই বা তুমি কিরূপে সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণের জ্ঞেয় হও ॥ ১।২ ॥

অর্জ্জুন—পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ের শেষে বলিলে অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত যিনি আমাকে জানেন, মৃত্যু সময়েও তিনি আমাকে বিস্মৃত হইতে পারেন না। এই হেতু ব্রহ্ম এবং শ্রবণ মননাদি কর্ম্ম জানা উচিত (তে ব্রহ্মতদ্বিদুঃ ইত্যাদি—৭।২৯)। তাই আমি জিজ্ঞাসা করি:—

(১) ব্রহ্ম কি? তিনি কি উপাধি যুক্ত, সগুণ না উপাধিশূন্য নির্গুণ? কোন্ ব্রহ্ম জ্ঞেয়?

(২) অধ্যাত্ম কি? দেহকে অধিকার করিয়া যিনি অধিষ্ঠিত তিনিই ত অধ্যাত্ম। এই অধ্যাত্ম কি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় অথবা প্রত্যক্ চৈতন্য বা সূক্ষ্মভূত?

(৩) কর্ম্ম কি? লৌকিক কর্ম্মই কর্ম্ম না যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্মই কর্ম্ম?

(৪) অধিভূত কি? পৃথিব্যাদি ভূত পদার্থকে অধিকার করিয়া যাহা কিছু কার্য্য তাহার নাম কি অধিভূত না ক্রিয়া মাত্রই অধিভূত?

(৫) অধিদৈব কি? ইহা কি দেবতা মাত্রকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছ, না অতিবৃহৎ সূর্য্যদৈবত হইতে অতিক্ষুদ্র দেবতার মধ্যে যে চৈতন্য অনুস্যূত সেই চৈতন্যকেই বলিতেছ?

(৬) অধিযজ্ঞ কে? এই দেহে যে যজ্ঞ আছে তাহাতে অধিযজ্ঞ কে?—কে ইহার অধিষ্ঠাতা? কে প্রয়োগ কর্ত্তা? কে ফলদাতা? অথবা যজ্ঞ অধিগত কোন দেবতাকে বলিতেছ অধিযজ্ঞ? না পরব্রহ্মই অধিযজ্ঞ? আর অধিযজ্ঞকে কিরূপে চিন্তা করিতে হইবে? তিনি কি অভেদরূপে চিন্তনীয় না অত্যন্তাভেদরূপে চিন্তনীয়? অধিযজ্ঞ কি দেহের ভিতরে থাকেন বা বাহিরে থাকেন? যদি ভিতরে থাকেন তবে কি তিনি বুদ্ধি ইত্যাদিরূপে বিরাজিত, না তিনি তদতিরিক্ত কোন পদার্থ?

(৭) মৃত্যুকালে, সেই নিদারুণ মরণ মূর্চ্ছাকালে, চিত্ত ও ইন্দ্রিয় ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে। তখন ত জীব পূর্ণমাত্রায় অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়। তবে সংযতচিত্ত ব্যক্তির সেই সময়েও তুমি জ্ঞেয় হও কিরূপে ?

শ্রীভগবানুবাচঃ—

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং * স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥

ম
এবং সপ্তানাং প্রশ্নানাং ক্রমেণোত্তরং ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ। ভগবানত্র
ম ম
শ্লোকে প্রশ্নত্রয়ংক্রমেণ নির্দ্ধারিতবান্ এবং দ্বিতীয়শ্লোকেঽপি প্রশ্নত্রয়ম্
ম ম ম
তৃতীয় শ্লোকে ত্বেকমিতি বিভাগঃ। নিরুপাধিকমেব ব্রহ্মাত্র বিবক্ষিতং
ম ম আ আ ম
ব্রহ্মশব্দেন, নতু সোপাধিকমিতি কিং তদ্ব্রহ্মেতি প্রথম প্রশ্নস্যোত্তরমাহ
ম শ শ
অক্ষরমিতি। অক্ষরং ন ক্ষরতীতি পরমাত্মা "এতস্য বা অক্ষরস্য
শ
প্রশাসনে গার্গি! সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতস্য বা অক্ষরস্য
শ শ
প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ"। ইতিশ্রুতেঃ পরমং
ম শ্রী
স্বপ্রকাশপরমানন্দরূপং ব্রহ্ম পরমং যদক্ষরং জগতাং মূলকারণং
শ্রী ম ম
তদ্ব্রহ্ম। তদেবং কিং তদ্ব্রহ্মেতি নির্ণীতম্. অধুনা কিমধ্যাত্মমিতি
ম ম
নির্ণীয়তে। স্বভাবঃ যদক্ষরং ব্রহ্মেত্যুক্তম, তস্যৈব স্বভাবঃ স্বোভাবঃ
ম
স্বরূপং প্রত্যক্চৈতন্যং ন তু স্বস্য ভাব ইতি ষষ্ঠী সমাসঃ লক্ষণা
শ্রী ম
প্রসঙ্গাৎ তস্মান্ন ব্রহ্মণঃ সম্বন্ধি কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপমেব আত্মানং

* পরং ব্রহ্ম ইতি বা পাঠঃ

ম
দেহমধিকৃত্য ভোক্তৃতয়া বর্ত্তমানমধ্যাত্মমুচ্যতে অধ্যাত্মশব্দেনাভিধীয়তে
ম আ
ন করণগ্রামইত্যর্থঃ। যদ্বা পরমমেব হি ব্রহ্ম দেহাদৌ প্রবিশ্য
আ আ
প্রত্যগাত্মভাবমনুভবতি "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি শ্রুতেরি-
আ ম ম
ত্যর্থঃ যাগদানহোমাত্মকং বৈদিকং কর্ম্মৈবাত্র কর্ম্মশব্দেন বিবক্ষিতামিতি।
ম শ্রী
তৃতীয় প্রশ্নোত্তরমাহ। ভূতভাবোদ্ভবকরঃবিসর্গঃ ভূতানং জরায়ু
শ্রী নী
জাদীনাং ভাবঃ সত্তা উৎপত্তিঃ উদ্ভবশ্চ "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সমাগাদিত্য-
নী
মুপতিষ্ঠতে আদিত্যাজ্জায়তেবৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নংততঃপ্রজা ইতি ক্রমেণ
শ্রী
বৃষ্টিরুৎকৃষ্টত্বেন ভবনমুদ্ভবঃ তৌ ভূতভাবোদ্ভবৌ করোতি যো বিসর্গো
শ্রী শ্রী ম শ
দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগরূপো যজ্ঞঃ স ইহ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ কর্ম্মশব্দিতঃ
ম ম শ
কর্ম্মশব্দেনোক্তইতি যাবৎ। ইত্যেতস্মাদ্বীজভূতাৎ বৃষ্ট্যাদিক্রমেণ
শ
স্থাবরজঙ্গমানি ভূতানি উদ্ভবন্তি ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান কহিলেন পরম অক্ষর ব্রহ্ম, [ব্রহ্মের] স্বকীয় স্বরূপ [যে প্রত্যক্ চৈতন্য তাহাই] অধ্যাত্ম বলিয়া কথিত। ভূতসমূহের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি কর যে ত্যাগ [অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ] তাহাই কর্ম্ম শব্দে কথিত ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন—প্রথমপ্রশ্ন ব্রহ্ম কি?

ভগবান্—পরম অক্ষরই ব্রহ্ম। "যন্নক্ষীয়তে ন ক্ষরতীতি চাক্ষরং" যাঁহার ক্ষয় নাই, যাঁহার ক্ষরণ হয় না, চলন হয় না, তিনি অক্ষর। ইনিই ব্রহ্ম। বৃহদারণ্যক শ্রুতির তৃতীয়োঽধ্যায়ের ৮ম ব্রাহ্মণের ৮ হইতে ১১ শ্লোকে এই অক্ষর বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে বিবরণ আছে।

গার্গী—যাহা স্বর্গের উপরে "যদূর্দ্ধংদিবো" পৃথিবীর নীচে "যদবাক্ পৃথিব্যা," যাহা এই লোক-দ্বয়ের মধ্যভাগে "যদন্তরাস্থাবা পৃথিবী," যাহা ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল কালেই বিদ্যমান সেই সূত্রাত্মক জগৎ ওতপ্রোতভাবে আকাশে ব্যাপ্ত সেই আকাশ ওতপ্রোত ভাবে কিসে ব্যাপ্ত?

যাজ্ঞবল্ক্য—স হোবা চৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গী। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন হে গার্গি তিনিই এই অক্ষর। ব্রহ্মজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্মও নহেন; হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘও নহেন; অগ্নিবৎ লোহিতবর্ণ নহেন, জলবৎ দ্রব পদার্থও নহেন। তিনি ছায়াশূন্য, তমঃশূন্য। তিনি বায়ুও নহেন, আকাশও নহেন। তিনি অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ। তাঁহার বোধের জন্য চক্ষু, কর্ণ, বাগিন্দ্রিয় বা মন প্রয়োজনীয় নহে। তাঁহার জীবনের জন্য সূর্য্যতাপ বা প্রাণ অনাবশ্যক। তাঁহার মুখাদি অবয়ব নাই, তিনি অপরিমেয় ও অন্তর বাহ্য শূন্য। তিনি কিছুমাত্র ভোজনও করেন না, কাহা কর্ত্তৃক ভুক্তও হয়েন না "ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন।" ইনিই নিগুর্ণ অক্ষর অব্যয় অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্ম। ইনিই যখন মায়া আশ্রয়ে সগুণ হয়েন তখন শ্রুতি এই অক্ষরকেই লক্ষ্য করিয়া বলেন:—

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গী সূর্য্যা চন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত। এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনে অরে গার্গী! চন্দ্র সূর্য্য যথা স্থানে ধৃত! ইঁহারই প্রশাসনে অরে গার্গি! এই দ্যাবা পৃথিবী—দ্যুলোক হইতে ভূলোক পর্য্যন্ত নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত। ইঁহারই প্রশাসনে অরে গার্গী! নিমেষও মুহূর্ত্ত, দিবা রাত্রি, অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতু, বৎসর, নিজ নিজ কালে পরিক্রমণ করিতেছে। ইঁহারই প্রসাসনে অরে গার্গী! শ্বেতপর্ব্বত সমূহ হইতে পূর্ব্বদেশীয় নদী সকল পূর্ব্ব দেশে বহিতেছে, পশ্চিম দেশীয় নদী সকল পশ্চিম দেশেই বহিতেছে। সেই অক্ষরের প্রশাসনে অরে গার্গি! বদান্যগণকে মনুষ্যেরা প্রশংসা করে, দেবগণ যজমানে অনুগত হয়েন, পিতৃগণ ও দর্বী হোমের অনুগত হয়েন। এই ব্রহ্ম সর্ব্বোপাধি পরিশূন্য, সকলের শাস্তা, সর্ব্ব ধারয়িতা। এই ব্রহ্ম বা অক্ষর আরও কিরূপ? ইহার উত্তরে গীতা বলিতেছেন ইনি পরং অর্থাৎ সপ্রকাশ পরমানন্দ স্বরূপ।

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্য বিদিত্বা
জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদ দেবাস্য তদ্ভবতি।

যে কেহ এই অক্ষরকে না জানিয়া হে গার্গী! ইহ লোকে যজ্ঞে আহুতি দেয় বা বহুবর্ষ তপ করে তাহার কর্ম্মফল ক্ষয়শীল। শ্রুতি ব্রহ্মকে সগুণ ও নিগুর্ণ উভয়ই বলিতেছেন। গীতা ক্ষর ও অক্ষর এই পুরুষদ্বয়কে জড় ও জীব কর্ম্মাশ্রয়ী পুরুষ ও মায়াশ্রয়ী পুরুষ বলিতেছেন। এই দুই হইতে পৃথক্ যিনি তিনিই উত্তম পুরুষ। এই উত্তম পুরুষই নিগুর্ণ ব্রহ্ম। কূটস্থকে অক্ষর বলা হইয়াছে। মায়া উপাধি যিনি গ্রহণ করেন তিনি সগুণ ব্রহ্ম। যিনি নিগুর্ণ তিনিই মায়া অবলম্বনে সগুণ হয়েন বলিয়াই সগুণ ব্রহ্মকেও অক্ষর বলা হইয়াছে। দ্বাদশ অধ্যায়ের ৩।৪ শ্লোক দেখ। ব্রহ্ম সকল অবস্থাতেই এক, কেবল উপাধি জন্য ভেদকল্পনা।

শ্রুতি অক্ষর সম্বন্ধে কত কথাই বলিয়াছেন। অক্ষরকে বা ব্রহ্মকে জানিলেই মুক্তি-"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"। যজ্ঞাদি বা জপ পূজাদিও যে করিবে তাহাও কখন সিদ্ধ

হইবে না যদি সেই অক্ষরকে বিশ্বাসেও প্রথমে না জান। বিশ্বাস কর তিনি আছেন, ব্রহ্ম আছেন, অক্ষর আছেন, সূর্য্য অগ্নি বায়ু প্রভৃতি দেবতা তিনিই, সমস্ত অবতার তিনিই—বিশ্বাস রাখিয়া সন্ধ্যা-পূজা উপাসনা জপ যজ্ঞাদি কর তোমার সদ্গতি হইবে।

অর্জ্জুন—অধ্যাত্ম কি? ইহাই দ্বিতীয় প্রশ্ন।

ভগবান্—স্বভাবকেই অধ্যাত্ম বলা হইতেছে। পরমাত্মার স্বরূপটি হইতেছে "তৎ"। উপাধি-গ্রহণে তাঁহার স্বকীয় ভাব বা স্বরূপ যাহা তাহার নাম ত্বম্পদার্থ। ইহাই প্রত্যক্ চৈতন্য; আত্মা স্ব স্বরূপে থাকিয়াও দেহ অধিকার করিয়া ভোক্তৃভাবে যখন থাকেন তখন তাহাকে বলে অধ্যাত্ম। অধ্যাত্ম অর্থে ইন্দ্রিয়াদি নহে। ব্রহ্মই দেহ অধিকার করিয়া জীব ভাবে যখন ভোক্তা তখনই তিনি অধ্যাত্ম। ব্রহ্ম কি? না পরমাত্মা। অধ্যাত্ম কি? না জীব।

অর্জ্জুন—কর্ম্ম কি ইহাই তৃতীয় জিজ্ঞাস্য।

ভগবান্—ভূতসমূহের ভাব (উৎপত্তি) এবং উদ্ভবকর (বৃদ্ধিকর) যে বিসর্গ (ত্যাগ) তাহাই কর্ম্ম। ত্যাগ লক্ষণ যে যজ্ঞ তাহাকেই কর্ম্মসংজ্ঞা দেওয়া হইতেছে।

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে!
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা। ইতি স্মৃতেঃ

অগ্নিতে যে আহুতি প্রদত্ত হয় তাহা আদিত্যে গমন করে। তাহা হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে অন্ন; অন্ন হইতে জীবের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়। এই জন্য বলা হইতেছে ভূত সমূহের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকর যে যজ্ঞ তাহাই কর্ম্ম। যে সমস্ত কর্ম্মে জীবের উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না তাহাকে গীতা কর্ম্ম বলিতেছেন না। তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে প্রজা উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। পঞ্চাগ্নি বিদ্যাতে পাঁচপ্রকার আহুতি দিতে হয়। জীব শ্রদ্ধা সহকারে হোমকালে যে আহুতি দেয় তাহা মরণান্তে জীব সংবদ্ধ হয়। মৃত্যুর পরে সেই জীবের ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ সেই শ্রদ্ধাহুতি দ্বারা হোম করেন। জীব তখন অপ্‌ময় দিব্য দেহ প্রাপ্ত হয়েন। জীব চন্দ্রলোকে আপন কর্ম্মের ফল ভোগ করেন। ভোগ শেষ হইলে জীবের অপ্‌ময় দেহ মেঘাগ্নিতে আহুত হয়। তাহা হইতে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টিরূপ আহুতি পৃথিব্যাগ্নিতে পতিত হইলে ব্রীহি যবাদি অন্নরূপে পরিণত হয়। সেই অন্নভূত আহুতি পুরুষাগ্নিতে আহুত হইলে তাহা রেত রূপে পরিণত হয়। সেই রেতাহুতি যোষিদাগ্নিতে আহুত হইলে জীবের উদ্ভব হয়।

এই যে বাষ্প, মেঘ, বৃষ্টি, রসগ্রহণে উদ্ভিদ জীবন রক্ষা, তদ্দ্বারা প্রাণীরক্ষা—সাধারণ লোকে ইহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়াই দেখে। কিন্তু সাধক ইহাতে জগচ্চক্রনির্ব্বাহক কর্ম্ম দেখেন। সাধারণ লোকে দেখে মেঘ হইতে বৃষ্টি হইতেছে ইহারা বেশী কিছু ভাবেনা—কিন্তু সাধক দেখেন শ্রীভগবান জগচ্চক্র কিরূপে চালাইতেছেন আবার যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ—নিতান্ত সূক্ষ্মদর্শী তাঁহারা দেখেন এই বৃষ্ট্যাদি ব্যাপার দ্বারা জীবের পরলোক গমন ও পরলোক হইতে বৃষ্ট্যাদি দ্বারা মর্ত্তলোকে আগমন এবং বৃদ্ধি—এই ব্যাপার সাধিত হইতেছে। যাঁহারা পঞ্চাগ্নি বিদ্যা জানেন তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ, তাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী। ইহারাই কর্ম্মের স্বরূপ জানেন।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪ ॥

আ
সম্প্রতি প্রশ্নত্রয়স্যোত্তরমাহ অধিভূতমিতি। অধিভূতঞ্চ কিং
আ আ
প্রোক্তমিত্যস্য প্রতিবচনমধিভূতং ক্ষরো ভাব ইতি।
আ
হে দেহভৃতাংবর! দেহান্ বিভ্রতীতি দেহভৃতঃ সর্ব্বেপ্রাণিন-
শ্রী আ ম ম আ
স্তেষাং মধ্যে বরঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বপ্রাণিনাং শ্রেষ্ঠঃ অর্জ্জুন! যুক্তং হি
আ
ভগবতা সাক্ষাদেব প্রতিক্ষণং সংবাদং বিদধানস্যার্জ্জুনস্য সর্ব্বেভ্যঃ
আ বি বি
শ্রৈষ্ঠ্যম্। ত্বন্তু সাক্ষাৎ মৎসখত্বাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এব ভবসীতি ভাবঃ। ক্ষরঃ
শ শ বা ব
ক্ষরতীতি ক্ষরো বিনাশী ক্ষরণস্বভাবঃ প্রতিক্ষণপরিণামী ভাবঃ
শ শ্রী শ্রী
যৎকিঞ্চিজ্জনিমদ্বস্ত্বিত্যর্থ দেহাদি পদার্থঃ অধিভূতং ভূতং প্রাণি-
শ শ্রী শ্রী শ
জাতমধিকৃত্য ভবতীত্যধিভূতমুচ্যতে। পুরুষঃ পূর্ণমনেন সর্ব্ব-
নী নী ম
মিতি। পুরি, শয়ানাদ্বা পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু বসতীতি বা পুরুষো
ম ম শ শ ম
হিরণ্যগর্ভঃ সমষ্টিলিঙ্গাত্মা ব্যষ্টি-সর্ব্ব-প্রাণিকরণানামনুগ্রাহকঃ "আত্মৈ-
ম ম
বেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ" ইত্যুপক্রম্য "স যৎ পূর্ব্বোঽস্মাৎ
ম ম
সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বান্ পাপ্মান ঔষত্তস্মাৎ পুরুষঃ" ইত্যাদিশ্রুত্যা প্রতি-
ম ম
পাদিতঃ। চ চকারাৎ "স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।
ম
আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত॥" ইত্যাদিস্মৃত্যা চ

ম বি

প্রতিপাদিতঃ অধিদৈবতং অধিকৃত্য বর্ত্তমানানি সূর্য্যাদি দৈবতানি

বি শ্রী শ্রী

যত্রেতি তন্নিরুক্তেঃ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইতি ভাবঃ পুরুষো বৈরাজঃ

শ্রী শ্রী

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী স্বাংশভূতসর্ব্বদেবতানামধিপতিরধিদৈবতমুচ্যতে। অত্র

শ হ ম ম

অস্মিন্ দেহে কর্ম্মময়েশরীরে অহং বাসুদেব এব ন মত্তিন্নঃ কশ্চিৎ

ব শ্রী শ

অধিযজ্ঞঃ। যজ্ঞমধিকৃত্য বর্ত্তত ইতি যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অস্মিন্

হ শ ম

কর্ম্মময়ে শরীরে যো যজ্ঞস্তস্যাহমধিযজ্ঞঃ ইতিভাবঃ। মনুষ্যদেহে চ

ম ম

যজ্ঞস্যাবস্থানং যজ্ঞস্য মনুষ্যদেহনির্ব্বর্ত্ত্যত্বাৎ "পুরুষো বৈ যজ্ঞঃ

ম

পুরুষস্তেন যজ্ঞো যদেনং পুরুষস্তেন তনুতে" ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥ ৪ ॥

হে নরশ্রেষ্ঠ! বিনাশশীল দেহাদি পদার্থ অধিভূত [প্রাণিজাতকে অধিকার করিয়া আছে]; পুরুষ অধিদৈবত [হিরণ্যগর্ভই সমস্ত দেবতার উপর—সমস্ত দেবতাকে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান] এই দেহে আমিই অধিযজ্ঞ [এই কর্ম্মময় শরীরে যে যজ্ঞ আমিই তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা] ॥ ৪ ॥

অর্জ্জুন—অধিভূত কি? ইহাই চতুর্থ জিজ্ঞাসা।

ভগবান্—ক্ষয়স্বভাব যাহা কিছু জননশীলবস্তু—অর্থাৎ দেহাদি তাহাই অধিভূত। ভূত বা প্রাণিসমূহকে অধিকার করিয়া শরীরটাই উৎপন্ন হয়। নাশ ও উৎপত্তি ধর্ম্মী নশ্বর পদার্থই অধিভূত। নিত্যপরিবর্ত্তনশীল স্থূল সূক্ষ্মাদি শরীরই অধিভূত।

অর্জ্জুন—অধিদৈব কি? ইহাই পঞ্চম জিজ্ঞাসা।

ভগবান্—পুরুষই অধিদৈব। সমস্ত দেবতা যাঁহার অঙ্গীভূত—সমস্ত দেবতাকে অধিকার করিয়া যিনি বিদ্যমান তিনিই অধিদৈব। আদিপুরুষই অধিদৈব। সমস্তকে পূর্ণ করিয়া অবস্থিত বলিয়া ইনি পুরুষ অথবা পুরে শয়ন করিয়া থাকেন বলিয়া ইনি পুরুষ অথবা সমস্তপুরে বাস করেন বলিয়া ইনি পুরুষ। এই আদি পুরুষের বহু নাম। শ্রুতি বলেন

"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ" একমাত্র পুরুষাকার আত্মাই অগ্রে ছিলেন। এই পুরুষকেই প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ বলে। স্মৃতি বলেন "সবৈ শরীরী প্রথমঃ সবৈ পুরুষ উচ্যতে আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত।" ইনিই প্রথম শরীরী। ইনিই পুরুষ। ইনি ভূতস্রষ্টাব্রহ্মা।

অগ্রে হিরণ্য-গর্ভঃ স প্রাদুর্ভূতঃ সনাতনঃ।
আদিত্বাদাদিদেবোঽসাব জাতত্বাদজস্মৃতঃ॥
দেবেষু চ মহাদেবো মহাদেব ইতি স্মৃতঃ॥
পাতি যস্মাৎ প্রজাঃসর্ব্বাঃ প্রজাপতিরিতি স্মৃতঃ।
বৃহত্বাচ্চ স্মৃতোব্রহ্মা পরত্বাৎ পরমেশ্বরঃ॥
বশিত্বাদপ্যবশ্যত্বাদীশ্বরঃ পরিভাবিতঃ।
ঋষি সর্ব্বত্রগত্বেন হরিঃ সর্ব্বহরো যতঃ।
অনুৎপাদাৎ চানুপূর্ব্বাৎ স্বয়ম্ভুরিতি স স্মৃতঃ।
নরাণাময়নং যস্মাৎ তস্মান্নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥
হরঃ সংসার হরণাৎ বিভুত্বাদ্ বিষ্ণুরুচ্যতে।
ভগবান্ সর্ব্ববিজ্ঞানা দবনাদোমিতি স্মৃতঃ॥
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিজ্ঞানাচ্ছন্দঃ সর্ব্বময়ো যতঃ।
শিবঃ স্যান্নির্ম্মলো যস্মাদ্বিভুঃ সর্ব্ব গতো যতঃ॥
তারণাৎ সর্ব্বদুঃখানাং তারকঃ পরিগীয়তে।
বহুনাত্র কিমুক্তেন সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ॥

সনাতন পুরুষই অগ্রে হিরণ্যগর্ভরূপে প্রাদুর্ভূত হয়েন। সকলের আদি বলিয়া তিনি আদিদেব, জন্ম নাই বলিয়া অজ, দেবতার মধ্যে প্রধান বলিয়া মহাদেব, সমস্ত প্রজা তাঁহা হইতে প্রতিপালিত হয় বলিয়া প্রজাপতি, বৃহৎ বলিয়া ব্রহ্মা, শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরমেশ্বর, বশিত্ব হেতু ও অবশ্যত্ব হেতু ঈশ্বর, সর্ব্বত্র গমনশীল বলিয়া ঋষি, সমস্ত হরণ করেন বলিয়া হরি, প্রথম হইতে অনুৎপন্ন বলিয়া স্বয়ম্ভু, নরের আশ্রয় স্থান বলিয়া নারায়ণ, সংসার হরণ করেন বলিয়া হর, বিভু বলিয়া বিষ্ণু ইত্যাদি। এই হিরণ্যগর্ভ পুরুষই অধিদৈবত।

অর্জ্জুন—অধিযজ্ঞ কি? ইহাই ষষ্ঠ জিজ্ঞাসা।

ভগবান্—শ্রুতি বলেন—"পুরুষো বৈ যজ্ঞঃ পুরুষস্তেন যজ্ঞো যদেনং পুরুষ স্তেন তন্বুতে" পুরুষই যজ্ঞ। পুরুষের দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, এই পুরুষ যজ্ঞ দ্বারা ব্যাপ্ত। এই কর্ম্মময় শরীরে যে যজ্ঞ, আমিই তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বিষ্ণুই অধিযজ্ঞ। আমি বাসুদেবই সেই বিষ্ণু। আমিই পরমাত্মা। সমস্ত যজ্ঞের ফলদাতা আমি। অন্তর্যামীরূপে দেহ মধ্যে আমিই বাস করি। অত্রাস্মিন্ দেহে অন্তর্যামিত্বেন স্থিতোঽহমধিযজ্ঞঃ। যজ্ঞাদি কর্ম্ম প্রবর্ত্তকত্বাৎ ফলদাতা চেতি॥

স্থূল দেহ প্রাণীদিগকে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান থাকে বলিয়া ইহা অধিভূত। সমষ্টি

পুরুষ হিরণ্যগর্ভ, আদিত্যাদি দেবতা সমূহকে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান থাকেন বলিয়া তিনি অধিদৈবত এবং কর্ম্মময় এই শরীরে যজ্ঞাদি কর্ম্ম প্রবর্ত্তকরূপে ও ফলদাতারূপে আমিই বর্ত্তমান বলিয়া আমিই অধিযজ্ঞ। যজ্ঞ যাহা তাহা কর্ম্ম। সকল কর্ম্মকে যজ্ঞ বলেনা। কিন্তু যে কর্ম্ম সম্পাদনার্থ বৈদিক মন্ত্রের প্রয়োজন, যে কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের আবশ্যক হয় (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ভাগ ঐ মন্ত্রের অর্থ, ঐ মন্ত্রের বিনিয়োগ কোথায় করিতে হয় সমস্ত প্রকাশ করেন),—এক কথায় যে যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ বিশিষ্ট শব্দরাশি যে বেদ—সেই বেদের অনুশাসন আবশ্যক করে তাহাই যজ্ঞ। এই যজ্ঞ কর্ম্ম বটে। কর্ম্মটি শক্তির ব্যক্তাবস্থা মাত্র। কর্ম্মই শক্তি। কিন্তু শক্তি ত আর আকাশে ঝুলিতেছে না—শক্তি, শক্তিমানে না থাকিলে আর কোথায় থাকিবে? সেই জন্য যজ্ঞকে কর্ম্মও বলা হয় আবার বিষ্ণুও বলা হইতেছে। যজ্ঞকে অধিকার করিয়া আমিই আছি বলিয়া আমিই অধিযজ্ঞ। অধিযজ্ঞে যেমন যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমি, সেইরূপ অধিদৈবও আমি। সমস্ত দেবতাকে অধিকার করিয়া আমিই আছি। অথচ অধিযজ্ঞ ও অধিদৈবতে কিছু পার্থক্যও আছে, যেমন বিভিন্ন প্রকারের সাজসজ্জা করিলে একই মনুষ্যকে পৃথকরূপে দেখায় সেইরূপ। অধিযজ্ঞ ও অধিদৈব এই দুই পৃথক নাম হইবার উহাই কারণ ॥ ৪ ॥

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

ম
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসীতি সপ্তমস্য প্রশ্নস্যোত্তরমাহ
যা শ
অন্তকাল ইতি। যঃ অন্তকালে চ শরীরাবসানসময়ে মাং পরমেশ্বরং
যা শ ম
সর্ব্বাত্মভূতং বিষ্ণুং স্মরন্ এব সদাচিন্তয়ন্ তৎসংস্কারপাটবাৎ সমস্ত-
শ
করণগ্রামবৈয়গ্র্যবত্যন্তকালেঽপি স্মরন্ কলেবরং মুক্ত্বা শরীরং
শ ম ম
পরিত্যজ্য শরীরেঽহংমমাভিমানং ত্যক্ত্বা প্রাণবিয়োগকালে প্রয়াতি
শ ম ম
গচ্ছতি ধ্যানপক্ষে "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্ল" ইত্যাদি বক্ষ্যমাণেন
ম
দেবযানমার্গেণ পিতৃযানমার্গাৎ প্রকর্ষেণ যাতি সঃ উপাসকঃ মদ্ভাবং

শ শ ম ম
বৈষ্ণবং তত্ত্বং মদ্রূপতাং নির্গুণব্রহ্মভাবং হিরণ্যগর্ভলোকভোগান্তে
ম ম ম
যাতি প্রাপ্নোতি নির্গুণ ব্রহ্মস্মরণপক্ষেতু কলেবরং ত্যক্ত্বা প্রয়াতীতি
ম
লোকদৃষ্ট্যৈত্যভিপ্রায়ঃ "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে"
ম
ইতি শ্রুতেস্তস্য প্রাণোৎক্রমণাভাবেন গত্যভাবাৎ স মদ্ভাবং সাক্ষাদেব
ম শ
যাতি "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" ইতিশ্রুতেঃ। অত্র অস্মিন্নর্থে
ম ম
দেহব্যতিরিক্ত আত্মনি মদ্ভাব প্রাপ্তৌ বা সংশয়ঃ যাতি বা ন বেতি
ম ম
আত্মা দেহাদ্ব্যতিরিক্তো ন বা, দেহব্যতিরেকেঽপি ঈশ্বরাভিন্নো ন বেতি
ম ম
সন্দেহো নাস্তি ন বিদ্যতে "ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ" ইতিশ্রুতেঃ। অত্র
ম
চ কলেবরং মুক্ত্বা প্রয়াতীতি দেহাভিন্নত্বং মদ্ভাবং যাতীতি চেশ্বরাদভিন্নত্বং
ম
জীবস্যোক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তি অন্তকালেও আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন তিনি মৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়েন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৫ ॥

অর্জ্জুন—"প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি"—ইহাই সপ্তম জিজ্ঞাসা।

ভগবান্—অন্তকালে ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইয়া পড়ে, মনও ঈশ্বর চিন্তা করিতে পারে না—সাধারণলোক ইহাই বলে। কিন্তু, ভগবৎচিন্তা পটুতা প্রাপ্ত হইলে ইন্দ্রিয় শিথিল হইলেও মন শ্রীবাসুদেবকে চিন্তা করিতে পারে। পুণ্যাত্মাগণ মরণকালেও অধিযজ্ঞ স্বরূপ আমাকে (বাসুদেবকে) স্মরণ করিতে পারেন। আমাকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিলে আমারই স্বরূপতা লাভ হয়।

অর্জ্জুন—দেহ-ত্যাগের পরে তোমাকে পাওয়া যায় কিন্তু জীবন থাকিতে থাকিতে তোমাকে কি কেহ পায় না?

ভগবান্—নির্গুণব্রহ্ম যাঁহারা উপাসনা করেন তাঁহাদের প্রাণের উৎক্রমণ হয় না। সগুণ-মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে মৃত্যু হইলে দেহান্তে মুক্তি হয়।

অর্জ্জুন—এই সাতটি প্রশ্নে ত জীবন্মুক্তিরও কথা আছে?

ভগবান্—তুমি যে সাতটি প্রশ্ন করিয়াছ তাহার প্রথমটির উত্তর জানিলেই জীবন্মুক্তি হয়। প্রথম প্রশ্নটি ব্রহ্ম কি? ব্রহ্মকে যাঁহারা জানিয়াছেন তাঁহাদের প্রাণ-প্রয়াণই হয় না। নির্গুণ ব্রহ্ম যাঁহারা সর্ব্বদা স্মরণ করেন এবং যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মকে জানেন, লোকে দেখে তাঁহাদের দেহত্যাগ হইল কিন্তু তাঁহাদের প্রাণ উৎক্রমণ করিল না। এইখানে সম্পূর্ণরূপে লীন হইল। এই সমস্ত সাধক, দেহস্থিত পঞ্চ ভূতকে পঞ্চভূতে মিশাইতে পারেন—প্রাণবায়ুকে মহা সমীরণে মিলিত করিয়া ব্রহ্মরূপেই স্থিতি লাভ করেন। নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান পরিপক্ব হইলে সর্ব্বশক্তি-মত্তা জন্মে। যে পঞ্চভূত একত্র হইয়া দেহ নির্ম্মাণ করে সেই পঞ্চভূতকে, এই সমস্ত মহাত্মা পৃথক্ করিয়া স্ব স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন আবার এই সমস্ত জীবন্মুক্ত পুরুষ যথেচ্ছাক্রমে, অন্য দেহও ধারণ করিতে পারেন।

আর এক কথা, যে মুহূর্ত্তে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশ হয় সেই মুহূর্ত্তেই দেহাত্মজ্ঞান শূন্য হয় বলিয়া এবং আত্মার স্বরূপ দর্শন হয় বলিয়া ইঁহাদের দেহ থাকিয়াও না থাকার মত হয়। দেহে অহং অভিমান যখন না থাকে, তখন দেহ একটা চামড়ার থলিয়া বা হাড়ের খাঁচা। সর্পকঞ্চুকের মত কখন্ এই খোলস্ ছাড়িয়া যায় জীবন্মুক্তের তাহাতে দৃষ্টিও থাকে না। লোকে তাঁহাকে দেহবানের মত দেখে সত্য কিন্তু দেহাত্ম বোধ না থাকায় তিনি মুক্ত। স্বপ্নে অন্য দেহ ধারণ ত সকলেই করে কিন্তু স্বপ্ন ভাঙ্গিলেই যাহা ছিল তাহাই যেমন থাকে সেইরূপ দীর্ঘ অজ্ঞান-স্বপ্ন ভাঙ্গিলেই স্ব স্বরূপে অবস্থানরূপ জীবন্মুক্তি হইল। জীবন্মুক্তের দেহ থাক্ বা যাক্ সমান কথা।

যং যং বাপি* স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥৬॥

আ
অন্তকালে ভগবন্তমনুধ্যায়তো ভগবৎপ্রাপ্তিনিয়মবদন্যমপি তত্-
আ
কালে দেবাদিবিশেষং ধ্যায়তো দেহং ত্যজতস্তৎপ্রাপ্তিরবশ্যংভাবিনীতি
আ যা শ
দর্শয়তি যংযমিতি। হে কৌন্তেয়! অন্তে অন্তকালে প্রাণবিয়োগ
শ শ শ্রী
কালে যং যং ভাবং দেবতাবিশেষং বা অন্যং অপি বা চাপি ইতি

* চাপি ইতি পাঠঃ।

ম ম শ
পাঠে চকারাদন্যদপি যৎকিঞ্চিদ্বা স্মরন্ চিন্তয়ন্ কলেবরং ত্যজতি
বা ম ম শ্রী
মুঞ্চতি তং তং এব স্মর্য্যমাণং ভাবমেব নান্যম্ এতি প্রাপ্নোতি,
শ্রী শ্রী
অন্তকালে ভাববিশেষ স্মরণে হেতুঃ সদা তদ্ভাবভাবিত ইতি সর্ব্বদা
শ্রী ব
তস্য ভাবো ভাবনাঽনুচিন্তনম্, তেন ভাবিতো বাসিতচিত্তঃ! যথা
ব নী
ভরতো দেহান্তে মৃগং চিন্তয়ন্ মৃগোঽভূৎ। ন কেবলং কার্য্যকারণ-
নী
ব্রহ্মণোরেব ভাবনান্যপ্রত্যয়বশাত্তদ্ভাবপ্রাপ্তিরপিতু কীটকস্য জীবত
নী
এব ভাবনাবলাৎ ভাব্যবস্তুভাবপ্রাপ্তির্দৃশ্যতে নন্দিকেশ্বরস্য চ স্মর্য্যতে
নী
স হি মহাদেবং ভাবয়ংস্তৎসারূপ্যং দেহান্তরং বিনৈব প্রাপ্ত ইতি
নী
যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধং ॥ ৬ ॥

যিনি যে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে অন্তে কলেবর ত্যাগ করেন হে কৌন্তেয়! তিনি সদা সেই ভাবনা দ্বারা তন্ময়চিত্ত হওয়ায় [স্মর্য্যমাণ] সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৬ ॥

অর্জ্জুন—অন্তকালে শ্রীভগবানকে ধ্যান করিতে করিতে মরিতে পারিলে ত ভগবৎ প্রাপ্তি হইবে। যদি কেহ অন্য দেবতা স্মরণ করিয়া মরে বা অন্য কোন পার্থিব বস্তু স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে তাহা হইলেও কি সেই দেবতা বা সেই পার্থিব বস্তুকে প্রাপ্ত হইবে ?

ভগবান্—মরণ সময়ে যে ভাবে চিত্তটি তন্ময় হইবে জীব তাহাই হইয়া যাইবে, স্মর্য্যমাণ বস্তুটিই হইয়া যাইবে। কাঁচপোকা যখন তৈলপায়িকাকে গ্রহণ করে তখন তৈলপায়িকা অবশ হইয়া কাঁচপোকার ভাবেই ভাবিত হইয়া যায়। কিছুদিন পরে দেখা যায় আরসুলা কাঁচপোকাই হইয়া গিয়াছে। ভরত রাজা মৃত্যুকালে দেবদত্ত নামক মৃগশিশু চিন্তা করিতে করিতে সম্মুখে সেই মৃগশিশুকে দণ্ডায়মান দেখেন, তাঁহার চিত্তই মৃগশিশুর ভাবে তন্ময় হইয়া বাহিরে মৃগশিশু সাজিয়া সম্মুখে আইসে। সেই অবস্থায় মৃত্যু হয় বলিয়া তিনি মৃগত্বই প্রাপ্ত হয়েন। নন্দিকেশ্বর শিবচিন্তা করিয়া এই দেহেই শিবত্ব পাইয়াছেন। যাহা তীব্র ভাবে চিন্তা করিবে তাহাই প্রাপ্ত হইবে—তদ্ভাবভাবিত হইলে তাহাই হইবে।

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধি র্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

শ শ

তস্মাৎ যস্মাদেবমন্ত্যাভাবনা দেহান্তর প্রাপ্তৌ কারণং তস্মাৎ

আ আ

সর্ব্বেষু কালেষু আদরনৈরন্তর্য্যাভ্যাং সহেতি যাবৎ আপ্রয়াণমহরহঃ

ব ম শ্রী শ্রী

প্রতিক্ষণং বা মাং সগুণমীশ্বরং অনুস্মর অনুচিন্তয় তৎ স্মরণং হি

শ্রী শ শ্রী

চিত্তশুদ্ধিং বিনা ন ভবতি অতো যুধ্যচ যুধ্যস্ব চিত্তশুদ্ধ্যর্থং যুদ্ধাদিকং

শ্রী শ ম

স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠেত্যর্থঃ স্বধর্ম্মং কুরু বা এবং চ নিত্যনৈমিত্তিক

শ শ

কর্ম্মানুষ্ঠানেনাশুদ্ধিক্ষয়াৎ মর্য্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ সন্ ময়ি বাসুদেবেঽর্পিতে

শ য ম

মনোবুদ্ধী যস্য তব স ত্বং ঈদৃশঃ সর্ব্বদা মচ্চিন্তনপরঃ সন অন্তকালে

যা শ

মামেব স্মরন্নিত্যর্থঃ মামেব এষ্যসি আগমিষ্যসি প্রাপ্স্যসি অসংশয়ঃ

ম ম ম

অত্র সংশয়ো ন বিদ্যতে। ইদং চ সগুণব্রহ্মচিন্তনমুপাসকানামুক্তং

ম

তেষামন্ত্যভাবনাসাপেক্ষত্বাৎ, নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানিনাং তু জ্ঞানসমকাল-

ম

মেবাজ্ঞাননিবৃত্তিলক্ষণায়া মুক্তে সিদ্ধত্বান্নাস্ত্যন্ত্যভাবনাপেক্ষেতি

ম

দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৭ ॥

অতএব সর্ব্বকালে আমাকে স্মরণ কর, ও [ইহার জন্য] যুদ্ধ কর; আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে পাইবে ॥ ৭ ॥

অর্জ্জুন—অন্তিম সময়ে তোমাকে ভাবিয়া না মরিতে পারিলে যখন সদ্গতি হয়-না, তখন

যাহাতে অন্তকালে তোমার ভাবনা হৃদয়ে জাগরূক থাকে, তাহাই ত সকলের একাগ্র কর্ত্তব্য। কি করিলে ইহা পারা যায়?

ভগবান্—সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ কর। এই "স্মরণ" কথাটির ভিতরে সমস্ত সাধনা রহিয়া গেল। আত্মবিচার, ধ্যান, জপ, প্রার্থনা সর্ব্বদা কর। •ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে, মধ্যাহ্নে [বা স্নানের পরে] সন্ধ্যাকালে, নিত্য নিয়মিত ভাবে সন্ধ্যাপূজায় ত আমাকে স্মরণ করিবেই, তদ্ভিন্ন অন্য সময়েও "আমায় উদ্ধার কর" এই প্রার্থনা করিয়া আমার নাম জপ করিয়া যাও। প্রতিশ্বাসে আমায় স্মরণ কর। এইটি সমস্ত জীবন ধরিয়া অভ্যাস করিয়া ফেলিলেই মৃত্যুকালেও কোন ভয় থাকেনা।

অর্জ্জুন—সর্ব্বদা তোমার নাম করিব—দৃঢ় ভাবে এই সঙ্কল্পও যাহারা করে, তাহারাও যে ভুলিয়া যায়? সর্ব্বদা স্মরণ করিতে পারে না। কেন পারে না? কি করিলে পারিবে?

ভগবান্—সর্ব্বদা যে নাম করিতে পারেনা, তাহার কারণ তাহাদের পূর্ব্বকৃত পাপ। পাপ থাকে বলিয়া সর্ব্বদা নাম হয় না। পাপ দূর করিয়া চিত্তশুদ্ধি করিবার জন্য এই সমস্ত লোক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম মত পুণ্য করিবে। কর্ম্ম না করিলে কখনই চিত্তশুদ্ধি হইবে না। তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধই তোমার পুণ্য কর্ম্ম। আমার আজ্ঞা বলিয়া, আমার প্রীতি জন্য যুদ্ধ কর। কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া শুধু আমি বলিয়াছি বলিয়া তুমি যুদ্ধ কর—অন্যে বর্ণাশ্রম মত জীব সেবা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করুক, করিলে চিত্তশুদ্ধি হইবে। চিত্তশুদ্ধি হইলে সর্ব্বদা আমার স্মরণ করিয়া নাম করিতে পারিবে। এরূপ করিলে মৃত্যুকালে আমাকেই ভাবনা করিয়া সদগতি লাভ করিবে; আমাকেই পাইবে। বুঝিতেছ, কর্ম্ম করার উদ্দেশ্য কি? কর্ম্ম করা কেবল আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য। যে কর্ম্মে আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হয় না, সে কর্ম্মে লোকের উপকার হইলেও তদ্দ্বারা কর্ম্ম কর্ত্তার বন্ধনই হয়। আমাতে অনুরাগবৃদ্ধি জন্য যে কর্ম্ম করিবে, পিতা মাতার সেবা বল, লোক সেবা বল, বা দানাদি বল বা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম বল, সেই সমস্ত কর্ম্মে তোমার চিত্তশুদ্ধি হইবে; হইলে তবে সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ করিতে পারিবে। আমাকে সর্ব্বদা যে স্মরণ করে, তাহার মন ও বুদ্ধি আমাতেই অর্পিত হয়, এজন্য সে মৃত্যুর পূরে আমাকেই প্রাপ্ত হয়; আমার কাছেই আইসে, আমার নিকটেই চিরদিন থাকে।

অর্জ্জুন—আর যদি কেহ এই জীবনেই তোমাকে পাইতে চায়?

ভগবান্—সগুণ উপাসক দেহান্তে আমাকে পান, কিন্তু যিনি নির্গুণ ব্রহ্মচিন্তা অভ্যাস করেন তিনি এই জীবনেই—এই জীবনেই কেন এই ক্ষণেই আমাকে লাভ করিতে পারেন—কেবল অধিকারী হওয়া চাই। সগুণ ব্রহ্ম-উপাসক মৃত্যুকালে আমাকে ভাবিয়া মরণান্তে আমাকে প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম-চিন্তাশীল যিনি তিনি প্রথমে বহির্জ্জগৎকে গুটাইয়া আপন চিত্তে আনয়ন করেন অর্থাৎ নিজের চিত্তই আমাকে সুখ দুঃখ দিতেছে, তিনি প্রথমে ইহা লক্ষ্য করেন। নিজের চিত্তকে সর্ব্বদা লক্ষ্য করিতে যিনি অভ্যস্ত, তাঁহার বহির্দ্দৃশ্য দর্শন থাকে না।

পরে তিনি বিচার করেন—সুখ দুঃখ চিত্তের কিন্তু চিত্ত ত আমি নই, তবে আমার সুখদুঃখ আবার কি? আমি চিত্ত নই, তবে আমি কি? আহা আমি চেতন, আমিই আত্মা। তিনি নিশ্চয় করেন—

নাহং জাতো জন্মমৃত্যু কুতো মে
নাহং প্রাণঃ ক্ষুৎপিপাসে কুতো মে।
নাহং চিত্তং শোক মোহৌ কুতো মে
নাহং কর্ত্তা বন্ধমোক্ষৌ কুতো মে॥

জন্মমৃত্যু জন্যবস্তুর হয়, আত্মা অজ। কাজেই আমি জন্মাই নাই; জন্মমৃত্যু ভয় কাহার? ক্ষুধা পিপাসা প্রাণের, তাহাতে আমার কি? মোহ শোক চিত্তের তাহাতেই বা আমার কি? বন্ধন মুক্তি যিনি কর্ত্তা অভিমান করেন তাঁহার—আমিত কর্ত্তা নই, আমার বন্ধন মুক্তি কি?

এই অবস্থা বিনা সাধনায় লাভ হয় না। শুধু মুখের বাচালতায় ইহা হইবার নহে। পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা পাপক্ষয় হইয়া যাহাদের চিত্তে আর বিষয় ভাবনা উঠেনা, উপাসনা দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইয়া যাঁহারা সর্ব্বদা ঈশ্বর স্মরণে শান্ত হইয়াছেন—এইরূপ চিত্ত যেমন যেমন আত্মদেবের আলোচনা করিতে থাকেন তাঁহার অজ্ঞান আবরণও সেইরূপ সরিয়া যাইতে থাকে। ক্রমে তিনি সর্ব্বদা আপনাকে প্রকৃতি হইতে, চিত্ত হইতে, ভিন্ন অনুভব করিতে পারেন। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অভিমানী বিশ্বপুরুষ, তৈজস পুরুষ এবং প্রাজ্ঞপুরুষ কিরূপে স্থূল বিষয় ভোগ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম-বিষয় ভোগে যান, সূক্ষ্ম-বিষয় ভোগত্যাগ করিয়া আনন্দ ভোগ করেন, শেষে এইরূপ জ্ঞানী আপনাকে সমস্ত বিষয় হইতে স্বতন্ত্র জানিয়া শান্তভাবে অবস্থান করেন। ইহাই জীবন্মুক্তি।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

ম

হে পার্থ! অভ্যাস যোগযুক্তেন বিজাতীয়প্রত্যয়ানন্তরিতঃ
শ্রী শ্রী

সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ, অভ্যাসঃ স এব যোগ উপায়স্তেন যুক্তে-
শ্রী বি বি

নৈকাগ্রেণ যদ্বা অভ্যাসো মৎস্মরণস্য পুনঃ পুনরাবৃত্তিরেব যোগস্তদ্-
শ্রী শ্রী শ্রী

যুক্তেন অতএব নান্যগামিনা নান্যং বিষয়ং গন্তুং শীলং যস্য তেন
শ শ্রী হ

চেতসা দিব্যং দিবি সূর্য্যমণ্ডলে ভবং দ্যোতনাত্মকং অপ্রাকৃতং

ম　　　　　　　হ　　　　ম
"যশ্চাসাবাদিত্য" ইতিশ্রুতেঃ পরমং শ্রেষ্ঠতমং নিরতিশয়ং বা পুরুষং
ম　　　শ　　　শ　　　নী
পূর্ণং অনুচিন্তয়ম্ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশমনুধ্যায়ন্নিত্যেতৎ নদীসমুদ্রন্যায়েন
ব　　　ব　　　শ্রী　　　শ　　　ব
কীটভৃঙ্গন্যায়েন বা তত্তুল্যঃ সন্ তমেব যাতি গচ্ছতি লভতে ইত্যর্থঃ
তথা চ শ্রুতিঃ "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তংগচ্ছন্তি নামরূপে
বিহায়। তথা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি
দিব্যম্ ইতি ॥ ৮ ॥

পার্থ! [সর্ব্বদা মৎস্মরণের আবৃত্তিরূপ] অভ্যাস যোগ যুক্ত [অতএব] অনন্যগামী চিত্ত দ্বারা দ্যুতিমান্ পরম পুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৮ ॥

অর্জ্জুন—আবার বল মরণকালে তোমাকে স্মরণ করিব কিরূপে?

ভগবান্—অভ্যাস যোগ দ্বারা চিত্তকে অন্য বিষয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দ্যুতিমান্ পরম পুরুষকে সর্ব্বদা স্মরণ করিতে হয়। "স্মরণ" কথাটি সাধনার প্রাণ। সাধারণ লোকের পক্ষে সুগম পথ এই যে শ্রীভগবান্কে সর্ব্বদা স্মরণ করিতে অভ্যাস করিতে হয়। যাঁহার অনুশাসনে চন্দ্র সূর্য্য আপন আপন পথে চলিতেছেন, যাঁহার অনুশাসনে বায়ু প্রবাহিত হইতেছেন, নদী আপন পথে সমুদ্রে গিয়া মিলিতেছে—যিনি আপন শক্তির সহিত যুগল হইয়া সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন, যাঁহাদের দুজন ভিন্ন আর কিছুই নাই "যুবাভ্যাং নাস্তি কিঞ্চন" তাঁহাকে স্মরণ করিয়াই সন্ধ্যাপূজা জপাদি অভ্যাস করিতে হইবে। অভ্যাস ঠিক হইয়া গেলে মৃত্যুকালে আর ভুল হইবে না।

অর্জ্জুন—অভ্যাস যোগটি কি?

ভগবান্—চিত্তে একই প্রকার ভাবনার প্রবাহ প্রবাহিত করাই অভ্যাস। বিজাতীয় প্রত্যয় দূর করিয়া সজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহিত করাই অভ্যাস; যখন চিত্তে একতান প্রবাহ থাকে, এক চিন্তা প্রবাহ কালে অন্য বিরুদ্ধ চিন্তা উদয় না হইলেই দৃঢ় অভ্যাস জন্মিল। মনে কর ভ্রূমধ্যস্থিত জ্যোতিরাশি পরিবেষ্টিত দ্যুতিমান্ পরম পুরুষের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রণাম, পুষ্পাঞ্জলি যে ব্যক্তি অভ্যাস করিতেছে, যে ব্যক্তি মনকে সর্ব্বদাই ভ্রূমধ্যে রাখিতে চেষ্টা করিতেছে; অন্যদিকে মন গেলেও তৎক্ষণাৎ ভ্রূমধ্যে তাহার ধ্যানের বস্তুতে ভাবনা রাখিতেছে, কাজেই তাহার প্রাণশক্তি ও পুনঃ পুনঃ ভ্রূমধ্যে স্থিতি লাভ করিতেছে—কারণ যেখানে ভাবনা যায়, সেইখানেই প্রাণ প্রবেশ করে; এরূপ সাধক মৃত্যুকালে শ্রীভগবান্কে কিছুতেই বিস্মৃত

হইবেন না। এই অভ্যাস রূপ যোগ বা সমাধি দ্বারা চিত্ত বিনাপ্রযত্নেই নিরোধ সমাধি প্রাপ্ত হইল। এইরূপ চিত্ত কখন ইষ্টত্যাগ করিতে পারে না। ইহা দ্বারাই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাসুদেবের চিন্তা করিতে করিতে বাসুদেবই হইয়া যাওয়া যায়। সমস্ত কল্যাণের মূল এই স্মরণ-অভ্যাস।

কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্,
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৯॥
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ ১০॥

ম শ ম শ
কবিং ক্রান্তদর্শিনং তেনাতীতানাগতাদ্যশেষবস্তুদর্শিত্বেন সর্ব্বজ্ঞং
শ স্বা ম
পুরাণং চিরন্তনং পুরাতনং সর্ব্বকারণত্বাদনাদিমিতি যাবৎ। অনুশাসি-
শ ম ম নী
তারম্ সর্ব্বস্যজগতঃ প্রশাসিতারম্ সর্ব্বস্য জগতো নিয়ন্তারং জগতো-
নী শ শ
ঽন্তর্য্যামিণং অণোরণীয়াংসং অণোঃ সূক্ষ্মাদপ্যণীয়াংসং সূক্ষ্মতরং
শ্রী স্বা
আকাশকাল্দিগ্ভ্যোঽপ্যতিসূক্ষ্মতরম্ সর্ব্বস্য ধাতারং সর্ব্বস্য স্রষ্টারং
শ
সর্ব্বস্য কর্ম্মফলজাতস্য ধাতারং বিচিত্রতয়া প্রাণিভ্যো বিভক্তারং
শ নী নী
বিভজ্যদাতারং সর্ব্বস্য কর্ম্মফলস্য ধাতারং বিভাগেন প্রদাতারং
শ শ
অচিন্ত্যরূপং নাস্য রূপং নিয়তবিদ্যমানমপি কেনচিৎ চিন্তয়িতুং

নী　　ম　　যা
শক্যং অপরিমিতমহিমত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যস্বরূপং মলীমসয়োর্মনো-
শ্রী　　ম
বুদ্ধ্যোরগোচরম্ আদিত্যবর্ণং আদিত্যস্যেব সকলজগদবভাসকো বর্ণঃ
ম　যা　ম　ম
প্রকাশো যস্য তং সূর্য্যবর্চসং সর্ব্বস্য জগতোঽবভাসকমিতিযাবৎ
ম　ব　শ্রী
অতএব তমসঃ পরস্তাৎ তমসো মায়ায়াঃ প্রকৃতেঃ মোহান্ধকারাদ-
ম　ব　শ্রী　ব
জ্ঞানলক্ষণাৎ পরস্তাৎ স্থিতং বর্ত্তমানম্ মায়িনমপি মায়াতীতমিত্যর্থঃ
শ্রী
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ইতি শ্রুতেঃ ॥
শ্রী　শ্রী
সপ্রপঞ্চপ্রকৃতিং ভিত্বা যস্তিষ্ঠতি এবম্ভূতং পুরুষং প্রয়াণকালে
শ　শ　শ　ম
মরণকালে অচলেন প্রচলনবর্জ্জিতেন একাগ্রেণ মনসা তথা ভক্ত্যা যুক্তঃ
বি　নী
যা সততস্মরণময়ী ভক্তিস্তয়াযুক্তঃ যোগবলেন চ এব যোগঃ মনঃ-
নী
প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়ানিরোধঃ হৃদয়পুণ্ডরীকে তেষাং বশীকরণমিত্যর্থঃ।
নী　নী
তস্যৈব বলেন চ যুক্তো ভূমিকাজয়ক্রমেণ প্রাগেব মূলাধারাদি-
নী
ব্রহ্মরন্ধ্রান্তস্থানেষু আরোহাবরোহক্রমেণ সঞ্চারিতপবনোঽন্তকালে
ম　শ
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে আজ্ঞাচক্রে প্রাণং সম্যক্ অপ্রমত্তঃ সন্ আবেশ্য
আ　তা
ইড়াপিঙ্গলে দক্ষিণোত্তরে নাড়্যৌ হৃদয়াম্নঃস্থতে নিরুধ্য তস্মাদেব
আ
হৃদয়াগ্রাদূর্দ্ধগমনশীলয়া সুষুম্নয়া নাড্যা হার্দং প্রাণমানীয় কণ্ঠাবলম্বিতং
আ
স্তনসদৃশং মাংসখণ্ডং প্রাপয্য তেনাধ্বনা ভ্রুবোর্ম্মধ্যে তমাবেশ্য স্থাপয়িত্বা

শ শ শ শ

যঃ কশ্চিৎ অনুস্মরেৎ অনুচিন্তয়েৎ সঃ এবং বুদ্ধিমান্ যোগী তং কবিং

শ শ

পুরাণং ইত্যাদি লক্ষণং দিব্যং দ্যোতনাত্মকং পরং পুরুষম্ উপৈতি

নী শ

সমীপং প্রাপ্নোতি প্রপদ্যতে ॥ ৯। ১০ ॥

কবি-[সর্ব্বজ্ঞ], পুরাণ [অনাদি], সর্ব্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সকলের বিধাতা, অচিন্ত্যস্বরূপ, আদিত্যবৎ স্বপরপ্রকাশক, প্রকৃতির অতীত—যিনি এইরূপ পুরুষকে প্রাণপ্রয়াণ সময়ে মনকে একাগ্র করিয়া ভক্তিযুক্ত হইয়া এবং যোগবল দ্বারা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণকে প্রবেশ করাইয়া স্মরণ করেন, তিনি সেই দ্যুতিমান্ পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৯। ১০ ॥

অর্জ্জুন—কোন্ পুরুষকে সর্ব্বদা স্মরণ করিতে হইবে, ভাল করিয়া বল।

ভগবান্—যে পুরুষ কবি—সর্ব্বজ্ঞ, যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে যাহা হইয়াছিল, যাহা হইবে যাহা হইতেছে এ সমস্তই জানেন; যে পুরুষ পুরাতন—সর্ব্বকারণের কারণ, যে পুরুষ সকলের আদি হইয়াও নিজে অনাদি, যে পুরুষ সর্ব্বনিয়ন্তা—অন্তরে ও বাহ্যে সকলের শাসন কর্ত্তা, সকলের নিয়ামক "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ—শাস্তা জনানামন্তরমবাহ্যম্" যে পুরুষ আকাশাদি সূক্ষ্ম পদার্থ হইতেও সূক্ষ্মতর, যে পুরুষ সর্ব্বপ্রাণীর কর্ম্মফল বিভাগ কর্ত্তা, মন যে পুরুষের রূপ চিন্তা করিতে পারে না; যে পুরুষ সূর্য্যের মত আত্মপর-প্রকাশক যে পুরুষ অন্ধকারের পরে—যিনি মায়াতীত, যিনি অন্ধকার বিনাশ করেন, সর্ব্বদা সেই পুরুষের স্মরণ অভ্যাস করা চাই। সমস্ত জীবন ধরিয়া যোগাদি উপায়ে তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারিলে—যখন মৃত্যু আক্রমণ করিতে আসিবে, তখন ভক্তিসহকারে যোগবলে প্রাণবায়ুকে ভ্রূমধ্যে লইয়া যাইতে পারা যায়। শ্রীবলদেব শ্রীলক্ষ্মণ ইহারা প্রাণ প্রয়াণ সময়ে যোগের দ্বারা দেহ-ত্যাগ করিয়াছিলেন। এইরূপ করিতে পারিলে সেই দ্যুতিমান্ পরম পুরুষকে পাওয়া যায়।

অর্জ্জুন—"ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্" ইহাদ্বারা যোগমার্গের কোন বিশেষ সাধনা কি বলিতেছ?

ভগবান্—যাহারা তৎ, ত্বং, অসি ইহার বিচার করিতে সমর্থ, তাঁহাদের প্রাণের উৎক্রমণ হয় না। অখণ্ড সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ 'তৎ'বস্তুর চিন্তন প্রথম; খণ্ড চৈতন্য স্বরূপ 'ত্বং' বস্তুর অনুভব দ্বিতীয়। খণ্ডচৈতন্যকে অখণ্ড চিন্তা করাইতে পারিলে যখন খণ্ড আর থাকে না, যখন সমস্তই এক অদ্বিতীয় অখণ্ড চৈতন্য হইয়া যায়, তখন সেই পরম পুরুষ মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। জ্ঞানী বিচার দ্বারা ইহা লাভ করেন।

ভক্তগণ নাম নামীর লীলা প্রবাহ—হৃদয়ে রাখিয়া এবং নাম ও নামীর অভেদত্ব অনুভব করিয়া মানস পূজার এক অপূর্ব আনন্দ অনুভব করিতে করিতে এক সরস চিন্তা প্রবাহ সর্ব্বদা অন্তরে রাখিয়া দেহান্তে তাঁহাকে লাভ করেন। ভক্তের এক চিন্তা প্রবাহ কালেও প্রাণ বায়ু ভ্রূমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এখানে কিন্তু যোগীর ষট্‌চক্র ভেদের সাধনাই বলিতেছি।

ভগবান্—শ্রীগুরুর মুখ হইতে মেরুদণ্ড মধ্যে ইড়া সুষুম্না, পিঙ্গলা নাড়ীর অবস্থান শুনিয়া লইতে হয়। মধ্যে সুষুম্না, বামে ইড়া, এবং দক্ষিণে পিঙ্গলা। সুষুম্নার মধ্যে বজ্রিণী, তন্মধ্যে চিত্রিণী, তন্মধ্যে ব্রহ্মনাড়ী; এই সূক্ষ্মনাড়ী মূলাধার পদ্ম হইতে সহস্রদল পদ্ম পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মেরুদণ্ডের মধ্যে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য, আজ্ঞা চক্র এই ছয়টি চক্র আছে। এইগুলি বিকশিত পদ্মের ন্যায়। ঐই পদ্মগুলি ব্রহ্মনাড়ীতে গ্রথিত। সর্ব্বোপরি সহস্রদল পদ্ম রহিয়াছে। কুলকুণ্ডলিনী আত্মশক্তির নাম। "সা দেবী বায়বীশক্তিঃ"। এই শক্তি, মূলাধার চক্রে যে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ আছেন তাঁহাকে সার্দ্ধ-ত্রিবলয়াকারে বেষ্টন করিয়া ব্রহ্মনাড়ীর সূক্ষ্মপথ মুখ দ্বারা রোধ করিয়া আছেন। কুণ্ডলিনী সর্পাকৃতি। প্রাণায়াম দ্বারা এই শক্তিকে জাগ্রত করিতে পারিলে এই শক্তি, অন্যান্য চক্রগুলি ভেদ করিয়া সহস্রারে পরম শিবের সহিত মিলিত হইয়া থাকেন। ষট্‌চক্র ভেদ দ্বারা এই মিলন ব্যাপার ঘটে। যোগ বা যুক্তি, প্রাণ-বায়ুর কার্য্যের সহিত অতি সূক্ষ্ম ভাবনা। এই ভাবনা দ্বারা সহস্রারে শিব-শক্তির মিলন—ষট্‌চক্র ভেদ দ্বারা সাধিত হয়। যোগী মৃত্যুকালে ভক্তি সহকারে যোগ বল দ্বারা প্রাণকে ভ্রূমধ্যস্থিত আজ্ঞাচক্রে স্থাপন করিয়া পরম শান্তভাবে প্রাণ প্রয়াণ ব্যাপার সংঘটন করিতে সমর্থ। মৃত্যুকালে এই যোগ দ্বারা দেহান্তে পরম পুরুষকে লাভ করা যায়। যিনি আমার স্বরূপের পূর্ব্বোক্ত চিন্তা, প্রবাহরূপে রাখিতে পারেন—সমস্ত জীবন ধরিয়া যোগ মার্গ বা ভক্তিমার্গ বা জ্ঞান মার্গে যাঁহার এক চিন্তা প্রবাহ থাকে না, তাঁহার সম্প্রাপ্তি লাভ সহজেঃ হয় না। ভাবনাই সমস্ত সাধনার সার বস্তু—তুমি এই মুহূর্ত্তে কুলকুণ্ডলিনীর ব্রহ্মস্বরূপ পথে প্রবেশ এবং নানা বর্ণের পদ্মমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, তড়িৎপ্রভায় চারিদিক আলোকিত করিতে করিতে, আজ্ঞাচক্রোপরি প্রণব ও বিন্দু পার হইয়া পরম পুরুষকে ধীরে ধীরে স্পর্শ—এই ভাবনা কর দেখিবে এই দণ্ডেই তুমি কত শান্ত হইয়া যাও; যাঁহারা যোগী তাঁহারা প্রাণায়ামাদি সাধনা দ্বারা এই ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া কত যে আনন্দলাভ করেন—তুমি ভাবনা দ্বারা শান্ত হইয়া তাহার কিছু আভাস অনুভব করিতে পারিবে। তুমিই শক্তি তাহার কোন সন্দেহ নাই। শক্তি অব্যক্ত। শক্তি স্থূল হইয়া কায্য হয়; কর্ম্মের প্রকট মূর্ত্তি দেহ। স্থূল দেহ ভাবনা ত্যাগ করিয়া তুমি ভাবনা কর, তুমি সূক্ষ্মশক্তি। এই শক্তি অতি সূক্ষ্ম নাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতেছে; ক্রমে ত্রিকোণমণ্ডল পার হইয়া পরম শিবকে স্পর্শ করিতেছে—করিয়া দেখ এই দণ্ডেই অতি শীতল একটি অবস্থা অনুভব করিতে পারিবে। যে যোগী জীবন ধরিয়া প্রাণবায়ুকে বশীভূত করেন, তিনিই মৃত্যুকালে আজ্ঞাচক্রে প্রাণবায়ুকে প্রবেশ করাইয়া কালের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন। বিনা সাধনায় মৃত্যু জয় করা যায় না।

জ্ঞান ও ভক্তির মিশ্রণে ভগবৎ স্বরূপের একটি চিন্তা প্রবাহ থাকে। ইহাও উত্তম। শাস্ত্র

বলেন—নারদ বশিষ্ঠ ব্যাসাদি জ্ঞানিগণ তাঁহারই কথা বলেন, সন্ন্যাসিগণ তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া সুখে থাকেন এবং ব্রহ্মচারিগণ তাঁহার জন্যই ব্রহ্মচর্য্য করেন। পর শ্লোকে ইহাই বলিতেছি।

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি,
বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি,
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥

শ যা নী ন
বেদবিদঃ বেদার্থজ্ঞাঃ বেদার্থবেদিনঃ উপনিষদ্বিদঃ যৎ ব্রহ্ম অক্ষরং
শ শ ব ম
ন ক্ষরতীতি অক্ষরং অবিনাশি ওমিতি বাচকম্ ওঁকারাখ্যং ব্রহ্ম বদন্তি
শ্রী
"তদ্বা এতদক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি" "এতস্য বা অক্ষরস্য
শ্রী
প্রশাসনে গার্গি! সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত" ইত্যাদিশ্রুতেঃ
ম শ
ন কেবলং প্রমাণকুশলৈরেব প্রতিপন্নম্, কিন্তু বীতরাগাঃ বিগতো-
ম শ শ ব
রাগো যেভ্য স্তে নিঃস্পৃহাঃ যতয়ঃ যত্নশীলাঃ সন্ন্যাসিনঃ যৎ ব্রহ্ম
ব শ শ
তদ্বাচ্যভূতং বিজ্ঞানৈকরসং বিশন্তি সম্যগ্‌দর্শনপ্রাপ্তৌ সত্যাং
নী নী ম
সরিৎসাগরন্যায়েন যৎ প্রবিশন্তি ন কেবলং সিদ্ধৈরনুভূতং
ম শ
সাধকানামপি সর্বৈরাঽপি প্রয়াসস্তদর্থ ইত্যাহ যৎ অক্ষরং ইচ্ছন্তঃ
ম ম ম ব
জ্ঞাতুং নৈষ্ঠিকা ব্রহ্মচারিণঃ ব্রহ্মচর্য্যং গুরুকুলবাসাদি-লক্ষণং ঊর্দ্ধরেতঃ
বা হ ম ম শ
স্বরূপংবা চরন্তি অনুতিষ্ঠন্তি যাবজ্জীবম্ তৎ অক্ষরাখ্যং ব্রহ্মাখ্যং

পদং পদ্যতে লভ্যতে অনেনেতি পদং বর্ণত্রয়াত্মকং পদনীয়ং বা স্থানং বিষ্ণোঃ পরমং পদং তে তুভ্যং সংগ্রহেণ সংক্ষেপেণ অহং প্রবক্ষ্যে প্রকর্ষেণ কথয়িষ্যামি যথা তব বোধোভবতি তথা। অতস্তদক্ষরং কথং ময়া জ্ঞেয়মিত্যাকুলো মাভূরিত্যভিপ্রায়ঃ॥ অত্র চ পরস্য ব্রহ্মণো বাচকরূপেণ চ "যঃ পুনরেতত্রিমাত্রেণোমিত্যনেনাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত স তমধিগচ্ছতি" "প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম-তল্লক্ষ্যমুচ্যতে অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ" "সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণিচ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ" ইত্যাদি-বচনৈর্ম্মন্দমধ্যমবুদ্ধীনাং ক্রমমুক্তিফলকমুপাসনমুক্তং তদেবেহাপি বিবক্ষিতং ভগবতাঽতোযোগধারণাসহিতমোঙ্কারোপাসনং তৎফলং স্বস্বরূপং ততোপুনরাবৃত্তিস্তম্মার্গশ্চেত্যর্থ-জাতমুচ্যতে যাবদধ্যায় সমাপ্তি॥ ১১॥

বেদবিদ্গণ যে ব্রহ্মকে অক্ষর বলেন, অনাসক্ত যতিগণ যাঁহাতে প্রবেশ করেন, যাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মচারিগণ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করেন, সেই ব্রহ্মাখ্য পদ তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি॥ ১১॥

অর্জ্জুন—ভগবান্‌কে স্মরণ করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বল।

ভগবান্—শ্রুতি ওঁকার মন্ত্রে ভগবানের যে স্মরণ তাহাকেই ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায় বলিতেছেন। যত মন্ত্র আছে ওঁকার মন্ত্রই তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যাঁহারা বেদজ্ঞ তাঁহারা ওঁ নামক অক্ষরকেই ব্রহ্ম বলেন। মাণ্ডুক্যশ্রুতি বলিতেছেন ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং। সর্ব্বং হ্যেতদ্‌ব্রহ্ম। অয়মাত্মা ব্রহ্ম। ইত্যাদি।

শুধু যে বেদজ্ঞ প্রমাণকুশল মহাত্মাগণ ওঁকে ব্রহ্ম প্রতিপাদন করেন— তাহা নহে, রাগ-দ্বেষ শূন্য সিদ্ধ সন্ন্যাসিগণ, নদী যেমন সাগরে প্রবেশ করে, সেইরূপে স্বরূপদর্শন ও সম্যক্‌জ্ঞানে অক্ষর ব্রহ্মে প্রবেশ করেন। শুধু যে সিদ্ধপুরুষেরা তাঁহাতে প্রবেশ করেন, তাহা নহে; কিন্তু যাঁহারা সাধক তাঁহারাও তাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা করিয়া গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করেন, উর্দ্ধরেতা হইয়া থাকেন। আমি এই ওঁকারের কথা বলিব।

অর্জ্জুন—অতিদুর্জ্ঞেয় ওঁকারতত্ত্ব আমি কি অনুভব করিতে পারিব?

ভগবান্—তোমার ব্যাকুল হইবার আবশ্যক নাই; আমি সহজ করিয়াই বলিতেছি।

কঠশ্রুতি বলেন"সর্ব্বেবেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি তত্তেপদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥

ওঁই পরম পদ। সমস্ত বেদ এই ওঁকারকে ঘোষণা করেন; সমস্ত তপস্যা ইঁহারই জন্য, ইঁহারই জন্য ব্রহ্মচর্য্য আচরণ। যোগধারণার সহিত ওঁকারের উপাসনাই পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্তির শ্রেষ্ঠ উপায়।

অর্জ্জুন—তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য বিচারদ্বারাও ত পরব্রহ্মকে জানা যায়, তবে ওঁকারকেই শ্রেষ্ঠ আশ্রয় কেন বলিতেছ?

ভগবান্—উত্তম অধিকারী মহাবাক্য বিচার দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু মধ্যম অধিকারী বা মন্দ অধিকারীর জন্যই ক্রমমুক্তি ফলপ্রদ ওঁকারের উপাসনা। ওঁকার উপাসনার কথা আমি পরবর্ত্তী শ্লোক সমূহে বলিতেছি। এখানে এই মাত্র বলি যে বহুশ্রুতি এই ওঁকার উপাসনাকেই শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিতেছেন। ওঁকার মন্ত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র। ধ্যান বিষয়ে ওঁকার মন্ত্রের তুল্য অন্য কোন মন্ত্র নাই। যোগধারণার সহিত ওঁকারের উপাসনার কথাই বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ১১॥

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥১২॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১৩॥

নী আ নী

সর্ব্বদ্বারাণি সর্ব্বাণি বিষয়োপলব্ধিদ্বারাণি ইন্দ্রিয়াণি সংযম্য

ম ম

স্বস্ববিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য বিষয়দোষদর্শনাভ্যাসাত্তদ্বিমুখতামা-

পাদিভিঃ শ্রোত্রাদিভিঃ শব্দাদিবিষয়গ্রহণমকুর্ব্বন্ বাহ্যেন্দ্রিয়-
নিরোধেঽপি মনসঃ প্রচারঃ স্যাদিত্যত আহ মনোহৃদি নিরুধ্য চ
অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং ষষ্ঠে (৩৫শ শ্লোকে) ব্যাখ্যাতাভ্যাং হৃদয়দেশে
হৃদয়পুণ্ডরীকে মনোনিরুধ্য নিষ্প্রচারমাপাদ্য চ অন্তরপি বিষয়চিন্তা-
মকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ, এবং বহিরন্তরুপলব্ধিদ্বারাণি সর্ব্বাণি সংনিরুধ্য তেষাং
ক্রিয়াদ্বারং প্রাণ বায়ুমপি সর্ব্বতো নিগৃহ্য হৃদয়মানীয় ততো-
নির্গতয়া সুষুম্নয়া কণ্ঠভ্রূমধ্যললাটক্রমেণ মূর্দ্ধ্নি আধায় ভ্রুবোর্ম্মধ্যে
তদুপরি চ গুরূপদিষ্টমার্গেণাবেশ্য আদৌ হৃৎপদ্মে বশীকৃত্য তস্মাদূর্দ্ধ-
গতয়া সুষুম্নয়া গুরূপদিষ্টবর্ত্মনা ভূমিজয়ক্রমেণ ভ্রুবোর্ম্মধ্যে তদুপরি
ব্রহ্মরন্ধ্রে চ সংস্থাপ্য আত্মনঃ যোগধারণম্ আত্মবিষয়সমাধিরূপাং
ধারণাং আস্থিতঃ আশ্রিতবান্ সন্ ওঁ ইতি বাচকং একাক্ষরং একং
অক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ অন্তরুচ্চারয়ন্ তদর্থভূতং মাং ঈশ্বরং অনুস্মরন্
অনুচিন্তয়ন্ যো হি দেবদত্তং স্মৃত্বা তন্নাম ব্যাহরতি তস্মৈ দেবদত্তোঽভি-
মুখো ভবতীত্যেবং ব্রহ্মণোনামোচ্চারণেন সন্নিহিততরং ব্যাপকং ব্রহ্ম
সাধকস্য সন্নিহিতে চ ব্রহ্মণি যো দেহং ত্যজন্ ম্রিয়মাণঃ প্রযাতি

ঊৰ্দ্ধনাড্যা যাতি সঃ দেবযানমার্গেন ব্রহ্মলোকং গত্বা তদ্ভোগান্তে পরমাং প্রকৃষ্টাং গতিং মদ্রূপাং যাতি। অত্র পতঞ্জলিনা "তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ সমাধিলাভঃ" ইত্যুক্ত্বা "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" ইত্যুক্তম্। প্রণিধানং চ ব্যাখ্যাতং "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। তজ্জপস্তদর্থভাবনং ইতি "সমাধিসিদ্ধিরীশ্বর প্রণিধানাৎ" ইতি চ। ইহ তু সাক্ষাদেব ততঃ পরমগতিলাভ ইত্যুক্তং, তস্মাদবিরোধায় "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্নাত্মনো যোগধারণামাস্থিত" ইতি ব্যাখ্যেয়ম্, বিচিত্রফলত্বোপপত্তের্ব্বা ন বিরোধঃ॥ ১২। ১৩॥

সর্ব্বদ্বার বন্ধ করিয়া [বাহিরের জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ শ্রোত্রাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বিষয়ে দোষদর্শন দ্বারা প্রত্যাহরণ করিয়া] মনকে হৃদয়ে সর্ব্বতোভাবে রোধ করিয়া [অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা ভিতরে জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ মনকে বিষয় চিন্তা করিতে না দিয়া], এবং [ক্রিয়ার দ্বার স্বরূপ] প্রাণকে ভ্রূমধ্যে ধারণ করিয়া আত্মসমাধিরূপ যোগধারণা আশ্রয় করিয়া, ওঁ এইব্রহ্মরূপ একাক্ষর উচ্চারণ পূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগান্তে [অর্চ্চিরাদি মার্গে] গমন করেন, তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হয়েন॥ ১২। ১৩॥

অর্জ্জুন—"তত্তেপদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে" ব্রহ্মাখ্য পদ তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি তুমি পূর্ব্ব শ্লোকে ইহা বলিয়াছ। ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির জন্য যোগশাস্ত্রে যে উপায় তাহাই যোগধারণার সহিত ওঁকারের উপাসনা। এই উপাসনায় কি করিতে হইবে তাহাই বল; তা'র পরে ভক্তিমার্গের উপায় বলিও। 'ভক্ত্যাযুক্তো যোগ বলেন চৈব" পূর্ব্বে বলিয়াছ।

ভগবান্—প্রথম—সর্ব্বইন্দ্রিয় দ্বার সংযম কর। চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়। ইন্দ্র বা আত্মা যাহার উপর প্রভুত্ব করেন তাহাই ইন্দ্রিয়। আত্মা, শক্তির উপর প্রভুত্ব করেন বলিয়া ইন্দ্রিয় গুলি শক্তি। ইন্দ্রিয় জ্ঞান লাভের দ্বার; প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলি দমন কর। ইন্দ্রিয় যাহাতে শব্দাদি

বিষয় গ্রহণে বিরত হয়, তাহাই কর। বিষয়গুলি দোষযুক্ত—ইহা সর্ব্বদা অভ্যাস কর। বিষয় দোষ-দর্শন অভ্যাস হইয়া গেলে চক্ষু আর রূপ দেখিতে ছুটিবে না—কারণ দৃশ্যবস্তু নানা দোষ-যুক্ত। কি আর দেখিব? কি আর শুনিব? কতইত দেখিলাম—কতইত শুনিলাম—দেখা শুনায় তৃপ্তি হইল না—যাহা ক্ষণিক তাহাতে তৃপ্তি হইতেই পারে না। অতএব রূপ রসাদি বিষয় গুলিতে আর আমার আস্থা নাই। এইরূপে বিষয়ে যখন বৈরাগ্য অভ্যাস হইল—তখন ইন্দ্রিয় আর বাহিরে ছুটিবে না। শক্তি গুলি, তখন আর বাহিরের কোন বস্তু যে তাহাদিগকে তৃপ্ত করিতে পারে না, তাহা বেশ বুঝিতে পারে। বাহিরে আনন্দের কিছু নাই বলিয়া সাধক ভিতরে শক্তিমানের দিকে যাইতে চেষ্টা করেন। ভিতরে প্রবেশ চেষ্টাতেও একটা সুখ পান। জপ, ধ্যান, আত্মবিচার লইয়া যখন থাকিতে পারেন, তখন ইন্দ্রিয় সংযম হইয়া যায়। বাহিরের বিষয়ে বৈরাগ্য ও ভিতরের আত্মারামে থাকা অভ্যাস এই দুই উপায়ে সর্ব্বদ্বার বন্ধ হয়।

অর্জ্জুন—ইন্দ্রিয় নিরোধ করিলেই ত সব হইল—"মনোহৃদি নিরুধ্য চ" কেন?

ভগবান্—বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সমূহকে প্রত্যাহরণ করিলেও মন পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার তুলিয়া সর্ব্বদা অসম্বন্ধ প্রলাপ করিয়া থাকে—মনের এই চিন্তা নিবারণ করা আবশ্যক।

অর্জ্জুন—মনের অসম্বন্ধ প্রলাপ ছুটিবে কিরূপে?

ভগবান্—দ্বিতীয়-মন শ্রীভগবান্‌কে চিন্তা না করিয়া, তাঁহাকে স্মরণ না করিয়া, তাঁহার কথা লইয়া না থাকিয়া যখনই অন্য কথা, অন্য চিন্তা বা অন্য সম্বন্ধে প্রলাপ তুলিবে, তখনই মনকে উপদেশ ও তিরস্কার করিতে অভ্যাস কর। একটি বালককে চরিত্রবান্ করিতে হইলে যেমন সর্ব্বদা তাহাকে উপদেশ দিতে হয়, অন্যায় করিলে সর্ব্বদা যেমন তিরস্কার করিতে হয়, সেইরূপ চিত্ত বালককে সর্ব্বদা উপদেশ কর—অসম্বন্ধ প্রলাপ করিলে বেশ করিয়া তিরস্কার কর।—এইরূপ করিলে মন হৃৎপুণ্ডরীকে ইষ্টদেবতার ধ্যান, মানসপূজা ইত্যাদি করিতে পারিবে। এরূপ করিলে মন নিরুদ্ধ হইবে। একদিনে বা দুইদিনে ইহা হয় না—বহুকাল ধরিয়া ইহা অভ্যাস কর—যতদিনে মন অসম্বন্ধ প্রলাপ ত্যাগ না করে, যতদিন না মন সুস্থ হয়, ততদিন ইহার পশ্চাতে লাগিয়া থাক—ইহাকে বিরাগী কর—ইহাকে আত্মারামের রূপ গুণে আকৃষ্ট কর, ইহাকে আত্মারামের নিকট প্রার্থনা করাও, তবে হইবে। স্ববশে মৃত্যু হয় ইহা যাঁহার আকাঙ্ক্ষা, তাঁহাকে "যোগ ধারণা" অভ্যাস করিতে হইবে। বায়ু নিরোধ পূর্ব্বক ভ্রূমধ্যে প্রাণধারণা—ইহা যোগীর আয়ত্ত।

অর্জ্জুন—হৃদয়পুণ্ডরীকেই মনকে নিরোধ করিতে হইবে, অন্য কোথাও করিলে হইবে না?

ভগবান্—আধার পদ্ম হইতে সহস্রদল পদ্ম পর্য্যন্ত সকল পদ্মেই মনকে ধারণা করিবার ব্যবস্থা আছে। তন্মধ্যে নাভি, হৃদয় ও ভ্রূমধ্যে ধ্যান করিলেও হয়। ব্রাহ্মণেরা সন্ধ্যা করিবার সময় এই তিন স্থানেই মনের ধারণা করেন। হৃদয়পদ্মে ইষ্ট দেবতার ধ্যান করায় সুবিধা এই যে কুম্ভকে এই ধ্যান হয়। কিন্তু পরাবস্থায় সহস্রারে শ্রীগুরুর ধ্যানই প্রশস্ত।

অর্জ্জুন—বাহিরে ইন্দ্রিয়দ্বারগুলি ও ভিতরে মনোদ্বার বন্ধ করিয়া পরে কি করিতে হইবে?

ভগবান্—ইন্দ্রিয়দ্বারদিয়া বাহিরের বস্তু জ্ঞানমূর্ত্তিতে ভিতরে প্রবেশ করে এবং মনোদ্বার দিয়া তৎসম্বন্ধে সঙ্কল্প বিকল্পও নিশ্চয় হয়; পরে ক্রিয়াদ্বার দিয়া জ্ঞানের কার্য্য হয়। প্রাণই প্রধান ক্রিয়াদ্বার। ইন্দ্রিয় নিরোধ হইলে এবং মন হৃৎপুণ্ডরীকে নিরুদ্ধ হইলে পরে প্রাণায়াম ও কুম্ভক দ্বারা প্রাণকে প্রথমে কণ্ঠকূপে, পরে ভ্রূমধ্যে বা সহস্রারে স্থির করিলে যোগধারণার আশ্রয় লওয়া হইল। এই অবস্থায় আমাকে স্মরণ করিতে করিতে ওঁকার উচ্চারণ করিয়া যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি দেবযানে গমন করেন, করিয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হয়েন। কিরূপে দেহত্যাগ করিতে হয় তাহাই বলিলাম, কিন্তু জ্ঞানীর প্রাণের উৎক্রামণ হয় না, এই জন্যেই তিনি জীবন্মুক্ত হয়েন, দেহান্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় না। জ্ঞান হইয়া গেলে প্রারব্ধক্ষয় পর্য্যন্ত দেহটা কর্ম্ম করিলেও সে কর্ম্মে কোন বন্ধন হয় না। ১২।১৩।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ! নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

ম
য এবং বায়ুনিরোধবৈধুর্য্যেণ ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য মূর্দ্ধন্যয়া
ম
নাড্যা দেহং ত্যক্তুং স্বেচ্ছয়া ন শক্নোতি, কিন্তু কর্ম্মক্ষয়েণৈব পরবশো
ম
দেহং ত্যজতি তস্য কিং স্যাদিতি তদাহ অনন্যেতি। হে পার্থ!
শ শ শ্রী
অনন্যচেতাঃ সন্ নান্যবিষয়ে চেতো যস্য তথাভূতঃ সন্ যো মাং নিত্যশঃ
শ্রী ম শ ম শ
প্রতিদিনং যাবজ্জীবনং সততং সর্ব্বদা নিরন্তরং সততমিতি নৈরন্তর্য্য-
শ
মুচ্যতে নিত্যশ ইতি দীর্ঘকালত্বমুচ্যতে ন ষণ্মাসং সম্বৎসরং বা স্মরতি
ব নী
অর্চ্চনজপাদিষ্বনুসন্ধত্তে তস্য নিত্যযুক্তস্য, নিত্যং যোগিনামাবশ্যক-
নী শ
যুক্তাহারবিহারাদৌ যমনিয়মাদৌ চ যুক্তস্যাবহিতস্য সতত সমাহিতস্য
নী নী ম
যোগিনঃ যোগমনুতিষ্ঠতঃ অনুষ্ঠানং কুর্ব্বতঃ অহং পরমেশ্বরঃ সুলভঃ

শ ম

সুখেন লভ্যঃ। ইতরেষামতিদুর্লভোঽপি হে পার্থ! তবাহমতিসুলভো

ম

মা ভৈষীরিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৪ ॥

হে পার্থ! অনন্যচিত্ত হইয়া নিরন্তর যিনি আমাকে যাবজ্জীবন [ধরিয়া] স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর আমি সুখলভ্য ॥ ১৪ ॥

অর্জ্জুন—পূর্ব্বোক্ত "যোগধারণা" যে পারিল না—সে ত স্বেচ্ছাতে দেহত্যাগ করিতে পারিবে না, তাহার কি হইবে?

ভগবান্—বায়ু নিরোধ পূর্ব্বক ভ্রূমধ্যে প্রাণ আনিয়া ওঁ উচ্চারণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করা, সকলে পারে না; কিন্তু যে ব্যক্তি আমাকেই চায়, যাহার চিত্ত আমা ভিন্ন অন্য কোন কিছুতে আসক্ত হইতে চায় না—এইরূপ বিষয় বিরাগী এবং মদনুরাগী পুরুষ যাবজ্জীবন ধরিয়া যখন প্রতিদিন প্রতিক্ষণ আমাকেই স্মরণ করা অভ্যাস করেন—তখন সেই ব্যক্তি ত আমাতেই নিত্যযুক্ত। সেই যোগীর নিকট আমি অনায়াসলভ্য। অর্জ্জুন! তুমি অনন্যচেতা হইয়া সর্ব্বক্ষণ আমাতে চিত্ত সমাহিত করিতে অভ্যাস কর।

পথে হাঁটিতেছ বা শয্যায় শয়ন করিয়া আছ বা যখন যে অবস্থায় থাক, সুখে, দুঃখে বিপদে সম্পদে, সকল অবস্থায় আমাকে স্মরণ কর, স্মরণ করিয়া করিয়া প্রার্থনা কর, প্রার্থনা করিয়া আমার নাম জপ কর—আমাকে স্মরণ করিয়া আমার নাম করিয়া ডাকিলে আমি তাহার নিকটে প্রকাশ হই। জপ, ধ্যান, আত্মবিচার লইয়া আমায় স্মরণ অভ্যাস কর যাবজ্জীবন অবিচ্ছেদে খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে—সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ কর—সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে রাজদ্বারে শ্মশানে—যেখানে থাক, যেমন অবস্থায় থাক, আমাকে ডাকিয়া যাও—মৃত্যুভয়ে কি আর তোমার ভয় থাকিবে? আমি এইরূপ যোগীর অনায়াসলভ্য।

শয্যাসনস্থোঽথ পথি ব্রজন্ বা
স্বস্থঃ পরিক্ষীণ বিতর্ক জালঃ
সংসার বীজক্ষয় ক্ষীণমানঃ
স্যান্নিত্যমুক্তোঽমৃত ভোগভোগী॥

অর্জ্জুন—প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে সর্ব্বব্যাপারে কি তোমার স্মরণ রাখা যায়?

ভগবান্—"তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মরযুদ্ধ চ" ৮।৭ শ্লোকে ইহাইত বলিয়াছি। আবার বলি সমস্ত ধর্ম্ম কার্য্যে আমাকে স্মরণ করিয়া কর্ম্ম করা যায়। অধর্ম্ম কর্ম্মে হয় না। অধর্ম্ম কর্ম্ম যদি না কর, তবে জাগ্রৎকালে যতক্ষণ পুরুষার্থ সজাগ থাকে, ততক্ষণ আমাকে স্মরণ কর। নিদ্রায় পুরুষার্থ থাকে না বলিয়া নিদ্রার পূর্ব্বে আমার স্মরণ করিয়া লও। পরে নিদ্রা যাও। এই অভ্যাস কর, মৃত্যুর জন্য ভাবনা নাই, আমি আছি। ১৪।

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥

যা আ আ শ যা
যতস্তে মহাত্মানঃ মহাত্মকং প্রকৃষ্টসত্ত্ববৈশিষ্ট্যং যতয়ঃ যথাবস্থিত-
যা শ ম শ
মৎস্বরূপজ্ঞানাঃ, পরমাং প্রকৃষ্টাং সর্ব্বোৎকৃষ্টাং সংসিদ্ধিং মোক্ষাখ্যাং
ম ব ম শ ম
মুক্তিমিতিযাবৎ গতাঃ লব্ধবন্তঃ ততস্তে মাম্ ঈশ্বরং উপেত্য প্রাপ্য
শ শ
মদ্ভাবমাপদ্য দুঃখালয়ং দুঃখানামাধ্যাত্মিকাদীনামালয়মাশ্রয়ং আলীয়ন্তে
শ ম
যস্মিন্ দুঃখানি তৎ দুঃখালয়ং জন্ম যদ্বা গর্ভবাসযোনিদ্বারনির্গমনাদি
ম ম ম নী
অনেকদুঃখস্থানং অশাশ্বতং অস্থিরং দৃষ্টনষ্টপ্রায়ং নশ্বরং তুচ্ছং বা
ম ম
পুনর্জ্জন্ম মনুষ্যাদিদেহসম্বন্ধং ন আপ্নুবন্তি পুনর্নাবর্ত্তন্তইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

আমাকে পাইয়া [তাঁহারা] নশ্বর বহুক্লেশ পূর্ণ পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না [যেহেতু সেই] মহাত্মাগণ উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৫ ॥

অর্জ্জুন—নিত্যযুক্ত যোগীর নিকটে তুমি সহজলভ্য ই না হয় হইলে—তাহাতে কি হইল ?

ভগবান্—মোক্ষাখ্য উৎকৃষ্ট গতি যে সমস্ত মহাত্মা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। পুনর্জন্মনিতান্ত নশ্বর এবং সর্ব্বপ্রকার দুঃখের আলয়। আমার পরমভক্ত শুক ও আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন :—

গতাগতেন শ্রান্তোঽস্মি দীর্ঘসংসারবর্ত্মসু ।
গর্ভবাসে মহদ্দুঃখং ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥

অর্জ্জুন—পুনর্জন্ম যে কত দুঃখের আলয়, তাহা তুমি ৪।৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছ। এখন পুনর্জ্জন্ম যাহাতে না হয় তাহার কথা বলিতেছ। মৃত্যু অপেক্ষা ক্লেশ আর কিছুই নাই। যাহারা বলে বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যুতে কোন ক্লেশ নাই—বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যু স্বাভাবিক—তাহারা প্রকৃত কথা বুঝে না অথবা গোপন করে। মৃত্যুর পূর্ব্বে সকলেরই শয্যা, কণ্টক স্বরূপ বোধ হইবে।

মস্তিষ্কের মধ্যে শতবৃশ্চিক দংশন হইবেই। এইটি বিক্ষেপ অবস্থা—তাহার পরে লয় অবস্থা আসিবে—আসিয়া মৃত্যু হইবে। জরা মরণ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই তোমার আশ্রয়-গ্রহণ করা। তুমি সহজে দেহত্যাগ কিরূপে করা যাইতে পারে তাহার কৌশল বলিতেছ। আর একবার বল জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত কোন্ উপায়ে মৃত্যু অতিক্রম করেন।

ভগবান্—অতি আবশ্যকীয় কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। সকলেরই ইহা জানা উচিত এবং জানিয়া কার্য্যে পরিণত করা কর্ত্তব্য। শ্রবণ কর।

প্রথম জ্ঞানীর মৃত্যুজয়—যিনি জ্ঞানী, দেহত্যাগ সময়ে তাহার প্রাণের উৎক্রমণ হয় না। জ্ঞানী এই জন্মেই মৃত্যু অতিক্রম করিয়া জীবন্মুক্ত হয়েন। তাঁহার সদ্যোমুক্তি হয়। এই জন্মেই তাঁহার সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি রূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি ঘটে। কিরূপে এই অবস্থা এই জন্মেই লাভ হয় লক্ষ্য কর।

জ্ঞানী অনুভব করেন তিনি চেতন। তিনি দেহ নহেন, তিনি মনও নহেন। দেহ ও মন এবং অজ্ঞান, এই তিনটিকে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর বলে। যিনি চেতন তিনি কোনও শরীর নহেন। দেহ ও দেহের কার্য্য যাহা তাহা প্রকৃতির। কর্ম্ম করে প্রকৃতি। জ্ঞানী জানেন যে প্রকৃতির সহিত তাঁহার বা চেতনের কোন সম্বন্ধ নাই। আত্মা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। রোগ শোক জরা আধি ব্যাধি এ সমস্তই দেহের ও মনের। মৃত্যু হয় দেহের। আত্মার মৃত্যু নাই, রোগ শোক জরা আধি ব্যাধি কিছুই নাই আত্মা আনন্দময় চির সুখময়। জ্ঞানী আত্ম স্বরূপে থাকেন বলিয়া দেহের বা মনের ব্যাধি আধিতে তাঁহার ক্লেশ নাই। প্রকৃতিই সকল কর্ম্ম করে বলিয়া—তিনি কোন কর্ম্মে কর্ত্তা নহেন। অহং কর্ত্তা এ অভিমান জ্ঞানীর নাই। মৃত্যুতে অভিমান নাই, সুখদুঃখেও অভিমান নাই। তুমি আত্মা তুমি দেহ নও—তুমি এই অভ্যাস দৃঢ় কর, দেখিবে তুমিও জীবন্মুক্ত হইয়া গিয়াছ। তুমি আত্মা, তুমি চেতন এই অভ্যাস দৃঢ় করিতে হইলে তুমি দেহ নও এবং তুমি মন নও ইহার সাধনা তোমায় করিতে হইবে। প্রাণায়াম দ্বারা মনকে বিষয় হইতে দেহের মধ্যে হৃদপুণ্ডরীকাদি কোন স্থানে ধারণা কর। মনকে ধারণাভ্যাসী করিয়া পরমশিবের বামে পরমাশক্তি বসিয়াছেন ভাবনা করিয়া সেই খানে মানস পূজা কর। এই অভ্যাস দৃঢ় হইয়া গেলে সেই নির্জ্জন প্রদেশে বসিয়া শান্ত ভাবে বিচার কর আত্মা কে? প্রকৃতি কে? এবং প্রকৃতি হইতে আত্মা ভিন্ন কিরূপে? তুমি আত্মা, তুমি প্রকৃতি নও এইটির অনুভব বিচার দ্বারাই হইবে। শাস্ত্র ও গুরু মুখে তত্ত্বমস্যাদির বিচার শুনিয়া নিজে যখন ঐ বিচারে পৌঁছিবে, তখনই তুমি পরমানন্দে স্থিতি লাভ করিবে। এই জন্মেই পার এই জন্মেই জীবন্মুক্ত হইবে। দেহত্যাগ হউক বা না হউক, তাহাতে তোমার কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। প্রাণের উৎক্রমণ জ্ঞানীর হয় না। দেহত্যাগ জন্য জ্ঞানীর কোন ক্লেশ নাই। জ্ঞানের অনুষ্ঠান কালে জ্ঞানী সকল প্রকার ক্লেশের অন্তে গমন করেন। প্রথম অবস্থায় অপমান ক্লেশ, রোগের ক্লেশ, শোকের ক্লেশ, আহার নিদ্রার ক্লেশ—প্রতি ক্লেশে তাঁহার বিচার এইরূপ :—ক্লেশ, হয় মনের বা দেহের ; আমি মনও নই আমি দেহও নই ; আমি চেতন, আমি আত্মা, আমি সচ্চিদানন্দ পুরুষ। সমস্ত ক্লেশ সহ্য করা তাঁহার অভ্যস্ত—সমস্ত ক্লেশ সহ্য করিয়াও তিনি বিচার

দ্বারা অনুভব করেন, তিনি চেতন, তিনি জড় নহেন ; এই জন্য দেহত্যাগের ব্যাপার কখন ঘটিয়া যায় তাহাও তিনি জানেন না। তিনি আত্মক্রীড়, আত্মরতি, আত্মানন্দে স্থিত বলিয়া—আহার, নিদ্রা, অথবা মৃত্যু পর্য্যন্তও তাঁহার আয়ত্তাধীনে থাকিয়া যায়। জ্ঞানীর মৃত্যু অতিক্রমই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অবস্থা।

দ্বিতীয় যোগীর মৃত্যু—যিনি এই জন্মেই জ্ঞান লাভে সমর্থ নহেন, তিনি যোগ ধারণা অভ্যাস করেন। কুম্ভকে প্রাণ বায়ুকে হৃদপুণ্ডরীকে ধারণা করিয়া পরে প্রাণকে ভ্রূমধ্যে বা সহস্রারে স্থাপন অভ্যাস করাই যোগীর কর্ম্ম। প্রাণকে ভ্রূমধ্যে স্থাপন করিয়া সজ্ঞানে ওঁ উচ্চারণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিতে পারেন বলিয়া মৃত্যুতে যোগীর কোন ক্লেশ নাই। মৃত্যুর পরে যোগীকে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

তৃতীয় ভক্তের মৃত্যু—যিনি "যোগধারণা" পারেন না, তিনি ভক্তির সাধনা যদি করেন তবে মৃত্যুতে তাঁহারও কোন ক্লেশ নাই। যে ভক্ত এক মুহূর্ত্ত সময়ও বৃথা নষ্ট করেন না—যিনি যাবজ্জীবন সর্ব্বকালে সকল অবস্থায় শ্রীভগবানকে স্মরণ করেন, শয়নে স্বপনে, ভ্রমণে, আহারে বিহারে—এক ক্ষণও যিনি স্মরণ অভাবে থাকিতে পারেন না—শ্রীভগবানকে স্মরণ না করাই যাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্লেশ, যে ভক্তের এইরূপ হইয়া গিয়াছে তিনিও মৃত্যুজয় করিয়াছেন। শ্রীভগবানই মৃত্যুকালে উদয় হইয়া তাঁহার যাতনা দূর করেন। মৃত্যুর পরে আর তাঁহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যোগ সকলে পারে না—জ্ঞানেও সকলের অধিকার নাই, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া ডাকাতে সকলেরই অধিকার আছে। সর্ব্বদা স্মরণে সকল বিশ্বাসীরই অধিকার। ইহাই মৃত্যু অতিক্রমণের সহজ পথ। ১২॥

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ * পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয়! পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬॥

শ শ

হে অর্জ্জুন! আব্রহ্মভুবনাৎ ভবন্তি অস্মিন্ ভূতানীতি ভুবনং
শ্রী শ্রী শ শ
ব্রহ্মণো ভুবনং বাসস্থানং ব্রহ্মভুবনং ব্রহ্মলোক ইত্যর্থঃ ব্রহ্মলোকেন
শ যা ম
সহ ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তাৎ ইতি যাবৎ লোকাঃ সর্ব্বলোকান্তর্ব্বর্ত্তিনো
শ ব
জীবাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ পুনরাবর্ত্তনস্বভাবাঃ কর্ম্মক্ষয়ে সতি ভূয়ো পুনর্জ্জন্ম
ব শ্রী
লভন্তে। ব্রহ্মলোকস্যাপি বিনাশিত্বাৎ তৎ প্রাপ্তানামণুৎপন্নজ্ঞানা-

* আব্রহ্ম ভবনাৎ ইতি বা পাঠঃ।

শ্রী　　　　শ্রী
নামশ্চ্যুভাবি পুনর্জ্জন্ম, য এবং ক্রমমুক্তিফলাভিরুপাসনাভির্ব্রহ্ম-
শ্রী
লোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্রোৎপন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষঃ।
শ্রী
নান্যেষাং, তথাচ "ব্রহ্মণা সহ 'তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
শ্রী　　　　শ্রী
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্"। পরস্যান্তে ব্রহ্মণঃ
শ্রী　　　　শ্রী
পরমায়ুষোঽন্তে। কৃতাত্মানো ব্রহ্মভাবাপাদিত মনোবৃত্তয়ঃ। কর্ম্মদ্বারে
শ্রী
যেষাং ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিস্তেষাং ন মোক্ষ ইতি পরিনিষ্ঠিতিঃ। তু কিন্তু
ম　　　　ম
হে কৌন্তেয়! মাম্ উপেত্য প্রাপ্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে পুনরাবৃত্তি-
ম　　　　ম　　　　ম
র্নাস্তীত্যর্থঃ। অত্রেয়ং ব্যবস্থা যে ক্রমমুক্তিফলাভিরুপাসনাভির্ব্রহ্ম-
ম　　　　ম
লোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্রোৎপন্নসম্যগ্দর্শনানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষঃ,
ম　　　　নী
যে তু পঞ্চাগ্নিবিদ্যাদিভি র্ব্রহ্মলোকং গতাস্তেঽনুপাসিতপরমেশ্বরাঃ
নী
পুনরাবর্ত্তন্তে ॥ ১৬ ॥

হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতেও লোক সকল পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে পাইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥ ১৬ ॥

অর্জ্জুন — নিত্য কর্ম্ম করিয়া গেলেই কি তোমাকে পাওয়া যাইবে—আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না?

ভগবান্—কর্ম্ম দ্বারা সাধক ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে, কিন্তু সেখান হইতেও পতন হয়। ক্রমমুক্তি যাহাদের লক্ষ্য—তাহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াও সেখানে জ্ঞাননিষ্ঠা করিতে থাকে। ব্রহ্মার মুক্তির সহিত ইহারা মুক্তিলাভ করে। কর্ম্ম ও উপাসনা প্রভাবে জ্ঞানলাভ হয়। জ্ঞানলাভ হইলেই আমাকে পাওয়া হইল। আমাকে পাইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। জ্ঞানপথে প্রাণের উৎক্রমণ হয় না; এই জীবনেই আমাকে পাওয়া যায়, যোগ, ও ভক্তি পথে প্রাণের উৎক্রমণ হইলেও দেহান্তে আমাকে পাওয়া যায়। ১৬ ॥

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণোবিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদোজনাঃ॥ ১৭॥

মনুষ্যপরিমাণেন সহস্রযুগপর্য্যন্তং সহস্রং যুগানি চতুর্য্যুগানি পর্য্যন্তোঽবসানং যস্য তৎ "চতুর্যুগসহস্রং তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে" ইতি হি পৌরাণিকং বচনং তাদৃশং ব্রহ্মণঃ প্রজাপতেঃ যৎ অহঃ দিনং তৎ যে বিদুঃ জানন্তি তথা রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং চতুর্য্যুগসহস্রপর্য্যন্তাং যুগশব্দোঽত্র চতুর্যুগপর্য্যায়ঃ যে বিদুঃ যোগবলেন ইতি তে জনাঃ অহোরাত্রবিদঃ কালসংখ্যাবিদঃ যেষান্তু কেবলং চন্দ্রাদিত্যগত্যৈব জ্ঞানং তে তথাঽহোরাত্রবিদো ন ভবন্তি। অল্পদর্শিত্বাৎ। তত্রায়ং কালগণনা-প্রকারঃ—মনুষ্যানাং যদ্বর্ষং তদ্দেবানামহোরাত্রং, তাদৃশৈরহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিকল্পনয়া দ্বাদশভির্ব্বর্ষসহস্রৈশ্চতুর্য্যুগং ভবতি। চতুর্য্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনং। তাবৎপ্রমাণৈব রাত্রিস্তাদৃশৈশ্চাহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিক্রমেণ বর্ষশতং ব্রহ্মণঃ পরমায়ুরিতি। ১৭॥

[মানুষ পরিমাণে] চতুর্যুগ সহস্র পর্য্যন্ত ব্রহ্মার যে [এক] দিন এবং চতুর্যুগ সহস্র পর্য্যন্ত যে [এক] রাত্রি ইহা যাঁহারা [যোগবলে] জানেন তাঁহারাই অহোরাত্রবেত্তা॥ ১৭॥

অর্জ্জুন—ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত উঠিয়া ও সাধকের পতন হয়?

ভগবান্—ব্রহ্মলোক বহুকাল স্থায়ী সত্য—তাহাও জীব যে ভাবে কালের পরিণাম গণনা

করে সেই ভাবে। কিন্তু সমস্তই যখন বিনাশশীল তখন ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করিলেও যদি মুক্তি না হয়, তবে অবশ্যই পতন আছে।

অর্জ্জুন—মনুষ্যের গণনায় ব্রহ্মলোকের অস্তিত্ব কত দিন ?

ভগবান্—ব্রহ্মার আয়ু এক শত বর্ষ। কিন্তু ব্রহ্মার ১০০ বর্ষে মনুষ্যের কত বর্ষ হয় গণনা কর।

"চতুর্যুগ সহস্রং তু ব্রহ্মণো দিন মুচ্যতে" সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার ১ দিন।

ব্রহ্মার ১ দিন = ১০০০ চতুর্যুগ

১২০০০ বৎসরে = ১ চতুর্যুগ

∴ ১২০০০ বৎসরে × ১০০০ বর্ষে = ব্রহ্মার ১ দিন।

১২০০০০০০ বর্ষে ব্রহ্মার একদিন। এরূপ ৩৬০ দিনে এক বৎসর।

∴ ১২০০০০০০ × ৩৬০ বর্ষে ব্রহ্মার এক দিন।

∴ ১২০০০০০০ × ৩৬০ = ৪,৩২,০০,০০,০০০ অর্থাৎ মনুষ্যগণের ৪৩২ কোটি বৎসরে ব্রহ্মার এক দিন আবার ৪৩২ কোটি বৎসরে এক রাত্রি। এজন্য ৪৩২ × ২ = ৮৬৪ কোটি বৎসরে ব্রহ্মার এক দিন রাত্রি। এখানে মূলে যে যুগশব্দ আছে, তাহা চতুর্যুগে এক যুগ যুগশব্দোহত্র চতুর্যুগ পর্য্যায়ঃ। সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার ১ দিন। এক দিনে হবে ৪৩২০০০০০০০ অর্থাৎ ৪৩২ কোটি বৎসর, আবার ঐরূপ ব্রহ্মার এক রাত্রে ৪৩২০০০০০০০ অর্থাৎ ৪৩২ কোটি বৎসর। এই ৪৩২ কোটি + ৪৩২ কোটি বৎসর অর্থাৎ ৮৬৪০০০০০০০ আটশত চৌষট্টি কোটি বৎসর যিনি জানেন তিনি ব্রহ্মার অহোরাত্রবিদ্। ব্রহ্মা এইরূপ শত বর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন। এই কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোক থাকে, পরে লয় হইয়া যায়। পুরাণাদিতে যে দেখা যায়, তপস্যা, দান, বৈরাগ্য, তিতিক্ষা ইত্যাদি সাধন দ্বারা সাধক অক্ষয় স্বর্গ লাভ করেন—সেখানে অক্ষয় স্বর্গ অর্থে পূর্ব্বোক্তরূপ দীর্ঘ কাল; কারণ ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ এবং সত্য এই সপ্তলোকের কোন লোকই চিরস্থায়ী নহে, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী। এক মাত্র ব্রহ্মই চিরস্থায়ী অন্য সমস্তই নশ্বর। সত্যলোক ব্রহ্মলোকের অন্তর্গত।

অর্জ্জুন—পৃথিবী হইতে ব্রহ্মলোক কত দূর? তাহার পরিমাণ কি শাস্ত্রে আছে?

ভগবান্—আছে বৈকি! চন্দ্র সূর্য্যের কিরণে সমস্ত পৃথিবী প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ সূর্য্য ও চন্দ্র কিরণে যত দূর প্রকাশিত হয় তাহাই পৃথিবী। পৃথিবী হইতে লক্ষ যোজন উর্দ্ধে সৌরমণ্ডল—তদপেক্ষা লক্ষযোজন উর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল। চন্দ্রমণ্ডল হইতে লক্ষ যোজন উর্দ্ধে নক্ষত্রমণ্ডল; তদুপরি ২ লক্ষ যোজনে বুধ; বৌধমণ্ডল হইতে ২ লক্ষ যোজন শুক্রমণ্ডল; তাহার ২ লক্ষ যোজন উর্দ্ধে মঙ্গল; তাহারও লক্ষদ্বয় উর্দ্ধে বৃহস্পতি; তাহার ২ লক্ষ যোজনে শনৈশ্চর; তাহার ১ লক্ষ যোজন দূরে সপ্তর্ষিমণ্ডল; সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে লক্ষযোজন দূরে ধ্রুবলোক; তাহার এক কোটি যোজন দূরে মহলোক। মহালোকের দুই কোটি যোজন দূরে জনলোক; তাহার ৮ কোটি যোজন দূরে তপলোক।

"ষড়্গুণেন তপোলোকাৎ সত্যলোকো বিরাজতে"। তপোলোকের ছয়গুণ উর্দ্ধে সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক।

যোগিযাজ্ঞবল্ক্য সপ্তলোকের বিবরণ দিতেছেন, শ্রবণ কর।

১। ভবন্তি চাস্মিন্ ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
তস্মাদ্ভূরিতি বিজ্ঞেয়া প্রথমা ব্যাহৃতিঃ স্মৃতা॥

২। ভবন্তি ভূয়ো লোকানি উপভোগক্ষয়ে পুনঃ।
কল্পান্তে উপভোগায় ভুব স্তস্মাৎ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

৩। শীতোষ্ণবৃষ্টিতেজাংসি জায়ন্তে তানি বৈ সদা।
আলয়ঃ সুকৃতানাঞ্চ স্বর্লোকঃ স উদাহৃতঃ॥

৪। অথবোত্তর লোকেভ্যো মহাংশ্চ পরিমাণতঃ।
হৃদয়ং সপ্তলোকানাং মহস্তেন নিগদ্যতে॥

৫। কল্পদাহে প্রলীনাস্তু প্রাণিনস্তু পুনঃ পুনঃ।
জায়ন্তে চ পুনঃ স্বর্গে জনস্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ॥

৬। সনকাদ্যাস্তপঃ সিদ্ধা যে চান্যে ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
অধিকার নিবৃত্তাস্তু তিষ্ঠন্ত্যস্মিং স্তপ স্ততঃ॥

৭। সত্যস্তু সপ্তলোকা বৈ ব্রহ্মণঃ সদনস্ততঃ।
সর্ব্বেষামৈব লোকানাং মূর্দ্ধ্নি সন্তিষ্ঠতে সদা।
জ্ঞান কর্ম্ম প্রতিষ্ঠানাং তথা সত্যস্তু ভাষণাৎ।
প্রাপ্যতে চোপ ভোগার্থং প্রাপ্য ন চ্যবতে পুনঃ।
তৎ সত্যং সপ্তমো লোক স্তস্মাদর্দ্ধং ন বিদ্যতে॥ ইতি।

অর্জ্জুন—মনুষ্যের অহোরাত্র ও প্রজাপতি ব্রহ্মার অহোরাত্র—ইহা ত বিস্তর অন্তর?

ভগবান্—হাঁ তা ত নিশ্চয়ই। সূর্য্যোদয় হইতে পুনরুদয় পর্য্যন্ত মনুষ্যলোকের অহোরাত্র। মনুষ্যলোকের শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ একমাস পিতৃলোকের অহোরাত্র। কৃষ্ণপক্ষে ইঁহারা কর্ম্ম করেন। মনুষ্যের এক বৎসর ৬ মাস উত্তরায়ণ ও ৬ মাস দক্ষিণায়ণ দেবলোকের অহোরাত্র। দেবলোকের দুই সহস্র যুগ প্রজাপতি ব্রহ্মার অহোরাত্র। ১৭॥

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাঽব্যক্তসংজ্ঞকে॥ ১৮॥

শ শ ব

অহরাগমে অহ্ন আগমোঽহরাগমস্তস্মিন্‌কালে ব্রহ্মণঃ প্রবোধকালে জাগরণ

শ শ
সময়ে অব্যক্তাৎ অব্যক্তং প্রজাপতেঃ স্বাপাবস্থা তস্মাৎ সর্ব্বাঃ ব্যক্তয়ঃ
শ শ
ব্যজ্যন্ত ইতি ব্যক্তয়ঃ স্থাবরজঙ্গমলক্ষণাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ প্রভবন্তি
শ্রী ম শ শ
প্রাদুর্ভবন্তি ব্যবহারক্ষমতয়াঽভিব্যজ্যন্তে রাত্র্যাগমে ব্রহ্মণঃ স্বাপকালে
ম ষা ম
তত্রৈব যত আবির্ভূতাস্তত্রৈব উৎপত্তিস্থানে অব্যক্তসংজ্ঞকে কারণে
ম শা
প্রাগুক্তে স্বাপাবস্থে প্রজাপতৌ প্রলীয়ন্তে লীনা ভবন্তি ॥১৮॥

[ব্রহ্মার] দিবসের আগমে, [ব্রহ্মার নিদ্রাবস্থারূপ] অব্যক্ত হইতে ব্যক্তি সমূহ প্রাদুর্ভূত হয় ; [ব্রহ্মার] রাত্রি আসিলে সেই অব্যক্ত কারণেই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হয় ॥১৮॥

অর্জ্জুন—আমাদের মত মনুষ্যের নিকটে ব্রহ্মার অহোরাত্র ত নিরতিশয় সুদীর্ঘ সময় ; ৮৬৪ কোটি বৎসর। এক দিন এক রাত্রি যখন ৮৬৪ কোটি বৎসর, তখন ব্রহ্মার জীবিতকাল অর্থাৎ ব্রহ্মার শতবৎসর যে কত কত দীর্ঘ তাহা ত চিন্তা করাও যায় না। ব্রহ্মার দিবাভাগের কার্য্য কি এবং রাত্রির কার্য্যই বা কি ?

ভগবান্—ব্রহ্মার এক দিনকে কল্প বলে। ব্রহ্মার এক দিনে মানুষের ৪৩২০০০০০০০ অর্থাৎ ৪৩২ কোটি বৎসর। এই সময়ে বা কল্পে যে সমস্ত কার্য্য হয়, সেই কার্য্যের বিবরণ যাহাতে পাওয়া যায় তাহাই পুরাণ।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে এক মহাযুগ। এই রকম ১০০০ মহাযুগ যাহা তাহাই ব্রহ্মার একদিন বা কল্প। এক এক কল্পে ১০০০ এক হাজার, মহাযুগ অর্থাৎ ১৪ মন্বন্তর। এক মন্বন্তরে $\frac{১০০০}{১৪}$ = ৭১$\frac{৩}{৭}$ মহাযুগ। অর্থাৎ এক মন্বন্তরে ৭১ বার সত্যযুগ আইসে, ৭১ বার ত্রেতা, ৭১ বার দ্বাপর এবং ৭১ বার কলিযুগ হয়।

উপস্থিত যে কল্প চলিতেছে তাহা বরাহ কল্প। ব্রহ্মারই জীবনের এক পরার্দ্ধ কাল গত হইয়াছে। উপস্থিত বরাহ কল্প দ্বিপরার্দ্ধের আদি কল্প।

বরাহ-কল্পের ছয় মন্বন্তর গত হইয়াছে। এখন সপ্তম মনুর অধিকারকাল। সপ্তম মনুর নাম বৈবস্বৎ মনু। এই মন্বন্তরের নাম বৈবস্বৎ মন্বন্তর। এই মন্বন্তরে ২৮ সত্যযুগ, ২৮ ত্রেতাযুগ ২৮ দ্বাপর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, উপস্থিত কাল অষ্টাবিংশতি কলিযুগ। কলি থাকিবে ৪৩২০০০ অর্থাৎ ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বৎসর ; তন্মধ্যে ১৩৩০ সাল যে বৎসর,—সেই বৎসর

কলির বয়স হইবে ৫০২০ বৎসর। বাকী বৎসরগুলি এখনও আছে। ব্যস্ত হইলে চলিবে না। এখনও কলির বহু কুকার্য্য বাকী আছে। ক্রমে হইবে। অতি সাবধানে শাস্ত্রমত আচরণ করিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। গীতোক্ত আমার মত খণ্ডনের জন্য, এই ভারতে ব্রাহ্মণবংশে এমন কুলাঙ্গার জন্মিবে যাহারা ভগবান্ ব্যাসদেবকে মূর্খ বলিতে লজ্জিত হইবে না। এই ক্রূরকর্ম্মা-নরাধমগণ আসুরীসম্পদে জন্মিয়া, আমা কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ আসুরী যোনীতে নিক্ষিপ্ত হইবে। এইরূপ ব্যক্তিকে তুমি সহজেই চিনিতে পার।' ইহারা হিংসা বলিয়া কিছু নাই ইহা প্রমাণ করিবে—ইহারা শৌচ-আচার মানিবে না, ইহারা উগ্রকর্ম্মা, জগৎক্ষয়ের জন্য ইহাদের জন্ম। ইহারা বলিবে "ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী। এই সোঽহং পাপিষ্ঠগণের কথা ১৬ অধ্যায়ে বিশেষরূপে বলিব।

ব্রহ্মা যখন বহির্ম্মুখ হইয়া নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করেন, তখন তাঁহার দিবাভাগ আরম্ভ হয়, তখন সমস্ত জীব জন্তু, স্থাবর জঙ্গম অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় উপনীত হয় আবার রাত্রি উপস্থিত হইলে ব্রহ্মার নিদ্রাবস্থারূপ অব্যক্ত কারণে সমস্ত লয়প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্মার রাত্রি উপস্থিত হইলে পৃথিবী জলমগ্ন হয় প্রতি মন্বন্তরে একবার সৃষ্টিসংহার ও নূতন সৃষ্টি পত্তন হয়। মন্বন্তরের অবসানে দেবগণ ও সপ্তর্ষিমণ্ডল তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান লইয়া অবস্থিতি করেন। কিন্তু ব্রহ্মার আয়ু একশত বৎসর অতিবাহিত হইলে আর কিছুই থাকে না তখন আদিত্যগণ, জীবগণ ও ব্রহ্মা স্বয়ং নারায়ণ-শরীরে লীন হয়েন। এইরূপে ব্রহ্মা স্বীয় স্বপ্ন ও জাগরণ দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি ও সংহার করেন। ভগবান্ মনু বলেন-

যদা স দেবো জাগর্ত্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ।
যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্ব্বং নিমীলতি॥ ১।৫২ মনু।

অর্জ্জুন—সদ্যোমুক্তি এবং পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে আর একবার বল।

ভগবান্—জ্ঞানীর প্রাণের উৎক্রমণ হয় না যোগী ও ভক্ত দেহান্তে মুক্তিলাভ করেন। যাহারা উপাসনা পরায়ণ, তাহারা ক্রমমুক্তি প্রাপ্ত হয়েন। ব্রহ্মার আয়ু অন্তে ব্রহ্মার সহিত তাঁহাদের মুক্তি হয়। কিন্তু যাঁহারা যুদ্ধাদিতে নিহত হয়েন ও পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা সাধন করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেও কল্পান্তে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। নিজের নিদ্রা হইতে উত্থান ভাবনা কর, কিছু আভাস পাইবে। ১৮।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ! প্রভবত্যহরাগমে ॥১৯॥

হে পার্থ স এব অয়ং যঃ পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে আসীৎ স এবায়ং নান্য

ইতি শেষঃ ভূতগ্রামঃ ভূতানাং চরাচরপ্রাণিনাং গ্রামঃ সমূহঃ ভূত্বা ভূত্বা

হ শ্রী নী
উৎপদ্যোৎপদ্য রাত্র্যাগমে রাত্রেরাগমে প্রলীয়তে স এব ভূত্বা প্রলী-
নী শ্রী শ্রী
য়তে নান্যোঽভিনবো ভবতীত্যর্থঃ প্রলীয় প্রলীয় পুনরপি অহরাগমে
হ নী নী নী
প্রভবতি উৎপদ্যতে। কুতঃ? যতঃ অবশঃ অবিদ্যাকামকর্ম্মাধীনং
নী
স্তস্মাৎ সর্ব্বানর্থবীজভূতায়া অবিদ্যায়া বিদ্যয়া উচ্ছেদে জন্মমরণ-
নী নী রা
প্রবাহবিচ্ছেদায়াঽবশ্যং যতিতব্যমিত্যর্থঃ। বর্ষশতাবসানরূপযুগসহ-
রা
স্রান্তে ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তা লোকাঃ ব্রহ্মা চ "পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে
রা রা
আপস্তেজসি লীয়ন্তে" ইত্যাদি ক্রমেণ ময্যেব প্রলীয়ন্তে।
এবং মদ্ব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য কালব্যবস্থয়া মত্ত উৎপত্তের্ময়ি-
রা রা
প্রলয়াচ্চোৎপত্তি- [বিনাশযোগিত্ব] লয়াদিকমবর্জ্জনীয়মিত্যৈশ্বর্য্যগতিং
রা রা
প্রাপ্তানাং পুনরাবৃত্তিরপরিহার্য্যা। মামুপেতানান্তু ন পুনরাবৃত্তি-
রা
প্রসঙ্গঃ ॥১৯॥

হে পার্থ। এই সেই ভূতসমূহই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া রাত্রিসমাগমে প্রলীন হয়, দিবাগমে আবার অবশভাবে প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ১৯ ॥

অর্জ্জুন—এই যে ব্রহ্মার প্রবোধকালে জীবের জন্ম এবং নিদ্রাকালে লয়—এই সৃষ্টি সংহার ব্যাপারে কি নূতন জীব আর সৃষ্টি হইতেছে না?

ভগবান্—এই জগৎ মায়িক ব্যাপারে সত্য, কিন্তু এই মায়িক আড়ম্বরেরও একটা নিয়ম আছে। "বিষস্তমিশংতোবশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" বিশ্বনির্ম্মাণে সমর্থব্রহ্মা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে যেমন যেমন প্রাণীপুঞ্জ সৃষ্ট হইয়াছিল, ঠিক সেই সেই বস্তুই পরকল্পে সৃষ্টি করেন, নূতন কোন জীব বা কোন পদার্থ সৃষ্ট হইতেছে না।

একই জীব পুনঃ পুনঃ জন্মিতেছে, পুনঃ পুনঃ মরিতেছে, আবার জন্মিতেছে, আবার

মরিতেছে। প্রাণীপুঞ্জ প্রায়ই অবশ হইয়া প্রকৃতির হাতে পড়ে—অবশ হইয়াই পুনঃ পুনঃ জন্মমরণস্রোতে ভাসমান হয়। কিন্তু যাহারা পুরুষার্থ প্রয়োগে আমাকে আশ্রয় করিতে পারে, তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া জন্মমৃত্যুর হস্ত এড়াইতে পারে। আমাকে না পাওয়া পর্য্যন্ত জন্মমরণরূপ অপার দুঃখসমুদ্রের নিবারণ নাই। একই প্রকার যাতনা পুনঃ পুনঃ আসিতেছে, পুনঃ পুনঃ আসিয়াছে, পুনঃ পুনঃ আসিবে। যে ভোগপরবশ হইয়া মানুষ এইরূপ যাতনা পুনঃ পুনঃ ভোগ করে, এই সৃষ্টি-সংহার ব্যাপার চিন্তা করিলে মানুষের অবশ্যই বিষয়ভোগে বৈরাগ্য আসিবেই। যাহারা পশু তাহারা সমস্ত পুরুষার্থ শূন্য হইয়াই বৈরাগ্য আনিতে পারে না। ব্রহ্মা যজ্ঞ বা কর্ম্মের সহিত প্রজাবর্গ সৃষ্টি করেন। শরীর বাক্য ও মনকে ছন্দমত স্পন্দন করাই ব্রহ্মানির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম; ইহাই পুরুষার্থ। ভোগবাসনা ত্যাগ করিয়া এই পুরুষার্থ যখন মানুষ অবলম্বন করে, তখনই জরামরণ হইতে ইহারা মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। মানুষের পুরুষার্থ আছে, পশুর নাই। পশু প্রকৃতির আবর্ত্তনে অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া যখন আবার মনুষ্য যোনিপ্রাপ্ত হয়, তখন অতি ক্ষীণ ভাবে পুরুষার্থের উদয় হয়। সৎসঙ্গে ঐ পুরুষার্থ প্রবল করিয়া ক্রমে মানুষ উচ্চ অবস্থা লাভ করে—এবং শেষে পুরুষার্থময় হইয়া মুক্তিলাভ করে। বুঝিতেছ বৈরাগ্যই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। সৃষ্টি-সংহার চিন্তাতে এই বৈরাগ্য উদয় হয়।

অর্জ্জুন—কিরূপে? সকলে বুঝিতে পারে এইরূপ সহজ করিয়া ইহা বল।

ভগবান্—নূতন কিছুই সৃষ্টি হইতেছে না। তুমি যখন রাত্রিকালে নিদ্রা যাও, তখন তোমার দেহস্থ সমস্ত জীবপুঞ্জ অবশ হইয়া তোমার প্রকৃতিতে লীন হয়। ইহারা আপন আপন সংস্কার লইয়া লয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া, আবার তোমার জাগ্রৎকালে সেই সেই সংস্কার মত উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মার প্রবোধ সময়েও জীবগণ আপন আপন প্রাচীন সংস্কার লইয়াই জন্মে, আবার নিদ্রাকালে তাহা লইয়াই বিলীন হয়। এই জরা, , আধি, ব্যাধি, যাতনা, মৃত্যু ইহার ত অন্ত নাই। যাতনার হস্ত হইতে ত সকলেই নিষ্কৃতি চায়। ইহা স্বাভাবিক। সব ভোগই ত করা হইয়াছে, তবে সেই চর্ব্বিতচর্ব্বণ ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ জনম মরণ ভোগ করি কেন? কি বিষম যাতনাই জীব ভোগ করে? হায়! মোহবশে জীবের এই দুঃখ। ভোগের জন্যই মোহ। ভোগ ত্যাগ করাই বৈরাগ্য।

সহস্র জন্ম সঞ্চিত ভোগবাসনা নিবিড় হইয়া মানুষের অন্তরে এমন আসন স্থাপন করে যে, মানুষ ভিতরে বাহিরে সেই ভোগই দেখিতে থাকে। কি আর দেখিব, কি আর শুনিব, কি আর যাইব, কি আর খাইব, কি আর ভাবিব—এইরূপে মানুষ সকল বিষয়ে অনাস্থা অভ্যাস করে না। ভিতরে বাহিরে অজ্ঞানই অনুভব করে। স্থির থাকিলেও আপন আপন চিত্তসংস্কার দেখে—স্বপ্নে চিত্তের খেলাই দেখে। জীব চিত্তরূপ ভোগবাসনাময় প্রকৃতিকে জাগাইয়া, তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একই বহু হইতেছে। মানুষ স্বপ্নেও সেই অবিদ্যাকৃত বহুভোগের বস্তুই দেখে; জাগ্রতেও যাহা শুনে, তাহাও অবিদ্যাকৃত বহুভোগের বস্তু। ইহারা বাসনার স্থূল আকার। এই ভোগবাসনা ছাড়ে না বলিয়াই না পুনঃ পুনঃ যাতনা পায়! পুন পুনঃ জন্মে

মরে। প্রলয়ে জীবের দুঃখ চিন্তা কর, কোটি কোটি জীবের হাহাকার স্মরণ কর—এই দুঃখ নিবারণ জন্য অবশ্যই ভোগত্যাগে ইচ্ছা হইবে। প্রলয়ে অনন্ত জীবের অনন্ত দুঃখের কথা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। [এই খানে ৬৫০—৬৫১] পৃষ্ঠা বর্ণিত মহাপ্রলয় একবার দেখিয়া লও]

এক এক জগতে কত কত জীব একবার চিন্তা কর। ব্রহ্মা ইহাদের সৃষ্টিকর্তা। এই আত্মোদ্ভূত প্রজাপুঞ্জকে সংহার করিতে ব্রহ্মা উদ্যত। ইহাই প্রলয় কাল। ইহাই ব্রহ্মার রাত্রি। সৃষ্টি গুটাইবার ইচ্ছা মাত্র শতবর্ষ ধরিয়া তীব্র অনাবৃষ্টি চলিতে লাগিল। "পর্জন্যঃ শত বর্ষাণি ভূমৌ রাজন্ ন বর্ষতি। শত বর্ষ অনাবৃষ্টিতে জীবের গতি কি হয় ভাব দেখি? সূর্য্যকৃত ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড উত্তাপে জীবসমূহ কেহ মৃত, কেহ অর্দ্ধমৃত হইতে থাকে। শস্যসমূহ দগ্ধ হইয়া যায়। "তদা নিরন্নে হ্যন্যোন্যং ভক্ষমাণাঃ ক্ষুধার্দ্দিতঃ": জীবগণ তখন ক্ষুৎপীড়িত হইয়া অন্নাভাবে পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিতে থাকে। দিবাকর সপ্তরশ্মি বিস্তার করিতে করিতে উত্থিত হন। সে সমস্ত রশ্মি সহ্য করিতে কে সমর্থ? সেই প্রচণ্ড সপ্তরশ্মি তখন মহাসমুদ্র পান করিতে থাকেন। সমুদ্র পান করিয়া সূর্য্যদেব তখন সপ্তসূর্য্য হইয়া উদিত হয়েন; আর চতুর্দ্দশ লোক তখন দগ্ধ হইতে থাকে। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ময়ূখমালা যে অগ্নি-বর্ষণ করে, তাহাতে পৃথিবী পুড়িতে থাকে। পর্ব্বত, নদী, দ্বীপ—কোথায়ও আর রস নাই—চারি দিকে অসহ্য জ্বালামালা। জীব জন্তু হাহাকার করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিতে থাকে।

> ততঃ প্রলীনে সর্ব্বস্মিন্ জঙ্গমে স্থাবরে তথা।
> নির্বৃক্ষা নিস্তৃণা ভূমিঃ কূর্ম্মপৃষ্ঠে প্রকাশতে ॥

স্থাবর, জঙ্গম, বৃক্ষতৃণ সমস্তই দগ্ধ হইয়া গিয়াছে; দ্বীপ, পর্ব্বত, সমুদ্র, নদী সমস্তই ভস্মসাৎ হইয়াছে। স্বর্গ ও পাতালব্যাপী এক অগ্নি-জ্বালা ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই কালাগ্নি লোকসমূহ দগ্ধ করিয়া পৃথিবী ভস্মসাৎ করিয়া রসাতল শোষণ করিয়া উর্দ্ধমুখে শিখা বিস্তার করিয়াছেন; জগৎ এক বিশাল অগ্নিগৃহ হইয়া গিয়াছে। ভাব দেখি এদৃশ্য কত ভয়ানক। তার পর—

> যোজনানাং শতানীহ সহস্রাণ্যযুতানি চ।
> উত্তিষ্ঠন্তি শিখাস্তস্য বায়ুঃ সম্বর্ত্তকস্য চ ॥
> গন্ধর্ব্বাংশ্চ পিশাচাংশ্চ স যক্ষোরগ রাক্ষসান্।
> তদা দহত্যসৌ দীপ্তঃ কালরুদ্রপ্রচোদিতঃ ॥

শত সহস্র অযুত যোজন উর্দ্ধে শিখা বিস্তার করিয়া যখন সেই প্রলয়াগ্নি ছুটিতে থাকে, তখন গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, যক্ষ, রক্ষ, সর্প—সমস্তই ভস্মসাৎ হইয়া যায় (ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্গলোক, মহলোক পর্য্যন্ত সমস্ত দগ্ধ হয়)—জগৎ তখন একটি অনল-গোলকবৎ প্রতীয়মান হয়। পরে এক গভীর ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে দিগন্ত আলোড়িত হইতে থাকে। সম্বর্ত্তকাদি প্রলয়কালীন মেঘমালা, মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শব্দ বিস্তার করিতে করিতে নভোমণ্ডল ছাইয়া ফেলে। এই

সমস্ত প্রলয়-মেঘ পুনঃ পুনঃ মহাগর্জ্জনে শতবর্ষ ধরিয়া বারিধারা বর্ষণ করিতে থাকে। সেই প্রচণ্ড অনল রাশি তখন অবিরল বারিপাতে নির্ব্বাপিত হইয়া যায় আর সমস্ত বিশ্ব জলময় হয়।

তস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে নষ্টে স্থাবর জঙ্গমে।
যোগনিদ্রাং সমাস্থায় শেতে দেবঃ প্রজাপতিঃ॥

স্থাবর জঙ্গম নষ্ট হইয়া গেলে ঘোর একার্ণবে তখন প্রজাপতি যোগনিদ্রা অবলম্বনে শয়ন করেন। এই প্রলয়-চিন্তায় জীবের হাহাকার, জীব-বিনাশ শ্রবণে কোন্ ব্যক্তির প্রাণে ভয়ের সঞ্চার না হয়? কোন্ ব্যক্তি এই ঘোরতর অবস্থা হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা না করিবে কোন্ ব্যক্তি মনে না করিবে—এই পুত্র, কন্যা, বিষয়, সম্পত্তি ইহা কিসের জন্য? আহা! জগৎ অতি তুচ্ছ, বিষয় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। হায়! এখানে আস্থা করিবার যে কিছুই নাই। পূর্ণ বৈরাগ্য ভরে আমার দিকে যখন জীব চাহিতে থাকে, তখন আমাকে দেখিয়া দেখিয়া তাহার ভয়ভীতি দূর হয়; তার প্রাণ শীতল হয়।

আদিত্যবর্ণো ভুবনস্য গোপ্তা নারায়ণঃ পুরুষো যোগমূর্ত্তিঃ।
মাং পশ্যন্তি যতয়ো যোগনিষ্ঠা জ্ঞানাত্মানমমৃতত্বং ব্রজন্তি॥ (কূর্ম্মপুরাণ)

আদিত্যবর্ণ, ভুবনের পালয়িতা, যোগীমূর্ত্তি নারায়ণ আমি আমাকে ত কেহই দেখে না। সর্ব্বত্র একমাত্র আমিই আছি—যোগিগণ জ্ঞানচক্ষে আমাকে দেখিয়া মৃত্যু-সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হয়েন॥ ১৯॥

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ। *
যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥ ২০॥

নী নী
তু কিন্তু তস্মাৎ অব্যক্তাৎ ভূতগ্রামবীজভূতাদবিদ্যালক্ষণাৎ অনৃতাৎ
বি বি ম ম
উক্তলক্ষণাৎ হিরণ্যগর্ভস্য সকাশাৎ পরঃ শ্রেষ্ঠঃ তস্য কারণভূতঃ অন্যঃ
ম ম
অত্যন্তবিলক্ষণঃ "ন তস্য প্রতিমা অস্তি" ইতি শ্রুতেঃ অব্যক্তঃ রূপাদি-
ম ম ম
হীনতয়া চক্ষুরাদ্যগোচরঃ সনাতনঃ নিত্যঃ সর্ব্বেষু কার্য্যেষু সদ্রূপেণানু-
ম নী নী মং
গতঃ যঃ ভাবঃ সত্তা সঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু বিয়দাদিষু নশ্যৎসু অপি ন

* পরস্তস্মাত্ত ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাদিতি বা পাঠঃ।

বিনশ্যতি উৎপদ্যমানেষ্বপি নোৎপদ্যত ইত্যর্থঃ। হিরণ্যগর্ভস্য তু কার্য্যস্য ভূতাভিমানিত্বাত্তদুৎপত্তি বিনাশাভ্যাং যুক্তাবেবোৎপত্তিবিনাশৌ, ন তু তদনভিমানিনোঽকার্য্যস্য পরমেশ্বরস্যেতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

পরন্তু সেই অব্যক্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ, অন্য সনাতন অব্যক্ত যে ভাব তাহা [আকাশাদি] সমস্ত ভূত বিনষ্ট হইলেও বিনষ্ট হয় না ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন—"অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং" ৮।৩ ইহা তুমি। আর "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ" ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্তই মৃত্যুর অধীন। "মামুপেত্যপুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" ৮।১৬ তোমাকে পাইলে কিন্তু পুনর্জ্জন্ম নাই আর মৃত্যুর হাতেপড়িতে হয়না ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছ। তোমার নিত্যস্বরূপের কথা আরও বল।

ভগবান্—প্রলয়ে সমস্তই নষ্ট হইবে; কিন্তু আমাকে যাঁহারা আশ্রয় করেন, তাঁহাদের প্রলয়েও নাশ নাই। আমি পরম ভাবস্বরূপ। ভাব অর্থসত্তা। এই ভাবেই অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং বলিতেছি। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বটি ব্যক্ত। ইহার কারণভূত যে অব্যক্ত পুরুষ—যাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়—সেই হিরণ্যগর্ভাপেক্ষাও বিলক্ষণ—তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে পরমভাব বা সত্তা—তাহার কোন প্রতিমা নাই—তাহার পরিমাপক কোন কিছু নাই। "ন তস্য প্রতিমা অস্তি" শ্রুতি ইহা বলেন। পরম ভাবটিই অন্য কোন কিছু দ্বারা পরিমিত হইতে পারে না॥ এই পরম ভাবটিই পরমেশ্বর। ইনিই অক্ষর পুরুষ, ইনিই নারায়ণ। "অক্ষরাৎ সম্ভবতীহবিশ্বম্" অক্ষর পুরুষ হইতে এই বিশ্ব জন্মিয়াছে। হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত লয় হয়, কারণ তাঁহারও কর্ম্ম আছে। কর্ম্মে অভিমান আছে, সুতরাং তাঁহার কর্ম্ম বিনাশ হইলে সেই কর্ম্মের কর্ত্তা অভিমানী হিরণ্যগর্ভের বিনাশ হয়। কিন্তু পরমভাব পরমেশ্বরের বিনাশ নাই। তাঁহার কোন কর্ম্মও নাই, কাজেই কর্ত্তৃত্বাভিমানও নাই। ইঁহাকে আশ্রয় কর-কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া অবস্থান করিতে শিক্ষা কর, মৃত্যু আর হইবে না।

অর্জ্জুন—ব্রহ্মা, বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, পরমপুরুষ—ইহাঁদের কথা বেশ স্পষ্ট করিয়া বল।

ভগবান্—প্রলয় পয়োধিজলে যিনি অবস্থান করেন, সেই নিত্য পুরুষই পরম পুরুষ পরমাত্মা। ইঁহা হইতেই সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ জাত। ইনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, সৎ ও অসৎ শব্দ প্রতিপাদ্য। এই পুরুষই স্বকীয় শরীর হইতে "সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ" (মনু) বিবিধ প্রজা সৃষ্টি জন্য জলের সৃষ্টির পরে তাহাতে যে বীজ অর্পণ করেন, সেই বীজই অণ্ডরূপে পরিণত হয়। সেই অণ্ডজাত পুরুষই ব্রহ্মা। ব্রহ্মাই সমস্ত পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা। পরমপুরুষই অণ্ডের অভ্যন্তরে ব্রহ্মারূপে আগমন করেন। স্থূল সৃষ্ট দেহে যিনি অভিমান করেন, তিনিই বিরাট্ পুরুষ। ইনি জাগ্রতাভিমানী চৈতন্য, সূক্ষ্ম দেহে যিনি অভিমান করেন তিনি হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভেরও কারণ, অব্যক্ত, রূপাদিহীন, সত্তামাত্র যে ভাবপুরুষ তিনিই পরমেশ্বর ॥ ২০ ॥

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিং।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥

যো ভাবঃ অব্যক্তঃ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাগোচরঃ অক্ষরঃ প্রকৃতি-সংসর্গবিযুক্ত স্বরূপেণাবস্থিত আত্মেত্যর্থঃ ইতি উক্তঃ ময়া তং অক্ষর-সংজ্ঞকমব্যক্তং ভাবং পরমাং প্রকৃষ্টাং-উৎপত্তিবিনাশশূন্য সপ্রকাশ—পরমানন্দরূপং গতিং পুরুষার্থবিশ্রান্তিং আহুঃ "যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্য-মব্যক্তং পর্য্যুপাসতে" "কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে" ইত্যাদিষু তং বেদবিদঃ পরমাংগতিমাহুঃ। "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ ইতি শ্রুতিঃ। যং ভাবং প্রাপ্য গত্বা ন ন পুনঃ নিবর্ত্তন্তে সংসারায় সংসারে ন পতন্তি ইতি ভাবঃ তৎ (তদিতি বিধেয়াপক্ষং ক্লীবত্বং) স এব বা মম বিষ্ণোঃ পরমং উপাধ্যস্পৃষ্টং সর্ব্বোৎকৃষ্টম্ ধামঃ বাসস্থানং প্রকাশঃ স্বরূপং। (মম ধামেতি রাহোঃ শির ইতিবদ্ভেদ কল্পনয়া) অতোঽহমেব পরমা গতিরিত্যর্থঃ ॥ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি শ্রুতি-প্রসিদ্ধং নিষ্কলং ব্রহ্ম ॥ ২১ ॥

[যে ভাব] অব্যক্ত অক্ষর নামে অভিহিত, তাহাকে (বেদবিদ্গণ) উৎকৃষ্ট গতি বলেন। যাহাকে পাইয়া পুনরায় ফিরিতে না হয়, তাহাই আমার উৎকৃষ্ট বাসস্থান ॥ ২১ ॥

অর্জ্জুন—সমস্ত নষ্ট হইলেও যিনি থাকেন তাঁহাকে না পাওয়া পর্য্যন্ত মৃত্যু অতিক্রম ত করা যাইবে না?

ভগবান্—বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদিরূপে সেই অব্যক্ত অক্ষর পুরুষই প্রকটিত হয়েন। পূর্ব্ব শ্লোকে যে পরম ভাবের কথা বলা হইয়াছে সেই ভাবটির নাম অব্যক্ত। ইনি প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণের অগোচর। ইনিই অক্ষর—ইনি প্রকৃত সংসর্গ হইতে বিযুক্ত—স্বস্বরূপে অবস্থিত আত্মা। এই অক্ষরসংজ্ঞক অব্যক্ত ভাবই হইতেছে পরমাগতি। ইহাই আমার উৎকৃষ্ট বাসস্থান। ইহাকেই শ্রুতি "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" বলিতেছেন। একপাদের অতি সূক্ষ্ম দেশে এই সৃষ্টিতরঙ্গ অন্য পাদত্রয় চলন রহিত, সীমাশূন্য, পরম শান্ত। ইহাই পরমপদ।

এইটি ভাবরূপী সত্তা মাত্র। ইহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং অবিনাশী। এই সৎ চিৎ আনন্দরূপী পরমাত্মাই জীবের পরম বিশ্রান্তি। ইহা লাভ করিতে পারিলে প্রলয়েও ভয় নাই; কখনও আর সংসারে পতিত হইতে হয় না।

সাধক যখন সর্ব্বদা লয় বিক্ষেপ শূন্য অবস্থা লাভ করেন, তখনই আর তাঁহার মৃত্যুভয় থাকে না॥ ২১॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ! ভক্ত্যালভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥ ২২॥

হে পার্থ যস্য (শ) পুরুষস্য জগৎকারণভূতস্য পুরুষস্য বা (বা) অন্তঃস্থানি মধ্যস্থানি (শ) অন্তর্ব্বর্ত্তীনি (ম) ভূতানি কার্য্যভূতানি (শ) কার্য্যং হি কারণস্যান্তর্ব্বর্ত্তি (শ) ভবতি (শ) যদ্বা (নী) যস্য পুরুষান্তঃস্থানি বীজে দ্রুম ইব সর্ব্বাণি বিষয়াদীনি স্থাবরজঙ্গমানি চ (নী) যেন পুরুষেণ (শ) সর্ব্বমিদং জগৎ (শ) সর্ব্বমিদং কার্য্যজাতং (ম) বা ততম্ ব্যাপ্তং (শ)। আকাশেনেব ঘটাদি (শ)। "যস্মাৎ পরং (ম) নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ (ম) যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ, (ম)। বৃক্ষইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-(ম)স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং। (ম) "যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি চ। (ম) অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।" (ম)

ম যা শ
ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ সঃ পরঃ সর্ব্বস্মাৎ পরঃ পুরুষঃ তু পুরিশয়নাৎ
শ শ ম
পূর্ণত্বাদ্বা, পরো নিরতিশয়ো যস্মাৎ পুরুষান্ন কিঞ্চিৎ স পরমাত্মাহং
ম ম শ
অনন্যয়া ন বিদ্যতেঽন্যো বিষয়ো যস্যাং তয়া প্রেমলক্ষণয়া আত্মবিষয়য়া
নী নী
ইতি ভাষ্যে যদ্বা অনন্যয়া নাস্ত্যন্যো যস্যাং সা তয়া উপাস্যোপাসক-
নী শ
ভেদমন্তরেণ অহং গ্রহরূপযেত্যর্থঃ। ভক্ত্যা জ্ঞানলক্ষণয়া যদ্বা
শ্রী শ্রী আ
একান্তভক্ত্যৈব লভ্যঃ নান্যথা ॥ ২২ ॥ [ভক্তির্ভজনম্। সেবাপ্রদক্ষিণ
আ
প্রাণায়ামাদিলক্ষণান্তাং ব্যাবর্ত্তয়তি জ্ঞানলক্ষণয়েতি বাক্যেন ;]

হে পার্থ! [কার্য্য] ভূতসমূহ যাঁহার [কারণরূপীর] অন্তর্গত যাঁহা দ্বারা এই জগৎ ব্যাপ্ত, সেই পরমপুরুষ কিন্তু একান্ত ভক্তি দ্বারা লভ্য ॥ ২২ ।

অর্জ্জুন—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমপদং" যিনি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত তাঁহার পরমপদই তুমি ; এই তুমি ভাবরূপী সত্তা মাত্র। তুমি সাকারমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু আপনার নিরাকার রূপকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছ তুমি অক্ষয়, অব্যক্ত ভাবরূপী সত্তা মাত্র। ইহাতে বুঝিতেছি তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বব্যাপী, অপরিচ্ছিন্ন ভাবরূপী। তুমি আপন স্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও পরিচ্ছিন্ন সাকার মায়া মানুষ মূর্ত্তিতেও বিরাজ করিয়া থাক। নতুবা এই পরিচ্ছিন্ন সাকার শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে বলেন আমি অব্যক্ত অক্ষর ; আমিই পরমা গতি, আমিই জগৎকারণভূত পুরুষ। আমার মধ্যেই সমস্ত ভূত এবং আমি সমস্ত বস্তুকে ব্যাপিয়া রাখিয়াছি। তোমার মধ্যে সমস্ত ভূত রহিয়াছে কিরূপে? তুমি কৃষ্ণমূর্ত্তিতে সর্ব্বব্যাপী কিরূপে? ভাবরূপী তুমি—তুমি পুরুষ কিরূপে?

ভগবান্—আমি একক্ষণকালও আমার সর্ব্বব্যাপী সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইতে বিচ্যুত হই না। সর্ব্বদা আপন স্বরূপে থাকিয়াও আত্মমায়ায় মায়ামানুষ হইয়া বিরাজ করি। সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা কত বড় তথাপি ইনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকিয়াও সর্ব্বস্থান হইতে সর্ব্বলোকের জড়দৃষ্টির বিষয়ীভূত। বহুযোজনব্যাপী সূর্য্য যদি সমকালে অতি বৃহদাকার হইয়াও অতি ক্ষুদ্র আকারে পরিদৃশ্যমান্ হইতে পারেন তবে আমি আমার আত্মমায়ায় সর্ব্বব্যাপী হইয়াও,

সচ্চিদানন্দরূপী হইয়াও, ভাবরূপী এই পরিচ্ছিন্ন সাকার কৃষ্ণমূর্ত্তি না ধরিতে পারিব কেন ? মূর্ত্তি ধরিলে স্বরূপের সংহার হইবে কেন ? সমুদ্র কত বড়, কিন্তু তুমি যতটুকু দেখ তাহা ক্ষুদ্র হইলেও ঐ ক্ষুদ্রটুকুতে অনন্তসমুদ্র ধারণার কোন বিঘ্ন হয় না। আমি ভাবরূপী বলিয়া যাহারা আমাকে নিরাকার বলিতেছেন, তাঁহারা বলিতেছেন আমি সর্ব্বকার্য্যের কারণ। আমার কার্য্য মাত্রই কারণের অন্তর্ব্বর্ত্তী। এ জন্য আমার অন্তর্ব্বর্ত্তী সমস্ত ভূত। ভূতানি অর্থে এখানে ইঁহারা কার্য্যভূতানি করেন অর্থাৎ জগতের সমস্ত কার্য্য—কারণভূত আমার অন্তর্গত।

অর্জ্জুন—যাঁহারা তোমাকে সাকার বলেন তাঁহারা "যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি এবং" "যেন সর্ব্বমিদং ততং" ইহা কিরূপে বুঝেন ?

ভগবান্—আকাশ যেমন ঘটকে ব্যাপিয়া থাকে, সেইরূপ এই পরিচ্ছিন্ন শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিই যে সর্ব্বব্যাপী, এই খণ্ড শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির ভিতরেই যে পর্ব্বত, সমুদ্র, আকাশ, দেব, দানব, মানব ইত্যাদি রহিয়াছে ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। ইঁহারা বলেন যে, আমার কোন বিভূতিবলে আমি খণ্ড হইয়াও সর্ব্বব্যাপী, মায়ামানুষ হইয়াও অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড আমার মধ্যে পুরিয়া রাখিয়াছি। এই বিভূতিটা কিন্তু কি তাহা ইঁহারা ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। শ্রুতির প্রমাণ দিয়া বলেন শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মা।

শ্রুতি বলেন, "যস্মাৎ পরং না পরমস্তি কিঞ্চিদ্ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং ॥

যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥

যাঁহা হইতে অপর কিছুই নাই, যাঁহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রও কিছু নাই, যাঁহা অপেক্ষা বৃহৎও কিছুই নাই, বৃক্ষের মত নিস্পন্দ ভাবে যিনি আকাশে আছেন—সেই পুরুষের দ্বারা সমস্তই পূর্ণ। এই জগতের যাহা কিছু দেখা যাইতেছে বা শোনা যাইতেছে—সেই সমস্ত দৃশ্য বা শ্রুত প্রপঞ্চ অন্তরে বাহিরে একমাত্র নারায়ণ দ্বারাই পরিব্যাপ্ত। নারায়ণ সাকার। আর সর্ব্বব্যাপী নিরাকার। সর্ব্বব্যাপী নারায়ণ বলিলে তিনি সমকালে সাকার ও নিরাকার। আমি শুধু সাকার, নিরাকার নহি, যাঁহারা ইহা বলেন, তাঁহারা সকল শ্রুতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না—ইঁহাদের বিশ্বাসেই ইঁহারা ইহা বলেন—যুক্তি দিতে পারেন না। ইঁহারা শ্রুতি-প্রমাণ দেখান—দেখাইয়াই বলেন শ্রীকৃষ্ণই জগৎব্যাপী। কিরূপে খণ্ড শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি জগৎব্যাপী তাহা তাঁহারা প্রমাণ করিতে পারেন না—এই সমস্ত বিশ্বাসী বলেন, সকল কথার যুক্তি আমরা প্রদান করিতে পারি না। এইটুকু ইঁহাদের দুর্ব্বলতা। তদপেক্ষা যাহা আমার প্রকৃত রূপ তাহা বলিলেই ত কোন গোলযোগ থাকে না। কারণ সত্য যাহা তাহাতে কোন গোল নাই—কোন যুক্তির অভাব হয় না।

শ্রুতি যখন বলেন :—

"একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্ ॥"

তখন—সর্ব্বব্যাপী নিরাকার পরিপূর্ণ অধিষ্ঠান-চৈতন্যই আপন শক্তি প্রভাবে আপনাকে

খণ্ড শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি মত যেখানে সেখানে দেখাইয়া থাকেন—ইহাই যথার্থ কথা। আপন পূর্ণ—স্বরূপে থাকিয়াও খণ্ড মত দেখান যায়—যেমন অতি ক্ষুদ্র ক্ষমতাশূন্য মানুষও আপনাকে সর্ব্বদা বৃদ্ধ জানিয়াও বালকের মত দেখাইতে পারে; অথবা অতি দুর্জ্জনও সর্ব্বদা আপনাকে দুর্জ্জন জানিয়াও—সাধু সাজিয়া সাধুর মত কথা কহিতে পারে—মানুষের পক্ষে যদি ইহা সম্ভব হয়, তবে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ত্রিভুবনের ঈশ্বর আমি,—আমি আপন অখণ্ড স্বরূপে থাকিয়াও, অঙ্গ মায়া-মানুষ হইয়া খেলা করিতে না পারিব কেন?

অর্জ্জুন—যাঁহারা তোমাকে শুধু নিরাকার বলেন, তাঁহারা পুরুষ অর্থে কি বোঝেন?

ভগবান্—পুরে শয়ান—অথবা পরিপূর্ণ বলিয়া অধিষ্ঠান চৈতন্যই পুরুষ। অধিষ্ঠান-চৈতন্য পূর্ণও বটেন, সকল পুরে শয়ন করিয়া আছেনও বটেন।

অর্জ্জুন—তুমি আপনি আমার সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া যখন বলিতেছ তুমি সর্ব্ব-ব্যাপী, তখন তুমি যে সর্ব্বব্যাপী নিরাকার হইয়াও সাকার, ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। শ্রুতিও ইহাই বলিতেছেন। এখন বল তোমাকে পাইবার উপায় কি?

ভগবান্—আমি "অনন্যয়া ভক্ত্যালভ্যঃ"। যাঁহারা জ্ঞানের পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন জ্ঞানলক্ষণয়া ভক্ত্যা। ইঁহারা বলেন,—

"মোক্ষকারণ সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।
স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে"।

স্বস্বরূপের অনুসন্ধানই ভক্তি। আত্মানুসন্ধানই ভক্তি। অনন্যয়া অর্থে ইঁহারা বলেন "আত্ম-বিষয়য়া" আত্মার বিষয় ভিন্ন অন্য কিছুই যখন দেখিতে বা শুনিতে ইচ্ছা যায় না—সেইরূপ ভক্তি দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করা যায়। জ্ঞানী ইহা বলেন না যে, কর্ম্ম আদৌ করিতে হইবে না। তিনি বলেন যে যতদিন কর্ম্ম আছে ততদিন আমিই ব্রহ্ম এই জ্ঞান হইতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানলাভের জন্য কর্ম্ম করিতেই হইবে। কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্মত্যাগ হইয়া নৈষ্কর্ম্ম্য বা জ্ঞান জন্মিবে।

অর্জ্জুন—তোমাকে যাহাতে পাওয়া যায় তাহার ক্রমগুলি বল।

ভগবান্—আমি সর্ব্বত্র আছি। যখন বায়ুর উপলব্ধি হয় না, তখনও কিন্তু বায়ু থাকে তবে পাখা করিলে উপলব্ধি হয়। সেইরূপ আমি সর্ব্বত্র থাকিলেও বিনা সাধনায় আমার উপলব্ধি হইবে না।

সৎসঙ্গ, সৎশাস্ত্র দ্বারা আমাকে অন্তরে জান। ইহা পরোক্ষ জ্ঞান। আমিই আত্মতত্ত্ব। আত্মমায়া দ্বারা প্রত্যহ স্বপ্ন, সুষুপ্তি, জাগরণ অবস্থায় যাই। কিরূপে যাই গুরুমুখে শ্রবণ কর। পুনঃপুনঃ আত্মা কি, আত্মদেব কি, গুরুমুখে ও শাস্ত্রমুখে শুনিয়া সাধনা কর। বৈরাগ্য দ্বারা মনকে বিষয়-বিমুখ কর এবং অভ্যাস দ্বারা মনকে আত্মমুখী কর। এই অভ্যাস অধিকার ভেদে অনেক প্রকার। প্রথমেই হৃৎপুণ্ডরীকে বা ত্রিকোণমণ্ডল, পারে মনকে বসাইতে অভ্যাস কর। সর্ব্বদা সেইখানে থাকিয়া জপ, পূজা প্রাণায়াম, প্রদক্ষিণ, প্রণাম ঐ স্থানেই অভ্যাস কর। যতদিন কর্ম্ম আছে ততদিন সর্ব্ব কর্ম্ম আমাকে জানাইয়া কর; ভিতরে ভিতরে আমাতে সমস্ত অর্পণ করিতে করিতে বাহিরেও সর্ব্বজীবে নারায়ণ বোধ হইতে

থাকিবে। এইরূপে চিত্ত শুধু আমাকে লইয়া থাকিতে যখন শিক্ষা করিবে, তখন বিচারবান্ হও। বাহিরের সমস্ত বস্তু চিত্তস্পন্দন-কল্পনা ধারণা কর,—করিয়া চিত্তকেও অধিষ্ঠান-চৈতন্তের তরঙ্গ-স্বরূপ ভাবনা কর। তখন প্রকৃতি প্রথম পুরুষে লীন হইবেন—পুরুষও অব্যক্তে লীন হইবেন—থাকিবেন ভাবরূপী সেই পরমপুরুষ। তুমিই সেই পুরুষ।

প্রথমে সর্ব্বব্যাপী ভর্গ প্রদীপবৎ সমস্ত লোক প্রকাশ করিতেছেন ইহা জান; জানিয়া ঐ ভর্গ তোমার হৃদয়স্থ জীবকে অখণ্ড আত্মস্বরূপে লইয়া গিয়াছেন ভাবনা কর—খণ্ড অখণ্ডে মিশিয়াছে—তুমিই সেই অধিষ্ঠান চৈতন্য হইয়া গিয়াছ—এই ভাবে পরমপুরুষের ধ্যান কর। এইরূপে ক্রমে তত্ত্বমস্যাদি বিচার গুরুমুখে শুনিতে শুনিতে অপরোক্ষানুভূতি হইবে।

শ্রীশবরীকে আমি যে (১) সৎসঙ্গ, (২) মৎকথালাপ, (৩) মৎগুণশ্রবণ, (৪) মৎবাক্য ব্যাখ্যা, (৫) গুরুসেবা, (৬) যম নিয়ম, (৭) মৎপূজা ও নিষ্ঠা, (৮) মন্ত্রজপ, (৯) শমদমসহ তত্ত্ববিচার এই নয় প্রকার ভক্তির সাধনা বলিয়াছি তাহাই পূর্ণভাবে ভক্তি সাধনা।

প্রতিমাদি দর্শনে যতক্ষণ না মনে হইবে তুমি যেমন প্রতিমা দর্শন কর, প্রতিমাও তোমাকে দর্শন করিতেছেন—ইহা যতক্ষণ না স্পষ্ট অনুভবে আসিবে, ততক্ষণ প্রতিমাদি দর্শন হইল না মনে জানিও। প্রতিমা মধ্যে আমি জীবন্ত আছি ইহা অনুভব কর,—করিয়া নিজের হৃদয়ে থাকিয়াও আমি তোমাকে দেখিতেছি ইহা অনুভব কর; করিয়া আমার সহিত বিচার কর,—করিলেই আমাকে জানিয়া আমাকেই পাইবে ॥২২॥

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥২৩॥

শ যা ম
হে ভরতর্ষভ! যত্র যস্মিন্ কালে কালাভিমানিদেবতোপলক্ষিতে
ম ম যা শ
মার্গে প্রয়াতাঃ প্রাণোৎক্রমণানন্তরং গচ্ছন্তঃ মৃত্বা বা যোগিনঃ
শ্রী শ্রী যা যা
উপাসকাঃ কর্ম্মিণশ্চ অনাবৃত্তিং তু যান্তি অপুনরাবৃত্তিং প্রাপ্নুবন্তি যত্র
শ ম
কালে চ প্রয়াতাঃ আবৃত্তিং চ এব যান্তি পুনর্জ্জন্মঞ্চ প্রাপ্নুবন্তি দেব-
ম
যানে পথি প্রয়াতা ধ্যায়িনোঽনাবৃত্তিং যান্তি, পিতৃযানে পথি প্রয়াতাশ্চ
ম
কর্ম্মিণ আবৃত্তিং যান্তি তং দেবযানং পিতৃযানং চ কালং মার্গং বক্ষ্যামি

কথয়িষ্যামি। যত্তপি দেবযানেঽপি পথি প্রয়াতাঃ পুনরাবর্ত্তন্তে ইত্যুক্তমাব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিন ইত্যত্র, তথাপি পিতৃযানে পথি গতা আবর্ত্তন্ত এব ন কোঽপি তত্র ক্রমমুক্তিভাজঃ। দেবযানে পথিগতাস্ত যত্তপি কেচিদাবর্ত্তন্তে প্রতীকোপাসকাস্তড়িল্লোকপর্য্যন্তং গতা হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্তম্ মানবপুরুষনীতা অপি পঞ্চাগ্নিবিত্তাত্যুপাসকাঃ অতৎক্রতবো ভোগান্তে নিবর্ত্তন্ত এব, তথাপি দহরাত্ম্যপাসকাঃ ক্রমেণ মুচ্যন্তে ভোগান্তে ইতি ন সর্ব্ব এবাবর্ত্তন্তে, অতএব পিতৃযানঃ পন্থা নিয়মেনাবৃত্তিফলত্বান্নিকৃষ্টঃ। অয়ং পন্থা অনাবৃত্তিফলত্বাদতি প্রশস্ত ইতি স্তুতিরূপপদ্যতে ॥২৩॥

হে ভরতর্ষভ! যে পথে প্রয়াণ করিলে যোগিগণ অপুনরাবৃত্তি এবং পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন, সেই পথের কথা আমি বলিতেছি ॥ ২৩ ॥

অর্জ্জুন—মৃত্যুর পরে কোন্ পথে গমন করিলে আর পুনরাবৃত্তি বা পুনর্জ্জন্ম হয় না কোন্ পথে গমন করিলেই বা আবার সংসারে পতিত হইতে হয় তাহাই বল।

ভগবান্—পূর্ব্বে (৮।১৬) বলিয়াছি, আমাকে না পাওয়া পর্য্যন্ত পুনর্জ্জন্ম হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। যে যোগী ধ্যাননিষ্ঠ, যিনি দহরবিত্তার সাধক, তিনি মরণান্তে দেবযান পথে গমন করেন। এইটি ক্রমমুক্তির পথ। ক্রমমুক্তির পথ হইলেও ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত উঠিয়াও সম্যগ্‌দর্শনের অভাব হেতু কোন কোন সাধকের পতন হয়; কিন্তু ধ্যাননিষ্ঠ সাধকের প্রায়ই পুনরাবৃত্তি বা সংসারে পতন হয় না।

যাঁহারা কিন্তু কর্ম্মযোগী,—যাঁহারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যার সাধক, যাঁহারা ইষ্টপূর্ত্তাদি কর্ম্ম বা যজ্ঞানুষ্ঠানাদি নিরত, তাঁহারা স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে পরে পিতৃযানমার্গে গমন করেন। এই সকল সাধকের সকলকেই আবার সংসারে পতিত হইতে হয়। দেবযান ও পিতৃযান, এই দুইটি মার্গের কথা বলিতেছি।

অর্জ্জুন—"যত্র কালে" অর্থ "যস্মিন্‌মার্গে" কেন হইল? কাল অর্থ মার্গ কিরূপে?

ভগবান্—কাল অর্থে এখানে সময় নহে ; কিন্তু যে যে দেবতা মরণান্তে প্রবাত্তা জীবকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যান. ঐ কালাভিমানী ঐ সমস্ত দেবতা কর্তৃক লক্ষিত যে মার্গ তাহাকেই এখানে কাল বলা হইয়াছে। এ অর্থ না করিলে শ্রুতি স্মৃতির বিরোধ হয়। (বেদান্ত ৪।২।২১ সূত্র ও ভাষ্য)।

অর্জ্জুন—দহরবিদ্যার সাধক দেবযানে ও পঞ্চাগ্নিবিদ্যার সাধক পিতৃযানে গমন করেন—ইহা কি ?

ভগবান্—ললাট মধ্যে হৃদয়াম্বুজে বা ; হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যস্থাং প্রাতঃসূর্য্যসমপ্রভাম্, হৃদয়-কমল মধ্যে নির্ব্বিশেষং ইত্যাদি ধ্যানে দেখিতে পাইবে হৃদয়-পুণ্ডরীকে যে শূন্য আকাশ তাহাতে সগুণ ব্রহ্ম চিন্তা করিতে হয়। যে বিদ্যা দ্বারা হৃদয়-পুণ্ডরীকে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করা যায় তাহাই দহরবিদ্যা। "অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্য তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি। ছা উ অষ্টম প্রপাঠক ১ম খণ্ড। প্রণবাবেশিত ব্রহ্মবুদ্ধিবিশিষ্ট ধ্যানযোগীর হৃদয়পুণ্ডরীকে অথবা ললাট মধ্যে যে ব্রহ্মোপাসনা তাহাই দহর-বিদ্যার বিষয়।

এই দহরবিদ্যা প্রভাবে প্রত্যগাত্মা এই শরীরের অভিমান ত্যাগ করিয়া পরং জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন। ব্রাহ্মণেরা যে গায়ত্রী উপাসনা করেন তাহাতেও ত্রিকোণমণ্ডল-পারে সীমাশূন্য জ্যোতির্ম্ময় অথচ বিন্দুস্থানে যে বরণীয় ভর্গের ধ্যান করা হয়—যখন বলা হয় যিনি প্রদীপবৎ সপ্তলোক প্রকাশ করিয়া আমার জীবাত্মাকে আপন ব্রহ্মরূপে মিশ্রিত করেন—খণ্ড অখণ্ডে মিশ্রিত হইয়া যাহা হয় আমি তাহাই, অর্থাৎ "আমি সেই" এই ভাবে যে চিন্তা তাহাই প্রকৃষ্ট উপাসনা। জীব-চৈতন্য পরম জ্যোতিতে মিশ্রিত হইয়া স্বস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহাই ব্রহ্মোপাসনা। ইহাই ধ্যান। জীবাত্মা মায়ার বশে আসিয়া পড়েন বলিয়া তাঁহাতে সচ্চিদানন্দ ভাবগুলি সঙ্কুচিত থাকে। শাস্ত্রবাক্যে ও আচার্য্যের উপদেশমত সাধনা করিতে করিতে যখন আত্মাকে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির অতীত এবং স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীর হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়—আত্মা যখন জাগ্রৎ স্বপ্নাদি অবস্থাতে আর অভিমান করেন না, স্থূল সূক্ষ্মাদি দেহেও অভিমান করেন না, তখনই তিনি আপন সচ্চিদানন্দস্বরূপে অবস্থান করেন। প্রথমে রজস্তমকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণে সর্ব্বদা থাকিবার জন্য অভ্যাস করিতে হয় পরে আত্মার স্বস্বরূপে অবস্থান হয়। দহরবিদ্যা এই স্বরূপাবস্থানের নির্দ্দেশ করিতেছেন। ঐ যে বলা হইল যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির অতীত, ইহাতে এই বুঝিও যে, মায়া বা শক্তির অতিসূক্ষ্ম স্পন্দনে সুষুপ্তি অবস্থা ; ইহাতে স্বরূপানন্দের কিঞ্চিৎ স্ফুরণ থাকে ; সূক্ষ্মস্পন্দনে স্বপ্নাবস্থা ও স্থূলস্পন্দনে এই জাগ্রৎ অবস্থা। শুভ্র, লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ কাচের ভিতর দিয়া আত্মার স্ফুরণই ইহা।

পঞ্চাগ্নি বিদ্যাতে দেখিবে যে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞে অগ্নিতে যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহা অন্ত-রীক্ষে গমন করে, করিয়া জল হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয় ; পরে তাহা শস্যাদিতে পরিণত হইয়া সুধারূপে পুরুষের মধ্যে আইসে, তাহাই আবার স্ত্রীতে প্রবেশ করিয়া প্রজারূপে জন্মে। জল, আকাশ, মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ এই পাঁচ প্রকার অগ্নিতে,—শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও রেতরূপ আহুতির কথা পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে পাওয়া যায়। জীবের দেহত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া

পুনরায় দেহ ধারণ পর্য্যন্ত ব্যাপার ইহাতে আছে। কর্ম্মযোগী এইরূপ যজ্ঞাদি করেন বলিয়া তাঁহার গতি হয় পিতৃযানে। পরে পুণ্যক্ষয়ে আবার তাঁহাকে পৃথিবীতে দুঃখভোগ করিতে আসিতে হয়।

অর্জ্জুন—পঞ্চাগ্নি বিদ্যার উপাসক কি দহরবিদ্যার অধিকারী হইতে পারেন না?

ভগবান্—গৃহস্থের মধ্যে যাঁহারা পঞ্চাগ্নি বিদ্যার অর্থ না জানিয়া কেবল ইষ্টাপূর্ত্তাদি লইয়া থাকেন অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক নিত্য কর্ম্মকে বলে ইষ্টা, আর পূর্ত্তাদি হইতেছে বাপী, কূপ তড়াগ, ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা (অন্যের সুখের জন্য) এবং অন্ন, গোধন, গ্রামাদি দান এই সমস্ত যাঁহারা করেন, তাঁহাদের গতি পিতৃযান-পথে। কিন্তু যে সমস্ত গৃহস্থ পঞ্চাগ্নিবিদ্যার অর্থ অবগত, তাঁহারা দহরবিদ্যার অধিকারী। পঞ্চাগ্নি বিদ্যার অর্থ এই যে (৮ম,৩য় শ্লোকের শেষ ব্যাখ্যা দেখ) অগ্নিহোত্রিগৃহস্থ ভাবনা করিবেন যে, আমি দ্যুলোকাদি পঞ্চ অগ্নি হইতে ক্রম অনুসারে উৎপন্ন হইয়াছি। আমি পঞ্চাগ্নির পরিণাম। অগ্নি ও আহুতির সঙ্গে আপনাকে তন্ময় ভাবনা করিয়া আমি অগ্নিরূপ হইয়াছি; এইরূপ মনে করিতে হইবে।

দ্যুলোক, পর্জ্জন্য (মেঘ), পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ এই পাঁচ অগ্নি। এই পাঁচ অগ্নির আহুতি হইতেছে শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও রেত। আপনাকে যেরূপে অগ্নি ও আহুতি ভাবিতে হইবে, তাহা এই।

শরীরধারী পুরুষ আমি কোথা হইতে আসিলাম? না

(১) স্ত্রীরূপ অগ্নিতে রেতরূপ আহুতিপাতে শরীরধারী আমি হইয়াছি। রেত কিরূপে আসিল? না

(২) পুরুষরূপ অগ্নিতে অন্নরূপ আহুতিপাতে রেতরূপী আমি আসিলাম। অন্ন কিরূপে আসিল? না

(৩) পৃথিবীরূপ অগ্নিতে বর্ষারূপ আহুতিপাতে অন্নরূপ আমি হইলাম। বৃষ্টি কোথা হইতে আসিল? না

(৪) পর্জ্জন্য বা মেঘরূপ অগ্নিতে সোম বা সলিলময় আহুতি দ্বারা বৃষ্টি হয়। সোম কোথা হইতে আসিল? না

(৫) জীব ইহলোকে জলময় দধ্যাদি দ্বারা শ্রদ্ধা সহকারে হোম করে। তাঁহাতে অপ্ শ্রদ্ধাহুতিরূপে জীবে সংবদ্ধ হয়। জীবের মরণান্তে তাহার ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ সেই শ্রদ্ধাহুতির দ্যুনাম অগ্নিতে হোম করেন, তাহাতে জীব সোমরূপ দিব্যদেহে পরিণত হয়। সেই দেহ ধারণ করিয়া সেই জীব সেই স্থানে কর্ম্মফল ভোগ করে। পরে সেই জলময় দেহ পর্জ্জন্যাগ্নিতে আহুত হইলে বৃষ্টি হয়। ক্রমে বৃষ্টি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেত, রেত স্ত্রীমধ্যে গিয়া পুরুষদেহধারী জীব হয়। মনুষ্য যে পঞ্চাগ্নির পরিণাম ইহা বুঝিলেই উচ্চবিদ্যার অধিকার জন্মে॥ ২৩॥

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।

তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥ ২৪॥

শ শ শ শ

অগ্নিঃ কালাভিমানিনী দেবতা তথা জ্যোতিঃ দেবতৈব কালাভি-

শ শ শ শ্রী

মানিনী। অথবা অগ্নিজ্যোতিষি যথাশ্রুতে এব দেবতে। অগ্নির্জ্যোতিঃ

নী

শব্দাভ্যাং "তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি" ইতি শ্রুত্যুক্তার্চ্চিরভিমানিনী

শ্রী শ শ্রী শ

দেবতোপলক্ষ্যতে। তথা অহঃ ইতি দিবসাভিমানিনী শুক্লঃ শুক্ল-

শ শ ম ম

পক্ষদেবতা তথা ষণ্মাসাঃ উত্তরায়ণম্ উত্তরায়ণরূপ ষণ্মাসাভিমানিনী

ম ম ম ম ম ব

দেবতৈব লক্ষ্যতে "আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ" ইতি ন্যায়াৎ এতচ্চান্যেষাং

য ব

সম্বৎসরাদীনাং শ্রুত্যুক্তানামুপলক্ষণম্। ছান্দোগ্যাঃ পঠন্তি ৪র্থ

ব ব

প্রপাঠকে পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ "অথ যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ

ব

নার্চ্চিষমেবাভিসংভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্

ব

যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্মাসেভ্যঃ সম্বৎসরং সম্বৎসরাদাদিত্য

ব

মাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বৈদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম-

ব

গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং

ব

নাবর্ত্তন্তে ইতি। অস্যার্থঃ অস্মিন্নক্ষিস্থ ব্রহ্মোপাসকগণে মৃতে সতি

শ

যদি পুত্রশিষ্যাদয়ঃ শব্যং শবসম্বন্ধি কর্ম্ম দাহাদি কুর্ব্বন্তি যদি চ ন

ব

কুর্ব্বন্তি উভয়থাপ্যক্ষতোপাস্তিফলাস্তে তদুপাসকা অর্চ্চিরাদিভির্দেবৈ-

র্ব

স্তমুপাস্যং প্রয়ান্তীতি। স্ফুটমন্যৎ। অত্র সম্বৎসরাদিত্যয়োর্মধ্যে

ব

বায়ুলোকো নিবেশ্যঃ। বিদ্যুতঃ পরত্র ক্রমাদ্বরুণেন্দ্রপ্রজাপতয়ো

বোধ্যাঃ। অমানবো নিত্যপার্ষদঃ পরেশস্য হরেঃ পুরুষঃ। এতেহর্চ্চিরাদয়ো দেবা ইত্যাহ সূত্রকারঃ। তত্র এবম্ভূতো যো মার্গস্তত্র প্রয়াতাঃ গতাঃ ভগবদুপাসকাঃ জনাঃ ব্রহ্ম গচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি যত্নস্তে ব্রহ্মবিদঃ সগুণব্রহ্মোপাসকাঃ ব্রহ্মোপাসনপরায়ণাঃ ক্রমেণেতি বাক্যশেষঃ ন হি সদ্যোমুক্তিভাজাং সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠানাং গতিরগতির্ব্বা ক্বচিদস্তি। "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। ব্রহ্মসংলীন প্রাণা এব তে ব্রহ্মময়াঃ ব্রহ্মভূতা এব তে ॥ ২৪ ॥

অগ্নি ও জ্যোতি [তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা] দিন [দিনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা] শুক্ল [শুক্লপক্ষ দেবতা] উত্তরায়ণরূপ ছয় মাস [উত্তরায়ণ দেবতা] এই সময়ে [এই সকল দেবতাগণের লক্ষিত পথে] প্রাণপ্রয়াণশীল [সগুণ] ব্রহ্মোপাসকগণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ॥ ২৪ ॥

অর্জ্জুন—যাহা বলিতেছ তাহাতে বুঝিতেছি—যাঁহারা সদ্যোমুক্তি লাভ করেন শ্রুতি বলেন "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" তাঁহাদের প্রাণের উৎক্রমণ হয় না, নিজের সচ্চিদানন্দস্বরূপ বোধ হইয়া যায় বলিয়া তাঁহাদের প্রাণ ব্রহ্মে সংলগ্ন হয়। তাঁহারা ব্রহ্মময় হইয়া যান, ব্রহ্মভূত হয়েন। ইঁহারা দেবযান বা পিতৃযান কোন মার্গেই গমন করেন না। কিন্তু যাঁহারা ক্রমমুক্তির কার্য্য করেন, সগুণব্রহ্মের উপাসনা করেন—প্রাণ-প্রয়াণ কালে তাঁহাদিগকে দেবযান পথে যাইতে হয়। ঐপথে তাঁহাদিগকে অগ্নি ও জ্যোতির অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, দিনের, শুক্লপক্ষের, উত্তরায়ণ ছয় মাসের অধিষ্ঠাতৃদেবতাগণ পথ দেখাইয়া লইয়া যান—এইরূপে তাঁহারা ক্রমে ব্রহ্মলাভ করেন। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে সম্যক্‌দর্শন হয় না বলিয়াই সাধকের প্রাণের উৎক্রমণ হয়। ইঁহাদের চিত্তশুদ্ধি হয়, ধ্যান-যোগ অভ্যাস হয়, কূটস্থে বা ত্রিকোণমণ্ডলপারে সহস্রারে ইঁহারা ধারণাভ্যাসী হয়েন ; কিন্তু "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যদ্বারা প্রবুদ্ধ হইতে পারেন না বলিয়া "আমিই ব্রহ্ম" ইহার অপরোক্ষানুভূতি হয় না। সেই জন্য দেবযান মার্গে ইঁহাদের গতি হয় কিন্তু প্রাণ-প্রয়াণকালে ইঁহাদের কোন্ কোন্ ব্যাপার ঘটে তাহাই বল।

ভগবান্—এই সমস্ত সাধকের মরণকালে যখন নাভি-শ্বাস হয়, তখন প্রাণ উপরে উঠিতে থাকে। প্রাণ নাভি ছাড়িয়া হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলে, হৃদয়াগ্রে একটি জ্যোতি

প্রকাশ হয়। ঐ জ্যোতিতে সুষুম্না পথ প্রকাশিত হয়। প্রাণ তখন সুষুম্না নাড়ীতে প্রবেশ করে। সুষুম্না নাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গিয়াছে। ব্রহ্মরন্ধ্রে সর্ব্বদা সূর্য্যরশ্মির গতাগতি হইতেছে। কাজেই রাত্রিকালে বা দক্ষিণায়নে যদিও এই সমস্ত সাধকের কাহারও কাহারও মৃত্যু হয়, তাহাহইলেও ইঁহাদের প্রাণ, সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। প্রথমেই অর্চ্চিরাদি মার্গে ইঁহারা আগমন করেন। এইটি অগ্নি ও জ্যোতির পথ অর্থাৎ এই জ্যোতির্ম্ময় পথে সাধক তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন। অর্চ্চিরাভিমানিনী দেবতা দিবাধিষ্ঠাতৃ দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন। তিনি শুক্ল-পক্ষ দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন। শুক্লপক্ষাধিষ্ঠাতৃ দেবতা, আবার মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত যে উত্তরায়ণ ছয় মাস তাঁহার অধিষ্ঠাতৃ দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন। উত্তরায়ণ দেবতা হইতে সংবৎসরাভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। তাঁহা হইতে সূর্য্যকে, সূর্য্য হইতে চন্দ্রকে, চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎকে প্রাপ্ত হন। সেইকালে এক জন ব্রহ্মার মানস পুরুষ ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়া সাধককে সত্যলোকস্থ ব্রহ্ম-সন্নিধানে লইয়া যান। এই পথের নাম দেবপথ বা ব্রহ্মপথ বা দেবযান।

অর্জ্জুন—এত কথাও ত মূল শ্লোকে নাই; ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ পর্য্যন্ত আছে—তুমি তাহার পরে সম্বৎসর, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, অমানব কত কি যে বলিতেছ?

ভগবান্—ছান্দোগ্য শ্রুতির ৪র্থ প্রপাঠকের ১৫ খণ্ডে এই দেবযানের কথা আছে। পূর্ব্বে (ভাষ্যে) অথ যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি ইত্যাদি শ্রুতি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই শ্রুতির অর্থ এই—যাঁহারা দহরবিদ্যা সাহায্যে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহাদের মরণান্তে অগ্নিসংস্কার হউক বা না হউক তাঁহারা ঐ উপাসনা প্রভাবে অর্চ্চিরাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। পরেদিবসাধিষ্ঠাতৃ দেবতা, পরে আপূর্য্যমাণপক্ষং অর্থাৎ শুক্লপক্ষ দেবতা, পরে যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি অর্থাৎ উত্তরায়ণ অভিমানিনী দেবতা, পরে সংবৎসর অভিমানী দেবতা, পরে সূর্য্য, পরে চন্দ্র, পরে বিদ্যুৎ, পরে ব্রহ্মার মানস পুরুষ ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ইহাই দেবযান।

আরও ছান্দোগ্য শ্রুতি পঞ্চম প্রপাঠকে ১০ম খণ্ডে বলিতেছেন—তদ্য ইত্থং বিদুঃ যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্॥ ১॥

যিনি পঞ্চাগ্নিবিদ্যার অর্থ জানেন, আর যিনি অরণ্যে গিয়া শ্রদ্ধা, তপঃউপাসনা করেন, তিনি অর্চ্চি অর্থাৎ জ্যোতিকে প্রাপ্ত হন; অর্চ্চি হইতে দিবসকে, দিবস হইতে শুক্লপক্ষকে, শুক্লপক্ষ হইতে ছয়মাস উত্তরায়ণকে প্রাপ্ত হন॥ ১॥

এখানে বলা হইল যে, গৃহস্থ পঞ্চাগ্নিবিদ্যার প্রভাবে আপনাকে অগ্নি ভাবনা করিতে না পারেন কিন্তু শুধু অগ্নিহোত্র, ইষ্টাপূর্ত্তাদি, দানাদি কর্ম্মমাত্র করেন, আপনাকে কোন ভাবে ভাবিত করিতে পারেন না—তাঁহার গতি পিতৃযান পথে কিন্তু যে চেমেঽরণ্যে ইত্যাদিতে যে বানপ্রস্থ সন্ন্যাসীর কথা বলা হইল—যাঁহারা হিরণ্যগর্ভ বা প্রণবাদি সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা অর্চ্চিরাদি মার্গ পাইয়া উত্তরায়ণ গতি প্রাপ্ত হয়েন। আরও যজ্ঞোপবীত-সংস্কারের পর আজন্মপর্য্যন্ত বিবাহ না করিয়া যিনি ব্রহ্মচারীব্রতে অবস্থিত, যিনি গুরুকুলে নিত্য অবস্থান করেন, যাঁহার কখনও বীর্য্যপাত হয় নাই—সেইরূপ ঊর্দ্ধরেতা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী

আপন ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে উত্তরায়ণ মার্গ প্রাপ্ত হয়েন। পুনশ্চ যিনি যজ্ঞোপবীত সংস্কারের পর বেদাধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, পরে গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া ঋতুকালে স্ত্রীগমনান্তর সন্তানোৎপাদন করেন, তিনিও উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অরণ্যোপলক্ষিত বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর তুল্য, আর উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী গ্রামোপলক্ষিত গৃহস্থের সমান। শ্রুতি পরে বলিতেছেন—মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ স এনং ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবযানঃ পন্থা ইতি ॥ ২ ॥

মাস হইতে সংবৎসরকে, সংবৎসর হইতে আদিত্যকে, আদিত্য হইতে চন্দ্রমাকে, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎকে প্রাপ্ত হন। পরে ব্রহ্মার মানস পুরুষ তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ইহাই দেবযান।

এই প্রকার চারি আশ্রমেই বিদ্বান্ তপস্বী উপাসক ব্রহ্মলোকাগত পুরুষ দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন। সেখানে দেবতারূপ হইয়া উৎকৃষ্ট ভাবকে প্রাপ্ত হন। ওখানে অনেক দিব্য বর্ষ পর্য্যন্ত বাস করেন অর্থাৎ যতদিন ব্রহ্মা, ব্রহ্মলোকে বাস করেন, সেই কাল পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করেন। ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে আর এই সংসারে আসিতে হয় না—সাধক তখন অমরত্ব লাভ করেন। পরন্তু ব্রহ্মার আয়ু যে শতবর্ষ—তাহার অন্তে যখন মহাপ্রলয় হয়, তখন ব্রহ্মার সহিত উঁহাদের লয় হয়; আবার সৃষ্টিকালে উঁহাদের আগমন ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকেই হয়। এখানে কতকাল উঁহারা ব্রহ্মলোকে থাকেন তাহাও স্মরণ কর। চারিশত বত্রিশ (৪৩২) কোটি মানবীয় বৎসরে ব্রহ্মার একদিন; আবার চারিশত বত্রিশ কোটি বৎসরে ব্রহ্মার একরাত্রি। আটশত চৌষট্টি-কোটি বৎসরে ব্রহ্মার এক দিবারাত্র। এইরূপ শত-বর্ষ ব্রহ্মার আয়ু। ইহার পরে ব্রহ্মার সহিত ক্রমমুক্ত সাধকের লয়। এই জন্য বলা হয়, ক্রমমুক্তের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি রূপ যে মোক্ষ তাহাও সদ্যোমুক্ত জ্ঞানীর মোক্ষের নিকট গৌণ ॥ ২৮ ॥

ধূমো রাত্রিস্তথাকৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়ণম্।

তথা চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥

ধূমঃ ধূমাভিমানিনী দেবতা রাত্রিঃ রাত্র্যভিমানিনী দেবতা তথা কৃষ্ণঃ কৃষ্ণপক্ষদেবতা তথা ষণ্মাসাদক্ষিণায়নম্ ষণ্মাসাত্মক দক্ষিণায়নাভিমানিনী দেবতা এতাভিরুপলক্ষিতো যো মার্গস্তত্র প্রয়াতঃ যোগী কর্ম্মী ইষ্টাপূর্ত্তদত্তকারী চান্দ্রমসং চন্দ্রমসি ভবং চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ তৎফলং

তদুপলক্ষিতং স্বর্গলোকং প্রাপ্য ভুক্ত্বা নিবর্ত্ততে তৎক্ষয়াদিহ পুনরাবর্ত্ততে। "তদেবং নিবৃত্তিকর্ম্মসহিতোপাসনয়া ক্রমমুক্তিঃ ; কাম্যকর্ম্মভিশ্চ স্বর্গভোগানন্তরমাবৃত্তিঃ ; নিষিদ্ধ কর্ম্মভিস্তু নরকভোগানন্তরমাবৃত্তিঃ, ক্ষুদ্র কর্ম্মিণাস্তু জন্তূনাং অত্রৈব পুনর্জ্জন্মেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৫ ॥

ধূম, রাত্রি, এবং কৃষ্ণপক্ষ, এবং দক্ষিণায়ন ছয় মাস, এই সময়ে প্রয়াণশীল যোগী (কর্ম্মী) চন্দ্রমসজ্যোতিঃ [চন্দ্রলোক বা স্বর্গলোক] ভোগ করিয়া পুনরাবর্ত্তিত হন ॥ ২৫ ॥

অর্জ্জুন—যাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া জ্ঞানলাভের চেষ্টা করেন না কেবল যজ্ঞ, দান তপস্যা, ব্রত, পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা-ইত্যাদি পুণ্য কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের দেহান্তে পিতৃযান পথে গমন হয়। আবার ইঁহাদিগকে সংসারে ফিরিতে হয়। শ্রুতি ইঁহাদের মরণান্তে ভ্রমণপথ কিরূপ উল্লেখ করিয়াছেন তাহাই বল। আরও বল—যাহারা শাস্ত্রবিধিমত চলেনা—শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম করে—যখন যাহা ইচ্ছা হয় বিধি-নিষেধ কিছুই না মানিয়া ব্যভিচারে কখন প্রার্থনা উপাসনা করে, যে দিন ইচ্ছা হয় করে না ; আবার যখন ইচ্ছা মন্দ কর্ম্মও করে তাহাদের গতি কি হয় বল ?

ভগবান্—শ্রবণ কর—ছান্দোগ্য শ্রুতি ৫ম প্রপাঠক দশম খণ্ডে বলিতেছেন :—

অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসংভবন্তি, ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপর—পক্ষমপরপক্ষাদ্ যান্ ষড়্ দক্ষিণৈতি মাসাংস্তান্নৈতে সংবৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি ॥ ৩ ॥

মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমো রাজা তদ্দেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি ॥ ৪ ॥

তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাথৈতমধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমোভূত্বাভ্রং ভবতি ॥৫॥

অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধি বনস্পতয়স্তিল মাষা ইতি জায়ন্তেঽতোবৈখলু দুর্নিষ্প্রপতরং যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি ॥৬॥

তদ্য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশোহ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাঽথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশোহ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা ॥৭॥

অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চ ন তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতত্তৃতীয়ং স্থানং তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে তস্মাজ্জুগুপ্সেত। তদেষ শ্লোকঃ ॥৮॥

স্তেনো হিরণ্যস্য সুরাং পিবংশ্চ গুরোস্তল্পমাবসন্ ব্রহ্মহা চৈতে পতন্তি চত্বারঃ, পঞ্চমশ্চাচরংস্তৈরিতি ॥৯॥

অথ হ য এতানেবং পঞ্চাগ্নীন্ বেদ, ন সহ তৈরপ্যাচরন্ [স্তৈরপ্যাচরন্ ইতি পাঠঃ] পাপ্মনা লিপ্যতে শুদ্ধঃ, পূতঃ পুণ্যলোকো ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ ॥১০॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদি পঞ্চম প্রপাঠকে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা সমাপ্তা ॥

৩। শ্রুতির ভাবার্থ বলা যাইতেছে :—যে সকল গ্রামবাসী গৃহস্থ, পঞ্চাগ্নি বিদ্যা জানেন, কিন্তু অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্ম ও বৃক্ষ, কূপ, বাপী তড়াগাদি প্রতিষ্ঠা, অন্নছত্রাদি দান রূপ ইষ্টাপূর্ত্ত দান করেন—তাহারা ধূমকে প্রাপ্ত হয়; ধূম হইতে রাত্রিকে, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষকে, কৃষ্ণপক্ষ হইতে দক্ষিণায়ণ ছয় মাসকে, তাহা হইতে সম্বৎসরকে প্রাপ্ত হয়।

[ধূম—ধূমাভিমানী দেবতা। এইরূপ রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষাদি স্থলে ঐ ঐ অভিমানী দেবতা বুঝিতে হইবে।]

৮। পরে পিতৃলোক হইতে আকাশ, আকাশ হইতে চন্দ্রমা, ব্রাহ্মণের রাজা যে সোম তিনি দেবতাগণের অন্ন—দেবতারা সেই অন্ন ভক্ষণ করেন।

কেবল কর্ম্মীগৃহস্থ পিতৃলোক প্রাপ্ত হন; পরে পিতৃলোক হইতে আকাশ অর্থাৎ আকাশাভিমানী দেবতা পরে চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হন। সোম নামক ব্রাহ্মণের রাজা যিনি অন্তরীক্ষে প্রত্যক্ষ হয়েন সেই চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হন। তিনিই দেবতাদিগের অন্ন। তাঁহাকেই ইন্দ্রাদি দেবতা ভক্ষণ করেন। দক্ষিণমার্গগমনকারিগণ চন্দ্রমার সহিত মিশ্রিত হয়েন বলিয়া দেবতাদিগের ভক্ষ্য হয়েন। দেবতারা আমাদের মত ভক্ষণ করেন না, তবে স্ত্রী-পশু ভৃত্যাদিবৎ ভোগসামগ্রীর উপকরণরূপে ব্যবহার করেন। ইহারা দেবতাদিগের ভোগ্য বলিয়া চন্দ্রমণ্ডলের বাসোপযোগী শরীর ধারণ করিয়া দেবতাদিগের সহিত ক্রীড়া করেন।

৫। [যত দিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম ক্ষয় না হয়] ততদিন চন্দ্রমণ্ডলে ভোগ্য ভোগ করিয়া পরে কর্ম্মক্ষয় মাত্র, তৈল অভাব হইলে প্রদীপ যেমন একক্ষণও জ্বলে না—সেইরূপ যে পথ দিয়া চন্দ্রমণ্ডলে গিয়াছিল, সেই পথ দিয়া পুনরায় পৃথিবীতে আসিতে হয়। ইহা যেমন বলা হইয়াছে সেইরূপ অন্য প্রকারও বলা হয়। যেরূপে আকাশে আইস, আকাশ হইতে বায়ুতে, বায়ু হইতে ধূম হয়, ধূম হইয়া পরে অভ্র হয়।

চন্দ্রমণ্ডলে সমস্ত কর্ম্ম একবারে ক্ষয় হয় না। কারণ সমস্ত কর্ম্মক্ষয়ে আর জন্ম হইতে পারে না। কিছু কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকিতে থাকিতে চন্দ্রলোক হইতে জীব ভৌতিক আকাশকে প্রাপ্ত হয়।

কর্ম্মীর চন্দ্রমণ্ডল বিষয়ে শরীর আরম্ভক যে জল তাহা চন্দ্রলোকবিষয়ে উপভোগের নিমিত্ত যে কর্ম্ম তাহা ক্ষয় হইলে উহা বিলীন হয়। যেমন অগ্নিসংযোগে ঘৃতপিণ্ড আপনার কাঠিন্য ত্যাগ করিয়া দ্রবীভূত হয়, সেইরূপ আকাশে বিলীন জলের সহিত বেষ্টিত ঐ কর্ম্মী, প্রথমে অন্তরীক্ষস্থ ভূতাকাশে সূক্ষ্মরূপে বিলীন হয়। পরে অন্তরীক্ষরূপ আকাশ হইতে বায়ুরূপ হই

হইয়া তাহাতেই লীন থাকে। অর্থাৎ আকাশ অপেক্ষা বায়ু স্থূল বলিয়া ঐ কর্ম্মী চন্দ্রলোক হইতে অতিসূক্ষ্ম জলরূপে আকাশে লীন হয়, পরে আকাশ হইতে তদপেক্ষা কথঞ্চিৎ স্থূল বায়ুতে বায়ুভূত হয়। বায়ু হইতে ধূম হয়।

এখানে প্রশ্ন হয় যে অগ্নি ও কাষ্ঠের সংযোগ ভিন্ন ধূম হয় না, কিন্তু এখানে বলা হইল বায়ু হইতে ধূম হয়—ইহার ভাব এই যে, বায়ু বৃষ্টির হেতু বলিয়া বায়ুতে সূক্ষ্ম পরমাণুরূপ বাষ্প থাকে। আকাশ হইতে স্থূল বায়ু বায়ু অপেক্ষা স্থূল বাষ্প। এই জন্য কর্ম্মী বায়ু হইতে স্থূল ধূম অর্থাৎ বাষ্প হইয়া যায়। ধূম হইতে অভ্র হয়। বাষ্পের বিশেষরূপই অভ্র।

৬। অভ্র হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বর্ষণ করে, পরে ইহা ব্রীহি (ধান্য) যব ওষধি বনস্পতি সমূহ তিল মাষ প্রভৃতি উৎপন্ন করে। অতএব ইহা নিশ্চয় যে জীবকে অতিদুঃখে বাহির হইতে হয়। যে, যে অন্ন ভোজন করিয়া যে রেতকে (স্ত্রী বিষয়) সিঞ্চন করে সে উহার সদৃশ হয়।

আরও সরল করিয়া বলি শ্রবণ কর।

[অভ্র হইয়া পরে মেঘ হয়। মেঘ তখন বর্ষণ করে। জল তখন পর্ব্বততট দুর্গ নদী সমুদ্র অরণ্য মরুদেশ আদি স্থানে পতিত হয়। আর ঐ ঐ স্থানে প্রবেশ করে। সেই জন্য নিশ্চয়রূপে বলা যায়—জীব নানা স্থানে প্রবেশ করিতে কতই দুঃখ পায়; আবার সেই সমস্ত হইতে বাহির হওয়া আরও দুঃখ। মনে করা হউক পর্ব্বতের উপর জল বর্ষণ হইল। সেই জল বড় স্রোত ধারা হইয়া মিলিল, মিলিয়া নদী হইল। নদী সমুদ্রে মিশিল। সেই জলের সঙ্গে জীবকর্ম্মা জীব আছে। সেই জল মকরাদিতে পান করিল। সেই মকরকে অন্য প্রাণী ভক্ষণ করিল। জীব এইরূপে কত যোনি ভ্রমণ করিতে লাগিল। এ দুঃখের অন্ত নাই। জলরূপী জীবকে বৃক্ষাদি যখন পান করে তখন বৃক্ষযোনি। আবার বৃক্ষ হইতে বীজ আবার বীজ হইতে বৃক্ষ। কখন কখন বৃক্ষ শুষ্ক হইলে সেই রসরূপী জীব আবার সূর্য্যদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মেঘ হয়। মেঘ হইতে আবার জলরূপে পরিণত হয়। এইরূপে কর্ম্মের তারতম্যানুসারে জীব স্থাবর জঙ্গমাদি বহু যোনি ভ্রমণ করিয়া কর্ম্মক্ষয় করে।

ব্রীহি আদি হইতে বাহির হওয়া জীবের পক্ষে দুষ্কর, আবার জঙ্গম ভাব হইতে নির্গত হওয়া আরও দুষ্কর। অন্নাদির সহিত পুরুষের শরীরে প্রবিষ্ট হওয়া আরও অধিক ক্লেশের কারণ। আরও দেখ জীব যে প্রাণীর রেতরূপে পরিণত হয় সেইরূপ আকার প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি বলেন "সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃ সম্ভৃতমিতি" অর্থাৎ সর্ব্বঅঙ্গের সারভূত রেত সকল অঙ্গ হইতে একত্র হইয়া যখন স্ত্রী গর্ভে সিঞ্চিত হয় যাহারা সর্ব্ব অঙ্গ হইতে একত্র হইয়া আইসে সেই রেত সিঞ্চন কর্ত্তার যে আকার সেই আকার জীব প্রাপ্ত হয়। কাহারও কাহারও মতে রেতঃপাত সময়ে পুরুষের নেত্রদ্বার হইতে স্ত্রীর মুখের ছায়া রেতের উপর পতিত হয় তাহাতে কন্যা জন্মে ইত্যাদি।]

আবার যাহারা অত্যন্ত পাপী তাহারা ব্রীহি ইত্যাদির ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া যতদিন পাপের ক্ষয় না হয় ততদিন ঐ শস্যের মধ্যেই থাকে। পরে ঘুন নামক কীট বিশেষে পরিণত হয়; ঘোর পাপের ভোগ হইলে তবে মনুষ্যাদিরূপে জন্ম গ্রহণ করে।

৭। যাঁহারা এই পৃথিবীতে শুভ আচরণ অভ্যাস করেন তাঁহারা শুভ যোনী প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ যোনি বা ক্ষত্রিয় যোনি বা বৈশ্য যোনি প্রাপ্ত হয়েন। যাহারা অশুভাচরণ করে

তাহারা অশুভযোনি প্রাপ্ত হয়; তাহারা কুকুরযোনি বা শূকরযোনি বা চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হয়।

যাঁহাদের সুন্দর স্বভাব তাঁহারাই শুভ কর্ম্ম করেন। তাঁহারাই রমণীয়-চরণ। যাহারা অশুভ কর্ম্ম করে তাহারা কপূয়-চরণ। ' এইরূপ লোক মৃত্যুর পরে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করে তথা হইতে জলরূপে যখন ব্রীহি যবাদিতে প্রবিষ্ট হয় তখন সেই ব্রীহি যবাদি কুকুর বা শূকর বা চণ্ডাল কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়। কপূয়চরণেরা সেই জন্য ঐ সমস্ত নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মে।

৮। এই দুই মার্গে না গিয়া যে অন্যতর মার্গে যায় সে অনেক বার কীট মশকাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। উহারা কেবল জন্মিতে ও মরিতেই থাকে।

যাহারা পঞ্চাগ্নি বিদ্যা সেবা করে না, ইষ্টপূর্ত্তাদিও করে না কিন্তু যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করে; যাহারা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম আদৌ করে না ব্যভিচার করে, তাহারা কীট পতঙ্গ, মশা মাছি হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মে ও মরে। যাহারা কর্ম্ম উপাসনা রহিত, যথেষ্ট পাপাচরণ যাহারা করে তাহারা মনুষ্যের আকারে কীট পতঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐ উভয় মার্গ হইতে ভ্রষ্ট জীব নিরন্তর জন্ম গ্রহণ করে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। "জাতস্ব ম্রিয়স্বেতি"।

৯। সুবর্ণ চৌর, মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণ, গুরুপত্নী গামী, ব্রহ্মহত্যাকারী এই চারিজন মহাপাতকী, ইহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। ইহাদের সহিত যাহারা সংসর্গ রাখে অর্থাৎ আহার বিহার সহবাসাদি করে তাহারাও পতিত।

১০। এই প্রসিদ্ধ পঞ্চাগ্নি বিদ্যা যিনি জানেন, ইঁহার সহিত যিনি সংসর্গ রাখেন—উাহারা পাপে লিপ্ত হয়েন না—ইঁহাদের গতি পুণ্য লোকে।

অর্জ্জুন! সংসারের ভীষণ গতি একবার বিচার কর। যাহারা শাস্ত্রীয় কার্য্য করে না তাহারা কীট পতঙ্গাদি জন্ম প্রাপ্ত হয়, যাঁহারা ইষ্টাপূর্ত্তাদি লোকহিতকর কর্ম্ম করে তাহারাও পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ মধ্যে থাকে; যাঁহারা পঞ্চাগ্নি বিদ্যাবলে আপনাকে অগ্নিময় ভাবনা করিতে পারেন তাঁহারা দহরবিদ্যায় অধিকার লাভ করিয়া ক্রমে মুক্তিপথে চলিতে পারেন; আর যাঁহারা বিচারবান্, যাঁহারা সর্ব্বদা বিচার করেন আমি চেতন আমি জড় নহি—চেতন স্বরূপে অখণ্ড কেবল অজ্ঞানে খণ্ডমত বোধ হয়—বিচার দ্বারা যাঁহারা এই জীবনেই এই অজ্ঞানাবরণ দূর করিতে পারেন তাঁহারাই সদ্যোমুক্তিলাভ করেন ॥ ২৫ ॥

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥

যা ম
এতে পূর্ব্বোক্তে শুক্লকৃষ্ণে শুক্লা অর্চ্চিরাদিগতিঃ জ্ঞানপ্রকাশ-

ম ম ব ম
ময়ত্বাৎ, কৃষ্ণা ধূমাদিগতিঃ জ্ঞানহীনত্বেন প্রকাশশূন্যত্বাৎ তে শুক্ল-

পক্ষ-কৃষ্ণপক্ষান্বিতে গতী মার্গৌ জ্ঞানপ্রকাশযুক্তস্য যোগিনঃ শুক্ল-পক্ষোগতিঃ জ্ঞানপ্রকাশরহিতস্য কর্ম্মিণঃ কৃষ্ণপক্ষোগতিঃ হি প্রসিদ্ধে শ্রুতিস্মৃতি-প্রসিদ্ধার্থো হি শব্দঃ। জ্ঞানকর্ম্মাধিকারিণো জগতঃ সর্ব্বস্যাপি শাস্ত্রজ্ঞস্য শাশ্বতে নিত্যে মতে সম্মতে অভিপ্রেতে সংসারস্য অনাদিত্বাৎ প্রবাহনিত্যত্বাৎ চ। তয়োর্মধ্যে একয়া শুক্লয়া অর্চ্চিরাদি-গত্যা অনাবৃত্তিং মোক্ষং যাতি অন্যয়া কৃষ্ণয়া, ধূমাদিগত্যা পুনঃ ভূয়ঃ আবর্ত্ততে পুনরাগচ্ছন্তি মনুষ্যলোকে॥ "অথ কামায়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবলীয়ন্তে ব্রহ্মৈব স ব্রহ্মাপ্যেতি" ইতি শ্রুতেঃ "তদ্বৈতস্য পশ্যন্ ঋষির্ব্বামদেবঃ প্রতিপেদে অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ" ইতি॥ ২৬॥

জগতের শুক্ল কৃষ্ণ এই দুইটি পথই অনাদিরূপে কথিত; একটি দ্বারা মোক্ষ-লাভ হয়, অপরটি দ্বারা পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়॥ ২৬॥

অর্জ্জুন—দেবযান ও পিতৃযান ভিন্ন অন্য পথ কি নাই?

ভগবান্—শ্রুতিতে অন্য অন্য পথের কথা লিখিত আছে সত্য কিন্তু সৎপন্থা এই দুইটি যে সমস্ত অভাগ্য জীব এই দুই পথের কোন একটীরও উপযুক্ত হয় না তাহারা অতিশয় কষ্টপ্রদ অন্য এক পথ অবলম্বন করে। কলির যত বয়ঃক্রম বর্দ্ধিত হইবে ততই এই তৃতীয় পন্থাতে লোকের গতি হইতে থাকিবে। এই তৃতীয় পথে যাহারা গমন করে তাহারা অতিভীষণ নরক আশ্রয় করে।

অর্জ্জুন—মরণকে ত মূর্চ্ছার সহিত তুলনা করাযায়। মরণ-মূর্চ্ছা কালে জীব গমনাগমন করে কিরূপে?

ভগবান্—অর্চ্চিরাদি মার্গ যাহা বলা হইল সেই সেই স্থানগুলি পথও নহে পথে ভোগ স্থানও নহে। অর্চ্চি হইতে বিদ্যুৎ পর্য্যন্ত সমস্তই চেতন। ইঁহারা দেবতা। মরণের পরে জীব জড়বৎ থাকে। ঐ ঐ দেবতাগণ জীবকে বহন করিয়া লইয়া যান।

অর্জ্জুন—এখন দেবযান ও পিতৃযান মার্গের উপসংহার কর।

ভগবান্—দেবযানকে অর্চ্চিরাদি মার্গও বলে। যাঁহাদের জ্ঞান প্রকাশ হইয়াছে, তাঁহারা এই জ্ঞানলোকপ্রদীপ্ত, প্রকাশময় পথে গমন করেন। পিতৃযানটি ধূমমার্গ। যাহাদের জ্ঞান লাভ হয় নাই তাহারা এই অন্ধকারময় পথে গমন করে। প্রথম পক্ষের সাধকগণ ক্রম অনুসারে এক লোক হইতে লোকান্তরে গমন করেন শেষে মুক্তি লাভ করেন। ইঁহাদের আর পতন হয় না। দ্বিতীয় পথের কর্ম্মিগণকে স্বর্গাদি ভোগের পর আবার এই সংসারে পতিত হইতে হয়। আর কলির পাপী জীব উভয় পথ ভ্রষ্ট বলিয়া কর্ম্মবশে অশেষ ক্লেশে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। পুনঃ পুনঃ জন্মে পুনঃ পুনঃ মরে এবং অশেষ যাতনা ভোগ করে। বড় সাবধান হইয়া জীবকে শাস্ত্রমত সংসার পথে চলিতে হয়। নতুবা জীবন নরক অবশ্যম্ভাবী ॥ ২৬ ॥

নৈতে সৃতী পার্থ ! জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥ ২৭ ॥

হে পার্থ ! এতে সৃতী মার্গৌ পন্থানৌ সংসারমোক্ষপ্রাপকৌ জানন্ অর্চ্চিরাদির্মোক্ষায়, ধূমাদিঃ সংসারায়েতি নিশ্চিন্বন্ কশ্চন কশ্চিদপি যোগী ধ্যাননিষ্ঠঃ উপাসকঃ মদ্ভক্তঃ ন মুহ্যতি কেবলং কর্ম্ম ধূমাদিমার্গপ্রাপকং কর্ত্তব্যত্বেন ন প্রত্যেতীত্যর্থঃ যদ্বা সুখবুদ্ধ্যা স্বর্গাদিফলং ন কাময়তে কিন্তু পরমেশ্বরনিষ্ঠ এব ভবতীত্যর্থঃ। ধূমাদি প্রাপকং কর্ম্ম কর্ত্তব্যত্বেন ন নিশ্চিনোতীত্যর্থঃ। তস্মাৎ যোগস্যাপুনরাবৃত্তিফলত্বাৎ হে অর্জ্জুন সর্ব্বেষু কালেষু অহরহঃ প্রত্যহং যোগযুক্তঃ সমাহিতঃ অর্চ্চিরাদিগত্যনুচিন্তনরূপযোগ সহিতঃ ভব। অপুনরাবৃত্তয়ে ॥ ২৭ ॥

হে পার্থ! এই দুই গতি জানিলে কোন যোগী মোহগ্রস্ত হন না [সংসার মায়ায় মোহিত হইয়া ধূমাদি প্রাপক কর্ম্মই কেবল কর্ত্তব্য ইহা নিশ্চয় করেন না; কর্ম্ম, জ্ঞানলাভের জন্য, ইহা নিশ্চয় করিয়া জ্ঞানে যত্ন করেন] অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বদা যোগযুক্ত [সমাহিত চিত্ত] হও ॥২৭॥

অর্জ্জুন—এই দুইটি গতি জানিলে যোগী মোহপ্রাপ্ত হয়েন না? "যোগী" বলিতে কাহাকে লক্ষ্য করিতেছ? মুহ্যতি" কি?

ভগবান্—অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করিলে মোক্ষ হয় আর ধূমাদি মার্গে গমন করিলে সংসারে আবার পড়িতে হয়—এই দুই গতির কথা জানিলে কোন ধারণাভ্যাসী বা কোন ধ্যাননিষ্ঠ বা কোন উপাসক বা কোন ভক্ত মোহ প্রাপ্ত হন না।

যোগী অর্থ ধারণাভ্যাসী। মানুষ তিন প্রকার। বিষয়ী, ধারণাভ্যাসী আর বিচারবান্। বিষয়ী ঐ দুই পথের কোন পথে যায় না—ইহার পুনঃ পুনঃ ভীষণ নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। যাঁহারা বিচারবান্ তাঁহারাও "আমি চেতন আমি জড় নহি" "চেতন যাহা তাহা অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন—তাহাই চিৎস্বরূপ তাহাই আনন্দ স্বরূপ " পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া এই সত্যটি এই জীবনেই অনুভব করেন। বিচারবান্ যাঁহারা তাঁহাদের প্রাণের উৎক্রমণ হয় না। তাঁহারা জীবমুক্ত হইয়া যান।

যাঁহারা কিন্তু ধারণাভ্যাসী তাঁহারা ভক্তিমার্গের সাধক। পুনঃ পুনঃ মণিমণ্ডপে আপনার ইষ্টের ধারণাই ধারণাভ্যাসীর কার্য্য। ইঁহারাই উপাসক, ইঁহারাই ভক্ত। "মুহ্যতি" অর্থে বুঝিতে হইবে হে ধারণাভ্যাসী জানেন যে শুধু কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ধূমাদি মার্গে পড়িতে হইবে, পুনঃ পুনঃ স্বর্গাদি ভোগান্তে আবার সংসারে পড়িতে হইবে। ইহা জানিয়া তাঁহারা কখন নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মপরতন্ত্র হন না। তাঁহারা ত্রিকোণমণ্ডল পারে মণিমণ্ডপে সর্ব্বদা চিত্তটিকে ধারণা করেন। চিত্তকে সর্ব্বদা ধ্যেয় বিষয়ে সমাহিত করাই যোগযুক্ত হওয়া। সমাধি অভ্যাস করিলে বা সর্ব্বদা সমাহিত চিত্ত হইতে অভ্যাস করিলে আর সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বকালে যোগযুক্ত হও—হাতে পায়ে কাজ কর ॥ ২৭ ॥

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥২৮॥

বেদেষু সম্যগধীতেষু বেদাভ্যাসেষু যজ্ঞেষু অগ্নিষ্টোমাদিষু সাদ্-

শ আ আ ম
গুণোনানুষ্ঠিতেষু অঙ্গোপাঙ্গোপেতত্বমনুষ্ঠানস্য সাদ্গুণ্যম্ অঙ্গোপাঙ্গ-
ম ম হ শ
সাহিত্যেন শ্রদ্ধয়া সম্যগনুষ্ঠিতেষু যথাবদনুষ্ঠিতেষু তপঃসু সুতপ্তেষু
আ আ ম
তপসাং শাস্ত্রোক্তানাং সুতপ্তত্বং মনোবুদ্ধ্যাদ্যৈকাগ্র্যপূর্ব্বকত্বম্ শাস্ত্রো-
ম ম হ
ক্তেষু মনোবুদ্ধ্যাদৈকাগ্র্যেণ শ্রদ্ধয়া সুতপ্তেষু চান্দ্রায়ণাদিষু দানেষু
শ আ ম
সম্যগদত্তেষু দানস্য চ সম্যক্‌ত্বং দেশকালপাত্রানুগুণত্বং তুলাপুরুষাদিষু
ম ম
দেশে কালে পাত্রে চ শ্রদ্ধয়া সম্যগদত্তেষু চ এব যৎপুণ্যফলং পুণ্যস্য
ম শ্রী শ
ধর্ম্মস্য ফলং স্বর্গস্বারাজ্যাদি প্রদিষ্টং উপদিষ্টং শাস্ত্রেণ ইদং বিদিত্বা
ম শ যা শ
পূর্ব্বোক্ত সপ্ত প্রশ্ননির্ণয়দ্বারেণোক্তং ভগবন্মাহাত্ম্যং সম্যগবধার্য্যানুষ্ঠায়
ম শ যা শ
যোগী ধ্যাননিষ্ঠঃ তৎসর্ব্বং ফলজাতং পুণ্যফলং অত্যেতি অতীত্যগচ্ছতি
ম যা যা ম ম
অতিক্রামতি তৃণবন্মণ্যত ইত্যর্থঃ ন কেবলং তদতিক্রামতি কিন্তু পরং
শ শ শ নী
উৎকৃষ্টমৈশ্বরং আদ্যং আদৌভবং কারণং ব্রহ্মেত্যর্থঃ আদ্যং ন তু
নী ম আ আ নী
কেনচিন্নির্ম্মিতং সর্ব্বকারণং স্থানং বিষ্ণোঃ পরমং পদং নির্ব্বিশেষং
ম নী আ
ব্রহ্ম উপৈতি চ প্রাপ্নোতি। তদনেনাধ্যায়েন ধেয়স্তৎপদার্থো
ম নী নী
ব্যাখ্যাতঃ অগ্রিমেঽধ্যায়ে জ্ঞেয়ং ব্রহ্মেত্যাদি সপ্তপ্রশ্না ব্যাখ্যা-
নী
স্যন্তে ॥ ২৮ ॥

বেদ সমূহে [বেদাভ্যাসে] যজ্ঞসকলে, তপস্যাসমুদায়ে এবং দানে যে পুণ্যফল উপদিষ্ট আছে, ইহা [পূর্ব্বোক্ত সপ্তপ্রশ্ন নির্ণয়দ্বারা উক্ত ধ্যেয়তৎ-পদার্থ] জানিয়া যোগী তৎসমস্ত [পুণ্যফল] অতিক্রম করেন এবং আদিস্বরূপ উৎকৃষ্টস্থান প্রাপ্ত হন ॥ ২৮ ॥

অর্জ্জুন—এই অষ্টম অধ্যায়ে মোটের উপর কি বলা হইল।

ভগবান্—ব্রহ্ম কি? আধ্যাত্ম কি? কর্ম্ম কি? অধিভূত কি? অধিদৈব কি? দেহে অধিযজ্ঞ কে? প্রাণ প্রয়াণকালে আমি কিরূপে জ্ঞাত হই—তুমি এই অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমেই এই সাতটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। আমি এই অধ্যায়ে তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করিলাম।

ঈশ্বরের দুইটি রূপ সর্ব্বশাস্ত্র বর্ণনা করেন। (১) ধ্যেয় ঈশ্বর (২) জ্ঞেয় ঈশ্বর। যাঁহারা ধারণাভ্যাসী তাঁহারা ধ্যেয় ঈশ্বর লইয়া থাকেন। ত্রিকোণমণ্ডল পার হইয়া মণিমণ্ডপে অথবা ভ্রূমধ্য হৃদয়াদিস্থানে ধ্যেয় ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান করিতে হয়। ধ্যেয় ঈশ্বরে সমাধি করিলে ক্রমমুক্তি লাভ হয় আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় কর্ম্ম অবগত হইয়া আপনাকে অগ্নিময় ভাবনা করিতে পারিলে দহরবিদ্যায় অধিকার জন্মে। হৃদয়ে বা কূটস্থে বা সহস্রারে যে আকাশ আছে সেই খানে, সগুণ ঈশ্বরে ধারণা ধ্যান ও সমাধি করিতে পরিলেই ক্রমমুক্তি লাভ হয়। ধ্যাননিষ্ঠ যোগী, ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত করিয়া যে আনন্দ লাভ করেন, তাহার নিকট বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ইত্যাদির ফল যে তৃণবৎ তাহা তিনি অনুভব করেন। ইনি ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। এই অধ্যায়ে ক্রমমুক্তির কথা বলা হইল।

অর্জ্জুন—বেদাধ্যায়নাদি কি এতই তুচ্ছ?

ভগবান্—তুচ্ছ কে বলিল? বেদপাঠ যাঁহার জন্য তাহা পাইলে আর বেদপাঠ করিয়া কি হইবে? ব্রহ্মজ্ঞানই না আবশ্যক? ব্রহ্মজ্ঞানের তুল্য আর কিছুই নাই। যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি দ্বারা স্বর্গাদি ভোগ হয় সত্য কিন্তু এই সাতটি প্রশ্নের উত্তরে যে ধ্যেয় ঈশ্বরের কথা বলা হইল তাহার ফল নিত্য জ্ঞানানন্দে স্থিতি। এই সর্ব্বানন্দ প্রাপ্তিতে আর পতনের ভয় নাই, আর সংসারে আসিতে হয় না।

ধ্যেয় ঈশ্বরের কথা এই অধ্যায়ে বলা হইল। জ্ঞেয় ঈশ্বরের কথা পরে বলিতেছি। ব্রাহ্মণেরা যে গায়ত্রীর উপাসনা করেন তাহাতে প্রধানতঃ জ্ঞেয় ঈশ্বরের কথাই বলা হয়। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞেয় ঈশ্বর লইয়া থাকিতে পারেন না তাঁহাদের জন্য ধ্যেয় ঈশ্বর। ধ্যেয় ঈশ্বর ক্রমমুক্তি প্রাপক আর জ্ঞেয় ঈশ্বর দ্বারা সদ্যোমুক্তি লাভ হয় ॥ ২৮ ॥

॥ ওঁ তৎ সৎ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে অক্ষরব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।

শ্রীশ্রীআত্মারামায় নমঃ ॥

শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা ।

নবমোঽধ্যায়ঃ

রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগঃ ।

———:০:———

নিজমৈশ্বর্য্যমাশ্চর্য্যং ভক্তেশ্চাহদ্ভুত বৈভবং ।
নবমে রাজগুহ্যাখ্যে কৃপয়াহবোচদচ্যুতঃ ॥ শ্রীধরঃ
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দাস্বাদ শুদ্ধাশয়াঃ
সংসারাম্বুধিমুত্তরন্তি সহসাপশ্যন্তি পূর্ণং মহঃ ।
বেদান্তৈরবধারয়ন্তি পরমং শ্রেয়স্ত্যজন্তি ভ্রমং
দ্বৈতং স্বপ্নসমং বিদন্তি বিমলাং বিদন্তি চানন্দতাম্ ॥ শ্রীমধুসূদনঃ

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১ ॥

ম
শ্রীভগবান্ উবাচ । ইদং তু প্রাক্ বহুধোক্তমগ্রে চ বক্ষ্যমাণ-

ম ম
মধুনোচ্যমানং গুহ্যতমং গোপনীয়তমমতিরহস্যত্বাৎ বিজ্ঞানসহিতং

শ নী নী
অনুভবযুক্তম্ ব্রহ্মবিজ্ঞানেনানুভবেনসহিতং নতু কেবলং পারোক্ষ্যেণ

নী ম ম
জ্ঞানং জ্ঞপ্তিমাত্রস্বরূপং শব্দপ্রমাণকং ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়কং অনসূয়বে

নী নী ম
অসূয়া গুণেষু দোষাবিষ্করণং তদ্রহিতায় তে তুভ্যং প্রবক্ষ্যামি

শ নী শ নী
কথয়িষ্যামি। যৎ জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য সাক্ষাৎকৃত্য অশুভাৎ সংসার-
শ শ্রী শ্রী নী
বন্ধনাৎ মোক্ষ্যসে সদ্য এব মুক্তোভবিষ্যসি। অত্র যৎ সপ্তমাদৌ
নী
"জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ" ইতি প্রতিজ্ঞাতং,
নী
যস্য চ বিজ্ঞানায় শাখাচন্দ্রন্যায়েনোপলক্ষণীভূতং জগৎকারণং ব্রহ্ম
নী
তত্রৈব নিরূপিতং, যদ্বিজ্ঞানেঽধিকারসম্পত্ত্যর্থং তস্যৈব সগুণ-
নী
স্যোপাসনমুক্তং তদিহ সর্ব্বশেষভূতং ব্রহ্ম যক্তব্যমিতি তথৈব প্রতি-
নী
জানীতে, বচনমাত্রেণৈবাত্রাপরোক্ষং জ্ঞানং জায়ত ইতি তচ্চ তত্রৈব
নী ম
ব্যুৎপাদিতং ন প্রস্মর্ত্তব্যম্। অষ্টমে ধ্যেয়ব্রহ্মনিরূপণেন তদ্ধ্যান-
ম
নিষ্ঠস্য গতিরুক্তা, নবমে তু জ্ঞেয়ব্রহ্মনিরূপণেন জ্ঞাননিষ্ঠস্য গতিরুচ্যত
ম
ইতি সংক্ষেপঃ।। ১ ।।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, তুমি অসূয়া শূন্য [অন্যের গুণে দোষ আবিষ্কার করনা তজ্জন্য] তোমাকে এই অতি গুহ্য বিজ্ঞান-সংযুক্ত-জ্ঞান কহিতেছি ; ইহা জ্ঞাত হইলে তুমি সর্ব্ব দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন—এই নবম অধ্যায়ে কি বলিবে ?

ভগবান্—সপ্তম অধ্যায়ের দুয়ের শ্লোকে বলিয়াছি বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞান (ব্রহ্ম-জ্ঞানের অনুভব) তোমাকে বলিতেছি ইহা জানিলে জ্ঞাতব্য অপর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। "অস্মিন্নধ্যায়ে সবিজ্ঞানং জ্ঞানমুপদিশ্যতে"। এই বিজ্ঞানের অধিকার লাভ করিতে হইলে সগুণ উপাসনা আবশ্যক, ধ্যেয় ঈশ্বরের উপাসনা চাই। অষ্টম অধ্যায়ে কোন্ প্রণালীতে সগুণ উপাসনা করিতে হইবে বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে "সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদি নিরুধ্য চ। মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্। এইরূপ যোগধারণা করিলে কি রূপে অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করিতে করিতে ক্রমমুক্তি লাভ করা যায় তাহা বলিয়াছি। সাক্ষান্মোক্ষ প্রাপ্তয়ে ভগবত্তত্বস্য তত্ত্বক্তেশ্চ বিস্তরেণ জ্ঞাপনায় নবমোঽধ্যায় আরভ্যতে॥ অষ্টমে ধ্যেয় ব্রহ্মনিরূপণেন তদ্ধ্যাননিষ্ঠস্য গতিরুক্তা, নবমে তু জ্ঞেয় ব্রহ্মনিরূপণেন জ্ঞাননিষ্ঠস্য গতিরুচ্যতে।

অষ্টমে ধ্যেয় ব্রহ্ম নিরূপণ দ্বারা ধারণাভ্যাসীর বা ধ্যাননিষ্ঠব্যক্তির ক্রমমুক্তির কথা বলিয়াছি। এক্ষণে জ্ঞাননিষ্ঠ ভক্ত জ্ঞেয়ঈশ্বর জানিয়া যাহাতে সদ্য মুক্ত :হইতে পারেন এই নবম অধ্যায়ে তাহাই বলা হইতেছে। ইহা "কিংতদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মমিতি জ্ঞেয়ব্রহ্মবিষয়ং প্রশ্নদ্বয়ং" ইহার উত্তর। যে অপরোক্ষ জ্ঞানের কথা এই অধ্যায়ে বলিব, ধ্যানাদি অভ্যাস কখন এই জ্ঞানের তুল্য নহে। ধ্যানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অজ্ঞান নিবৃত্তি হয় না। ধ্যান আত্মজ্ঞানে লাভের অবান্তর উপায় মাত্র। কিন্তু অনুভবের সহিত যে জ্ঞান এই অধ্যায়ে বলিব ইহা অতি গুহ্য। চিত্ত রাগ দ্বেষ বিধৌত হইলে, সাধক ইহার অধিকারী হয়। তোমাকে অধিকারী করিয়া ইহা আমি বলিতেছি। স্মরণ রাখ প্রথমে নিষ্কাম কর্ম্মী হইতে হইবে। পরে আরুরুক্ষু যোগী হইয়া যোগারূঢ় হইতে হইবে। ইনি গীতোক্ত যোগী। যোগীকে মুক্ততন হইতে হইবে। ইনি ধারণাভ্যাসী। ধ্যেয় ঈশ্বরে ধারণাভ্যাসী ক্রমমুক্তি লাভ করেন। এক্ষণে সদ্যোমুক্তির জন্য জ্ঞেয়-ঈশ্বরের অনুভবের কথা বলিতেছি ॥ ১ ॥

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

শ নী ম
ইদং ব্রহ্মবিজ্ঞানং রাজবিদ্যা অধ্যাত্মবিদ্যা সর্ব্বাসাং বিদ্যানাং
ম ম ম শ্রী
রাজা রাজগুহ্যং সর্ব্বেষাং গুহ্যানাং রাজা বিদ্যাসু গোপ্যেষু চাতি-
শ্রী ম শ
রহস্যং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ উত্তমং পবিত্রং সর্ব্বোত্তমং পাবনং সর্ব্বেষাং
নী নী
পাবনানাং শুদ্ধিকারণানাং প্রায়শ্চিত্তাদীনাং অপেক্ষয়া ব্রহ্মবিজ্ঞানম্
শ ম
উৎকৃষ্টতমং প্রায়শ্চিত্তৈর্হি কিঞ্চিদেকমেব পাপং নিবর্ত্ততে, নিবৃত্তং চ
ম
তৎ স্বকারণে সূক্ষ্মরূপেণ তিষ্ঠত্যেব, যতঃ পুনস্তং পাপমুপচিনোতি
ম
পুরুষঃ, ইদং তু অনেকজন্মসহস্রসঞ্চিতানাং সর্ব্বেষামপি পাপানাং
ম
স্থূলসূক্ষ্মাবস্থানাং তৎকারণস্য চাজ্ঞানস্য সদ্য এবোচ্ছেদকম্
নী বি শ
প্রত্যক্ষাবগমম্ প্রত্যক্ষেণ সুখাদিবদবগমো অনুভবো যস্য তৎ

শ্রী হ শ শ

দৃষ্টফলং স্বানুভবম্ ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং। অনেকগুণবতোঽপি ধর্ম্ম-

ল

বিরুদ্ধত্বং দৃষ্টং। শ্যেন যোগ ইব। ন তথা আত্মজ্ঞানং। ধর্ম্ম বিরোধি

শ বি

কিন্তুসর্ব্বধর্ম্মাকরণেঽপি সর্ব্বধর্ম্মসিদ্ধেঃ "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন

বি

তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং

বি ম

তথৈব সর্ব্বার্হনমচ্যুতেজ্যা" ইতি নারদোক্তেঃ। তর্হি দুঃসম্পাদ্যং

ম ম

স্যাদিত্যাহ ? সুসুখং কর্ত্তুং গুরূপদর্শিত-বিচারসহকৃতেন বেদান্ত-

ম ম ম

বাক্যেন সুখেন কর্ত্তুং শক্যং ন দেশকালাদিব্যবধানমপেক্ষতে প্রমাণ-

নী নী

বস্তুপরতন্ত্রত্বাজ্‌ জ্ঞানস্য, অনায়াসসাধ্যং অজ্ঞানাপনয়মাত্রসিদ্ধত্বাৎ।

ম

এবমনায়াসসাধ্যত্বে স্বল্পফলত্বং স্যাদত্যায়াসসাধ্যানামেব কর্ম্মণাং

ম ম

মহাফলত্বদর্শনাদিতি ? নেত্যাহ অব্যয়ং অক্ষয়ফলং এবং অনায়াস-

শ ম শ শ

সাধ্যস্যাপি তস্য ফলতঃ কর্ম্মবৎ ব্যয়োনাস্তি অতঃ শ্রদ্ধেয়মাত্ম-

শ

জ্ঞানম্ ॥ ২ ॥

এই ব্রহ্মবিদ্যা, সকল বিদ্যার রাজা, অতি গুহ্য, [প্রায়শ্চিত্তাদি অপেক্ষা] অতি শুদ্ধিকর, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, ধর্ম্মসঙ্গত, করা সহজ ও অক্ষয়ফলপ্রদ ॥ ২ ॥

অর্জ্জুন—তুমি কি আত্মবিদ্যার কথা বলিবে ?

ভগবান্—যে বিদ্যাদ্বারা সদ্যই আত্মজ্ঞান লাভ হয় সেই ব্রহ্মবিদ্যার কথা বলিব। ইহা সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহার নাম রাজবিদ্যা। রাজগণের বলাধানের জন্যও এই বিদ্যা প্রদত্ত হইত বলিয়াও ইহার নাম রাজবিদ্যা। ভগবান্ বিশিষ্ট ইহা বলেন। সকল

গুহ্য বস্তু অপেক্ষা ইহা গুহ্য। ইহা পরম পবিত্র, সাক্ষাৎ অনুভব হয়, ধর্ম্ম বিরোধী নহে, সুখে করা যায় এবং অক্ষয় ফলপ্রদ।

অর্জ্জুন—পবিত্র কিরূপে?

ভগবান্—যাহা পাপ ক্ষয় করে, তাহাই পবিত্র। প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ ক্ষয় হয় বটে কিন্তু সমূলে পাপ ক্ষয় হয় না। সূক্ষ্মরূপে পাপের বীজ থাকিয়া যায়। কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ হইলে বহুজন্মসঞ্চিত এবং বর্ত্তমান দেহকৃত পাপরাশি ক্ষণমাত্রেই ধ্বংস হইয়া যায়। ভবিষ্যৎ পাপের সূচনা করিতে দেয় না, কারণ জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞান একেবারে নষ্ট হয়। যত দিন না অজ্ঞান যায় ততদিন পাপ থাকেই। এজন্য সর্ব্বপ্রকার পবিত্র বস্তু অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ।

অর্জ্জুন—প্রত্যক্ষ অনুভব কি বলিতেছ?

ভগবান্—ব্রহ্মজ্ঞান সঙ্গে সঙ্গে অনুভূত হয়। সুখের অনুভব যেমন প্রত্যক্ষ সেইরূপ আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান যাহা লাভ হয় তাহা প্রত্যক্ষ। সৎসঙ্গের সুখ সঙ্গে সঙ্গেই অনুভূত হয়। শ্যেন যাগের ফল প্রভৃত, কিন্তু ইহাতে শ্যেন বিনাশ করিতে হয় তজ্জন্য ধর্ম্মের বিরোধী। আত্মজ্ঞানে কোন প্রকার হিংসা নাই বলিয়া ইহা ধর্ম্ম বিরোধী নহে।

অর্জ্জুন—যাহার এরূপ ফল তাহার অনুষ্ঠান বড়ই ক্লেশকর হইবে বোধ হয়?

ভগবান্—তাহাও নহে। "কর্ত্তুংসুসুখং" আত্মজ্ঞান লাভে কোন আযাস নাই। একটী পুষ্পের পত্র পেষণ করিতে বরং আয়াস আছে কিন্তু জ্ঞান লাভে কোন আয়াস নাই। জ্ঞান ত সর্ব্বত্রই আছেন জ্ঞানের উপর একটা আবরণ পড়িযাছে। এইটা অজ্ঞান। অজ্ঞান সরানই কর্ত্তব্য। গুরু বুঝাইয়া দিলেন তুমি জ্ঞানানন্দ স্বরূপ অমনি নিজের স্বরূপ বোধ হইয়া গেল। করা ধরা ইহাতে নাই।

অর্জ্জুন—অত অনায়াসে যাহা লাভ হয় তাহার ফলও বোধ হয় সামান্য? কারণ বহুশ্রম না করিলে বহুফল লাভ হয় না।

ভগবান্—তাহা নহে, অল্পায়াস সাধ্য হইলেও ইহা অক্ষয় ফল প্রদান করে। জ্ঞানলাভ হইলেই সদ্য মুক্তি হয়। জীব মুক্ত হইয়া নিত্য আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকে। কোনরূপ ভয় তাঁহার থাকে না। আনন্দের কখন ক্ষয় না। অনন্তকাল অনন্ত আনন্দ ভোগ হয়। যেমন মূলে জল দিলে শাখা প্রশাখা স্কন্ধ সকলেরই পুষ্টি হয়, যেমন প্রাণের পুষ্টি বিধান করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পোষণ হয় সেইরূপ অজ্ঞান নিবৃত্তির পরে যে জ্ঞান লাভ হয় তাহাতেই সমস্ত সাধনার ফল লাভ হয়॥ ২॥

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।

অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥ ৩॥

ম শ্রী শ্রী

হে পরন্তপ অস্য আত্মজ্ঞানাখ্যস্য ভক্তি-সহিতজ্ঞানলক্ষণস্য

ধর্ম্মস্য স্বরূপে সাধনে ফলে চ (কর্ম্মণি ষষ্ঠি।) অশ্রদ্দধানাঃ শ্রদ্ধাবিরহিতাঃ পুরুষাঃ স্বমতিকল্পিতেনোপায়েন কথঞ্চিদ্ যতমানা অপি শাস্ত্রবিহিতোপায়াভাবাৎ মাম্ পরমেশ্বরং অপ্রাপ্য মৎ প্রাপ্তৌ নৈবাশঙ্কেতি মৎপ্রাপ্তিমার্গসাধনভেদভক্তিমাত্রমপ্যপ্রাপ্যেত্যর্থঃ মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি মৃত্যুযুক্তঃ সংসারঃ তস্য বর্ত্মঃ নরকতির্য্যগাদি-প্রাপ্তিমার্গস্তস্মিন্ সর্ব্বদা জননমরণবন্ধনেন নারকিণঃ তির্য্যগাদি-যোনিষ্বেব নিবর্ত্তন্তে নিশ্চয়েন আবর্ত্তন্তে ভ্রমন্তি ॥ ৩ ॥

হে পরন্তপ! এই [আত্মজ্ঞানরূপ] ধর্ম্মের [স্বরূপে, সাধনে ও ফলে] অশ্রদ্ধাকারীপুরুষগণ আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যু পরিব্যাপ্ত সংসার পথে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিয়া থাকে ॥৩॥

অর্জ্জুন—সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তির এরূপ সুখের উপায় থাকিতেও, আর ইহা "কর্ত্তুং সুসুখম্" হইলেও লোকে ইহার অনুষ্ঠান করে না কেন? কেনই বা লোকে এই নিদারুণ সংসার যাতনা ভোগ করে?

ভগবান্—এই সুলভ পথের স্বরূপ কি, ইহার সাধনা কি এবং ইহার ফল কি ইহাতে শ্রদ্ধা করেনা বলিয়াই এই দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

অর্জ্জুন—কেন শ্রদ্ধা করেনা?

ভগবান্—কেহ আপাত মনোহর আশুসুখপ্রদ অথচ বেদ বিরোধী কোন মনঃকল্পিত উপায় অবলম্বন করিয়াছে, কেহ বা নিজের সুবিধামত উপদেশ করিতে পারে এইরূপ ব্যক্তি ধরিয়া কোন উপদেশ পাইয়াছে; তাহারা দম্ভদর্পাদি আসুর সম্পদে এবং আসক্তির মোহে মোহিত—এইরূপ ব্যক্তি এই অনায়াসলভ্য সহজসাধ্য উপায়ে শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে পারেনা; ধর্ম্মের তেজারতি করে বলিয়া এই ধর্ম্মবণিকগণ ভ্রমান্ধ ও মোহাচ্ছন্ন হইয়া মনঃকল্পিত উপায়

ছাড়িতে পারে না সেই জন্য মৃত্যুব্যাপ্ত সংসারপথে পুনঃ পুনঃ নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করে।

অর্জ্জুন—তুমি আমার আগ্রহ নিতান্ত বৃদ্ধি করিয়াছ, তুমি আমাকে অভিমুখী করিয়াছ এখন শীঘ্র বল এই ব্রহ্মবিদ্যা কি ?॥ ৩॥

মযা ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

অব্যক্তমূর্ত্তিনা ন ব্যক্তা ইন্দ্রিয়গোচরীভূতা মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য মম সোঽহমব্যক্তমূর্ত্তিস্তেন করণাঽগোচরস্বরূপেণেত্যর্থঃ ময়া মম যঃ পরোভাব স্তেন যদ্বা অন্তর্যামিণা ময়া ইদং সর্ব্বং জগৎ ভূতভৌতিক-তৎকারণরূপং দৃশ্যজাতং মদজ্ঞানকল্পিতং ময়াঽধীনপরমার্থসত্তা-সংরূপেণ স্ফুরণরূপেণ চ ততং ব্যাপ্তং উপাদানত্বাৎ কনকেনেব কুণ্ডলাদীনি রজ্জুখণ্ডেনেব তদজ্ঞানকল্পিতং সর্পধারণাদিভাব স্বরূপেণ অব্যক্ত মূর্ত্তিনা ময়া ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং ন তু অনেন পরিচ্ছিন্নেন শ্রীকৃষ্ণ-দেহেন। সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি জঙ্গমানি চ মৎস্থানি ময্যব্যক্ত-মূর্ত্তৌ সন্তীব স্ফুরন্তীব মদ্রূপেণ স্থিতানি ন হি নিরাত্মকং কিঞ্চিদ্ভূতং ব্যবহারায়াঽবকল্পতেঽতো মৎস্থানি ময়া স্থিতানি অতো ময়ি স্থিতানী-ত্যুচ্যতে অহং চ তেষু কল্পিতেষু ভূতেষু ন অবস্থিতঃ কল্পিতাকল্পিতয়োঃ সম্বন্ধাযোগাৎ। অতএবোক্তং “যত্র যদধ্যস্তং তৎকৃতেন গুণেন

দোষেণ বায়ুমাত্রেণাপি ন সম্বধ্যতে” ইতি তেষাং ভূতানাং অহমেব আত্মা ইত্যত স্তেষু স্থিত ইতি মূঢ়বুদ্ধীনামবভাষতে ॥ ৪ ॥

অব্যক্তরূপদ্বারা আমি এই সমস্ত জগৎব্যাপিয়া [তরঙ্গ যেমন সমুদ্রে অবস্থিত সেইরূপ] রহিয়াছি। সমস্ত ভূত আমাতে অবস্থিত আমি [যেমন তরঙ্গে সমুদ্র থাকে না সেইরূপ] কিন্তু তৎ সমুদয়ে অবস্থিত নহি ॥ ৪ ॥

অর্জ্জুন—ধ্যেয় ঈশ্বরের উপাসনায় ক্রমমুক্তি এবং জ্ঞেয় ঈশ্বরকে জানিলে সদ্যোমুক্তি হয়। তুমি এই জ্ঞেয় ঈশ্বরের কথা বল।

ভগবান্—ধ্যেয় ঈশ্বর সাকার জ্ঞেয় ঈশ্বর নিরাকার। ধ্যেয়ঃসদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী ইত্যাদি প্রমাণ। যাহারা বলে ঈশ্বর সাকার আবার সাকারই সর্ব্বব্যাপী তাহারা ভ্রান্ত। আমি সাকার কৃষ্ণমূর্ত্তিতে জগৎ ব্যাপিয়া নাই কিন্তু আমার অব্যক্ত মূর্ত্তি দ্বারা আমি জগৎ ব্যাপিয়া আছি। এই অব্যক্ত-মূর্ত্তিটি আমার পরমভাব। “অব্যক্ত মূর্ত্তিনা ময়া=মম যঃ পরোভাব স্তেন”। নিরাকার আমি জগৎ ব্যাপিয়া আছি। সাকার আমি পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি মাত্র জগদ্ব্যাপী নহে ইহা সকলেই বুঝে। এই যে “পরোভাব” ইটি জড় নহে। ইনিই অন্তর্যামী। সাকার, নিরাকার থাকিয়াও অন্তর্যামী। বৃথা লোকে নিরাকার সাকার বাদের গোলযোগ তুলিয়াছে। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অব্যক্ত মূর্ত্তি। তিনি পরমভাব স্বরূপ। সৎ-চিৎ-আনন্দই তাঁহার পরম ভাব। আবার তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। (১৫২ পৃষ্ঠা দেখ) শক্তির কার্য্য যখন না হয়, যখন শক্তি শক্তিমানে মিশিয়াই থাকেন তখন শক্তি আছে বা নাই দুইই বলা যায় না। এই শক্তির নাম মায়া। ইনি ভাবরূপা হইলেও “যৎ-কিঞ্চিৎ”। ইনি “না সতী সা ন সতী সা” মণির ঝলক যেমন স্বভাবতঃ হয় ব্রহ্ম হইতে শক্তির স্পন্দন সেইরূপ স্বভাবতঃ হয়। এই স্পন্দন হইলে ব্রহ্ম অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আইসেন। ব্রহ্ম সগুণ হয়েন। ক্রমে আরও যত মায়ার পরিণাম হইতে থাকে ততই তিনি মূর্ত্তি ধারণ করেন। ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তি আছে তিনি আপনাকে সমূর্ত্তি করিতে পারেন। ব্রহ্ম সাকার হইতে পারেন না যাহারা বলে তাহাদের যুক্তি শ্রবণ কর। ইহারা বলে “সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্ব শক্তিমান্ বটেন কিন্তু তাঁহার আপনার স্বরূপের নাশ করিবার শক্তি তাঁহার আছে এমত স্বীকার করিলে জগতের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের নাশ হওনের সম্ভাবনা সুতরাং স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু যাহার নাশ সম্ভব সে ব্রহ্ম নহে অতএব জগতের বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ হয়েন, আপনার স্বরূপের নাশে শক্তিমান্ নহেন এই নিমিত্তেই স্বভাবতঃ অমূর্ত্তি ব্রহ্ম কদাপি সমূর্ত্তি হইতে পারেন না, যেহেতু সমূর্ত্তি হইলে তাঁহার স্বরূপের বিপর্য্যয় অর্থাৎ পরিণাম এবং আকাশাদির ব্যাপ্যত্ব ইত্যাদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সকল তাহাতে উপস্থিত হয়”। এই যুক্তি বিচারশুদ্ধ নহে। মূর্ত্তিধারণ করিলেই যে স্ব স্বরূপের বিনাশ করিতে হয় ইহা কে বলিল? একজন মানুষ সর্ব্বদা ভিতরে

আপনার মনুষ্য আকারে থাকিয়াও নানা প্রকার মুখোস পরিয়া নানা মূর্ত্তি ধরিতে পারে। ব্রহ্মও আপন সচ্চিদানন্দ স্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও মায়া বস্ত্র আচ্ছাদনে বহুমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন।

ইহা অসম্ভব কেন হইবে? স্ফটিক মণির কিরণরাশি যেমন আপনা আপনি বহির্গত হয় তদ্রূপ এই আত্মার এমনই একটি অকারণ সমুজ্জ্বল শক্তি আছে তাহাই আমাদের অন্তরে জগৎরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। জগৎরূপে যখন শক্তি প্রকাশ হইলেন তখন শক্তির আধার যে শক্তিমান্ তিনি স্বস্বরূপে সর্ব্বদা থাকিলেও মায়া তাঁহাকে মূর্ত্তিমান মত দেখাইল। জগৎও তাঁহার যেমন মায়াময়মূর্ত্তি, রামকৃষ্ণাদিও সেইরূপ মায়িকমূর্ত্তি। ব্রহ্ম সর্ব্বভূতের চেতন ও দর্শনেন্দ্রিয়ের অগোচর এই জন্য তিনি সৎ ও অসৎ। চেতনরূপে সৎ এবং ইন্দ্রিয় অগোচরস্বরূপে অসৎ। ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখ বুঝিবে যেমন দ্রবত্ব জল হইতে, স্পন্দন বায়ু হইতে শূন্য আকাশ হইতে পৃথক নহে সেইরূপ দ্বৈত ও অদ্বৈত ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে। যাহা উভয় ভাব বর্জ্জিত সুতরাং কেবল সৎ, শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকেই পরব্রহ্ম বলেন। কাজেই তিনি স্বস্বরূপে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়াও দ্বৈত সাকারমূর্ত্তি এবং অদ্বৈত নিরাকারমূর্ত্তি ধারণ করেন আবার তিনি উভয় ভাব বর্জ্জিতও বটেন। আমি নিরাকার ভাবের কথাও বলিতেছি আবার বিশ্বরূপও দেখাইতেছি আবার বিশ্বরূপ দেখিয়া যখন তুমি ব্যাকুল হইয়া, আমার মানুষরূপ দেখিয়া বলিবে দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন। ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ। তখন আমি যে সাকার তাহাও সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ হইতেছে।

অর্জ্জুন—তোমার কৃপায় মানুষ সাকার নিরাকার বাদের তত্ত্ব বুঝিয়া অনর্থক বাদ বিতণ্ডা পরিত্যাগ করুক, করিয়া "ময়াততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা" এই পরম ভাবে তুমি যে সর্ব্বত্র আছ তাহাই সর্ব্বদা আলোচনা করুক। মানুষ কতই নির্ভর হয় যখন সে বিশ্বাস করে শ্রীভগবান সর্ব্বত্র আছেন। তিনি আবার সর্ব্বত্র অন্তর্য্যামী (মায়া আশ্রয়ে মূর্ত্তি দেখিতে পাউক বা না পাউক বিশ্বাস করুক তুমি অন্তর্যামী। তুমি আশে পাশে উর্দ্ধে অধে সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমান্। তুমি যেমন আকাশ ব্যাপিয়া আছ সেইরূপ মানুষের হৃদয় ব্যাপিয়া আছ। সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে হৃদয়ের রাজা হইয়া আছ এইটি বিশ্বাস করিয়া সাধনা করিতে থাকুক। সাধনা দ্বারাই অনুভব করিতে পারিবে। তুমি সাকার, তুমি নিরাকার আবার তুমি দ্বৈত অদ্বৈত ভাববর্জ্জিত। যতদিন সাধক সচ্চিদানন্দ ভাবের অপরোক্ষানুভূতি করিতে না পারে ততদিন তুমি তুরীয়ভাবে সর্ব্বত্র আছ তুমি প্রাজ্ঞপুরুষ-রূপে হৃদয়ে আছ বিশ্বাস করিয়া প্রার্থনা করুক, সর্ব্বদা স্মরণ করুক, সর্ব্বদা তোমার নাম জপ করুক, সর্ব্বদা তোমায় প্রণাম অভ্যাস করুক, তাহা হইলেই সে সাকার নিরাকার সকল ভাবেই তোমাকে লইয়া থাকিতে পারিবে। আহা সুন্দর তুমি। আমি তোমার কথামৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া যাইতেছি। এখন বল "মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ" ইহার ভাব কি?

ভগবান্—মৎস্থানি—কি রূপে ব্যাখ্যাত শ্রবণ কর—

শ

(১) ময়ি অব্যক্তমূর্ত্তৌ স্থিতানি মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্য্যন্তানি। ন হি নিরাত্মকং কিঞ্চিদ্ভূতং ব্যবহারায়াঽবকল্পতে। অতো মৎস্থানি ময়াত্মনাত্মবত্ত্বেন স্থিতানি। অতো ময়ি স্থিতানীত্যুচ্যন্তে।" তেষাং ভূতানামহমেব আত্মা ইত্যত স্তেষুস্থিত ইতি মূঢ়বুদ্ধীনামবভাসতেঽতো ব্রবীমি না চাঽহং তেষু ভূতেষবস্থিতো মূর্ত্তবৎ সংশ্লেষাঽভাবেনাকাশস্যাপ্যন্তরতমোঽহম্॥ শ

ম

(২) সন্তাব স্ফুরত্তাব মদ্রূপেণ স্থিতানি সর্ব্বভূতানি স্থাবরাণি জঙ্গমানি চ, পরমার্থতস্তু ন চৈবাহং তেষু কল্পিতেষু ভূতেষবস্থিতঃ কল্পিতাকল্পিতয়োঃ সম্বন্ধাযোগাৎ। অতএবোক্তং "যত্র যদধ্যস্তং তৎকৃতেন গুণেন দোষেণ বাণুমাত্রেণাপি ন সম্বধ্যতে" ইতি॥ ম

নী

(৩) ময়ি প্রত্যগানন্দে রজ্জাং স্রক্সর্পদণ্ডধারাদয় ইব সর্ব্বভূতানি স্থিতানি অতো মৎস্থানী-ত্যুপচারাদুচ্যন্তে অধিষ্ঠানাধ্যস্তয়োর্বাস্তবসম্বন্ধাযোগাৎ এতদেবাহ ন চেতি। ন চাহং পরমানন্দস্তেষু ভূতেষবস্থিতোঽস্মি ঘটাদাবিব মৃৎ, অপরিণামিত্বাদেব॥ নী

রা

(৪) ময়া অন্তর্যামিণা ততম্—অস্য জগতো ধারণার্থং নিয়মনার্থঞ্চ শেষিত্বেন ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ময্যন্তর্যামিণি স্থিতানি তত্রৈব অন্তর্যামি ব্রাহ্মণে "যস্য পৃথিবীশরীরং য পৃথিবীমন্তরো যময়তি যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি।" ইতি শরীরত্বেন নিয়াম্যত্ব-প্রতিপাদনাৎ তদায়ত্তে স্থিতিনিয়মনে প্রতিপাদ্যতে ইতি। শেষিত্বং চ "ন চাহংতেষবস্থিতঃ।" অহঞ্চ ন তদায়ত্তস্থিতিঃ মৎস্থিতৌ ন তৈঃ কশ্চিদুপকার ইত্যর্থঃ॥ রা

ব

(৫) ময়া সর্ব্বমিদং জগত্ততং ধর্ত্তুং নিয়ন্তুং চ ব্যাপ্তম্। অতএব সর্ব্বাণি চরাচরাণি ভূতানি ব্যাপকে ধারকে নিয়ামকে চ ময়ি স্থিতানি ভবন্তীতি তেষাং স্থিতিমদধীনা। তেষু সর্ব্বেষু ভূতেষহং ন চাবস্থিতঃ মমস্থিতিস্তদধীনা নেত্যর্থঃ।" ইহাখিলজগদন্তর্যামিণা স্বাংশেনান্তঃ প্রবিশ্য নিযচ্ছামি দধামি। ব

শ্রী

(৬) ময়া কারণভূতেন সর্ব্বমিদং জগত্ততং "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অতএব কারণভূতে ময়ি তিষ্ঠন্তীতি মৎস্থানি সর্ব্বাণি ভূতানি চরাঽচরাণি, এবমপি ঘটাদিষু কার্য্যেষু মৃত্তিকেব তেষু ভূতেষু নাঽহমবস্থিত আকাশবদসঙ্গত্বাৎ॥ শ্রী

আমি আত্মা। সর্ব্বভূত আমাতে স্থিত। কিন্তু আমি ভূত সমূহে স্থিত নই। কারণ তরঙ্গ, সমুদ্রের বক্ষে স্থিত কিন্তু সমুদ্র, তরঙ্গে স্থিত নহে। ভূমা পুরুষের কোন এক বিন্দু স্থানে এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসিতেছে। কাজেই বলা হয় ব্রহ্মে ব্যবহারিক দশায় ভূত সকল অবস্থান করে কিন্তু বিন্দু-সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডে মহান্ ব্রহ্ম স্থিত হইবেন কিরূপে? কোন ভূতই আত্মাশূন্য হইয়া ব্যবহারদশায় অবস্থান করিতে পারে না। এই জন্য মৎস্থানি অর্থে এই বুঝায় যে আমি আত্মারূপে আছি তাই তাহারা আত্মাবান্, তাই তাহাদের অস্তিত্ব। আমি না থাকিলে কোন জীবের বা কোন ভূতের বা কোন কিছুর অস্তিত্ব অবধি নাই। এই জন্য বলা হইল আমাতে সমস্ত ভূত স্থিত। আবার আমি সর্ব্বভূতের আত্মা বলিয়া সর্ব্বভূতে আমি আছি

ইহা মূঢ়বুদ্ধির কথা মাত্র সর্ব্বভূতে আমি নাই। আমি ব্যাপক, ব্যাপ্য বস্তুতে থাকিব কিরূপে? তরঙ্গ মধ্যে সমুদ্র স্থিত যেমন বলা যায় না সেইরূপ অতিক্ষুদ্র ভূত সমূহের প্রত্যেকে অখণ্ড সীমাশূন্য আমি অবস্থিত ইহাও বলা যায় না। একটি মনুষ্যের শরীরে যে রক্তবিন্দু তন্মধ্যে কোটি কোটি জীব রহিয়াছে। মনুষ্যশরীরে ঐ সমস্ত জীব রহিয়াছে সত্য কিন্তু রক্তবিন্দুস্থ জীবে মানুষ্যটি অবস্থিত ইহা বলা যায় না। সর্ব্বভূতে আমি আছি যাহারা বলে তাহারা মূঢ়বুদ্ধি। এই জন্য আমি বলিতেছি নচাহং তেষবস্থিতঃ।

আমার স্বস্বরূপ হইতেছে সৎ এবং মায়িকরূপ হইতেছে স্ফুরণ। আমি যে ভাবে স্থিতমত ভাসিতেছি সমস্তভূতও মদ্রূপেণ স্থিতানি মৎস্থানি। সমস্ত ভূতের আমাতে অবস্থান মায়িক মাত্র। পরমার্থভাবে দেখিলে আমি সেই কল্পিত ভূত সমূহে অবস্থিত নই। আমি অকল্পিত আর ভূত সমূহ কল্পিত। ভূত সমূহের সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব নাই। কল্পিত ও অকল্পিতের যোগাযোগ হয় না। কারণ যাহাতে যাহা অধ্যস্ত (যেমন রজ্জুতে সর্প) তাহার গুণ বা দোষের সহিত ঐবস্তুর কোন সম্বন্ধ নাই। রজ্জুতে সর্প অধ্যস্ত হইলেও সর্পের গুণ বা দোষ কিছুই রজ্জুকে স্পর্শ করে না। রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম হয় প্রত্যাগানন্দ আমি, আমাতে সর্ব্ব ভূত ভাসিয়াছে সেইরূপ একটা ভ্রমেই হয়। কারণ আমি চেতন অন্য সমস্ত জড়। জড়ের সহিত চেতনের কোন সম্পর্ক নাই।

তবেই দেখ সৎমাত্র আছেন অন্য যাহা কিছু স্ফুরণ তাহা বাস্তবিক না থাকিলেও ভ্রমে আছে মত দেখায়। কল্পনাই এই জগৎ। কল্পনা আমাতে ভাসে সত্য কিন্তু কোন কল্পনাতে আমি ভাসিনা। বাস্তবিক জগৎ নাই, স্ফুরণও কিছুই হইতেছে না যিনি আছেন তিনিই আছেন। যাহা কিছু দেখা যায় তাহা ভ্রমে বা স্বপ্নে। কাজেই ব্রহ্মই সত্য। জগৎ ইন্দ্রজাল মাত্র।

যাঁহারা জগৎকে অসত্য বলিতে পারেননা তাঁহারা "অব্যক্ত মূর্ত্তিনা" অর্থে তুরীয় ব্রহ্ম না বলিয়া মায়িক অন্তর্যামী ব্রহ্ম বলেন। যিনি অন্তর্যামী শ্রুতি তাঁহাকে সুষুপ্তাভিমানী চৈতন্য বলেন। এই সুষুপ্তাভিমানী চৈতন্যই ঈশ্বর, ইনিই সর্ব্বজ্ঞ, ইনিই অন্তর্যামী, ইঁহা হইতে জীবের উৎপত্তি হয়, ইঁহাতেই জীবের লয় হয়। শ্রুতি বলেন যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎসুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ। এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।

"মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি" ইহার অর্থে ইঁহারা বলেন আমি অন্তর্যামী আমাতে সমস্ত ভূত স্থিত। ব্যাপক, ধারক এবং নিয়ামক আমি, সর্ব্বভূত আমাতে স্থিত অর্থাৎ সমস্ত ভূতের স্থিতি আমার অধীন। "ন চাহং তেষবস্থিতঃ" ইহার অর্থ ভূতের অধীনে আমার স্থিতি নহে। এই নিখিল জগৎ, অন্তর্যামী পুরুষ যে আমি, আমার অংশদ্বারা অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া বিধৃত হইয়া আছে। ইহাদের মতে জগৎটা মিথ্যা নহে, জগৎটা ব্রহ্মের দেহ; দেহটাও আছে। জগৎটা সত্য। জগৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিতে থাকে না সত্য কিন্তু ইহা প্রবাহক্রমে নিত্য। কিন্তু ইঁহাদের বিচার করা আবশ্যক ঈশ্বর ও জগৎ একরূপ পদার্থ নহে। চেতন ও জড়

বড়ই বিরুদ্ধ। আলোক ও অন্ধকার যেমন একস্থানে থাকিতে পারে না সেইরূপ চেতন ও জড়ের একত্রাবস্থান অসম্ভব। কাজেই যাহাকে জড় বলা হয়—তাহা বাস্তবিক ইন্দ্রজাল হইলেও অঘটনঘটন পটীয়সী মায়া ইহাকে সত্য মতই দেখায়। যেমন স্বপ্ন কালে যাহা দেখা যায় তাহা সত্য সত্য না থাকিলেও যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ আছে বলিয়াই বোধ হয় কিন্তু স্বপ্ন ভঙ্গে বুঝা যায় মিথ্যা, সেইরূপ অজ্ঞান যতদিন থাকে ততদিন জগৎকে সত্যমত বোধ হইলেও জ্ঞানোদয়ে জগৎ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়; তখন ইহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকে না। শুধু নির্ম্মল ব্রহ্ম মাত্র থাকেন। ইনিই তুরীয় ব্রহ্ম। ইনিই অব্যক্ত মূর্ত্তি। মূর্ত্তি অর্থ স্বরূপ। ইঁহার স্বরূপ অব্যক্ত।

এই ইন্দ্রিয়ের অগোচর তুরীয় ব্রহ্ম হইতে মণির ঝলকের মত স্বভাবতঃ যে স্ফুরণ হয়, সেই স্ফুরণ স্পন্দন বা সঙ্কল্প বাস্তবিক নাই কিন্তু আছে মত বোধ হয়—ইহা অজ্ঞানেই হয়—মায়ার প্রভাবেই হয়। আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই—যাহা কিছু আছে মত বোধ হয় তাহা অজ্ঞানেই হয়। কাজেই অজ্ঞানে যাহা স্থিত বলিয়া মনে হয় জ্ঞানে তাহা কিরূপে স্থিত হইবে? সেইজন্য বলি আমাতে ভৌতিক ইন্দ্রজাল আমার মায়া দেখাইলেও সেই ভৌতিক ইন্দ্রজালে আমি স্থিত নহি।

অর্জ্জুন—এই যে তত্ত্ব কথা তুমি বলিলে ইহাতে আমার সদ্যোমুক্তি কিরূপে হইবে?

ভগবান্—একমাত্র আত্মাই আছেন। তাঁহার দেহ—স্থূল দেহ, সূক্ষ্ম দেহ ও কারণ দেহ (অজ্ঞান) বাস্তবিক নাই। কাজেই শরীর ও মনের সমস্ত ব্যাপারে অনাস্থা করিয়া তুমি আত্মরূপে স্থিত হও। কিছুতেই আস্থা নাই, কিছুতেই বিচলিত হওয়া নাই, তুমিই পরম শান্ত আত্মা আর সমস্তই ইন্দ্রজাল, মিথ্যা—কিছু মাত্র অস্তিত্ব ইহাদের নাই। এইটি অনুভব করিয়া আত্মতত্ত্বে স্থিতি লাভ কর। এই অবস্থা লাভের জন্যই সাধনা। মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া ত্যাগ করিবার জন্য যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান মার্গের অনুষ্ঠান। অনায়াস পদ লাভ জন্য পুনঃ পুনঃ যত্ন কর। লাভই সদ্যোমুক্তি।

অর্জ্জুন—আমার আর একটু জিজ্ঞাস্য আছে। তুমি যেমন সৎ তুমি তেমনি চিৎ। তুমি চিৎস্বরূপ, তুমি জ্ঞানস্বরূপ। তোমাতে সমস্ত ভূত অবস্থিত অর্থাৎ জ্ঞানে সমস্ত ভূত দৃষ্ট; জ্ঞান স্বরূপ তুমি, তুমি সকল ভূতকে জান; কিন্তু ভূত সকল জ্ঞান স্বরূপ তোমাকে জানে না। এই ভাবে বুঝিলে কি হয় না?

ভগবান্—জ্ঞান স্বরূপটি অব্যক্ত। আমি সকল ভূতকে জানি। সব জানাকে লোকে ভাবে জ্ঞান। জগৎ জানাটা জ্ঞান নহে—আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু আছে এই জ্ঞানটাই অজ্ঞান। আমি সকল ভূতকে জানি—ইহা মায়ামুক্ত তুরীয় ব্রহ্মে প্রযুক্ত হয় না। ইহা মায়াধীশ ঈশ্বর সম্বন্ধে বলা যায়। স্বরূপতঃ যাহা নাই কিন্তু মায়াতে যাহা আছে—ঈশ্বর তাহাদিগকে জানেন কিন্তু মায়াধীন ভূতগণে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম স্থিত নহেন। ভূতগণের জ্ঞান, খণ্ড জ্ঞান। ঐ খণ্ড জ্ঞানে অখণ্ড জ্ঞান থাকিতে পারে না। সুষুপ্তি অভিমানী ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। এই মায়াধীন ঈশ্বর মায়িক সমস্ত ব্যাপার জানেন কিন্তু মায়িক ভূতগণ সেই ঈশ্বরের স্বরূপ জানে না। তুরীয় ব্রহ্ম সম্বন্ধে ভূত কোথায়? ভুল কল্পনা মাত্র। আমিই সত্য।

অর্জ্জুন—শ্রুতি তবে যে বলেন "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদব্রহ্ম" বারুণি-ভৃগু পিতা বরুণের নিকট গিয়া বলিলেন, আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করুন। পিতা বলিলেন, যাহা হইতে ভূতগণ উৎপন্ন হয়, যদ্দ্বারা জাতপদার্থ স্থিতি লাভ করে এবং প্রলয়ে সমস্ত ভূত যাহাতে প্রবিষ্ট হয় তিনিই ব্রহ্ম তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা কর। ইহার অর্থ কি? তুমিও বলিয়াছ "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয় স্তথা" এ সব কি?

ভগবান—অরুন্ধতী নক্ষত্র অতি সূক্ষ্ম, একেবারে দেখা যায় না বলিয়া প্রথমে নিকটবর্ত্তী স্থূল নক্ষত্র দেখাইয়া বলা হয় ইহাই অরুন্ধতী নক্ষত্র; পরে উহাতে দৃষ্টি স্থির হইলে, বলা হয় ঐটি অরুন্ধতী নহে উহার নিকটের সূক্ষ্ম তারাটি অরুন্ধতী—এইরূপে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে যাওয়ার নাম অরুন্ধতী ন্যায়। ব্রহ্ম পদার্থ জানিতে হইলে অগ্রে তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্ম জান অর্থাৎ যাহা হইতে সৃষ্টি স্থিতি লয় হইতেছে তাহাই ব্রহ্ম। পরে সৃষ্টি স্থিতি লয় মায়িক বা ইন্দ্রজাল জান—আমি মায়া অবলম্বনে এই ভুল দেখাইতেছি—কিন্তু সৎচিৎ আনন্দস্বরূপ আমিই আছি, জগৎ নাই। আমার পরম ভাব—সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপই রহিয়াছে, জগৎ মিথ্যা। "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়" এই যে ভ্রম জগৎ দেখিতেছ ইহার উপাদান আমার মায়া বা শক্তি। আমার উপরে এই মায়িক আড়ম্বর—রজ্জুর উপরে সর্প ভ্রম। অজ্ঞলোকে বলে আমি সমস্ত ভূতের আত্মা বলিয়া ভূতে স্থিত। মিথ্যা কাল্পনিক ভূতে, সত্য—আমি থাকিব কিরূপে? আমাতে এই ভ্রমজগৎ ভাসিতেছে বটে। কিন্তু সর্ষপ কণার মত অতি ক্ষুদ্র জগতে পরিপূর্ণ আমি ভাসিব কিরূপে?

অর্জ্জুন—তুরীয় ব্রহ্মের কথা ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু মায়া আশ্রয়ে তুমি যখন সগুণ অন্তর্যামী হও—তখন জ্ঞান স্বরূপ তোমাতে জগৎ রহিয়াছে অর্থাৎ জগতের যাহা কিছু আছে বা হইবে তাহাই তুমি জানিতেছ ইহা বলিলে ভূতগণের সংসর্গ-জনিত মালিন্যও তোমাতে থাকে।

ভগবান্—আমিই আছি। আমি নানাবিধ আবরণে নানারূপে ভাসিতেছি। মূলে কিন্তু আমি ভিন্ন কিছুই নাই। স্থূলে বলি—ভূতগণের কল্পজনিত সংসর্গ আমাতে হইতে পারে না।

অর্জ্জুন—এই সমস্ত ভূত তুমি সৃষ্টি করিয়াছ—তুমি পালন করিতেছ অথচ তুমি ভূতগণে স্থিত নহ ইহা কিরূপ?

ভগবান—চেতনের সহিত জড়ের সংশ্রব কিরূপে থাকিবে? তবে যাহা কিছু দেখা যায় তাহা আমার মায়ার। আমার মায়ার সাহায্যে আমি ভূত সকল কল্পনা করিয়াছি বলিয়া সৃষ্টি-স্থিতি লয় কার্য্য আমার মায়ার সাহায্যে কল্পনা মাত্র। যখন তুমি স্বপ্ন দেখ—স্বপ্নে যাহা দেখ তাহা কি? মনই বহুরূপে ভাসিতে থাকে মাত্র। নিদ্রাভাঙ্গিলেই স্বপ্ন থাকে না সেইরূপ আমার এই স্বপ্ন যখন ইচ্ছা গড়ি, যখন ইচ্ছা ভাঙ্গি। সমস্ত মিথ্যা হইলেও তোমার দেহ মধ্যে যেমন জীব আছে—দেহাত্মজ্ঞানী জীব মনে করে যে সেই এ দেহের পালন করিতেছে, ধরিয়া আছে অথচ অহংত্যাগে বুঝিতে পারা যায়, জীব দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি অহং অভিমান শূন্য বলিয়া ভূতের সহিত আমার আদৌ সংশ্রব নাই; কেবল আমি মায়ার সাহায্যে সৃষ্টি স্থিতি লয় করিতেছি। সমস্তই মিথ্যা ইহা আমি জানি। কিন্তু তুমি যদি

মায়িক জগৎকে মিথ্যা বুঝিতে না পার, তবে ইহা জানিও যে আমি অনাসক্ত ও অভিমানশূন্য বলিয়া ভূতের সহিত আমার কোন সংস্রব নাই।

অর্জ্জুন—ব্যক্ত ও অব্যক্ত অর্থ কি ?

ভগবান্—যে যে বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাই ব্যক্ত কিন্তু যাহা অনুমেয় ও অতীন্দ্রিয় তাহাই অব্যক্ত ॥ ৪ ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

শ　ম　নী
মে মম ঐশ্বরং অঘটনঘটনাচাতুর্য্যং ঈশ্বরেণ মায়াবিনা নির্ম্মিতং

নী　রা　রা
গগনে গন্ধর্ব্বনগরমিব। অন্যত্র কুত্রচিদসম্ভবনীয়ং মদসাধারণমাশ্চর্য্যং

ম　নী　নী　ম
যোগং প্রভাবং ভূতৈঃ সহ যুক্তিঘটনাং পশ্য পর্য্যালোচয় প্রাকৃতীং

ম　শ
মনুষ্যবুদ্ধিং হিত্বা পর্য্যালোচয় ভূতানি ব্রহ্মাদীনি ন চ মৎস্থানি

শ　ম
নহ্যসংসর্গি বস্তু ক্বচিদাধেয় ভাবেনাবস্থিতং ভবতি ময়ি কল্পিতানি

ম　নী
ভূতানি পরমার্থতো ময়ি ন সন্তি অয়ং ভাবঃ—অস্য দ্বৈতেন্দ্রজালস্য যদু-পাদানকারণং অজ্ঞানং, তদুপাশ্রিত্য ব্রহ্মকারণমুচ্যতেতি বার্ত্তিকো-ক্তেরজ্ঞানমেব জগৎকারণং ; তচ্চ তুচ্ছং, অহঞ্চাসঙ্গঃ। ততশ্চ তুচ্ছ-তরেণ তৎকার্য্যেণ ভূতসঙ্ঘেন ন মমাসঙ্গস্য আধারাধেয়ভাবসম্বন্ধঃ অনির্ব্বচনীয়োঽপ্যস্তি, আবৃতং হি রজ্জ্বাদিকমনির্ব্বাচনীয়েন সর্পাদিনা

নী
সম্বধ্যতে। অহন্তু সর্ব্বদানাবৃতসাক্ষিরূপত্বাৎ সম্বন্ধশূন্য ইতি। ভূতভৃৎ

ম ম
সর্ব্বাণি ভূতানি কার্য্যাণুপাদানতয়া বিভর্ত্তি ধারয়তি পোষয়তীতি

শ ম
ভূতভাবনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ভাবয়তি কর্ত্তৃতয়োৎপাদয়তীতি

শ ম ম ম ম
বর্দ্ধয়তি ইতি বা এবং মমাত্মা রাহোঃ শির ইতি মম পরমার্থস্বরূপভূতঃ

ম
সচ্চিদানন্দঘনোঽসঙ্গাদ্বিতীয়স্বরূপত্বাৎ ন চ ভূতস্থঃ পরমার্থতো ন

ভূতসম্বন্ধী, স্বপ্নদৃগিব ন পরমার্থতঃ স্বকল্পিত সম্বন্ধীত্যর্থঃ মম মনোময়ঃ

রা
সঙ্কল্প এব (মমাত্মা) ভূতানাং ভাবয়িতা ধারয়িতা নিয়ন্তা চ ইতি

রামানুজঃ ॥ ৫ ॥

আমার ঐশ্বরিক যোগ দর্শন কর ; [তরঙ্গ যেমন বাস্তবিক নাই—সেইরূপ মিথ্যানাম রূপের তরঙ্গ স্বরূপ] ভূত সমূহও আমাতে স্থিত নহে। আমার আত্মা —আমার সচ্চিদানন্দস্বরূপ—ভূতদিগকে উৎপন্ন করিতেছে, ভরণ পোষণ করিতেছে, তথাপি আমি ভূতগণে স্থিত নহি ॥ ৫ ॥

অর্জ্জুন—ভূত সমূহও তোমাতে অবস্থিত নহে, তোমার আত্মাও ভূত সমূহে স্থিতি করেনা অথচ তুমি সৃষ্টি-স্থিতি কর্ত্তা এ কিরূপ? আবার পূর্ব্বে যে বলিলে 'মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি" তোমাতে ভূত সকল স্থিত?

ভগবান্—আমি অধিষ্ঠান চৈতন্য, আমি পরিপূর্ণ ব্যাপক সচ্চিদানন্দ। এই সমস্ত ইন্দ্রজাল আমার উপরে স্ফুরণ হইতেছে, আমাতেই ভাসিতেছে, তাই বলিয়াছি মৎস্থানি। কিন্তু কল্পিত ভূত সকল পরমার্থতঃ আমাতে নাই। পরিপূর্ণ সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ আমি, আমাতে এ জগদাড়ম্বর কোথায়? সূক্ষ্ম সূচিকা-ছিদ্রে হস্তী চলিতেছে কোথায়? রজ্জুর উপরে যে সর্পজ্ঞান তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রথমে বলিলাম 'মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি" আমিই আছি। তথাপি মায়া আমার উপরে বহুপ্রাণী, বহু আকার, এক কথায় বহু সৃষ্টি তরঙ্গ তুলিতেছে। মায়িক দৃষ্টিতে সবই দেখা যায়। কিন্তু মূলে অন্যকিছুই নাই, আমিই আছি। তাই বলিলাম ন চ মৎস্থানি

ভূতানি। বাস্তবিক আমাতে কিছুই নাই। তথাপি যে কত কি দৃশ্য দেখিতেছ তাহা আমার আত্ম মায়ার অঘনট ঘটনা চাতুর্য্য। ইহাই আমার যোগৈশ্বর্য্য॥

অর্জ্জুন—মমাত্মা যে বল ইহা কি।

ভগবান্—রাহুর মস্তক ভিন্ন অন্য অঙ্গ নাই তথাপি যেমন বলে রাহুর শির সেইরূপ। কেহ বলে আমার পরমাত্মার স্বতন্ত্র আত্মা ইহা কল্পনা মাত্র॥ ৫॥

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥ ৬॥

যথা সর্ব্বত্রগঃ সর্ব্বত্র গচ্ছতীতি মহান্ পরিমাণতঃ বায়ুঃ বাতীতি সর্ব্বদা চলনস্বভাবঃ নিত্যং সর্ব্বদা উৎপত্তিস্থিতিসংহারকালেষু আকাশ-স্থিতঃ আকাশে স্থিতঃ এতাদৃশোঽপি ন কদাপ্যাকাশেন সহ সংস্থজ্যতে তথা সর্ব্বাণি ভূতানি আকাশদীনি মহান্তি সর্ব্বত্রগানি মৎস্থানি অসঙ্গ স্বভাবে ময়ি স্থিতানি ইতি উপধারয় জানীহি। যথা সর্ব্বগামিত্বাৎ পরিমাণতো মহান্ বায়ুরাকাশে সদাতিষ্ঠতি তথা আকাশদীনি মহান্ত্যপি সর্ব্বাণি ভূতান্যাকাশকল্পে পূর্ণে প্রতীচ্যসঙ্গে পরস্মিন্নাত্মনি সংশ্লেষমন্তরেণ স্থিতানীত্যর্থঃ॥ ৬॥

সর্ব্বত্র গমনশীল এবং মহান্ বায়ু যেমন নিত্য আকাশে অবস্থিত সেইরূপ সমস্ত ভূত আমাতে অবস্থিতি করিতেছে ইহা জানিও॥ ৬॥

অর্জ্জুন—একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিলে ভাল হয়।

ভগবান্—বায়ু যেমন আকাশে স্থিত কিন্তু আকাশের সহিত বায়ুর সংশ্লেষ হয় না,

আকাশাদিও সেইরূপ আমাতে স্থিত। আমি কিন্তু অসঙ্গ। অসঙ্গ আমি, আমাতে কিছুই স্থিত নহে। আরও একটা কথা লক্ষ্য কর বায়ু ও আকাশ উভয়ই অবলম্বনশূন্য। কেবল আমার সংকল্পই উহাদিগকে ধরিয়া আছে। "তস্য তস্য চ নিরালম্বতয়া স্থিতি মৎসঙ্কল্পাদেব প্রবৃত্তিশ্চ" ইতি শ্রুতিঃ। আমি বলিতেছি আমাতে সর্ব্বভূত থাকিলেও আমার সহিত কোন সংশ্লেষ ইহাদের হয় না। কারণ আমি অসঙ্গ।

অর্জ্জুন—একবার বল মৎস্থানি ভূতানি, অহং তেষু ন অবস্থিতঃ (৯।৪) আবার বলিলে ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্যমে যোগমৈশ্বরং (৯।৫) আবার বলিতেছ তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানি"?

ভগবান্—একদিকে দেখিতেছ ভূত সমস্ত আমাতে আছে যেমন বায়ু আকাশে আছে সেইরূপ, অথচ আমি নির্লিপ্ত। ইন্দ্রজাল ভাসিতেছে আমারই উপরে। আমার সঙ্কল্পই আকাশাদির অবলম্বন। কিন্তু পরমার্থতঃ ভূত সমস্ত আমার মায়া কল্পিত বলিয়া মিথ্যা, তজ্জন্য নাই বলিতেছি। সত্য স্বরূপ আমিই আছি। মায়া এই যে জগৎ দেখাইতেছে ইহা ইন্দ্রজাল মাত্র বাস্তবিক নাই। সত্য বস্তুতে মিথ্যা থাকিতে পারে না। বাস্তবিক নাই তথাপি আছে বলিয়া অজ্ঞানীর বোধ হইতেছে তাই বলিতেছি ঐশ্বর্য্য।

অর্জ্জুন—চন্দ্র সূর্য্য বায়ু মৃত্যু সমস্তই মায়িক। শ্রুতি তবে এই মায়িক বস্তু লইয়া এত ব্যাখ্যা করেন কেন? মিথ্যা বস্তুর বিষয় আলোচনার ফল কি?

ভগবান্—ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে॥ ভীষোদেতি সূর্য্যঃ॥

ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ॥ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ তৈত্তি ২।৭॥

শ্রুতির এই সমস্ত বাক্যকে লক্ষ্য করিয়া তুমি বলিতেছ; কেমন? তাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হন। তাঁহারই ভয়ে অগ্নি চন্দ্র এই পঞ্চমতঃ মৃত্যু ধাবিত হইতেছে। বেদ পরব্রহ্ম সম্বন্ধেও যেমন বলেন মায়া সম্বন্ধেও সেরূপ বলিতেছেন। ব্রহ্মের সৎভাব ও স্ফুরণ ভাব লইয়াই বেদ। সৎভাবটি স্বরূপ স্ফুরণ ভাবটি মায়া। মায়াকে ত্যাগ করিয়া সৎভাবে থাকাই পরমার্থ। ব্রহ্ম আপন স্বরূপে যখন থাকেন তখন সৃষ্টি নাই। মায়া অঙ্গীকারেই সৃষ্টি। মায়াটিই স্ফুরণ ভাব। মায়া অবলম্বনেই ব্রহ্ম স্বস্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও সগুণ ব্রহ্মে বিবর্ত্তিত হয়েন। যিনি তুরীয় তিনি পরম শান্ত, কোনরূপ চলন তাঁহাতে নাই। কোন উপাধিও তাঁহাতে নাই। পরে মায়া অবলম্বনে তিনি সুষুপ্তাভিমানী চৈতন্যে বিবর্ত্তিত হয়েন। এই সুষুপ্তাভিমানী চৈতন্যই প্রাজ্ঞপুরুষ ইনিই ঈশ্বর ইনিই অন্তর্যামী ইনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় কর্ত্তা। ইনিই সগুণ ব্রহ্ম। ইনিই মায়াধীশ, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, মৃত্যু ইঁহারই সঙ্কল্পাধীনে কার্য্য করে।

মেঘোদয়ঃ সাগর সন্নিবৃত্তিঃ
ইন্দোর্বিভাগঃ স্ফুরণানি বায়োঃ।
বিদ্যুদ্বিভঙ্গো গতিরুষ্ণরশ্মেঃ
বিষ্ণোর্বিচিত্রাঃ প্রভবন্তি মায়াঃ।

মেঘের উদয় সাগরের সম্যকনিবৃত্তি (সীমা অতিক্রম না করা), চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি, বায়ুর স্ফুরণ, (ঝটিকাদি) বিদ্যুৎ প্রকাশ, সূর্য্যের গতি, শ্রীবিষ্ণুর মায়ার বিচিত্রতা ইহারা॥ ৬॥

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

শ
হে কৌন্তেয়! কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে সর্ব্বভূতানি সর্ব্বাণি
ম　শ　ম　ম　শ
ভূতানি মামিকাং মদীয়াং মচ্ছক্তিত্বেন কল্পিতাং প্রকৃতিং ত্রিগুণাত্মিকা-
শ　ম　ম　ম　ম
মপরাং নিকৃষ্টাং ত্রিগুণাত্মিকাং মায়াং স্বকারণভূতাং যান্তি তত্রৈব
ম　শ্রী
সূক্ষ্মরূপেণ লীয়ন্ত ইত্যর্থঃ পুনঃ তানি কল্পাদৌ সৃষ্টিকালে অহং
ম　ম　বি　বি　ব
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিরীশ্বরঃ বিসৃজামি বিশেষেণ সৃজামি "অহং বহুস্যাম্"
ব　নী　ম
ইতি সঙ্কল্পমাত্রেণ বিবিধরূপেণ সৃজামি ॥ ৭ ॥

হে কৌন্তেয়! প্রলয়কালে ভূত সমস্ত আমার [শক্তিরূপিণী ত্রিগুণাত্মিকা] মায়াতে বিলীন হয়; আবার সৃষ্টিকালে আমি সেই সমস্ত ভূতকে ["অহং বহুস্যাম্" এই সংকল্প মাত্রেই বিবিধ রূপে] সৃজন করি ॥ ৭ ॥

অর্জ্জুন—বায়ু যেমন অকাশে থাকে সেইরূপ মরুদ্ব্যোমাদি ভূত সমূহ স্থিতিকালে যেন তোমাতে রহিল কিন্তু প্রলয়কালে কি ইহারা অন্যত্র থাকে? ইহাদের লয় কিরূপে হয়, আবার সৃষ্টিই বা কিরূপে হয়?

ভগবান্—সচ্চিদানন্দ পরিপূর্ণ পরমশান্ত আমিই আছি। মণির ঝলকের মত সন্মণির যে ঝলক স্বভাবতঃ উঠে বসিয়া বোধ হয় তাহা হইতেই আমি সগুণমত বিবর্ত্তিত হই, হইয়া আত্মমায়া দ্বারা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করি। স্থিতি এবং সৃষ্টি কালে আমি ভূত সমস্ত হইতে পৃথক্ থাকি, (নচাহং তেম্ববস্থিতঃ) প্রলয়কালেও ভূত সমূহ আমার শক্তি প্রভাবে, কল্পিত আমার প্রকৃতিতে লীন থাকে। আমার প্রকৃতি বা মায়া হইতে জগৎ প্রকাশিত হয়। মায়া সত্ত্বরজস্তমগুণান্বিতা। ভূতগণ-আপন কারণভূত মায়াতে প্রবিষ্ট হয়। আবার আমার প্রকৃতি আমাতে লীন হয়। শক্তি নৃত্য করিতে করিতে আপন উৎপত্তি স্থানে পৌঁছিয়া

যখন পরম শান্ত সচ্চিদানন্দ মৎস্বরূপকে স্পর্শ করে তখনই প্রলয় হয়। আবার সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে "আমি বহু হইব" এই সঙ্কল্প মাত্রেই আমি আমার মায়া দ্বারা মায়া—প্রসুপ্ত, সংস্কার রূপে অবিস্থিত, সমস্ত ভূতকে বিবিধ রূপে সৃজন করি। সৎটি আমি; স্ফুরণটিকে আছেও বলা যায় না, নাইও বলা যায় না। এইটি মায়া। সৃষ্টি ব্যাপার এই মায়া লইয়া। মায়াটি স্পন্দন মাত্র, স্পন্দনটি আমা হইতে উত্থিতমত হইয়া যখন আমাকে ঢাকিয়া ভাসে তখন সৃষ্টি, আবার যখন বিপরীত দিকে নাচিতে নাচিতে আমাকে স্পর্শ করে তখন প্রলয় ॥ ৭ ॥

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ ॥ ৮ ॥

স্বাং স্বীয়াং স্বস্মিন্ কল্পিতাম্ বিচিত্রপরিণামিনীং প্রকৃতিং মায়াখ্যামনির্ব্বচনীয়াং অবিদ্যালক্ষণাং অবষ্টভ্য বশীকৃত্য স্বসত্তা স্ফূর্ত্তিভ্যাম্ দৃঢ়ীকৃত্য তস্যাঃ প্রকৃতের্বশাৎ স্বভাববশাৎ মায়ায়াবশাৎ প্রাচীনকর্ম্মবাসনায়া বশাৎ প্রভাবাৎ অবশং অবিদ্যা-অস্মিতা-রাগ-দ্বেষাভিনিবিশৈঃ দোষৈঃ পরবশীকৃতঃ রাগদ্বেষাদ্যধানম্ ইমং বর্ত্তমানং কৃৎস্নং সমগ্রং চতুর্ব্বিধং ভূতগ্রামং দেব-তির্য্যক্ মনুষ্য-স্থাবরাত্মকং পুনঃ পুনঃ কালে কালে বারংবারং বিসৃজামি বিচিত্রং সৃজামি, বিবিধং সৃজামি বা কল্পনামাত্রেণ স্বপ্নদৃগিব স্বাপ্নপ্রপঞ্চম্।

ব　　　　　　　　　　　　　　　ব
তথাচাচিন্ত্যশক্তেরসঙ্গস্বভাবস্য মম সঙ্কল্পমাত্রেণ তত্তৎ কুর্ব্বতো ন

ব
তৎসংসর্গগন্ধো ন চ কোহপি খেদলেশ ইতি ॥ ৮ ॥

আমি স্বীয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া, মায়া প্রভাবে অবশ এই সমস্ত জীবপুঞ্জকে বারংবার সৃজন করি ॥ ৮ ॥

অর্জ্জুন—অসঙ্গ নির্ব্বিকার তুমি—তুমি কেন সৃজন কর? কি ইবা সৃজন কর? যে এক ও নির্ব্বিকার সে আবার বহু হয় কিরূপে? কি অভিপ্রায় তোমার?

ভগবান্—আমার চারিপাদ সর্ব্বদা স্মরণ রাখ। জাগ্রদাভিমানী বৈশ্বানর, স্বপ্নাভিমানী তৈজস, সুষুপ্তাভিমানী প্রাজ্ঞ, পুরুষ বা ঈশ্বর, অন্তর্যামী, সৃষ্টিস্থিতি লয় কর্ত্তা এবং নিরভিমানী তুরীয় এই চারি রূপ আমার। তুরীর অবস্থায় সৃষ্টি নাই। ঈশ্বর অবস্থায় সৃষ্ট্যাদি। শ্রুতি বলেন "ময়ি জীবত্বমীশত্বং কল্পিতং বস্তুতো নহি" ইহা স্মরণ রাখ।

অর্জ্জুন—যাক্—সৃষ্টি কেন কর?

ভগবান্—তুমিই বলনা সৃষ্টির প্রয়োজন কি?

অর্জ্জুন—নিজের ভোগেরজন্য সৃষ্টি কর কি?

ভগবান্—আমার ভোক্তৃত্ব নাই। আমি পূর্ণ, কোন অভাব নাই, ভোগের ইচ্ছা হইবে কেন?

অর্জ্জুন—তবে অন্য কাহারও ভোগের জন্য কি এই সৃষ্টি?

ভগবান্—আমি মাত্র চৈতন্য অন্য সমস্তই জড়। জড়ের ভোগ হয় না।

অর্জ্জুন—তবে মুক্তিলাভ করিবার জন্য কি এই সৃষ্টি বন্ধন?

ভগবান্—আমি নিত্য মুক্ত। চৈতন্যের বন্ধন নাই—আমি অসঙ্গ। বন্ধন নাই মুক্তি হইবে কার?

অর্জ্জুন—তবে এই সৃষ্টি কি জন্য?

ভগবান্—আমার স্ব স্ব রূপ তুরীয় অবস্থায় সৃষ্টি নাই। মায়া অবলম্বনে ঈশ্বরভাবে যখন বিবর্ত্তিত হই তখন সৃষ্টি হয়। আমি মায়াকে বশীভূত রাখি। কিন্তু মায়াদর্পণে আমি যে সমস্ত প্রতিবিম্ব পাত করি তাহা স্বরূপতঃ, কিছু না হইয়াও চেতন স্বরূপ আমার প্রতিবিম্ব বলিয়া খণ্ড জীবরূপে মায়াতেই ভাসে। এই জীব সমস্ত মায়ার বশে আসিয়া বহু বহু কর্ম্ম করে। ইহারা প্রাচীন কর্ম্মবাসনা প্রভাবে রাগ দ্বেষের অধীন হইয়া পড়ে বলিয়া আমি যত যত বার প্রকৃতি গ্রহণ করি তত তত বার এই জীবপুঞ্জকেও সৃজন করি। ফলে সৃষ্টি মায়িক। রজ্জুতে সর্প ভ্রমের মত তুমি ভ্রম দেখিতেছ। আমার বহু সাজা ইন্দ্রজাল

মাত্র। যাহা দেখিতেছ তাহা স্বপ্নের দৃশ্যমাত্র। স্বপ্নে তোমার মন কত কি দেখায়, সমস্তই কিন্তু মিথ্যা। আমার সঙ্কল্পও কত কি সৃজন করে ইহাও মায়ার খেলা। স্বরূপ কথা যদি জানিতে চাও, তবে বলিতে হয় যে এই জগৎটা স্বপ্নস্বরূপ। আমার কল্পনা দ্বারা, আমার মায়া দ্বারা, ইহা নির্ম্মিত। আমি নির্ব্বিকার রজ্জুখণ্ড মত অচল। আমার উপরে আমার কল্পনা দ্বারা, আমার মায়া দ্বারা, এই ইন্দ্রজাল দেখাইতেছি। যে সমস্ত ভূত, সংস্কার রূপে আমার মায়াতে লীন থাকে তাহাদিগকেই সৃজন করি। মায়াও যেমন ইন্দ্রজাল, ভূতও সেইরূপ। ফলে স্বপ্নে দৃশ্যমান্ নগরী যেরূপ, এই জগতও সেইরূপ মিথ্যা। তুরীয় ব্রহ্মভাব হইতে আমি ঈশ্বরভাবে আসিয়াও আমার অচিন্ত্য শক্তিকে স্ববশে রাখি। শক্তি ক্রীড়া করিলেও আমার সর্ব্বসঙ্গ-বর্জ্জিত স্বভাবের কিছুই পরিবর্ত্তন ঘটে না। আমি সর্ব্বদা নিঃসঙ্গ থাকিয়াও সঙ্কল্প মাত্রেই-মায়া দ্বারা এই জগৎ রচনা করি। অথবা মায়া আমার উপর খেলা করিতে করিতে আমাতেই বহু বিচিত্র সৃষ্টি রচনা করে। লোকে অজ্ঞানে বলে আমি করিতেছি। আমি নিঃসঙ্গ সর্ব্বদা শান্ত, সৎ-চিৎ আনন্দ স্বরূপ। আমি কিছুই করি না; কোথাও যাই না। আমার মায়া আমার সান্নিধ্যে জগৎ সৃষ্টি করে। অজ্ঞানান্ধ জীব মায়ার কার্য্য আমাতে আরোপ করে মাত্র। আমার ঈশ্বর ভাব গ্রহণও এই মায়া কার্য্যের আরোপ মাত্র ॥ ৮ ॥

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥৯॥

হে ধনঞ্জয়! ন চ মাং (শ) ঈশং তানি (শ) ভূতগ্রামস্য বিষমবিসর্গ-নিমিত্তানি (শ) বিশ্বস্রষ্টাদীনি (শ্রী) বা কর্ম্মাণি বিষমসৃষ্টিরূপাণি (নী) সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াখ্যানি (ম) তানি মায়াবিনেব স্বপ্নদৃশেব চ ময়া ক্রিয়মাণানি (ম) নিবধ্নন্তি অনুগ্রহনিগ্রহাভ্যাং (ম) ন সুকৃতদুষ্কৃতভাগিনং কুর্ব্বন্তি মিথ্যা-ভূতত্বাৎ (ম)। তত্র হেতুঃ (নী) উদাসীনবদাসীনং নির্ব্বিকারতয়াসীনং (ম)। যথা (নী) পর্জ্জন্যো ন বীজ বিশেষেষু রাগং কেষুচিদ্দ্বেষং চাকৃত্বা উদাসীনঃ

সন্ বর্ষতি এবং ঈশ্বরোঽপি পুণ্যবৎসু রাগং পাপিষু দ্বেষং চাকুর্ব্বন্

জগৎ সৃজতি। অতএব নির্ব্বিকারত্বাৎ তেষু সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মসু

অসক্তং অহং করোমীত্যভিমানলক্ষণেন সঙ্গেন রহিতং মাং ন নিবধ্নন্তি

কর্ম্মাণীতি যুক্তমেব ॥ ৯ ॥

হে ধনঞ্জয়! [ভূতগ্রামের সৃষ্ট্যাদি] সেই সমস্ত কর্ম্মও কিন্তু আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না [কারণ] আমি উদাসীনবৎ অবস্থিত [অতএব] সেই সকল কর্ম্মে অনাসক্ত ॥ ৯ ॥

অর্জ্জুন—"প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি" তুমি যখন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপ কর্ম্ম করিতেছ, জীবের ফলাফল নির্দ্দেশ করিতেছ, তখন তোমারও বন্ধন আছে।

ভগবান্—প্রথমতঃ সৃষ্টিব্যাপার মিথ্যা, মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া যে জানে তাহার বন্ধন হইবে কিরূপে? আমাকে যদি বৃক্ষলতা পশু পক্ষী নাম দাও, তবে কি আমি তাই হইব? ভ্রান্ত জনে নাম রূপকে সত্য বলে আমি কিন্তু ইহাদিগকে মিথ্যা জানি। বিশেষ এই মায়িক ব্যাপারেও আমি উদাসীনের মত থাকি। উদাসীন নহে উদাসীনবৎ।

অর্জ্জুন—আবার একবার বল—তুমি বলিতেছ "বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।" তুমি সৃষ্টি করিতেছ কিন্তু সৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম দ্বারা তোমার বন্ধন হয় না। জীব কর্ম্ম করিলেই হয় সুখ না হয় দুঃখ অনুভব করে সেই জন্য জীব বদ্ধ হয়। যেখানে সুখও নাই এবং দুঃখও নাই, সেই অবস্থাকে ত বলিতেছ উদাসীন। কর্ম্ম কর অথচ তাহাতে তোমার সুখ বা দুঃখ কিছুই নাই। এই জন্য তুমি উদাসীন। কিন্তু তুমি বলিতেছ উদাসীনবৎ। তুমি ঠিক উদাসীন নও কিন্তু উদাসীনবৎ। এইটি ভালকরিয়া বুঝাইয়া দাও।

ভগবান্—কর্ম্ম আমাকে বন্ধন করিতে পারে না। কর্ম্ম করিয়া যদি সুখ বোধ হয় বা দুঃখ বোধ হয় তবেই কর্ম্মের বন্ধন হয়। আমার কিন্তু কিছুই হয় না তাই বন্ধনও নাই। "তত্র কর্ম্মনামসম্বন্ধে কারণমাহ "উদাসীনবদাসীনম্"। যথোদাসীন উপেক্ষকঃ কশ্চিৎ, তদ্বদাসীনম্। আত্মনোঽবিক্রিয়ত্বাৎ। অসক্তং ফলাসঙ্গরহিতমভিমানবর্জ্জিতম ইত্যাদি। যথা যথা কশ্চিদুপেক্ষকো দ্বয়োর্ব্বিবদমানয়োর্জ্জয়পরাজয়াসংসর্গী তৎকৃতহর্ষবিষাদাভ্যামসংসৃষ্টো নির্ব্বিকার

আস্তে তদ্বন্নির্ব্বিকারতয়াসীনং দ্বয়োর্বিবদমানয়োরিহাস্তাবাদুপেক্ষকত্বমাত্রসাধর্ম্ম্যেণ বক্তি প্রত্যয়ঃ।

ঠিক্ উদাসীন নহি কিন্তু উদাসীনবৎ। দুই জন লোক বিবাদ করিতেছে। আমি কাহারও জয় লাভে সুখী হইতেছি না কাহারও পরাজয়ে দুঃখবোধ করিতেছি না। আমি উপেক্ষা করিতেছি। আমার স্বপক্ষও কেহ নাই পরপক্ষও কেহ নাই। আমার সমস্ত শক্তি আছে, সুখদুঃখ বোধের সামর্থ্য আছে তথাপি আমি আপন আনন্দ স্বভাবে সর্ব্বদা থাকি বলিয়া, আত্মভাবে সর্ব্বদা অবস্থিত বলিয়া, আত্মাব্যতিরিক্ত যাহা, সেই অনাত্মাকে মিথ্যা জানিয়া উপেক্ষা করি বলিয়া, আমি উদাসীনবৎ। অনাত্মাতে আমার আসক্তি নাই। আমি আত্মরতি আত্মক্রীড়। আত্মা ব্যতিরিক্ত মায়িক ব্যাপারে কাজেই উদাসীনবৎ।

অর্জ্জুন—তুমি ত সৃষ্টির কর্ত্তা। দেবতাদিগকে কেবল সুখভোগী, পশুদিগকে কেবল দুঃখভোগী এবং মনুষ্যদিগকে সুখ দুঃখ উভয় ভোগী করিয়া তুমি সৃষ্টি করিয়াছ। ইহাতে ত মনে হইতে পারে তুমি দেবতাদিগকে ভাল বাস, আর পশু ইত্যাদিকে ঘৃণা কর। তোমাতে তবে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য (নির্দ্দয়তা) এই দুই দোষ থাকে। ইহাতে উদাসীনবদাসীনম্ হইলে কিরূপে?

ভগবান্—সত্ত্বরজস্তম গুণান্বিতা প্রকৃতি আমার সান্নিধ্যে বৈষম্য প্রাপ্ত হইলেই সৃষ্টিব্যাপার ঘটে। সৃষ্টি তরঙ্গ অহং পর্য্যন্ত আসিলে যে চৈতন্য, অহং অভিমান করিয়া পরিচ্ছিন্ন মতন হয়েন তিনিই জীব। এই জীব, প্রকৃতিতে যেমন যেমন অভিমান করেন সেইরূপে বদ্ধ হয়েন। বদ্ধজীব গুণ সমুদায়ে অভিমান করিতে ও পারে; অভিমান নাও করিতে পারে। এ বিষয়ে জীবের স্বাধীনতা আছে। ইহাও মদ্দত্ত শক্তি। জীব মদ্দত্ত শক্তির ব্যবহার করিতেও পারে, অপব্যবহার করিতেও পারে। এইটুকু পারে বলিয়াই জীব একবারে জড় নহে। আমি কর্ত্তা না হইয়াও কর্ত্তা। কারণ আমার সান্নিধ্যেই প্রকৃতিলীন-জীব, আপন আপন কর্ম্ম ভোগ করে। আবার বলি মেঘের বারিবর্ষণ ভাল মন্দ সকল বীজের উপর সমান ভাবেই হয়। যে যেমন বীজ—বারিবর্ষণ হইলে তাহা হইতে—সেইরূপ ফলই উৎপন্ন হইবে। কণ্টক বৃক্ষের বীজ হইতে কণ্টক বৃক্ষ ও সুরসাল বৃক্ষ-বীজ হইতে সুরসাল বৃক্ষ জন্মে। ভাল বীজের উপর মেঘের অনুরাগ নাই এবং মন্দবীজের উপর দ্বেষ নাই। ভাল মন্দ বৃক্ষ হয় বলিয়া বারির কোন দোষ হয় না। কাজেই বৈষম্য দোষ বা নির্দ্দয়তা দোষ আমাতে নাই। কাজেই উদাসীনবৎ বুঝিলে! ৯।২৯, ১৪।২৩ শ্লোকে এই কথা আবার আলোচনা করিব ॥ ৯ ॥

ময়াঽধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনাঽনেন কৌন্তেয়! জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥

মী মী শ

অধ্যক্ষেণ অয়স্কান্তকল্পেন প্রবর্ত্তকেন ময়া সর্ব্বতোদৃশিমাত্র-

স্বরূপেণাঽবিক্রিয়েণ কূটস্থেন প্রকৃতিঃ ত্রিগুণাত্মিকা মায়া সচরাচরম্ স্থাবরজঙ্গম-লক্ষণম্ মায়াকল্পিত গজতুরগাদিকং জগৎ সূয়তে উৎপাদয়তি। হে কৌন্তেয়! অনেন অধ্যক্ষত্বেনৈব হেতুনা মন্নিয়ামকত্বরূপ কারণেন জগৎ সচরাচরং বিপরিবর্ত্ততে. বিবিধং পরিবর্ত্ততে জন্মাদ্যবস্থাসু ভ্রমতি পুনঃ পুনর্জায়তে। অতো ভাসকত্বমাত্রেণ ব্যাপারেণ বিসৃজা-মীত্যুক্তম্, তাবতা চাদিত্যাদেরিব কর্ত্তৃত্বাভাবাদুদাসীনবদাসীনমিত্যুক্ত-মিতি ন বিরোধঃ। তদুক্তম্ "অস্য দ্বৈতেন্দ্রজালস্য যদুপাদানকারণং অজ্ঞানং তদুপাশ্রিত্য ব্রহ্মকারণমুচ্যতে। অহং সাক্ষীরূপেণ অস্মিন্ বিষয়ে অধিষ্ঠিতঃ। তথাচ শ্রুতিঃ "একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ ১০ ॥

আমার অধিষ্ঠান বশতই প্রকৃতি চরাচর সহিত এই জগৎ প্রসব করেন। হে কৌন্তেয়! এই হেতুই জগৎ নানারূপে বারম্বার উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

অর্জ্জুন—আচ্ছা আর এক কথা। তুমি বলিতেছ যে তুমিই মায়ার সাহায্য "ভূতগ্রামমিমং বিসৃজামি" আবার বলিতেছ "উদাসীন বৎ আসীনম্"। সৃষ্টি করা এবং উদাসীন ভাবে থাকা কি পরস্পর বিরোধী নহে?

ভগবান্—আমি কিছুই করি না। তবে যে বলিতেছি সৃষ্টি করি তুমি ইহার অর্থ স্থূল ভাবে বুঝিও না। আমার অধ্যক্ষতায় আমার অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া অনন্ত-কোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিতেছে। আমি সাক্ষীস্বরূপ। শ্রুতিও বলেন "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ

সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুর্ণশ্চ"। এক দেবতা সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্নরূপে, সর্ব্বব্যাপী হইয়া, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মারূপে আছেন। (তিনি আছেন বলিয়া সর্ব্বভূত আত্মবান্)। সকল কর্ম্মের অধ্যক্ষ তিনি, সর্ব্বভূতের অধিবাস তিনি, সাক্ষী, চেতয়িতা, কেবল (সর্ব্বোপাধিশূন্য) ও নিগুর্ণ। প্রকৃতিই গড়িতেছে ভাঙ্গিতেছে, ভগবান্ নির্লিপ্ত দ্রষ্টাস্বরূপ। কিন্তু তাঁহার উপস্থিত থাকা চাই নতুবা প্রকৃতির কোন শক্তি থাকে না। এজন্য বলা হয় আমিই সৃষ্টি করিতেছি অথচ উদাসীন। ইহাতে বিরোধ কি? রাজা উদাসীন হইয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন কিন্তু তাহার একটী মহিমা মন্ত্রিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রাজ্য চালাইতেছে সেইরূপ ॥ ১০ ॥

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥

ভূত মহেশ্বরং সর্ব্বভূতানাং মহান্তমীশ্বরং নিখিল জগদেক স্বামিনং মম মদীয়ং পরংভাবং প্রকৃষ্টং পারমার্থিকং তত্ত্বং আকাশকল্পমাকাশাদপ্যন্তরতমং অজানন্তঃ মূঢ়াঃ অবিবেকিনো জনাঃ মূর্খাঃ মানুষীং তনুং আশ্রিতং মনুষ্যতয়া প্রতীয়মানং মূর্ত্তিমাত্মেচ্ছয়া ভক্তানুগ্রহার্থং গ্রহীতবন্তং মনুষ্যতয়া প্রতীয়মানেন দেহেন ব্যবহরন্তমিতি যাবৎ ততশ্চ মনুষ্যোঽয়মিতি ভ্রান্ত্যাচ্ছাদিতান্তঃকরণাঃ মাম্ নিত্য শুদ্ধ মুক্তস্বভাবং সর্ব্বজন্তূনামাত্মানং অবজানন্তি প্রাকৃতমনুষ্যসমং মন্যন্তে অবজ্ঞাং কুর্ব্বন্তি সাক্ষাদীশ্বরোঽয়মিতি নাদ্রিয়ন্তে। ইতররাজকুমারতুল্যঃ কশ্চিদুগ্রপুণ্যো মনুষ্যোঽয়মিতি বুদ্ধ্যাবমন্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

অবিবেকী মনুষ্যগণ সর্ব্বভূত মহেশ্বররূপী আমার পরমভাব না জানিয়া মনুষ্যদেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে ১১ ॥

অর্জ্জুন—সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, লোকে কেন তোমাকে অবজ্ঞা করে?

ভগবান্—আমি মনুষ্য দেহ ধারণ করি এবং মনুষ্যোচিৎ কর্ম্ম করি বলিয়া অজ্ঞানী মনুষ্য আমার পরম ভাব না জানিয়াই প্রাকৃত মনুষ্য-বোধে আমাকে অবজ্ঞা করে। যাহাদের অন্তঃকরণ ভ্রান্তিদ্বারা আচ্ছাদিত, তাহারা বোঝেনা যে, যোগমায়া বলে আমি মনুষ্যরূপ ধারণ করি ভাগবতাদি-শাস্ত্র এবং আমার ভক্তগণ যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন "গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্য লিঙ্গং" "পরং-ব্রহ্ম নরাকৃতি ইতি শ্রীবৈষ্ণবে" "শাব্দং ব্রহ্মদধদ্বপুঃ" এ সমস্তও কেবল ভক্তের উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া। রামকৃষ্ণাদি মায়া মানুষরূপ ধারণ করিলেও আমিই কিরূপে সর্ব্বচিত্তগামী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বপ্রাণীর মহেশ্বর, এই সূক্ষ্ম ভাব ধারণ করিতে পারে না বলিয়া মূঢ়েরা আমাকে অনাদর করে।

অর্জ্জুন—পরম ভাব কি আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিবে?

ভগবান্—আত্মতত্ত্বই পরম ভাব। ইহা আকাশের ন্যায় অথবা আকাশেরও অন্তরতম। পরম ভাব একটী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র:ভাব বহু। এই যে কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিতেছ ইহা সেই পরম ভাব; ভক্তকে দেখাইবার জন্য আকার বিশিষ্ট হইয়াছেন। ভাব কখনও দেখা যায় না। ভাবের কোন নাম বা রূপ নাই। কিন্তু নাম রূপ না দিলে আমার সকল ভক্ত আমাকে ধারণা করিতে পারেনা, সেই জন্য ভাবেরই এই নামরূপ। সৎ-চিৎ-আনন্দ এই আমার স্বরূপ। আর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সামর্থ্য ইহাই আমার শক্তি। এই গুলি একত্র হইলে, শক্তি ও শক্তিমান্ একত্র মিলিলে, যে অখণ্ড পদার্থ হয় তাহাই, পরম ভাব। কিন্তু সত্ত্ব রজ তম ইহাকে যখন আবরণ করে তখন আমি জীবভাব গ্রহণ করি। এই জীবভাব বহু। বহু প্রকৃতি বলিয়া। কৃষ্ণ-মূর্ত্তি, কালী-মূর্ত্তি এই সমস্ত মধ্যে যে পরম ভাব দেখিতে পায় না, তাহার বহু বিলম্ব লাগে ॥ ১১ ॥

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥

ম ম ম ম হ
তে মূঢ়া যতঃ বিচেতসঃ ভগবদবজ্ঞানজনিত দুরিতবশাৎ বিগতঃ

ম শ্রী
বিবেকাঃ অতঃ মোঘাশাঃ মত্তোঽন্যদ্দেবতান্তরং ক্ষিপ্রং ফলং দাস্যতী-

ম শ্রী
ত্যেবম্ভূতা মোঘা নিষ্ফলৈবাশা ফলপ্রার্থনা যেষাং তে মোঘকর্ম্মাণঃ

ঈশ্বর বিমুখত্বাৎ মোঘানি শ্রমমাত্ররূপাণি অগ্নিহোত্রাদীনি কর্ম্মাণি যেষাং তে তথা মোঘজ্ঞানাঃ মোঘং ঈশ্বরাপ্রদিপাদক কুতর্কশাস্ত্র জনিতং জ্ঞানং যেষাং তে ভবন্তি। অপিচ তে রাক্ষসীং ভগবদবজ্ঞান-বশাৎ তামসীং হিংসাদি প্রচুরাং আসুরীং শাস্ত্রানভ্যনুজ্ঞাতবিষয়ভোগ হেতুকামদর্পাদিবহুলাং মোহিনীং চ প্রকৃতিং বুদ্ধিভ্রংশকরীং স্বভাবং শ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ এব ভবন্তি। ছিন্ধি ভিন্ধি পিব খাদ পরস্বমপহরে ত্যেবংবদনশীলাঃ ক্রূরকর্ম্মাণো ভবন্তীত্যর্থঃ অসূর্য্যা নাম তে লোকা ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১২ ॥

যে সমস্ত মূঢ় আমাকে অবজ্ঞা করে তাহাদের বিবেক থাকেনা বলিয়া সমস্ত ফল প্রার্থনা তাহাদের নিষ্ফল হয়। ঈশ্বর বিমুখ বলিয়া অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মও নিষ্ফল হয়, তাহাদের জ্ঞান কুতর্কাশ্রয়ে নিষ্ফল হয়। এবং তাহারা হিংসাদিপ্রবল তামসী, কামদর্পাদি প্রচুর রাজসী ও বুদ্ধিভ্রংশকরী প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

অর্জ্জুন—যাহারা তোমাকে মানে না, নিন্দাকরে তাহাদের কি হয়?

ভগবান্—আমার অবজ্ঞার জন্ত তাহারা কখন জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। সেই জন্ত নিজ কর্ম্মদোষে রাশি রাশি পাপ সঞ্চয় করে। তাহারা মনে করে সর্ব্বান্তর্যামী আমাকে ছাড়িয়া, অন্ত দেবতা উপাসনা করিয়া শীঘ্র ফল পাইবে, কিন্তু তাহা নিষ্ফল হয়, যাহা অধ্যয়ন করে তাহাও কুতর্কপূর্ণ ও নিষ্ফল। যাহারা আমাকে অবজ্ঞা করে তাহারা হিংসাদি রাক্ষসী ভাব, শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিষয়ভোগজনিত আসুরী ভাব এবং ভ্রষ্ট মার্গ আশ্রয় করে। এক আমাকে অবিশ্বাস করে বলিয়া ইহারা বড়ই ক্রূরকর্ম্মা হয় ॥ ১২ ॥

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ ! দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

হে পার্থ ! মহাত্মনঃ মহান্ অনেকজন্মকৃতসুকৃতৈঃ সংস্কৃতঃ ক্ষুদ্রকামাদ্যনভিভূতং আত্মা অন্তঃকরণং যেষাং তে অক্ষুদ্রচিত্তাঃ তু কিন্তু দৈবীং সাত্বিকীং প্রকৃতিং স্বভাবং দেবানাং প্রবৃত্তিং শমদমদয়াশ্রদ্ধাদিলক্ষণাং আশ্রিতাঃ প্রাপ্তাঃ অনন্যমনসঃ একাগ্রচেতসঃ সন্ত মাং ঈশ্বরং ভূতাদিং সর্ব্বভূতকারণং অব্যয়ং অবিনাশিনম্ জ্ঞাত্বা নিশ্চিত্য ভজন্তি সেবন্তে ॥ ১৩ ॥

হে পার্থ ! সাত্বিকী প্রকৃতি প্রাপ্ত মহাত্মাগণ অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে সর্ব্বভূতের কারণ এবং অবিনাশী জানিয়া ভজনা করেন ॥ ১৩ ॥

অর্জ্জুন—আর যাহারা তোমাকে অবজ্ঞা করেন না তাঁহারা কি করেন ?

ভগবান্—অনেক জন্মার্জ্জিত সুকৃতি বশে যাঁহাদের কামনা হৃদয়ে স্থান পায়না, সেই সমস্ত মহাত্মাগণ দৈবীপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ তাঁহারা শম-দম-দয়া শ্রদ্ধাদি গুণসম্পন্ন হয়েন। ইঁহারা আমাকে সর্ব্বভূতের কারণ এবং অবিনাশী জানিয়া একাগ্রচিত্তে আমারই উপাসনা করেন। অনেক জন্মের পুণ্যফলে লোকে গুরু ও শাস্ত্র বিশ্বাসী হয়। তাঁহারাই আমার স্বরূপ জানিয়া আমার ভক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥

সততং সর্ব্বদা দেশকালাদিবিশুদ্ধিনৈরপেক্ষ্যেণ ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরু-

ম ম
মুপস্থত্য বেদান্তবাক্যবিচারেণ গুরূপসদনেতরকালে চ প্রণব

ম
জপোপনিষদাবর্ত্তনাদিভির্ম্মাং সর্ব্বোপনিষৎপ্রতিপাদ্যং ব্রহ্মস্বরূপং

ম ব
কীর্ত্তয়ন্তঃ বেদান্তশাস্ত্রাধ্যয়নরূপশ্রবণব্যাপারবিষয়ীকুর্ব্বন্তঃ সুধা-

মধুরাণি মম কল্যাণগুণকর্ম্মানুবন্ধীনি গোবিন্দগোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদীনি

ব ম ম ম
নামান্যুচ্চৈরুচ্চারয়ন্তঃ তথা যতন্তশ্চ মৎস্বরূপাবধারণায় যতমানাঃ

ব
সমানাশয়ৈঃ সাধুভিঃ সার্দ্ধং মৎস্বরূপগুণাদিযাথাত্ম্যনির্ণয়ায় যত-

ব ম ম ম
মানাঃ তথা দৃঢ়ব্রতাঃ দৃঢ়ানি প্রতিপক্ষৈশ্চালয়িতুমশক্যানি ব্রতানি

ম
অহিংসা-সত্য-অস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্য-অপরিগ্রহাদীনি যেষাং তে শমদমাদি-

ম ম
সাধনসম্পন্না ইতি যাবৎ তথা মাং নমস্যন্তশ্চ গুরুরূপেণ ইষ্টদেবতা-

ম ম ম ম
রূপেণ স্থিতং মাং বাসুদেবং কায়বাঙ্মনোভির্নমস্কুর্ব্বন্তশ্চ চ চকারাৎ

ম ম
শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং

ম ম
সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ইতি বন্দনসহচরিতং শ্রবণাদ্যপি বোদ্ধব্যম্। অত্র

ম ম
মামিতি পুনর্ব্বচনং সগুণরূপপরামর্শার্থং অন্যথা বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ

তথা মাং হৃদয়েশয়মাত্মানং ভক্ত্যা মদ্বিষয়েণ পরেণ প্রেম্ণা প্রীতিভরেণ নিত্য যুক্তাঃ সর্ব্বদা সংযুক্তাঃ সন্তঃ উপাসতে সেবন্তে।

তদেবং শমদমাদিসাধনসম্পন্না, বেদান্তশ্রবণমননপরায়ণাঃ পরমেশ্বরে পরমগুরৌ প্রেম্ণা নমস্কারাদিনা চ বিগতবিঘ্নাঃ পরিপূর্ণসর্ব্বসাধনাঃ সন্তো মামুপাসতে বিজাতীয়প্রত্যয়ানন্তরিতেন সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহেণ শ্রবণমননোত্তরভাবিনা সন্ততং চিন্তয়ন্তি মহাত্মানঃ, অনেন নিদিধ্যাসনং চরমসাধনং দর্শিতম্। এতাদৃশসাধনপৌষ্কল্যে সতি যদ্বেদান্তবাক্যজমখণ্ডগোচরং সাক্ষাৎকাররূপমহংব্রহ্মাস্মিতি জ্ঞানম্, তৎ সর্ব্বশঙ্কাকলঙ্কাস্পৃষ্টং সর্ব্বসাধনফলভূতং স্বোৎপত্তিমাত্রেণ দীপ ইব তমঃ, সকলমজ্ঞানং তৎকার্য্যঞ্চ নাশয়তীতি নিরপেক্ষমেব সাক্ষাৎ মোক্ষহেতু "ন তু ভূমিজয়ক্রমেণ ভ্রূমধ্যে প্রাণপ্রবেশং মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা প্রাণোৎক্রমণমর্চ্চিরাদিমার্গেণ ব্রহ্মলোকগমনং তদ্ভোগান্তকালবিলম্বং বা প্রতীক্ষ্যতে, অতো যৎ প্রাক্ প্রতিজ্ঞাতং ইদং তু তে গুহ্যতমং ইতি তদেতদুক্তম্॥ ১৪॥

সর্ব্বদা আমার স্বরূপ শ্রবণ মনন, আমার স্বরূপ অবধারণে যত্নশীল, অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রতে দৃঢ়নিয়মশীল, ইষ্টদেবতা ও গুরুরূপী আমাকে নমস্কারাদি এবং ভক্তিভাবে সর্ব্বদা আমাতে সংযুক্ত থাকিয়া ইহারা আমার উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

অর্জ্জুন—যাঁহারা তোমার ভক্ত, তোমার পরম ভাবে বিশ্বাস করেন তাঁহাদের সাধন প্রণালী কিরূপ ?

ভগবান্—যাঁহারা দৈবী প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা আমার পরমভাব পরোক্ষজ্ঞানে অবগত হইয়া যেরূপ সাধনাদ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করেন ও সদ্যোমুক্ত হয়েন তাহাই তোমাকে বলিব বলিয়াছিলাম। ইদং তু তে গুহ্যতমং ইত্যাদি স্মরণ কর। ইহাদের জন্য ভ্রূমধ্যে প্রাণ লইয়া গিয়া সুষুম্না নাড়ী দ্বারা প্রাণোৎক্রমণ—পরে অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন—পরে ব্রহ্মলোক গমন ইত্যাদি নিতান্ত ক্লেশকর। কারণ আমার সাত্ত্বিক ভক্তগণ ঐরূপ কাল বিলম্ব সহ্য করিতে পারে না : ইঁহাদের সদ্যোমুক্ত হইবার প্রণালী এই ;—

(১) ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুসকাশে গমন করিয়া বেদান্ত বিচার শ্রবণ।

(২) অন্য সময় প্রণব জপ দ্বারা বেদান্তজাত ভাব পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি।

(৩) বেদান্ত-অনুকূল-তর্ক দ্বারা সংশয় ও বিপর্য্যয় একেবারে উন্মূলিত করিয়া আমার স্বরূপ ধারণা করিতে সর্ব্বদা যত্ন।

(৪) পাছে শারীরিক মানসিক বা বাচিক কোন কার্য্যে অনিষ্ট হয় এই জন্য অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য অপরিগ্রহাদি ব্রত দৃঢ়রূপে পালন।

(৫) গুরুরূপী, ইষ্ট দেবতারূপী সগুণ ব্রহ্ম আমাকে কায়বাক্‌মনে প্রণাম—সঙ্গে সঙ্গে আমাকে স্মরণ, আমার লীলা চিন্তন, আমার অর্চ্চন বন্দন দাস্যগ্রহণ এবং আমাতে আত্মনিবেদনাদি ভক্তিব্যাপার আশ্রয়।

(৬) পরমভক্তিভরে প্রাণেশ্বর আমাতে সর্ব্বদা লাগিয়া থাকা। প্রথম দুইটিতে শ্রবণ মনন এবং শেষোক্ত উপাসনা দ্বারা বিজাতীয় প্রত্যয়সমূহ দূর হইয়া যায়, সজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহ—প্রবাহরূপে হৃদয়ে প্রবাহিত হয়। সাধকও অনন্যচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ করেন। এইরূপে বেদান্তবাক্য প্রতিপাদিত আমার পরমভাব সমূহে দৃঢ় নিদিধ্যাসন হইলে সাধক যে ভাবের উপাসনা করে সেই ভাব প্রাপ্ত হয় তখন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মে। একেবারে সমস্ত অজ্ঞান নষ্ট হইয়া সদ্যোমুক্ত হন।

অর্জ্জুন—"রাম রাঘবঃ," "কৃষ্ণ কেশবঃ" ইত্যাদি তোমার নাম যদি কেহ সর্ব্বদা অভ্যাস করে, তোমার বিগ্রহ, ভক্তিভরে পূজা করে, কিছু লক্ষ্য না করিয়া যেখানে যেখানে তোমার মূর্ত্তি দেখিলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে,—অন্তরঙ্গ ভক্ত পাইলে তোমার ভাব আস্বাদন করে এবং সৎ সঙ্গে তোমার স্বরূপ অনুভবে, তোমার লীলাদি চিন্তায় দৃঢ় চেষ্টা করে ; একাদশী, জন্মাষ্টমী,

রামনবমী ইত্যাদি ব্রত পালন করে, দেশ কাল পাত্র শুদ্ধি অশুদ্ধির দিকে দৃষ্টি না করিয়া লক্ষ নাম গ্রহণ, এইরূপ প্রণাম, এইরূপ পরিচর্য্যা, এইরূপ ভক্তি শাস্ত্র অলোচনা, ইত্যাদিতে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে—তবে কি তাহাদের জীবন্মুক্তি হইবে না ?

ভগবান্—মুক্তি কেন হইবে না—এইরূপ ভক্তির সাধনাতেও অজ্ঞান নিবৃত্তি হইয়া ভগবৎ ভাব প্রাপ্তি ঘটে। ভগবৎ ভাবটী নিজের হইয়া গেলেই সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি ঘটে। ভগবান্—অক্ষয় অব্যয় জরামৃত্যু বিবর্জ্জিত, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ—ইহার চিন্তা ভক্তের চিত্তকে ঐ আকারে আকারিত করিলেই ভগবৎ স্বরূপের সহিত এই আপন স্বরূপ এক এই জ্ঞান হয়। কিন্তু ভক্ত তখনও সেবক ভাব রাখিতে চাহেন বলিয়া হরি হইয়া হরি বলিতেই ভাল বাসেন। আর এক কথা—এইরূপ ভক্ত এই জীবনে পাইব কি শত জন্মে পাইব এরূপ আকাঙ্ক্ষা রাখেন না। জীবন্মুক্তি হউক বা না হউক তজ্জন্য ব্যস্ত হয়েন না—ভাব পাইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। মৃত্যু হইলেও আমি তাহাদিগের সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ করি। আমার ভক্ত প্রহ্লাদ যাহা বলিয়াছেন শ্রবণ কর।

যদাতিহর্ষোৎপুলকাশ্রুগদ্গদং, প্রোৎকণ্ঠ উদ্গায়তি রৌতি নৃত্যতি। যদা গ্রহগ্রস্ত ইব ক্বচিদ্ধ-সত্যাক্রন্দতে ধ্যায়তি বন্দতে জনম্। মুহুঃশ্বসন্ বক্তি হরে জগৎপতে নারায়ণেত্যাত্মমতির্গতত্রপঃ তদাপুমান্ মুক্ত সমস্ত বন্ধন স্তদ্ভাবভাবানু কৃতাশয়া কৃতিঃ। নির্দ্দগ্ধ বীজানুশয়ো মহীয়সা ভক্তি প্রয়োগেন সমেত্যধোক্ষজম্। ভাগবত ৭।৭।২৮-২৯ যখন হর্ষাতিশয্যে পুলক ও অশ্রু আইসে, গদ্গদ্ স্বরে কখন রোদন কখন নৃত্য হইতে থাকে, ভূতগ্রস্তজনের ন্যায় কখন হাস্য কখন ক্রন্দন, কখন যাহাকে দেখে তাহাকে বন্দনা করে—মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাস পড়ে—লজ্জাশূন্য হইয়া ঘন ঘন হরি নারায়ণ জগৎপতি এই সমস্ত নাম ব্যক্ত করেন—তখন মানব মুক্ত হইয়া ভগবৎ ভাব প্রাপ্ত হয়েন। প্রবল ভক্তির জন্য তখন তাহার অজ্ঞান নাশ হইয়া যায়। ইহাই তাহার ভগবৎ প্রাপ্তি ॥ ১৪ ॥

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

অন্যে অপিচ পূর্ব্বোক্তসাধনানুষ্ঠানাসমর্থাঃ জ্ঞানযজ্ঞেন, "ত্বং বা অহমস্মি ভগবোদেবতে অহং বৈ ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তমহংগ্রহোপাসনং জ্ঞানং স এব পরমেশ্বর যজন রূপত্বাৎ যজ্ঞস্তেন। কেচিৎ সাধনান্তর নিস্পৃহাঃ সন্ত উপাস্যোপাসকাভেদচিন্তারূপেণ জ্ঞান যজ্ঞেন যজন্তঃ

শ্রী রা শ
পূজয়ন্তঃ প্রীণয়ন্তঃ স একত্বেন ভেদব্যাবৃত্ত্যা একমেব পরংব্রহ্মেতি

ম ম
পরমার্থদর্শনেন যজন্ত মাম উপাসতে চিন্তয়ন্ত্যুত্তমাঃ অন্যেতু, কেচিন্মধ্যমাঃ

ম
পৃথক্ত্বেন উপাস্যোপাসকয়োর্ভেদেন "আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ" ইত্যাদি

ম
শ্রুত্যুক্তেন প্রতীকোপাসনরূপেণ জ্ঞানযজ্ঞেন মামেবোপাসতে

শ
আদিত্য চন্দ্রাদিভেদেন সএব ভগবান্ বিষ্ণুরাদিত্যাদিরূপেণাবস্থিত-

শ ম
ইত্যুপাসতে অন্যেতু অহংগ্রহোপাসনে প্রতীকোপাসনে চাসমর্থাঃ

ম ম
কেচিন্মন্দাঃ কাঞ্চিদন্যাং দেবতাং চোপাসীনাঃ কানিচিৎ কর্ম্মাণি

ম ম ম শ শ
চাকুর্ব্বাণা বহুধা তৈস্তৈর্বহুভিঃ প্রকারৈঃ অবস্থিতঃ সএব ভগবান্

ম ম নী
বিশ্বতো মুখং বিশ্বরূপং সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বৈর্দ্বারৈঃ যৎ কিঞ্চিদ্দৃষ্টং তৎ

নী নী
ভগবৎ স্বরূপমেব যৎ শ্রুতং তত্তন্নামৈব যদ্দত্তং ভুক্তং বা তত্তদর্পিত

নী
মেবেত্যেবং রূপং বিশ্বতোমুখং যথা স্যাৎ তথা মাং উপাসতে ॥ ১৫ ॥

অন্যে জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া আমার উপাসনা করে। কেহবা একত্বে, কেহবা পৃথক ভাবে, কেহবা বহুত্বে আমাকে উপাসনা করে ॥ ১৫ ॥ অর্থাৎ আর কেহ কেহ [পূর্ব্বোক্ত সাংখ্য জ্ঞান সাধনানুষ্ঠানে অসমর্থ হইয়া অহংগ্রহোপাসন-রূপ-উপাস্যউপাসক অভেদ চিন্তারূপ] জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া একত্বভাবে আমার উপাসনা করে। ["ত্বং বা অহমস্মি ভগবোদেবতে অহং বৈ ত্বমসি"

শ্রুতি ইঁহাকেই অহংগ্রহ বলিতেছেন হে ষড়ৈশ্বর্য্য-দেব তুমিই আমি, আর আমিই তুমি অর্থাৎ তুমি আমি অভিন্ন। দেহে অভিমান ত্যাগ করিয়া আত্মাতে অহং অভিমান করা অহংগ্রহ উপাসনা।] অন্য [মধ্যম অধিকারী] কেহ বা [উপাস্য উপাসক ভেদরূপ প্রতীকোপাসন যজ্ঞ দ্বারা আমার উপাসনা করেন—প্রতীক বা উপাস্যে ব্রহ্মভাব স্থাপন করিয়া উপাসক যখন আপনাকে উহা হইতে] পৃথক ভাবিয়া উপাসনা করেন তখন প্রতীকোপাসনা হয়। কোন কোন মন্দ অধিকারী বহু দেবতা উপাসনা পরায়ণ হইয়া কোন কর্ম্ম না করিয়া বহু প্রকারে সর্ব্বাত্মক বিশ্বরূপ আমাকে উপাসনা করে ॥ ১৫ ॥

অর্জ্জুন—যাঁহারা শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে সমর্থ্য, তাঁহাদের সাধনাত বলিলে কিন্তু ইহা করিতে যাঁহারা অসমর্থ তাঁহারা কিরূপে তোমার উপাসনা করেন ?

ভগবান্—উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে দ্বিতীয় প্রকারের সাধক তিন প্রকার। ইহারা সকলেই জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা আমার উপাসনা করেন। যাঁহারা উত্তম তাঁহারা বলেন "ত্বং বা অহমস্মি ভগবোদেবতে অহং বৈ ত্বমসি" অর্থাৎ তুমি আমি সমান এই জ্ঞানের নাম অহংগ্রহোপাসন জ্ঞান। ইহা দ্বারা ঈশ্বর যজন হয় বলিয়া ইহার নাম যজ্ঞ। ইহার প্রকার ভেদও আছে। উপাস্য ও উপাসক অভেদ এই চিন্তা দ্বারা ইঁহারা একত্বে উপাসনা করেন। যাঁহারা মধ্যম উপাসক তাঁহারা উপাস্য ও উপাসকের প্রভেদ জ্ঞানে প্রতীকোপাসন যজ্ঞ দ্বারা আমার উপাসনা করেন। আর মন্দ অধিকারীগণ বহুদেবতার উপাসনা-পরায়ণ হইয়া যাহা দেখে তাহাই আমি ভাবিয়া উপাসনা করে।

অর্জ্জুন—যাঁহারা সদ্যোমুক্ত হইতে চাহেন তাঁহাদের উপাসনা "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছ। যাঁহারা ইহা পারেন না তাঁহারা জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা তোমার উপাসনা করেন। এই জ্ঞান যজ্ঞোপাসক আবার তিন প্রকারের বলিতেছ (১) আমিই শ্রীকৃষ্ণ এই ভাবনা রূপ যে উপাসনা তাহার নাম অহংগ্রহোপাসনা। "দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি" শ্রুতিঃ ভাবনা বলে দেবতা অভিমানী হইয়া দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। ইহার নাম একত্ব ভাবে উপাসনা।

(২) পৃথক্ ভাবে উপাসনা অর্থাৎ উপাস্য ও উপাসক প্রভেদ।

(৩) তুমিই বিশ্বরূপ—কাজেই সকল দেবতার উপাসনা কর্ত্তব্য—ইহাই নিকৃষ্ট উপাসকদিগের মত। এই তিন প্রকারের কথাইত বলিলে ?

ভগবান্—হাঁ।

অর্জ্জুন—এই সমস্ত উপাসকদিগের উপাসনা প্রণালীকে জ্ঞান যজ্ঞ বল কেন ?

ভগবান্—প্রথম শ্রেণীর উপাসকদিগের যতটুকু জ্ঞান, দ্বিতীয় শ্রেণীর তাহা অপেক্ষা অল্প, তৃতীয় শ্রেণীর তাহা অপেক্ষা আরও অল্প। পূর্ণজ্ঞান না হইলে অজ্ঞান দূর হইবে না। অপরোক্ষ জ্ঞানই পূর্ণজ্ঞান। ইহার কম হইলে কিছু না কিছু অজ্ঞান থাকিয়া গেল কাজেই

কিছু না কিছু দুঃখ থাকিয়া গেল। সমস্ত অজ্ঞানের মূল অহং এই বোধ। যাহাদের অহং প্রসারিত হইয়া "অহং ঈশ্বর" এই পর্য্যন্ত গিয়াছে তাহাদের দেহে অহংবোধ এবং দৃশ্য বস্তুর অনুভব এই দুই প্রকারের নিকৃষ্ট অহংকার ত্যাগ হইয়াছে। যাহাদের অহং আছে এবং এক ঈশ্বর আমার উপাস্য এই বোধ আছে তাহাদেরও অহং বোধ অধিক রহিল, আর সমস্তই ঈশ্বর—আমি সমস্তের উপাসক এ বোধে অহংএর মাত্রা অধিক। কিন্তু আত্মদর্শনের পর যখন মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায় তখন আত্মার দীর্ঘ স্বপ্ন ভগ্ন হইয়া যায়। জাগ্রত হইয়া আপনার স্বরূপ যে জ্ঞান ও আনন্দ ইহাই শুধু রহিয়াছে—ইহাতে অহং বোধ পর্য্যন্ত হইতেছে না শুধু জ্ঞান ও আনন্দ মাখামাখি রহিয়াছে—শক্তিমানে তাঁহার আপন শক্তি লীন হইয়াছে, সমুদ্রে কোন তরঙ্গ উঠিতেছে না। শান্ত, পরিপূর্ণ, আনন্দসমুদ্রে কোন চলন নাই কোন সৃষ্টি নাই—ইহাই জীবন্মুক্তি। আবার নিয়তি বশে ব্রহ্ম-সমুদ্রে যখন তরঙ্গ উঠিতেছে তখন জীবন্মুক্ত জানিতেছেন তিনি নিজেই আপন শক্তি লইয়া খেলা করিতেছেন।

অর্জ্জুন—সাধারণের পক্ষে চিত্তশুদ্ধি জন্য কোন্ প্রকার উপাসনা প্রশস্ত ?

ভগবান—বিদ্যা তপঃ প্রাণনিরোধ মৈত্রীতীর্থাভিষেক ব্রতদানজাপ্যৈঃ নাত্যন্ত শুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে।

ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিলে যেরূপ চিত্তশুদ্ধি হয় সেরূপ আর কিছুতেই নহে। সাধারণের পক্ষে চিত্তশুদ্ধি জন্য ইহাই প্রশস্ত ॥ ১৫ ॥

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬ ॥

অহং ক্রতুঃ শ্রৌতোঽগ্নিষ্টোমাদিঃ অহং যজ্ঞঃ স্মার্ত্তোবৈশ্বদেবাদিঃ অহং স্বধা অন্নং পিতৃভ্যো দীয়মানং অহং ঔষধম্ ঔষধিপ্রভবমন্নং সর্বৈঃ প্রাণিভির্ভুজ্যমানং ভেষজং বা অহং মন্ত্রঃ যেন দীয়তে সঃ যেন দেবেভ্যো হবির্দ্দীয়তে যজুরাদিঃ সমন্ত্রঃ অহং আজ্যং ঘৃতং হবিঃ অহং অগ্নিঃ

শ　ম　য　শ

যস্মিন্ হূয়তে আহবনীয়াদিঃ হবিঃ প্রক্ষেপাধিকরণং অহং হুতং হবন-

না　নী

কর্ম্মচ প্রক্ষেপক্রিয়া। ইদং সর্ব্বং যস্মাদহমেবাতস্তেষাং বিশ্বতোমুখং

নী

উপাসনং যুক্ততরমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

আমিই ক্রতু [শ্রৌতযজ্ঞ] আমিই যজ্ঞ [স্মার্ত্তযজ্ঞ] আমিই স্বধা [পিত্রুদ্দেশে প্রদত্ত অন্ন] আমিই ঔষধ, আমিই মন্ত্র, আমিই হোমাদিসাধন ঘৃত, আমিই অগ্নি, আমিই হোম ॥১৬॥

অর্জ্জুন—নানা প্রকারের উপাসনা করিলে তোমারই উপাসনা হয় কিরূপে?

ভগবান—আমি না থাকিলে জগতে কোন বস্তু আত্মবান্ হয় না। আমি না থাকিলে কোন বস্তুর অস্তিত্বই থাকে না। এই বিশ্বে যিনি যাহাই করুন তাহাই আমাতে আইসে কারণ শ্রুতিবিহিত অগ্নিষ্টোমাদি, স্মৃতিবিহিত বৈশ্বদেবাদি, পিতৃলোকের জন্য অন্নদান, প্রাণীবর্গের খাদ্য অন্ন বা ঔষধ, যাহা বলিয়া হবি প্রদান করা যায় সেই স্বাহা স্বধাদি মন্ত্র, হোমসাধন ঘৃত, অগ্নি হবি প্রক্ষেপাদি হোম কর্ম্ম সমস্তই আমি। সমস্তই যখন আমি তখন বিশ্বতোমুখ উপাসনা যুক্ততর ॥১৬॥

পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ ॥

ম　ম　ম

অহং অস্য জগতঃ সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য পিতা জনয়িতা মাতা

ম　ম　ম　শ

জনয়িত্রী ধাতা পোষয়িতা তত্তৎ কর্ম্মফলবিধাতা বা পিতামহঃ পিতুঃ

ম　শ্রী　ম

পিতা বেদ্যং বেদিতব্যং বস্তু জ্ঞেয়ং বস্তু পবিত্রং পূয়তে অনেনেতি

ম ম
পাবনং শুদ্ধি-হেতুঃ গঙ্গাস্নানগায়ত্রীজপাদিঃ ওঙ্কারঃ বেদিতব্যোঃ ব্রহ্মণি

ম ম ব
বেদনসাধনম্ ঋক্ নিয়তাক্ষরপাদা ঋক্ সাম গীতিবিশিষ্টা সৈব সাম

ম ম আ আ
যজুঃ এব চ গীতিরহিতমনিয়তাক্ষরম্। চকারাদথর্ব্বাঙ্গিরসো গৃহ্যন্তে।

ম ম ব
এতত্ত্রিবিধং কর্ম্মোপযোগিমন্ত্রজাতমহমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

আমি এই জগতের পিতামাতা, কর্ম্মফলবিধাতা এবং পিতামহ, আমি জ্ঞাতব্য বস্তু, আমি পবিত্রবস্তু, ওঁকার এবং ঋক্ সাম যজুঃ ॥ ১৭ ॥

অর্জ্জুন—তুমি আর কি কি রূপ?

ভগবান্—আমি জগৎ উৎপাদন করিয়াছি বলিয়া পিতা, জগৎকে মাতার ন্যায় ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি বলিয়া মাতা, জগতকে পালন করিতেছি এবং সর্ব্বফল প্রদান করি বলিয়া বিধাতা--সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মারও পিতা বলিয়া পিতামহ, গঙ্গাজল গায়ত্রী জপাদি পবিত্র বস্তুও আমি একমাত্র জ্ঞাতব্য বস্তুই আমি—ব্রহ্ম জ্ঞানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়স্বরূপ ওঁকার আমি—ঋক্-সাম-যজু ইত্যাদি বেদ সকলের সারভূত আমি ॥ ১৭ ॥

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥

আ আ শ শ্রী
গতিঃ গম্যত ইতি প্রকৃতিবিলয়পর্য্যন্তং কর্ম্মফলম্, ভর্ত্তা পোষণ-

ব আ ব নী শ
কর্ত্তা পতিঃ কর্ম্মফলস্যৈব প্রদাতা প্রভুঃ নিয়ন্তা অন্তর্যামী স্বামী

ম ম ম ম
মদীয়োঽয়মিতি স্বীকর্ত্তা সাক্ষী সর্ব্বপ্রাণিনাং শুভাশুভদ্রষ্টা নিবাসঃ

নিবসন্ত্যস্মিন্নিতি ভোগস্থানম্ কার্য্যকারণপ্রপঞ্চস্যাধিষ্ঠানম্ শরণং শীর্য্যতে দুঃখমস্মিন্নিতি শরণম্ প্রপন্নানামার্ত্তিহরঃ সুহৃৎ প্রত্যুপকারানপেক্ষঃ সন্নুপকারী, প্রভবঃ উৎপত্তিস্থানম্ প্রলয়ঃ প্রলীয়তে যস্মিন্ ইতি বিনাশস্থানম্ স্থানম্ তিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি স্থিতিস্থানম্ নিধানং কর্ম্মফলসমর্পণস্থানম্ অব্যয়ং বীজং অবিনাশী জগৎকারণম্ ন তু ব্রীহ্যাদিবৎ নশ্বরম্। কালান্তরে ফলপ্রসবার্থম্ বীজং প্ররোহকারণং প্ররোহধর্ম্মিণাম্ অব্যয়ং যাবৎ সংসারভাবিত্বাৎ ইতি ভাষ্যে ॥ ১৮ ॥

আমিই গতি, পোষণকর্ত্তা, আমার বলিয়া স্বীকর্ত্তা স্বামী, সাক্ষী—[শুভাশুভদ্রষ্টা], ভোগস্থান, বিপদে ত্রাণকর্ত্তা, উপকারকর্ত্তা, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, আধার, লয়স্থান এবং অবিনাশী বীজ ॥ ১৮ ॥

অর্জ্জুন—জগৎ সম্বন্ধে তোমার আর কত প্রকার সম্বন্ধ আছে ?

ভগবান্—আমি এই জগতের গতি কারণ আমিই প্রকৃতি বিলয় পর্য্যন্ত কর্ম্মফলস্বরূপ। যে যাহা করুক শেষ গতি ত আমিই। যত ইন্দ্রজাল উঠুক না একন যে ইহা তুলিতেছে সেই ইহার গতি। তরঙ্গের গতি সাগর ভিন্ন আর কি ? যিনি ভরণপোষণ করেন তিনিই ভর্ত্তা। কর্ম্মফল দিয়া আমিই পোষণ করি বলিয়া ভর্ত্তা। আমি প্রভু অর্থাৎ স্বামী। যিনি এই সব আমার বলিয়া স্বীকার করেন তিনিই স্বামী। অথবা আমার প্রভাবে চন্দ্রসূর্য্যাদি স্ব স্ব কার্য্য করেন বলিয়া আমিই প্রভু। যে যাহা করে আমি তাহা জানি এবং দেখি এজন্য সাক্ষী। প্রাণিগণ আমাতেই বাস করে বলিয়া আমি নিবাস অথবা কার্য্য-কারণ প্রপঞ্চসমূহের অধিষ্ঠান আমিই। বিপদে পড়িয়া ডাকিলেই আমি অশ্রু মুছাইয়া দেই তজ্জন্য আর্ত্তিহর। প্রত্যুপকারের

আশা না রাখিয়া লোকের উপকার করি বলিয়া সুহৃৎ। আমি স্রষ্টা, সংহর্ত্তা আধার স্থান, অর্থাৎ আমিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা। প্রলয়ের পরেও জীব সমূহ সূক্ষ্ম বীজ অবস্থায় আমাতেই থাকে বলিয়া নিধান। আর জগতের অক্ষয় বীজ আমিই। ১৮।

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ১৯ ॥

হে অর্জ্জুন! অহং আদিত্যরূপেণ স্থিত্বা তপামি তাপং করোমি ততশ্চ তাপবশাৎ অহং বর্ষং পূর্ব্ববৃষ্টিরূপং রসং পৃথিব্যা নিগৃহ্ণামি আকর্ষয়ামি পর্জ্জন্যাদিরূপেণ স্বীকরোমীতিভাবঃ উৎসৃজামি চ বর্ষামি কৈশ্চিদ্রশ্মিভিরষ্টসু মাসেসু পুনস্তমেব নিগৃহীতং রসং চতুর্ষু মাসেষু কৈশ্চিৎ রশ্মিভিঃ বৃষ্টিরূপেণ চ প্রক্ষিপামি চ ভূমৌ। অহং এব অমৃতং জীবনসাধনং দেবানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং জীবনং বা মৃত্যুঃ চ মরণসাধনং মর্ত্ত্যানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং বিনাশো বা। সৎ যৎ সম্বন্ধিতয়া যৎ বিদ্যতে তৎ তত্র সৎ বর্ত্তমানং সর্ব্বং। অসচ্চ যৎ সম্বন্ধিতয়া যন্ন বিদ্যতে তৎ তত্রাসৎ এতৎ বর্ত্তমানমতীতমনাগতং চ সর্ব্বমহমেব। অতস্তেষাং বিশ্বতো মুখং মম ভজনং কুর্ব্বতাং সর্ব্বরূপেণাহং অনুগ্রহং করোমীতিভাবঃ ॥ ১৯ ॥

হে অর্জ্জুন ! আমি সূর্য্য হইয়া উত্তাপ দান করি, আমিই জল আকর্ষণ করি, আমিই পুনর্ব্বার ভূমিতে জলবর্ষণ করি, আমিই জীবের জীবন, আমিই জীবের মৃত্যু, আমিই সৎ ও অসৎ স্বরূপ [বর্ত্তমান অতীত অনাগত] ॥ ১৯ ॥

অর্জ্জুন—আর কোন্ কোন্ রূপে তুমি বিরাজমান্ ?

ভগবান্—আমি সূর্য্য হইয়া নিদাঘে জগৎকে তাপ প্রদান করি এবং সেই তাপ দ্বারা আমিই পৃথিবী হইতে পূর্ব্বপতিত বৃষ্টিরূপ রস আকর্ষণ করি। আবার বর্ষাকালে আষাঢ় হইতে চারি মাস বৃষ্টিরূপে আমিই ভূমিতে জল সিঞ্চন করি। আমি শুভকর্ম্মকারীদের পক্ষে অমৃতস্বরূপ। আমি দুষ্কর্ম্মকারীর পক্ষে ভয়ঙ্কর মৃত্যুস্বরূপ, যাহার সম্বন্ধে যে বিদ্যমান তাহাই সে স্থানে সৎ এবং যাহার সম্বন্ধে যে থাকে না সেখানে সে অসৎ। সৎ ও অসৎ দুইই আমি। তুমি যখন জগত দেখিতেছ ইহা যতক্ষণ দেখিতেছ স্বরূপে অসৎ হইলেও দর্শন কালে জগৎ তোমার পক্ষে সৎ আর অতীত ও অনাগত যাহা তোমার সম্বন্ধে বিদ্যমান নাই তাহা অসৎ। আত্মারূপে আমি সৎ, অনিত্য জগৎরূপে ব্যক্ত আমার এই শরীর এজন্য আমি অসৎ॥ ১৯ ॥

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ ২০ ॥

ত্রৈবিদ্যাঃ ঋক্ যজু সাম বেদত্রয় বিদো যাজ্ঞিকাঃ যজ্ঞৈঃ অগ্নিষ্টোমাদিভিঃ ক্রমেণ সবনত্রয়ে মাং বস্বুরুদ্রাদিত্যরূপং ঈশ্বরং ইষ্ট্বা পূজয়িত্বা সোমপাঃ যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তঃ পূতপাপাঃ সোমপানেন ক্ষালিতকল্মষাঃ সন্তঃ সকামতয়া স্বর্গতিং স্বর্গলোকপ্রাপ্তিং প্রার্থয়ন্তে

শ ম ম
যাচয়ন্তে। তে দিবি স্বর্গে লোকে পুণ্যং পুণ্যফলং সর্ব্বোৎকৃষ্টং

শ্রী
সুরেন্দ্রলোকং শতক্রতোঃ স্থানং আসাদ্য প্রাপ্য দিব্যান্ মনুষ্যৈ-

ম ম ম
রলভ্যান্ দেব ভোগান্ দেবদেহোপভোগ্যান্ কামান্ অশ্নন্তিঃ

ম
ভুঞ্জন্তে ॥ ২০ ॥

ত্রিবেদী যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞাদি দ্বারা আমার পূজা করিয়া যজ্ঞশেষ সোমরস পান করিয়া নিষ্পাপ হয়েন এবং স্বর্গ কামনা করেন। তাঁহারা স্বর্গলোকে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া দিব্য দেবভোগ সমূহ ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন—জ্ঞান যজ্ঞদ্বারা একত্বে বা পৃথকত্বে বা বহুত্বে যাঁহারা তোমার ভজনা করেন তাঁহারাত নিষ্কাম। সত্ব শুদ্ধি দ্বারা ইঁহারা ক্রমে মুক্তিলাভ করেন কিন্তু সকাম ভাবেও ত তোমার পূজা হয়?

ভগবান্—হাঁ, সকাম ভাবে যে সমস্ত বেদবেত্তা আমার পূজা করেন তাঁহাদের কামনা স্বর্গ ভোগ। তাঁহারা যজ্ঞ শেষ সোম পান করিয়া, নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে গমন করেন এবং মনুষ্যের দুর্লভ দেবভোগ ভোগ করেন ॥ ২০ ॥

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না *
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

ম ব শ্রী ম ম
তে সকামাঃ স্বর্গপ্রার্থকাঃ তং প্রার্থিতং কাম্যেন পুণ্যেন প্রাপ্তং

* ত্রৈধর্ম্ম্যং ইতি বা পাঠঃ।

বিশালং বিস্তীর্ণং স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা অনুভূয় তদ্ভোগজনকে পুণ্যে ক্ষীণে সতি তদ্দেহনাশাৎ পুনর্দ্দেহগ্রহণায় মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি পুনর্গর্ভবাসাদিযাতনা অনুভবন্তীত্যর্থঃ। ত্রয়ীধর্ম্মং ত্রয্যা বেদত্রয়েণ প্রতিপাদিতম্ ত্রয়ীবিহিতং ধর্ম্মং অনুপ্রপন্নাঃ অনুতিষ্ঠন্তঃ কামকামাঃ ভোগান্ কাময়মানাঃ এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ গতাগতং যাতায়াতং লভন্তে অস্থিরস্বর্গাদীননুভূয়াবৃত্য পুনরাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। কর্ম্ম কৃত্বা স্বর্গং যান্তি তত আগত্য পুনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীত্যেবং গর্ভবাসাদিযাতনা-প্রবাহস্তেষামনিশমনুবর্ত্তত ইতি ॥ ২১ ॥

তাহারা প্রার্থিত বিপুল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে। ভোগকামী বেদপ্রতিপাদ্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া এইরূপে সংসারে পুনঃপুনঃ যাতায়াত করে ॥ ২১ ॥

অর্জ্জুন—স্বর্গভোগ কি মন্দ? ইহাতে অনিষ্ট কি?

ভগবান্—মন্দ নহে, যদি চিরদিন ভোগ হয়—যদি অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। [কল্পান্ত পর্য্যন্ত স্বর্গভোগকে অক্ষয় স্বর্গভোগ বলা হয়, ইহাও নশ্বর] যে পুণ্যে স্বর্গ লাভ হইয়াছিল, তাহা ভোগ হইয়া গেলে ঐ দেহ নাশ হয়—তখন আবার দেহ ধারণের জন্য গর্ভযাতনা ভোগ করিতে হয়। আবার পৃথিবীতে আসিতে হয়। আবার জন্ম, আবার স্বর্গ, আবার পতন, এইরূপে "পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্"। পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু এবং ক্লেশ চলিতেই থাকে। সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তিও ইহাদের হয় না, নিত্য পরমানন্দ প্রাপ্তিও হয় না ॥ ২১ ॥

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

নী নী শ
অনন্যাঃ নাস্তি অন্য উপাস্যো যেষাং তে পরং দেবং নারায়ণং

শ ম ব
আত্মত্বেন গতাঃ সন্তঃ মাং নারায়ণম্ চিন্তয়ন্তঃ ধ্যায়ন্তঃ যে জনাঃ

ম ম শ শ্রী ম
সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নাঃ সন্ন্যাসিনঃ পর্য্যুপাসতে সেবন্তে সর্ব্বতোহন-

ম আ
বচ্ছিন্নতয়া পশ্যন্তি নিত্যাভিযুক্তানাং নিত্যমনবরতমাদরেণ ধ্যান

আ শ ম
ব্যাপৃতানাং তেষাং পরমার্থদর্শিনাং দেহযাত্রামাত্রার্থমপ্যপ্রযতমানানাং

ম ম
অহং সর্ব্বেশ্বরঃ যোগক্ষেমং অলব্ধস্য লাভং লব্ধস্য পরিরক্ষণং চ

শ ম ম শ
তদুভয়ং বহামি অকাময়মানানামপি প্রাপয়ামি। নন্বন্যেষামপি ভক্তানাং

শ
যোগক্ষেমং বহত্যেব ভগবান্। সত্যমেবং বহত্যেব। কিন্ত্বয়ং বিশেষঃ।

শ
অন্যে যে ভক্তাস্তে স্বাত্মার্থং স্বয়মপি যোগক্ষেমমীহন্তে। অনন্যদর্শিনস্তু

শ
নাত্মার্থং যোগক্ষেমমীহন্তে। ন হি তে জীবিতে মরণে বাত্মনো গৃধিং

শ
কুর্ব্বন্তি। কেবলমেব ভগবচ্ছরণাস্তে। অতো ভগবানেব তেষাং যোগক্ষেমং

শ
বহতীতি ॥ ২২ ॥

অনন্যভাবে চিন্তা করিতে করিতে যে জন আমার উপাসনা করেন, আমাতে নিত্যযুক্ত সেই সমস্ত সাধকের জন্য আমি যোগ ও ক্ষেম বহন করিয়া থাকি ॥ ২২ ॥

অর্জ্জুন—সকাম কর্ম্মীদিগের কর্ম্মফলের কথাত বলিলে, কিন্তু যাহারা নিষ্কাম কর্ম্মী বা ভক্ত তাহা কোন্ সিদ্ধি লাভ হয়?

ভগবান্—আমাকে আত্মভাবে জানিয়া যাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহারা সর্ব্বদা আমাতেই লাগিয়া থাকেন বলিয়া আমার মত হইয়া যান।

অর্জ্জুন—তাঁহাদের জীবনযাত্রা চলে কিরূপে?

ভগবান্—তাঁহাদের শরীর স্থিত্যর্থ যাহা অর্জ্জন ও যাহা রক্ষণ আবশ্যক, আমিই তাহা বহন করিয়া দিয়া থাকি। যদিও আমি সকলের জন্যই যোগক্ষেম বহন করি, তথাপি অন্য লোকের পক্ষে পুরুষার্থ আবশ্যক হয়। তাহাদের জীবিকার জন্য যে চেষ্টা, তাহা উৎপাদন করিয়া আমি তাহাদের জীবন রক্ষা করি, কিন্তু জ্ঞানীর কোন প্রযত্নও আবশ্যক করে না, এই টুকু বিশেষ—কারণ জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতং। স চ মম প্রিয়ো যস্মাত্তস্মাত্তে মমাত্মভূতাঃ প্রিয়াশ্চেতি। জ্ঞানীই আমার আত্মা। জ্ঞানীই আমার প্রিয়ভক্ত। জ্ঞানী ভক্তই অনন্যদর্শী। অন্য ভক্ত অদ্বৈতদর্শী নহেন। জ্ঞানীর ভেদ দৃষ্টি নাই, ভোগস্পৃহা নাই, তাঁহার আত্মাও যেমন আমি, সেইরূপ আমি সর্ব্বাত্মা—এমন কি আমি ভিন্ন আর কিছুই যে নাই, জ্ঞানী তাহা জানেন—এই ভাবে জ্ঞানী সর্ব্বদা আমাকে লইয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার আর কিছুই আবশ্যক হয় না। যদি হয় তাহাও আমি বহন করিয়া দিই ॥ ২২ ॥

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয়! যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩ ॥

হে কৌন্তেয়! শ্রদ্ধয়া আস্তিক্যবুদ্ধ্যা অন্বিতাঃ অনুগতাঃ যেঽপি জনাঃ অন্যদেবতাভক্তাঃ কেবলেম্বিন্দ্রাদিষু ভক্তিমন্তঃ সন্তঃ যজন্তে পূজয়ন্তি তেঽপি মদ্ভক্তাইব মামেব তদ্দেবতারূপেণ স্থিতম্ মামেব যজন্তি পূজয়ন্তি ইতি সত্যমেতৎ কিন্তু অবিধিপূর্ব্বকম্

ম
অজ্ঞানপূর্ব্বকং সর্ব্বাত্মত্বেন মামজ্ঞাত্বা মদ্ভিন্নত্বেন বহ্ন্যাদীন্ কল্পয়িত্বা
ম
যজন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

হে কৌন্তেয়! অন্য দেবতার ভক্তও যদি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পূজা করেন, তবে তিনি অজ্ঞানপূর্ব্বক আমারই পূজা করেন ॥ ২৩ ॥

অর্জ্জুন—তুমি ভিন্ন অন্য কিছুই নাই তবে যাহাকেই পূজা করুক, ফল-পার্থক্য হইবে কেন?

ভগবান্—ভেদ বুদ্ধিই এইরূপ পার্থক্যের কারণ। যদি ইন্দ্রাদি দেবতার সহিত আমি অভিন্ন এই জ্ঞানে পূজা করে তবে সমান ফল লাভ হয় নতুবা পার্থক্য। ইন্দ্রাদি আমা হইতে ভিন্ন এই মনে করিয়া যাহারা পূজা করে, তাহারা অজ্ঞান—অজ্ঞান বলিয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করে ॥ ২৩ ॥

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

শ শ
সর্ব্বযজ্ঞানাং শ্রৌতানাং স্মার্ত্তানাঞ্চ সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং অহং হি
শ নী শ
অহমেব দেবতাত্বেন ভোক্তা প্রভুঃ চ ফলদাতা চ। মৎস্বামিকো হি
শ নী নী
যজ্ঞোঽধিযজ্ঞোঽহমেবাত্রেতি চোক্তম্। এবং সতি তে তু মাং প্রত্যগ-
নী শ নী
ভিন্নং তত্ত্বেন যথাতথ্যেন যথাবৎ ন অভিজানন্তি ন জানন্তি অতঃ
বি নী নী
মদভিজ্ঞানাভাবাত্তে চ্যবন্তি নিষ্ঠামলব্ধা সংসারগর্ত্তে পতন্তি ॥ ২৪ ॥

আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও ফলপ্রদাতা। কিন্তু অন্য দেবতা-ভক্তেরা আমাকে যথার্থ জানে না বলিয়া আবার সংসারে পতিত হয় ॥ ২৪ ॥

অর্জ্জুন—অবিধিপূর্ব্বক পূজা করেন কেন ?

ভগবান্—আমিই সর্ব্ব দেবতা ইহা বোধ করাও কর্ম্মসাপেক্ষ। ইহাতে জ্ঞানের আবশ্যক করে। যাঁহারা আমার স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই এই জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। আর ইহা না জানিয়া অন্য দেবতার পূজা করিলে পুনঃ পুনঃ জনন মরণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। মনে কর যাঁহারা সূর্য্য উপাসক—তাঁহারা যদি ভাবেন, সূর্য্যই ভগবান্ তবেই অজ্ঞানের কার্য্য হইল। কিন্তু যদি ভাবেন আমিই সূর্য্য তবে আর তাঁহাদের পতন হয় না ॥২৪॥

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥ ২৫ ॥

ম　　　　　　ম
সাত্ত্বিকা দেবব্রতাঃ দেবা বস্বুরুদ্রাদিত্যাদয়স্তৎসম্বন্ধিব্রতং

ম
বল্যুপহারাদিরূপং পূজনং যেষাং তে দেবান্ যান্তি "তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ। রাজসাস্তু পিতৃব্রতাঃ শ্রাদ্ধাদি-

ম　　ম
ক্রিয়াভিরগ্নিষ্বাত্তাদীনাং পিতৄণামারাধকাস্তানেব পিতৄন্ যান্তি। তথা

ম　　ম
তামসা ভূতেজ্যাঃ যক্ষরক্ষোবিনায়ক-মাতৃগণাদীনাং ভূতানাং পূজকা-

ম　　ম
স্তান্যেব ভূতানি যান্তি মদ্ যাজিনঃ অপি মাং ভগবন্তং যষ্টুং পূজয়িতুং

ম　　ম
শীলং যেষাং তে সর্ব্বাসু দেবতাসু ভগবদ্ভাবদর্শিনো ভগবদারাধনপরা-

বি
য়ণাঃ মাং ভগবন্তমেব যান্তি "ন চ্যবন্তে চ মদ্ভক্তা মহতঃ প্রলয়াদপি" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ২৫ ॥

যিনি দেবতাদিগকে পূজা করেন, তিনি দেবলোক প্রাপ্ত হয়েন, যিনি পিতৃগণকে পূজা করেন, তিনি পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়েন, যিনি ভূত পূজা করেন, তিনি ভূতলোক প্রাপ্ত হয়েন, 'আর যিনি আমাকে পূজা করেন' তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২৫ ॥

অর্জ্জুন—অবিধি পূজা ও তাহার ফল বলিলে, কিন্তু এই পূজা কত প্রকার হইতে পারে ?

ভগবান্—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার। সূর্য্য ইন্দ্রাদির পূজা সাত্ত্বিকেরা করেন—রাজসিকেরা শ্রাদ্ধাদি দ্বারা অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের পূজা করেন আর তামসিকেরা যক্ষরক্ষবিনায়ক মাতৃগণাদির পূজা করেন। যিনি যে দেবতা ভজেন, তিনি সেই দেবতার লোকই প্রাপ্ত হয়েন। আমার পূজা কর, আমাকেই পাইবে। মুক্তি হইবে ॥ ২৫ ॥

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং অন্যদ্বা অনায়াসলভ্যং যৎকিঞ্চিদ্বস্তু যঃ কশ্চিদপি নরঃ মে মহ্যং অনন্তমহাবিভূতিপতয়ে পরমেশ্বরায় ভক্ত্যা প্রীতিভরেণ ন বাসুদেবাৎ পরমস্তি কিঞ্চিদিতি বুদ্ধিপূর্ব্বিকয়া প্রীত্যা প্রযচ্ছতি দদাতি প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধবুদ্ধেঃ মদীয়মেব সর্ব্বং মহ্যমর্পয়তো জনস্য ভক্ত্যুপহৃতং ভক্ত্যা প্রীত্যা উপহৃতং সমর্পিতং নতু কস্যচিদনুরোধাদিনা দত্তম্ তৎ পত্রপুষ্পাদি তুচ্ছমপিবস্তু অহং সর্ব্বেশ্বরঃ অশ্নামি অনশনবৎ প্রীত্যাস্বীকৃত্য তৃপ্যামি "শ্রীদাম ব্রাহ্মণানীত তণ্ডুলভক্ষণবৎ"—সাক্ষাদেব

ম　ম　ম
ভক্ষয়ামীতি। তেন ভক্তিরেব মৎ পরিতোষনিমিত্তম্ নতু দেবান্তরবৎ

ম
বল্যুপহারাদি-বহুবিত্তব্যয়ায়াসসাধ্যং কিঞ্চিদিতি দেবতান্তরমপহায়

ম
মামেব ভজতেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৬ ॥

পত্র, পুষ্প, ফল বা জল যিনি আমাকে যাহা কিছু ভক্তিপূর্ব্বক প্রদান করেন, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত ভক্তের প্রীতি প্রদত্ত সমস্তই গ্রহণ করিয়া থাকি ॥ ২৬ ॥

অর্জ্জুন—তোমাকেই পূজা করা কর্ত্তব্য বুঝিলাম, কিন্তু কিরূপে তোমাকে পূজা করিতে হয় ?

ভগবান্—তুলসীপত্র, বিল্বপত্র, রম্ভা বিল্বাদি ফল, নানাবিধ পুষ্প এবং গঙ্গাজল—যদি ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে প্রদান কর; হৃদয়ে বা ত্রিকোণমণ্ডলপারে আমাকে বসাইয়া—পত্র পুষ্প ফল জল দিয়াও আমার পূজা অভ্যাস কর তবে সত্যই বুঝিবে আমি তোমার পূজা কিরূপে গ্রহণ করি। আর দেখ খুব ডাকের গহনা আর খুব উপহার আয়োজন করিতে না পারিলেই যে আমার পূজা হয় না, তাহা নহে। নিতান্ত দুঃখী যে সেও আমার পূজা করিতে পারে। আমার পূজায় কিছুই আয়াস নাই। প্রাণে ভক্তি থাকিলেই আমার পূজা হয়। পরম ভাব বিশ্বাস করিতে পারিলেই ঐ ভাবই জীবকে আকর্ষণ করে, তখন ভক্তি আইসে। বলিয়াছি ত ফল, ফুল, জল যাহা দিবে তাহাই আমি সানন্দে গ্রহণ করি—যদি ভক্তিপূর্ব্বক দাও। বিশেষ আমার বস্তু আমায় দিবে, আমি বস্তুর জন্য কাঙ্গাল নহি—আমি ভক্তির কাঙ্গাল। শ্রীদাম তণ্ডুলকণা আমার জন্য আনিয়াছিল—কিন্তু আমি দ্বারকার রাজা—রাজ সিংহাসনে বসিয়া রহিয়াছি—দরিদ্র ব্রাহ্মণ তণ্ডুলকণা লুকাইয়া রাখিল, দিতে পারিল না কিন্তু বড় ভক্তি করিয়া আনিয়াছিল আমি জানিতে পারিলাম। বড় ক্ষুধা পাইল, মনে হইল চিরদিন আমি অনশন। জোর করিয়া তাহার হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া আহার করিলাম—বড় প্রীতি পাইলাম। আর ধনবান হইলেও লোকে ভক্ত হইতে পারে—যে যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে কতই সাজাইতে চায়, কতই দিতে চায়—তাহাতেও তাহার তৃপ্তি হয় না—সে সবই দিতে চায়। আমি বড়ই ভক্তিপ্রিয় ॥ ২৬ ॥

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥২৭॥

বি　শ　শ
ভো কৌন্তেয়! যৎ করোষি যদাচরসি শাস্ত্রীয়ং কর্ম্ম স্বতঃ প্রাপ্তম্

শ্রী নী শ্রী
যদ্বা স্বভাবতঃ গমনাদিকং শাস্ত্রতো বা যৎ কিঞ্চিৎ কর্ম্ম করোষি যৎ
শ ব ব
অশ্নাসি যৎ খাদসি দেহধারণার্থং অন্নপানাদিকং যৎ জুহোষি
ব শ ম
বৈদিকমগ্নিহোত্রাদি হোমমনুতিষ্ঠসি যৎ দদাসি প্রযচ্ছসি অতিথি-
ম ম
ব্রাহ্মণাদিভ্যোঽন্নহিরণ্যাদি যৎ তপস্যসি প্রতি সম্বৎসরমজ্ঞাতপ্রামাদিক-
ম
পাপনিবৃত্তয়ে চান্দ্রায়ণাদি চরসি উচ্ছৃঙ্খলপ্রবৃত্তিনিরাশায় শরীরে-
ম ম রা
ন্দ্রিয়সংঘাতং সংযময়সীতি বা তৎ সর্ব্বং লৌকিকং বৈদিকঞ্চ নিত্য
রা ম ম নী
নৈমিত্তিকং কর্ম্ম মদর্পণং ময্যর্পিতং যথাস্যাত্তথা কুরুষ। যৎ করোষি
নী
গমনাদিকং তৎ ভগবত এব প্রদক্ষিণাদিকং করোমীতি মৎ প্রীত্যর্থ-
নী
মেব তদর্পণং কুর্ব্বিতি। এবং বচনাদিষ্বপি নাম কীর্ত্তনাদি দৃষ্ট্যা
নী বি
উহ্যম্। নিষ্কামকর্ম্মিভিঃ শাস্ত্রবিহিতং কর্ম্মৈব ভগবত্যর্পতে, নতু
বি
ব্যাবহারিকং কিমপি কৃত্যম্, তথৈব সর্ব্বত্র দৃষ্টেঃ ভক্তস্তু স্বাত্মনঃ
বি
প্রাণেন্দ্রিয়ব্যাপারমাত্রমেব স্বেষ্টদেবে ভগবত্যর্প্যতে। "কায়েন

নী
বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুস্মৃতস্বভাবাৎ । করোতি যদ্ যৎ
নী
সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ” ॥ ২৭ ॥

হে কৌন্তেয় ! তুমি [স্বভাবতঃ অথবা শাস্ত্র মানিয়া] যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎ সমস্তই আমাকে অর্পণ করিবে ॥ ২৭ ॥

অর্জ্জুন—"যৎ করোষি" আর "যদশ্নাসি"—যাহা কর, যাহা খাও ইহাতে বলিতেছ লৌকিককর্ম্ম ; আবার জুহোষি, দদাসি, তপস্যসি ইহাতে যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি বৈদিককর্ম্ম বলিতেছ। কিন্তু তোমাতে অর্পণ ইহার অর্থ কি ?

ভগবান—"মনঃ প্রভৃতি সমুদয় ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া মন্তব্য, বক্তব্য, শ্রোতব্য, দৃশ্য, স্পৃশ্য ও শ্রেয় বিষয় সমুদয় ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি প্রদান কর" অনুগীতা ২৫ । তৃতীয় অধ্যায়ের ৩০ শ্লোকে ঈশ্বরার্পণ ও ব্রহ্মার্পণ এবং অধ্যাত্মচিত্ত হইলে কিরূপে অর্পণ হয় ইহার কথা বিশেষ বলা হইয়াছে। এখানে তাহা একবার আলোচনা করিয়া লও।

এখন দেখ লৌকিককর্ম্ম ও বৈদিককর্ম্ম আমাতে অর্পণ করা কি ?

প্রথমেই বলিয়া রাখি, সাধনার প্রথম অবস্থায় এই শ্লোকটির উপদেশ মত কর্ম্ম করা নিতান্ত আবশ্যক। তুমি বিশেষ মনোযোগ কর।

অর্জ্জুন—বল। আমি সতর্ক হইয়া শুনিতেছি।

ভগবান্—গমন ভোজনাদি লৌকিক কর্ম্ম আমাতে অর্পণ কিরূপে হইবে অগ্রে তাহাই দেখ। প্রথমেই স্মরণ রাখ, গীতাতে আমি আমার যজ্ঞপুরুষ মূর্ত্তি, দেবতাময় মূর্ত্তি, এবং অধ্যাত্মভাব ও ব্রহ্মভাব এই সমস্ত কথা বলিতেছি। যজ্ঞপুরুষ মূর্ত্তিটি অধিযজ্ঞ—অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর। এই শরীরে আমি অধিযজ্ঞ—যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবতা। দেবতাময় মূর্ত্তিটি হিরণ্যগর্ভ। সমস্ত দেবতা আমার অঙ্গীভূত। পুরুষশ্চাধিদৈবতম্। আর যেটি ব্রহ্মের স্বভাব বা প্রত্যগচৈতন্যভাব তাহাই অধ্যাত্ম। স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে। স্বভাবঃ প্রত্যগাত্মভাবঃ। ব্রহ্মভাবটি অক্ষর স্বপ্রকাশ ইত্যাদি অষ্টমাধ্যায়ে ইহা বলা হইয়াছে।

এখন দেখ—আমি গমন করিতেছি—এই গমন ব্যাপারটি শ্রীভগবানে অর্পণ করা যায় কিরূপে ? আমি গমন করিতেছি" বোধ না হইয়া ইহাতে যদি যজ্ঞপুরুষই গমন করিতেছেন এইরূপ বোধ হয় তবেই গমন ব্যাপারটিও তাঁহার গমন হইল—ইহা আমার গমন নহে।

যে যজ্ঞপুরুষ সহস্রশীর্ষ, সহস্র বাহু, সহস্র পদ তিনিই গমন করেন, ভোজন করেন, এই ভাবনা অসম্ভব কেন হইবে ? ব্যষ্টি মানুষ সেই সমষ্টি বিরাটপুরুষের অঙ্গমাত্র। সমষ্টি বিরাটপুরুষের কার্য্যটিই ব্যষ্টি মানুষের কার্য্য। যেমন সমস্ত ফুসফুস্ যন্ত্রে যে ক্রিয়া হয়—ফুসফুসের

কোন অঙ্গ কর্ত্তন করিয়া রাখিলেও সেই কর্ত্তিত অংশে ঐ ক্রিয়াই হয়; এমন কি ফুস্‌ফুস্ যন্ত্রের প্রতি অণুতে ফুস্‌ফুসেরই ক্রিয়া হয়। যজ্ঞপুরুষের কার্য্যটিই মানুষের কার্য্য। তবে ফুস্‌ফুস্ যন্ত্র জড় বলিয়া ইহার অণু পরমাণুগুলি কেবল সমষ্টির কার্য্যটি মাত্র করিতে পারে কিন্তু মানুষ জড় নহে তজ্জন্য সমষ্টির কর্ম্ম করিয়াও ইহা ইহার সীমাবদ্ধ স্বাধীনতার অন্য কর্ম্মও করিতে পারে। শক্তির ব্যবহার ও অপব্যবহার মানুষ করিতে পারে বলিয়াই বলা হয় মানুষের স্বাধীনতা আছে। এখন দেখ যজ্ঞপুরুষের—বা বিরাটপুরুষের কর্ম্মটিই যদি মানুষ করে তবে আর মানুষের পতন হয় না। শ্রুতি এইজন্য গমন ভোজনাদিকে যজ্ঞরূপে করিতে বলেন। মানুষের অঙ্গে যে কোটি কোটি জীব ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের পক্ষে মানুষ যেমন মহান্ বিরাট পুরুষ আবার মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, আকাশ, বায়ু অগ্নি ইত্যাদি যে বিরাটপুরুষের অঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের পক্ষে এই অধিযজ্ঞ বিরাটপুরুষ আমিও সেইরূপ। প্রতি ঋতুতে এমন কি প্রতিদিন রাত্রিতে প্রকৃতির মধ্যে যে কার্য্য হয় তাহাই বিরাটপুরুষের কার্য্য। গ্রীষ্মে রস শোষণ, বর্ষায় রসপ্রদান ইত্যাদি ব্যাপার, দিবা আনয়ন, রাত্রি আনয়ন, এই বিরাট পুরুষই করেন। তুমি যখন তাঁহার অঙ্গে তখন তাঁহার কার্য্যকে তোমার কর্ম্ম ভাবনা করাই স্বাভাবিক। কাজেই তোমার কার্য্য কিছু নাই সমস্তই তাঁহার কার্য্য ভাবনা কর। ইহাই গমনাদি অর্পণ। সমস্ত অর্পণই এইরূপ।

অর্জ্জুন—স্নান ভোজনাদি ব্যাপারে যজ্ঞ হইতেছে ভাবনা করিলে—সেই বিরাটপুরুষ সহস্র পাদে গমন করেন, সহস্র নয়নে দর্শন করেন ইত্যাদি ভাবনা করিতে পারিলে মানুষ তাহার ক্ষুদ্র অহং ভুলিয়া বিরাটপুরুষের সত্তায় আপন সত্তা মিশাইতে পারে। তুমি আবার বল ভক্ত কিরূপে কর্ম্ম তাহাতে অর্পণ করেন, জ্ঞানীই বা কিরূপে করেন?

ভগবান—আমার প্রকৃত ভক্তের কর্ম্ম ও বাক্য শুন-

"আত্মা ত্বং গিরিজামতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং
পূজাতে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা সমাধি স্থিতিঃ।
সঞ্চারঃ পদয়োঃপ্রদক্ষিণ-বিধিঃ স্তোত্রাণি সর্ব্বাগিরো—
যদ্ যৎ কর্ম্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্॥

আমার ভক্ত যাহা করে, যাহা খায়—ব্রত করুক বা দান করুক ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করুক বা লৌকিক কোন কর্ম্ম করুক তাহাতেই ভাবনা করে হে ভগবন্ আমি তোমার পাদদেশে। আমার সকল কর্ম্মে যেন তোমারই আরাধনা হয়। আমি করিতেছি এ বোধ আমার শীঘ্র যায় না সেই জন্য তোমাকে স্মরণ করিয়া করিয়া আমি অভিমানত্যাগ জন্যই তোমার আরাধনা করি। তুমি প্রসন্ন হইতেছ অনুভব করিতে পারিলে আমার সকল কর্ম্ম তোমাতে অর্পণ হইবে। তোমাকে উগ্রভাবে চিন্তা করিয়া যে কর্ম্ম করিব, সে কর্ম্মে অহংবোধ থাকিবে না: থাকিবে তুমি।

অর্জ্জুন—অন্য দুই এক কথা মনে উঠিতেছে।

ভগবান্—বল।

অর্জ্জুন—প্রথমে ত শিবোপাসকের কথা বলিলে—তোমার উপাসক ত নয়? শুধু তোমাকে ভক্তি করিতে হইবে—অন্য দেবতা-মূর্ত্তিকে ভক্তি করিলে হইবে না; কোন কোন ভক্ত ত এইরূপ বলেন "কালিক্যাদি ভক্ত্যা যৎ প্রযচ্ছতি তৎ তেনোপহৃতমপি পত্রপুষ্পাদিকং নৈবাশ্নামীতি দ্যোতিতম্"

ভগবান্—'কালী, শিব আর আমি কি পৃথক? আমার পরম ভাবের নাম কখন কৃষ্ণ কখন কালী, কখন শিব, কখন রাম, যাহা বলিতে পার। যাহার পরমভাবে লক্ষ্য তাহার অসি বাঁশিতে কিছুই বাধে না। নাম রূপে বাধে অজ্ঞানীর।

অর্জ্জুন—বুঝিলাম। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন এই দুষ্টলোকে সুরাপান করিতেছে আর বলিতেছে "শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু" এও কি অর্পণ হইল?

ভগবান্—বিরাটপুরুষের কর্ম্মগুলিকে যখন তোমার কর্ম্মভাবনা কর তখন মদ খাওয়া হয় কিরূপে? বিরাটপুরুষ মদ খান না। তুমি স্বাধীনভাবে যাহা কর তাহাতেই শক্তির অপব্যবহার হয়, তাহাতেই নিষিদ্ধ কর্ম্ম হয়। বিরাটপুরুষ রূপী আমি কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ, আমাকে জানিলে কি কখন অজ্ঞানের কর্ম্ম হয়? পিতা মাতা গুরুজনের নিকটেই লোকে মন্দ কর্ম্ম করিতে পারে না আর আমি যার হৃদয়ে বসিয়া রহিয়াছি—যে জানিতেছে যে আমি তাহার দিকে চাহিয়া, সে কি কখনও চুরি করিতে পারে, না মদ্য পান করিতে পারে, না কোন প্রকার অশাস্ত্রীয় কার্য্য করিতে পারে? যাহারা আমারা ভক্ত, তাহারা যতই গোপনীয় স্থানে থাকুক কখনও বিকর্ম্ম করিতে পারে না। তাহারা সর্ব্বদা দেখিতে পায় যে আমি তাহাদের সঙ্গে আছি—আমার দৃষ্টি সর্ব্বদা তাহাদের উপর, মন্দ কর্ম্মে তাহাদের রুচি হইতে পারে না। আমাকে দেখিয়া মন্দ কর্ম্ম করা যায় না। "শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু" কি যে সে লোকে বলিতে পারে? মুখে উচ্চারণ করা—তা পাখীতেও পারে। এখানে ভক্তির কথা বলিতেছি—মুখের কথায় কি হয়, না হয়, বলিতেছি না।'

অর্জ্জুন—সমস্তই তোমাতে অর্পণ কিরূপে হয়, আরও ভাল করিয়া বল, যখন আহার করি তখন ত মিষ্ট, কটু ইত্যাদি বোধ হয়—তোমাকে অর্পণ করিতেছি অথচ নিজেও রস পাইতেছি—দুইই কি হয়?

ভগবান্—স্থূলবুদ্ধি মানুষ প্রথমে স্থূল ভাবেই বুঝুক। কতকগুলি কর্ম্ম আছে যাহা নিতান্ত জড়ের কর্ম্ম—ঐ সমস্ত কর্ম্ম মানুষের অভ্যাস বশে হয়। ইহা অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, ইহাতে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা অপেক্ষা করে না। যেমন রক্তসঞ্চালন অথবা শৌচ মূত্রাবাদি। এ কর্ম্মের কথা একেবারেই উত্থাপন করিও না। আমি বলিতেছি রাজগুহ্য যোগের কথা, অতি গুহ্য ভক্তির কথা। নিতান্ত জড়বুদ্ধি মানব একথা বুঝিবে কি দিয়া? ইহারা আমার ভাব বুঝিতে না পারিয়া উপহাস করে, বিকৃত অর্থ করে। ইহাতে তাহারা নিজেও নরকস্থ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অজ্ঞানীকে নরকে টানিয়া লয়, কারণ আমার কথা না বুঝিয়া সন্দেহ জন্মাইয়া দেয়। আর একপ্রকার কপট জ্ঞানী বা কপট ভক্ত আছে, ইহারা সকল কর্ম্ম করে সকল প্রকার

অখাদ্য খায়—সর্ব্বপ্রকার সদাচারশূন্য কিন্তু মুখে বলে অনিচ্ছার ইচ্ছা—অনাসক্তভাবে করি—ইহারা কথার আবরণে লোক প্রতারণা করে সত্য, কিন্তু আমাকে কিরূপে প্রতারণা করিবে? ইহারা আপন কর্ম্মদোষে যথাসময়ে সমুচিত ফল ভোগ করে। যাহারা কিন্তু যথার্থ আমার ভক্ত, যাহারা যথার্থ জ্ঞানী তাহাদের ব্যবহার স্বতন্ত্র। মনে কর জননী আহার করিতে বসিয়াছেন কিন্তু সন্তান দূরদেশে। জননী অন্ন ক্রোড়ে লইয়া কাঁদিতে থাকেন—বলেন আমি তোমায় না খাওয়াইয়া কখন খাই নাই, তুমি কাছে নাই আজি আমি কোন্ প্রাণে এই সমস্ত আহার করি? কখন বা আধখানি মিষ্ট ফল আস্বাদন করিয়া আর খাইতে পারেন না, দুই চক্ষে দরধারা বহিতে থাকে। মা খান বটে কিন্তু যাহা মিষ্ট লাগে তাহাতেই বিদেশস্থ সন্তানের জন্য প্রাণের কত ব্যাকুলতা হয় তাহা যে ভুগিয়াছে সেই জানে। এইরূপ যাঁহারা আমাকে ভালবাসেন, তাঁহাদের প্রাণ কতদূর আমার জন্য ব্যাকুল হয় তাহা কথায় বলা যায় না, কাতর প্রাণে যখন নিবেদন করিয়া দেয়—তাহাদের এই যে ব্যাকুলতা, এই যে আমার উপর আন্তরিক অনুরাগ, আমি ইহাই গ্রহণ করি—এই ভক্তিই আমাতে অর্পিত হয়। আমাকে তীব্র ভাবে স্মরণ করিয়া যাহা করে তাহাই আমাতে অর্পিত হয়। কয়াধু আমাকে স্মরণ করিয়া প্রহ্লাদের অন্নে বিষ মাখিয়া দিল—প্রহ্লাদ তাহাই যখন নিবেদন করিল তখন আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই বিষ আহার করিলাম, আমার স্পর্শে বিষ অমৃত হইয়া গেল। আর ভক্তের কাতরতা নিবারণ জন্য আমি যে তাহার নিকট উপস্থিত হই, ইহা কি আমার পক্ষে ভার কর্ম্ম? জ্ঞানীর ব্যবহারও দেখ—জ্ঞানী কিরূপে অর্পণ করেন। আহার করিতে বসিয়া জ্ঞানী দেখেন আমি বাহিরে নাগাদি পঞ্চপ্রাণ, ভিতরেও প্রাণাদি পঞ্চপ্রাণ, আমি আবার অগ্নিরূপে সমস্ত পাক করি। জ্ঞানী সর্ব্বস্ব আমাকে অর্পণ করিয়াছে—নিজে যে 'আমি' কথা ব্যবহার করে তাহা তাহার 'আমি' নহে আমার 'আমি'। যাঁহাদের দেহে—আত্মজ্ঞান ছুটিয়া গিয়াছে তাঁহারা জানেন আমি স্বরূপাবস্থায় আহার করি না। তাঁহারা জানেন:—

> নাহং জাতো জন্মমৃত্যু কুতো মে
> নাহং প্রাণঃ ক্ষুৎপিপাসে কুতো মে
> নাহং চিত্তং শোকমোহৌ কুতো মে
> নাহং কর্ত্তা বন্ধ মোক্ষৌ কুতো মে॥

নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা তাঁহারা যে দেহ হইতে স্বতন্ত্র, ইহা অনুভব করেন সর্ব্বদা আমাতে লাগিয়া থাকেন, চক্ষের নিমেষ উন্মেষের মতঃ দেহের আহারাদি অভ্যাস মত চলিতে থাকে—ইহাদের পক্ষে অর্পণ আর কি? সমস্তই আমি হইয়া গিয়াছে কিন্তু যাঁহারা ইহা অপেক্ষা জ্ঞানের নিম্নভূমিকায় রহিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষেই অর্পণ। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে আমিই দেহের মধ্যে প্রাণরূপে আহুতি গ্রহণ করি, অগ্নি হইয়া পাক করি, জঠরাগ্নি আমিই—অগ্নি ভোক্তা, প্রাণাপান অগ্নির উদ্দীপক—আর অন্নই সোম বুঝিয়া দেখ কে কি খায়। (১৫।১৪) ইহারা যখন প্রাণে আহুতি দেয় তখন উগ্রভাবে আমাকেই স্মরণ করে—আর যদি আহারের আস্বাদনে আকৃষ্ট হয় অর্থাৎ চিত্ত আমাকে ভুলিয়া আহারীয় রসে মগ্ন হইয়া যায়, তবে

পরক্ষণেই আমাকে স্মরণ করিয়া বড়ই ব্যাকুল হয়; যে যে কর্ম্মদ্বারা আমাতেই নিরন্তর লাগিয়া থাকিতে পারে, তাহাই আবার উগ্রভাবে অনুষ্ঠান করিতে থাকে। মিষ্ট লাগুক বা না লাগুক এই জ্ঞানারূঢ় ব্যক্তি ভোজন কালে যে আমাকে স্মরণ করে ইহাই আমি গ্রহণ করি। ইহাই আমাতে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ জানিও। সচ্চিদানন্দস্বরূপ আমি, স্বরূপাবস্থায় আমি যে স্থূল নহি—স্থূল অন্ন গ্রহণ করি না—আমি ভাবগ্রাহী মাত্র, ইহা জ্ঞানী জানেন। আরও দেখ—মানসপূজায় জ্ঞানী বা ভক্ত অগ্রে কাতর প্রাণে আমাকে আহার করায় পরে বাহিরের পূজা বা বাহিরের আহার। এখানে আমাকে স্মরণ করাই আমাতে অর্পণ।

যাহা বলিলাম তাহা সংক্ষেপতঃ এই। আমার বিরাটমূর্ত্তির উপাসক যিনি, যিনি আপন সত্তা বিরাট্‌সত্তায় মিশাইতে পারেন, তাঁহার গমন ভোজন ইত্যাদি ব্যাপারের পৃথক সত্তা থাকে না। আমার কর্ম্মকেই তিনি নিজ দেহে সম্পাদিত হইতে দেখেন।

যাঁহারা এইরূপ অভেদ ভাব রাখিতে পারেন, যাঁহারা উপাস্য উপাসকে পার্থক্য রাখেন তাঁহারা উগ্রভাবে আমার স্মরণ করিয়া যাহা করেন তাহাতে তাঁহাদের কর্ম্ম কখন হইয়া যায় মনে থাকেনা—থাকে আমার স্মরণ। ইহাও যাঁহারা পারেন না তাঁহারা যতদিন "আমার কর্ত্তব্য" এই বোধ তাঁহাদের থাকে, ততদিন তাঁহারা দাস, আমি প্রভু এই ভাবিয়া প্রভুর আজ্ঞামত কর্ম্ম করিয়া যান। এই সমস্তই অর্পণ। নিষিদ্ধ কোন কর্ম্ম বা পাপকর্ম্ম আমাতে অর্পিত হইতেই পারে না ॥২৭॥

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তোমামুপৈষ্যসি ॥২৮॥

ম ম ম
এবং অনায়াসে সিদ্ধেঽপি সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণরূপে মদ্ভজনে সতি

ম ম
শুভাশুভফলৈঃ শুভাশুভে ইষ্টানিষ্টে ফলে যেষাং তৈঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ

ম ম শ্রী নী
বন্ধনরূপৈঃ কর্ম্মভিঃ মোক্ষ্যসে মুক্তোভবিষ্যসি ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা যৎকিঞ্চিৎ

নী ম
কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ কর্ম্মলেপো নাস্তীত্যর্থঃ ততশ্চ সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা

সন্ন্যাসঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং ভগবতি সমর্পণং, স এব যোগ ইব চিত্ত-শোধকত্বাৎ তেন যুক্তঃ শোধিত আত্মান্তঃকরণং যস্য স ত্বং ত্যক্তসর্ব্ব-কর্ম্মা বিমুক্তঃ জীবন্নেব কর্ম্মবন্ধনৈঃ মুক্তঃ সন্ মাম্ বাসুদেবং উপৈষ্যসি আগমিষ্যসি সাক্ষাৎকরিষ্যস্যহং ব্রহ্মাস্মীতি। ততঃ ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা সর্ব্বকর্ম্মকুর্ব্বতো জীবন্মুক্তস্য বিদেহকৈবল্যমাবশ্যকম্। প্রারব্ধ-কর্ম্মক্ষয়াৎ পতিতেঽস্মিন্ শরীরে বিদেহকৈবল্যরূপং মামুপৈষ্যসি ইতি বা। ইদানীমপি সদ্রূপঃ সন্ সর্ব্বোপাধিনিবৃত্ত্যা মায়িকভেদব্যবহার-বিষয়ো ন ভবিষ্যসীত্যর্থঃ ॥২৮॥

[সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া সাধনা করিলে] শুভাশুভ [ফলাসক্তিরূপ] কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, পরে আমাতে সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণ রূপ যোগে শোধিত অন্তঃকরণ হইয়া জীবদ্দশাতেই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৮ ॥

অর্জ্জুন—সর্ব্বকর্ম্ম তোমাতে অর্পণ অভ্যস্ত হইলে কোন্ ফল লাভ হয় ?

ভগবান্—যোগদ্বারা যেমন চিত্তশুদ্ধি হয়, সেইরূপ সর্ব্ব কর্ম্ম আমাতে অর্পণরূপ সন্ন্যাস যোগ অভ্যস্ত হইলে, আমি আমার ভক্তের কর্ম্মপাশ ছেদন করিয়া দি—তখন সাধকের আর কোন কর্ম্মবন্ধন থাকে না। ভগবদর্পণবুদ্ধিতে সর্ব্ব কর্ম্ম করিতে পারিলে সাধক এই জীবনেই জীবন্মুক্তি লাভ করেন। পরে প্রারব্ধ ক্ষয় হইলেই এই দেহের পতন হয়। তখন বিদেহকৈবল্যরূপ সোঽহং জ্ঞানলাভ হয়। ইহাই আমার সাক্ষাৎকার—ইহাই "মামুপৈষ্যসি" ॥ ২৮ ॥

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯॥

অহং সদ্রূপেণ স্ফুরণরূপেণানন্দরূপেণ চ সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বেষু প্রাণিষু সমঃ তুল্যঃ পর্জ্জন্য ইব নানাবিধেষু তত্তদ্বীজেষু। অতঃ মে মম দ্বেষ্যঃ দ্বেষবিষয়ঃ প্রিয়ঃ প্রীতিবিষয়ঃ ন অস্তি। এবং সত্যপি যেতু মাং সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণরূপয়া ভক্ত্যা ভজন্তি সেবন্তে তে মদর্পিতৈ-র্নিষ্কামৈঃ কর্ম্মভিঃ শোধিতান্তঃকরণাস্তে নিরস্ত-সমস্ত-রজস্তমোমলস্য সত্ত্বোদ্রেকেণাতিস্বচ্ছস্যান্তঃকরণস্য সদা মদাকারাং বৃত্তিমুপ-নিষন্মানেনোৎপাদয়ন্তঃ ময়ি ঈশ্বরে বর্ত্তন্তে নিবসন্তি স্বভাবত এব; ন মম রাগনিমিত্তং ময়ি বর্ত্তন্তে অহমপিচ অতিস্বচ্ছায়াং তদীয়চিত্তবৃত্তৌ-প্রতিবিম্বিতঃ তেষু স্বভাবত এব বর্ত্তে নেতরেষু—নৈতাবতা তেষু দ্বেষো মম। অয়ং ভাবঃ—যথাগ্নি রাগাদিশূন্যোঽপি সমীপস্থানামেব শীতং নাশয়তি ন দূরস্থানাম্, তদ্বৎ সর্ব্বত্র সমোঽপ্যহং শরণাগতানামেব

নী শ্রী

বন্ধং নাশয়ামি নান্যেষামিত্যর্থঃ। ভক্তপক্ষপাতিনোঽপি মম বৈষম্যং

শ্রী

নাস্ত্যেব, কিন্তু মদ্ভক্তেরেবায়ং মহিমেতি ॥ ২৯ ॥

আমি সর্ব্বভূতে সমভাবে বিরাজিত; আমার দ্বেষ্যও নাই প্রিয়ও নাই। কিন্তু যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতেই অবস্থান করেন এবং আমিও সেই সকল ভক্তে অবস্থান করি ॥ ২৯ ॥

অর্জ্জুন—তুমি অধিষ্ঠানচৈতন্য-রূপে—সৎ-চিৎ-আনন্দ রূপে সর্ব্বত্র বিরাজিত। বহুবার ইহা বলিয়াছ। সচ্চিদানন্দরূপী তুমি তোমার উপরেই যখন সমস্ত জীব খেলা করিতেছে তখন সকলের কাছেই তুমি একরূপ। যতপ্রকার তরঙ্গই সমুদ্রের বক্ষে খেলা করুক না কেন, সমুদ্র কিন্তু সকলের কাছেই একরূপ। এই জন্য বুঝিলাম—তোমার দ্বেষ্যও কেহ নাই, প্রিয়ও কেহ নাই। সূর্য্য যেমন আকাশে উদিত হইয়া সর্ব্বত্র সমভাবে কিরণ বর্ষণ করেন তুমিও সেইরূপ সর্ব্বজীবকে সমভাবেই করুণা-বিতরণ কর। কিন্তু দেখা যায় ভক্ত তোমার করুণা পাইয়া জগতের মঙ্গল সাধন করিতে করিতে পরমানন্দে তোমার পরমপদে স্থিতিলাভ করে। আবার অসুর যে সেও তোমার কৃপা পাইয়াও আপন অসুরত্বই প্রবল করে, করিয়া জগতের অমঙ্গল সাধন করিতে করিতে অতি দুঃখময় নরকে গমন করে। কাজেই বলিতে হয় তুমি সকলের মধ্যে সমভাবে থাকিয়াও ভক্তকে উদ্ধার কর আর অভক্তকে দুঃখময় নরকে প্রেরণ কর।

ভগবান্—ভক্ত অভক্ত সকলেই আমার কাছে সমান, কাহাকেও ভাল বাসিয়া স্বর্গে দিই না আর কাহাকেও মন্দ বাসিয়া নরকে দিই না। অভক্ত বিনাশ চায়, তাই বিনাশ পায়, আর ভক্ত আশ্রয় চায় বলিয়া আশ্রয় পায়। ভক্ত সর্ব্ব-কর্ম্ম-সমর্পণরূপ ভক্তিদ্বারা আমার ভজনা করেন বলিয়া নির্ম্মল অন্তঃকরণ লাভ করেন। নির্ম্মল অন্তঃকরণে আমার রক্ষার ভাব সর্ব্বদা প্রকাশ পায়। আবার মলিন অন্তঃকরণে সেইরূপে আমার বিনাশ শক্তি সর্ব্বদা প্রবল থাকে।

অর্জ্জুন—দুই প্রকার সন্দেহ আমার মনে উদয় হইতেছে—

(১) তোমার সৃষ্টি বিষয়ে বৈষম্য (২) রক্ষা বিষয়েও বৈষম্য। কেহ ভক্ত, কেহ অভক্ত, কেহ সুন্দর, কেহ কুৎসিত—এই সৃষ্টি-বৈষম্য সকলেই জানে, আবার হিরণ্য-কশিপু, কংস, রাবণ ইহাদিগকে বিনাশ করিলে; আর প্রহ্লাদ, দেবকী, বিভীষণ ইহাদিগকে রক্ষা করিলে রক্ষা বিষয়েও এই বৈষম্য।

ভগবান্—একটী একটী গ্রহণ কর। ১ম সৃষ্টি বৈষম্য—সমুদ্র রত্নরাজীর উপর দিয়াও বহিয়া যায় এবং প্রস্তরের উপর দিয়াও বহিয়া যায়, রত্নকে আদর করিয়া যায় না প্রস্তরকে অনাদর করিয়াও যায় না। আকাশ সকলকেই সমান ভাবেই আলিঙ্গন করিয়া থাকে।

মেঘ সর্ব্বত্র সমান ভাবেই বারিবর্ষণ করে, যেটি যেমন বীজ সেটি সেইরূপ বৃক্ষ উৎপন্ন করে। ইহাতে কি মেঘের পক্ষপাতিত্ব আছে? সেইরূপ যাহার যেরূপ কর্ম্ম, সে সেই কর্ম্মানুসারে ভক্ত, অভক্ত, সুন্দর, কুৎসিত হয়, ইহাতে আমার কি পক্ষপাতিত্ব আছে?

অর্জ্জুন—তা নাই সত্য, কিন্তু বীজের বা কর্ম্মের যে পার্থক্য ইহার স্রষ্টাও ত তুমি। কোকিলের কর্ম্ম ভাল, বায়সের কর্ম্ম মন্দ, এ কর্ম্ম বৈষম্যের স্রষ্টা কে?

ভগবান্—যত প্রকার দেহ দেখ, যত প্রকার বস্তু দেখ ইহারা শক্তির সমষ্টিমাত্র। এই শক্তি নানাপ্রকারের ইহাই আমার প্রকৃতি। আমার সান্নিধ্যে ইহা বহুমুখী হইয়া কর্ম্ম করে। প্রকৃতিতেই কর্ম্মবৈষম্য রহিয়াছে, সত্ব, রজ ও তম এই তিন বিভিন্ন গুণ ইহাতে আছে। অথচ এই প্রকৃতি যখন আমাতে লীন থাকে তখন ইহার সাম্যাবস্থা, ইহার কোন স্ফুরণ হয় না। এজন্য বলা হয় অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি যেমন অভিন্ন সেইরূপ নির্গুণ ব্রহ্মে নির্গুণশক্তি অভিন্নভাবে জড়িত। আত্মা সর্ব্বশক্তিময়। তিনি যখন যেরূপ ভাবনা করেন তখনই স্বীয় সংকল্পবিজৃম্ভিত সেই রূপই দর্শন করেন। "এবং জগতি নৃত্যন্তি ব্রহ্মাণ্ডে নৃত্যমণ্ডপে। কালেন নর্ত্তকেনেব ক্রমেণ পরিশিক্ষিতাঃ।" যো, বা, ৬৷৩৭৷২০ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডরূপ নৃত্য মণ্ডপে কালরূপী নর্ত্তক কর্তৃক পরিশিক্ষিত নটের ন্যায় সেই শক্তি সকল নিয়ত নৃত্য করিতেছে।

তৃণ হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত এই শক্তির নিয়মের বশবর্ত্তী, ইনি নিয়তি নামে উক্ত হইয়া থাকেন। আমার সান্নিধ্যই শক্তিস্ফুরণের কারণ। কিন্তু শক্তি জড়মাত্র, সমস্ত কর্ম্ম শক্তির। কর্ম্ম-বৈষম্য শক্তিতেই রহিয়াছে। যখন সৃষ্টিতরঙ্গ অহং পর্য্যন্ত আইসে তখনই ঐ অহং বিচিত্র রূপ, বিচিত্র কর্ম্ম অনুভব করে। অহং অভিমানী পুরুষ যখন আপন স্বরূপ ভুলিয়া শক্তির খেলা দেখিতে দেখিতে উহাতেই আত্মাভিমান করেন, তখনই শক্তির বিভিন্নতা হেতু ভিন্ন ভিন্ন দেহ সৃষ্ট হয়, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম হয়। কোকিলের সুস্বর, ভেকের কুস্বর, সাধুর প্রকৃতি এবং চোরের প্রকৃতির যে পার্থক্য তাহা এখন বুঝিলে? আমার অভাব কোথাও নাই, আমি সমান ভাবে সর্ব্বত্রই রহিয়াছি। আমার আশ্রয়ে সত্ব-রজ-তম-গুণান্বিতা আমার প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম, রূপ ধারণ করিয়া জগৎরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমার কিন্তু কোন পরিবর্ত্তন নাই। আমাতে আমার শক্তি গঠিত এই ইন্দ্রজাল মায়িক ভ্রমমাত্র। পুরুষ সাধনা বলে প্রকৃতিতে আত্মাভিমান ত্যাগ করিলেই বৈষম্যের হাত এড়াইতে পারে; বুঝিলে কর্ম্মবৈষম্য কেন? বুঝিলে ইহাতে আমার কোন পক্ষপাত নাই? বুঝিলে কিরূপে মেঘ সমান ভাবে বিভিন্ন বীজসমূহে বারিবর্ষণ করে, অথচ ইহাতে মেঘের কোন পক্ষপাতিত্ব নাই? প্রকৃতিতে অভিমান করিয়াই কেহ চোর, কেহ সাধু, কেহ সুপুরুষ, কেহ কুপুরুষ হয়। একবার অভিমান করিলেই নানা প্রকার কর্ম্মে জড়িত হইয়া সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম চলিতে থাকে। এখন সৃষ্টিবৈষম্য বোধ হয় বুঝিযাছ।

অর্জ্জুন—ইহা বুঝিলাম, কিন্তু রক্ষা বিষয়ে যে তোমার বৈষম্য নাই তাই বুঝাইয়া দেও।

ভগবান্—রক্ষাবৈষম্য সাধারণে যাহা দেখে তাহার কথা শুন। সত্য কথা আমি "ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং। গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্" সত্য বটে তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান সংসারেষু নরাধমান্‌, ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু"। ১৬৷১৯ তথাপি

আমার কেহ, প্রিয়ও নাই, কেহ অপ্রিয়ও নাই। এ কথাতে লোকে ভাবিতে পারে যেন আমি কার্য্যে ভক্তগণকে রক্ষা করি, আর অসুরগণকে বিনাশ করি; কিন্তু মুখে বলি প্রিয় অপ্রিয় নাই। ইহা লোকের বুঝিবার ভ্রম। আমি সর্ব্বশক্তিমান্। তুমি যেমন অন্তঃকরণ লইয়া, যেমন ইচ্ছা লইয়া আমার নিকট আসিবে তাহাই অতিশয় প্রবল হইয়া যাইবে। দেবতা তপস্যা করিয়া জীবের মঙ্গল করেন কিন্তু অসুর সেই তপস্যাদ্বারা জগতের অনিষ্টই করে। হিরণ্যকশিপু প্রবলভাবে আমায় হিংসা করিল, তাহার ফলে সে বিনষ্ট হইল। যে নিজের মধ্যে হিংসাবৃত্তি জাগ্রত করে, সেই হিংসাবৃত্তি মূর্ত্তি ধরিয়াই তাহাকে বিনাশ করে। দুষ্ট লোক কত যাতনা হৃদয়ে অনুভব করে তাহা সকলেই সহজে বুঝিতে পারে। চঞ্চল তরঙ্গ যাহা উঠে তাহা সমুদ্রের উপরেই উঠে। যে যাহা করে সবই আমার উপরেই ভাসে। হিরণ্যকশিপুর হিংসাবৃত্তি ও প্রহ্লাদের কাতরভাব অধিষ্ঠান চৈতন্যস্বরূপ আমি, আমাতে তাহা ভাসিয়া নরসিংহ মূর্ত্তি জাগ্রত করিল। "ভক্তচিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবান্ অজঃ"। প্রহ্লাদের শান্তভাব এবং হিরণ্যকশিপুর দ্বেষভাব মিলিত হইয়া নরসিংহ মূর্ত্তি প্রকাশ হইয়া হিরণ্যকশিপুকে বিনষ্ট করিল এবং প্রহ্লাদকে রক্ষা করিল। ভক্ত প্রহ্লাদ ভক্তিভরা হৃদয়ে আমার নিকটে আসিল, তাহার সেই হৃদয়ে আমার যে ছায়া পড়িল, তাহাতে প্রহ্লাদের ইচ্ছা আমার প্রতিবিম্বের ইচ্ছা জাগ্রত করিল এবং শান্ত মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া আশ্রয় দিল। ইহাতে আমার পক্ষপাতিত্ব কোথায়? সৎ হও রক্ষা পাইবে, অসৎ হও বিনষ্ট হইবে, রক্ষা শক্তিটিও যেমন আমার, বিনাশ শক্তিটিও সেইরূপ আমারই শক্তি। দুষ্টলোকে বিনাশ চায় বলিয়া বিনাশ পায়, ভক্ত রক্ষা চান বলিয়া রক্ষা পান। আমি কিন্তু সকলকে সমান ভাবেই দেখি। আপন আপন হৃদয়ের দোষে কেহ আশ্রয় পায়, কেহ বিনষ্ট হয়। ইহাতে আমার দোষ কি? তুমি যেরূপ প্রবৃত্তি লইয়া আমায় ডাকিবে, আমার প্রতিবিম্ব তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে বাড়াইবে, ইহাতে আমার পক্ষপাত নাই, দোষ তোমার হৃদয়ের? এই জন্যই অসুর নিজ প্রবৃত্তিদোষে পুনঃ পুনঃ সংসারে পতিত হয়, আর সাধু সংসারমুক্ত হইয়া নিত্যানন্দ ভোগ করে। সত্ত্বও যেমন আমার প্রকৃতি, রজস্তমও সেইরূপ আমারই প্রকৃতি। জীব সত্ত্বেও অভিমান করিতে পারে, রজস্তমতেও অভিমান করিতে পারে। এ স্বাধীনতা জীবের আছে। ৯ম অধ্যায়ের ৯ শ্লোক দেখ। দেবতা সত্ত্বগুণে অভিমান করিয়া রজস্তম বর্জ্জন করেন, আর অসুর রজস্তমে অভিমান করিয়া সত্ত্বগুণ বর্জ্জন করেন। শক্তির অপব্যবহার করিয়া জীব অসুর হয়। ইহাতে আমার দোষ কি?

অর্জ্জুন—আচ্ছা আর এক কথা—অবতার যদি ভক্ত-চিত্তেরই মূর্ত্তি হয়, তবে ত অবতার রূপকমাত্র হইয়া গেল?

ভগবান্—রূপকের অর্থ না বুঝিয়া যাহারা বলে আমি রূপক তাহারা মূঢ়। হিরণ্যকশিপুর হিংসাবৃত্তিতে এবং প্রহ্লাদের শুদ্ধসত্ত্ব অন্তঃকরণে আমার চিৎছায়া পড়িয়া যে মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল তাহাই নরসিংহ। তোমার মূর্ত্তিও এইরূপেই হইয়াছে। তুমি যদি তোমার মূর্ত্তিকে রূপক বল, তবে ভগবানের মূর্ত্তিকেও রূপক বলিও। ভাবের কোন নাম বা রূপ নাই। ভাব জড়ের সহিত মিশিলেই রূপ গ্রহণ করে॥ ২৯॥

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥

সুদুরাচারঃ অপি অত্যন্তপাপিষ্ঠোঽপি পরহিংসাপরদারপরদ্রব্যাদি-গ্রহণপরায়ণোঽপি অজামিলাদিরিব চেৎ যদ্যপি অনন্যভাক্ অন্যং ন ভজতীত্যনন্যভাক্ অনন্যভক্তিঃ সন্ মাং ভজতে কুতশ্চিদ্ভাগ্যোদয়াৎ সেবতে সঃ প্রাগসাধুরপি সাধুরেব মন্তব্যঃ ধার্ম্মিক এব জ্ঞাতব্যঃ সাধুত্বেন স পূজ্যঃ হি যস্মাৎ সঃ সম্যগ্ব্যবসিতঃ মদেকান্তনিষ্ঠারূপ শ্রেষ্ঠনিশ্চয়বানিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

অত্যন্ত বিগর্হিত কর্ম্মকারী ব্যক্তিও যদি অন্য-ভজন না করিয়া আমার ভজনা করে, তাহাকেও সাধু বলিয়া জানিবে, যেহেতু তিনি উত্তম নিশ্চয়বান্॥ ৩০ ॥

অর্জ্জুন—নিতান্ত পাপিষ্ঠ, মহাদুরাচার, অতিবিগর্হিতকর্ম্মা কোন ব্যক্তি যদি কোন কারণে তোমাকে ভক্তি করিতে পারে, তবে কি তুমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হও ?

ভগবান্—আমার ভক্তির মহিমা অকথ্য। দুরাচার ব্যক্তিও যদি আমার ভক্তি লাভ করিতে পারে তবে সে তৎক্ষণাৎ সর্ব্ব পাপমুক্ত হইয়া যায়। পূর্ব্বে যাহারা ভয়ানক পাপী ছিল তাহারাও আমার ভক্ত হইয়া প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছে। তাহাদের স্মরণেও নীচত্ব যায়, পাপক্ষয় হয়।

অর্জ্জুন—অতিদুরাচার যে হয় সেও কি অন্য সমস্ত বিষয় হইতে মন ছাড়াইয়া তোমার ভজনা করিতে পারে ? অতি পাপী যে তাহার মন তোমাতে লাগিবে কেন ?

ভগবান্—যদি আমাকে ভজিতে না পারিত তবে কি আমি বলি যদি আমাকে ভজে ? অজামীলাদি ইহার দৃষ্টান্ত। আরও দেখ :—

"ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা ভৃশমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ।
নহি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিত্তিমির পরাভবতামুপৈতিঃ" চন্দ্রঃ॥

মৃগচিহ্ন চন্দ্রের অন্তরে থাকিয়া চন্দ্রের ঐ স্থানকে অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। তথাপি যেমন অন্ধকার চন্দ্রকে পরাভব করিতে পারে না, সেইরূপ সাতিশয় মলিন হইয়াও মানুষ যদি শ্রীহরির প্রতি অনন্যচেতা হয়, তবে সেও সর্ব্ব শোভার আস্পদ হয়। 'অতি পাপপ্রসক্তোঽপি ধ্যায়ন্নিমিষমচ্যুতং' অতি পাপী হইয়াও যদি ক্ষণকাল শ্রীভগবানের ধ্যান করে, তবে সে তৎক্ষণাৎ সর্ব্ব প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা অধিক ফললাভ করে।

পাপীতাপীর ইহা অপেক্ষা আশ্বাসের কথা আর কি আছে? যতই কেন পাপী হউক না—সেও আমাকে ডাকিতে পারে, সেও পাপ ত্যাগ করিতে পারে, সেও পুরুষার্থ প্রদর্শন করিতে পারে আমিই পুরুষার্থরূপে তার সঙ্গে আছি, আমি যে শত পাপ করিলেও তারে ত্যাগ করি না, তাবে ক্ষমা করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত। আমাকে ডাকিতে তার ক্লেশ হয় সত্য—কেন না সে অনেক পাপ করিয়াছে কিন্তু তথাপি সে সাধু হইতে পারে॥ ৩০॥

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ ৩১॥

ক্ষিপ্রং শীঘ্রং চিরকালমধর্ম্মাত্মাপি মদ্‌ভজনমহিম্না শীঘ্রমেব ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মানুগতচিত্তঃ ভবতি। দুরাচারত্বং ঝটিত্যেব ত্যক্ত্বা সদাচারো ভবতীত্যর্থঃ কিঞ্চ শশ্বৎ নিত্যং শান্তিং উপশমং বিষয়ভোগস্পৃহানিবৃত্তিং নিগচ্ছতি নিতরাং প্রাপ্নোতি। অতি নির্ব্বেদাৎ কশ্চিত্ত্বদ্ভক্তঃ প্রাগভ্যাস্তং দুরাচারত্বমত্যজন্ন ভবেদপি ধর্ম্মাত্মা, তথাচ স নশ্যেদেবেতি নেত্যাহ ভক্তানুকম্পাপরবশতয়া কুপিত ইব ভগবান্নৈতদাশ্চর্য্যং মন্বীথাঃ হে কৌন্তেয়! মে মম বাসুদেবস্য ভক্তঃ ময়ি সমর্পিতান্তরাত্মা অতিদুরাচারোঽপি প্রাণসঙ্কটমাপন্নোঽপি ন প্রণশ্যতি মত্তোভ্রষ্টঃ সন্

যা ম ম ম ম ম

দুর্গতিং নাপ্নোতি ইতি ত্বং প্রতিজানীহি সাবজ্ঞং সগর্ব্বঞ্চ প্রতিজ্ঞাং কুরু

শ্রী শ্রী

বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজ্ঞাং কুরু ॥৩১॥

[চিরদিন দুষ্কর্ম্মান্বিত থাকিয়াও আমার ভক্তিমাহাত্ম্যে] শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয় এবং নিত্য শান্তিলাভ করে। হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না; ইহা তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সগর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার ॥ ৩১ ॥

অর্জ্জুন—চিরদিন দুষ্কর্ম্ম করিয়াও তোমাকে ভক্তি করিলে আর কোন পাপ থাকে না বলিতেছ, কিন্তু শ্রুতি বলেন "নাবিরতো দুশ্চিরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমনসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ" অবিরত দুশ্চরিত্র অশান্ত, অসমাহিত, অশান্তমনা ইঁহাকে জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্ত হয় না। স্মৃতিও বলেন "নষ্কৃত প্রায়শ্চিত্তমেবং স্মার্ত্তাঃ সাধুং ন মন্বেরন্নিতি" বিনা প্রায়শ্চিত্তে পাপ যায় না।

ভগবান্—শ্রুতি বলিতেছেন যাহাদের দুষ্কর্ম্ম স্বভাবে পরিণত হইয়াছে তাহাদের উপায় স্বতন্ত্র। কিন্তু যাহারা আমাকেই চায়, আমি ভিন্ন তাহাদের প্রকৃত সুখ কোথাও নাই জানে অথচ দুষ্কর্ম্ম করিয়া ফেলে, তাহাদের পাপ শীঘ্রই নষ্ট হয়। আর স্মৃতিশাস্ত্র ও হরিস্মরণকে পাপক্ষয়ের অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; আমি বলিতেছি যত প্রকার পাপ হইতে পারে এবং পাপ-ক্ষয়ের যত প্রকার প্রায়শ্চিত্ত আছে—হরিস্মরণই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায়। হরিস্মরণ মাত্রেই পাপী তৎক্ষণাৎ পাপমুক্ত হয় এবং তৎক্ষণাৎ শান্তিলাভ করে; এবং একবার যে স্মরণের রস জানিয়াছে সে নিত্যই স্মরণ করে, আর নিত্য স্মরণে নিত্য শান্তি ভোগ করে।

অর্জ্জুন—তোমার কথার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিতেছি না।

ভগবান্—পাপকে যতক্ষণ বিশেষ ক্লেশকর বোধ হয় না, ততক্ষণ পাপ হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা হয় না—প্রায়শ্চিত্তেরও ইচ্ছা হয় না। পাপী পাপের যাতনায় দগ্ধ হইতে হইতে একবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। কেহই তাহাকে শান্তি দিতে পারে না। সেই অবস্থায় যখন আমি শরণাগতকে ক্ষমা করি—কত পাপীকে ক্ষমা করিয়াছি, পরে তাহারা প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছে,—পাপী ইহা শ্রবণ করে, শুনিয়া তখন পাপী প্রবল অধ্যবসায়ের সহিত আমাকে ডাকিতে থাকে। বৈরাগ্যযুক্ত চিত্ত তখন একেবারে আমাতে আট্‌কাইয়া যায়। তখন ভক্ত সঙ্গে সে ব্যক্তি সাধু হইয়া যায়। অর্জ্জুন! তুমি স্থির জানিও যাহারা একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া আমায় ডাকিয়াছে, তাহারাই আমার ভক্তির সন্ধান জানিয়াছে; যাহারা একবার ভক্তির সন্ধান জানিয়াছে, তাহা-দিগকে বিনাশ করিতে জগতে আর দ্বিতীয় কেহ নাই। "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" এই কথা তুমি ঢক্কা বাজাইয়া ঘোষণা করিতে পার।

অর্জ্জুন—যদি এইরূপ ব্যক্তির প্রারব্ধ নিতান্ত ভীষণ থাকে তবে ত মৃত্যুকালে সে ভীষণ গতি প্রাপ্ত হইবে ?

ভগবান্—মৃত্যুকালে আমি আপনিই তাহাকে আমার নাম শুনাই, আপনিই তাহাকে দেখা দেই, তাহার পতন কিছুতেই নাই।

অর্জ্জুন—ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি—এ প্রতিজ্ঞা তুমি আমাকে করিতে বল কেন ?

ভগবান্—আমি ত জানিই যে আমার ভক্ত কখনও নষ্ট হয় না। কিন্তু তুমিও লোকের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার যে ভগবানের ভক্ত কখন বিনষ্ট হইতে পারে না। ইহাতে বেশী জোর ॥ ৩১ ॥

মাং হি পার্থ ! ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥

ম শ
হে পার্থ ! হি নিশ্চিতং যে অপি পাপযোনয়ঃ পাপা যোনি র্যেষাং

শ শ শ্রী ম
তে পাপজন্মানঃ স্যুঃ ভবেয়ুঃ যেঽপি স্ত্রিয়ঃ বেদাধ্যয়নাদি শূন্যতয়া

শ্রী ম ম
নিকৃষ্টাঃ যেঽপি বৈশ্যাঃ কৃষ্যাদিমাত্ররতাঃ তথা শূদ্রাঃ জাতিতোঽ-

ম ব ম
ধ্যয়নাদ্যভাবেন পরমগত্যযোগ্যাঃ তে অপি মাং সর্ব্বেশং বসুদেবসুতং

ম শ ব ম
ব্যপাশ্রিত্য শরণমাগত্য পরাং প্রকৃষ্টাং গতিং মৎপ্রাপ্তিং যান্তি গচ্ছন্তি।

ব
এবমাহ শ্রীমান্ শুকঃ "কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা আভীরকঙ্কা

ব
যবনাঃ খশাদয়ঃ। যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ

ব বি
প্রভবিষ্ণবে নমঃ। অহোবত ! শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে

বি
বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম

বি
গৃণন্তি যে তে ॥ ৩২ ॥

হে পার্থ ! যাহারা পাপিষ্ঠজন্মা অথবা স্ত্রীলোক, বৈশ্য বা শূদ্র, তাহারাও আমার শরণাপন্ন হইলে পরমগতি লাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩২ ॥

অর্জ্জুন—তুমি যে ভক্তির মহিমা কীর্ত্তন করিতেছ ইহাতে কার প্রাণে না আশা হয় ?

ভগবান্—অর্জ্জুন ! আরও শোন। চণ্ডাল প্রভৃতি নিকৃষ্ট কুলে যাহারা জন্মিয়াছে, অথবা বেদাধ্যয়নবর্জ্জিত স্ত্রীজাতি, কৃষিবাণিজ্যাদিব্যস্ত বৈশ্যজাতি এবং অধ্যয়নাদি অধিকাররহিত শূদ্রজাতি, সকলেই ভক্তিপ্রভাবে পরমগতি লাভ করিবে। অন্য বিষয়ে অধিকার অনধিকার বিচার আছে, কিন্তু আমার ভক্তির অধিকারী সকলেই। যতই নিকৃষ্ট জাতি হউক বা যতই দুরাচার হউক, আমার ভক্ত হইবার অধিকার সকলেরই আছে। যে আমায় ভক্তি করে সেই পরমগতি প্রাপ্ত হয়। আত্মদর্শনরূপ যোগ ব্যাপারেও স্ত্রী শূদ্রাদির অধিকার আছে। "স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কথা দূরে থাক, পাপনিরত স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্র এই আত্মদর্শনরূপ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া অনায়াসেই পরমগতিলাভে সমর্থ হয়। ৬মাস যোগসাধন করিলে যোগের ফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই।" অনুগীতা ১৯ অধ্যায় ॥ ৩২ ॥

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩ ॥

এবং চেৎ কিমিতি পুণ্যাঃ পুণ্যযোনয়ঃ সদাচারাঃ উত্তমযোনয়শ্চ ব্রাহ্মণাঃ তথা রাজর্ষয়ঃ রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি সূক্ষ্মবস্তুবিবেকিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ মম ভক্তাঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং পুনর্ব্বাচ্যম্ ? যতো মদ্ভক্তেরীদৃশো মহিমা অতো মহতা প্রযত্নেন অনিত্যং ক্ষণভঙ্গুরং অসুখং সুখবর্জ্জিতং গর্ভবাসাদ্যনেকদুঃখবহুলং ইমং লোকং প্রাপ্য সর্ব্বপুরুষার্থসাধনযোগ্যং দুর্ল্লভং মনুষ্যলোকং লব্ধা যাবদয়ং ন নশ্যতি তাবদতিশীঘ্রমেব মাং ভজস্ব শীঘ্রং শরণমাশ্রয়স্ব। মনুষ্য-

আ আ

দেহাতিরিক্তেষু পশ্বাদি দেহেষু ভগবদ্ভজন যোগ্যতাভাবাৎ প্রাপ্তে

আ

মনুষ্যত্বে তদ্ভজনে প্রযতিতব্যম্ ॥ ৩৩ ॥

[যখন নীচজন্মাও আমার ভক্তিপ্রভাবে সদ্গতি প্রাপ্ত হয় তখন] সদাচারী ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের কথা কি আবার বলিতে হইবে ? অতএব অনিত্য [ক্ষণবিধ্বংসী] বহুদুঃখব্যাপ্ত এই মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হইয়া অনতি বিলম্বে আমাকে ভজনা কর ॥ ৩৩ ॥

অর্জ্জুন—আমি কি তোমায় ভক্তি করিতে পারিব ?

ভগবান্—অতি পাপী, ম্লেচ্ছ, স্ত্রী ও শূদ্র ইহারাও ভক্তিপ্রভাবে পরমগতি লাভ করে, তুমি ত ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ যে ভক্তিপ্রভাবে আমাকে সহজেই লাভ করিবে, তাহা কি আবার অধিক করিয়া বলিয়া দিতে হইবে ? অর্জ্জুন ! এই মানব জীবন পত্রাগ্রবিলম্বিত শিশিরবিন্দুবৎ, এই মানবদেহ নানাবিধ আপদের স্থান, অথচ এই মানবদেহ ভিন্ন অন্য দেহে সাধনা হয় না—যত দিন এই দেহ আছে তুমি আজ করিব, কাল করিব, এই কাজ শেষ হইলেই আরম্ভ করিব, এইরূপ না করিয়া একবারেই আমার আশ্রয় গ্রহণ কর ॥ ৩৩ ॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

ব

রাজভক্তোঽপি রাজভৃত্যঃ পত্ন্যাদিমনাস্তথা স তন্মনা অপি ন

ব ব ব

তদ্ভক্তো ভবতি ত্বং তু তদ্বিলক্ষণভাবেন মন্মনা মদ্ভক্তো ভব যদ্বা মন্মনাঃ

শ্রী নী শ্রী ম শ

ময্যেব মনো যস্য ন পুত্রাদৌ স মন্মনাস্ত্বং ভব তথা মদ্ভক্তঃ ভব

শ্রী নী শ্রী নী

ময়ৈব ন রাজাদেধনাদ্যর্থং সেবকোভব মদ্যাজী মদর্থমেব যজ্ঞেন

ম শ ব

স্বর্গাদ্যর্থং স মৎ পূজনশীলোভব মাং নমস্কুরু অতিপ্রেম্ণা দণ্ডবৎ প্রণম।

ম ম ম ম
এবং এভিঃপ্রকারৈঃ মৎপরায়ণঃ মদেকশরণঃ সন্ আত্মানাং অন্তঃকরণং

ব ম ম
মনোদেহঞ্চ বা যুক্ত্বা ময়ি সমাধায় ময়ি নিবেশ্য বা মামেব পরমানন্দঘনং

ম ম
স্বপ্রকাশং সর্ব্বোপদ্রবশূন্যমভয়ং এষ্যসি প্রাপ্স্যসি ॥ ৩৪ ॥

তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত কর, প্রাণে প্রাণে আমার ভক্ত হও, আমাকে পূজা কর, আমাকেই নমস্কার কর। তাহা হইলে মৎপরায়ণ হইয়া তোমার অন্তঃকরণকে আমাতে সমাহিত করিতে পারিবে এবং আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৪ ॥

অর্জ্জুন-- এখন তোমাকে কিরূপে ভক্তি করিব বল ?

ভগবান—আমি সর্ব্বদা সর্ব্ব জীবের সঙ্গে আছি, তোমারও সঙ্গে আছি, তুমি মনে মনে সর্ব্বদা আমাকেই ভাবনা কর, পুত্রকন্যা বা কামিনী কাঞ্চন ভাবিও না, সর্ব্বদা আমারই ভক্ত হও, ধন অর্থের জন্য রাজা বা বড় লোকের ভক্ত হইও না, আমার জন্যই যজ্ঞাদি কর, স্বর্গাদি লাভ জন্য নহে ; সর্ব্বত্র সর্ব্ব-বস্তুতে আমি আছি স্মরণ করিয়া মনে মনে, কোথাও সাক্ষাতে আমাকে প্রণাম কর। বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা আমার নাম উচ্চারণ কর, সর্ব্বদা জপ অভ্যাস কর, স্তব স্তুতি পাঠ কর, আমার কথা আলাপ কর, এই শরীর দ্বারা সর্ব্বদা আমার পূজা কর। এইরূপে যখন ভক্তি প্রবল হইবে তখন সর্ব্বদা তোমার মনে আমার ভাব থাকিবে, তোমার জীবননদী ভগবৎ সাগরে মিশিয়া যাইবে।

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥

॥ ওঁ তৎসৎ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগো
নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীশ্রীস্বাত্মরামায় নমঃ।

শ্রীশ্রীগুরুঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

বিভূতিযোগঃ।
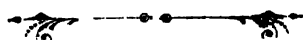
উক্তাঃ সংক্ষেপতঃ পূর্ব্বং সপ্তমাদৌ বিভূতয়ঃ।
দশমে তা বিতন্যন্তে সর্ব্বত্রেশ্বরদৃষ্টয়ে॥
ইন্দ্রিয়দ্বারতশ্চিত্তে বহির্ধাবতি সত্যপি।
ঈশদৃষ্টিবিধানায় বিভূতীর্দশমেঽব্রবীৎ॥ শ্রী

শ্রীভগবানুবাচ।

ভূয় এব মহাবাহো! শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥ ১॥

শ্রী
হে মহাবাহো! মহান্তৌ যুদ্ধাদিস্বধর্ম্মানুষ্ঠানে মহৎপরিচর্য্যায়াং
শ্রী বি
বা কুশলৌ বাহূ যস্য তথা যদ্বা হে মহাবাহো! ইতি যথা বাহুবলং
বি বি
সর্ব্বাধিক্যেন ত্বয়া প্রকাশিতং তথৈতদ্বুদ্ধ্যা বুদ্ধিবলমপি সর্ব্বাধিক্যেন

বি　শ্রী　শ　শ

প্রকাশয়িতব্যামিতি ভাবঃ। ভূয়এব পুনরপি মে মদীয়ং পরমং প্রকৃষ্টং

শ　বি　শ

নিরতিশয়বস্তুনঃ প্রকাশকং পূর্ব্বোক্তাদপ্যুৎকৃষ্টং বচঃ বাক্যং শৃণু

যা　শ　ব　যা

সাবধানমাকর্ণয় যৎ পরমং বচঃ প্রীয়মাণায় মদীয় মহাত্ম্যশ্রবণে

যা　শ্রী　শ্রী　শ

অত্যন্তপ্রীতিযুক্তায় মদ্বচনামৃতেনৈব প্রীতিং প্রাপ্নুবতে তে তুভ্যং অহং

শ　ম　যা

হিতকাম্যয়া হিতেচ্ছয়া ইষ্টপ্রাপ্তীচ্ছয়া বক্ষ্যামি কথয়িষ্যামি ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন হে মহাবাহো! পুনরায় আমার পরমাত্ম প্রকাশক বাক্য শ্রবণ কর। তুমি আমার বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত প্রীতিমান, আমি তোমার হিতার্থ তাহা কহিতেছি ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন—তোমার ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যাদি গুণরাশিতে মন মগ্ন না হইলে তোমার উপর ভক্তিপ্রবাহ স্থায়ী হয় না। যাহাতে প্রবাহরূপে ভক্তি থাকে তাহাই বল।

নী

ভগবান—আমার বিভূতি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম কর তবেই ভক্তি প্রবল হইবে। "সপ্তমে ত্বং পদবাচ্যার্থোনিরূপিতঃ, তদুপাসনাচ্চ ক্রমমুক্তিরিত্যষ্টমে প্রোক্তং নবমে তৎপদলক্ষ্যার্থ উক্তস্তৎ প্রাপ্তয়ে চ বিশ্বতোমুখং সর্ব্বত্র ভগবদ্ভাবভাবনাত্মকং ভগবদ্ভজনমুক্তং তত্রাগদ্বেষকলুষিত মনসামশক্যমিতিমন্বানো ভগবাংস্তৎসিদ্ধয়ে স্ববিভূতীঃ কেষুচিদেব বিশ্বরূপদর্শনমেকাদশে দ্বাদশে পুনস্তৎপদলক্ষ্যস্যাব্যক্তস্যোপাসনং তদুপাসকলক্ষণানি চোক্ত্বাং উপাসনাকাণ্ড তৎপদশোধনার্থং

নী

সমাপয়িষ্যতি।

আমার স্বরূপ দুই প্রকার (১) সোপাধিক—ইহা রূপ ও গুণ বিশিষ্ট। প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়াই আমি উপাধি গ্রহণ করি। (২) নিরুপাধিক—ইহা রূপ ও গুণ বিবর্জ্জিত। ইহা প্রকৃতি হইতে বিযুক্ত। জ্ঞানযোগসিদ্ধি জন্য আমার সোপাধিক স্বরূপ ভাবনা আবশ্যক। প্রকৃতি হইতে পুরুষ ভিন্ন ইহা অনুভব করাই জ্ঞান। ধ্যানযোগসিদ্ধি জন্য আমার নিরুপাধিক স্বরূপ ভাবনা আবশ্যক। ধ্যান অর্থে আপনি আপনি ভাবে স্থিতি।

সপ্তম অধ্যায়ে আমি আমার অপরা প্রকৃতি এবং পরা প্রকৃতি বলিয়া আমার তত্ত্ব বলিয়াছি এবং "রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়" ইত্যাদিতে বিভূতির কথা প্রকাশ করিয়াছি। ইহা উপাসনার জন্য।

অষ্টম অধ্যায়ে এই দেহে যজ্ঞপুরুষ আমি "অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র" ইহা বলিয়াছি। সর্ব্বকার্য্যই যজ্ঞরূপে যিনি সম্পন্ন করিতে পারেন, স্নানে, ভোজনে, ভ্রমণে, যোগভ্যাসে এই বিরাট পুরুষের যিনি উপাসনা করেন তিনি ক্রমমুক্তি লাভ করেন।

নবম অধ্যায়ে আমার স্বরূপের তত্ত্ব বলিয়াছি। অব্যক্তমূর্ত্তিতে আমি জগত ব্যাপিয়া আছি কিরূপে, সর্ব্বভূত আমাতে উঠিতেছে, মিশাইয়া যাইতেছে কিরূপে, অথবা এই ভূতগণ মায়া কল্পিত বলিয়া আমিই আছি অন্য কিছুই নাই কিরূপে, আবার যতক্ষণ মায়িক ব্যাপারের অস্তিত্ব আছে ততক্ষণ আমি ভূতগণের আত্মারূপে থাকিয়া ভূতগণকে পালন করিলেও ভূতগণ আমাতে নাই কিরূপে, ইহা বলিয়াছি। কিরূপে পরম পুরুষের উপাসনা করিতে হয়, কিরূপে একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ভজনা দ্বারা তাঁহাকে একভাবে, কখন পৃথক ভাবে, কখন বা সর্ব্বভাবে পূজা করিতে হয় তাহার কথা বলিয়াছি। এই নবম অধ্যায়েও "অহং ক্রতুরহং যজ্ঞ" ইত্যাদি আমার বিভূতি সমূহ উল্লেখ করিয়া বিশ্বতোমুখের পূজা কিরূপে করিতে হয় তাহাও বলিয়াছি। ৭ম, ৮ম ও ৯ম অধ্যায়ে যে বিভূতির কথা বলিয়াছি, ১০ম অধ্যায়ে তাহা বিস্তার পূর্ব্বক বলিতেছি। ইহা শ্রবণ করিয়া তুমি আমার ধ্যেয়রূপ ও জ্ঞেয়রূপ উভয়ই ধারণা করিতে পারিবে। এইরূপে তুমি আমায় সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হইবে।

বিভূতির জ্ঞান, সোপাধিক এই জ্ঞানের উপায় স্বরূপ, এইজন্য আমি তোমাকে সোপাধিক তত্ত্ব বিভূতি যোগ দ্বারা বুঝাইতেছি।

অর্জ্জুন—"ভূয়এব" ইহা বুঝি সপ্তমাদিতে যাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে সেই কথাই দশমে বিশেষরূপে বলিতেছ বলিয়া।

ভগবান—হাঁ। ॥ ১ ॥

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥ ২ ॥

সুরগণাঃ ইন্দ্রাদয়ঃ মে মম প্রভবং প্রভাবং প্রভুশক্ত্যতিশয়ং প্রভবনমুৎপত্তিমনেকবিভূতিভিরাবির্ভাবং বা ন বিদুঃ ন জানন্তি মহর্ষয়ঃ চ ন ভৃগ্বাদয়শ্চ সর্ব্বজ্ঞা অপি ন মে বিদুঃ। তেষাং তদজ্ঞানে হেতুমাহ হিঃ যতঃ অহং দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈরুৎপাদকত্বেন বুদ্ধ্যাদি প্রবর্ত্তকত্বেন চ নিমিত্তত্বেনোৎপাদান-

ম ম ম ম
ত্বেন চ আদিঃ কারণং অতো মদ্বিকারাস্তে মৎপ্রভাবং ন জানন্তীতার্থঃ

বি বি শ্রী
ন হি পিতুর্জন্মতত্ত্বং পুত্রা জানন্তীতি ভাবঃ অতো মদনুগ্রহং বিনা মাং

শ্রী
কোঽপি ন জানন্তি ॥ ২ ॥

কি দেবগণ, কি মহর্ষিগণ কেহই আমার প্রভাব পরিজ্ঞাত নহেন, কেন না আমি দেবগণ ও মহর্ষিগণের সর্ব্বপ্রকারেই আদি ॥ ২ ॥

অর্জ্জুন—পরমাত্মার প্রকাশক বাক্য তুমি নিজে বল কেন?

ভগবান্—দেখ ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং বশিষ্ঠ, নারদ, অত্রি ভৃগু আদি ১০ মহর্ষি ইঁহারাও জানেন না কিরূপে আমার প্রভাবে, আমার শক্তি সামর্থ্যে সৃষ্টি স্থিতি সংহার হইতেছে। আমার প্রভাব এতই দুর্জ্ঞেয়। কি দেবতা, কি মহর্ষি সকলেরই আদি আমি। যে দিক দিয়া ধর আমি সেই দিক দিয়াই আদি। আমি উৎপাদক, আমি বুদ্ধির প্রবর্ত্তক, নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ, সকল প্রকারেই আমি সকলের মূলে। পিতা না জানাইলে পুত্র কখন পিতার জন্মতত্ত্ব জানিতে পারে না। আমার অনুগ্রহ বিনা আমাকে কেহই জানিতে পারে না।

শ্রুতিবলেন—কো বা বেদ, ক ইহ প্রাবোচৎ, কুত আয়াতা, কুত ইয়ং বিসৃষ্টিরর্ব্বাগ্‌দেবা। অস্য বিসর্জ্জনেনাথ কো বেদ যত আবভূবেতি নৈতদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্শদিতি” চৈবমাদ্যা ॥

অর্জ্জুন—মহর্ষি দশজন কে কে?

ভগবান—ভৃগুমরীচিরত্রিশ্চ অঙ্গিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
মনুর্দক্ষোবশিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্যশ্চেতি তে দশ ॥
ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, মনু, দক্ষ, বশিষ্ঠ, পুলস্ত এই দশ মহর্ষি ॥২॥

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্তেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

ম ম ম
অনাদিং সর্ব্বকারণত্বান্ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং যস্য তম্ অনাদিত্বাৎ

ম বি শ শ
অজং জন্মশূন্যং লোকমহেশ্বরং তব সারথিমপি লোকানাং মহান্তমীশ্বরং

চ মাং যঃ বেত্তি বিজানাতি সঃ মর্ত্ত্যেষু মনুষ্যেষু মধ্যে অসংমূঢ়ঃ সংমোহবর্জ্জিতঃ সর্ব্বপাপৈঃ সর্ব্বৈঃ পাপৈর্ম্মতিপূর্ব্বামতিপূর্ব্বকৃতৈঃ প্রমুচ্যতে প্রকর্ষেণ কারণোচ্ছেদাত্তৎসংস্কারাভাবরূপেণ মুচ্যতে মুক্তোভবতি ॥ ৩ ॥

যিনি জানেন যে আমার জন্ম নাই, আদি নাই এবং আমি সকল লোকের ঈশ্বর, তিনিই মর্ত্তালোকে মোহবর্জ্জিত এবং সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন—লোকে তোমার প্রভাব জানিতে চায় কেন ?

ভগবান্—আমার প্রভাব জানায় মহাফল।

অর্জ্জুন—এই ত মানুষ আকারে তোমায় দেখিতেছি—কিরূপে তবে প্রভাব জানিব ?

ভগবান্—আমার সগুণ পরম ভাবই এই মূর্ত্তি ধরিয়াছে, ঐ ভাবকে তুমি মনুষ্য বুদ্ধিতে না দেখিয়া জন্মশূন্য, সর্ব্বকারণের কারণ সর্ব্বলোক মহেশ্বর বলিয়া জান, তবেই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবে, আর যদি ভাবের ঘরে চুরী হয়, তবে মহাফল লাভ হয় না।

অর্জ্জুন—ভাবের ঘরে চুরী কি ?

ভগবান্—আমি ব্রহ্ম, আমি সর্ব্বশক্তিমান্, আমিই সচ্চিদানন্দরূপী, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই লক্ষণের মূর্ত্তি আমি। কিন্তু আমাকে দেখিয়া যাহার ঐ ভাব ভুল হয়, মনে হয়, এত মানুষ, তাহার হয় না গতি।

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো * ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ৪ ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥

বুদ্ধিঃ অন্তঃকরণস্য সূক্ষ্মাদ্যর্থাববোধন সামর্থ্যং সূক্ষ্মার্থ বিবেচন-

* ভবো ভাবো ইতি বা পাঠঃ।

সামর্থ্যং জ্ঞানং আত্মাদিপদার্থানামববোধঃ আত্মানাত্মসর্ব্বপদার্থাববোধঃ অসংমোহঃ প্রত্যুৎপন্নেষু বোধ্যেষু দ্রব্যেষু বিবেকপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তিঃ প্রত্যুৎপন্নেষু বোধ্যেষু কর্ত্তব্যেষু চাব্যাকুলতয়া বিবেকেন প্রবৃত্তিঃ ব্যগ্রত্বাভাবঃ ক্ষমাঃ আক্রুষ্টস্য তাড়িতস্য বা অবিকৃতচিত্ততা সহনং মনোবিকারহেতৌ সত্যবিকৃতমনস্ত্বম্ সত্যং যথাদৃষ্টস্য যথাশ্রুতস্য চাত্মানুভবস্য পরবুদ্ধিসংক্রান্তয়ে তথৈবোচ্চার্য্যমাণা বাক্। যথার্থভাষণং যথাদৃষ্টবিষয়ং ভূতহিতরূপং বচনং যথাদৃষ্টার্থবিষয়ং পরহিতভাষণং দমঃ বাহ্যেন্দ্রিয়োপশমঃ বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ বাহ্যেন্দ্রিয়াণাং স্ববিষয়েভ্যো নিবৃত্তিঃ নিয়মনং বা শমঃ অন্তঃকরণস্যোপশমঃ অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ সুখং আহ্লাদঃ আত্মানুকূলানুভবঃ ধর্ম্মাসাধারণকারণকমনুকূল-বেদনীয়ং দুঃখং সন্তাপঃ প্রতিকূলানুভবঃ অধর্ম্মাসাধারণকারণকং প্রতিকূলবেদনীয়ং ভবঃ উদ্ভবঃ উৎপত্তিঃ জন্ম অভাবঃ নাশঃ মৃত্যুঃ ভাবঃ সত্তা অভাবোঽসত্ত্বেতি বা ভয়ং চ ত্রাসঃ আগামিনো দুঃখস্য হেতুদর্শনজং দুঃখম্ অভয়ং এব চ অত্রাসএব চ। অহিংসা প্রাণিনাং

ম ব শ ম
পীড়ানিবৃত্তিঃ পরপীড়ানিবৃত্তিঃ সমতা সমচিত্ততা চিত্তস্থরাগদ্বেষাদি-
ম নী শ শ
রহিতাবস্থা মিত্রামিত্রাদৌসমচিত্ততা, তুষ্টিঃ সন্তোষঃ পর্য্যাপ্তবুদ্ধির্লাভেষু
ম ম রা রা
ভোগ্যেষ্বেতাবতাহলমিতি বুদ্ধিঃ সর্ব্বেষাত্মসুদৃষ্টেষু তোষ স্বভাবত্বং
শ শ ম ম
তপঃ ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বকং শরীরপীড়নং শাস্ত্রীয়মার্গেণ কায়েন্দ্রিয়শোষণং
রা রা রা
শাস্ত্রীয়সম্ভোগসংকোচরূপঃ কায়ক্লেশঃ দানং স্বকীয় ভোগ্যানাং
রা ম
পরস্মৈ—উপাদানম্ দেশেকালেশ্রদ্ধয়া যথাশক্ত্যর্থানাং সৎপাত্রে
বা শ শ শ
সমর্পণং যশঃ ধর্ম্মনিমিত্তা কীর্ত্তিঃ অযশঃ অধর্ম্মনিমিত্তা অকীর্ত্তিঃ
শ শ ম
ভূতানাং প্রাণিনাং এতে, পৃথগ্বিধাঃ ধর্ম্মাধর্ম্মাদিসাধনবৈচিত্র্যেণ
ম শ শ নী নী
নানাবিধাঃ স্বকর্ম্মানুরূপেণ ভাবাঃ যথোক্তা বুদ্ধ্যাদয়োবিংশতিভাবাঃ
শ্রী ম নী
মত্তঃ মৎসকাশাৎ পরমেশ্বরাৎ এব ভবন্তি অত উত্তমগুণলাভায়াহমেব
নী
ত্বয়া শরণীকরণীয় ইতি ভাবঃ ॥ ৪ । ৫ ॥

বুদ্ধি, জ্ঞান, অব্যাকুলভাব, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, নাশ, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমচিত্ততা, সন্তোষ, তপঃ, দান, যশ, অযশ, ভূত সকলের এই সমস্ত বিভিন্ন ভাব আমা হইতেই জন্মিয়া থাকে ॥ ৪ । ৫ ॥

অর্জ্জুন—৩শ্লোকে বলিয়াছ "বেত্তি লোক মহেশ্বরম্" তোমাকে যিনি সর্ব্বলোক মহেশ্বর বলিয়া জানেন। তুমি সর্ব্বলোক মহেশ্বর কিরূপে?

ভগবান্—আমিই সকল লোকের, সকল বিষয়ের নিয়ন্তা। আমার ব্যবস্থামত মানুষ সমস্তই প্রাপ্ত হয়।

অর্জ্জুন—মানুষের সমস্তগুণ, সমস্তভাব তোমা হইতে জন্মে কিরূপে?

ভগবান্—বুদ্ধিজ্ঞান অসংমোহ ইত্যাদি ২০টি ভাব আমা হইতে জন্মে কিরূপে দেখ।

প্রথম বুদ্ধি—অন্তঃকরণের সূক্ষ্ম অর্থ বিবেচনার সামর্থ্য। বুদ্ধি সূক্ষ্ম হইলে জড় হইতে চৈতন্যকে পৃথক করিয়া নিশ্চয় করা যায়।

দ্বিতীয় জ্ঞান—বুদ্ধি দ্বারা আত্মা এবং অনাত্মা প্রভৃতি সর্ব্ব পদার্থের বোধ হয়। এই বিচার পূর্ব্বক অনুভবের নাম জ্ঞান।

অসংমোহ—জ্ঞান হইলে আর কোন বিষয়ই পাইবার জন্য ব্যাকুলতা থাকে না। আত্মা ও অনাত্মা যখন জানা হইয়াছে তখন আর মোহ আসিবে কিরূপে?

ক্ষমা—সত্য বিষয় যখন জানা হইয়াছে তখন কেহ আদর করুক বা তাড়না করুক ইহাতে চিত্তের বিকার জন্মে না। সেই জন্য সমস্ত সহ্য করা যায়। অভ্যাসবশতঃ মনোবিকার জন্মিলেও উহা অসত্য বোধে অবিকৃত অবস্থায় স্থির থাকা যায়। অর্থাৎ মোহের ব্যাপার দূর হইলেই ক্ষমা আসিল। কেহ তিরস্কার করিতেছে বা পীড়া দিতেছে প্রভূতশক্তিসম্পন্ন হইয়াও জ্ঞান হেতু বা মোহশূন্যতা হেতু যে বৃত্তি দ্বারা দণ্ডাদিপ্রদান নিবৃত্তি হইয়া যায় তাহার নাম ক্ষমা।

সত্য—যাহা দেখা যায়, যাহা শুনা যায়, যাহা অনুভব করা যায়, তাহা পরকে ঠিক ঠিক বুঝাইবার জন্য যে বাক্য উচ্চারণ করা যায় তাহার নাম সত্য।

দম—বাহিরে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। যে বৃত্তি দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে রূপাদি বিষয় হইতে নিবৃত্তি করিয়া আত্মার শ্রবণ মননাদি ব্যাপারে নিযুক্ত রাখা যায় তাহার নাম দম।

বাহ্যেন্দ্রিয়াণাং তদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়েভ্যঃ নিবর্ত্তনম্। আত্মার বিষয় শুনিতে শুনিতে যখন অন্যবিষয় দেখিতে বা শুনিতে ইচ্ছা হয় না—তখন রূপ রসাদি সম্মুখে পড়িলে যে আত্মাতে প্রত্যাবর্ত্তন তাহাই দম। নতুবা দেখিবনা, শুনিবনা এই নিশ্চয় করিয়া দুই চারিদিন ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হয় মাত্র। আত্মাই দেখার, শুনার বিষয় এইটি যাহার হয় তাহারই দম হয়।

শম—মনের নিগ্রহ। মনকে অন্যবিষয় ভাবনা করিতে না দিয়া যে বৃত্তি দ্বারা আত্মার শ্রবণ মননে ইহাকে নিযুক্ত করা যায় তাহার নাম শম।

শ্রবণ মননাদি ব্যতিরিক্ত বিষয়েভ্যঃ মনসঃ নিগ্রহঃ।

সুখ—এক জাতীয় বস্তু সেই জাতীয় বস্তুর উত্তেজক। সত্ত্ব রজ তমাদি ভিতরে বাহিরে রহিয়াছে। বাহ্যবস্তুনিষ্ঠসুখধর্ম্মক সত্ত্ব আর অন্তঃকরণ নিষ্ঠসুখধর্ম্মক সত্ত্ব—এই দুই সত্ত্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা সন্নিকৃষ্ট হইলে উভয়েই উভয়ের উত্তেজনা করে। অন্তঃকরণের সত্ত্বাংশ উত্তেজিত হইলে ঐ সত্ত্বাংশ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া এক আশ্চর্য্য সুখাকারা বৃত্তি প্রসব করে। ঐরূপ

আবার তম উত্তেজিত হইলে দুঃখাকারা বৃত্তি প্রসব করে। এজন্য অনুকূল মনোবৃত্তির নাম সুখ। ধর্ম্ম হইতে সুখ উৎপন্ন হয়।

দুঃখ—প্রতিকূল মনোবৃত্তির নাম দুঃখ। অধর্ম্ম হইতে দুঃখ জন্মে।

ভব—অর্থ জন্ম বা উৎপত্তি, অভাব অর্থ নাশ বা অসত্তা।

ভয়—আগামী দুঃখের হেতু দর্শনজনিত দুঃখের নাম ভয়।

অভয়—যাহা ভয়ের বিপরীত তাহা।

অহিংসা—কোন জীবকে দুঃখ না দিবার ইচ্ছা।

সমতা—শত্রু মিত্র রাগ-দ্বেষ ইত্যাদিতে সমচিত্তত্ব।

তুষ্টি—কোন ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হইলেও ইহা কি হইবে এই পর্য্যাপ্ত বুদ্ধি।

তপঃ—শাস্ত্রমত ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক শরীর নিগ্রহ। শাস্ত্রীয় ভোগ সংকোচরূপ কায়ক্লেশ।

দান—দেশ কাল বিচার করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দেওয়া।

যশ—ধর্ম্ম-নিমিত্ত লোক প্রশংসা।

অযশ—অধর্ম্ম নিমিত্ত লোক-নিন্দা।

এই সমস্ত ভাব আমা হইতেই জন্মে ॥ ৪। ৫ ॥

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।

মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬

মহর্ষয়ঃ সপ্তঃ ভৃগ্বাদ্যাঃ পূর্ব্বে চত্বারঃ তেভ্যোঽপি পূর্ব্বে প্রথমা-শ্চত্বারঃ সনকাদ্যা মহর্ষয়ঃ তথা মনবঃ স্বায়ম্ভুবাদ্যাশ্চতুর্দ্দশ সাবর্ণাঃ মদ্ভাবাঃ ময়ি পরমেশ্বরে ভাবো ভাবনা যেষাং তে মচ্চিন্তনপরাঃ। মদ্ভাবনাবশাদাবির্ভূতমদীয়জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তয় ইত্যর্থঃ মানসাঃ জাতাঃ

মনসঃ সঙ্কল্পাদেবোৎপন্না নতু যোনিজাঃ। অতো বিশুদ্ধজন্মত্বেন সর্ব্বপ্রাণিশ্রেষ্ঠা মত্তএব হিরণ্যগর্ভাত্মনোজাতাঃ সর্গাদ্যকালে প্রাদুর্ভূতাঃ। যেষাং মহর্ষীণাং সপ্তানাং, চতুর্ণাং চ সনকাদীনাং, মনূনাং চ চতুর্দ্দশানাং, লোকে অস্মিন্ লোকে ইমাঃ ব্রাহ্মণাদ্যাঃ প্রজাঃ "জন্মনা চ বিদ্যয়া চ সন্ততিভূতাঃ ॥৬॥

ভৃগু প্রভৃতি সপ্তমহর্ষি, তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সনকাদি চারিজন মহর্ষি, এবং স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু, ইঁহারা সকলেই আমার মানস হইতে আবির্ভূত বলিয়া আমার জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিসম্পন্ন। ইঁহারাই এই জগতে ব্রাহ্মণাদি প্রজা সকল সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

অর্জ্জুন—মনুষ্যের মধ্যে যাহা কিছু ভাব তাহারই সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কি তুমি সর্ব্বলোকমহেশ্বর ?

ভগবান্—শুধু তাহাই নহে। মহর্ষিগণ ও মনুগণ হইতে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু সপ্তমহর্ষি, চতুর্দ্দশ মনু, ও মহর্ষি ইহারা সকলেই আমার সঙ্কল্প হইতে জাত।

সপ্তমহর্ষি ১০।২ দেখ—ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, মনু, দক্ষ, বশিষ্ঠ, পুলস্ত্য।

পূর্ব্ব চারি মহর্ষি—সনক, সনন্দ সনাতন, সনৎকুমার।

চতুর্দ্দশ-মনু—সায়ম্ভূব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুস, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবার্ণ, এবং ইন্দ্রসাবর্ণি।

সমস্ত-মনুষ্য ইহাদের সন্তান সন্ততি" ॥৬॥

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকল্পেন* যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭॥

যঃ মমঃ এতাং প্রাগুক্তাং বুদ্ধ্যাদিমহর্ষ্যাদিরূপাং বিভূতিং বিস্তারং

---

* অবিকম্পেন ইতি বা পাঠঃ।

বিবিধভাবং তত্তদ্রূপেণাবস্থিতিং যোগং চ যোগৈশ্বর্য্যসামর্থ্যং ঈশ্বরস্য তত্তদর্থসম্পাদনসামর্থ্যং যোগস্তৎফলমৈশ্বর্য্যং তত্ত্বতঃ যথাবৎ বেত্তি সঃ অবিকল্পেন নিশ্চলেন অপ্রচলিতেন যোগেন সম্যগ্‌জ্ঞানস্থৈর্য্য-লক্ষণেন সমাধিনা যুজ্যতে যুক্তো ভবতি অত্র ন সংশয়ঃ প্রতিবন্ধঃ কশ্চিৎ ॥৭॥

যিনি আমার পূর্ব্বোক্ত বিবিধভাব এবং যোগৈশ্বর্য্যসামর্থ্য যথার্থরূপে জানেন, তিনি জ্ঞানের স্থিরতারূপ সমাধিতে যুক্ত হয়েন, এ বিষয়ে সংশয় নাই ॥৭॥

অর্জ্জুন—তোমার প্রভাব জানিলে কি হয়?

ভগবান্—আমার বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য জ্ঞান হইলে আমাকে সম্যক্ জানা হইল। যিনি আমার স্বরূপ জানিতে পারিয়াছেন তিনিই আমা ভিন্ন অন্য কিছুতেই আর আসক্ত হইতে পারেন না। আমার জ্ঞানের স্থিরতারূপ সমাধিতে লাগিয়া থাকেন। নিরন্তর আমাকে লইয়াই যিনি থাকেন সেই জ্ঞানীই আমার যথার্থ ভক্ত ॥ ৭ ॥

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥৮॥

অহং পরংব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যং সর্ব্বস্য বিচিত্রচিদচিৎপ্রপঞ্চস্য প্রভবঃ উৎপত্তিকারণমুপাদানং নিমিত্তং চ সর্ব্বং স্থিতিনাশক্রিয়া-ফলোপভোগলক্ষণং বিক্রিয়ারূপং জগৎ মত্ত এব প্রবর্ত্ততে ভবতি

ম
ময়ৈবান্তর্যামিনা সর্ব্বজ্ঞেন সর্ব্বশক্তিনা প্রের্যমাণং স্বস্বমর্য্যাদামনতি-

ম শ্রী
ক্রম্য সর্ব্বং জগৎ প্রবর্ত্ততে চেষ্টত ইতি বা ইতি মত্বা ইত্যেবং অববুধ্য

ম ম ম
বুধাঃ বিবেকেনাবগততত্ত্বাঃ ভাবসমন্বিতাঃ পরমার্থ তত্ত্বগ্রহণরূপেণ প্রেম্না

শ ম শ
সংযুক্তাঃ সন্তঃ মাং ভজন্তে সেবন্তে ॥৮॥

আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তিকারণ, আমা হইতেই সমুদায় প্রবর্ত্তিত হইতেছে। বুদ্ধিমান্‌গণ ইহা জানিয়া আমার প্রতি প্রেমবান্ হইয়া আমার সেবা করেন ॥৮॥

অর্জ্জুন—যেরূপ বিভূতি যোগজ্ঞানে তোমাতে অবচলিত ভাবে আটকাইয়া তোমার সেবা করা যায়, তাহা আবার বল।

ভগবান্—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" আমা হইতেই সৃষ্টি স্থিতি-লয় হইতেছে, আমিই সকলের প্রবর্ত্তক, মনুষ্যের ধীশক্তির প্রেরণা আমিই করি, চন্দ্রসূর্য্যের গতি আমিই প্রদান করিতেছি, বায়ু সমুদ্রকে চালাইতেছি আমিই, ফলে জগতের সমস্ত বস্তুর প্রেরক আমিই; সর্ব্বদ্রষ্টা আমি, সর্ব্ব জ্ঞাতা আমি; তোমাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত আমিই করি, প্রবৃত্ত করিয়া আমিই দেখিতেছি-তুমি কি কর, যিনি ইহা জানেন তিনিই ভাবযুক্ত হইয়া আমার সেবা করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥৯॥

ম ম বি
মচ্চিত্তাঃ ময়ি ভগবতি চিত্তং যেষাং তে মদ্রূপ-নাম-গুণ-লীলা-

বি বি
মাধুর্য্যাস্বাদেনৈব লুব্ধমনসঃ মদ্গতপ্রাণাঃ মাং বিনা প্রাণান্ ধর্ত্তুমস-

ম ম
মর্থাঃ মদ্ভজনার্থ জীবনাঃ পরস্পরং বোধয়ন্তঃ বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীষু অন্যোন্যং

শ্রুতিভির্যুক্তিভিশ্চ তত্ত্ববুভুৎসুকথয়া জ্ঞাপয়ন্তঃ মাং মহামধুররূপগুণলীলামহোদধিং কথয়ন্তশ্চ স্বশিষ্যেভ্যশ্চ উপদিশন্তশ্চ সন্তঃ ময়ি চিত্তার্পণং তথা বাহ্যকরণার্পণং তথা জীবনার্পণং এবং সমানানামন্যোন্যং মদ্বোধনং স্বন্যূনেভ্যশ্চ মদুপদেশনমিত্যেবংরূপং মদ্ভজনং তেনৈব নিত্যং তুষ্যন্তি চ এতাবতৈব লব্ধসর্ব্বার্থা বয়মলমন্যেন লব্ধব্যেনেত্যেবং প্রত্যয়রূপং সন্তোষং প্রাপ্নুবন্তি চ রমন্তি চ তেন সন্তোষেণ রমন্তে চ —প্রিয়সঙ্গমেনেব উত্তমং সুখমনুভবন্তি চ তদুক্তং পতঞ্জলিনা "সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভ ইতি" উক্তং চ পুরাণে :—যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎসুখম্। তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলা" ইতি। তৃষ্ণাক্ষয়ঃ সন্তোষঃ ॥৯॥

যাঁহাদের চিত্ত আমার রূপে গুণে লুব্ধ, যাঁহাদের প্রাণ মদ্গত—আমি ভিন্ন প্রাণধারণে যাঁহারা অসমর্থ—এরূপ সাধক পরস্পর আমার কথাই কীর্ত্তন করিয়া এবং পরস্পরকে আমার কথা বুঝাইয়া সন্তোষ এবং পরমসুখ লাভ করেন ॥৯॥

অর্জ্জুন—ভাবযুক্ত হইয়া কিরূপে তোমার ভজনা করিতে হয়?

ভগবান্—নিরন্তর আমার গুণ, লীলা ও রূপ আস্বাদন করিতে করিতে চিত্ত আমাতেই পূর্ণ হইবে, তখন আমা ভিন্ন প্রাণধারণ করিতে ইচ্ছা হইবে না—অন্তরঙ্গ সঙ্গে আমার তত্ত্ব কথার ভাব আস্বাদন করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরকে প্রবুদ্ধ করিবে, বহিরঙ্গ সঙ্গে আমার নাম

সঙ্কীর্ত্তনাদি উপদেশ প্রদান করিবে, এইরূপ করিতে করিতে সাধকের মনে হইবে আমি সমস্তই লাভ করিতেছি। ইহাতেই আপন উন্নতি দর্শনে একটা সন্তোষ থাকিবে এবং প্রিয়সঙ্গম জন্য সর্ব্বদা এক সাত্ত্বিক সুখ অনুভূত হইবে ॥ ৯ ॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০ ॥

　　　　　　　　　শ　　　শ
প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং স্নেহপূর্ব্বকং মাং সেবমানানাং সততযুক্তানাং
শ　　　বি　　　　বি
নিত্যাভিযুক্তানাং নিত্যমেব মৎ সংযোগাকাঙ্ক্ষিণাং তেষাং তং
ম　　　　ম　　　ম
অবিকম্পেন যোগেনেতি যঃ প্রাগুক্তস্তং বুদ্ধিযোগং মৎতত্ত্ববিষয় সম্যগ্-
ম　　　ম　　　ম　　　শ
দর্শনং দদামি উৎপাদয়ামি যেন বুদ্ধিযোগেন সম্যগদর্শনলক্ষণেন তে
ম　　　শ্রী　　　শ　　　শ　　　না
মাং ঈশ্বরং উপযান্তি প্রাপ্নুবন্তি আত্মত্বেন প্রতিপদ্যন্তে। সমুদ্রমিব
　　　নী　　　বি
নদ্যোঽভেদেন প্রবিশন্তি যদ্বা সাক্ষান্মন্নিকটং প্রাপ্নুবন্তি ॥১০॥

যাহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করেন, সতত আমাতে চিত্তার্পণ করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন, এইরূপ ভক্তকে আমি সেইরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকি যদ্বারা তাঁহারা আমাকে তাঁহাদেরই আত্মা বলিয়া বুঝিতে পারেন [আমাকে লাভ করেন] ॥ ১০ ॥

অর্জ্জুন—মানুষের বুদ্ধি বা কতটুকু যে তাহারা তোমাকে আপনার বলিয়া ধারণা করিবে ?

ভগবান্—আমার প্রীতির জন্য নিষ্কাম কর্ম্মে পাপক্ষয় করিতে করিতে এবং আমার উপাসনা দ্বারা চিত্ত একাগ্র করিতে করিতে আমার ভক্ত বুঝিতে পারে যে তাহার উপর আমার কৃপা দৃষ্টি পড়িতেছে—সাধক যখন অনুভব করে যে আমি কারুণ্যামৃত বর্ষণ করিতে করিতে তাহার দিকে চাহিতেছি, তখন ভগবৎবুদ্ধি আপনিই খুলিয়া যায়—সেও তখন আমার দিকে কাতর প্রাণে তাকাইয়া থাকে এবং দেখিতে পায় যে আমিই তাহার আপনার হইতে আপনার'। আমাকেই "নিজের স্বরূপ বোধ করিলেই আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ১০ ॥

তেষামেবাহনুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥১১॥

শ বি
তেষাং এব মদ্ভক্তানাং নতু অন্যেষাং অভক্তানাং অনুকম্পার্থং

ম ম শ ম
কথং শ্রেয়ঃ স্যাদিত্যনুগ্রহার্থং দয়াহেতোঃ আত্মভাবস্থঃ আত্মা-

ম ম শ্রী শ্রী ম
কারান্তঃকরণবৃত্তৌ বিষয়ত্বেন স্থিতঃ বুদ্ধিবৃত্তৌ স্থিতঃ অহং স্বপ্রকাশ-

ম আ
চৈতন্যানন্দাদ্বয়লক্ষণ আত্মা ভাস্বতা সনাতনং চিত্তৈকাগ্র্যং তৎপূর্ব্বং

আ
ধ্যানং তেন জনিতং সম্যগ্দর্শনফলং তদেব ভাঃ তদ্বতা একাগ্রধ্যান-

শ শ্রী ম
জনিতসম্যগ্দর্শনবিস্ফুরতা জ্ঞানদীপেন দীপসদৃশেন জ্ঞানেন বিবেক-

শ শ
প্রত্যয়রূপেণ ভক্তিপ্রসাদস্নেহাভিষিক্তেন অজ্ঞানজং অবিবেকতোজাতং

শ শ
তমঃ মিথ্যাপ্রত্যয়লক্ষণং মোহান্ধকারং নাশয়ামি ॥১১॥

ভক্তগণের প্রতি কৃপা হেতু আমি তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে আগমন করিয়া উজ্জ্বল জ্ঞান দীপ দ্বারা তাহাদের অজ্ঞান অন্ধকার নাশ করি ॥ ১১

অর্জ্জুন—তুমি তাহাদিগকে বুদ্ধি যোগ প্রদান কর, কোথায় তুমি তখন থাক ?

ভগবান্—আমার ভক্তদিগের বুদ্ধিতে আমি উদয় হই।

অর্জ্জুন—বুদ্ধিতে আসিয়া কি কর ?

ভগবান্—তাহাদিগকে কৃপা করি।

অর্জ্জুন—কিরূপে কৃপা কর ?

ভগবান্—আমিই অন্তর-দেবতা। আমি জ্ঞানের উজ্জ্বল দীপ জালিয়া সেই দীপ হস্তে লইয়া আমার ভক্তের হৃদয়ের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া দি। আমি দয়া করিয়া দেখা না দিলে কোন

কৌশলেই আমাকে কেহ দেখিতে পারে না। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য" ইত্যাদি। দীপ প্রবল বায়ুতে নির্ব্বাণ হয় সত্য কিন্তু ধীর বায়ু ভিন্ন দীপ জ্বলে না, যাহার প্রাণে আমার ভক্তির ধীর বায়ু প্রবাহিত, সেখানে জ্ঞানের প্রদীপ নিবিয়া যায় না। নারদ শুকাদির মত জ্ঞানী হইয়াও ইঁহারা আমার সেবার সাধ ত্যাগ করেন না ॥১১॥

অর্জ্জুন উবাচ।

> পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
> পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥১২॥
> আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
> অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥১৩॥

শ ম ম
ভবান্ পরংব্রহ্ম পরমাত্মা পরংধাম আশ্রয়ঃ, প্রকাশো বা পরমং
ম রা ম
পবিত্রং পাবনং অশেষকল্মষাশ্লেষবিনাশকরং যতঃ সর্ব্বে ঋষয়ঃ
ম ম
তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠাঃ সর্ব্বে ভৃগুবশিষ্ঠাদয়ঃ দেবর্ষির্নারদঃ তথা অসিতো
ম ম ম
দেবলশ্চ ধৌম্যস্য জ্যেষ্ঠোভ্রাতা ব্যাসশ্চ ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ ত্বাং
ম শ ম ম
অনন্তমহিমানং শাশ্বতং নিত্যং সর্ব্বদৈকরূপং পুরুষং পরমাত্মানং দিব্যং
ম ম ম
দিবি পরমে ব্যোম্নি স্বস্বরূপে ভবং সর্ব্বপ্রপঞ্চাতীতং আদিদেবং আদিং
ম ম
চ সর্ব্বকারণং দেবং চ দ্যোতনাত্মকং স্বপ্রকাশং অতএব অজং
শ্রী য শ্রী শ শ
অজন্মানং বিভুং সর্ব্বগতং ব্যাপকং বিভবনশীলং আহুঃ কথয়ন্তি
ম ম ম ম রা
কিমন্যৈর্ব্বহুভিঃ স্বয়ং চ এব স্বয়মেব ত্বং চ মে মহ্যং ব্রবীষি ভূমি-

রা
রাপোনলোবায়ুরিত্যাদিনা অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে
রা
ইত্যন্তেন ॥১২-১৩॥

অর্জ্জুন কহিলেন। আপনি পরব্রহ্ম, পরমপ্রকাশ—(আনন্দরূপে দীপ্তিমান্) সমস্তপাপনাশকর। ভৃগু বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ এবং অসিত-দেবল, ও ব্যাস প্রভৃতি তোমাকে সর্ব্বদা একরূপ, পরমাত্মা, সর্ব্বপ্রপঞ্চাতীত বলিয়া স্বস্বরূপস্থ, আদিদেব, অজন্মা, সর্ব্বব্যাপী বিভু বলেন। এবং তুমিও আমাকে স্বয়ং এইরূপ বলিতেছ ॥ ১২—১৩ ॥

অর্জ্জুন—তোমার বিভূতি শুনিয়া আমার উৎকণ্ঠা বাড়িতেছে, আমি দেখিতেছি তুমি নিজের সম্বন্ধে যাহা বলিতেছ শাস্ত্রও তোমার সম্বন্ধে সেইরূপ বলিতেছেন।

ভগবান—কে আমাকে এইরূপ বলিয়াছে? অন্যেও বলিয়াছে বলিয়া তোমারই বা হর্ষ কেন?

অর্জ্জুন—ঋষি, দেবর্ষি, অসিত-দেবল, ব্যাস, সকলেই এইরূপ বলিয়াছেন। গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্য মিলিতেছে বলিয়াই আমার হর্ষ ॥ ১২—১৩ ॥

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব!
ন হি তে ভগবন ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥১৪॥

ম
হে কেশব! "ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ" ইতি
শ শ শ ম
যং মাং প্রতি বদসি ভাষসে এতৎ সর্ব্বং ঋতং সত্যং মন্যে নহি,
ম
ত্বদ্বচসি মম কুত্রাপ্যপ্রামাণ্যশঙ্কা—তচ্চ সর্ব্বজ্ঞাত্বাত্ত্বং জানাসীতি হি
ম ম ম শ ম
যস্মাৎ হে ভগবন্ সমগ্রৈশ্বর্য্যাদিসম্পন্ন! তে তব ব্যক্তিং প্রভাবং
ম শ্রী শ্রী
জ্ঞানাতিশয়শালিনোঽপি দেবাঃ ন বিদুঃ ন জানন্তি দানবাঃ ন দানবাশ্চ

শ্রী　আ　　　　　　　　　　　　　　　　　　আ
ন বিদুঃ। যদা দেবাদীনামপি দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং তব রূপং [প্রভবো নাম

আ　　　　　　　আ
নিরুপাধিক স্বভাবঃ] তদা কা কথা মনুষ্যাণামিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

হে কেশব! যাহা আমাকে বলিতেছ সে সবই সত্য মানি, হে ভগবন্! যেহেতু কি দেব কি দানব কেহই তোমার প্রভাব জানেন না [তখন আর আমার মত মনুষ্য কি জানিবে] ॥ ১৪ ॥

ভগবান্—দেব ও দানবেরা আমার প্রভাব জানে না কেন তুমি জান ?

অর্জ্জুন—তোমার বিশ্ববিমোহিনী মায়ায় মোহিত হইয়া জানিয়াও ধরিতে পারে না তুমি কে ? দেবতাদিগের প্রতি অনুগ্রহার্থ এবং দানবদিগের নিগ্রহে অনুগ্রহ প্রকাশ জন্য তুমি যে আবির্ভূত হও তাহা তাহারা ভুলিয়া যায়।

ভগবান—অর্জ্জুন! তুমি কি আমার "আবির্ভাবের" কথা কেহই জানে না এই বলিতেছ ?

অর্জ্জুন—ব্যক্তি অর্থে আবির্ভাবও ত হয় ?

ভগবান্—আমি কিন্তু আমার আবির্ভাবের কথা বলিতেছিলাম না, আমি বলিতেছিলাম আমার প্রভাব বা নিরুপাধিক স্বভাব কেহই জানে না ॥ ১৪ ॥

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম !
ভূতভাবন ! ভূতেশ ! দেবদেব ! জগৎপতে ! ॥ ১৫ ॥

　　　　　ম　　　　　　　　　　　　　　　ম
হে পুরুষোত্তম ! ত্বদপেক্ষয়া সর্ব্বেঽপি পুরুষা অপকৃষ্টা এব

ম　　　　　　　　　　　　　　ম
পুরুষোত্তমত্বমেব বিবৃণোতি পুনশ্চতুর্ভিঃ সম্বোধনৈঃ হে ভূতভাবন !

ম　　　　　　　　ম　　　ম　　　ম
ভূতানি সর্ব্বাণি ভাবয়ত্যুৎপাদয়তীতি সর্ব্বভূতপিতঃ ! পিতাপি কশ্চি

ম　　　　　　ম
ন্নেষ্টস্তত্রাহ হে ভূতেশ ! সর্ব্বভূতনিয়ন্তঃ নিয়ন্তাপি কশ্চিন্নারাধ্য-

ম　　　　　　　　ম
স্তত্রাহ হে দেবদেব ! দেবানাং সর্ব্বারাধ্যানামপ্যারাধ্যঃ। আরাধ্যোঽপি

কশ্চিন্ন পতিস্তত্রাহ হে জগৎপতে! হিতাহিতোপদেশক! বেদ-প্রণেতৃত্বেন সর্ব্বস্য জগতঃ পালয়িতঃ ত্বং স্বয়মেব অন্যোপদেশাদিক-মন্তরেণৈব আত্মনা স্বরূপেণ স্বেনৈব জ্ঞানেনৈব আত্মানং নিরূপাধিকং সোপাধিকঞ্চ বেত্থ জানাসি নান্যঃ কশ্চিৎ এতাদৃশ সর্ব্ব-বিশেষণ-বিশিষ্টস্ত্বং সর্ব্বেষাং পিতা, সর্ব্বেষাং গুরুঃ সর্ব্বেষাং রাজা হতঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ সর্ব্বেষামারাধ্য ইতি কিং বাচ্যং পুরুষোত্তমত্বং তবেতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! তুমি আপনিই অন্যের উপদেশ অপেক্ষা না করিয়া আপনজ্ঞানে আপনস্বরূপ জান ॥ ১৫ ॥

ভগবান্—আপনি আপনাকে জানি কি ভাবে বলিতেছি বল দেখি!

অর্জ্জুন—দেখ আমি জীব, তুমি ঈশ্বর, আমি অল্পজ্ঞ, তুমি সর্ব্বজ্ঞ, আমি অংশ, তুমি পূর্ণ, আমি কিরূপে তোমায় জানিব? তুমি সর্ব্বশক্তিমান্, তুমি আমায় পূর্ণ করিয়া দিলে তখন আমি--তুমি থাকিল না--তুমি আপনি তখন আপনাকে জানিলে—আমি কি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি?

ভগবান্—হাঁ তাই। আরও একটু কথা আছে—তুমি আমি মূলে পাৰ্থক্য নাই স্বস্বরূপে থাকিয়াও আমিই জীবভাব গ্রহণ করিয়াছি—সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অল্পজ্ঞ সাজিয়াছি, পূর্ণ হইয়াও অংশ সাজিয়াছি, পরমাত্মা হইয়াও জীবাত্মা হইয়াছি। নতুবা আমার আবার অংশ কি? আমি ত পূর্ণ। জ্ঞানের আবার অল্পত্ব বহুত্ব কি—জ্ঞান ত একই। জীব ও ব্রহ্মের একত্বই জ্ঞান। অদ্বৈতই জ্ঞান। বহু বিষয়ের যে জ্ঞান তাহা জ্ঞান নহে অজ্ঞান। জল সমুদ্রেই থাক আর জলাশয়েই থাক্ একই। আমি যখন তোমার বুদ্ধিতে প্রকাশ হই তখন তোমার বুদ্ধি আমার আকারে আকারিত হয়—বুদ্ধির এ শক্তি আছে। যখন আমি তোমার ঘটরূপ উপাধি ছুটাইয়া দি তখন ঘটাকাশরূপী তুমি এবং মহাকাশরূপী আমি এক হইয়া যাই—তখন তুমি

আমাকে জানিতে পার। প্রকৃত পক্ষে তখন 'তুমি' থাকিয়াও থাকে না। আমার জ্ঞানে আমিই আমাকে জানি। আচ্ছা তুমি এত করিয়া আমায় সম্বোধন করিতেছ কেন?

অর্জ্জুন—কি জানি তুমি আমায় কি করিয়া দিতেছ। কতরূপে তোমায় সম্বোধন করিতে ইচ্ছা হইতেছে—কোন্ অর্থে যে এসব সম্বোধন করিতেছি তাহাও জানি না।

ভগবান্—দেখ, তোমার হৃদয়ে আমার ভাব প্রবিষ্ট হইয়াছে, তোমার প্রত্যেক সম্বোধনেরও অর্থ আছে—হৃদয় হইতে একটির পর একটি যে বাহির হইতেছে ইহাদেরও শৃঙ্খলা আছে। পবিত্র হৃদয় হইতে যাহা বাহির হয় তাহার কোন কথাই প্রলাপ নহে।

অর্জ্জুন—আমিত তাহা বুঝিনা, প্রাণ ছুটিতেছে তাই কত কি বলিয়া যাইতেছি।

ভগবান্—ভক্ত কত কথাই উচ্চারণ করে কিন্তু সে তাহাদের সম্পর্ক দেখেনা, আমি দেখি—আমি চিৎ ও আনন্দ উভয়ে পূর্ণ।

অর্জ্জুন—কি সম্পর্ক তুমি বুঝাইয়া দাও।

ভগবান্—আমা হইতে কেহই আর উত্তম নাই তাই আমি পুরুষোত্তম। আর আমি যে পুরুষোত্তম তাই তোমার পবিত্র হৃদয় পরে পরে দেখাইতেছে। সমস্ত ভূত আমিই উৎপন্ন করিতেছি, তাই আমি সর্ব্বভূতের পিতা—ভূতভাবন। পিতা হইলেও কখন কখন পুত্রের নিয়ন্তা হয় না, তাই বলিতেছ আমি ভূতেশ—সর্ব্বভূতের নিয়ন্তা। নিয়ন্তা হইলেও কখন কখন আরাধ্য হয় না, তাই বলিতেছ আমি দেবদেব অর্থাৎ সর্ব্ব দেবেরও আরাধ্য। আবার আরাধ্য হইলেও প্রতিপালক না হইতে পারে, সেই জন্য বলিতেছ জগৎপতি—আমি জগতের পতি, জগতের পালন কর্ত্তা—জগতের হিতোপদেশক—স্থূল দেহের আহার দিয়া আমিই পালন করিতেছি, আবার বেদাদি প্রণয়ণ করিয়া জ্ঞানরূপ আহার দিতেছি তাই আমি জগৎপতি। দেখিতেছ সকলের পিতা! সকলের গুরু! সকলের রাজা! তাই সর্ব্বপ্রকারে সকলের আরাধ্য! তাই তোমার পবিত্র হৃদয় হইতে উচ্চারিত হইল আমি পুরুষোত্তম ॥ ১৫ ॥

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্ব্বিভূতিভির্লোকানিমাং স্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

ম রা শ
ত্বং সর্ব্বজ্ঞঃ যাভিঃ বিভূতিভিঃ অনন্তাভিঃ আত্মনোমাহাত্ম্যবিস্তরৈঃ

ম ম
ইমান্ সর্ব্বান্ লোকান্ ব্যাপ্য পূরয়িত্বা তিষ্ঠসি বর্ত্তসে হি যস্মাৎ তাঃ

ম ম
আত্মবিভূতয়ঃ তবাহসাধারণবিভূতয়ঃ দিব্যাঃ অসর্ব্বজ্ঞৈর্জ্ঞাতুমশক্যা

ম ম ম ম
তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বমেব ত্বং অশেষেণ বক্তুং কথয়িতুং অর্হসি
শ্রী
যোগ্যোঽসি ॥১৬॥

তুমি যে যে বিভূতি দ্বারা সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া রহিয়াছ, সেই সমস্ত বিভূতি অসাধারণ বলিয়া তুমিই তাহা অশেষরূপে বলিতে সমর্থ ॥ ১৬ ॥

ভগবান্—অর্জ্জুন! সত্য কথা আমার স্বরূপ আমি ভিন্ন কেহই জানেনা। আর আমার বিভূতিও আমি ভিন্ন কেহ বলিতে পারে না।

অর্জ্জুন—দেখ কৃষ্ণ! আমার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইতেছে— আমি যেন কি বুঝিতেছি—কি দেখিতেছি—দেখিতেছি এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ড তোমারই বিভূতি, তোমারই যোগৈশ্বর্য্য। তুমিই অনন্ত ঐশ্বর্য্যে জগৎ পূর্ণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছ, যে দিকে দেখি, যাহার প্রতি চক্ষু রাখি, মনে হয় ধীর স্থির তুমিই। মনে হয় বহু চঞ্চল বহু স্থির বিভূতি সমূহের কোলে কোলে তোমার শান্ত হাস্যময়ী মূর্ত্তি। আমার কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

ভগবান্—কি বলিবে বল ॥ ১৬ ॥

কথং বিদ্যামহং যোগিং স্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥১৭॥

ম ম ম
হে যোগিন্ নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যাদিশক্তিশালিন্ অহং অতিস্থূলমতিঃ ত্বাং
ম ম আ
দেবাদিভিরপি জ্ঞাতুমশক্যং কথং কেন প্রকারেণ সদাপরিচিন্তয়ন্
আ আ ম শ
সততমনুসন্দধানো বিশুদ্ধবুদ্ধির্ভূত্বা সর্ব্বদা ধ্যায়ন্ বিদ্যাম্ বিজানী-
ম
য়াম্। নন্থ মদ্বিভূতিষু মাং ধ্যায়ন্ জ্ঞাস্যসি—তত্রাহ কেষু কেষু চ
ম শ ম আ
ভাবেষু চেতনাচেতনাত্মকেষু বস্তুষু তদ্বিভূতিভূতেষু চেতনাচেতন-

আ
ভেদাদুপাধিবহুত্বাচ্চ বহুবচনং　হে　ভগবন্!　ময়া　চিন্ত্যোঽসি

শ
ধ্যেয়োঽসি ? ॥ ১৭ ॥

হে যোগিন্! আমি অতি স্থূলমতি! আর তুমি দেবগণেরও জ্ঞানাতীত! সর্ব্বদা কিরূপে তোমাকে ভাবনা করিয়া জানিতে পারিব? হে ভগবন্! কোন্ কোন্ ভাবে আমি তোমার ধ্যান করিব? ॥ ১৭ ॥

ভগবান্—সত্য বটে আমি যোগেশ্বর! আমার ঐশ্বর্য্যের শেষ নাই, আমি কত ভাবে, কতরূপে, কতস্থানে বিরাজমান রহিয়াছি তাহা ধারণা করা মনুষ্যের অসাধ্য! আমার বিভূতি না জানিলে আমাকে ধ্যান করিতে পারা যায় না, সেই জন্য বিভূতির জ্ঞান আবশ্যক।

অর্জ্জুন- সেই জন্যই ত জিজ্ঞাসা করিতেছি তোমার অগণিত বিভূতির মধ্যে কি সকলগুলি ধ্যান করিতে হইবে? ধ্যানের উপযোগী বিভূতি কি কি? হে ভগবন্! তুমি যোগী! মায়া শক্তি পরিবেষ্টিত, তুমি যোগমায়া পরিবৃত! তুমি আমাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদানে সমর্থ ॥ ১৭ ॥

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন !
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

শ
হে　জনার্দ্দন! সর্ব্বৈর্জ্জনৈরভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপুরুষার্থপ্রয়োজনং যাচ্যতে

শ　ম
ইতি　আত্মনোযোগং　আত্মনস্তব　যোগং　সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বশক্তিত্বাদি-

ম　ম
লক্ষণমৈশ্বর্য্যাতিশয়ং　বিভূতিং　চ ধ্যানালম্বনং বিস্তরেণ　ভূয়ঃ কথয়

ম　ম　ম
সংক্ষেপেণ　সপ্তমে　নবমে　চোক্তমপি　পুনঃ　কথয়　হি যস্মাৎ অমৃতং

ম　ম　ম　ম
অমৃতবৎ পদেপদে স্বাদু ত্বদ্বাক্যং শৃণ্বতঃ শ্রবণেন পিবতঃ মে মম

শ
তৃপ্তিঃ পরিতোষঃ নাস্তি ॥ ১৮ ॥

হে জনার্দ্দন! তোমার যোগৈশ্বর্য্য এবং ধ্যানের অবলম্বন স্বরূপ বিভূতি বিস্তারপূর্ব্বক আবার বল, কারণ অমৃতবৎ স্বাদু তোমার বাক্য শ্রবণের দ্বারা পান করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না ॥ ১৮ ॥

অর্জ্জুন—তুমি ভিন্ন লোকের ভুক্তি মুক্তি দাতা আর কে আছে? তুমি ভিন্ন আমার মত স্থূল-বুদ্ধি দীন দুঃখী জীবকে কে আর কৃপা করিবে? তোমার কথা অমৃতস্বরূপ। তোমার কথা তোমার মুখে পুনঃ পুনঃ শুনিলেও কাহার তৃপ্তির বিরাম হয়? ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ! নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥

শ ম
হে কুরুশ্রেষ্ঠ! হন্ত ইদানীং ত্বয়া প্রার্থিতং তৎ করিষ্যামি মা
ম ম আ
ব্যাকুলোভূরিত্যাশ্বাসসম্বোধনে বা দিব্যাঃ অসাধারণাঃ দিবিভবত্বমপ্রকৃতত্ব
ম শ্রী ম শ্রী
মন্মদগোচরত্বং হি প্রসিদ্ধা যা আত্মবিভূতয়ঃ মম বিভূতয়ঃ তাঃ
শ শ শ্রী
প্রাধান্যতঃ যত্র যত্র প্রধানা যা যা বিভূতিস্তাঃ তাং প্রধানাং তে তুভ্যং
ম শ্রী শ্রী
কথয়িষ্যামি। যতঃ মে মম বিস্তরস্য বিভূতিবিস্তরস্য অন্তঃ নাস্তি।
শ শ ম
অশেষতস্তু বর্ষশতেনাপি ন শক্যা বক্তুম্। অতঃ প্রধানভূতাঃ কাশ্চিদেব
ম
বিভূতীর্ব্বক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন। আচ্ছা আমার প্রধান প্রধান দিব্যবিভূতি তোমাকে বলিতেছি। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমার বিভূতি বাহুল্যের অন্ত নাই ॥ ১৯ ॥

অর্জ্জুন—তোমার বিভূতি অনন্ত কিরূপে?

ভগবান্—সূর্য্য এক কিন্তু সূর্য্য কিরণে মেঘে নানা প্রকার বর্ণ ও আকার ভাসিয়া থাকে। আমি এক হইলেও আমার নাম ও রূপ বহু। আমি উজ্জ্বল জ্যোতিঃ স্বরূপ! সর্ব্বদা একরূপ রহিয়াছি। হাবভাবময়ী আমার প্রকৃতি বহুসাজে আমার প্রতিবিম্বরূপ চৈতন্য দর্পণের নিকট

আপন মুখ দেখিতে নিরন্তর আসিতেছে—বিলাসবতীর দণ্ডে দণ্ডে আমায় দেখা চাই। আমার সগুণাবস্থায় আমি প্রকৃতিকে দেখি—দেখি প্রকৃতি কত ভাবে হাবভাব দেখায়। এই সমস্ত আমার বিভূতি। আমি সর্ব্বদা একই আছি, প্রকৃতি আমায় শতভাবে আলিঙ্গন করিয়া ঢাকিয়া রাখিতেছে। ভিতরে আমি, বাহিরে প্রকৃতি। মানুষ যেমন বিবাহোৎসবে পুতুলের মূর্ত্তি সাজিয়া নাচিতে নাচিতে যায় সেইরূপ।

অর্জ্জুন—রূপক ছাড়িয়া সহজ কথায় বুঝাইয়া দাও।

ভগবান্—আমি পূর্ণ। এক আমিই আছি। মায়া আশ্রয় করিয়া বহু হইয়াছি। কিন্তু এক যে, সে বহু কিরূপে হইবে? এক আকাশ—বল দেখি ইহা বহু কিরূপে হইবে? আমি কাহারও অধীন নহি। "অহং বহুস্যাম্" আমার এই ইচ্ছা কোন কারণের অধীন নহে। দুর্ব্বল অজ্ঞানী অসম্পূর্ণ যে জীব তাহার ইচ্ছার কারণ আছে, আমি সর্ব্ব কারণের কারণ। আমার অনন্ত বিভূতি আমারই ইচ্ছাক্রমে আমার মায়াকর্তৃক বিরচিত। কোন সভাক্ষেত্রে কোন স্বচ্ছ গোলক ঝুলাইয়া রাখিলে যেমন তাহাতে পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত বস্তুর ছায়া পতিত হয়—ঐ সমস্ত বস্তুর গতি ঐ গোলকে পরিদৃশ্যমান হয়, সেইরূপ আমার আত্মমায়া স্বচ্ছ গোলকের ন্যায়। ইহাতেই এই দৃশ্যমান্ বিশ্ব প্রতিফলিত হইতেছে। গোলকে বাহিরের দৃশ্য প্রতিফলিত হয়, বাহিরের দৃশ্য একটা আছে আর আমাতে আমারই ভিতরের সঙ্কল্প প্রতিফলিত হয়। এই অনন্তকোটি দৃশ্যমান্ নগরী আমার মায়ার মধ্যে রহিয়াছে। যেমন স্বপ্নে কতক কি দৃশ্য জাগিয়া উঠে, মনে হয় কতদূরে কতস্থানে এই সমস্ত দৃশ্য রহিয়াছে, কতদূরে এই সমস্ত স্বপ্নব্যাপার ঘটিতেছে কিন্তু যিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন তাঁহারই অন্তরে সেই সমস্ত মনুষ্য ব্যাঘ্র বন ইত্যাদি স্বপ্নজাত বস্তু তর্জ্জন গর্জ্জন করে মাত্র। সেইরূপ আমার এই অনন্ত বিভূতি আমার মধ্যে রহিয়াছে—আমার রাম, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গাদি মূর্ত্তি, দেবতা, গন্ধর্ব্বাদি স্বর্গবাসী, রাজা প্রজা, নরনারী, পশু পক্ষী, বৃক্ষলতা, আকাশ, তারা, চন্দ্র, সূর্য্য, সমুদ্র নদী, পর্ব্বত, হ্রদ, সমস্তই আমার মায়ার মধ্যে আছে; সন্ধি যুদ্ধ, শোক দুঃখ, জন্ম মৃত্যু, হাস্য হাহাকার, সমস্তই মায়ার মধ্যে হইতেছে, ফুল আমার মধ্যে ফুটিয়াই গন্ধ বিস্তার করিতেছে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগম আমার মধ্যেই হইতেছে—জোয়ার ভাটা আমার মধ্যেই খেলিতেছে—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আমার মধ্যেই ঘটিতেছে, অর্জ্জুন তুমিও আমার মধ্যে; কিন্তু আমি এরূপ আত্মমায়া প্রকাশ করিয়াছি যাহাতে তুমি মনে ভাবিতেছ তুমি আমার বাহিরে, এই বিশ্বও আমার বাহিরে রহিয়াছে। তোমায় বিশ্বরূপ দেখাইবার কালে দেখাইব আমার সমস্ত বিভূতি আমারই মধ্যে। এখন প্রধান প্রধান বিভূতির কথা শুন॥ ১৯।

অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ২০॥

হে গুড়াকেশ! গুড়াকা নিদ্রা তস্যা ঈশঃ জিতনিদ্র ইত্যর্থঃ

ম ম ম
জিতনিদ্রেতি ধ্যানসামর্থ্যং সূচয়তি সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং

ম
আশয়ে হৃদ্দেশে অন্তর্য্যামিরূপেণ প্রত্যগাত্মরূপেণ চ স্থিতঃ আত্মা

ম ম ম ম
চৈতন্যানন্দঘনস্তয়া অহং বাসুদেব এবেতি ধ্যেয়ঃ। অহং এব ভূতানাং

ম ম ম ম ম
প্রাণিনাং আদিঃ উৎপত্তিঃ মধ্যং স্থিতিঃ অন্তশ্চ নাশঃ। সর্ব্বচেতন-

ম
বর্গাণামুৎপত্তিস্থিতিনাশরূপেণ চাহমেব ধ্যেয় ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

হে গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত যে প্রত্যগ্ চৈতন্য তাহাআমিই। আমিই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি স্থিতি এবং সংহার স্বরূপ ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন—প্রথমে কোন বিষয় ধ্যান করিব তাহাই বল?

ভগবান্—দেখ অর্জ্জুন—এই দর্পণদৃশ্যমান নগরীতুল্য বিশ্ব আমারই মধ্যে অথচ আমি সমস্ত ভূতের হৃদ্দেশে রহিয়াছি। জীবের হৃদয়ে অবিদ্যার বাস। সেই জন্য হৃদয়কে আশয় বা অবিদ্যার বাসস্থান বলা হইল।

অর্জ্জুন—আরও স্পষ্ট করিয়া বল।

ভগবান্—যেমন আকাশ—চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, বায়ু, জল, বৃক্ষলতা, মনুষ্য, পশু, সকলকে অন্তর্ভূত করিয়া রাখিলেও সকলের অভ্যন্তরেও রহিয়াছে সেইরূপ আমি ভূতকে আবৃত করিয়া থাকিয়াও ভূতের অন্তরে রহিয়াছি।

অর্জ্জুন—অন্তর্য্যামীরূপে তুমিই আছ সত্য কিন্তু তাহা কি ধ্যানের বস্তু?

ভগবান্—চৈতন্য আনন্দ ঘন আত্মাই আমি বাসুদেব—আমিই অন্তর্য্যামীরূপে রহিয়াছি—আমাকে ঐরূপে ধ্যান করিবে।

অর্জ্জুন—কোন্ ভাব অবলম্বনে ধ্যান করিব?

ভগবান্—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" আমিই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় কর্ত্তা—এই ভাবের জ্ঞান রাখিও ॥ ২০ ॥

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥

ম শ
অহং আদিত্যানাং দ্বাদশানাংমধ্যে বিষ্ণুঃ বিষ্ণুর্নামাদিত্যোঽহং

ম ম শ্রী
বামনাবতারো বা জ্যোতিষাং প্রকাশকানাং মধ্যে অংশুমান্ বিশ্বব্যাপী-

শ্রী শ্রী ম শ্রী ম ম ম
রশ্মিযুক্তঃ রবি সূর্য্যঃ মরুতাং সপ্তসপ্তকানাং বায়ূনাং মধ্যে মরীচি মরীচি-

ম শ্রী ম ম
নামাহং নক্ষত্রাণাং মধ্যে অহং শশী নক্ষত্রাণামধিপতিরহং চন্দ্রমাঃ ।।২১।।

• দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু নামক আদিত্য আমিই, জ্যোতিবর্গ মধ্যে কিরণমালী সূর্য্য, মরুদগণের মধ্যে মরীচি নামক দেবতা, এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্রমা আমিই ॥ ২১ ॥

অর্জ্জুন—অন্তরে ধ্যান কিরূপে কোন্ ভাবে করিতে হইবে বুঝিলাম এক্ষণে বাহিরের ধ্যানের কথা বল।

ভগবান্—সমস্ত প্রধান বস্তুর মধ্যেই আমার বিভূতি প্রকাশিত। দ্বাদশ আদিত্যের প্রধান আদিত্য বিষ্ণুতে আমার বিভূতি অধিক প্রকাশিত। অগ্নি আদি জ্যোতিষ্মান্ পদার্থের মধ্যে সূর্য্য আমি। মরুদগণের মধ্যে মরীচি, অশ্বিনী ভরণী আদি নক্ষত্র মধ্যে আমি চন্দ্র।

অর্জ্জুন মরুদগণের সংখ্যা কত?

ভগবান্—৪৯। দিতি ইন্দ্রের বিমাতা। বৈবস্বত মন্বন্তরে দেব দৈত্যে সংগ্রাম হইলে দৈত্যগণ বিনষ্ট হয়। দৈত্যমাতা দিতি আপন পতি কশ্যপের নিকট এক পুত্রপ্রার্থনা করেন। এইপুত্র ইন্দ্র পরাজয়ে সমর্থ হইবে এই বর লাভ করেন। ১০০ বৎসর তপস্যার পরে পুত্র হইবে ইহা ঠিক হয়। এক বৎসর বাকী আছে তখন ইন্দ্র বিমাতার গর্ভ মধ্যে সন্তানকে বিনষ্ট করিয়া ৪৯ ভাগ করেন। প্রথমে ৭ ভাগ করেন। কিন্তু মাতৃগর্ভে পুত্র রোদন করিলে আবার এক এক ভাগকে সাত সাত ভাগে বিভক্ত করেন। যখন বালক ক্রন্দন করিতেছিল তখন ইন্দ্র পুনঃ পুনঃ বলেন "মা রোদীঃ" এজন্য মারুৎ ঊনপঞ্চাশৎ বায়ুর নাম ॥ ২১ ॥

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥

ম ম ম ম
বেদানাং চতুর্ণাং মধ্যে সামবেদঃ গানমাধুর্য্যেণাতিরমণীয়ঃ অস্মি

শ ম ম
দেবানাং রুদ্রাদিত্যাদীনাং বাসবঃ ইন্দ্রঃ সর্ব্বদেবাধিপতিঃ অস্মি

শ শ শ
ইন্দ্রিয়াণাং একাদশানাং চক্ষুরাদীনাং মনঃ চ সঙ্কল্পবিকল্পকাত্মকং

ম ম
অস্মি ভূতানাং সর্ব্বপ্রাণিসম্বন্ধিনাং পরিণামানাং মধ্যে চেতনা

ম ম শ্রী ম
চিদভিব্যঞ্জিকা বুদ্ধের্বৃত্তিঃ জ্ঞানশক্তিঃ অহং অস্মি ॥ ২২ ॥

বেদ সকলের মধ্যে সামবেদ আমি, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র আমি, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন আমি এবং ভূতগণের মধ্যে আমি চেতনা ২২ ॥

অর্জ্জুন—বেদকে শব্দব্রহ্মও বলে। সমস্ত বেদই যখন তুমি তখন বেদের মধ্যে তুমি "সামবেদ" বল কেন?

ভগবান্—শব্দরাশি হইলেও ছন্দোবদ্ধ স্বরলহরী যাহাতে অধিক জড়িত সেই শব্দের আকর্ষণ শক্তি অধিক। সামবেদ স্বরলহরীতে পূর্ণ বলিয়া আমার বিভূতি এখানে অধিক বিকশিত, তাই বলিতেছি বেদ মধ্যে আমি সামবেদ। এইরূপ দেবতাগণের মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্রেই আমার অধিক। সেই জন্য আমিই ইন্দ্র। মন অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া বলিতেছি আমি বিভূতি মন। চেতনাই জ্ঞান শক্তি। জীবশক্তি সমূহ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বলিতেছি ইহাও আমি ॥ ২২ ॥

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাহস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাহস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩ ॥

শ শ
রুদ্রাণাং একাদশানাং শঙ্করঃ চ অস্মি যক্ষরক্ষসাং যক্ষাণাং

শ ম ম শ
রক্ষসানাং বিত্তেশঃ ধনাধ্যক্ষঃ কুবেরঃ বসূনাং অষ্টানাং পাবকঃ

শ শ্রী
অগ্নিঃ অস্মি শিখরিণাং শিখরবতামুচ্ছ্রিতানাং মধ্যে অহং মেরুঃ

ম
সুমেরুঃ অস্মি ॥ ২৩ ॥

একাদশ রুদ্র মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষ রক্ষগণ মধ্যে আমি কুবের, অষ্টবসু মধ্যে আমি অগ্নি এবং পর্ব্বতগণের মধ্যে আমি সুমেরু ॥ ২৩ ॥

অর্জ্জুন—একাদশ রুদ্র কে কে ? অষ্টবসু কে কে ?

ভগবান—অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্র, হর, রুদ্র এই একাদশ রুদ্র। আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যূষ, প্রভাস, এই অষ্টবসু ॥ ২৩ ॥

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ ! বৃহস্পতিম্ ।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥

হে পার্থ ! মাং পুরোধসাং রাজপুরোহিতানাং মধ্যে মুখ্যং প্রধানং শ্রেষ্ঠং বৃহস্পতিং বিদ্ধি জানীহি অহং সেনানীনাং সেনাপতীনাং মধ্যে স্কন্দঃ দেবসেনাপতিঃ গুহঃ সরসাং দেবখাতজলাশয়ানাং মধ্যে সাগরঃ সগরপুত্রৈঃ খাতো জলাশয়ঃ অস্মি ॥ ২৪ ॥

হে পার্থ! আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে মুখ্য বৃহস্পতি বলিয়া জানিবে, আমি সেনাপতিগণের মধ্যে কার্ত্তিক এবং জলাশয় মধ্যে সাগর ॥ ২৪ ॥

অর্জ্জুন—বৃহস্পতি কাহার পুত্র ?

ভগবান—৭ প্রজাপতির মধ্যে তৃতীয় প্রজাপতি অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি। বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজ, ভরদ্বাজের পুত্র দ্রোণাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা। পৃথীর রাজগণের মধ্যে দেবগণ শ্রেষ্ঠ। দেবতাগণের মধ্যে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বদেবতার গুরু বৃহস্পতি। সমস্ত রাজ-পুরোহিতের মধ্যে ইনিই শ্রেষ্ঠ। আমি সেই বৃহস্পতি। সেনানীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কার্ত্তিক। আমি কার্ত্তিক। জলাশয় মধ্যে আমি সমুদ্র ॥ ২৪ ॥

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অহং মহর্ষীণাং সপ্তব্রহ্মণাং মরীচ্যাদীনাং মধ্যে ভৃগুঃ অতি-তেজস্বিত্বাৎ গিরাং বাচাং পদলক্ষণানাং মধ্যে একং অক্ষরং পদমোঙ্কারঃ অস্মি যজ্ঞানাং মধ্যে জপযজ্ঞঃ হিংসাদিদোষশূন্যত্বেনাত্যন্তশোধকঃ অস্মি স্থাবরাণাং স্থিতিমতাং মধ্যে হিমালয়ঃ অহং। শিখরবতাং মধ্যে হি মেরুরহম্ ইত্যুক্তং অতঃ স্থাবরত্বেন শিখরবত্বেন চার্থভেদাদ-দোষঃ ॥ ২৫ ॥

মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্য সকলের মধ্যে এক অক্ষর ওঁকার আমি, যজ্ঞ সকলের মধ্যে জপযজ্ঞ আমি এবং স্থাবরের মধ্যে হিমালয় আমি ॥ ২৫॥

অর্জ্জন—ভৃগু কাহার পুত্র ?

ভগবান্—ভৃগু ব্রহ্মার বক্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ভৃগুর পুত্র শুক্রাচার্য্য ও চ্যবন ঋষি। চ্যবনের পুত্র উর্ব্ব তৎপুত্র ঋচীক তৎপুত্র জমদগ্নি তৎপুত্র পরশুরাম।

অর্জ্জুন—মহর্ষি সকলেই ত সমান, তবে তুমি ভৃগু কেন ?

ভগবান—ভৃগু অতি তেজস্বী সেই জন্য। ভৃগুপদচিহ্ন আমি বক্ষে ধারণ করিয়াছি।

অর্জ্জুন—বাক্যের মধ্যে প্রণব তুমি কেন বলিতেছ ?

ভগবান—অল্প অক্ষর বহু অর্থ ইহাই না উৎকৃষ্ট। প্রণব একটী অক্ষর কিন্তু ইহার অর্থে পরিপূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্রহ্ম বস্তুর বোধ হয়। জাগ্রত-স্বপ্ন সুষুপ্তি-চৈতন্য, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্ত্তা, বিচিত্ররচনাশালীনী মায়ার নিয়োগ কর্ত্তা সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা এই প্রণবের বাচক। ইহা অপেক্ষা অধিক ভাববিশিষ্ট বাক্য আর নাই, ইহাই আমি।

অর্জ্জুন—জপ যজ্ঞ কেন ?

ভগবান—অন্য যজ্ঞে হিংসা আছে। জপে কোন দোষ নাই।

অর্জ্জুন—আর এক কথা, পর্ব্বত মধ্যে সুমেরু একবার বলিয়াছ, আবার কেন বলিতেছ তুমিই হিমালয়। পর্ব্বতের মধ্যে দুইটি পর্ব্বত তুমি কেন বলিতেছ?

ভগবান্—মেরু বড় কি হিমালয় বড় এ কথা আমি বলিতেছি না। বলিতেছি শৃঙ্গশালী বস্তুর মধ্যে আমি মেরু। মেরুশৃঙ্গ হিমালয় শৃঙ্গ হইতে বৃহৎ। কিন্তু স্থাবরের মধ্যে হিমালয় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। আমি হিমালয়॥ ২৫॥

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥ ২৬॥

সর্ব্ববৃক্ষাণাং পূজ্যঃ অশ্বত্থঃ দেবর্ষীণাং চ দেবা এব সন্ত ঋষিত্বং প্রাপ্তা মন্ত্রদর্শিনো দেবর্ষয়ঃ তেষাং নারদঃ পরমবৈষ্ণবঃ অস্মি গন্ধর্ব্বাণাং গানধর্ম্মাণাং দেবগায়কানাং মধ্যে চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং জন্মনৈব বিনা প্রযত্নং ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাতিশয়ং প্রাপ্তানাং উৎপত্তিত এবাঽধিগতপরমার্থতত্ত্বানাং মধ্যে কপিলঃ মুনিঃ অহম্॥ ২৬॥

সর্ব্ব বৃক্ষ মধ্যে অশ্বত্থ বৃক্ষ আমি এবং দেবতা হইয়াও যাঁহারা বেদার্থজ্ঞানের দ্বারা ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে নারদ আমি; দেবগায়ক গন্ধর্ব্ব-গণের মধ্যে আমি চিত্ররথ এবং যাঁহারা জন্মাবধি বিনাপ্রযত্নে পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ সেই সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিল মুনি॥ ২৬॥

অর্জ্জুন—অশ্বত্থ বৃক্ষ শ্রেষ্ঠ কিরূপে?

ভগবান্—সমস্ত বৃক্ষাপেক্ষা অশ্বত্থবৃক্ষের গুণ অধিক। অশ্বত্থ বৃক্ষই নারায়ণ। কথিত আছে পার্ব্বতীর অভিসম্পাতে বিষ্ণু অশ্বত্থরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রদক্ষিণ ও প্রণামে আয়ুবৃদ্ধি হয় এবং পাপক্ষয় হয়।

অর্জ্জুন—তুমি নারদ কেন?

ভগবান্—দেবতা হইয়াও বেদার্থজ্ঞান ও ভগবৎভক্তি যাঁহাদের আছে তাঁহাদের মধ্যে নারদই শ্রেষ্ঠ।

অর্জ্জুন—গন্ধর্ব্বদিগের কার্য্য কি ?

ভগবান্—গন্ধর্ব্বেরা দেবগায়ক। ইহাঁরা গানধর্ম্মী। চিত্ররথ ইঁহাদিগের মধ্যে প্রধান।

অর্জ্জুন—সিদ্ধ কাঁহারা ?

ভগবান্—জন্মাবধি যাঁহারা জ্ঞানবৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্যাতিশয্য প্রাপ্ত তাঁহারাই সিদ্ধ। বিনা প্রযত্নেই ইঁহারা পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ। ইঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কপিল মুনি। তিনি আমার বিভূতি। ২৬।

আরও শুন—

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭ ॥

অশ্বানাং মধ্যে অমৃতোদ্ভবং অমৃতনিমিত্তক্ষীরোদধিমথনোদ্ভূতং উচ্চৈঃশ্রবসং উচ্চৈঃশ্রবসনামাশ্বং মাম্ বিদ্ধি জানীহি। গজেন্দ্রাণাং মধ্যে অমৃতমথনোদ্ভবং ঐরাবতং গজং মাং বিদ্ধি নরাণাং চ মধ্যে নরাধিপং রাজানং মাং বিদ্ধি ॥ ২৭ ॥

অশ্বগণের মধ্যে অমৃত মথনকালে উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব বলিয়া আমাকে জানিও। গজেন্দ্রের মধ্যে ঐরাবত এবং মনুষ্যের মধ্যে রাজাই আমি ॥ ২৭ ॥

অর্জ্জুন—সমুদ্র মন্থন কে করিয়াছিলেন, কেন করিয়াছিলেন এবং সমুদ্র মন্থনে কি কি উঠিয়াছিল ?

ভগবান্—দুর্ব্বাসা শাপে লক্ষ্মী সমুদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েন। এজন্য নারায়ণ ব্রহ্মাকে সমুদ্র মন্থনে আদেশ করেন। বলিয়া দিয়াছিলেন যে সমুদ্র মন্থনে অমৃতও উঠিবে। দেবগণ ও অসুরগণ সমুদ্র মধ্যস্থ বৃহদাকার এক কূর্ম্মপৃষ্ঠে মন্দর পর্ব্বত স্থাপন করিয়া বাসুকি নাগের দড়ি দিয়া ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করেন। ক্ষীরসমুদ্র হইতে উঠিয়াছিল (১) চন্দ্র (২) ঐরাবত হস্তী (৩) উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব (৪) পারিজাত পুষ্প (৫) অমৃত কমণ্ডলুসহ ধন্বন্তরি (৬) কৌস্তুভ মণি (৭) লক্ষ্মী। দ্বিতীয় বার মন্থনে বিষ উঠিয়াছিল—সেই বিষ কণ্ঠে ধারণ করিয়া মহাদেব নীলকণ্ঠ।

অশ্ব মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবায় আমার বিভূতি। উচ্চৈঃশ্রবা শ্বেতবর্ণ, ইচ্ছাগামী, প্রভূতবলশালী। গজ মধ্যে ইন্দ্রের ঐরাবতে এবং মনুষ্যের মধ্যে রাজাতে আমিই প্রকাশিত। রাজা আমার মত সাধুর রক্ষা করেন, অসাধুর দণ্ড দিয়া থাকেন—অধর্ম্ম নিবারণ করেন এবং ধর্ম্ম রক্ষা করেন। আমার এবং রাজার কার্য্যও একরূপ ॥ ২৭ ॥

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাঽস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮ ॥

আয়ুধানাং অস্ত্রাণাং মধ্যে বজ্রং দধীচ্যস্থিসম্ভবম্ অস্ত্রং অহং অস্মি ধেনূনাং দোগ্ধ্রীণাং মধ্যে কামধুক্ বাঞ্ছিতপূরয়িত্রী সমুদ্রমথনোদ্ভবা বশিষ্টস্য কামধেনুরহমস্মি কামানাং মধ্যে অহং প্রজনঃ প্রজোৎপত্তি-হেতুঃ কন্দর্পঃ কামঃ চ চকারস্ত্বর্থে রতিমাত্রহেতুকামব্যাবৃত্ত্যর্থঃ সর্পাণাং একশিরসাং মধ্যে বাসুকিঃ সর্পরাজঃ অস্মি ॥ ২৮ ॥

অস্ত্রের মধ্যে আমি বজ্র, ধেনুগণের মধ্যে আমি কামধেনু, কামের মধ্যে পুত্রজননের হেতু কন্দর্প আমি এবং সর্পগণের মধ্যে আমি সর্পরাজ বাসুকি ॥ ২৮ ॥

অর্জ্জুন—বজ্র ও কামধেনু সম্বন্ধে বিশেষ জানিবার কিছু কি আছে?

ভগবান্—দধীচি মুনির অস্থিতে এই বজ্র নির্ম্মিত—ইন্দ্রের এই বজ্র সমস্ত অস্ত্র মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কামধেনু বশিষ্ঠ দেবের সম্পত্তি। যখন যাহা প্রার্থনা করা হইত কামধেনু তাহাই পূর্ণ করিতেন। রতি ভোগ মাত্রই ব্যভিচার কেবল পুত্রোৎপাদন কামনায় যে স্ত্রীসঙ্গ তাহাই কর্ত্তব্য। সর্পগণ একশির—এই জাতির রাজা বাসুকি।

প্রজনঃ+চ+অস্মি= চ কারার্থে রতিসম্ভোগ নহে। যাহারা রতিসম্ভোগকে ধর্ম্মের অঙ্গ করিতে চায় তাহারা নারকী। শ্রীভগবান কামুক নহেন—আমি কামভাবে কোন কার্য্য করি নাই। "রতিসুখ সারে" ইত্যাদি আমার নামে যাহা লেখা হয় তাহা আমাকে কামুক সাজান মাত্র। মহাদেব ও মহাদেবী কামুক নহেন। কাম সর্ব্বদা ঘৃণার বস্তু—যেখানে কাম সেখানে আমি থাকিনা, ধর্ম্মও থাকেনা। এইটি বুঝিয়া বিকৃত বৈষ্ণব ও বিকৃত তান্ত্রিককে সাবধান হইতে হইবে ॥ ২৮ ॥

অনন্তশ্চাঽস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্য্যমা চাঽস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥ ২৯॥

নাগানাং অনেকশিরসাং নির্ব্বিষাণাং মধ্যে অনন্তশ্চ নাগরাজঃ শেষাখ্যঃ অস্মি যাদসাং জলচরাণাং মধ্যে তেষাং পতিঃ বরুণোঽস্মি; পিতৃণাং মধ্যে অর্য্যমা চ পিতৃরাজশ্চাহম্ অস্মি সংযমতাং সংযমনং কুর্ব্বতাং নিয়মং কুর্ব্বতাং ধর্ম্মাধর্ম্মফলদানপ্রদানেনানুগ্রহং নিগ্রহং চ কুর্ব্বতাং মধ্যে অহং যমঃ অস্মি॥ ২৯॥

নাগগণের মধ্যে অনন্ত; জলচরগণের মধ্যে আমি জলদেবতার রাজা বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলদানের নিয়ন্তা মধ্যে আমি যম॥ ২৯॥

অর্জ্জুন—সর্পের সহিত নাগের পার্থক্য কি?

ভগবান্—সর্পের এক মস্তক, নাগের বহু মস্তক। সর্পদিগের বিষ আছে, নাগগণের কদাচিৎ বিষ আছে, তক্ষক নাগের বিষে বৃক্ষও জ্বলিয়া যায়। সর্পের রাজা বাসুকি, নাগের রাজা অনন্ত বা শেষনাগ।

অর্জ্জুন—পিতৃগণের নাম কি।

ভগবান্—অগ্নিষ্বাত্তা, সৌম্যা, হবিষ্মন্ত, উষ্মপা সুকালিন, বর্হিষদ এবং আজ্যপা। বেদে অর্য্যমার নাম দৃষ্ট হয়। অর্য্যমা পিতৃগণের অধিপতি।

অর্জ্জুন—যমের সম্বন্ধে জানিবার কিছু কি আছে?

ভগবান্—কশ্যপ ও অদিতি হইতে সূর্য্যের জন্ম হয়। বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞাকে সূর্য্য বিবাহ করেন। সংজ্ঞার গর্ভে এক কন্যা ও দুই পুত্র জন্মে। কন্যার নাম যমুনা, পুত্রদ্বয়ের নাম শ্রাদ্ধদেব ও যম। যম ও যমুনা যমজ ছিলেন॥ ২৯॥

প্রহ্লাদশ্চাঽস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০ ॥

দৈত্যানং দিতিবংশ্যানাং মধ্যে প্রহ্লাদশ্চাস্মি কলয়তাং সংখ্যানং গণনং কুর্ব্বতাং মধ্যে কালঃ কালাখ্যঃ পুরুষঃ অহং মৃগাণাং পশূনাং মধ্যে অহং মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ পক্ষিণাং মধ্যে বৈনতেয়ঃ বিনতা-পুত্রো গরুড়ঃ চ ॥ ৩০ ॥

দৈত্যের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, গণনাকারক পদার্থমধ্যে আমি কাল, পশু-মধ্যে আমি সিংহ, এবং পক্ষীমধ্যে আমি গরুড় ॥ ৩০ ॥

অর্জ্জুন—প্রহ্লাদ ও গরুড় ইহাদের বংশবিবরণ কি ?

ভগবান্—কশ্যপ দিতিকে বিবাহ করেন। ইহাদের পুত্র দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ। হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন। ইহার পুত্র বলি। এই বংশে প্রহ্লাদ ও বলি জীবন্মুক্ত ছিলেন। এই কশ্যপ অদিতিকে বিবাহ করেন—ইহার বংশে দেবতাগণ জন্ম গ্রহণ করেন। দেবতা ও দৈত্যগণ পরস্পর ভ্রাতা।

কশ্যপ বিনতাকেও বিবাহ করেন। ইহাদের পুত্র অরুণ এবং গরুড়।

অর্জ্জুন—"কলয়তাং" মধ্যে তুমি কাল কিরূপে ?

ভগবান্—দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, বৎসর এইরূপেই কালের গণনা হয়। আবার দেবতাদিগের মধ্যেও কালগণনা আছে। অনন্তকাল যাহা তাহাই আমি। সকলের দিনগণনা করেন কাল। কালগর্ভে সকলকেই আসিতে হয়। ভগবান্ গণনাকারীর মধ্যে কাল ॥ ৩০ ॥

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্
ঝষাণাং মকরশ্চাঽস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১ ॥

পবতাং পাবয়িতৃণাং বেগবতাং বা মধ্যে পবনঃ বায়ুঃ অস্মি শস্ত্র

ম ম শ
ভৃতাং শস্ত্রধারিণাং যুদ্ধকুশলানাং মধ্যে রামঃ শস্ত্রাণাং ধারয়িতৃণাং

শ ম ম
দাশরথী রামোঽহং দাশরথিরখিলরাক্ষসকুলক্ষয়করঃ পরমবীরঃ অহং।

ম শ শ
ঝষাণাং মৎস্যানাং মধ্যে মকরঃ মকরো নাম তজ্জাতিবিশেষঃ চ অস্মি

শ্রী ম বি
স্রোতসাং প্রবাহোদকানাং বেগেনচলজ্জলানাং মধ্যে স্রোতস্বতীনাং

বি ম ম
মধ্যে জাহ্নবী সর্ব্বনদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা অস্মি ॥ ৩১ ॥

বেগগামী মধ্যে আমি বায়ু, শস্ত্রধারী মধ্যে দাশরথী রাম আমি, মৎস্যগণের মধ্যে মকর, স্রোতস্বিনী মধ্যে গঙ্গা আমি ॥ ৩১ ॥

অর্জ্জুন—দাশরথী রামচন্দ্র কি তোমার বিভূতি?

ভগবান্—"শস্ত্রভৃতাঞ্চাত্মাহং, নতু অসৌ বিভূতিরিত্যর্থঃ দাশরথী রামচন্দ্র আমার আত্মা, বিভূতি নহে। পরে বলিব "বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি"। ধ্যানের জন্য স্বয়ং ঈশ্বরকেও বিভূতি বলিতেছি।

অর্জ্জুন—মকর কি জন্য তোমার বিভূতি?

ভগবান্—আমারই পাদপদ্ম হইতে উৎপন্ন গঙ্গা। আমিই দ্রব্য হইয়া গঙ্গা হইয়াছি এজন্য "ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে" গঙ্গাকে বলে। গঙ্গার বাহন মকর—মৎস্য মধ্যে এজন্য আমি মকর।

অর্জ্জুন—পবন বেগবান বটেন। কেহ কেহ পবতাং অর্থে "পাবয়িতৃণাং" বলেন যে?

ভগবান্—দুষ্টগন্ধ দূর করিয়া পবিত্রতা প্রদান করেন বলিয়া ইহা শুদ্ধকারী ॥ ৩১ ॥

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন!
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২ ॥

রা রা শ্রী
হে অর্জ্জুন! সর্গাণাং সৃজ্যন্ত ইতি সর্গাঃ আকাশাদয়স্তেষাং

ম রা
অচেতনসৃষ্টীনাং আদিঃ অন্তশ্চ মধ্যঞ্চ উৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়শ্চ অহমেব।

ম
ভূতানাং জীবাবিষ্টানাং চেতনত্বেন প্রসিদ্ধানামেবাদিরন্তশ্চ মধ্যং
ম
চেত্যুপক্রমে ইহ ত্বচেতন সর্গাণাং ইতি ন পৌনরুক্ত্যং। বিদ্যানাং
ম রা ম
মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা পরমনিঃশ্রেয়সসাধনভূতা মোক্ষহেতুরাত্মতত্ত্ববিদ্যা
ম গি
অহং। প্রবদতাং স্বপক্ষস্থাপন-পরপক্ষদূষণাদিরূপ জল্পবিতণ্ডাদি
বি বি ম
কুর্ব্বিতাং মধ্যে বাদঃ তত্ত্বনির্ণয়প্রবৃত্তি সিদ্ধান্তো যঃ সোঽহং। ভূতা-
ম
নামস্মি চেতনেঽত্র যথাভূতশব্দেন তৎসম্বন্ধিনঃ পরিণামলক্ষিতাস্তথেহ
প্রবদচ্ছব্দেন তৎসম্বন্ধিনঃ কথাভেদা লভ্যন্তে অতোনির্দ্ধারণোপ-
ম
পত্তিঃ॥

ম
জল্পে বিতণ্ডায়াঞ্চ সমানং, তত্র বিতণ্ডায়ামেকেন স্বপক্ষঃ স্থাপ্য এব
ম
অন্যেন চ স দূষ্যত এব। জল্পেতু তাভ্যামপি স্বপক্ষঃ স্থাপ্যতে উভা-
ম
ভ্যামপি পরপক্ষো দূষ্যতে ইতি বিশেষঃ। তত্ত্বাধ্যবসায়পর্য্যবসায়িত্বেন
ম
তু বাদস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তমেব॥ ৩২॥

হে অর্জ্জুন! জড়সৃষ্টির আমিই উৎপত্তিস্থিতি প্রলয়। বিদ্যামধ্যে আমিই মোক্ষহেতুভূতা আত্মবিদ্যা। বাদ, জল্প ও বিতণ্ডানামক বিবদমান তার্কিকগণের কথাভেদ মধ্যে আমি বাদ বা তত্ত্বনির্ণয় জন্য বিচার॥ ৩২॥

অর্জ্জুন—একবার ত বলিয়াছ 'অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্তএব চ' ১০।২০ আবার কেন বলিতেছ 'সর্গনামাদিরন্তশ্চ' ইত্যাদি।

ভগবান্—সেথানে চেতনসৃষ্টির আদি অন্ত মধ্য বলিয়াছি, এথানে বলিতেছি আকাশাদি অচেতনসৃষ্টিরও উৎপত্তি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা আমিই।

অর্জ্জুন—বাদ কাহাকে বলে ?

ভগবান্—তার্কিকদিগের কথা তিন প্রকার বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। তন্মধ্যে স্বপক্ষস্থাপন এবং পরপক্ষদূষণ সম্বন্ধীয় যে তর্ক তাহাকে যথাক্রমে জল্প ও বিতণ্ডা বলে। কিন্তু বাদ অর্থে সত্য নির্ণয় জন্য সজ্জনগণের বিচার অথবা গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তর।

অর্জ্জুন—অধ্যাত্ম বিদ্যা কি ?

ভগবান্—দেহকে অধিকার করিয়া যিনি অধিষ্ঠিত তাঁহাকে অধ্যাত্ম বলে। আত্মাই অধ্যাত্ম। যে বিদ্যার দ্বারা আত্মাকে জানা যায় তাহার নাম অধ্যাত্মবিদ্যা। আত্মবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা—এইগুলি এক কথা ॥ ৩২ ॥

অক্ষরানামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাঽক্ষয়ঃ কালো ধাতাঽহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥

অক্ষরাণাং সর্ব্বেষাং বর্ণনাং মধ্যে অকারোঽস্মি অকারো বৈ সর্ব্বা বাগিতি শ্রুতেঃ তস্য শ্রেষ্ঠত্বং প্রসিদ্ধং। সামাসিকস্য চ সমাসসমূহস্য মধ্যে দ্বন্দ্বঃ রামকৃষ্ণাবিত্যাদি সমাসঃ অস্মি স হি উভয়পদপ্রধানত্বেনোৎকৃষ্টঃ পূর্ব্বপদার্থপ্রধানোঽব্যয়ীভাবঃ, উত্তরপদার্থপ্রধানস্তৎপুরুষঃ, অন্য পদার্থপ্রধানো বহুব্রীহিরিতি তেষামুভয়পদার্থসাম্যাভাবেঽপকৃষ্টত্বং। অহং এব অক্ষয়ঃ কালঃ ক্ষয়কালাভিমানী পরমেশ্বরাখ্যঃ কালজ্ঞঃ। কালঃ কলয়তামহমিত্যত্র তু আয়ুর্গণনাত্মকঃ সম্বৎসরশতাত্মায়ুঃ স্বরূপঃ কাল উক্তঃ। স চ তস্মিন্নায়ুষি ক্ষীণে সতি ক্ষীয়তে, অত্র তু প্রবাহ

ত্বক্ষোঽক্ষয়ঃ কাল উচ্যত ইতি বিশেষঃ। কর্ম্মফলবিধাতৄণাং মধ্যে বিশ্বতোমুখঃ সর্ব্বতোমুখঃ ধাতা সর্ব্বকর্ম্মফলবিধাতাঽহমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

বর্ণের মধ্যে আমি অকার, সমাস সমূহের মধ্যে দ্বন্দসমাস, অক্ষয় কালরূপ আমি এবং কর্ম্মফলদাতাগণের মধ্যে আমি বিধাতা ॥ ৩৩ ॥

অর্জ্জুন—বর্ণের মধ্যে অকার কেন ?

ভগবান্—অকার সমস্ত বর্ণের আদি বর্ণ—সর্ব্ব বর্ণের উচ্চারণে অকার আছে।

অর্জ্জুন—তুমি দ্বন্দ সমাস কেন ?

ভগবান্—দ্বন্দসমাসে উভয় পদের প্রাধান্য থাকে বলিয়া দ্বন্দসমাস উৎকৃষ্ট। অব্যয়ীভাবে পূর্ব্বপদ প্রধান, তৎপুরুষে উত্তরপদ প্রধান, কিন্তু দ্বন্দসমাসে উভয় পদই প্রধান। যেমন রামকৃষ্ণৌ।

অর্জ্জুন—'কালঃ কলয়তামহম্" ইহাত একবার বলিয়াছ তুমি কাল। আবার বল কেন যে তুমি অক্ষয় কালস্বরূপ।

ভগবান্—পূর্ব্বে ক্ষয়ী কালের কথা বলিয়াছি। আয়ুগণন কালের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি যা কালক্ষয়ে ক্ষয় হয়, কিন্তু এখানে বলিতেছি অক্ষয় কালজ্ঞ ঈশ্বর আমি ॥ ৩৩ ॥

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাঽহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

অহং সংহারকারিণাং মধ্যে সর্ব্বহরঃ চ সর্ব্বসংহারকারী মৃত্যুঃ মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিরিতি। ভবিষ্যতাং ভাবিকল্যাণানামুৎকর্ষপ্রাপ্তি-যোগ্যানামিত্যর্থঃ য উদ্ভবঃ উৎকর্ষঃ অভ্যুদয়ঃ সচাহমেব নারীণাং মধ্যে কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ স্মৃতির্মেধাধৃতিঃক্ষমেতি চ সপ্তধর্ম্মপত্ন্যোঽহমেব।

কীর্ত্তিঃ ধার্ম্মিকনিমিত্তা প্রশস্তত্বেন নানাদিগ্দেশীয়লোকজ্ঞানবিষয়তা-রূপা খ্যাতিঃ; শ্রীঃ ধর্ম্মার্থকামসম্পৎ শরীরশোভা বা কান্তির্ব্বা বাক্ সরস্বতী সর্ব্বস্যার্থস্য প্রকাশিকা সংস্কৃতাবাণী; চমৎকারানমূর্ত্ত্যা-দয়োঽপি ধর্ম্মপত্নোগৃহ্যন্তে। স্মৃতিঃ চিরানুভূতার্থস্মরণশক্তিঃ, মেধা অনেক গ্রন্থধারণাশক্তিঃ, ধৃতিঃ অবসাদেঽপি শরীরেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতোত্তম্ভন-শক্তিঃ উচ্ছৃঙ্খলপ্রবৃত্তিকারণে চাপল্যপ্রাপ্তৌ তন্নিবর্ত্তনশক্তির্ব্বা, ক্ষমা হর্ষবিষাদয়োরবিকৃতচিত্ততা—যাসামাভাসমাত্রসম্বন্ধেনাপি জনঃ সর্ব্ব-লোকাদরণীয়োভবতি তাসাং সর্ব্বস্ত্রীষূত্তমত্বমেতি প্রসিদ্ধমেব ॥ ৩৪ ॥

সংহর্ত্তাদিগের মধ্যে আমি সর্ব্বসংহারক মৃত্যু, ভাবিকল্যাণপ্রাপ্তিযোগ্য যাহা কিছু তাহার যে উদ্ভব বা অভ্যুদয় তাহাই আমি। নারীগণের মধ্যে সপ্তধর্ম্ম পত্নী, কীর্ত্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা আমিই ॥ ৩৪ ॥

অর্জ্জুন—মৃত্যু ইত্যাদি তুমি কিরূপে ?

ভগবান্—জীবপুঞ্জ পরস্পর পরস্পরকে সংহার করে। সংহারকদিগেরও মৃত্যু আমি বিধান করি বলিয়া আমি সর্ব্বহর। প্রলয়ে সমস্ত নাশ করি তাই সর্ব্বহর। ভাবি কল্যাণের অভ্যুদয় অতি মনোহর, এই জন্য ভাবি অভ্যুদয় বা উৎকর্ষ আমি। নারীগণ শক্তিরূপা। কীর্ত্ত্যাদি সপ্ত ধর্ম্মপত্নী আমি। ধার্ম্মিকের যে নানাদিগ্দেশ খ্যাতি তাহাই কীর্ত্তি। ধর্ম্ম অর্থ কাম সম্পত্তি হেতু যে শরীরশোভা বা কান্তি তাহাই শ্রী। সর্ব্বার্থ প্রকাশিনী যে সংস্কৃতা বাণী তাহার নাম বাক্। পূর্ব্বানুভূত অর্থ স্মরণশক্তির নাম স্মৃতি, বহু শ্লোকার্থ ধারণার শক্তিকে মেধা বলে, রোগাদি দ্বারা অবসন্ন হইলেও চাপল্য নিবারণ করিয়া প্রিয় বস্তুতে চিত্ত রাখিবার শক্তি তাহাই ধৃতি—হর্ষ বিষাদেও যে অবিকৃত চিত্ততা তাহাই ক্ষমা। স্ত্রী মধ্যে ইহারা উত্তম। ইহারা যাঁহারা স্ত্রী তিনি সর্ব্ব জনের আদরণীয় ॥ ৩৭ ॥

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রীচ্ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥

সাম্নাং মধ্যে বৃহৎসাম মোক্ষপ্রতিপাদকসামবেদবিশেষঃ ছন্দসাং নিয়তাক্ষরপাদস্বরূপচ্ছন্দোবিশিষ্টানাং ঋচাং মধ্যে গায়ত্রী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ঋক্ দ্বিজাতের্দ্বিতীয়জন্মহেতুত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ অহং মাসানাং দ্বাদশানাং মধ্যে মার্গশীর্ষঃ মৃগশীর্ষেণ যুক্তা পৌর্ণমাস্যস্মিন্নিতি অভিনবশালিবাস্তুশাকাদিশালী শীতাতপশূন্যত্বেন চ সুখহেতুঃ ঋতূনাং ষণ্ণাং মধ্যে কুসুমাকরঃ সর্ব্বসুগন্ধিকুসুমানামাকরোঽতিরমণীয়ো বসন্তঃ। "বসন্তে ব্রাহ্মণমুপনয়ীত, বসন্তে ব্রাহ্মণোঽগ্নীনাদধীত, বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষা যজেত, তদ্বৈ বসন্ত এবাভ্যারভেত বসন্তোবৈ ব্রাহ্মণস্যর্ত্তুরিত্যাদি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধোঽহমস্মি" ॥ ৩৫ ॥

আমি সামবেদোক্ত মন্ত্র সকলের মধ্যে বৃহৎসাম, ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্র মধ্যে গায়ত্রী মন্ত্র আমি, বৈশাখাদি দ্বাদশ মাস মধ্যে অগ্রহায়ণ মাস আমি, এবং ঋতু সকলের মধ্যে বসন্ত ঋতু আমি ॥ ৩৫ ॥

অর্জ্জুন— সামবেদ মধ্যে বৃহৎ সাম শ্রেষ্ঠ কেন?

ভগবান্—বৃহৎসাম দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্র সর্ব্বেশ্বররূপে প্রশংসনীয়। ইন্দ্র ব্রহ্মেরই নাম। মোক্ষপ্রতিপাদক বলিয়া বৃহৎসাম শ্রেষ্ঠ।

অর্জ্জুন—গায়ত্রী শ্রেষ্ঠ কেন?

ভগবান্—গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বিজত্ব জননশক্তি আছে এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞীয় ঘৃতাহবনের মন্ত্র স্বরূপে শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে।

অর্জ্জুন—মার্গশীর্ষ শ্রেষ্ঠ কেন?

ভগবান্—নূতন শষ্যশাকাদিযুক্ত শীতাতপাদিশূন্য অগ্রহায়ণ মাস মাস মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অর্জ্জুন—বসন্তঋতু শ্রেষ্ঠ কেন?

ভগবান্—সুগন্ধি কুসুম সমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া সকলের আনন্দ উৎপাদন করে বলিয়া শ্রেষ্ঠ।

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥ ৩৬॥

ম ম ম
ছলয়তাং ছলস্য পরবঞ্চনস্য কর্ত্তৃণাং সম্বন্ধি দ্যূতম্ অক্ষদেবনাদি-
ম ম ম
লক্ষণং সর্ব্বস্বাপহারকারণমহম্ অস্মি তেজস্বিনাম্ অত্যুগ্রপ্রভাবানাং
শ্রী ম ম
সম্বন্ধি তেজঃ প্রভাবঃ অস্মি জেতৃণাং জয়ঃ পরাজিতাপেক্ষয়োৎকর্ষ-
ম ম ম
লক্ষণঃ অস্মি ব্যবসায়িনাং ব্যবসায়ঃ ফলাব্যভিচার্য্যুদ্যমঃ অস্মি;
শ ম ম
সত্ত্ববতাং সাত্ত্বিকানাং ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যলক্ষণং সত্ত্বকার্য্যমেবাত্র
সত্ত্বং অহম্॥ ৩৬॥

পরস্পর বঞ্চনাকারী সম্বন্ধে আমি দ্যূতক্রীড়া, আমি তেজস্বী পুরুষের তেজস্বরূপ প্রভাব, বিজয়ী পুরুষ সম্বন্ধে জয়স্বরূপ আমি, উদ্যমকারীর উদ্যম আমি, সাত্ত্বিক ব্যক্তির সত্ত্ব গুণ আমি॥ ৩৬॥

অর্জ্জুন—দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি তুমি কেন?

ভগবান্—পরকে বঞ্চনা করিবার যত উপায় আছে তন্মধ্যে দ্যূতক্রীড়া প্রধান এজন্য আমি দ্যূতক্রীড়া। তেজদ্বারা সকলে বশীভূত থাকে তাই তেজ আমি। জয়লাভে লোকে মহানন্দ প্রাপ্ত হয় এজন্য আমি জয়। উদ্যমশীল পুরুষকার দ্বারা জীবন্মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে এজন্য আমি সেই পুরুষকার। ধর্ম্মজ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্যাদি সত্ত্বগুণও আমি ৩৬॥

বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ॥ ৩৭ ॥

বৃষ্ণীণাং যাদবানাং মধ্যে বাসুদেবঃ বসুদেবসুনুঃ অহং তৎসখা পাণ্ডবানাং পাণ্ডবানাং মধ্যে ধনঞ্জয়ঃ ত্বমেবাস্মি মুনিনাং মননশীলানাং সর্ব্বপদার্থজ্ঞানিনাং অপি মধ্যে ব্যাসঃ বেদব্যাসোঽস্মি কবীনাং ক্রান্ত-দর্শিনাং সূক্ষ্মার্থবিবেকিনাং মধ্যে উশনা কবিঃ ভার্গবঃ শুক্রঃ অস্মি ॥ ৩৭

বৃষ্ণিবংশীয়গণের মধ্যে আমি শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিগণেব মধ্যে ব্যাস, কবিগণের মধ্যে আমি শুক্রাচার্য্য কবি ॥ ৩৭ ॥

অর্জ্জুন—তোমার ও আমার নাম এক সঙ্গে দাও কেন?

ভগবান্—আমারাই সেই পুরাতন ঋষি নরনারায়ণ। চিরদিনই আমরা একত্রে। তাহ বৃষ্ণিবংশের মধ্যে আমি ও পাণ্ডবদিগের মধ্যে তুমি—আমরা আমার বিভূতি। শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দ্বাপর যুগে আমি ভূভার হরণ ও ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ করিতেছি আর তুমি এই দুই কার্য্যেই আমার সহায়। সাক্ষাদীশ্বরস্যাপি বিভূতি মধ্যে পাঠস্তেনরূপেণ চিন্তনার্থ ইতি প্রাগেবোক্তম্।

অর্জ্জুন—আমাদের পঞ্চভ্রাতার মধ্যে যুধিষ্ঠির পরম ধার্ম্মিক, কিন্তু তিনি তোমার বিভূতি নহেন কেন?

ভগবান্—তোমরা উভয়েই বিপদ কালে শোকমোহাচ্ছন্ন হইয়াছ বটে তথাপি তোমার মধ্যেই আমার বিভূতি অধিক প্রকাশ হইয়াছে। উর্ব্বশী প্রত্যাখ্যান, কিরাত জয়, ইন্দ্রলোক গমন, নিবাত কবচ বিনাশ, উত্তরা বিবাহ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণাদি বধ এই সমস্ত কার্য্যে তোমার অধিক শক্তি প্রকাশিত। যুধিষ্ঠির এক ধর্ম্ম বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। যুধিষ্ঠির "অশ্বত্থামা হত ইতি গজরণে" বলিয়াছিলেন বলিয়া যে তুমি তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা মনে করিও না। তুমি আমার সখা বলিয়া প্রধান।

অর্জ্জুন—ব্যাস ভিন্ন আরও ত মুনি আছেন ?

ভগবান্—বেদার্থ মননশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে ব্যাস সর্ব্বপ্রধান। অনেক ব্যাস আছেন ইহার অর্থ এই ব্যাস বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ বলিতেছেন ঃ—

"ইমং ব্যাসমুনিং তত্র দ্বাত্রিংশং সংস্মরাম্যহম্।
যথা সম্ভব বিজ্ঞান দৃশা সংদৃশ্যমানয়া॥
দ্বাদশাল্পধিয়স্তত্র কুলাকারেহিতৈঃ সমাঃ।
দশসর্ব্বে সমাকারাঃ শিষ্টাঃ কুলবিলক্ষণাঃ॥

* * * * *

ভাব্যমদ্যাপ্যনেনেহ নমু বারাষ্টকং পুনঃ।
ভূয়োঽপি ভারতং নাম সেতিহাসং করিষ্যতি॥
কৃত্বা বেদ বিভাগঞ্চ নীত্বানেন কুলপ্রথাম্।
ব্রহ্মত্বঞ্চ তথা কৃত্বা ভাব্যং বৈদেহমোক্ষণম্॥ ৩ সর্গঃ মুমুঃ ২১...৩০।

অর্জ্জুন—ব্যাস অনেক আছেন কে একথা বলেন ?

ভগবান্—অল্পদর্শী কেহ কেহ বলেন ২৮ জন ভিন্ন ভিন্ন ব্যাস ছিলেন—ইহা ভুল এই সমস্ত ব্যক্তির দৃষ্টি ও জ্ঞানের প্রসার হইলে ইহারা বুঝিতে পারিবে এই ব্যাস বহুবার জন্মিয়াছেন। ইনিই বেদ বিভাগ কর্ত্তা, ইনিই ভাগবত প্রণেতা। ভগবান্ বশিষ্ঠ ইঁহাকে বহুবার জন্মিতে দেখিয়াছেন। পরজন্ম মানে না বলিয়া এক ব্যক্তিই যে বহুবার জন্মেন ইহা ইহারা মানিতে পারে না।

অর্জ্জুন—কবি কাহাকে বলে ?

ভগবান—যাঁহারা সূক্ষ্মার্থদর্শী তাঁহারাই কবি। শুক্রাচার্য্যের নাম উশনা। বৃহস্পতি দেবগুরু এবং উশনা অসুরগুরু। শাস্ত্রের সূক্ষ্মার্থ বুঝিতে শুক্রাচার্য্যের মত কাহারও সামর্থ্য নাই। শুক্রাচার্য্য জীবন্মুক্ত ছিলেন॥ ৩৭॥

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাঽস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম॥ ৩৮॥

শ্রী শ্রী শ ম
দময়তাং দমনকর্ত্তৃণাং সম্বন্ধী দণ্ডঃ অদান্তানাং দমনকারণং নিগ্রহ-
শ্রী শ্রী
হেতুঃ অস্মি যেনাঽসংযতা অপি সংযতা ভবন্তি স দণ্ডোমদ্বিভূতিঃ
ম শ্রী
জিগীষতাং জেতুমিচ্ছতাং নীতি সামদানভেদাদিরূপা অস্মি গুহ্যানাং

শ্রী শ্রী শ্রী ম
গোপ্যানাং গোপনহেতুঃ মৌনং মৌনবচনমহমস্মি গোপ্যানাং মধ্যে
ম ম
সম্যক্ সংন্যাসশ্রবণমননপূর্ব্বকমাত্মনোনিদিধ্যাসনলক্ষণং মৌনং চ
ম
অহমস্মি জ্ঞানবতাং জ্ঞানিনাং য়চ্ছ্রবণমননিদিধ্যাসনপরিপাকপ্রভবম-
ম
দ্বিতীয়াত্মসাক্ষাৎকাররূপং সর্ব্বাজ্ঞানবিরোধি জ্ঞানং তদহমস্মি ॥৩৮॥

আমি শাসনকর্ত্তাগণের দণ্ড, জয়েচ্ছুগণের সামাদি নীতি, গুহ্যবিষয়ের মধ্যে মৌন এবং তত্ত্বজ্ঞানীর জ্ঞান ॥ ৩৮ ॥

অর্জ্জুন—দণ্ড কি? তুমি দণ্ডস্বরূপ কিরূপে?

ভগবান্—দণ্ডদ্বারা প্রজাগণ শাসিত হয়, পাপী পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়। পাপের জন্য দণ্ড ভোগ করিলে পাপী নির্ম্মল হয়। এই কুপথগামী দিগকে সুপথে আনিবার জন্য যে ব্যক্তিগত অনুতাপ, দণ্ড, সমাজদণ্ড বা রাজদণ্ড সেই দণ্ড আমার বিভূতি।

অর্জ্জুন—জয়েচ্ছুর নীতি তুমি কিরূপে?

ভগবান্—শুদ্ধ শারীরিক বলদ্বারা সর্ব্বকালে জয়লাভ হয় না। কোথাও সাম, কোথাও দান, কোথাও ভেদ, কোথাও দণ্ড, এই সমস্ত নীতি দ্বারা জয়লাভ হয়। এজন্য বিজয়সাধক নীতি আমি।

অর্জ্জুন—মৌন কি?

ভগবান্—শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা আমার অনুসন্ধানকে মৌন বলে। প্রকাশ করিতে না পারিলেই মৌন হয়। গোপনের হেতু যে মৌন তাহাই আমি। সমাধিস্থ যিনি তিনি আপনা হইতেই মৌন।

অর্জ্জুন—জ্ঞান কি?

ভগবান্—আত্মসাক্ষাৎকার রূপ জ্ঞানও আমি ॥ ৩৮ ॥

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন!।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯ ॥

ম
হে অর্জ্জুন! যদপি চ সর্ব্বভূতানাং বীজং প্ররোহকারণং তৎ

ম ম ম
মায়োপাধিকং চৈতন্যং অহমেব ময়া বিনা যৎ স্যাৎ ভবেৎ তৎ চরাচরং
বা ম
ভূতং সর্ব্বং বস্তুজাতং ন অস্তি যতঃ সর্ব্বং মৎকার্য্যমেবেত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

হে অর্জ্জুন! যে চৈতন্য সর্ব্বভূতের বীজ বা উৎপত্তি কারণ তাহাই আমি। আমা ব্যতীত উদ্ভূত হইতে পারে চরাচরে এরূপ ভূত নাই ॥ ৩৯ ॥

অর্জ্জুন— সর্ব্বভূতের বীজ তুমি কিরূপে?

ভগবান্—আমি আমার মায়া দ্বারা এই জগৎ সৃজন করিয়াছি। বীজ মধ্যে যেরূপ বৃক্ষ থাকে সেইরূপ মায়োপহিত চৈতন্যে এই জগৎ লুক্কায়িত ছিল, অতএব মায়োপাহিত চৈতন্যই সর্ব্বভূতের বীজ বা মূল কারণ। সেই মূল কারণ বিনা কোন ভূত জন্মিতে পারে না ॥ ৩৯ ॥

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ!।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্ব্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০ ॥

ম ম
হে পরন্তপ! পরেষাং শত্রূণাং কামক্রোধলোভাদীনাং তাপ-
ম শ শ্রী
জনক! মম দিব্যানাং বিভূতীনাম্ অন্তঃ ইয়ত্তা ন অস্তি অনন্তত্বাদ্বিভূ-
শ্রী শ্রী
তীনাং তাঃ সাকল্যেন বক্তুং ন শক্যন্তে এষ তু বিভূতেঃ বিস্তরঃ
ম ম ম শ্রী
বিস্তারঃ ময়া ত্বাং প্রতি উদ্দেশতঃ একদেশেন সংক্ষেপতঃ
প্রোক্তঃ ॥ ৪০ ॥

হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতি সমূহের অন্ত নাই। আমি এই যাহা বলিলাম তাহা আমার বিভূতির সংক্ষেপ মাত্র ॥ ৪০ ॥

ভগবান্—আমার বিভূতির যে অন্ত নাই তাহাত বুঝিতেছ?

অর্জ্জুন—বিভূতি কথার অর্থেই ত তাহা বুঝা যাইতেছে। বিশিষ্টরূপে হওয়াই বিভূতি।

তুমি সর্ব্বদা এক হইয়াও, সর্ব্বদা স্বস্বরূপে থাকিয়াও, তুমি অজ হইয়াও যে বহু হইতেছ ইহাই তোমার বিভূতি। তুমি তোমার আত্মমায়া দ্বারাই বহুরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছ ইহা আমি জানিতেছি। তোমার মায়াটি এক, কিন্তু সেই মায়ার নৃত্যে যে অবিদ্যা জন্মিতেছে তাহা অনন্ত। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সূর্য্য কিরণে ত্রসরেণুর মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ত্রসরেণুর যেমন সংখ্যা হয় না, ব্রহ্মাণ্ডেরও সেইরূপ অন্ত নাই। ধূলিকণার মত ভাসমান কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, সমুদ্র, আকাশ, বায়ুরাশির সহিত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ইহাই তোমার এক দেশে। জীবের সাধ্য কি তোমার বিভূতির শেষ দেখে ? ॥ ৪০ ॥

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৪১ ॥

যৎ যৎ সত্ত্বং প্রাণী বস্তুজাতং বিভূতিমৎ ঐশ্বর্য্যযুক্তং তথা শ্রীমৎ শ্রীর্লক্ষ্মীঃ সম্পৎ শোভা কান্তির্বা তয়া যুক্তং তথা ঊর্জ্জিতং বলাদ্যতিশয়েন যুক্তং তত্তদেব মম তেজোঽংশসম্ভবঃ তেজসঃ চিচ্ছক্তেরংশেন সম্ভূতং ত্বং অবগচ্ছ জানীহি ॥ ৪১ ॥

যাহা যাহা ঐশ্বর্য্যযুক্ত, লক্ষ্মীযুক্ত এবং বলশালী সেই সেই বস্তুই আমার শক্তির অংশ হইতে উৎপন্ন জানিও ॥ ৪১ ॥

অর্জ্জুন—কিন্তুই যে তোমার তেজের অংশ ইহা কিরূপে ধারণা করি ?

ভগবান্—আমার শক্তির পরিণাম এই জগৎ। জগতে যাহা আছে তাহাই শক্তি সমষ্টি মাত্র। মনুষ্য কতকগুলি শক্তির সমষ্টি মাত্র। সহজেই ইহা বুঝিতে পার। কিন্তু শক্তি অনুভব করিবার জন্য প্রধান প্রধান বস্তু অনুসন্ধান কর দেখিবে সমস্ত ঐশ্বর্য্যযুক্ত, লক্ষ্মীযুক্ত, বলযুক্ত বস্তুজাত আমার শক্তির অংশ জাত ॥ ৪১ ॥

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন !।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২ ॥

ম ম শ্রী রা
অথবা পক্ষান্তরে হে অর্জ্জুন! বহুনা পৃথক এতেন উচ্যমানেন

বা ম বা রা
জ্ঞাতেন জ্ঞানেন কিং কিং তব স্যাৎ কিং প্রয়োজনং? ইদং চিদচিদাত্মকং

ম ম ম ম
কৃৎস্নং সর্ব্বং জগৎ একাংশেন একদেশমাত্রেণ বিষ্টভ্য বিধৃত্য ব্যাপ্য

ম
অহম্ স্থিতঃ ন মদ্ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদস্তি "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপা-

ম ম
দস্যামৃতং দিবীতি" শ্রুতেঃ তস্মাৎ কিমনেন পরিচ্ছিন্নদর্শনেন সর্ব্বত্র

ম
মদ্দৃষ্টিমেব কুর্বিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪২ ॥

অথবা হে অর্জ্জুন! এত অধিক জানিবার কি প্রয়োজন? আমিই একাংশে এই সমুদায় জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছি ॥ ৪২ ॥

অর্জ্জুন—তোমার একাংশে জগৎ স্থিত আর অংশে কি আছে?

ভগবান্—পূর্ব্বে নবম অধ্যায়ের ৪ শ্লোকে বলিয়াছি ভাবরূপী অব্যক্ত মূর্ত্তিতে আমি এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি। "ময়া তত মিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা"। এই টুকুর মধ্যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ব্যাপার ঘটিতেছে। আমার এই অংশ টুকু মায়া উপহিত চৈতন্য। মায়ায় খেলা এই অংশ লইয়া। মায়া উপহিত চৈতন্যকে রজ্জু মনে করিয়া লও। চৈতন্যে জগৎ ভ্রম ইহাকে সর্প ভাব। রজ্জুর আয়তন যতটুকু কল্পিত সর্পও ততটুকু হইয়া রজ্জুর উপর ভাসিতেছে। রজ্জুই প্রকৃত পক্ষে কল্পিত সর্পকে ব্যাপিয়া আছে। কিন্তু অন্যত্র পরিপূর্ণ আমি কাহারও নিকট প্রকাশিত নহি। এক অংশ জগৎ রূপে প্রকাশ, অন্য অংশ "যন্ন বেদা বিজ্ঞানন্তি মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম্ ন যত্র বাক্ প্রভবতি"। কিন্তু এক কথা জিজ্ঞাসা করি বিভূতি যোগের অবতারণা করিলাম কেন তোমার কি স্মরণ আছে?

অর্জ্জুন—আছে—আমি পূর্ব্বে প্রশ্ন করিয়াছিলাম কি করিলে তোমাতে একটানা ভক্তি প্রবাহ থাকে, তুমি বলিয়াছিলে তোমার রূপ ও গুণরাশিতে মগ্ন থাকিতে না পারিলে সর্ব্বকালে ভক্তিপ্রবাহ সমভাবে প্রবাহিত হয় না। সেই জন্য তুমি বলিয়াছিলে উত্তমরূপে তোমার বিভূতি হৃদয়ঙ্গম করিতে। এক্ষণে বিভূতির কথা বলিলে।

ভগবান্—বিভূতির কথা শুনিয়া তোমার কি লাভ হইতেছে?

অর্জ্জুন—কি বলিব কি লাভ হইতেছে—তুমি সকলই জান তথাপি আমার মুখ হইতে শুনিতে তোমার ভাল লাগে তাই বলি।

নিরন্তর তোমার ধ্যানে মগ্ন থাকিতে হইলে তোমার সোপাধিক স্বরূপ ভাবনা করিতে হয়। ভূত সকল তোমার এক পাদ মাত্র। এই সমস্ত বিচিত্র রচনা তোমার একাংশে। তোমার লেশমাত্র শক্তি পাইয়া ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, জীবসঙ্ঘ আপন আপন পথে ছুটিতেছে। বিপথে চলিবার চেষ্টামাত্রে ইহারা ধ্বংশ হইয়া যাইবে।

"যস্যাজ্ঞয়া বাতি বাতুঃ শীঘ্রগামী চ সাম্প্রতম্।
যস্যাজ্ঞয়া চ তপনস্তপত্যেব যথাক্ষণম্॥
যথাক্ষণং বর্ষতীন্দ্রো মৃত্যুশ্চরতি জন্তুষু।
যথাক্ষণং দহত্যগ্নিশ্চন্দ্রো ভবতি শীতবান্॥"

তোমার আজ্ঞায় জগৎ চলিতেছে আর তুমিই হংসকে শুক্লীকৃত করিয়াছ, শুককে হরিতীকৃত করিয়াছ—আমি সর্ব্বদা তোমার ধ্যান করিতে চাই। কিন্তু চিত্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ে ধাবিত হয় বলিয়া দুঃখ করি, তুমি বলিতেছ সর্ব্বত্রই তুমি, সর্ব্বত্রই তোমার বিভূতি—তোমার বিভূতি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেই সর্ব্বত্র ঈশ্বরদৃষ্টি স্থির রহিল। বল আমি কি ঠিক বুঝিতেছি?

ভগবান্—অর্জ্জুন! তুমি আমার ভক্ত। অগ্রে ভিতরে আমাকে ধরিতে চেষ্টা করিবে পরে বাহিরে। আমি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি, আমার পরম ভাব হৃদয়ে রাখিয়া যে কোন বস্তু লক্ষ্য করিয়া আমার উপাসনা করিতে চাও তাহাতেই আমার উপাসনা হয়। কিন্তু উপাসনা পর্য্যন্ত আমার সোপাধিক স্বরূপের ভাবনা করিবে। জীবন্মুক্তি জন্য আমার নিরুপাধিস্বরূপ ভাবনা চাই। পৃথিবীর অণু জলের অণুতে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশের অণু ব্রহ্মাণুতে, লয় হয়। আর ব্রহ্মাণুর একাংশে এই জগৎ ভাসিতেছে। সমস্ত লয় হইলে ব্রহ্ম পদার্থ মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। তিনিই সচ্চিদানন্দস্বরূপ—তাঁহা হইতেই জন্মাদি হইতেছে। তাঁহার স্বরূপানুভূতিই জীবন্মুক্তি॥ ৪২॥

[৪ঠা ভাদ্র+৫০ দিনে ১৩০৮ সালে এই অধ্যায় পর্য্যন্ত লেখা শেষ,
ছাপা শেষ ১০ই ভাদ্র, ১৩১৮ সাল]

॥ ওঁ তৎসৎ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিভূতিযোগো-
নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশ্রীস্বাত্মরামায় নমঃ

শ্রীশ্রীগুরুঃ।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।
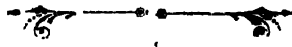
একাদশোঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বরূপসন্দর্শন যোগঃ।

বিভূতিবৈভবং প্রোচ্য কৃপয়া পরয়া হরিঃ।
দিদৃক্ষোরর্জ্জুনস্যাঽথ বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ॥ শ্রীধরঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম॥ ১॥

মদনুগ্রহায় মমানুগ্রহং কর্ত্তুং মদনুগ্রহাঽর্থং মমশোকনিবৃত্ত্যুপকারায় পরমং গুহ্যং নিরতিশয়ং গোপ্যং অতিরহস্যং যস্মৈকস্মৈচিদ্বক্তুমনর্হমপি অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ অধ্যাত্মমিতিশব্দিতং আত্মানাত্মবিবেকবিষয়ং "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বমি" ত্যাদি ষষ্ঠাধ্যায়পর্য্যন্তং ত্বং পদার্থপ্রধানং যৎ বচঃ যদ্বাক্যং "নায়ং হন্তি ন হন্যতে" ইত্যাত্মনোঽকর্ত্তৃত্বাভোক্তৃত্ব-

নী　　ম　　ম　　শ
প্রতিপাদকং ত্বয়া পরমকারুণিকেন সর্ব্বজ্ঞেন উক্তং তেন বচসা মম

ম　　শ্রী
অয়ং মোহঃ অহমেষাং হন্তা এতে ময়া হন্যন্ত ইত্যাদিলক্ষণো আত্ম-

রা　শ্রী　　রা　ম　　শ
বিষয়ো ভ্রমঃ বিগতঃ দূরতো নিরস্তঃ বিনষ্টঃ মমাবিবেকবুদ্ধিরপগতেত্যর্থঃ

নী
অত্র প্রথমে পাদেঽক্ষরাধিক্যমার্ষম্ ॥.১ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন—আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ যে পরম গুহ্য অধ্যাত্ম-নাম শব্দিত বাক্য তোমার দ্বারা কথিত হইল, তদ্দারা আমার এই মোহ বিনষ্ট হইল ॥ ১ ॥

ভগবান্—কেমন অর্জ্জুন? এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি যাহা বলিলাম তাহা শুনিয়া তোমার মনের অবস্থা কি কিছু পরিবর্ত্তিত হইল?

অর্জ্জুন—আমাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য আত্মা ও অনাত্মা বিষয়ে তুমি যাহা বলিলে তাহাতে আমার আত্মবিষয়ক যে একটা মোহ ছিল তাহা দূর হইয়াছে।

ভগবান্—কি মোহ ছিল আর কিরূপে তাহা দূর হইল?

অর্জ্জুন—আমি ক্ষত্রিয়, ধর্ম্মযুদ্ধই আমার কর্ত্তব্য। ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করাও ক্ষত্রিয়ের উত্তম সদ্গতি। ক্ষত্রিয়ের দেহ যুদ্ধে বিনাশ হইবার জন্য। প্রারব্ধ ভোগের ইহা অপেক্ষা সহজ পথ আর নাই। আমি আমার স্বধর্ম্মে সন্দিহান হইয়া ভিক্ষাটনাদি পরধর্ম্ম গ্রহণে প্রস্তুত হইয়াছিলাম। আমি আত্মানাত্মবিষয়ক মোহে আচ্ছন্ন হইয়া বলিতেছিলাম "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব"। ১।৩৬ আবার বলিয়াছিলাম "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন। ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন" ইত্যাদি। আমিই ইঁহাদের হন্তা, আমার দ্বারা ইঁহারা হত হইবে,—এই ছিল আমার মোহ।

লোকে যে কার্য্যে সুখ পায় না, যে কার্য্য করিতে গেলে ক্লেশ হয়, সে কার্য্য করিতে চায় না। এই যে আত্মসুখের জন্য কার্য্য করা ইহাই কাম। স্বজন বন্ধু বান্ধব বিনাশ করিলে আমার বড়ই কষ্ট হইবে, দ্রোণ ভীষ্মাদি গুরুজন বিনাশ করিলে আমি নিতান্ত কষ্ট পাইব, এই জন্য আমি স্বধর্ম্মত্যাগ করিতেও প্রস্তুত হইয়াছিলাম। আমি কামের কার্য্য করিতে যাইতেছিলাম তুমি আমাকে প্রেম শিক্ষা দিলে। নিজের দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া শ্রীভগবানের সন্তোষ জন্য যে তাঁহার আজ্ঞা পালন করা তাহাই প্রেম। শ্রীভগবানের আজ্ঞাপালন জন্য ক্লেশ করিলেও তিনি প্রসন্ন হয়েন। ইহাতে তাঁহার সুখ হয়। নিজের সুখের জন্য কর্ম্ম করা কাম, আর তোমার সুখের জন্য কার্য্য করা প্রেম। নিষ্কামকর্ম্ম প্রেম।

তোমার প্রসন্নতার জন্য যুদ্ধ করিতে আমার ইচ্ছা জাগিয়াছে। আমার আর আত্মা ও অনাত্মা সম্বন্ধে কোন মোহ নাই।

ভগবান্—আমার কোন্ বাক্যে তোমার মোহ দূর হইল—তোমার জ্ঞানোদয় হইল—তাহাই বল।

অর্জ্জুন—অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং হইতে আরম্ভ করিয়া ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত তুমি যে সমস্ত অতি গোপনীয়—অতি রহস্যময় অধ্যাত্ম কথা বলিয়াছ তাহাতেই হে কৃপাসিন্ধো! আমার শোক মোহ দূর হইয়াছে। যুদ্ধার্থ সমাগত এই সমস্ত আত্মীয় স্বজনের আত্মার দিকে আমার লক্ষ্য ছিল না। তুমি বুঝাইয়া দিয়াছ দেহ আত্মা নহে, আত্মাকে কেহ হনন করিতে পারে না—আমি বুঝিয়াছি আত্মা কি। আরও বুঝিতেছি দেহে আত্মজ্ঞান করিয়া, দেহ বিনষ্ট হইবে ভাবিয়া, আমি ক্লেশ পাইতেছিলাম। আমি এখন বেশ ধারণা করিয়াছি তুমি আছ বলিয়া সর্ব্ব জীব আত্মবান্। তুমিই যে আমার আত্মা তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছি। কাজেই তোমাকে আমার বড়ই মধুর লাগিতেছে। তোমার আজ্ঞাই আমার জীবন বলিয়া মনে হইতেছে। এই হেতু আমার ইচ্ছামত কার্য্য আর করিতে পারি না, তোমার ইচ্ছামত কার্য্য করাই আমার পরম আনন্দের বিষয়। আমি পূর্ব্বে দেহাত্মাভিমানী একটা অজ্ঞান-সমষ্টিমাত্র ছিলাম; এখন আমার অজ্ঞান-আমির মৃত্যু হইয়াছে; তুমিই যে আমার প্রকৃত আমি তাহার বোধ হইয়াছে। আমি কর্ত্তা নহি, তুমিই কর্ত্তা। তোমার সন্তোষের জন্য, তোমার সুখের জন্য কর্ম্ম করাই যে নিষ্কাম কর্ম্ম তাহা আমি দেখিতেছি। আবার যে সাধনা দ্বারা আমি সর্ব্বদা আত্মসংস্থ থাকিতে পারি, সর্ব্বদা তোমাতে স্থিতিলাভ করিতে পারি সেই নিষ্কামকর্ম্ম, আরুরুক্ষযোগ, আত্মসংস্থ যোগ, আমি সুন্দররূপে বুঝিয়াছি।

তাহার পরে সপ্তম হইতে এই পর্য্যন্ত যুক্ততম অবস্থা লাভ জন্য যে জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা বলিয়াছ তাহাও আমি বুঝিয়াছি।

দশম অধ্যায়ে তুমি যে বলিয়াছ "এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ" ১০।৭ যাহা শুনিয়া আবার ১০।১৮ শ্লোকে আমি বলিয়াছি বিস্তরেণাত্মনোযোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন! ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ বাস্তবিক তোমার অমৃতময় বাক্য, শ্রবণদ্বারা পান করিয়া করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না।

সর্ব্বভূতের অন্তরে তুমিই আছ "অহমাত্মাগুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয় স্থিতঃ। অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ।" ইহা তোমার যোগৈশ্বর্য্য। আর তোমার যে বিভূতি বা বিস্তার তাহা বুদ্ধিজ্ঞানমসংমোহ ইত্যাদি ভাব সমূহ এবং মহর্ষয়ঃ সপ্তপূর্ব্বে ইত্যাদি প্রজাসমূহ যে তোমা হইতে জন্মিতেছে তাহাতে প্রকাশ হইতেছে। আরও আদিত্যগণের মধ্যে তুমি বিষ্ণু প্রকাশগণের মধ্যে সূর্য্য ইত্যাদি হইতে বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নং" ইত্যাদিতে তুমি বলিতেছ তোমার বিভূতি অনন্ত—জীব পৃথক্ পৃথক্ করিয়া কত আর জানিবে? তুমি বলিতেছ জানিয়া রাখ, আমি সমস্ত জগৎ আমার একাংশ মাত্র দ্বারা ধারণ করিয়া রহিয়াছি—আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই, শ্রুতিও বলেন "পদোঽস্য বিশ্বাভূতানি"।

তোমার যোগ ও বিভূতি শ্রবণে আমি ভিতরে বাহিরে তোমার ধ্যানে থাকিতে পারিব।

যোগৈশ্বর্য্য দ্বারা তুমি যে সর্ব্বভূতকে ধরিয়া আছ, তোমার সর্ব্বভূতাধারত্ব সর্ব্বদা স্মরণ করিতে পারিতেছি, আবার জগৎকে তুমিই যে বাহিরেও ধরিয়া আছ ইহাতে সর্ব্বদা যাহা দেখি বা শুনি তাহাতেই তোমায় স্মরণ করিতে পারিতেছি। যোগী হইয়াও যুক্ততম অবস্থা লাভ জন্য তুমি যে তোমার জ্ঞান ও বিজ্ঞান বলিতেছ, তোমার যোগ ও বিভূতি বলিতেছ তাহা আমি বুঝিয়াছি। এখন আমার আর এক বাসনা জাগিয়াছে। তুমি ত অন্তর্যামী আমার সে বাসনা পূর্ণ হইবে কি ?

ভগবান্—অর্জ্জুন! আমিই তোমার ঐ বাসনা জাগাইয়াছি—পূর্ণ করিব বলিয়া। তোমার হৃদয়ে যে একটা অজ্ঞানমেঘ ছিল তাহা আমার বাক্য-বায়ু সরাইয়া দিয়াছে। তুমি সর্ব্বত্র তেজোময়, অমৃতময়, সর্ব্বানন্দ—কি যেন দেখিতেছ; অথচ স্থিতিলাভ করিতে পারিতেছ না। তোমার হৃদয় ভগবৎপ্রেমে আর্দ্র হইয়াছে—তুমি সান্তে অনন্ত দেখিতে ইচ্ছা করিতেছ। প্রত্যক্ষ সন্দর্শন ভিন্ন তোমার প্রাণের ব্যাকুলতা দূর হইবে না। কেমন ?

অর্জ্জুন—দীনবন্ধো! আমি আর কি বলিব? তুমি ত সকলই জানিতেছ তথাপি আমার মুখ হইতে শুনিতে চাও, আমি আবার বলিতেছি ॥১॥

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ ! মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

শ　　ম
হে কমলপত্রাক্ষ ! কমলস্য পত্রে ইব দীর্ঘে রক্তান্তে পরমমনোরমে

ম　　শ　　ম
অক্ষিণী যস্য তব স ত্বং ত্বত্তঃ ত্বৎসকাশাৎ ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ উৎপত্তি-

ম　　শ্রী
প্রলয়ৌ ময়া বিস্তরশঃ নতু সংক্ষেপেণ পুনঃপুনঃ ইতি যাবৎ শ্রুতৌ।

ম　　ম
অব্যয়ং অক্ষয়ং মাহাত্ম্যং অপি চ মহাত্মনস্তবভাবঃ মাহাত্ম্যং অনতিশয়ৈশ্বর্য্যং

ম
বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বেঽপ্যবিকারিত্বং শুভাশুভকর্ম্মকারয়িতৃত্বেঽপ্যবৈষম্যং

ম　　শ্রী
বন্ধমোক্ষাদিবিচিত্রফলদাতৃত্বেঽপ্যসঙ্গোদাসীন্যাদিলক্ষণপরিমিতং মহত্ত্বঞ্চ

শ্রী　　শ্রী
শ্রুতং। অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ ইতি (৭।২৪)

শ্রী　　শ্রী
ময়াততমিদং সর্ব্বমিতি (৯।৪) ন চ মাং তানি কর্ম্মাণীতি (৯।৯)

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু (৯।২৯) ইত্যাদিনা চ। অতস্তৎপরতন্ত্রত্বাদপি
শ্রী
জীবানামহং কর্ত্তেত্যাদির্মদীয়ো মোহো বিগত ইতি ভাবঃ ॥২॥

হে কমললোচন! ভূতসমূহের উৎপত্তি ও প্রলয় এবং [তোমার] অক্ষয় মাহাত্ম্য তোমার নিকট মৎ কর্ত্তৃক বিস্তারিতরূপে শ্রুত হইল ॥ ২ ॥

ভগবান্—কমলপত্রাক্ষ যে বলিলে? পদ্মপাতার মত গোল গোল চক্ষু কি বড় সুন্দর?

অর্জ্জুন—শ্রীজগন্নাথের চক্ষুও সুন্দর। কিন্তু কমলপত্রের তলদেশে দুইটি চক্ষু থাকে। তাহা আকর্ণান্ত চক্ষুর ন্যায়। তোমার চক্ষু কমলপত্রের তলদেশে অঙ্কিত চক্ষুর ন্যায় রক্তান্ত, পরম-মনোরম, অতিসুপ্রসন্ন। তাই বলিলাম কমলপত্রাক্ষ।

ভগবান্—আমার অক্ষয় মাহাত্ম্যের কথা আবার বল দেখি?

অর্জ্জুন—বিশ্বসৃষ্ট্যাদিতে কর্ত্তৃত্ব থাকিলেও তোমার কোন বিকার নাই; লোককে শুভাশুভ ফলকর্ম্ম প্রদান করিলেও তোমার কোন বিষমভাব নাই; বন্ধমোক্ষাদি বিচিত্রফলদাতা হইয়াও তুমি কিছুই কর না, তুমি উদাসীন। এই তোমার অক্ষয় মাহাত্ম্য। সমস্ত শুনিয়া আমার আর অহং কর্ত্তা রূপ মোহ নাই ॥ ২ ॥

এবমেতদ্‌যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর!।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম! ॥ ৩ ॥

ম ম
হে পরমেশ্বর! যথা যেন প্রকারেণ সোপাধিকেন নিরুপাধিকেন
ম শ্রী শ্রী
চ ত্বং আত্মানং আত্থ বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগদিত্যেবং
শ শ ম
কথয়সি এতৎ এবং নান্যথা ত্বদ্বচসি কুত্রাপি মমাবিশ্বাসশঙ্কা
ম ম ম ম
নাস্তোবেত্যর্থঃ যদ্যপ্যেবং তথাপি হে পুরুষোত্তম! তে তব ঐশ্বরং
শ শ শ ম
বৈষ্ণবং জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোভিঃ সম্পন্নমদ্ভুতং রূপং দ্রষ্টুং
রা
সাক্ষাৎকর্ত্তুং ইচ্ছামি ॥ ৩ ॥

হে পরমেশ্বর! তুমি আপনার বিষয় যাহা বলিলে তাহা এইরূপই বটে! যদিও ইহা এইরূপ, তথাপি হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার ঐশরূপ দেখিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩ ॥

ভগবান্—বলত আমি আত্মতত্ত্ব কি বলিলাম?

অর্জ্জুন—সপ্তমের ছয় শ্লোকে বলিয়াছ "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা" দশমের শেষ শ্লোকে বলিতেছ "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ" তোমার স্বরূপে তুমি সৎ-চিৎ আনন্দময়, তটস্থ লক্ষণে তুমি সৃষ্টিস্থিতিলয় কর্ত্তা। তোমার কোন কথায় আর আমার অবিশ্বাস নাই।

ভগবান্—তবে এখন কি চাও?

অর্জ্জুন—তুমিত জানিতেছ আমি কি চাই; তথাপি বলিতে বলিতেছ তাই বলি। জ্ঞান ও ভক্তির কথা শুনিয়া আমি অন্তরে পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ তোমাকে অনুভব করিতেছি, আরও বুঝিতেছি তুমিই পরমাত্মা, তুমিই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় কর্ত্তা। অন্তরে বুঝিলেও আমি স্থূলচক্ষে তোমার বিশ্বরূপ একবার দেখিতে ইচ্ছা করি। জ্ঞান ও ভক্তির উদ্দীপনা তুমিই করিয়াছ। এরূপ উদ্দীপনার বাহিরে দেখিবার বাসনা স্বাভাবিক ॥৩॥

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো!।
যোগেশ্বর! ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

হে প্রভো! সর্ব্বস্বামিন্ ময়া অর্জ্জুনেন তৎ তবৈশ্বরং রূপং দ্রষ্টুং শক্যং ইতি যদি মন্যসে চিন্তয়সি ততঃ তদিচ্ছাবশাৎ হে যোগেশ্বর! সর্ব্বেষামণিমাদিসিদ্ধিশালিনাং যোগানাং যোগিনামীশ্বর ত্বং পরমকারুণিকঃ মে মহ্যং অত্যর্থমর্থিনে অব্যয়ং অক্ষয়ং আত্মানম্ ঐশ্বররূপবিশিষ্টম্ দর্শয় চাক্ষুষজ্ঞানবিষয়ীকারয় ॥ ৪ ॥

হে প্রভো! যদি তুমি বিবেচনা কর যে তাহা আমা দ্বারা দর্শন হইতে পারে তবে হে যোগেশ্বর! আমাকে তোমার সেই অবিনাশী আত্মরূপ প্রদর্শন কর ॥৪॥

অর্জ্জুন—তুমি যোগেশ্বর! তুমি যদি মনে কর আমি তোমার বিশ্বরূপ দেখিবার অধিকারী, তবে আমাকে তোমার আত্মরূপ দেখাও।

ভগবান্—তুমি অধিকারী কি না এই প্রশ্ন কেন উঠিতেছে?

অর্জ্জুন—মনে যে বাসনা জাগে আমরা যে তাহাই পাইবার উপযুক্ত তাহা বুঝা যায় না; অনেক বিষয়ের বাসনাই ত জাগে, কিন্তু তুমি ত সব বাসনা পূর্ণ কর না। তাই বলিতেছি যদি আমি তোমার অনন্তবিভূতিবিশিষ্ট আত্মরূপ দেখার উপযুক্ত হইয়াছি তুমি মনে কর, তবে একবার তাহা দেখাও॥ ৪॥

শ্রীভগবানুবাচ।—

পশ্য মে পার্থ! রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥ ৫॥

শ ম শ
হে পার্থ! মে মম দিব্যানি অদ্ভুতানি অপ্রাকৃতানি নানাবিধানি

শ
অনেকপ্রকারাণি নানাবর্ণাকৃতীনি চ নানা বিলক্ষণা বর্ণাঃ নীলপীতাদি-প্রকারাঃ তথা আকৃতয়শ্চ অবয়বসংস্থানবিশেষা যেষাং তানি চ শতশঃ

ম শ
অথ সহস্রশঃ ইত্যপরিমিতানি অনেকশ ইত্যর্থঃ রূপাণি পশ্য॥ ৫॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন।—

হে পার্থ! নানাবর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র নানাবিধ অপ্রাকৃত আমার রূপ দর্শন কর॥ ৫॥

ভগবান্—আমি এখনি শতসহস্ররূপে তোমার নিকট প্রকাশ হইতেছি, নীলপীতাদি নানাবর্ণে, বহু অবয়বে দেখা দিতেছি—তুমি দেখ॥ ৫॥

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত!॥ ৬॥

শ শ শ
হে ভারত! আদিত্যান্ দ্বাদশ বসূন অষ্টৌ রুদ্রান্ একাদশ

শ　শ　ম
অশ্বিনৌ দ্বৌ মরুতঃ সপ্তসপ্তগণা যে তান্ সপ্তসপ্তকানেকোনপঞ্চাশৎ

যা　শ
তথা অদৃষ্টপূর্ব্বাণি ইতঃ পূর্ব্বং কুত্রাপ্যদৃষ্টানি বহূনি অন্যান্যপি

ম
আশ্চর্য্যাণি অদ্ভুতানি পশ্য ॥ ৬ ॥

হে ভারত! দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এবং উনপঞ্চাশৎ মরুৎগণ দর্শন কর। অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব আশ্চর্য্য বস্তু দর্শন কর ॥ ৬ ॥

ভগবান্—কিছুই যে বলিতেছ না?

অর্জ্জুন—কি বলিব প্রভু! যেমন দেহ উপহিত চৈতন্য সর্ব্বদা আত্মার সঙ্গে থাকে সেইরূপ আমি সর্ব্বদাই প্রায় তোমার সঙ্গে থাকি কিন্তু তোমার যে এত বিভূতি তাহা কখনও ভাবি নাই, তুমিই যে সব তাহাও ভাবি নাই।

ভগবান্—আচ্ছা আরও দেখ :—॥ ৬ ॥

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ! যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥

যা　ম　রা
হে গুড়াকেশ অর্জ্জুন! ইহ অস্মিন্ মম দেহে একস্থং একদেশস্থং

ম　ম　ম　ম
একস্মিন্নেবাবয়বরূপেণ স্থিতং কৃৎস্নং সমস্তং সচরাচরং স্থাবরজঙ্গম-

ম　শ　শ্রী
সহিতং জগৎ অন্যৎ চ জয়পরাজয়াদিকং যৎ দ্রষ্টুমিচ্ছসি তৎসর্ব্বং

ম
অদ্য অধুনৈব পশ্য ॥ ৭ ॥

হে গুড়াকেশ! এই আমার শরীরে অবয়বরূপে একদেশে স্থিত চরাচর সমগ্র জগৎ এবং অপর (কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়পরাজয়াদি) যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর তাহা এখুনি দেখ ॥ ৭ ॥

অর্জ্জুন—দেখ আমি কি যেন অদ্ভুত দেখিতেছি—তুমিই আমার আত্মা, আমার এই দেহ তোমারই অঙ্গ। এই দেহকে অহং বলিতাম তাই তোমাকে হারাইতাম। এখন তুমি এই দেহ উপহৃত মদীয় জীব চৈতন্যকে জ্ঞানজলে ধ্যানহ্রদে নিমজ্জিত করিয়াছ, আমি যেন দেখিতেছি আমার জীব চৈতন্যকে তোমার সঙ্গে মিশাইয়া লইতেছ, ইহা তথাপি আপন জীবত্ব ত্যাগ করিতে চায় না। পরমাত্মারূপী তোমার অঙ্গরূপে তোমার সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে। যতদিন দেহকে আত্মা ভাবিয়া উহার সন্তোষের জন্য কর্ম্ম করিতাম ততদিন কামের কার্য্য হইত এখন দেখিতেছি তুমিই আত্মা; তোমার সন্তোষ জন্য কর্ম্ম করিতে তুমি বলিতেছ, বুঝিতেছি ইহা প্রেম। বুঝিতেছি নিষ্কামকর্ম্ম প্রেমকেই বলে। বিনা প্রেমে নিষ্কামকর্ম্ম হয় না। তুমি কতই অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছ—কত ভালবাস তুমি। আমার মনে হইতেছে আমি আমার সহিত কথা কহিতেছি।

ভগবান—এখনও মনে হইতেছে, কিন্তু এখুনি তোমায় প্রত্যক্ষ করাইব। আর এক কথা লক্ষ্য কর, আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি আমার প্রিয়ও কেহ নাই, দেষ্যও কেহ নাই। তবে, যে আমাকে যেরূপ ভাবে চায় আমি তাহার নিকট সেইরূপ ভাবেই প্রকাশ হই। সমস্ত জগৎ যে আমার মায়া শরীর তাহা দেখ, আর যেমন বাহিরে কর্ম্ম হইবার বহুপূর্ব্বে মনে তাহা ঘটে সেইরূপ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অগ্রে আমার ভিতরে হইয়া রহিয়াছে। তুমি যাহা করিতে চাহিতেছ তাহা বাহিরে লোকে দেখিবে মাত্র। আমি আগে হইতেই যাহা ঘটিবে তাহাও দেখাইতেছি। কারণ আত্মার নিকট সমস্তই বর্ত্তমান। ভূতভবিষ্যৎ আমার নিকট নাই ॥ ৭ ॥

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

শ শ ম
অনেন প্রাকৃতেন স্বচক্ষুষা স্বকীয়েন চক্ষুষা স্বভাবসিদ্ধেন. চক্ষুষা

শ ম ম
বা এব তু মাং বিশ্বরূপধরং দ্রষ্টুং ন শক্যসে নশক্নোষি [শক্ষ্যসে] ইতি

শ্রী শ্রী শ ম
পাঠে শক্তো ন ভবিষ্যসি অতঃ তে তুভ্যং দিব্যং অপ্রাকৃতং মমদিব্য-

ম ম ম ম
রূপদর্শনক্ষমং চক্ষুঃ দদামি তেনদিব্যেন চক্ষুষা মে ঐশ্বরং ঈশ্বরস্য-

ম
মমাসাধারণম্ যোগম্ অঘটনঘটনাসামর্থ্যং পশ্য ॥ ৮ ॥

কিন্তু তুমি এই স্বীয় চর্ম্ম চক্ষুদ্বারা আমাকে দেখিতে পাইবে না, এই জন্য তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি, আমার অসাধারণ যোগ দেখ ॥ ৮ ॥

অর্জ্জুন—চর্ম্মচক্ষুদ্বারা দেখিতে পাইব না কেন?

ভগবান্—সুদূর ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে তাহা চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না। আবার তোমার পক্ষে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা যদি দেখিতে চাও তবে অন্য চক্ষু আবশ্যক করে। শুধু ভক্তি ও বিশ্বাসে বিশ্বরূপ দর্শন হয় না। বিশ্বরূপ দর্শন জন্য অলৌকিক শক্তি চাই। সে শক্তি তোমার চর্ম্মচক্ষে নাই। বিশেষ চক্ষু চাই।

অর্জ্জুন—কোন্ চক্ষে দেখা যায়?

ভগবান্—দেবী চণ্ডিকা, কালীকাকে বলিলেন আমি শূল দ্বারা রক্তবীজকে আঘাত করিতেছি তুমি জিহ্বা বিস্তার করিয়া সেই রক্ত পান কর তবেই আর অসুর জন্মিতে পারিবে না। তুমি এই ছবি দেখিতে পাইতেছ?

অর্জ্জুন—কল্পনায় দেখিতেছি। চক্ষে আরও স্পষ্ট দেখি।

ভগবান্—কল্পনার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে যাহা দেখ তাহা স্পষ্ট হইলেও স্পষ্টতর। কল্পনা ঘন হইয়াই এই দৃশ্য জগৎ। আমি তোমাকে ভবিষ্যৎ দৃশ্য যাহা দেখাইব তাহা তোমার পক্ষে ভবিষ্যৎ বটে, কিন্তু আমার মধ্যে তাহাত হইয়া রহিয়াছে। কাজেই আমার মধ্যে যাহা রহিয়াছে তাহা তোমাকে স্পষ্টতমরূপে দেখাইতে আমার কোন ক্লেশ নাই। আমার বিশ্বরূপ দেখিবার শক্তিকেই দিব্য চক্ষু বলিতেছি ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

আ

সঞ্জয় উবাচ এবং মদীয়ং বিশ্বরূপাখ্যং রূপং ন প্রাকৃতেন চক্ষুষা

আ

নিরীক্ষিতুং ক্ষমং কিন্তু দিব্যেন ইত্যাদিনাযথোক্ত প্রকারেণ উক্ত্বা

ম ম ম ম

ততঃ দিব্যচক্ষু প্রদানাদনন্তরং হে রাজন্! ধৃতরাষ্ট্র! স্থিরোভব শ্রবণায়।

ম ম

মহাযোগেশ্বরঃ মহান্ সর্ব্বোৎকৃষ্টশ্চাসৌ যোগেশ্বরশ্চেতি হরিঃ

ম ম শ রা ৎ
ভক্তানাং সর্ব্বক্লেশাপহারী ভগবান্ নারায়ণঃ পার্থায় পিতৃস্বস্রুঃ পৃথায়াঃ
রা ম আ শ
পুত্রায় একান্তভক্তায়' পরমং উৎকৃষ্টং ঐশ্বরং রূপং বিশ্বরূপং দর্শয়া-
ম ম শ
মাস দর্শনাযোগ্যমপি দর্শিতবান্ ॥ ৯ ॥

সঞ্জয় বলিলেন হে রাজন্! মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া তদনন্তর পার্থকে পরম ঐশ্বরিক রূপ দেখাইলেন ॥ ৯ ॥

যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে ভগবান্ যখন বিশ্বরূপ দেখাইতেছেন, সেই সময়ে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে দিব্যদৃষ্টিতে ইহা দেখিতেছেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে ঐ দৃশ্য বর্ণনা করিতেছেন। ব্যাসদেব ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটনা ব্যাসদেবের সম সাময়িক। ব্যাসদেব জীবন্মুক্ত। তিনি এই বিশ্বরূপ দেখিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জীবন্মুক্তের নিকট দূর বা নিকট কিছুই নাই। স্বপ্নকালে আপন হৃদয়ে শতশত দৃশ্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু মনে হয় কত দূর দূরান্তরে যেন স্বপ্নজাত বস্তু দেখিতেছি, সেইরূপ জীবন্মুক্ত নিজ হৃদয়েই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পান। ইঁহাদের নিকট ভূত ভবিষৎ নাই, সমস্তই বর্ত্তমান। ইঁহারাও ঈশ্বর সদৃশ। ঈশ্বর নিত্য মুক্ত, ইঁহারা বদ্ধ থাকিয়া মুক্ত হয়েন এই প্রভেদ ॥ ৯ ॥

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০ ॥

শ শ
অনেকবক্ত্রনয়নং অনেকানি বক্ত্রাণি নয়নানি চ যস্মিন্ রূপে তৎ
ম
অনেকাদ্ভুতদর্শনম্' অনেকানামদ্ভুতানাং বিস্ময়হেতূনাং দর্শনং যস্মিন্
ম শ
রূপে তৎ অনেকদিব্যাভরণং অনেকানি দিব্যাভরণানি ভূষণানি যস্মিন্
শ শ শ শ
তৎ দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ দিব্যানি অনেকানি উদ্যতানি আয়ুধানি অস্ত্রাণি
শ ম শ
যস্মিন্ তৎ তথারূপম্ দর্শয়ামাস ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ১০ ॥

সেই রূপে অনেক মুখ ও নেত্র, অনেক অদ্ভুত দেখিবার বিষয়, অনেক দিব্য আভরণ এবং অনেক উজ্জ্বল আয়ুধ পুঞ্জ বিদ্যমান ॥ ১০ ॥

দিব্যমাল্যাহম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ ॥

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যানি মাল্যানি পুষ্পময়ানি তথা দিব্যাম্বরাণি বস্ত্রাণি চ ধ্রিয়ন্তে যেন ঈশ্বরেণ তৎ দিব্যগন্ধানুলেপনম্ দিব্যোগন্ধোযস্য-তাদৃশমনুলেপনং যস্য তং সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং অনেকাদ্ভুতপ্রচুরং দেবং দ্যোতনাত্মকং অনন্তং অপরিচ্ছিন্নং বিশ্বতোমুখং বিশ্বতঃ সর্ব্বতো মুখানি যস্মিন্ তদ্রূপং সর্ব্বভূতাত্মত্বাৎ তং দর্শয়ামাস ॥ ১১ ॥

তিনি দিব্যমাল্য ও দিব্যবস্ত্র ধারণ করিয়াছেন দিব্যগন্ধদ্রব্যে অনুলিপ্ত অত্যন্ত আশ্চর্য্যময় দ্যুতিমান্ অনন্ত ও সর্ব্বত্র মুখ বিশিষ্ট ॥ ১১ ॥

প্রশ্ন—সর্ব্বত্র মুখ বিশিষ্ট ইহার অর্থ কি ?
উত্তর—যেমন প্রতি সূর্য্যকিরণে এক একটি সূর্য্য দেখা যায়, সেইরূপ যে দিকেই দেখ যেন সেই সুন্দর মূর্ত্তিই নিকটবর্ত্তী। যেন সমস্ত অণু পরমাণু এবং সমস্ত বৃহৎ বস্তু সেই মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে ॥ ১১ ॥

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥

দিবি অন্তরীক্ষে সূর্য্যসহস্রস্য অপরিমিতসূর্য্যসমূহস্য যুগপদুদিতস্য

যুগপৎ উত্থিতাভাঃ প্রভা যদি ভবেৎ তদা সা তস্য মহাত্মনঃ বিশ্বরূপস্য ভাসঃ প্রভায়াঃ কথঞ্চিৎ সদৃশী স্যাৎ অন্যোপমা নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ তথাভূতং রূপং দর্শয়ামাস ॥ ১২ ॥

আকাশে যদি সহস্র সূর্য্যের প্রভা এককালে প্রকাশ পায় তবে সেই প্রভা সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের প্রভাব সদৃশী হইতে পারে ॥ ১২ ॥

প্রশ্ন—আকাশে কখন কি সহস্রসূর্য্য যুগপৎ উত্থিত হয়?

উত্তর—কোটি কোটি সূর্য্য আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু এক স্থানে উদয় হয় না বলিয়া সহস্র সূর্য্যের প্রকাশ দেখা যায় না। কিন্তু সেই বিশ্বরূপের তেজের অন্য উপমা কোথায়? যদি সহস্র সূর্য্যের তেজ কল্পনা করিতে পার তবেই সেই তেজের কথঞ্চিৎ তুলনা হয়। এ রূপ কেহ দেখিতে পারে না—যাহাকে তিনি দেখাইবার উপযোগী করিয়া লয়েন সেই সাধকেই ইহা দেখিতে পারে। ১২ ॥

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩ ॥

পাণ্ডবঃ অর্জ্জুনঃ তদা বিশ্বরূপাশ্চর্য্যদর্শনদশায়াম্ দেবদেবস্য ভগবতঃ হরেঃ তত্র বিশ্বরূপে শরীরে অনেকধা দেবপিতৃমনুষ্যাদি নানা-প্রকারৈঃ প্রবিভক্তং নানাবিভাগেনাবস্থিতং পৃথক্ পৃথকৃতয়া স্থিতং কৃৎস্নং একস্থং একত্রস্থিতং প্রতিরোমকূপস্থং জগৎ অপশ্যৎ ॥ ১৩ ॥

তখন অর্জ্জুন সেই দেবদেব হরির শরীরে নানাভাগে বিভক্ত একত্রস্থিত সমগ্র জগৎ দেখিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

প্রশ্ন—বিশ্বরূপের সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া কি সমগ্র জগৎ ?

উত্তর—বিশ্বরূপের একাংশে দেবলোক, পিতৃলোক, মনুষ্যলোক, কত ভিন্ন ভিন্ন জগৎ আসিতেছে তাহাই দেখিলেন।

নী

অয়মর্থঃ—যদা ভগবতশ্চতুর্ভুজং রূপং চিন্ত্যতে তত্র চ চেতসি লব্ধপদে সতি ক্রমশ স্তদীয়াবয়বান্ ত্যক্ত্বা মুখেস্মিতে পদনখে বা চিত্তং ধ্রিয়তে তত্রাপি লব্ধপদে অস্মিন তদপিত্যক্ত্বা বিশ্বরূপমারোহতি দিব্যং চক্ষুরপি এবং সূক্ষ্মতামাপাদিতং মন এব, "মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ স তেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমত" ইতি শ্রুতেঃ কামান্ বিষয়ান্ এতান্, হার্দ্দাকাশাখ্যসগুণব্রহ্মগতানিতি শ্রুতিপদয়োরর্থঃ, যথোক্তং

শ্রীভাগবতে "তত্রলব্ধপদং চিত্তমাকৃষ্য কত্র ধারয়েৎ।
নান্যানি চিন্তয়েৎ ভূয়ঃ সুস্মিতং ভাবয়েন্মুখং॥
তত্রলব্ধপদং চিত্তমাকৃষ্যব্যোম্নি ধারয়েৎ।
তচ্চত্যক্ত্বা মদারোহো ন কিঞ্চিদপিচিন্তয়েৎ॥ ইতি ॥ ১৩॥

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

ততঃ তদ্দর্শনাদনন্তরং বিস্ময়াবিষ্টঃ বিস্ময়েন অদ্ভুত দর্শনপ্রভবেনালৌকিকচিত্তচমৎকারবিশেষেণ আবিষ্টো ব্যাপ্তঃ অতএব হৃষ্টরোমা রোমাঞ্চিতগাত্রঃ সন্ পুলকিতঃ সন্ ধনঞ্জয়ঃ যুধিষ্ঠিররাজসূয়ে উত্তরগোগৃহে চ সর্ব্বান্ বীরান্ জিত্বা ধনমাহৃতবানিতি প্রথিতমহাপরাক্রমোঽতিধীরঃ দেবং তমেব বিশ্বরূপধরং নারায়ণং শিরসা ভূমিলগ্নেন প্রণম্য প্রকর্ষেণ ভক্তিশ্রদ্ধাতিশয়েন নত্বা নমস্কৃত্য কৃতাঞ্জলিঃ সংপুটীকৃত হস্তযুগঃ সন্ অভাষত উক্তবান্ ॥ ১৪ ॥

বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ধনঞ্জয় বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত কলেবর হইলেন—নারায়ণকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

ধৃতরাষ্ট্র—সহস্র সূর্য্যের প্রকাশ যে শরীরে হইতেছে, দেবপিতৃমনুষ্যাদি যে অঙ্গের সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে, কতকোটি ব্রহ্মাণ্ড যাঁর প্রতিরোমকূপে এরূপ পুরুষকে দেখিয়াও অর্জ্জুন ভীত হইলেন না ?

সঞ্জয়—অর্জ্জুন আরত সামান্য বীর নহেন। তেজস্বী অতিধীর অতিশান্ত অর্জ্জুন সেই বিশ্বরূপ দেখিয়া রোমাঞ্চিত কলেবর হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের হৃদয়ে অদ্ভুত রসের উদয় হইয়াছে। লোকাতীত বস্তু অবলম্বনে এই রসের উদয় হয় এবং সেই লোকাতীত বস্তুর গুণ ও মহিমা দ্বারা ঐ রসের উদ্দীপন হয় ॥ ১৪ ॥

অর্জ্জুন উবাচ—

পশ্যামি দেবাং স্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ ।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥

ম শ্রী

হে দেব ! তব দেহে বিশ্বরূপে সর্ব্বান্ দেবান্ আদিত্যাদীন্ তথা

ম

ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ ভূতবিশেষাণাং স্থাবরাণাং জঙ্গমানাং চ নানাসংস্থানানাং

ম ম ম

সংঘান্ সমূহান্ তথা কমলাসনস্থং পৃথিবীপদ্মমধ্যে মেরুকর্ণিকাসনস্থং

ম শ

ভগবন্নাভিকমলাসনস্থং বা ঈশং প্রজানাং ঈশিতারং ব্রহ্মাণং চতুর্ম্মুখং

ম ম

তথা দিব্যান্ ঋষীন্ বশিষ্ঠাদীন্ ব্রহ্মপুত্রান্ সর্ব্বান্ উরগাংশ্চ বাসুকি

ম শ

প্রভৃতীন্ পশ্যামি উপলভে ॥ ১৫ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন হে দেব! তোমার দেহে আমি সমস্ত দেবতা, বিশেষ ভূত সমূহ, সমস্ত প্রজার নিয়ন্তা কমলাসনস্থ ব্রহ্মা, সমস্ত দ্যুতিমান্ ঋষি এবং সমস্ত সর্পগণকে দেখিতেছি ॥ ১৫ ॥

অর্জ্জুন—তোমার বিরাট দেহে হে দেব! আমি দেখিতেছি ইন্দ্রাদি দেবতা সকল, স্থিতিশীল-বৃক্ষাদি ও গমনশীল জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ, প্রাণী সকল, সৃষ্টি কর্ত্তা কমলাসনস্থ ব্রহ্মা দীপ্তিমান ঋষিগণ ও সর্পগণ বিদ্যমান্।

অর্জ্জুন—ঈশ ও কমলাসনস্থ কি এক ?

ভগবান্—এক ব্রহ্মারই এই দুই বিশেষণ। কিন্তু এখানে ঈশকে রুদ্রও বলিতে পার; পুরাণাদিতে পাইবে "বিষ্ণুং সমাশ্রিতো ব্রহ্মা ব্রহ্মণোঽঙ্কগতো হরঃ। হরস্যাঙ্গবিশেষেষু দেবাঃ সর্ব্বেঽপি সংস্থিতাঃ।" বিষ্ণুর নাভিপদ্মে ব্রহ্মা, ব্রহ্মার ক্রোড়ে মহাদেব এবং তাঁহার অঙ্গে দেবতাগণ ॥ ১৫ ॥

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং* সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নাহন্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর! বিশ্বরূপ! ॥ ১৬ ॥

হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ! সম্বোধনদ্বয়মতিসম্ভ্রমাৎ অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং অনেকে বাহব উদরাণি বক্ত্রাণি নেত্রাণি চ যস্য তব স ত্বং অনন্তরূপং অনন্তানি রূপাণি যস্যেতি তং ত্বাং সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র পশ্যামি তব তু পুনঃ ন অন্তং অবসানং ন মধ্যং ন আদিং পশ্যামি সর্ব্বগতত্বাৎ ॥ ১৬॥

হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ! অনেক বাহু, অনেক উদর, অনেক মুখ, অনেক নেত্র বিশিষ্ট অনন্তরূপধারী তোমাকেই সর্ব্বত্র দেখিতেছি; তোমার অন্ত, মধ্য, আদি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না ॥ ১৬ ॥

ত্বা ইতি বা পাঠঃ।

অর্জ্জুন—হে বিশ্বরূপ! হে বিশ্বেশ্বর! তোমার সীমাশূন্য দেহে দেখিতেছি অনেক বাহু, অনেক উদর, অনেক বদন, অনেক চক্ষু! যে দিকে, দেখি কোথাও আদি, মধ্য বা অন্ত দেখিতেছি না॥ ১৬॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা-
দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥ ১৭॥

শ্রী ম শ ম
কিরীটিনং মুকুটবন্তং গদিনং গদাধারিণং তং চক্রিণং চক্রধারিণং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তং তেজরাশিং তেজঃপুঞ্জং অতএব দুর্নিরীক্ষ্যং দিব্যেন চক্ষুষা বিনা নিরীক্ষিতুমশক্যং দীপ্তানলার্কদ্যুতিং দীপ্তয়োরনলার্কয়োদ্যুতিরিব দ্যুতি যস্য তং অপ্রমেয়ং ইত্থময়মিতি পরিচ্ছেত্তুমশক্যং ত্বাং সমন্তাৎ সর্ব্বতঃ পশ্যামি দিব্যেন চক্ষুষা অতোঽধিকারিভেদাদ্দুর্নিরীক্ষ্যং পশ্যামীতি ন বিরোধঃ॥ ১৭॥

কিরীট গদা চক্র বিশিষ্ট, সর্ব্বত্র দীপ্তিশালী তেজঃ পুঞ্জ, তজ্জন্য দুর্নিরীক্ষ্য, প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় তেজশালী এবং অপরিচ্ছিন্ন তোমাকেই, সর্ব্বদিকে সর্ব্বস্থানে দেখিতেছি॥ ১৭॥

ভগবান্—অর্জ্জুন! তুমি স্থূলে কিরীট গদাচক্রাদি যাহা দেখিতেছ শ্রুতি তাহার উপরেও বলিতেছেন—প্রকৃতি—পুরুষের কৌস্তুভ, মহত্তত্ত্ব—শ্রীবৎস, সাত্ত্বিক অহঙ্কার—গদা, তামস অহঙ্কার—শঙ্খ, জ্ঞান—শার্ঙ্গ, অজ্ঞান—খড়্গ, অজ্ঞানাবরক মন—চক্র, জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ—শর, স্থূল সূক্ষ্ম ভূত সকল—বনমালা॥ ১৭॥

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥ ১৮॥

ম　　শ　　ম

ত্বং অক্ষরং ন ক্ষরতীতি পরমং পরং ব্রহ্ম বেদিতব্যং মুমুক্ষুভির্বেদান্ত

ম　　শ্রী　　ম　　ম　　শ্রী

শ্রবণাদিনা জ্ঞাতব্যং ত্বং এব অস্য বিশ্বস্য পরং প্রকৃষ্টং নিধানং আশ্রয়ঃ

রা　ম　　ম　শ　　শ　রা

আধারঃ অতএব ত্বং অব্যয়ঃ নিত্যঃ ন চ তব ব্যয়ো বিদ্যত ইতি যৎ

রা

স্বরূপো যৎ গুণো যৎ বিভবশ্চ ত্বং তেনৈব রূপেণ সর্ব্বদাবতিষ্ঠসে

শ্রী　ম　　ম

শাশ্বত ধর্ম্ম গোপ্তা শাশ্বতস্য নিত্যস্য নিত্যবেদপ্রতিপাদ্যতয়াঽস্য ধর্ম্মস্য

ম

গোপ্তা পালয়িতা শাশ্বতেতি সম্বোধনং বা তস্মিন্ পক্ষেঽব্যয়োবিনাশ-

ম　　ম

রহিতঃ অতএব ত্বং সনাতনঃ চিরন্তনঃ পুরুষো যঃ পরমাত্মা স এব ত্বং

ম　ম

মে মম মতঃ বিদিতোঽসি ॥ ১৮ ॥

তুমি ক্ষয়হীন পরব্রহ্ম, তুমিই জ্ঞাতব্য, এই বিশ্বের প্রধান আশ্রয় তুমি, তুমি অব্যয় ও সনাতন ধর্ম্মের পালয়িতা, তুমি চিরন্তন পুরুষ আমি জানি ॥১৮॥

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯ ॥

রা　　শ্রী

অনাদিমধ্যান্তং আদি-মধ্য-অন্তরহিতং উৎপত্তিস্থিতিলয়রহিতং

রা　　রা

অনন্তবীর্য্যং অনবধিকাতিশয় জ্ঞানবলৈশ্বর্য্যশক্তিতেজসাং নিধিমিত্যর্থঃ

রা রা
অনন্তবাহুং অসংখ্যেয়বাহুং শশিসূর্য্যনেত্রং শশিবৎ সূর্য্যবচ্চ প্রসাদ-
রা রা
প্রতাপযুক্তসর্ব্বনেত্রং দেবাদীননুকূলান্নমস্কারাদিকুর্ব্বাণান্ প্রতি
ম
প্রসাদঃ তদ্বিপরীতানসুররাক্ষসাদীন্ প্রতি প্রতাপঃ "রক্ষাংসি ভীতানি
রা
দিশো দ্রবন্তি সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ" ইতি বক্ষ্যতে।
ম ম
দীপ্তহুতাশবক্ত্রং দীপ্তো হুতাশো বক্ত্রং যস্য তং স্বতেজসা ইদং বিশ্বং
শ
তপন্তং সন্তাপয়ন্তং ত্বাং পশ্যামি ॥ ১৯॥

আমি দেখিতেছি তোমার বিশ্বরূপের আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই, শক্তিরও অবধি নাই, অসংখ্য বাহু, চন্দ্র সূর্য্য নয়ন, প্রদীপ্ত অগ্নি মত মুখ, নিজ তেজে এই বিশ্বকে তাপিত করিতেছ ॥ ১৯ ॥

[প্রমাদে বিস্ময়ে হর্ষে দ্বিস্ত্রিরুক্তং ন দুষ্যতি। প্রমাদ, বিস্ময় ও হর্ষ কালে পুনরুক্তি দোষের হয় না। দেশ কাল অনুসারেও তোমার আদি অন্ত নাই গুণানুসারেও নাই ইহাও হয়] ॥১৯॥

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাঽদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০ ॥

শ ম
হে মহাত্মন্ অক্ষুদ্রস্বভাব! সাধূনামভয়দায়ক! হি নিশ্চিতং
রা শ শ
দ্যাবাপৃথিব্যোঃ ইদং অন্তরং অবকাশং অন্তরীক্ষং একেন বিশ্বরূপধরেণ

রা　　রা

ত্বয়া ব্যাপ্তং সর্ব্বাঃ দিশশ্চ ত্বয়ৈকেন ব্যাপ্তাঃ তব অদ্ভুতম্ অত্যন্ত-

ম　　শ্রী　　শ

বিস্ময়করং ইদং উগ্রং ঘোরং রূপং দৃষ্ট্বা উপলভ্য লোকত্রয়ং

রা　　বা

যুদ্ধদিদৃক্ষয়া আগতেষু ব্রহ্মাদিদেবাসুরপিতৃগণসিদ্ধগন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসেষু

রা　　ম

প্রতিকূল-অনুকূল-মধ্যস্থরূপং লোকত্রয়ং সর্ব্বং প্রব্যথিতং অত্যন্তভীতং

শ　　ম

প্রচলিতং বা জাতম্ ॥ ২০ ॥

হে মহাত্মন্! স্বর্গ ও পৃথিবীর অবকাশ স্বরূপ এই অন্তরীক্ষ এবং দিক সকল একমাত্র তোমা দ্বারাই পরিব্যাপ্ত। তোমার এই অদ্ভুত ও উগ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ত্রিলোক ব্যথিত হইতেছে॥ ২০ ॥

[লোকত্রয়ে যত ভক্ত আছে—যাঁহারা অর্জ্জুনের মত বা তদধিক ভক্তি সম্পন্ন তাঁহারা সকলেই যে অর্জ্জুনের মত ভীত হইয়াছেন, ইহা অর্জ্জুনের আপনার মনের ভাবে সকলকে দেখা মাত্র] ॥ ২০ ॥

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১ ॥

অথাঽধুনা পুরা-যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুরিতি, অর্জ্জুনস্য সংশয়

শ　　শ

আসীৎ। তন্নির্ণয়ায় পাণ্ডবজয়মৈকান্তিকং দর্শয়ামীতি প্রবৃত্তো

শ　　শ

ভগবান্। তং ভগবন্তং পশ্যন্নাহ অমীহীতি। অমীহি সুরসঙ্ঘাঃ

ম　　ম

বস্বাদি দেবগণা ভূভারাবতারার্থং মনুষ্যরূপেণাবতীর্ণাঃ যুদ্ধমানাঃ সন্তস্ত্বা

ত্বাং বিশ্বাশ্রয়ং বিশন্তি ত্বাং প্রবিশন্তো দৃশ্যন্তে। অসুরসঙ্ঘা ইতি পদচ্ছেদেন ভূভারভূতাঃ দুর্য্যোধনাদয়স্ত্বাং বিশন্তি, ইতি বক্তব্যং কেচিৎ উভয়োরপি সেনয়োর্মধ্যে কেচিৎ ভীতাঃ পলায়নেঽপ্যশক্তাঃ সন্তঃ প্রাঞ্জলয়োগৃণন্তি স্তুবন্তি কৃতসম্পুটকরযুগলাঃ সন্তো জয় জয় রক্ষ রক্ষেতি প্রার্থয়ন্তে। মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ নারদপ্রভৃতয়োযুদ্ধদর্শনার্থমাগতাঃ স্বস্তি উপস্থিতে যুদ্ধে উৎপাতাদিনিমিত্তান্যুপলক্ষ্য সর্ব্বস্য জগত স্বস্ত্যস্ত ইত্যুক্ত্বা পুষ্কলাভিঃ পরিপূর্ণার্থাভিঃ সম্পূর্ণাভিঃ স্তুতিভিঃ গুণোৎকর্ষপ্রতিপাদিকাভির্ব্বাগ্‌ভিঃ ত্বাং স্তুবন্তি বিশ্ববিনাশপরিহারায় প্রার্থয়ন্তে ॥ ২১ ॥

এই সমস্ত [মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ] সুরবীরগণ তোমাতে প্রবেশ করিতেছে, কেহ বা ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রক্ষা প্রার্থনা করিতেছে, যুদ্ধ দর্শনার্থ আগত নারদাদি মহর্ষি ও সিদ্ধগণ উপস্থিত যুদ্ধবিভ্রাট লক্ষ্য করিয়া জগতের স্বস্তি হউক এই বলিয়া পূর্ণ স্তুতি সহকারে তোমার স্তব করিতেছেন ॥২১ ॥

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাঽসুরসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥ ২২ ॥

ম

রুদ্রাদিত্যাবসবো যে চ সাধ্যাঃ রুদ্রাশ্চ আদিত্যাশ্চ বসবশ্চ যে চ

শ্রী শ্রী শ্রী

সাধ্যা নাম দেবাঃ বিশ্বে বিশ্বেদেবা অশ্বিনৌ দেবৌ মরুতঃ একোন

ম শ্রী শ্রী

পঞ্চাশদ্দেবগণাঃ উষ্মপাঃ উষ্মাণং পিবন্তীতি পিতরঃ "উষ্মভাগা হি

শ্রী শ্রী

পিতরঃ" ইতি শ্রুতেঃ স্মৃতিশ্চ-যাবদুষ্ণং ভবেদন্নং যাবদশ্নন্তি বাগ্যতাঃ।

শ্রী

তাবদশ্নন্তি পিতরো যাবন্নোক্তা হবির্গুণাঃ॥ ইতি। গন্ধর্ব্ব যক্ষাসুর

ম

সিদ্ধ সঙ্ঘাঃ গন্ধর্ব্বাণাং যক্ষাণাং অসুরাণাং সিদ্ধানাং চ জাতিভেদানাং

ম শ শ

সঙ্ঘাঃ সমূহাঃ সর্ব্বে এব বিস্মিতাশ্চ বিস্ময়মাপন্নাঃ সন্তঃ ত্বাং বীক্ষন্তে

শ

পশ্যন্তি॥ ২২॥

একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, সাধ্যগণ, বিশ্বেদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঊনপঞ্চাশ মরুৎ, উষ্মপা নামক পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধ সমূহ সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে দেখিতেছেন॥ ২২॥

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো! বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥ ২৩॥

শ ম

হে মহাবাহো! তে তব বহুবক্ত্রনেত্রং বহূনি বক্ত্রাণি মুখানি

ম ম

নেত্রাণি চক্ষূংষি চ যস্মিন্ তৎ বহুবাহূরুপাদং বহবো বাহবঃ উরবঃ

ম ম ম
পাদাশ্চ যস্মিন্ রূপে তৎ বহূদরং বহূনি উদরাণি যস্মিন্ রূপে তৎ

মং ম
বহুদংষ্ট্রাকরালং বহুভির্দংষ্ট্রাভিঃ করালম্ অতিভয়ানকং মহৎ অতি-

শ ম শ্রী
প্রমাণং রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ সর্ব্বেঽপি প্রাণিনঃ প্রব্যথিতাঃ অতিভীতাঃ

শ আ
প্রচলিতা ভয়েন তথা অহং অপি প্রব্যথিতঃ ব্যথাং পীড়াং দেহেন্দ্রিয়-

আ
প্রচলনং প্রাপ্তঃ ॥ ২৩ ॥

হে মহাবাহো! তোমার বহু মুখ, বহু নেত্র, বহু বাহু, ঊরু, পাদ ও উদর বিশিষ্ট এবং বহু দংষ্ট্রায় ভীষণ এই মহৎ রূপ দেখিয়া লোক সকল ব্যথিত হইয়াছে, আমিও বিচলিত হইতেছি ॥ ২৩ ॥

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতাঽন্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ! ॥ ২৪ ॥

শ্রী
হি বিষ্ণো! নভঃস্পৃশং নভঃ স্পৃশতীতি নভঃস্পৃক্ তং অন্তরীক্ষ-

শ্রী মং মং
ব্যাপিনং দীপ্তং প্রজ্বলিতং অনেকবর্ণং ভয়ঙ্করনানাসংস্থানযুক্তম্

ম ম ম
ব্যাত্তাননং বিবৃতমুখং দীপ্তবিশালনেত্রং প্রজ্বলিতবিস্তীর্ণচক্ষুষং ত্বাং

ম ম ম শ্রী
দৃষ্ট্বা চ ন কেবলং প্রব্যথিত এবাহং কিন্তু প্রব্যথিতান্তরাত্মা প্রব্যথিতো-

শ্রী　ম　ম　ম
হস্তরাত্মা মনো যস্য সোঽহং ধৃতিং ধৈর্য্যং দেহেন্দ্রিয়াদিধারণসামর্থ্যং
ম　শ　ম
শমং চ মনঃপ্রসাদং মনস্তুষ্টিং ন বিন্দামি ন লভে। সর্ব্বব্যাপিনম-
রা　রা
তিমাত্রমত্যদ্ভুতমতিঘোরঞ্চ ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রশিথিলসর্ব্বাবয়বো
রা
ব্যাকুলেন্দ্রিয়শ্চ ভবামীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

হে বিষ্ণো। তোমার নভোমণ্ডলব্যাপী মহাতেজস্বী নানা বর্ণ বিশিষ্ট বিস্ফারিত আনন এবং তোমার প্রজ্বলিত বিশাল নেত্র সন্দর্শন করিয়া আমি দেহেন্দ্রিয় ধারণে ও মনস্তুটি লাভ করিতে অসমর্থ হইতেছি ॥ ২৪ ॥

অর্জ্জুন—তোমার এই বিরাট্ দেহ উর্দ্ধে উঠিয়া আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, কত বর্ণ তাহাতে দেখিতেছি, তোমার অসংখ্য বদনবিবর জৃম্ভন করিয়া আছে, বিস্তারিত মুখ সমূহে বিশাল নয়ন সমূহ। এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া আমি বড় ভীত হইয়াছি—শুধু ভীত নহে, কিন্তু ধৈর্য্য ধরিতেও পারিতেছি না এবং মনকে শান্ত করিতেও পারিতেছি না ॥ ২৪ ॥

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ! জগন্নিবাস! ॥ ২৫ ॥

শ্রী　শ　ম
দংষ্ট্রাকরালানি দংষ্ট্রাভিঃ করালানি বিকৃতত্বেন ভয়ঙ্করাণি কালানল
রা　রা
সন্নিভানি চ যুগান্তকালানলবৎ সর্ব্বসংহারে প্রবৃত্তানি চ তে তব
ম　ম
মুখানি দৃষ্ট্বা এব ন তু তানি প্রাপ্য ভয়বশেন অহং দিশঃ ন জানে

শ শ ম শ গ ম ম
দিঙ্‌মূঢ়োঽস্মি জাতঃ অতঃ শর্ম্ম সুখং চ তদ্রূপদর্শনেঽপি ন লভে অতো হে

শ্রী ম ম
দেবেশ! ভো জগন্নিবাস! প্রসীদ প্রসন্নোভব মাং প্রতি, যথা

ম
ভয়াভাবেন তদ্দর্শনজং সুখং প্রাপ্নুয়ামিতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥

তোমার ভয়ঙ্কর দন্তবিশিষ্ট সর্ব্বসংহারপ্রবৃত্ত প্রলয়াগ্নিসদৃশ মুখ সমূহ সন্দর্শন করিয়া আমার দিগ্‌ভ্রম ঘটিতেছে, আমি সুখও পাইতেছিনা। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রসন্ন হও ॥ ২৫ ॥

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাঽবনিপালসংঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাঽসৌ
সহাঽস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রী শ্রী
অবনিপালসঙ্ঘৈঃ অবনিপালানাং জয়দ্রথাদীনাং রাজ্ঞাং সংঘৈঃ

শ্রী
সমূহৈঃ সহ অমী চ ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্ব্বে এব পুত্রাঃ তথা ভীষ্মঃ দ্রোণঃ অসৌ

ম শ্রী
সর্ব্বদা মমবিদ্বেষ্টা সূতপুত্রঃ কর্ণঃ চ অস্মদীয়ৈঃ অপি পরকীয়ৈরেব

শ্রী শ্রী
ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতিভিঃ যোধমুখ্যৈঃ সহ ত্বরমাণাঃ ত্বরাযুক্তাঃ সন্তঃ ধাবন্তঃ

শ্রী শ্রী
তে দংষ্ট্রাকরালানি দংষ্ট্রাভিঃ করালানি বিকৃতানি ভয়ানকানি ভয়ঙ্করাণি

শ ম শ শ
বক্ত্রাণি মুখানি বিশন্তি তত্র 'চ কেচিৎ মুখানি প্রবিষ্টানাং মধ্যে,

শ শ ম
চূর্ণিতৈঃ চূর্ণিকৃতৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ শিরোভি র্বিবিশিষ্টাঃ দশনান্তরেষু

শ্রী শ্রী শ শ
দন্তসন্ধিষু বিলগ্নাঃ সংশ্লিষ্টাঃ দন্তান্তরেষু মাংসমিব ভক্ষিতং সংদৃশ্যন্তে

শ
উপলভ্যন্তে ॥ ২৬।২৭ ॥

এই সমস্ত ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ জয়দ্রথাদি অবনিপালসমূহ এবং ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ এবং আমাদের প্রধান প্রধান যোদ্ধৃগণ তোমার দংষ্ট্রাকরাল ভয়ানক মুখে ধাবিত হইয়া প্রবেশ করিতেছেন কেহ কেহ চূর্ণিত মস্তকে তোমার দন্তসন্ধিতে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, দেখা যাইতেছে ॥ ২৬ । ২৭ ॥

প্রশ্ন—এখনও যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু যুদ্ধে যাহারা মরিবে তাহা অগ্রেই জানা যাইতেছে কিরূপে ?

উত্তর—যেমন রাম না হইতেই রামায়ণ লেখা হইয়া যায়, যেমন মনুষ্য নিদ্রা ভঙ্গের পর স্থূল ভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার বহুপূর্ব্বে সূক্ষ্মভাবে সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া ফেলে, সেইরূপে স্থূলভাবে ভীষ্ম দ্রোণাদি বিনষ্ট হইবার পূর্ব্বেই সূক্ষ্মভাবে তাহাদের সূক্ষ্মশরীরের গতি ঠিক হইয়া থাকে। মনুষ্যের স্থূল দেহ বিনাশের বহুপূর্ব্বেই মানুষ মরিয়া থাকে। আমাদের পক্ষে ভূত ভবিষ্যৎ আছে, কিন্তু শ্রীভগবানের ভূত ভবিষ্যৎ সমস্তই বর্ত্তমান। কাজেই যুদ্ধের ফলাফল বিরাট দেহে দেখান অসম্ভব নহে। পরক্ষণে কি ঘটিবে পতঙ্গ তাহা জানে না। পতঙ্গ আপন মনে খেলা করিতেছে, কিন্তু একজন মানুষ দেখিতেছে যে সম্মুখস্থিত ভেকের মুখ মধ্যে এখুনি প্রবিষ্ট হইবে—তাহার পশ্চাতে সর্প, সর্পের পশ্চাতে পক্ষী. পক্ষীর পশ্চাতে শৃগাল শৃগালের পশ্চাতে ব্যাঘ্র ইত্যাদি, ব্যাপার যিনি দূর হইতে দেখিতেছেন, তিনি পূর্ব্বেই জ্ঞাত আছেন—ইহারা কোথায় চলিতেছে। মানুষেই যখন পূর্ব্বের অবস্থা জ্ঞান চক্ষে দেখিতে পায়, তখন শ্রীভগবান্ সর্ব্ব জীবের অবস্থা ভবিষ্যতে জীব দৃষ্টিতে যাহা হইবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই যে ঘটিয়া রহিয়াছে তাহা দেখাইতে পারিবেন না কেন ? ॥ ২৬ । ২৭ ॥

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাঽভিমুখা দ্রবন্তি ।
তথা তবাঽমী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো * জ্বলন্তি ॥ ২৮ ॥

ম শ
যথা নদীনাং অনেকমার্গপ্রবৃত্তানাং বহবঃ অনেকে অম্বুবেগাঃ
ম ম ম ম
অম্বুনাং জলানাং বেগাঃ বেগবন্তঃ প্রবাহাঃ অভিমুখাঃ সমুদ্রাভিমুখাঃ
ম শ শ্রী শ্রী
সন্তঃ সমুদ্রমেব দ্রবন্তি প্রবিশন্তি তথা অমী যে নরলোকবীরাঃ তে
শ ম শ
ভীষ্মাদয়ো মনুষ্যলোকপালাঃ অভিতঃ সর্ব্বতো জ্বলন্তি প্রকাশমানানি
তব বক্ত্রাণি বিশন্তি ॥ ২৮ ॥

নানা নদীর বহু বারি-প্রবাহ যেমন সমুদ্রাভিমুখ হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই নরলোক বীরগণ তোমার চারিদিকে প্রজ্বলিত মুখ সমূহে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৮ ॥

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥

ম শ
যথা পতঙ্গাঃ শলভাঃ সমৃদ্ধবেগাঃ সন্তঃ সমৃদ্ধ উদ্ভূতো বেগো-

* অভিবিজ্বলন্তীতি বা পাঠঃ ।

শ　ম　ম

গতির্যেষাং তে সন্তোষ বুদ্ধিপূর্ব্বং ন তু অবুদ্ধিপূর্ব্বকং নদীনামিবেতিভাবঃ

শ্রী,　শ্রী　. ম

প্রদীপ্তং জ্বলন্তং জ্বলনং অগ্নিং নাশায় মরণায় বিশন্তি তথা লোকাঃ

ম　ম

দুর্য্যোধনপ্রভৃতয়ঃ অপি সমৃদ্ধবেগাঃ বুদ্ধিপূর্ব্বমনায়ত্তাঃ সন্তঃ তব

বক্ত্রাণি নাশায় এব বিশন্তি ॥ ২৯ ॥

যেমন জ্বলন্ত অগ্নিমুখে পতঙ্গ সকল সবেগে (সন্তোষের সহিত) মরিবার জন্য প্রবেশ করে, সেইরূপ এই সমস্ত লোক মরণের জন্য সবেগে তোমার মুখ সমূহে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৯ ॥

ভগবান্—নদী সমূহের সাগরে প্রবেশ ও পতঙ্গ সমূহের অগ্নিতে প্রবেশ ত এক প্রকারেরই দৃষ্টান্ত। এক কথা পুনঃ পুনঃ বল কেন?

অর্জ্জুন—না এক কথা নহে। নদী সাগরে প্রবেশ জন্য ছুটিয়া আইসে সত্য, কিন্তু নদী ইহাতে কোন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় না। নদী নিজের ইচ্ছায় আপনার গতি বা উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে পারে না, কিন্তু শেষ দৃষ্টান্তে বুদ্ধির কার্য্য আছে, এজন্য পতঙ্গের দৃষ্টান্ত বাহির হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো! ॥ ৩০ ॥

শ　ম　ম

হে বিষ্ণো ব্যাপনশীল! সমগ্রান্ সর্ব্বান্ লোকান্ এবং বেগেন

ম　শ　শ

প্রবিশতো দুর্য্যোধনাদীন্ গ্রসমানঃ অন্তঃপ্রবেশয়ন্ জ্বলদ্ভিঃ দীপ্যমানৈঃ

ম　ম　নী

বদনৈঃ সমন্তাৎ সর্ব্বতঃ ত্বং লেলিহ্যসে ভূয়োভূয়োঽতিশয়েন বা

আস্বাদয়সি সমগ্রং জগৎ তেজোভিঃ আপূর্য্য যস্মাত্ত্বং অভিতোজগদা-
পূরয়সি তস্মাৎ তব উগ্রাঃ তীব্রাঃ ভাসঃ দীপ্তয়ঃ প্রজ্বলতোজ্বলনস্যেব
প্রতপন্তি সন্তাপং কুর্ব্বন্তি সন্তাপং জনয়ন্তি ॥ ৩০ ॥

হে বিষ্ণো! প্রজ্বলিত বদন সমূহদ্বারা লোকসমূহকে গ্রাস করিয়া তুমি চারিদিকে স্বাদগ্রহণ করিতেছ। সমগ্রজগৎ তেজদ্বারা আপূরিত করিয়া তোমাব উগ্রপ্রভা সমূহ [প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়] সন্তাপ জন্মাইতেছে ॥ ৩০ ॥

অর্জ্জুন—হে ব্যাপনশীল নারায়ণ! তুমি করুণাময়। তথাপি যাহারা তোমার প্রজ্বলিত বদনে পতিত হইয়াছে, সমন্তাৎ প্রসারিত অগ্নিরূপ লোলজিহ্বায় প্রবেশ করিতেছে, তাহাদের কাহাকেও বারণ করিতেছ না—কারণ সমস্ত গ্রাস করিতেই তোমার ইচ্ছা। সমস্ত গ্রাস করিয়া ভূভার হরণ করিবার জন্যই তোমার অবতার। তুমি এই ব্যাপারে পরমতৃপ্তি সহকারেই যেন কি এক রসাস্বাদন করিতেছ। আর তোমার অসহনীয় তেজে সমস্ত পৃথিবী প্রতপ্ত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৩০ ॥

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর! প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১ ॥

উগ্ররূপঃ অতিক্রূরাকারঃ অতিঘোররূপঃ কো ভবান্ কিংকর্ত্তুং
প্রবৃত্ত ইতি মে মহ্যম্ অত্যন্তানুগ্রাহায় আখ্যাহি কথয়। তে তুভ্যং
সর্ব্বগুরবে নমোঽস্তু, হে দেববর! দেবানাং প্রধান! প্রসীদ প্রসাদং

ম শ শ ম

ক্রৌর্য্যত্যাগং কুরু আদ্যং আদৌভবং সর্ব্বকারণং ভবন্তং বিজ্ঞাতুং

ম শ্রী ম

বিশেষেণজ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি হি যতঃ তব প্রবৃত্তিং চেষ্টাং ন প্রজানামি

শ্রী শ্রী

কিমর্থমেবং প্রবৃত্তোঽসীতি ন জানামি ॥ ৩১ ॥

উগ্ররূপী আপনি কে আমায় বলুন। হে দেবতাপ্রধান! আপনাকে নমস্কার করি, প্রসন্ন হউন। আপনি আদি-পুরুষ! আপনাকে জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, কারণ জানিনা কোন্ কার্য্যে আপনি প্রবৃত্ত ॥ ৩১ ॥

অর্জ্জুন—আপনার বিভূতি দেখিতে চাহিয়া ছিলাম। আপনি আপনার এই দুরন্ত উগ্ররূপ দেখাইতেছেন। এই সংহারমূর্ত্তিধারী কে আপনি ভগবন্। আপনি কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত? আপনাকে নমস্কার। আপনি প্রসন্ন হউন॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং * ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রী শ শ্রী

লোকক্ষয়কৃৎ লোকানাং ক্ষয়কর্ত্তা প্রবৃদ্ধঃ বৃদ্ধিং গতঃ অত্যুৎকটঃ

ম ম

কালঃ ক্রিয়াশক্ত্যুপহিতঃ সর্ব্বস্যসংহর্ত্তা পরমেশ্বরঃ অস্মি লোকান্

শ্রী ম রা ম

প্রাণিনঃ দুর্য্যোধনাদীন্ সমাহর্ত্তুং সংহর্ত্তুং সমাগাহর্ত্তুং ভক্ষয়িতুম্ ইহ

শ ম ম ন

অস্মিন্কালে প্রবৃত্তঃ ত্বাং অর্জ্জুনং যোদ্ধারম্ ঋতে অপি বিনাঽপি

*ত্বং ইতি বা পাঠঃ।

ম ম ম

ত্বদ্ব্যাপারং বিনাঽপি মদ্ব্যাপারেণৈব প্রত্যনীকেষু প্রতিপক্ষসৈন্যেষু

শ শ

অবস্থিতাঃ যে যোধাঃ যোদ্ধারঃ তে সর্ব্বে ভীষ্মদ্রোণ-কর্ণপ্রভৃতয়ঃ ন

শ্রী

ভবিষ্যন্তি ন জীবিষ্যন্তি ॥ ৩২ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, লোকক্ষয়কারী কাল আমি। তজ্জন্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি কালে এই লোকদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি যুদ্ধ না করিলেও প্রতিপক্ষ সৈন্যদলে যে সমস্ত যোদ্ধা অবস্থান করিতেছে, তাহারা কেহই থাকিবে না ॥ ৩২ ॥

অর্জ্জুন—এই ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়া, তুমি কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত, ইহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি। ভগবান্—সর্ব্বসংহার কর্ত্তা কাল আমি। আমি এই সমস্ত লোককে বিনাশ করিয়াই রাখিয়াছি। তুমি উপলক্ষ্য মাত্র হও। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিও না ॥ ৩২ ॥

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩ ॥

ম ম ম

যস্মাদেবং তস্মাৎ ত্বং উত্তিষ্ঠ উদ্‌যুক্তোভব যুদ্ধায় শত্রূন্ দুর্য্যো-

ম ম

ধনাদীন্ জিত্বা যশঃ দেবৈরপি দুর্জ্জয়া ভীষ্মদ্রোণাদয়োঽতিরথা ঝটিত্য-

ম শ

র্জ্জুনেন নির্জ্জিতা ইত্যেবম্ভূতং যশঃ লভস্ব। সমৃদ্ধং অসপত্নমকণ্টকং

ম ম ম

রাজ্যং ভুঙ্‌ক্ষ্ব স্বোপার্জ্জনত্বেন ভোগ্যতাং প্রাপয় ময়া কালাত্মনা

ম ম

এব এতে তবশত্রবঃ পূর্ব্বমেব ত্বদীয় যুদ্ধাৎ পূর্ব্বং নিহতাঃ নিশ্চয়েন

শ　ম　ম
হতাঃ প্রাণৈর্বিবযোজিতাঃ সংহৃতায়ুষঃ কেবলং তব যশোলাভায় রথান্ন
ম　শ্রী
পাতিতাঃ হে সব্যসাচিন্ সব্যেন বামেন হস্তেন সচিতুং শরান্ সন্ধাতুং
শ্রী　বা　বা
শীলং যস্যেতি ত্বং নিমিত্তমাত্রং ময়া হন্যমানানাং শস্ত্রাদি স্থানীয়ো ভব
ম　ম
অর্জ্জুনেনৈতে নির্জ্জিতা ইতি সার্ব্বলৌকিকব্যপদেশাস্পদং ভব ॥ ৩৩ ॥

অতএব তুমি [যুদ্ধার্থ] উত্থিত হও। শত্রু জয় করিয়া যশ লাভ কর, নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর। হে সব্যসাচিন্! আমি তোমার যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বেই ইহাদিগের আয়ুহরণ করিয়াছি, তুমি ইহাদের মৃত্যুর উপলক্ষ মাত্র হও ॥ ৩৩ ॥

অর্জ্জুন—তুমি পূর্ব্ব হইতেই ইহাদিগকে বিনাশ করিয়াছ? কি অদ্ভুত!

ভগবান্—দেখ আমি কোন কর্ম্মের কর্ত্তা কখন নই জানিও। তবে কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, ইহাদিগকে মারিয়া রাখিয়াছি—দেখ ভীষ্ম দ্রোণাদি যখন আমার বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইয়াছেন, তখনই ইঁহারা জানেন যে অধর্ম্ম যুদ্ধ করিতে ইঁহারা আসিয়াছেন। এই ভয় ইঁহাদের সর্ব্বদা আছে। দুর্য্যোধন অতি পাপী—পাপীর সহায়তা ইহাতে হইয়াছে—না হইলেও উপায় নাই—যখন ইঁহারা এই সঙ্কটে পড়িয়াছেন, তখনই জানেন ইহাদের মৃত্যু নিশ্চয়। অসৎসঙ্গই মৃত্যু। তথাপি ইঁহারা সময় সময়ে মনে করিতেছেন জয় হইলেও হইতে পারে—এ ইহাঁদের ভ্রম, কেহই ইহাঁদের রক্ষা করিতে পারিবে না। দুর্য্যোধনকে শত উপদেশ প্রদান করিলেও দুর্য্যোধন অসৎ পথেই চলিবে; ইহাঁরা দুর্য্যোধনের অন্নদাস, এজন্য নিত্যই ইঁহাদের পাপ বৃদ্ধি হইতেছে। ইঁহারা ভিতরে বুঝিতেছেন যে একটু একটু করিয়া ইহাঁদের আয়ুঃশেষ হইতেছে, ইহা জানিয়াও প্রতিকার করিতে পারিতেছেন না। একদিকে নিজের দোষ, অন্য দিকে তোমার ও আমার জন্য ভয় ইহাতেই ইঁহারা মৃত। তুমি একটা কারণ মাত্র। তুমি যদি যুদ্ধ না কর তথাপি ইহারা মরিবে। আমি তোমার যশ বৃদ্ধির জন্য তোমার দ্বারা ইহাদের বিনাশ করিব। আমিই যোদ্ধা তুমি এই যুদ্ধে আমার হস্তের অসি মাত্র। মনে কামনাই প্রথম হয় কার্য্য বহু পরে হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আমার মনে হইয়া রহিয়াছে; সূক্ষ্মভাবে সমস্ত হইয়া রহিয়াছে, এক্ষণে স্থূল ব্যাপার তোমার দ্বারা নিষ্পন্ন করিব। এখন তুমি যুদ্ধের জন্য উঠ।

অর্জ্জুন—আমি পূর্ব্বে এই যুদ্ধে জয় লাভ হইবে কিনা বুঝিতে পারি নাই তাই বলিয়াছিলাম "ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।" প্রথম হইতেই আপনি

আমাকে উৎসাহিত করিতেছিলেন "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।" এখন আর আমার সন্দেহ নাই। আপনি সমস্তই সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছেন আমার উপর আপনার করুণা অপার। কেবল আমাকে যশস্বী করিবার জন্যই আপনি আমাদ্বারা এই সমস্ত বিগতপ্রাণ বীর সমূহকে ধ্বংস করাইতেছেন। হে ভগবন্! জীব আপন দোষে আপনি মরে। আপনি কালরূপী হইয়া একজনকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া পাপীকে বিনাশ করিতেছেন। যে ব্যক্তিকে নিমিত্তমাত্র করিয়া আপনি সংহার কার্য্য করিতেছেন, তাহার উপর অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া আমি আশ্চর্য্য মানিতেছি। যুদ্ধে শত্রু বিনাশ করিয়া বীরপুরুষের গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই। মানুষ কোন কর্ম্মের কর্ত্তা নহে। আপনার স্বরূপ জানা থাকিলে মানুষ আর গর্ব্ব অহংকার করিতে পারে না। যাহাকে আপনি কৃপা করেন, সেই কেবল বুঝিতে পারে, সকল সৎ কর্ম্মের মূলে আপনি। মানুষ যন্ত্র মাত্র, আপনিই একমাত্র যন্ত্রী। হে প্রভো! আমি করিতেছি বলিয়া কোন প্রকার অভিমান যেন আর আমায় বিমোহিত না করে, আপনি এই করুন। আমি আর কখন ভাবিব না যে আমি বিনাশের কর্ত্তা॥ ৩৩॥

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথাঽন্যানপি যোধবীরান্।
ময়াহতাং স্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥ ৩৪॥

দ্রোণঞ্চ, ভীষ্মং চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণঞ্চ যেষু যেষু যোধেষু অর্জ্জুনস্যাশঙ্কাসীৎ তাং স্তান্ তথা অন্যান কৃপাশ্বত্থামাদীন্ অপি যোধবীরান্ তত্র দ্রোণভীষ্ময়োস্তাবৎ প্রসিদ্ধমাশঙ্কা-কারণত্বম্। দ্রোণো ধনুর্ব্বেদাচার্য্যো দিব্যাস্ত্রসম্পন্নঃ। আত্মনশ্চ বিশেষতো গুরুরিষ্টঃ। ভীষ্মঃ স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্দিব্যাস্ত্রসম্পন্নশ্চ। পরশুরামেণ দ্বন্দ্বযুদ্ধমগমন্ন চ পরাজিতঃ। তথা জয়দ্রথোঽপি। যস্য পিতা তপশ্চরতি-মম পুত্রস্য শিরো ভূমৌ পাতয়িষ্যতি যস্তস্যাঽপি শিরঃ পতিষ্যতীতি। কর্ণোঽপি বাসবদত্তয়া শক্ত্যা ত্বমোঘয়া সম্পন্নঃ সূর্য্যপুত্রঃ কানীনো যতোঽতস্তং

শ　ম　　ম
নাস্মৈব নির্দ্দিশতি। কালাত্মনা ময়া হতান্ এব ত্বং জহি হতানাং
ম ম　　ম
হননে কো বা পরিশ্রমঃ অতো মা ব্যথিষ্ঠাঃ কথমেবং শক্ষ্যামীতি
ম ম ম　　ম
ব্যথাং ভয়নিমিত্তাং পীড়াং মা গাঃ ভয়ং ত্যক্ত্বা যুধ্যস্ব রণে সংগ্রামে
ম　ম　শ্রী　শ্রী
সপত্নান্ সর্ব্বানপি শত্রূন্ জেতাসি নিশ্চিতং জেষ্যসি ॥ ৩৪ ॥

দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ, এবং অন্যান্য যুদ্ধবীরগণ আমা কর্ত্তৃক নিহতই হইয়াছে, তুমি সেই হতগণকে হনন কর; ভয় বা আশঙ্কা করিওনা। যুদ্ধ কর, রণে তুমি শত্রুগণকে নিশ্চয় জয় করিবে ॥ ৩৪ ॥

অর্জ্জুন—আপনি ইহাদের আয়ুঃ শেষ করিয়াছেন দেখাইতেছেন। নতুবা ইহারা সামান্য বীর নহেন। দ্রোণ আমাদের গুরু, ব্রাহ্মণ, উত্তম ধনুর্ব্বেদাচার্য্য এবং দিব্য অস্ত্রসম্পন্ন। ভীষ্ম ইচ্ছামৃত্যু, পরশুরামও ইঁহাকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। জয়দ্রথ শিবভক্ত। ইঁহার পিতা শিব বর পাইয়াছেন, যিনি যুদ্ধে ইঁহার পুত্রের শিরশ্ছেদ করিবেন, তাঁহারও শিরশ্ছেদ হইবে। জয়দ্রথও স্বয়ং শিবের নিকট বর লাভ করিয়াছেন। কর্ণ সূর্য্যতুল্য অক্ষয় কবচকুণ্ডলধারী। কৃপ অশ্বত্থামা ভূরিশ্রবা প্রভৃতি বীরগণ ও সর্ব্বথা অজেয়। কিন্তু মরার উপর খড়্গাঘাতে আর ভার কি?

ভগবান্—হাঁ। আমি ত তোমায় দেখাইলাম। কালরূপী আমা কর্ত্তৃক ইহারা নিহত হইয়াছে। হত ব্যক্তিকে হনন করিতে পরিশ্রম কোথায়? তুমি আশঙ্কা করিও না—নিশ্চয়ই তোমার জয় হইবে ॥ ৩৪ ॥

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্ব্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্যা* ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
স গদ্‌গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

শ　　ম
কেশবস্য এতৎ পূর্ব্বোক্তং বচনং শ্রুত্বা কৃতাঞ্জলিঃ কিরীটী ইন্দ্রদত্ত-

* নমস্কৃত্বা ইতি বা পাঠঃ।

কিরীটঃ পরমবীরত্বেন প্রসিদ্ধঃ বেপমানঃ পরমাশ্চর্য্য-দর্শন জনিতেন সংভ্রমেণ কম্পমানোঽর্জ্জুনঃ কৃষ্ণং ভক্তাঘকর্ষণং ভগবন্তং নমস্কৃত্য, ভীতভীতঃ অতিশয়েন ভীতঃ সন্ ভীতাদপিভীতঃ সন্ প্রণম্য পূর্ব্বং নমস্কৃত্য পুনরপি প্রণম্যাত্যান্তনম্রোভূত্বা ইতি সম্বন্ধঃ সগদ্‌গদং ভয়েন হর্ষেণ চ অশ্রুপূর্ণনেত্রত্বে সতি কফরুদ্ধকণ্ঠতয়া বাচো মন্দত্ব-সকম্পত্বাদিবিকারঃ গদ্‌গদস্তদ্‌যুক্তং যথাস্যাৎ তথা ভূয়ঃ এব পুনরপি আহ ॥ ৩৫ ॥

সঞ্জয় কহিলেন—শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কিরীটী অর্জ্জুন ! কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিত কলেবরে নমস্কার করিতে লাগিলেন, আবার অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রণাম করত গদ্‌গদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

প্রঃ—এখানে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন কেন ?

উঃ—সঞ্জয় ভীষ্মের শরশয্যা দেখিয়া আসিয়া যুদ্ধের সংবাদ দিতেছেন। ভীষ্ম গত হইয়াছেন আরও সেনাপতি ত আছে, যদি ইহা ভাবিয়া বৃদ্ধ রাজা জয়লাভের কোন আশা করেন, তাহা নিবারণ করাও সঞ্জয়ের অন্যতম অভিপ্রায়। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, অত্যদ্ভুত ঘটনা বর্ণনা করিতে করিতে সঞ্জয় নিজেই অভিভূত হইয়াছেন। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে অর্জ্জুন কিরূপে কম্পান্বিত কলেবর হইয়াছিলেন, কিরূপে ভীত অপেক্ষাও ভীত হইয়া নমস্কার করিতে ছিলেন, আবার প্রণাম করিতেছিলেন—করিয়া ভয়ে বিস্ময়ে ভক্তিতে বলিতে আরম্ভ করিলেন—সঞ্জয় তাহাই বলিতেছিলেন।

অর্জ্জুন উবাচ—

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ ৩৬ ॥

হে হৃষীকেশ! সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তক। যতস্ত্বমেবমত্যদ্ভুতঃ-প্রভাবো ভক্তবৎসলশ্চ ততঃ তব প্রকীর্ত্ত্যা। প্রকৃষ্টয়া কীর্ত্ত্যা মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনেন শ্রুতেন চ জগৎ প্রহৃষ্যতি ন কেবলমহমেব প্রহৃষ্যামি কিন্তু সর্ব্বমেব জগৎ-চ্চেতনামাত্রং রক্ষোবিবোধি প্রকৃষ্টং হর্ষমাপ্নোতি তথা সর্ব্বং জগৎ অনুরজ্যতে চ তদ্বিষয়মনুরাগমুপৈতীতি চ যৎ তদপি স্থানে যুক্তং। তথা রক্ষাংসি ভীতানি সন্তি দিশো দ্রবন্তি সর্ব্বাসু দিক্ষু পলায়ন্তে ইতি যত্তদপি যুক্তমেব তথা সর্ব্বে সিদ্ধসংঘাঃ সিদ্ধানাং কপিলাদীনাং যোগতপোমন্ত্রাদিসিদ্ধানাং সংঘাঃ সমুদায়াঃ নমস্যন্তি নমস্কুর্ব্বন্তি চ ইতি যৎ তদপি যুক্তমেব অয়ং শ্লোকো রক্ষোঘ্নমন্ত্রত্বেন মন্ত্রশাস্ত্রে প্রসিদ্ধঃ ॥ ৩৬ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন হে হৃষীকেশ! তোমার মাহাত্ম্য শ্রবণে ও কীর্ত্তনে সমস্ত জগৎ যে অতীব হর্ষলাভ করে ও অনুরক্ত হয়, তাহা প্রকৃতই। রাক্ষসকুল ভয়ে যে দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করে এবং সিদ্ধগণ যে সকলে তোমায় নমস্কার করে, তাহাও যুক্তিযুক্ত ॥ ৩৬ ॥

প্রশ্ন—যদি সমস্ত প্রাণী তোমার কথা শ্রবণে তৃপ্তিলাভ করে তবে রাক্ষসেরা পলায়ন করে কেন?

উত্তর—শ্রীভগবান দুষ্টদিগকে বিনাশ করেন এবং শিষ্টসকলকে রক্ষা করেন, অতঃ শ্রবণ করিয়া দুষ্ট রাক্ষসগণ যে ভয়ে পলায়ন করিবে ইহা আর বিচিত্র কি? সকলে আপন আপন মনের ভাব অনুসারে প্রীত বা ভীত হয়। কপিলাদি সিদ্ধগণ ভগবানের কীর্ত্তি শুনিয়া নমস্কার করেন। সমস্তপ্রাণী অর্থে এখানে সমস্ত সৎ প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট প্রাণী প্রীত হয়।

[মন্ত্র শাস্ত্রে এই শ্লোকটিকে রক্ষোঘ্ন মন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়। নারায়ণাষ্টাক্ষরসুদর্শনাস্ত্র-মন্ত্রাভ্যাং সংপুটিতোজ্জেয় ইতি রহস্যম্।

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্!
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত! দেবেশ! জগন্নিবাস!
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ॥ ৩৭॥

হে মহাত্মন্! পরমোদারচিত্ত! হে অনন্ত! সর্ব্বপরিচ্ছেদ শূন্য! হে দেবেশ! হিরণ্যগর্ভাদীনামপি দেবানাং নিয়ন্তঃ হে জগন্নিবাস! সর্ব্বাশ্রয়! ব্রহ্মণোঽপি গরীয়সে গুরুতরায় আদিকর্ত্রে হিরণ্যগর্ভস্যাপি জনকায় তে তুভ্যং কস্মাচ্চ হেতোঃ ন নমেরন্ ন নমস্কুর্য্যুঃ? সৎ বিধিমুখেন প্রতীয়মানমস্তীতি, অসৎ নিষেধমুখেন প্রতীয়মানং নাস্তীতি। অথবা সৎ ব্যক্তং অসৎ অব্যক্তং ত্বমেব, তথা তৎপরং তাভ্যাং সদসদ্ভ্যাং পরং মূলকারণং যৎ অক্ষরং ব্রহ্ম তদপি ত্বং এব। ত্বদ্ভিন্নং কিমপি নাস্তীত্যর্থঃ। এতৈর্হেতুভিস্ত্বাম্ সর্ব্বে নমস্তীতি ন কিমপি চিত্রমিত্যর্থঃ॥ ৩৭॥

হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি যখন ব্রহ্মা অপেক্ষাও গুরুতর, যখন ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভেরও আদিকর্ত্তা, তখন জগৎ কেননা তোমায় নমস্কার করিবে? সৎ, অসৎ, সদসতেরও অতীত-অক্ষয় পরমাত্মা তুমিই॥ ৩৭॥

প্রশ্ন—সৎ অসৎ এবং সদসতের অতীত তুমি ইহার অর্থ কি?

উত্তর—তুমিই সব। যাহাকে সৎ বলি, যাহাকে ব্যক্ত বলি, যাহা প্রকৃতির কার্য্যাবস্থা, যাহাকে অস্তি পদের প্রত্যয়ীভূত পদার্থ বলি, তাহাও তুমি—যাহাকে প্রকৃতির কারণাবস্থা রূপ অব্যক্ত, অসৎ বলি, তাহাও তুমি। তোমার উপরে এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত মায়ার খেলা হইতেছে, তুমিই ইন্দ্রজালরূপে ভাসিতেছ। তুমি না থাকিলে কার্য্য থাকে না, কারণও থাকে না, এই জন্ম সৎ ও অসৎ তুমিই। আবার পরমার্থ ভাবে তুমি সৎ ও অসতের অতীত। তুমি মায়ার অতীত—নিত্যবোধরূপ।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ! ॥ ৩৮ ॥

হে অনন্তরূপ! ত্রিবিধ-পরিচ্ছেদ-শূন্য-স্বরূপ! অপরিচ্ছিন্নস্বরূপ; ত্বম্ আদিদেবঃ জগতঃ স্রষ্টৃত্বাৎ পুরুষঃ পুরি শয়নাৎ পুরাণঃ চিরন্তন অনাদি, অস্য বিশ্বস্য ত্বং পরং নিধানং নিধীয়তেঽস্মিন্ জগৎ সর্ব্বং মহাপ্রলয়াদাবিতি লয়স্থানং, তথা বেত্তা বিশ্বস্য জ্ঞাতা বেদ্যং দৃশ্যঞ্চ বস্তুজাতং, পরঞ্চ ধাম বেত্তৃ বেদ্যাভ্যামন্যৎ ধাম চৈতন্যং সৎসচ্চিদানন্দ ঘনমবিদ্যা-তৎকার্য্য নির্ম্মুক্তং বিষ্ণোঃ পরমং পদং তদপি ত্বমেবাসি ত্বয়া সদ্রূপেণ স্ফুরণরূপেণ চ কারণেন বিশ্বং ততং স্বতঃ সত্তাস্ফূর্ত্তি-শূন্যং চিদচিন্মাত্রং জগৎ ব্যাপ্তম্ ॥ ৩৮ ॥

তুমিই আদিদেব! তুমিই পুরুষ! তুমিই চিরন্তন অনাদি! এই জগতের স্থিতিমের আশ্রয় তুমিই। তুমিই জ্ঞাতা, তুমিই জ্ঞেয়-বস্তুজাত, তুমিই পরমধাম। হে অনন্তরূপ! তুমিই বিশ্বের সর্ব্বত্র বিরাজমান ॥ ৩৮ ॥

প্রশ্ন—আদিদেব অর্থ কি?

উত্তর—দেবতাগণের আরম্ভ তোমা হইতে হইয়াছে। তুমি দেবতাগণের স্রষ্টা, তজ্জন্য তুমিই আদিদেব। তুমি জগতেরও সৃষ্টি কর্ত্তা বলিয়া আদিদেব।

প্রশ্ন—পুরুষ কেন?

উত্তর—দেহের নাম পুর। পুরে শয়ন করিয়া রহিয়াছ বলিয়া তুমিই পুরুষ।

প্রশ্ন—পুরাণ কি?

উত্তর—যাহা চিরদিন আছে তাহাই পুরাণ। পুরাণ ও অনাদি এক কথা।

প্রশ্ন—বিশ্বের পরম নিধান কেন?

উত্তর—বিশ্ব তোমাতেই লয় হয় ইন্দ্রজাল তোমাতেই মিলাইয়া যায়। মহাপ্রলয়ে সমস্তই তোমার প্রকৃতিতে লীন হয়। তুমিই থাক।

প্রশ্ন—পরম ধাম কি?

উত্তর—যাহা সচ্চিদানন্দঘন—সর্ব্ব অবিদ্যাশূন্য—যেস্থানে গেলে আর প্রত্যাবর্ত্তন নাই।

প্রশ্ন—অনন্তরূপ কি?

উত্তর—অস্তিভাতি প্রিয়—বা সৎ চিৎ আনন্দ ইহাই তোমার স্বরূপ—যাহা কিছু ইন্দ্রিয় গোচর তাহাই নাম রূপ লইয়া। নামরূপ লইয়া তুমি অনন্তরূপে খেলা করিতেছ ॥ ৩৮ ॥

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥

ত্বং বায়ুঃ যমঃ অগ্নিঃ বরুণঃ অপাংপতিঃ শশাঙ্কঃ চন্দ্রমাঃ প্রজাপতিঃ কশ্যপাদিঃ প্রপিতামহশ্চ পিতামহস্যাঽপি পিতা ব্রহ্মণোঽপি পিতা ইত্যর্থঃ। অতঃ তে তুভ্যং সহস্রকৃত্ব বহুশঃ নমঃ অস্তু পুনঃ চ নমঃ

ভূয়ঃ পুনঃ অপি তে নমোনমঃ শ্রদ্ধাভক্ত্যাতিশয়াদপরিতোষমাত্মনো দর্শয়তি ॥ ৩৯ ॥

বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক, তুমিই। প্রজাপতি, প্রপিতামহ তুমিই। তোমাকে সহস্র সহস্রবার নমস্কার করি, পুনর্বার পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৩৯ ॥

প্রশ্ন—প্রজাপতি কে?

উত্তর—কশ্যপাদি।

প্রশ্ন—প্রপিতামহ কে?

উত্তর—প্রজাদিগের পিতা, কশ্যপাদি প্রজাপতি। কশ্যপাদির পিতা ব্রহ্মা প্রজাদিগের পিতামহ। ব্রহ্মার পিতা তুমিই প্রজাদিগের প্রপিতামহ।

প্রশ্ন—বিশ্বরূপ না দেখিলে কি তুমিই সব ইহা হয় না?

উত্তর—অন্তরে তুমি তুমি করিতে করিতে—নিরন্তর তোমার মানস পূজা করিতে করিতে সবই যে তুমি ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। "তু তু করতে তু ভয়া" অভ্যাস করিলেই বুঝিতে পারা যায়। যেমন কোন মানুষ বহুবিধ সাজ সজ্জা করিয়া বহুরূপী সাজে—মূলে কিন্তু সেই একব্যক্তিই থাকে তুমিও সেইরূপ নানারূপে আপনাকে আপনি প্রকাশ করিয়াছ। পুরুষ তুমি, অব্যক্ত তুমি, প্রকৃতি তুমি, মহত্তত্ত্ব তুমি, অহংতত্ত্ব তুমি, পঞ্চতন্মাত্র তুমি, পঞ্চভূত তুমি। তুমিই সব সাজিয়াছ। সমুদ্র তুমি, আকাশ তুমি, সূর্য্য তুমি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর তুমি, জগন্নাথ তুমি। তুমিই সমস্ত। তুমিই বিশ্বরূপ। তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। যাহারই শ্রদ্ধা ভক্তির আতিশয্য হইবে, সেই বিশ্বরূপী তুমি, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার না করিয়া থাকিতে পারিবে না ॥ ৩৯ ॥

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব !
অনন্তবীর্য্যাঽমিত-বিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥ ৪০ ॥

তে তুভ্যং পুরস্তাৎ অগ্রভাগে নমোঽস্তু অথ পৃষ্ঠতঃ অপি নমস্তাৎ।

হে সর্ব্ব! সর্ব্বাত্মন! তে তুভ্যং সর্ব্বত এব সর্ব্বাসু দিক্ষু স্থিতায়-

নমঃ অস্তু হে অনন্তবীর্য্য! অমিতবিক্রম! বীর্য্যং শারীর বলং বিক্রমঃ শিক্ষাশস্ত্র-প্রয়োগ-কৌশলং। বীর্য্যবান্ অপি কশ্চিচ্ছত্রুবধাধি বিষয়ে ন পরাক্রমতে। মন্দপরাক্রমো বা ত্বং তু অনন্তবীর্য্যশ্চামিত-বিক্রমশ্চেতি ত্বং সর্ব্বং সমস্তং জগৎ সমাপ্নোষি সম্যগেকেন সদ্রূপেণ আপ্নোষি সর্ব্বাত্মনা ব্যাপ্নোষি ততঃ তস্মাৎ সর্ব্বঃ অসি ত্বদতিরিক্তং কিমপি নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

হে সর্ব্ব! তোমাকে সম্মুখে নমস্কার করি, তোমাকে পশ্চাতে নমস্কার করি—কোথায় নাই তুমি, তোমাকে সকল দিক্ দিয়াই নমস্কার করি। অনন্ত তোমার শারীরিক বল, অমিত তোমার যুদ্ধ-কৌশল! তুমি সমস্তই ব্যাপিয়া রহিয়াছ, তাই তুমিই সমস্ত ॥ ৪০ ॥

প্রশ্ন—সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে কিরূপে?

উত্তর—কুণ্ডলের প্রতিঅঙ্গেই কনক ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সর্পটি সমস্ত রজ্জু ব্যাপিয়াই ভাসিয়াছে। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। তুমিই সর্ব্ব! তুমিই সর্ব্বরূপ। সর্ব্বরূপে রূপ ফুটাইয়াও আপনি নিরাকার রূপে আছ তুমিই ॥ ৪০ ॥

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং *
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েণ বাপি ॥ ৪১ ॥

---

* তবেমং ইতি বা পাঠঃ।

যচ্চাহবহাসার্থমসংকৃতোহসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোহথবাপ্যচ্যুত! তৎ সমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২ ॥

তব মহিমানং মাহাত্ম্যং মহত্ত্বং ইদং চ বিশ্বরূপং অজানতা ময়া প্রমাদাৎ চিত্তবিক্ষেপাৎ মোহাৎ প্রণয়েন বাপি প্রণয়ো নাম স্নেহনিমিত্তো বিশ্রম্ভস্তেনাহপি কারণেন সখা ইতি মত্বা ত্বং মম সমানবয়া ইতি জ্ঞাত্বা হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখা! ইতি প্রসভং স্বোৎকর্ষখ্যাপনরূপেণাভিভবেন হঠাৎ তিরস্কারেণ যৎ উক্তং হে অচ্যুত! সর্ব্বদানির্ব্বিকার! বিহার শয্যাসনভোজনেষু বিহারঃ ক্রীড়া ব্যায়ামো বা শয্যা তূলিকাদ্যাস্তরণবিশেষঃ, আসনং সিংহাসনাদি, ভোজনঞ্চ বহূনাং পঙ্‌ক্ত্যাবশনং তেষু বিষয়ভূতেষু একঃ একলঃ সখীন্‌-বিনা রহসি স্থিত ইত্যর্থঃ অথবা তৎ সমক্ষং তেষাং সখীনাং পরিহসতাং সমক্ষং বা অপি অবহাসার্থং পরিহাসার্থং যৎ অসৎকৃতঃ পরিভূতঃ তিরস্কৃতঃ অসি ভবসি অপ্রমেয়ং অচিন্ত্যপ্রভাবং ত্বাং অহং তৎ সর্ব্বং বচনরূপমসৎকরণরূপং চাপরাধজাতং ক্ষময়ে ক্ষমাং কারয়ে ॥৪১।৪২॥

তোমার মহিমা এবং এই বিশ্বরূপ মহিমা জানিতাম না; কিন্তু সখা ভাবিয়া প্রমাদ বশতঃ বা প্রণয় বশতঃ অবিনয়ে হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখা! এই যে তোমায় বলিয়াছি হে অচ্যুত! বিহার শয়ন আসন ও ভোজন কালে একা অথবা বন্ধুসমক্ষে পরিহাসচ্ছলে যে অমর্য্যাদা করিয়াছি—তুমি অচিন্ত্যপ্রভাব, তোমার নিকটে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৪১।৪২ ॥

অর্জ্জুন—তোমার এই অত্যদ্ভুত বিশ্বরূপ এবং তোমার মহিমা জানিনা বলিয়াই তোমার সহিত কত রহস্য করিয়াছি, কত বিগর্হিত ব্যবহার করিয়াছি। বিধি বিষ্ণু যারে ধ্যানে পায়না আমি সেই তোমার সঙ্গে আহার গমন ভ্রমণ কত কি করিয়াছি। তোমার আদরে আত্মহারা হইয়া কত অন্যায় করিয়াছি, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিতেই হইবে ॥ ৪১।৪২ ॥

পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব! ॥ ৪৩ ॥

হে অপ্রমিতপ্রভাব! প্রতিমীয়তে যয়া সা প্রতিমা। ন বিদ্যতে প্রতিমা উপমা যস্য সোঽপ্রতিমঃ! তথাবিধঃ প্রভাবো যস্য তব হে অপ্রতিমপ্রভাব! অস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা জনকস্ত্বম্ অসি পূজ্যশ্চ অসি সর্ব্বেশ্বরত্বাৎ, গুরুশ্চাসি শাস্ত্রোপদেষ্টা অতঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ গরীয়ান্ গুরুতরোঽসি অতএব লোকত্রয়েঽপি ত্বৎ সমঃ ন অস্তি অন্যঃ অভ্যধিকঃ যস্য সমোঽপি নাস্তি দ্বিতীয়স্য পরমেশ্বরস্যাভাবাৎ তস্যাধিকোঽন্যঃ কুতঃ স্যাৎ ন সর্ব্বথা সম্ভাব্যত এবেত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

হে অতুল্যপ্রভাব ! এই চরাচর সমস্ত লোকের পিতা তুমি, পূজ্য, গুরু এবং গুরুহইতেও গুরুতর তুমি। ত্রৈলোক্যে তোমার তুল্য কেহই নাই, তোমাহইতে অধিক থাকিবে কি প্রকারে ? ॥ ৪৩ ॥

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্ ।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব ! সোঢ়ুম্ ॥ ৪৪ ॥

হে দেব ! তস্মাৎ যস্মাত্ত্বং সর্ব্বস্য পিতা পূজ্যতমো গুরুশ্চ কারুণ্যাদিগুণৈশ্চ সর্ব্বাধিকোঽসি তস্মাৎ অহং অপরাধী কায়ং প্রণিধায় কায়ং প্রকর্ষেণ নীচৈর্ধৃত্বা দণ্ডবৎ ভূমৌ পতিত্বেতি যাবৎ প্রণম্য নমস্কৃত্য ইড্যম্ স্তুত্যম্ ঈশং ত্বাং প্রসাদয়ে প্রসাদং কারয়ে প্রসাদয়ামি পুত্রস্য অপরাধং পিতাইব সখ্যুঃ অপরাধং সখা ইব প্রিয়ায়াঃ পতিব্রতায়াঃ অপরাধং প্রিয়ঃ পতিঃ ইব মম অপরাধং ত্বং সোঢ়ুং ক্ষন্তুং অর্হসি অনন্যশরণত্বান্মম ॥ ৪৪ ॥

হে দেব ! পূর্ব্বোক্ত কারণে অপরাধী আমি, দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক সর্ব্ববন্দনীয় তুমি, তোমার প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছি। পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রিয় যেমন প্রিয়ার, অপরাধ ক্ষমা করেন তুমিও তদ্রূপ আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৪৪ ॥

প্রশ্ন—এইরূপ প্রার্থনা কত সুন্দর !

উত্তর—আমরা সকলেই অপরাধী, আর তিনি ক্ষমাস্বরূপ। অপরাধ স্মরণে অনুতপ্ত হইয়া অপরাধ ক্ষমা জন্য প্রার্থনা করিতে হয়—সথা সথার অপরাধ গ্রহণ করেন না; পিতা পুত্রের অপরাধ ও গ্রহণ করেন না; প্রিয় প্রিয়ার অপরাধ ও গ্রহণ করেন না। তুমি আমার সর্ব্বস্ব—তুমি আমায় ক্ষমা করিবে না? অবশ্যই করিবে—কারণ আমার মতন, তোমার অনেক আছে সত্য কিন্তু তোমার মতন আমার আর কে আছে? ॥ ৪৪ ॥

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব! রূপং
প্রসীদ দেবেশ! জগন্নিবাস! ॥ ৪৫ ॥

হে দেব! অদৃষ্টপূর্ব্বং পূর্ব্বমদৃষ্টং বিশ্বরূপং দৃষ্ট্বা হৃষিতঃ হৃষ্টঃ অস্মি তথা ভয়েন চ তববিকৃতরূপদর্শনজেন ভয়েন মে মম মনঃ প্রব্যথিতং ব্যাকুলীকৃতং অতঃ তৎ এব মম প্রাণাপেক্ষয়াঽপি প্রিয়ং প্রাচীনং রূপং মে দর্শয় হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রসীদ প্রাগ্রূপদর্শনরূপং প্রসাদং মে কুরু ॥ ৪৫ ॥

হে দেব! অদৃষ্টপূর্ব্ব তোমার রূপ দেখিয়া আমি হৃষ্ট হইয়াছি সত্য কিন্তু ভয়ে মন ব্যাকুল হইয়াছে। অতএব [আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়] তোমার সেই প্রাচীন রূপটী দেখাও। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! আমার প্রতি প্রসন্ন হও [চিরপরিচিত রূপে দেখা দাও] ॥ ৪৫ ॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬ ॥

অহং ত্বাং কিরীটিনং কিরীটবন্তং গদিনং গদাবন্তং চক্রহস্তং চ

দ্রষ্টুমিচ্ছামি তথৈব পূর্ব্ববদেব হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে!

তেন এব চতুর্ভুজেন রূপেণ' বিশ্বরূপমুপসংহৃত্য কিরীটাদিযুক্তেন

চতুর্ভুজেন রূপেণ ভব প্রকটোভব ভদনেন শ্রীকৃষ্ণমর্জ্জুনঃ পূর্ব্বমপি

কিরীটাদিযুক্তমেব পশ্যতীতি গম্যতে। যত্তু পূর্ব্বমুক্তং বিশ্বরূপদর্শনে-

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ পশ্যামীতি-তদ্বহুকিরীটাত্মভিপ্রায়েণ।

এতেন সর্ব্বথা চতুর্ভুজাদিরূপমর্জ্জুনেন ভাবতোদৃশ্যত ইত্যুক্তম্॥ ৪৬॥

আমি কিরীটধারী, গদাধারী এবং চক্রধারী তোমার সেই পূর্ব্বরূপ দেখিতে অভিলাষী। হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! সেই চতুর্ভুজরূপ ধারণ কর॥ ৪৬॥

প্রশ্ন—বিশ্বরূপ ত্যাগ করিয়া চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দেখিতে ইচ্ছা কেন?

উত্তর—চতুর্দ্দশ ভুবন ব্যাপী পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বিশাল যে ভগবৎ মূর্ত্তি তাহাই তাঁহার বিরাট দেহ। পৃথিবী তাঁহার প্রথম আবরণ, ক্রমে জল, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব এবং প্রকৃতি এই অষ্ট আবরণ আছে। এই চতুর্দ্দশ ভুবন ব্যাপি বিরাটদেহের, পদের অধোভাগ পাতাল, পদের অগ্রভাগ রসাতল, (পশ্চাদ্ভাগ) পদের গুল্ফ মহাতল, দুই-জঙ্ঘা তলাতল, দুই জানু সুতল, দুই উরু বিতল ও অতল, ভূলোক তাঁহার জঘন, ভুবর্লোক তাঁহার নাভি, স্বর্গ তাঁহার বক্ষ-স্থল, মহর্লোক তাঁহার গ্রীবা, জনলোক তাঁহার বদন, তপলোক তাঁহার ললাট, সত্যলোক তাঁহার শিরোদেশ।

বিশ্বের সমস্ত বস্তুই সেই বিরাট শরীর:—

অগ্রে স্থূলরূপে মন ধারণা করিয়া পরে:

কেচিৎ স্বদেহান্ত হৃদয়াবকাশে
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি। ভাগঃ ২স্ক ২য়—৮ঃ অর্থাৎ স্বস্বদেহের

অভ্যন্তরে হৃদয়াকাশে বাসকারি প্রাদেশমাত্র পরিমাণ চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারি পুরুষকে মনে ধারণা করিতে হয়।

শ্রীভগবানুবাচ—

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭ ॥

ম ম
হে অর্জ্জুন মা ভৈষীঃ যতঃ প্রসন্নেন কৃপয়া তদ্বিষয়কৃপাতিশয়বতা।

শ শ রা
প্রসাদো নাম ত্বয্যনুগ্রহবুদ্ধিঃ—তদ্বতা ময়া আত্মযোগাৎ আত্মনঃ

রা শ
সত্যসংকল্পত্ব যোগযুক্তত্বাৎ আত্মন ঐশ্বর্য্যস্য সামর্থ্যাৎ যোগমায়া-

শ্রী ম ম ম
সামর্থ্যাৎ ইদং বিশ্বরূপাত্মকং তেজোময়ং তেজঃপ্রচুরং বিশ্বং সমস্তং

শ শ শ
অনন্তং অন্তবহিতং আদ্যং আদৌভবম্ যৎ মে মম পরং শ্রেষ্ঠং রূপং

বি ম ম ম
তব তুভ্যং দর্শিতং ত্বদন্যেন কেনাপি ন দৃষ্টপূর্ব্বং পূর্ব্বং ন দৃষ্টম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন হে অর্জ্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়া স্বীয় যোগ প্রভাবে তোমাকে যে এই তেজোময়, অনন্ত, আদ্যবিশ্বাত্মক পরমরূপ দেখাইলাম আমার এইরূপ আর কেহ পূর্ব্বে দেখে নাই ॥ ৪৭ ॥

ভগবান্—অর্জ্জুন! তুমি আমার ঐশ্বরিক রূপ দেখিতে চাহিয়াছিলে, বলিয়াছিলে "দ্রষ্টু-মিচ্ছামি তে রূপং ঐশ্বরং পুরুষোত্তম"—আমি তাই তোমায় দেখাইলাম। আমি যাহাকে না দেখাই সে কখন ইহা দেখিতে পায় না। আমার যোগমায়া অনন্ত শক্তিশালিনী। তাঁহার প্রভাবেই আমার রূপ ধারণ।

অর্জ্জুন—এখন বুঝিয়াছি সকল বাসনা তুমিই জাগাও। যে তোমার আজ্ঞা পালন করে

তাহার উপর তুমি প্রসন্ন হও। হইয়া তাহার শত অপরাধ ক্ষমা কর। করিয়া তাহাকে উপযুক্ত করিয়া লও ॥ ৪৭ ॥

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ! ॥ ৪৮ ॥

হে কুরুপ্রবীর ! ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ বেদানাং চতুর্ণামপি অধ্যয়নৈ-রক্ষরগ্রহণরূপৈঃ তথা মীমাংসাকল্পসূত্রাদিদ্বারা যজ্ঞানাং বেদবোধিত-কর্ম্মণামধ্যয়নৈরর্থবিচাররূপৈঃ বেদাঽধ্যয়নৈরেব যজ্ঞাঽধ্যয়নস্য সিদ্ধত্বাৎ পৃথগ্ যজ্ঞাঽধ্যয়নগ্রহণং যজ্ঞবিজ্ঞানস্যোপলক্ষণার্থং ন দানৈঃ তুলা-পুরুষাদিভিঃ ন ক্রিয়াভিঃ অগ্নিহোত্রাদিশ্রৌতকর্ম্মভিঃ ন উগ্রৈঃ কায়েন্দ্রিয়শোষকত্বেন দুষ্করৈঃ তপোভিঃ কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদিভিঃ এবং রূপঃ অহং নৃলোকে মনুষ্যলোকে ত্বদন্যেন মদনুগ্রহহীনেন দ্রষ্টুং ন শক্যঃ। ত্বমেব কেবলং মৎপ্রসাদেন দৃষ্ট্বা কৃতার্থোঽসি ॥ ৪৮ ॥

হে কুরুপ্রবীর ! না বেদ অধ্যয়ন দ্বারা, না যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা, না দান দ্বারা, না অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াদ্বারা, না চান্দ্রায়ণাদি উগ্র তপস্যাদ্বারা, আমার ঈদৃশরূপ তোমাভিন্ন মনুষ্যলোকে আর কেহ দেখিতে সমর্থ হয় ॥ ৪৮ ॥

অর্জ্জুন—যজ্ঞের অধ্যয়নে কি হয় ?

ভগবান—বেদের অধ্যয়ন অর্থে অক্ষর গ্রহণ ও কণ্ঠস্থ করা কিন্তু যজ্ঞের অধ্যয়ন অর্থে মীমাংসা কল্পসূত্রাদি দ্বারা বেদ বোধিত কর্ম্মের অর্থ বিচার—ইহাতেই কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে। যে কর্ম্মই করনা কেন আমার কৃপা লাভ যদি তোমার উদ্দেশ্য না থাকে তবে কিছুতেই তুমি আত্মদর্শনে সমর্থ হইবে না; আমার কৃপালাভ করিয়াই তুমি বিশ্বরূপ দর্শন করিতে পারিয়াছ ॥ ৪৮ ॥

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্ ।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

শ্রী শ ম

ঈদৃক্ ঈদৃশং যথাবদ্দর্শিতং ইদং মম ঘোরং ভয়ঙ্করং রূপং দৃষ্ট্বা উপলভ্য তে তব ব্যথা ভয়নিমিত্তা পীড়া মাভূৎ বিমূঢ় ভাবঃ চ ব্যাকুল-চিত্তত্বমপরিতোষঃ মা ভূৎ কিন্তু ব্যপেতভীঃ অপগতভয়ঃ প্রীতমনাশ্চ সন্ পুনঃ ত্বং মে ইদং বিশ্বরূপোপসংহারেণ প্রকটীক্রিয়মাণং তৎ চতুর্ভুজং বাসুদেবত্বাদিবিশিষ্টং রূপং প্রপশ্য প্রকর্ষেণ ভয়রাহিত্যেন সন্তোষেণ চ পশ্য ॥ ৪৯ ॥

তুমি আমার এই ঘোররূপ দর্শনে ব্যথিত হইওনা, বিমূঢ়ও হইওনা, ভয় দূর করিয়া প্রীতমনে পুনরায় তুমি আমার পূর্ব্বরূপ দর্শন কর ॥ ৪৯ ॥

ভগবান—অর্জ্জুন! আমি যে ঘোর সংহার মূর্ত্তি দেখাইলাম তাহা কেবল তোমার বিশ্বাসকে স্থায়ী করিবার জন্য। আমি সমস্ত সংহার করিয়া রাখিয়াছি তুমি নিমিত্তমাত্র হও ভীত হইওনা। আমি আবার তোমার সন্তোষ জন্য সৌম্যমূর্ত্তি ধরিতেছি ॥ ৪৯ ॥

সঞ্জয় উবাচ—

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্ম্মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

বাসুদেবঃ অর্জ্জুনং প্রতি ইতি প্রাগুক্তং বচনং উক্ত্বা ভূয়ঃ পুনঃ তথা স্বকং বাসুদেবগৃহে জাতং কিরীটমকরকুণ্ডলগদাচক্রাদিযুক্তং চতুর্ভুজং শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-বনমালা-পীতাম্বরাদি-শোভিতং রূপং দর্শয়ামাস। মহাত্মা পরমকারুনিকঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদি কল্যাণ-গুণাকরঃ পুনঃ সৌম্যবপুঃ প্রসন্নদেহঃ অনুগ্রহশরীরঃ যদ্বা সৌম্যবপুঃ কটককুণ্ডলোষ্ণীষপীতাম্বরধরো দ্বিভুজো ভূত্বা ভীতং এনং অর্জ্জুনং চ আশ্বাসয়ামাস আশ্বাসিতবান্ ॥ ৫০ ॥

সঞ্জয় বলিলেন—বাসুদেব অর্জ্জুনকে ঐ বলিয়া পুনরায় সেই স্বীয় মূর্ত্তি দেখাইলেন। মহাত্মা যোগেশ্বর পুনরায় প্রসন্নমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভয়-ভীত অর্জ্জুনকে আশ্বাস প্রদান করিলেন ॥ ৫০ ॥

প্রশ্ন—স্বয়ং স্বকীয়ং রূপম্ এই স্বকীয় রূপটি কি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ?

উত্তর—অর্জ্জুন এই চতুর্ভুজ মূর্ত্তিই দেখিতে চাহিয়া ছিলেন। তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন তিনি পূর্ব্বে ১১।৪৬ শ্লোকে বলিয়াছেন। চতুর্ভুজমেব স্বকীয়ং রূপং কংসাদ্ভীত-বসুদেব-প্রার্থনেন আকংসবধাৎ পূর্ব্বং ভুজদ্বয়মুপসংহৃত্য পশ্চাদাবিষ্কৃতম্। চতুর্ভুজ-মূর্ত্তিতেই ভগবান্ কংস-

কারাগারে অবতীর্ণ। কংসভয়ে ভীত বাসুদেবের প্রার্থনায় দ্বিভুজ হন। চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি ধরিয়া পুনরায় দ্বিভুজ মূর্ত্তি ধারণ করেন, কেহ কেহ ইহাও বলেন। সৌম্যবপুঃ দ্বিভূজো ভূত্বা ইতি ॥৫০॥

অর্জ্জুন উবাচ—

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন !
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

হে জনার্দ্দন ! তব ইদং সৌম্যং মানুষং রূপং দৃষ্ট্বা ইদানীং অধুনা অহং সচেতাঃ প্রসন্নচিত্তঃ ভয় কৃত ব্যামোহাভাবেনাব্যাকুলচিত্তঃ সংবৃত্তঃ সংজাতঃ অস্মি প্রকৃতিং চ ভয়কৃতব্যাপারাহিত্যেন স্বাস্থ্যং, গতঃ প্রাপ্তঃ অস্মি ॥ ৫১ ॥

হে জনার্দ্দন ! তোমার এই সৌম্য মানুষরূপ দর্শন করিয়া এখন আমি প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলাম ॥ ৫১ ॥

[কেহ কেহ চতুর্ভুজ মূর্ত্তিকেই মানুষরূপ বলিতেছেন। কেহ বলেন প্রথম চতুর্ভুজ হইয়া পরে দ্বিভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সৌম্যমূর্ত্তিই দ্বিভুজ মূর্ত্তি] ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥

মম ইদং সুদুর্দ্দশম্ অত্যন্তং দ্রষ্টুমশক্যং যৎ রূপং ত্বং দৃষ্টবান্-অসি দেবা অপি তস্য রূপস্য নিত্যং সর্ব্বদা দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ দর্শনমিচ্ছন্তি ॥ ৫১ ॥

ভগবান্ কহিলেন—তুমি আমার এই সুদুর্দ্দর্শ যে রূপ দেখিলে দেবতারাও সর্ব্বদা এই রূপের দর্শন অভিলাষ করিয়া থাকেন ॥ ৫২ ॥

[দেবতাগণ বিশ্বরূপ দেখিতে অভিলাষ করেন। তাঁহারা ভীত হন না। অর্জ্জুন ভীত হইলেন ; কারণ এবিষয়ে তাঁহার জ্ঞানের অভাব ছিল বলিয়া ইহা উগ্রবোধ হইল] ॥ ৫২ ॥

নাহহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ ॥

মাং যথা দৃষ্টবান্ অসি এবম্বিধঃ যথাদর্শিত প্রকারঃ অহং ন বেদৈঃ (শ) ঋগ্‌যজুঃসামাহথর্ব্ব-বেদৈশ্চতুর্ভিরপি ন তপসা (শ) উগ্রেণ চান্দ্রায়ণাদিনা, (শ) ন দানেন গোভূহিরণ্যাদিনা (শ) ন চ ইজ্যয়া যজ্ঞেন পূজয়া বা, (শ) দ্রষ্টুং শক্যঃ ॥ ৫১ ॥

আমাকে যেরূপ দেখিলে, বেদ, তপস্যা, দান বা যজ্ঞ কোন কিছু দ্বারা ঈদৃশ আমাকে দর্শন করা যায় না ॥ ৫৩ ॥

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো হ্যহমেবম্বিধোহর্জ্জুন !
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ! ॥ ৫৪ ॥

(ম) হে পরন্তপ ! অজ্ঞান-শত্রুদমনেহতিপ্রবেশযোগ্যতাং সূচয়তি (ম) (শ্রী) হে অর্জ্জুন ! অনন্যয়াভক্ত্যামদেক নিষ্ঠয়া (ম) নিরতিশয়প্রীত্যা তু এবংবিধঃ (ম) দিব্যরূপধরঃ অহং জ্ঞাতুং শক্যঃ শাস্ত্রতঃ। (ম) ন কেবলং (ম) শাস্ত্রতোজ্ঞাতুং

ম ম ম
শক্যোঽহনন্যয়া ভক্ত্যা কিন্তু তত্ত্বেন দ্রষ্টুং চ স্বরূপেণ সাক্ষাৎকর্তুং

ম ম ম
চ শক্যঃ বেদান্তবাক্যশ্রবণমননিদিধ্যাসনপরিপাকেণ তত্ত্বশ্চ স্বরূপ-

ম শ
সাক্ষাৎকারাদবিদ্যাতৎকার্য্যনিবৃত্তৌ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ মোক্ষঞ্চ গন্তু

ম ম ম
মদ্রূপ তয়ৈবাপ্তুং চ অহং শক্যঃ ॥ ৫৪ ॥

হে পরন্তপ! হে অর্জ্জুন! আমার প্রতি অনন্যভক্তি দ্বারা বিশ্বরূপধারী আমাকে শাস্ত্রমত জানিতে পারে, আমার স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হয় এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারে॥ ৫৪ ॥

অর্জ্জুন—অনন্যভক্তি কাহাকে বলে?

ভগবান্—আমি ভিন্ন অন্য কিছুই নাই এই বোধে সর্ব্বদেব নিষ্ঠা বা আমার উপর নিরতিশয় প্রীতি তাহাই অনন্যভক্তি।

অর্জ্জুন—তোমাকে জানা কিরূপ?

ভগবান্—শাস্ত্রদ্বারা আমাকে জানা—ইহা পরোক্ষ জ্ঞান।

অর্জ্জুন—তোমার দর্শন কি?

ভগবান্—আমার স্বরূপের সাক্ষাৎকার।

অর্জ্জুন—তোমাতে প্রবেশ কিরূপ?

ভগবান্—আমার মত হওয়া। ইহা অপরোক্ষ জ্ঞান; একমাত্র অনন্যভক্তি দ্বারা আমাকে পরোক্ষ বা অপরোক্ষ ভাবে জানা যায়, দেখা যায় এবং আমার মত হওয়া যায়। অনন্য ভক্তিতে ভগবানের শরণাপন্ন হইলে অন্য কিছুরই আবশ্যক করে না—সমস্তই লাভ হয়।

অর্জ্জুন—যদি বেদপাঠ বা দান বা তপস্যা, ব্রত, নিয়মাদি দ্বারা বিশ্বরূপে তোমাকে দেখা না যায় তবে এই সব করা কেন?

ভগবান্—বেদপাঠ, দান, তপস্যা, ব্রত, নিয়মাদি দ্বারা চিত্ত, ভগবানের ভাব গ্রহণ করে, বিষয় বাসনা ইহাতে থাকিতে পায় না। ভগবানের প্রসন্নতা, যখন তাঁহার আজ্ঞাপালন দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন সাধকের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিশ্বরূপে দেখা দিয়া থাকেন। দর্শন হইলে সর্ব্বদা মচ্চিত্তন, মৎপূজন হয়। তখন আমার সমস্ত বস্তু সাধকের নিকট প্রকাশিত হয়।

কোন মনুষ্যের আজ্ঞা পালন করিলে সে মানুষ তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েন। সন্তুষ্ট হইলে তিনি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করেন। আমি সন্তুষ্ট হইলে আমি বিশ্বরূপে দর্শন দিয়া

তোমাকে জ্ঞানপ্রদান করি এবং তোমাকে সংসার সাগর হইতে মুক্ত করি। তখন তোমার পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়। ইহা অপেক্ষা মনুষ্য জীবনে অধিক লাভ আর কিছুই নাই।

শ্রুতি বলেন "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া না বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

বেদাশাস্ত্রাধ্যয়ন-বাহুল্য-জনিত বক্তৃতা, বা গ্রন্থার্থধারণ শক্তি অথবা বহুশ্রুতি বাক্যের পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, এ সকল দ্বারা আত্মাকে পাওয়া যায় না। এষ বিদ্বান্ যমেব পরমাত্মানং বৃণুতে প্রাপ্তুমিচ্ছামি তেন বরণেনৈষ • পরমাত্মা লভ্যঃ নান্যেন সাধনান্তরেণ। জ্ঞানী যে পরমাত্মকে পাইতে ইচ্ছা করেন সেই উগ্রইচ্ছা দ্বারা এই পরমাত্মা লভ্য ' হয়েন—অন্য কোন সাধনায় উঁহাকে পাওয়া যায় না। তস্যৈষ আত্মাঽবিদ্যা সচ্ছন্নাং পুরাতনূং স্বাত্মতত্ত্বস্বরূপাং বৃণুতে প্রকাশয়তি। এই আত্মা যখন সেই পুরুষের হৃদয়ে আপনার আত্মতত্ত্বস্বরূপটিকে অবিদ্যা আবরণ মোচন করিয়া প্রকাশ করেন। আবার বলেন নায়মাত্মাবলহীনেন লভ্যঃ। যোগই বল। এই চিত্তসাম্য স্বরূপ বল যাহার নাই তাহার আত্মতত্ত্ব লাভ হয় না॥ ৫৪॥

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ'।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ! ॥ ৫৫ ॥

শ　　　　শ
হে পাণ্ডব! যঃ মৎকর্ম্মকৃৎ মদর্থং কর্ম্ম মৎকর্ম্ম তৎকরোতীতি

রা
বেদাধ্যয়নাদীনি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি 'মদারাধনরূপাণীতি যঃ করোতি

রা　　ম
স মৎকর্ম্মকৃৎ স্বর্গাদিকামনায়াং সত্যাং কথমেবমিতি নেত্যাহ। মৎ-

ম　　　　ম
'পরমঃ অহমেব পরমঃ প্রাপ্তব্যস্তেন নিশ্চিতো. ন তু স্বর্গাদির্যস্য সঃ

ম　　ম　　ম　　ম　　শ
অতএব মৎপ্রাপ্ত্যাশয়া মদ্ভক্তঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈর্ম্মম ভজনপরঃ সর্ব্বা-

শ　　ম　　ম
ত্মনা সর্ব্বোৎসাহেন চ ভজত ইতি। পুত্রাদিষু স্নেহে সতি কথমেবং

শ
স্যাদিতি? নেত্যাহ সঙ্গবর্জ্জিতঃ ধনমিত্রপুত্রকলত্রবন্ধুবর্গেষু স্পৃহা-

ম শ
শূন্যঃ শত্রুষু দ্বেষে সতি কথমেবং স্যাদিতি নেত্যাহ নির্ব্বৈরঃ নির্গতবৈরঃ

শ শ শ
অতঃ সর্ব্বভূতেষু শত্রুভাবরহিতঃ আত্মনোঽত্যন্তাঽপকারপ্রবৃত্তেষ্বপি

ম শ শ রা রা
দ্বেষশূন্যঃ য ঈদৃশোমদ্ভক্তঃ সঃ মাম্ এতি প্রাপ্নোতি নিরস্তাবিদ্যা-

বা রা.
দ্যশেষ দোষগন্ধো মদেকানুভবো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

হে পাণ্ডব! যিনি আমার জন্য কর্ম্ম করেন, আমিই যাঁহার একমাত্র প্রাপ্তব্য, যিনি সকল প্রকারে [সমস্ত প্রাণদিয়া] আমার ভজন পরায়ণ, যিনি সমস্তবিষয়ে স্পৃহাশূন্য, যিনি কাহারও উপর শত্রুভাব রাখিতে পারেন না, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ ৫৫ ॥

অর্জ্জুন—তুমি কৃপা করিয়া বিশ্বরূপ দেখাইলে, নানাভাবে তোমার স্বরূপ জ্ঞান আমাকে দিতেছ, অন্তে অবশ্যই আমার সংসার মুক্তি হইবে। তুমি বলিতেছ অনন্যভক্তি হইলে তবে "জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ! সর্ব্ব নিষ্ঠা সর্ব্ব অনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া একমাত্র তোমাতে নিষ্ঠা হইলেই জীবের সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি রূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি লাভ হইবে। আবার বল জীব কি করিলে সর্ব্বদা তোমাকে লইয়া থাকিতে পারে!

ভগবান্—"মৎ কর্ম্মকৃৎ" হও। যতদিন তোমার কর্ম্ম—তোমার কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ আছে ততদিন তোমার অজ্ঞান বিলক্ষণ আছে। সমস্ত লৌকিক কর্ম্ম ততদিন আমাতে অর্পণ করিতে অভ্যাস কর। "যৎ করোষি যদশ্নাসি" সমস্তই আমার সন্তোষের জন্য করিতেছ, যখন ইহা অভ্যাস হইয়া যাইবে, তখন স্নান, আহার ভোজন, শয়নও আমাতে অর্পিত হইবে। তখন তুমি মৎকর্ম্মকৃৎ হইতে পারিবে। এ অবস্থায় তুমি আমার আজ্ঞা পালন জন্য বেদ বিহিত কর্ম্ম মাত্রকেই কর্ম্মবলিয়া গণ্য করিবে। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, সন্ধ্যা, পূজা, বেদপাঠ প্রাণায়াম, কুম্ভক, মানসপূজা, ধ্যান, ইহা ভিন্ন অন্য কর্ম্ম তোমার থাকিবে না। আহার বিহারাদিও ঐ অবস্থায় অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের মত হইয়া যাইবে।

অর্জ্জুন—বেদবিহিত কর্ম্মদ্বারা ত স্বর্গাদি প্রাপ্তি ঘটে?

ভগবান্—কোন কামনা নাই কেবল আমার আজ্ঞা পালন জন্য, আমি মাত্রই তোমার প্রাপ্তব্য এই জন্য কর্ম্ম করিতেছ, ইহাতে তোমার স্বর্গাদি প্রাপ্তি ঘটিবে না। তুমি "মৎ-কর্ম্ম কৃৎ" বলিয়া মৎপরমঃ হইয়া যাইবে। অহমেবপরমঃ প্রাপ্তব্যোন নিশ্চিতো নতু স্বর্গাদির্যস্য

সঃ। আমিই তোমার প্রাপ্তির বস্তু—স্বর্গাদি নহে ইহা যাহার নিশ্চয় হইয়াছে সেই মৎ-পরমঃ হইয়াছে।

অর্জ্জুন—তুমি মাত্র প্রাপ্তির বস্তু যখন নিশ্চয় হইবে তখন কি হইবে?

ভগবান্—আমার প্রাপ্তির আশয়ে মদ্ভক্ত হইবে। সমস্ত প্রাণটি দিয়া, সমস্ত উৎসাহ দিয়া আমাকেই ভজন করিবে। সর্ব্বপ্রকারে—আহারে, শয়নে, ভোজনে, উপবেশনে, স্নানে, ভ্রমণে, কথোপকথনে, আমাকেই ভজনা করিবে। একক্ষণকালও আমাকে ভুলিয়া থাকিতে পারিবে না।

অর্জ্জুন—স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি স্নেহ থাকিলে ইহা কিরূপে হইবে?

ভগবান্—সঙ্গবর্জ্জিত হইতে হইবে। কোন বাহ্যবস্তুতে স্পৃহা থাকিবে না। স্ত্রী পুত্রাদিতে আসক্তি থাকিবে না।

অর্জ্জুন—কেহ যদি দ্বেষ করে তবে কিরূপে সঙ্গবর্জ্জিত হওয়া যায়?

ভগবান্—নির্ব্বৈরঃ হইয়া যাইবে। কেহ অপকার করিলেও তাহার উপর দ্বেষ হইবে না, আমিই শত্রু, আমিই মিত্র এই বোধ যার হইবে তাহার আবার বৈরীভাব রাখিবার স্থান কোথায়? যে কেহ মৎ-কর্ম্মকৃৎ, মৎপরম, মদ্ভক্ত, সঙ্গবর্জ্জিত, সর্ব্বভূতে নির্ব্বৈরঃ হইবে সেই নিশ্চয় আমাকে পাইবে। অর্জ্জুন! তোমার দেহের কোলে কোলে আমিই আছি, তোমার মন প্রাণ বুদ্ধির কোলে কোলে আমিই আছি, তোমার দর্শন, শ্রবণ, ভোজন, স্নান, শয়ন, উপবেশন, কথোপকথন, সকল ব্যাপারেই আমি আছি, বাহিরে যাহা কিছু দেখিতেছ, এই সমুদ্র, এই সমুদ্র গর্জ্জন, এই তরঙ্গ, এই তরঙ্গভঙ্গ, এই যে নীল অম্বুরাশি, এই সাগরমিলিত আকাশ, এই সমুদ্র জলে সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত, এই বিচিত্র নক্ষত্ররাজি পরিবেষ্টিত নীলনভ, এই চন্দ্র, এই অন্ধকার, এই বালুকারাশি, এই বিচিত্র জীবপুঞ্জ, এই মনুষ্য, এই স্ত্রী, এই জগন্নাথ, এই বিমলাদি দেবতা—অর্জ্জুন যখন সকলের কোলে কোলে আমি আছি দেখিবে—যখন আর কোন ব্যাপারে আমাকে ভুল হইবে না জানিবে, যখন আমাকে না স্মরিয়া আর থাকিতেই পারিবে না জানিবে, তখনই আমাতে অনন্যভক্তি হইল জানিও। এই বিশ্বরূপ দর্শনে আমার অঙ্গীভূত সমস্তই যখন দেখিলে, তখন সর্প বল, মকর বল, নক্র বল, ব্যাঘ্র ভল্লুকাদিই বল, ইহাদের উপর ভয় কেন থাকিবে? সর্ব্বদা সর্ব্ববস্তুতে আমাকে দেখ, আমাকে ভজ, আবার হৃদয়ের রাজা আমি, আমাকে আত্মহৃদয়ে ধ্যান ধারণা কর, আমার সহিত সর্ব্বদা কথা কও, সকল পরামর্শ আমার সহিত কর, যাহা চাও আমাকেই চাও—এইরূপ কর, তুমি একান্ত ভক্তির সাধনা করিতে পারিবে। এইরূপ সর্ব্বপ্রকার সাধন ভজন দ্বারা অভ্যাস কর মৎকর্ম্মকৃৎ ইত্যাদি সহজেই হইয়া যাইবে। ১১ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটিতে সমস্তগীতা শাস্ত্রের প্রয়োজন যে জীবের নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি রূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি—তাহার অনুষ্ঠান জন্য কর্ম্মগুলি বলা হইল।

অর্জ্জুন—আর একটি কথা। "মৎ-কর্ম্মকৃৎ মৎপরমো" ইত্যাদি শ্লোকে যে "মৎ"শব্দ ইহা তোমার কোন্ রূপকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছ?

ভগবান্—সাকার বিশ্বরূপকেই লক্ষ্য করিতেছি। তোমার জন্য সাকার বিশ্বরূপ উপাসনাই আবশ্যক।

অর্জ্জুন—কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে বিভূতি যোগ পর্য্যন্ত ত নিরাকার ভাবের জ্ঞানের কথা বলিতেছিলে। নিরুপাধিক ব্রহ্ম, স্থিতির ও ধ্যানের বিষয় আর সোপাধিক ব্রহ্ম, উপাসনার ও জ্ঞানের বিষয়। "অশোচ্যান্" ইত্যাদি হইতে দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত নিরুপাধিক সোপাধিক, জ্ঞেয়-ধ্যেয় ব্রহ্মের অনুসন্ধান সমকালে কিরূপে করিতে হইবে তাহাই বলিয়াছ। প্রসঙ্গ ক্রমে জ্ঞান-শক্তি-যুক্ত-বিশুদ্ধ সর্ব্বোপাধি যে ভগবান্ তাঁহার ধ্যানের কথা মন্দ ও মধ্যম অধিকারীর উপর অনুগ্রহ করিয়া বলিয়াছ। একাদশে উপাসনামূলক (পরম পদে স্থিতি মূলক নহে) ধ্যান যোগের সুবিধা জন্য বিশ্বরূপ দর্শন যোগ বলিলে। জ্ঞেয় ঈশ্বরানুসন্ধান ও ধ্যেয় ঈশ্বরের উপাসনা (স্থিতি) এই উভয়ের মধ্যে আমার অধিকার কাহাতে? উপাসনার অর্থই বা কি?

ভগবান্—তোমার অধিকার সম্বন্ধে পরে বলিব এখন উপাসনা কি তাহাই শ্রবণ কর। "উপাসনং তু যথাশাস্ত্রসমর্পিতং কিঞ্চিদালম্বনমুপাদায় তস্মিন্ সমানচিত্তবৃত্তিসন্তানলক্ষণম্। কোন অধিষ্ঠানে মনে মনে যথাশাস্ত্র ব্রহ্মকল্পনা করিয়া তাহাতে যে চিত্তবৃত্তির বিন্যাস তাহার নাম উপাসনা। উপনিষদ্ আরও বলেন যে ধ্যান একপ্রকার মানসিক ক্রিয়া। নিরন্তর ঐ মানসিক ক্রিয়ার আবৃত্তিও উপাসনা। সাকার ও নিরাকার উভয়েরই উপাসনা হয় নিরাকার উপাসনার অর্থ ব্রহ্মভাবে স্থিতি। আরও শোন—

উপাসনং নাম উপাস্যার্থবাদে যথাদেবতাদি স্বরূপং শ্রুত্যা জ্ঞাপ্যতে তথা মনসোপগম্যাসনং চিন্তনং লৌকিকপ্রত্যয়াব্যবধানেন যাবত্তদ্দেবতাদি স্বরূপাত্মাভিমানাভিব্যক্তিরিতি" উপাস্য দেবতার যে স্বরূপ ও গুণাদি তাহা মনো দ্বারা জানিয়া চিন্তাকরা অর্থাৎ নিরন্তর সেই দেবতার সহিত নিজের অভেদ ভাবনাই উপাসনা। শ্রুতি বলেন ভাবনাবলে দেবতাভিমানী হইয়া দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। তদ্দেবোভূত্বা দেবানপ্যেতি কিন্দেবতোহস্যাং প্রাচ্যাং দিশ্যসীত্যেবমাদি শ্রুতিভ্যঃ বৃহ ৩য় ব্রা ॥ ৯ ॥

অর্জ্জুন—উপাসনা সম্বন্ধে আরও একটু জিজ্ঞাস্য আছে। উপাসনা দ্বারা কোন্ ভূমিকা লাভ হয়? যে উপাসনার অর্থ স্থিতি নহে সেই উপাসনায় কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ভগবান্—নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধির চরম অবস্থায় উপাস্যে চিত্ত একাগ্র হয়। অতএব চিত্তের একাগ্রতাই এইরূপ উপাসনার প্রয়োজন। সাকার উপাসনা তদ্দিন কর্ত্তব্য যতদিন পর্য্যন্ত না দৃশ্য প্রপঞ্চের সমস্ত বস্তু দেখিয়া উপাস্যকেই স্মরণ হয়। উপাসনা সামর্থ্যাৎ বিদ্যোৎপত্তি র্ভবেত্ততঃ। পঞ্চ ধ্যা ১৪২ আমার জ্ঞানীভক্ত বলেন সাকার ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা জ্ঞেয় ব্রহ্মের অনুসন্ধান হয়। উপাসনা দ্বারা এই জন্য আত্মজ্ঞান লাভ হয়। চিত্তশুদ্ধির পরিপক্ক অবস্থা লাভ জন্যও উপাসনা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ উপায়। শ্রীভাগবত বলেন—

বিদ্যাতপঃ প্রাণনিরোধ মৈত্রী
তীর্থাভিষেক ব্রতদান জপ্যৈঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা
যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে ॥ ১২।৩।৪৮ ভাঃ পুঃ

শ্রীভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে যেরূপ চিত্তশুদ্ধি হয় বিদ্যা, তপ, প্রাণনিরোধ, মৈত্রী, তীর্থ, ব্রত, দান, জপ, ইহার কিছুতেই সেরূপ হয় না।

অর্জ্জুন—এখানে ত ঈশ্বরের সাকার উপাসনার কথা বলিলে। কিন্তু দ্বিতীয় হইতে ১০ম পর্য্যন্ত যে নিরাকার ও সাকার ঈশ্বরের উপাসনা বলিয়াছ তৎসম্বন্ধে আমি যাহা প্রশ্ন করিয়াছি অর্থাৎ আমার পক্ষে কোনটি শ্রেয়—এখন তাহাই বল।

ভগবান্—তোমার পক্ষে উপাসনামূলক ধ্যেয় ঈশ্বরের উপাসনা শ্রেয় না জ্ঞেয় ঈশ্বরের অনুসন্ধান শ্রেয় ইহা পরে বলিতেছি। কিন্তু তুমি বল দেখি দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত উপাসনার কথা কি বলিয়াছি? প্রথম হইতে বিশ্বরূপ দর্শন যোগ পর্য্যন্ত অধ্যায় গুলির সম্বন্ধ আর একবার আলোচনা কর।

অর্জ্জুন—প্রতিঅধ্যায়ের প্রারম্ভ, শেষ কথাগুলি দ্বারা অধ্যায় সমূহের সম্বন্ধ তুমি ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১ম শ্লোকের ব্যাখ্যাতে দেখাইয়াছ। ৪১৮ পৃঃ।

শোকসংবিগ্নমানসঃ, ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি, জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ যোগসংসিদ্ধোত্তিষ্ঠ ভারত, জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি, শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং যুক্ততমো মতঃ। এই ৬ষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। এখানে সপ্তম হইতে বলিতেছ আত্মসংস্থ হইলে আপনা হইতে যুক্ততমাদি অবস্থা আসিবে। আপনা হইতে এ অবস্থা আসিলেও তাহা লক্ষ্য করিয়া সেইমত কার্য্য করা চাই। যাহা পরে আসিবে তাহা পূর্ব্ব হইতে জানা থাকিলে বড় আনন্দের সহিত সমস্ত অবস্থা লাভ করিতে থাকিবে।

সপ্তম অধ্যায়ে বলিতেছ যুক্ততম হইলে আমার ভজনা আসিবে। এখন আপনা হইতে ভজনে প্রবৃত্তি হইতেছে তখন ভজনা করিয়া যাইতে হইবে। তুমি বলিতেছ চিত্ত আমাতে যুক্ত না হইলে সর্ব্বদা ভজন হয় না; তোমাকে জানা না হইলেও তোমাতে যুক্ত হওয়া যায় না। সবিজ্ঞান জ্ঞান এই জন্য এই অধ্যায়ে বলিতেছি। পরা ও অপরা প্রকৃতির জ্ঞান হইলে তোমার সম্বন্ধে অনুভব সহিত জ্ঞান হয়। শেষ শ্লোকে বলিতেছ অধিভূত অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত তোমাকে জানিলে তবে যুক্তচিত্ত হওয়া যায়। তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ। যুক্তচিত্ত যিনি তিনি মরণমূর্চ্ছা কালেও আমাকে বিস্মৃত হন না। এই অধ্যায়ে সগুণ ও নির্গুণ উপাসনার কথা বলিয়াছ।

অষ্টমাধ্যায়ের নাম অক্ষর-ব্রহ্ম যোগ। এই অধ্যায়ে বলিতেছ যে যোগী সনাতনভাব—অব্যক্ত—অক্ষর অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহার পরমস্থান প্রাপ্তি স্বস্বরূপে স্থিতি কিরূপে হয়। তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থান মুপৈতি দিব্যম্। অষ্টমের শেষ শ্লোকার্দ্ধ ইহা। সর্ব্বদা যোগযুক্ত অবস্থা কিরূপে থাকিবে এই অধ্যায়ে তাহাই বলিয়াছ।

নবম অধ্যায় সদ্যোমুক্তির জন্য ব্রহ্মবিদ্যার সাধন ও ফলের কথা বলিতেছ। "জ্ঞানং বিজ্ঞান সহিতং যজ্জ্ঞাত্বা" সংসার মুক্তি হয় তাহা এখানে বলিতেছ। এই অধ্যায়ে ভক্তির প্রণালী দেখাইতেছ। মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ইত্যাদি শেষ শ্লোক।

১০ম অধ্যায়ে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কিভাবে তোমার উপাসনা করিব তুমি তখন

তোমার বিভূতির কথা উল্লেখ করিয়াছ। তোমার বিভূতির জ্ঞান না থাকিলে সর্ব্বদা তোমার উপাসনা লইয়া থাকা যায় না। তোমার বিভূতি কিন্তু অনন্ত। তুমি বলিতেছ বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ। সমস্ত জগতই তোমার বিভূতি। তাও তুমি তোমার একাংশে ধরিয়া আছ। বিশ্বভূত তোমার পাদেক দেশে। এই দশ অধ্যায়ে তুমি নির্গুণ উপাসনার কথাই বলিয়াছ। একাদশ অধ্যায়ে সগুণ মূর্ত্তা উপাসনা বলিতেছ। নাহং বেদৈর্ন তপসা...শক্য এবম্বিধো দ্রষ্টুং—কেবল এই অধ্যায়েই বলিতেছ। আমাকে বিশ্বরূপটিও দেখাইয়াছ। মৎকর্ম্মকৃৎ ইত্যাদি শেষ শ্লোকে বিশ্বরূপের উপাসনার জন্য কিরূপ সাধনা আবশ্যক তাহাও বলিয়াছ। আমি মুমুক্ষু। দেখিতেছি তিন প্রকার উপাসনার কথা বলিতেছ।

(১) নির্গুণ উপাসনা।

(২) সগুণ উপাসনা।

(৩) মূর্ত্তি উপাসনা।

এক্ষণে আমার যাহা জিজ্ঞাস্য তাহা বলিতেছি। দ্বাদশের প্রথম শ্লোকটিতে আমার প্রশ্ন কি বলিতেছি।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতাযাং বৈযাসিক্যাং ভীষ্ম পর্ব্বণি

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে বিশ্বরূপ দর্শনং

নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীশ্রীস্বাত্মরামায় নমঃ।

শ্রীশ্রীগুরুঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ভক্তিযোগঃ ॥

নির্গুণোপাসনস্যৈবং সগুণোপাসনস্য চ।
শ্রেয়ঃ কতরদিত্যেতন্নির্ণেতুং দ্বাদশোদ্যমঃ ॥

শ্রী

অর্জ্জুন উবাচ—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাঽপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ ॥

শ

দ্বিতীয় প্রভৃতিষ্বধ্যায়েষু বিভূত্যন্তেষু পরমাত্মনো ব্রহ্মণোঽক্ষরস্য বিধ্বস্তসর্ব্ববিশেষণস্যোপাসনমুক্তম্। সর্ব্বযোগৈশ্বর্য্যসর্ব্বজ্ঞানশক্তিমৎসত্ত্বোপাধেরীশ্বরস্য তব চোপাসনং তত্র তত্রোক্তম্। বিশ্বরূপাঽধ্যায়ে ত্বৈশ্বরমাদ্যং সমস্তজগদাত্মরূপং বিশ্বরূপং ত্বদীয়ং দর্শিতমুপাসনার্থমেব ত্বয়া। তচ্চদর্শয়িত্বোক্তবানসি মৎকর্ম্মকৃদিত্যাদি। অতোঽহমনয়োরুভয়োঃ পক্ষয়োর্ব্বিশিষ্টতরবুভুৎসয়া ত্বাং পৃচ্ছামীতি অর্জ্জুন উবাচ।

যদ্বা পূর্ব্বাধ্যায়াহন্তে মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্ত ইত্যেবং ভক্তিনিষ্ঠস্য
শ্রী
শ্রেষ্ঠত্বমুক্তম্ কৌন্তেয়! প্রতিজানীহীত্যাদিনা চ তত্র তস্যৈব-
শ্রী
শ্রেষ্ঠত্বং নির্ণীতম্। তথা "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যত
ইত্যাদিনা—"সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সংতরিষ্যসী"ত্যাদিনা
জ্ঞাননিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তম্। এবমুভয়োঃ শ্রৈষ্ঠ্যেঽপি বিশেষজিজ্ঞাসয়া
শ্রীভগবন্তং প্রত্যর্জ্জুন উবাচ এবমিতি।

রা শ শ
এবং মৎকর্ম্মকৃদিত্যাদিনোক্তেন প্রকারেণ সততযুক্তাঃ নৈরন্তর্য্যেণ
শ
ভগবৎ-কর্ম্মাদৌ যথোক্তেঽর্থে সমাহিতাঃ সন্তঃ প্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ যে ভক্তাঃ
শ ম ম শ
অনন্যশরণাঃ সন্তঃ সাকারবস্ত্বেকশরণাঃ সন্তঃ ত্বাং যথাদর্শিত-
শ ম শ ম
বিশ্বরূপং এবংবিধং সাকারং পর্য্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি সন্ততং চিন্তয়ন্তি
শ ম
যে চাপি ত্যক্তসর্ব্বৈষণাঃ সন্ন্যস্তসর্ব্বকর্ম্মাণো সর্ব্বতোবিরক্তাস্ত্যক্ত—
ম নী
সর্ব্বকর্ম্মাণঃ অক্ষরং অস্থূলাদিলক্ষণম্ "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি!
ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমিত্যাদি শ্রুতিপ্রতিষিদ্ধ সর্ব্বো-

পাধিরহিতং নির্গুণং ব্রহ্ম অতএব অব্যক্তং সর্ব্বকরণাগোচরং নিরাকারং ত্বাং পর্য্যুপাসতে তেষাং উভয়েষাং মধ্যে তেষামুভয়েষাং যোগবিদাংমধ্যে কে যোগবিত্তমাঃ অতিশয়েন যোগবিদ ইত্যর্থঃ যোগং সমাধিং বিদন্তীতি বা যোগবিদঃ উভয়েঽপি তেষাং মধ্যে কে শ্রেষ্ঠা যোগিনঃ কেষাং জ্ঞানং ময়ানুসরণীয়মিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন,—এইরূপ সতত যুক্ত যে সকল ভক্ত তোমার উপাসনা করেন, এবং যাঁহারা অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা করেন সেই উভয় যোগবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী কে ? ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন—পূর্ব্বে আমার জিজ্ঞাস্য একরূপ উত্থাপন করিয়াছি। আবার বলি ব্রহ্মের প্রত্যক্ষগোচর সাকার মূর্ত্তির উপাসনা যাঁহারা করেন অথবা ইন্দ্রিয়ের অগোচর নিরুপাধিক ব্রহ্মভাবের যাঁহারা উপাসনা করেন—এতদুভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী কে ?

দ্বিতীয় হইতে দশম পর্য্যন্ত অধ্যায়ে তুমি অক্ষর পরমেশ্বরের সমস্ত বিশেষণ শূন্য অবস্থা এবং সমস্ত ঐশ্বর্য্য যুক্ত অবস্থা এই দুয়ের উপাসনার কথা বলিয়াছ। আবার বিশ্বরূপাধ্যায়ে সমস্ত জগদাত্মক বিশ্বরূপের উপাসনা জন্য ঐরূপও দেখাইয়াছ এখন অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা শ্রেষ্ঠ কি বিশ্বরূপের উপাসনা শ্রেষ্ঠ ?

ভগবান্—তুমি এরূপ প্রশ্ন করিতেছ কেন ?

অর্জ্জুন—মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমো মদ্ভক্ত ইত্যাদিতে এবং ভক্ত্যাত্বনন্যয়া-শক্যঃ ইত্যাদিতে ভক্তি-নিষ্ঠই যে শ্রেষ্ঠ তাহা বলিতেছ। "কৌন্তেয় ! প্রতিজানীহি" ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তিই যে শ্রেষ্ঠ তাহা সভামধ্যে দাঁড়াইয়া হস্ততুলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে বলিতেছে। আবার "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে" ইত্যাদিতে এবং "সর্ব্বং জ্ঞান-প্লবেনৈব বৃজিনং সংতরিষ্যসি" ইত্যাদিতে "জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্ ইত্যাদিতে জ্ঞান নিষ্ঠাই শ্রেষ্ঠ বলিতেছ আরও বলিতেছ "নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।' এস্থলে জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ বলিতেছ। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমে জ্ঞান-যোগ ও কর্ম্ম যোগ সম্বন্ধে আমার মনে যে সন্দেহ উঠিয়াছিল এখানে

জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ প্রশ্ন উঠিতেছে। শুধু শুনিয়া যাওয়াইত প্রয়োজন নহে শুনিয়া করা প্রয়োজন। আমি এখন নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিব না সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করিব? জ্ঞেয় ব্রহ্ম লইয়া থাকিব না ধ্যেয় ঈশ্বর লইব? আরও স্পষ্ট করিয়া বলি। তোমার এই যে শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ-মূর্ত্তি—যাহা এই মাত্র বিশ্বরূপ ধারণ করিল যাহার বিভূতির এক অংশ এই বিচিত্র জগৎ, আমি তাঁহাকে কায় মন বুদ্ধিদ্বারা উপাসনা করিব না তোমার যে অক্ষর জীব—স্বরূপ বা পরমাত্ম—স্বরূপটি আছে, যেটি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর সেই অব্যক্ত চৈতন্য স্বরূপকে আত্মভাবে ধারণা করিয়া সমাধি দ্বারা সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিব?

ভগবান্—ইহাতে কি তোমার অধিকার নিশ্চয় করিতেছ? পূর্ব্বে যেমন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তোমার পক্ষে জ্ঞান যোগ শ্রেয়ঃ না কর্ম্ম যোগ শ্রেয়ঃ এখানেও কি সেইরূপ জানিতে চাও ভক্ত হওয়া ভাল না জ্ঞানী হওয়া ভাল? তুমি কোন্ প্রকার অধিকারী ইহার জন্যই কি জিজ্ঞাসা করিতেছ সততযুক্ত ভক্ত হইয়া আমার উপাসনা যাঁহারা করেন এবং অব্যক্ত অক্ষর যাঁহারা উপাসনা করেন তাঁহার মধ্যে অতিশয় যোগবিদ্ কে?

অর্জ্জুন—হে কৃষ্ণ! তুমিই আমার মধ্যে এই প্রশ্ন তুলিয়াছ। আমি যত সহজ ভাবে এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম এখন দেখিতেছি এই প্রশ্নটি তত সহজ নহে। জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়েই যোগবিৎ। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ ইহার নিশ্চয় করিতে গিয়া লোকে নানাপ্রকার বিবাদ উঠাইতে পারে।

ভগবান্—উঠাইতে পারে কেন, যুগে যুগে ভক্ত বড় না জ্ঞানী বড় ইহা লইয়া লোকে নানাপ্রকার গোলমাল তুলিয়া থাকে। গোলযোগের কথা শুনিতে চাও আমি পরে বলিতেছি কিন্তু সংক্ষেপে মীমাংসার কথাটা আগে শুনিয়া রাখ—তবে গোলযোগে পড়িয়াও বুদ্ধি হারাইবে না। যাঁহারা অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মকে জানিয়া নিঃসঙ্গ ভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারেন তাহারাই নির্গুণ উপাসক। যে যাঁহাকে উপাসনা করে সে তাহারই স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি বলেন "তং তথা যথোপাসতে তবেদ ভবতি"। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসকগণ সদ্যোমুক্তি প্রাপ্ত হয়েন। ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবলীয়ন্তে তাঁহার প্রাণের উৎক্রমণ হয় না। শরীর হইতে উঠিয়া জ্যোতি লাভ করিয়া স্বস্বরূপে স্থিতি হয় কিন্তু সগুণ উপাসকগণ ক্রমে মুক্তি লাভ করেন। নানালোকে বহু ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া প্রলয়ে ব্রহ্মার সহিত মুক্তি পান। এখন জ্ঞানীও ভক্তের বিবাদ শুনিতে চাও—বলিতেছি শ্রবণ কর।

জ্ঞানী বলেন—"দ্বেরূপে বাসুদেবস্য ব্যক্তং চাব্যক্তমেবচ।
অব্যক্তং ব্রহ্মণো রূপং ব্যক্তমেতচ্চরাচরম্॥"

বাসুদেব যিনি তাঁহার দুইরূপ। একটি অব্যক্তমূর্ত্তি দ্বিতীয়টি ব্যক্ত মূর্ত্তি। শ্রুতি বলেন "সগুণ নির্গুণ স্বরূপং ব্রহ্ম" ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষদ্'। গীতাও বলেন—
"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা" ৯।৪। যে অব্যক্ত মূর্ত্তিতে পরম পুরুষ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন তাহাই অধিষ্ঠান চৈতন্য, পরব্রহ্ম। দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে ১০ম অধ্যায় পর্য্যন্ত এই অক্ষর অব্যক্ত পরব্রহ্মের বিশেষণ সমূহের কথা বলিয়াছি। ইহা সগুণব্রহ্মের উপাসনা জন্য জ্ঞানীদিগের মধ্যে কেহ নির্গুণব্রহ্মের, কেহ সগুণ ব্রহ্মের জ্যোতিঃ স্বরূপের

উপাসনা করেন। পরব্রহ্মের সমস্ত যোগৈশ্বর্য্য, সমস্ত জ্ঞান শক্তি জানিয়া ইঁহার অনুসন্ধান করা সগুণ উপাসনা। এই জ্ঞান মার্গের সাধনাই নিষ্কাম কর্ম্ম, আরুরুক্ষুর অবস্থা, যোগারূঢ় অবস্থা বা আত্মসংস্থযোগ। নিষ্কাম কর্ম্মটি জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়কেই করিতে হয়। পরের সাধনাগুলি নির্গুণ ও সগুণ উভয় উপাসককেই করিতে হয়। পরে একান্তে সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়া সংকল্প প্রভবান্ কামান্ ইত্যাদি হইতে "আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" এই গীতোক্ত যোগীর কার্য্য করা উচিত। ইহাই শম দমাদি সাধনা। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক যিনি তিনি মনকে আত্মসংস্থ করিয়া নিঃসঙ্গ ভাবে সর্ব্বসম্পর্ক শূন্য আত্মস্বরূপে স্থিতি লাভ করেন। কিন্তু এই স্থিতি দেহাত্ম বোধ থাকা পর্য্যন্ত কিছুতেই হয় না। সেই জন্য যোগীকে ভক্ত হইতে হইবে। ভক্তের জন্য সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা বা সগুণ বিশ্বরূপ উপাসনা। শেষে নির্গুণভাবে স্থিতি। পরমাত্মাকেই তৎ পদার্থ বলা হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত তৎপদার্থের বাচ্যার্থ নিরূপণ করা হইয়াছে। যোগীনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ম, ৮ম ৯ম, ১০ম, ১১শ পর্য্যন্ত তৎ পদার্থ শোধক উপাসনা কাণ্ড বলা হইল। ইহাই তৎ পদলক্ষ্যার্থ। মৎ কর্ম্মকৃৎ মৎপরমো মদ্ভক্ত ইত্যাদিই ভজন ব্যাপার। জ্ঞানীগণ বলেন নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া ইহাই শ্রেষ্ঠ। সকলে ইহা পারে না বলিয়া সগুণব্রহ্মের ধ্যান আবশ্যক। সেইজন্য বিশ্বরূপ দর্শন যোগ। মন্দ মধ্যমাধিকারিণঃ সগুণশরণানুক্ত্বা নির্গুণ নিষ্ঠানুত্তমাধিকারিণো নির্দ্দিশতি যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তমিত্যাদি। মন্দ মধ্যম অধিকারীর জন্য সগুণ ঈশ্বর, উত্তমের জন্য নির্গুণ।

ভক্তগণ ইহা স্বীকার করেন না। নির্গুণব্রহ্মের উপাসনা সহজ। ইহাতে কোন মূর্ত্তির ধ্যান নাই, অন্তরে মূর্ত্তি বসাইয়া মানস পূজা বা বাহ্যপূজা নাই। শুধু বিশ্বাস করিয়া বুঝিয়া গেলেই হয়। কিন্তু সাকার উপাসনা কঠিন বলিয়া শ্রেষ্ঠ। ভগবানের সাকার রূপে চিত্ত একাগ্র করা সকলের সাধ্য নহে।

অনন্তরাত্মপ্রাপ্তি সাধনভূতাদাত্মোপাসনাৎ ভক্তিরূপস্য ভগবদুপাসনস্য স্বসাধ্য নিষ্পাদনে শৈঘ্র্যাৎ সুখোপাদানত্বাচ্চ শ্রেষ্ঠত্বং ভগবদুপাসনোপায়শ্চ তদশক্তস্যাক্ষরনিষ্ঠতা তদপেক্ষিতাশ্চোচ্যন্তে। তাৎপর্য্য এই-আত্মপ্রাপ্তির জন্য আত্মোপাসনা অপেক্ষা ভক্তি দ্বারা ভগবানকে উপাসনা করিয়া তাঁহাকে শীঘ্র লাভ করা যায়। ইহাতে সুখ অত্যন্ত অধিক। ইহাতে যাহারা অশক্ত তাহাদের জন্য অক্ষর উপাসনা। অতএব অক্ষর উপাসনা নিকৃষ্ট। সাকার উপাসনা শ্রেষ্ঠ।

রা

আবার বলেন "অথ ভক্তিযোগস্বরূপমেতন্মৎ কর্ম্মাণি কর্ত্তুং ন শক্নোষি ততোঽক্ষর যোগমাত্ম-স্বভাবানুসন্ধানরূপং পরভক্তিজননং পূর্ব্ব-ষট্কোদিতমাশ্রিত্য তদুপায়তয়া সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং কুরু ইত্যাদি। ১২ অধ্যায় ১১ শ্লোকের টীকা।

কেহ বলেন দ্বাদশ অধ্যায়ে আমি অব্যক্ত উপাসনা অপেক্ষা যে ভগবৎ উপাসনা উত্তম তাহা দেখাইয়া ভগবানের উপাসনার উপায় এখানে দেখাইতেছি। অব্যক্তোপাসনাদ্ভগবদুপাসনস্যোত্তমত্বং প্রদর্শ্য তদুপায়ং দর্শয়ত্যস্মিন্নধ্যায়ে ইতি শ্রীমন্মাধ্বঃ। জ্ঞানী ইহার উত্তরে বলেন অর্জ্জুন ভক্তিযোগের অধিকারী সেই জন্য ভগবান্ ভক্তিযোগের সাধনা দেখাইলেন।

কেহ বলেন দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবাত্মার স্বরূপ বলা হইয়াছে। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ। জীবাত্মাকে যথাবৎ জানিয়া তিনি যাঁহার অংশ সেই অংশী শ্রীহরিকে ধ্যান করিবে। এই একপথ। দ্বিতীয় পথ তাঁহাকে শ্রবণ মননাদি দ্বারা ধ্যান করিয়া মযাসক্তমনা ইত্যাদি হইবে। ৭ম অধ্যায়ে এই দ্বিতীয় পথ বলা হইয়াছে। যোগ দ্বারা এবং জ্ঞানদ্বারাও তাঁহাকে ভক্তি করিবে। ষষ্ঠ-অধ্যায়ের শেষে যোগিগণের ভজন সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই ঐকান্তিকগণের যুক্ততমতা।

কত বিরোধের কথা উঠিয়াছে দেখ। আরও দেখ :—

"তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ" এই যোগবিত্তমার অর্থ কতরূপ।

শ

১। তেষামুভয়েষাং মধ্যে কে যোগবিত্তমাঃ অতিশয়েন যোগবিদ ইত্যর্থঃ।

আ

২। সর্ব্বে তাবদেতে যোগং সমাধিং বিন্দন্তীতি যোগবিদঃ। কে পুনরতিশয়েনৈষাং মধ্যে যোগবিদঃ। ইত্যাদি।

রা

৩। কে যোগবিত্তমাঃ কে স্বসাধ্যং প্রতি শীঘ্রগামিন ইত্যর্থঃ।

৪। যোগবিত্তমাঃ পরমাত্মবিত্তমাঃ।

৫। তেষাংমুভয়েষাং মধ্যে কেঽতিশয়েন যোগবিদোঽতিশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। ইত্যাদি।

অর্জ্জুন—বিরোধ শুনিয়া বিশেষ লাভ নাই। মীমাংসার কথা বল।

ভগবান্—তুমি কি বলিতে চাও যাঁহারা আমার বিশ্বরূপের উপাসনা করেন তাঁহারাও যেমন যোগবিৎ যাহারা আমার অব্যক্তের উপাসনা করেন তাঁহারাও সেইরূপ যোগবিৎ? তথাপি এই উভয় যোগবিদের মধ্যে যোগবিত্তম কে? প্রকৃত তত্ত্ব না জানায় এইরূপ প্রশ্ন করিতেছ। এরূপ প্রশ্ন ঠিক নহে।

যোগ অর্থে যুক্ত হওয়া। আত্মার সহিত দেহ বা চিত্ত বা প্রকৃতির যোগ যেমন অতিনিকট সেইরূপ বিশ্বরূপের উপাসক, আপনাকে বিশ্বরূপ ভাবনা করিয়া যখন আমাতে যুক্ত হয়েন সেই যোগই যে সর্ব্বোত্তম যোগ এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। সেই জন্য বিশ্বরূপের উপাসকগণ যোগবিত্তম। কিন্তু ভক্তগণ আমার দেহ বা প্রকৃতি স্বরূপ হইলেও জ্ঞানীগণ আমার আত্মা। জ্ঞানী যখন (৭।১৮ "জ্ঞানী ত্বাত্মৈব"। জ্ঞানী যখন আমার আত্মাই হইলেন তখন "জ্ঞানীযুক্ততম" "কি অযুক্ততম" এরূপ প্রশ্ন জ্ঞানী সম্বন্ধে প্রযুজ্য হয় না।

জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মতমিত্যুক্তত্বাৎ নহি ভগবৎ স্বরূপাণাং সতাং যুক্ততমত্বমযুক্ততমত্বং বা বাচ্যম্। ভক্ত আমার দেহ, আমার প্রকৃতি, আর জ্ঞানী আমার আত্মা—জ্ঞানী আমিই। ভক্ত অপরা প্রকৃতি হইয়া ভজনা করেন জ্ঞানী পরা প্রকৃতির স্বরূপ যে আমি আমাতে অবস্থান জন্য অখণ্ড চৈতন্যের অনুসন্ধান করেন।

অর্জ্জুন! তুমি প্রশ্ন করিলে জ্ঞানী ও ভক্তের মধ্যে যুক্তম কে? আমি দেখাইলাম উভয়ের তুলনায় কে অধিক যুক্ততম এরূপ প্রশ্ন ঠিক নহে। কারণ ভক্তই যুক্ততম আর "জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মতম্।" জীবাত্মাই যে পরমাত্মা ইহা স্থায়ীভাবে অনুভবই জ্ঞান। শ্রুতি বলেন অভেদ দর্শনং জ্ঞানং ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ॥ অভেদ দর্শন জন্য স্বরূপের যে অনুসন্ধান তাহাই জ্ঞানের সাধনা এই জন্য দ্বিতীয় শ্লোকে যে যুক্ততম, তাহার কথা বলিয়া ৩য় শ্লোকে অক্ষরের উপাসনার অধিকারী যে সকলে হইতে পারে না তাহাই বলিতেছি। এখন শ্রবণ কর।

অর্জ্জুন—আর একটু জিজ্ঞাস্য আছে। ধ্যান যখন করা হয়, অথবা বিচার যখন করা হয় আমার ভিতরে কে কার ধ্যান করে বা বিচার করে? কে কার উপাসনা করে?

ভগবান্—"আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" মনকে আত্মসংস্থ করাই কার্য্য। আত্মা পরম শান্ত, সুখময়, আনন্দময়, জ্ঞান স্বরূপ, নিত্য। মন পরম অশান্ত। মন অশান্ত হইলেও মনের দুই ভাগ আছে। একভাগ নিবৃত্তি ও একভাগ প্রবৃত্তি। মনের প্রবৃত্তিভাগ সদাই চঞ্চল। নিবৃত্তি ভাগ শান্ত। কিন্তু প্রবৃত্তি ভাগের সঙ্গে জড়িত বলিয়া নিবৃত্তি ভাগ পরম শান্ত পরম পুরুষের সহিত মিশ্রিত হইতে পারেনা। নিবৃত্তি প্রথমে প্রবৃত্তিকে বস্তু বিচার কি দেখাইয়া দেয়। দৃশ্যপ্রপঞ্চের মধ্যে যাহা দেখিবে, তাহাই ক্ষণিক ও ধ্বংসশীল। সমস্ত দৃশ্যবস্তু এই দুই দোষ যুক্ত। দোষদর্শনে বৈরাগ্য যখন উদয় হইবে তখন প্রবৃত্তি আর থাকিবেনা। তখন মনের প্রবৃত্তি অংশ নিবৃত্তি ভাগে মিশিয়া শান্ত হইয়া অবস্থান করিবে। ইহাতেও কিন্তু সব হইল না। কারণ ইহা খণ্ড প্রকৃতি মাত্র। খণ্ড-প্রকৃতি বা চিত্ত যখন অখণ্ড পরম শান্ত আনন্দময় জ্ঞানময়কে স্পর্শ করিবে তখন চিত্ত লবন-পুত্তলিকার সমুদ্র পরিমাণ করিতে যাওয়ার অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। ইহাই চিত্তক্ষয়। এই অবস্থা আয়ত্ত হইলে প্রকৃতি লইয়া আত্মার খেলা মাত্র থাকিতে পারে! এই অবস্থায় দৃশ্য-জগৎ চিত্রাঙ্কিত ব্যাঘ্রের ন্যায়। কার্য্য যাহা চলে তাহা ব্যবহার কৌতুকমাত্র। দ্রষ্টা আত্মা ব্যবহার কৌতুকে কখনও দেখিবেন তাঁহার সত্ত্বপ্রকৃতি বা বড়রাণী আনন্দ করিতেছেন। বড়রাণী পুজা জপ ধ্যান, আত্মবিচার, স্বাধ্যায় ইত্যাদি দ্বারা তাঁহার সহিত সর্ব্বদা থাকিবার কার্য্য করেন ইহাতে যে চৈতন্য অভিমান করেন তাঁহার অদূরে মোক্ষ-সাম্রাজ্য।

কখনও দেখেন মধ্যমা রাণী লোকতৃপ্তির জন্য বা অন্যের সন্তোষ জন্য সুন্দর লোক ব্যবহার করিতেছেন, লোককে আহার দেওয়া, বস্ত্র দেওয়া, গৃহের তাবৎ বস্তু সুন্দররূপে সাজাইয়া রাখা, জীবের মঙ্গল জন্য কাহাকেও আদর করা, ধৈর্য্য রাখিয়া কাহাকেও শাসন করা অর্থাৎ দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করা রূপ কার্য্য করেন। রজঃ প্রকৃতিতে অভিমানী যে জীব তাঁহাকে আবার মনুষ্য হইয়াই জন্মিতে হইবে।

তৃতীয়ারাণী আপনার সুখের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। পরের ক্লেশ হউক বা দুঃখ হউক তাহার দিকে দৃষ্টি নাই নিজের বস্ত্র অলঙ্কার, নিজের আহার নিদ্রা, নিজের মান সম্ভ্রম, এই লইয়াই তিনি ব্যস্ত। তমঃ প্রকৃতিতে অভিমানী জীব কৃমিকীটাদিতে পরিণত হইবে।

এই তিন প্রকৃতির কার্য্য আত্মা মহারাজ দর্শন করেন মাত্র। আবার যখন ইচ্ছা প্রকৃতি হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া আপন আনন্দস্বরূপে অবস্থান করেন। সাত্ত্বিক প্রকৃতির উপাসনাই ভক্তের সগুণ উপাসনা। সাত্ত্বিক প্রকৃতি উপহত খণ্ড-চৈতন্যের অখণ্ড-চৈতন্যে নিত্যঅবস্থানই নির্গুণ উপাসনা এই নিমিত্তই জ্ঞানীর অনুসন্ধান। বুঝিলে কে কার উপাসনা করে?

উপাসনা কিজন্য করিতে হয় জান? চিত্তকে একাগ্র বা শান্ত করিবার জন্য লোকে

জিজ্ঞাসা করে মনস্থির করিব কিরূপে? বাহিরের কোন চঞ্চল বস্তুকে স্থির করিতে হয় কিরূপে ভাব দেখি। বায়ুদ্বারা কোন বৃক্ষপত্র চঞ্চল হইতেছে; বায়ু সব সময়েই থাকিবে এখন চঞ্চলতা যায় কিরূপে? বৃক্ষপত্রের চারিদিকে যদি কোন আবরণ দেওয়া যায় তবে পত্রটি আর চঞ্চল হইবে না। মনও বিষয় বায়ুদ্বারা চঞ্চল। মনের চারিদিকে বৈরাগ্যের আবরণ দাও তবেই বিষয় হইতে মনকে শান্ত রাখা গেল। বিষয় হইতে মনকে সরাইয়া রাখিলেও মনের ভিতর বহু সংস্কার আছে। তাহারাও ইহাকে চঞ্চল করে। এই চঞ্চলতা দূর করিবার জন্য একদিকে মনকে আত্মার কথা শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করাও; অন্যদিকে শম, দম সাধনা করাও। মনকে সর্ব্বদা জপে নিযুক্ত রাখ, তজ্জন্য প্রাণায়াম করাও বা কুম্ভক করাও। মন্ত্রদ্বারা মনের ত্রাণ হয়। জপের বেড়া মনের চারিদিকে যদি দাও, ভ্রূমধ্যে প্রণব লিখিয়া তাহার চারিধারে গায়ত্রী মন্ত্র বা ইষ্টমন্ত্র যদি স্তরে স্তরে লিখিতে থাক—মনের চারিধারে স্তূপাকারে জপ রাখিতে রাখিতে মন আর চঞ্চল হইতে পারিবেনা। জপের রসে, বা বিচারের রসে বা প্রাণায়াম কুম্ভকের রসে যখন মন ডুবিয়া যাইবে অধিষ্ঠান চৈতন্যরূপ শিবের বক্ষে দণ্ডায়মান মনরূপী কালীর ভিতরে যখন শ্বাস প্রশ্বাস চলিতে থাকিবে তখন মন স্থির হইয়া যাইবে অথবা ত্রিকোণমণ্ডল পুরে পরম-শিবের বামে পরমশিবার অবস্থান দেখিতে দেখিতে মন স্থির হইয়া শান্তস্বরূপে অবস্থান করিবে। উপাসনা এইরূপ।

জ্ঞানী ও ভক্তের বিবাদ মীমাংসা সম্বন্ধে সংক্ষেপে উপসংহার করি।

নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক যাহারা তাঁহারা অন্য সমস্ত সম্পর্কশূন্য হওয়া, দৃশ্যদর্শন, স্থূল-দেহ, সূক্ষ্ম দেহ বা অনন্ত সংস্কার বিশিষ্টমন—এই সমস্ত মুছিয়া ফেলিয়া কেবল ভাবে, নিঃসঙ্গভাবে শুদ্ধ নির্ম্মল আত্মার স্বস্বরূপে অবস্থান করেন। ধ্যান যোগ ইহাদের সাধনা। স্ব স্বরূপে স্থিতিলাভ জন্য ইঁহাদেরও কার্য্য, নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ইহামূত্র ফলভোগ বিরাগ, শম দমাদি সাধন সম্পত্তি, মুমুক্ষুত্ব, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন গুরুমুখে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য বিচার শ্রবণাদি, পরে সোহহং ভাবে নিত্য অবস্থান। এই সাধকগণ সদ্যোমুক্তি লাভ করেন।

সগুণ ব্রহ্মের উপাসকগণ অহং ভাবকে প্রসারিত করিয়া বিশ্বরূপের উপাসনা করেন। প্রকৃতি হইতে পুরুষকে পৃথক জানিয়া ইঁহারা জ্ঞান-যোগ সাধনা করেন। ইঁহাদের মধ্যে অন্য শ্রেণীর কতকগুলি সাধক সাকার-মূর্ত্তির ধারণা ধ্যান এবং অহংগ্রহ উপাসনা দ্বারা সমাধি লাভ করেন। ইঁহাদের শেষ লাভ ক্রমমুক্তি। এখন যুক্ততম সম্বন্ধে বলিব।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ॥

শ

যে ত্বক্ষরোপাসকাঃ সম্যগ্‌দর্শিনোনিবৃত্তৈষণাস্তে তাবত্তিষ্ঠন্তু। তান্‌

শ

প্রতি যদ্বক্তব্যং তদুপরিষ্টাদ্বক্ষ্যামঃ যে ত্বিতরে-ময়ীতি। ময়ি বিশ্বরূপে

পরমেশ্বরে সগুণে ব্রহ্মণি মনঃ আবেশ্য সমাধায় অনন্যশরণতয়া নিরতিশয়প্রিয়তয়া চ প্রবেশ্য হিঙ্গুলরঙ্গইব জতু তন্ময়ং কৃত্বা যে মাং সর্ব্বযোগেশ্বরাণামধীশ্বরং সর্ব্বজ্ঞং বিমুক্তরাগাদিক্লেশতিমিরদৃষ্টিং সমস্তকল্যাণগুণনিলয়ং সাকারং নিত্যযুক্তাঃ সততযুক্তাঃ সততোদ্যুক্তাঃ নিত্যযোগং কাঙ্ক্ষমানাঃ পরয়া প্রকৃষ্টয়া শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ যুক্তাঃ সন্তঃ উপাসতে সদা চিন্তয়ন্তি তে ভক্তাঃ যুক্ততমাঃ যোগবিত্তমাঃ মে মম মতাঃ অভিপ্রেতাঃ। তে হি সদা মদাসক্তচিত্ততয়া মামেব বিষয়ান্তরবিমুখাশ্চিন্তয়ন্তোঽহোরাত্রাণ্যতিবাহয়ন্তি, অতস্ত এব যুক্ততমা মতা অভিমতাঃ। তত্র সর্ব্বজ্ঞোভগবানর্জ্জুনস্য সগুণবিদ্যায়ামেবাধিকারং পশ্যংস্তং প্রতি তাং বিধাস্যতি যথাধিকারং তরতম্যোপেতানি চ সাধনানি, অতঃ প্রথমং সাকারব্রহ্মবিদ্যাং প্রবোধয়িতুং স্তুবন্ প্রথমাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যুত্তরং ময়ি ভগবতি বাসুদেবে ইত্যাদি॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন—আমাতে মন নিবিষ্ট (একাগ্র) করিয়া পরমশ্রদ্ধা সহকারে নিত্যযুক্ত ভাবে যাঁহারা আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার মতে যুক্ততম ॥ ২ ॥

অর্জ্জুন—জ্ঞানী যুক্ততম কি অযুক্ততম, এই প্রশ্ন হওয়া উচিত নহে, কারণ জ্ঞানী তোমার আত্মা। জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্ (৭।১৮)। তোমার সাকার বিশ্বরূপের উপাসকই যে যুক্ততম

অবস্থা লাভ করেন তাহা বুঝিতেছি। ইহাতেই যখন আমার অধিকার, তখন এইখানে সাকার উপাসনার কথা আর একবার বল।

ভগবান্—অর্জ্জুন! তুমি আমার সখা, কিন্তু আমিই যে পরমপুরুষ, আমিই যে পরমাত্মা, আমিই যে ভগবান্, সংশয় শূন্যভাবে একথা বিশ্বাস করিতে তোমাকেও বেগ পাইতে হইয়াছে। আমি বিভূতি দেখাইলে তবে তুমি আমায় ভগবান্ বলিয়াছ।

অর্জ্জুন—ইহাতেও আমার সংশয় ছিল, সত্য। যখন যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি আমাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য উপদেশ করিতে আরম্ভ করিলে—যখন আত্মার স্বরূপ দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিতে লাগিলে, তখন তুমিই যে ভগবান, ইহা তুমি নিজেও বল নাই। তুমি অসুর বকাসুর কংশ জরাসন্ধ প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়াছ, তোমার বল অসীম, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তুমি আমার সখা, তুমি বলবানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহাই জানিতাম। যখন জ্ঞানের উপদেশ দিতে লাগিলে তখন বুঝিলাম তুমি শুধু বলবান্ নও, তুমি পণ্ডিত, তুমি জ্ঞানী। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তুমি জীবন্মুক্তের কথা পর্য্যন্ত বলিয়াছ। আমি কিন্তু তখনও তোমাকে জীবন্মুক্ত বলিয়াও জানিতে পারি নাই। তৃতীয় অধ্যায়ে যখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম জ্ঞানই যদি শ্রেষ্ঠ, তবে আমাকে কর্ম্ম করিতে বল কেন, তুমি তখন কর্ম্মের দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্য বা জ্ঞান কিরূপে আইসে তাহাই বুঝাইলে। ৩।২২ শ্লোকে প্রথম তুমি বলিলে "ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং" ইত্যাদি তারপর ৩।৩০ শ্লোকে বলিলে ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য ইত্যাদি—ইহাতেও আমার সংশয় গেলনা। আমি বুঝি নাই—তুমিই ভগবান কিনা। সেই জন্য চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমেই প্রশ্ন করিয়াছিলাম তুমি সূর্য্যকে যোগ উপদেশ করিলে কিরূপে? তুমি স্পষ্ট করিয়া বলিলে (৪।৫ শ্লোকে) আমাদের বহু জন্ম হইয়া গিয়াছে—সে সমস্ত জন্মের কথা তোমার মনে নাই—কিন্তু "তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি"। আমার মনে হইতে লাগিল তুমি বুঝি যোগীশ্বর। তুমি আমার অন্তরের সন্দেহ বুঝিয়া স্পষ্ট করিয়া ৪।৬, ৭, ৮ ইত্যাদি শ্লোকে বলিতে লাগিলে তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই পরমাত্মা, তুমিই ঈশ্বর, তুমিই ভগবান। তুমিই সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয় কর্ত্তা, তুমিই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। আমি তোমার উপদেশে মুগ্ধ হইতে লাগিলাম কিন্তু তখনও ঠিক অনুভব করিতে পারিলাম না তুমই ভগবান্ কিনা। তোমার কথা শুনিয়াও যেন শুনিলাম না। তুমি আপনাকে ভগবান্ প্রতিপন্ন করিলেও আমি তোমাকে ঈশ্বর বলিতে পারি নাই। পরে ৭ম হইতে ১০ম অধ্যায় পর্য্যন্ত যখন তোমার বিভূতির কথা তুমি বলিতেছিলে, তখন আমি কিরূপ ভাব চক্ষে যেন তোমাকে দেখিতে লাগিলাম। আমার ঠিক মনে হইল তুমিই ভগবান। ১০ম অধ্যায়ের ১২ শ্লোক হইতে আমি আমার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিলাম। বলিতে লাগিলাম।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥

আমি কতরূপে যেন তোমাকে ভাবিতে চাই। বলিতে লাগিলাম ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদাদি সকলে তোমাকেই পুরুষোত্তম আদিদেব পরব্রহ্ম বলেন। আবার তুমি নিজেও বলিতেছ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে (১০।১৩) আমার সংশয় দূর হইতে লাগিল, আমি কাতর হইয়া বলিতে লাগিলাম—

"ভূতভাবন! ভূতেশ। দেবদেব! জগৎপতে!" ইত্যাদি। আমি আবার তোমার বিভূতির কথা শুনিতে চাহিলাম। দশমে এত সমস্ত বিভূতির কথা শুনিয়া স্বভাবতঃ আমার দেখিতে ইচ্ছা হইল। তখন আর আমার সন্দেহ নাই। আমি প্রথম হইতেই তোমার নিতান্ত স্বীকার করিয়াছিলাম। এখন আরও কাতর হইলাম। বলিলাম যদি তুমি আমায় উপযুক্ত মনে কর তবে একবার তোমার রূপ দেখাও—দেখিতে আমার নিতান্ত বাসনা। দেখিতে সাধ কেন যায় ইহার ভিতরেও সংশয় থাকে কি না—ইহাতেও তোমার মায়ার খেলা থাকে কি না তুমিই জান। বিশ্বরূপ দেখাইলে আমি স্বচক্ষে দেখিলাম। তখন বুঝিলাম হায়! কত অপরাধই করিয়াছি "সখেতিমত্বা" ইত্যাদি বলিতে লাগিলাম। কত ক্ষমা চাহিলাম। এখন বল বিশ্বরূপের উপাসনা কিরূপে করিতে হইবে।

ভগবান্—বিশ্বরূপকে পাওয়া—বিশ্বরূপের উপাসনা—ইহা কি ভাল করিয়া ধারণা কর।

শাস্ত্র বলেন "ব্রহ্মকে অপ্রপঞ্চ ও সপ্রপঞ্চ দুইই বলা যায়।" প্রপঞ্চ নাই—দৃশ্য প্রপঞ্চ মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে, কেবল ব্রহ্ম-সত্তা মাত্র আছেন, যে সাধক সকল কামনা ত্যাগ করিয়া, দৃশ্য দর্শন মিথ্যা জানিয়া, মন হইতে ইহা মুছিয়া ফেলিয়া, ব্রহ্ম সত্তায় নিজসত্তা মিশাইয়া পরমানন্দে স্থিতিলাভ করেন তিনিই নির্গুণ উপাসক। চতুষ্পাদ আত্মার ত্রিপাদ অংশ নির্গুণ কেবল একপাদমাত্র সপ্রপঞ্চ। দেহে আত্মবোধ থাকা পর্য্যন্ত নির্গুণ উপাসনা অতিশয় ক্লেশকর কারণ উপাসককে সমস্ত কামনা ত্যাগ করিতে হয়। কামনার বা কামের দুর্গ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। "ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠান মুচ্যতে" ৩।৪০ কামের এই তিন দুর্গ জয় করিতে অত্যন্ত পরিশ্রম আছে। ইহা জয় কারয়া যিনি ধারণা করিতে পারিবেন আকাশে বস্তুতঃ রূপ না থাকিলেও যেমন ইহাতে নীলিমা ভ্রম হয়, সেইরূপ জগতের বাস্তবিক সত্তা না থাকিলেও, ব্রহ্মেই জগৎ ভ্রম হইতেছিল কিন্তু কামনা ত্যাগ করায়, ভোগবাসনা ত্যাগ করায়, বিচারোজ্জ্বলা বুদ্ধি ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই লক্ষ্য করিতেছেনা, ভ্রান্ত জগৎ আর মনে আসিতেছেনা—ভ্রান্তজগৎ আর মনে আসেনা এইরূপ বিস্মরণ হইয়া গিয়াছে মনে, আসিলেও ইহা মিথ্যা বোধ হইয়া গিয়াছে যখন এইরূপ সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছে তখনই অপ্রপঞ্চ ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি লাভ হইল।

যিনি ব্রহ্মকে অপ্রপঞ্চ রূপে ধারণা করিতে পারেন না তাঁহার জন্য এই নির্গুণ ব্রহ্মই স-প্রপঞ্চ। সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মই বিশ্বরূপ; ইহাই জগৎ জড়িত ঈশ্বর।

দৃশ্য প্রপঞ্চকে সাক্ষী চৈতন্যরূপে অনুভব করাই বিশ্বরূপের উপাসনা। যাহা কিছু নিজের ভিতরে ঘটিতেছে নিজের চৈতন্যই তাহার সাক্ষী—ইহা সকলেই নিজের মধ্যে অনুভব করিতে পারে। দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ভিতরে বাহিরে সমস্তই অনুভব করেন বলিয়া ইঁহাকেই মানুষ প্রথমে সাক্ষী চৈতন্য বলিয়া অনুভব করিয়া থাকে।

যে উপাসনা দ্বারা দৃশ্যপ্রপঞ্চকে সাক্ষী চৈতন্যরূপে অনুভব হয় তাহাই বিশ্বরূপের উপাসনা। নিজহৃদয়ে অনুভূত সাক্ষী চৈতন্য এবং প্রপঞ্চরূপে অবস্থিত সাক্ষি চৈতন্য—প্রথমে এই আত্মা ও ঈশ্বরের ভেদভাব অবলম্বন করিয়া বিশ্বরূপে ঈশ্বরে চিত্তসমাধানরূপ যোগের কথা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে হইতে ১০ম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। "অত্র চাত্মেশ্বর ভেদমাশ্রিত্য বিশ্বরূপ

ঈশ্বরে চেতঃসমাধান লক্ষণো যোগ উক্ত ইতি" প্রথমে আত্মার জন্ম নাই মৃত্যু নাই তাঁহাকে অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু শুষ্ককরিতে পারে না ইত্যাদি শুনিয়া পরে এই সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বান্তর্যামী, সহস্রশীর্ষ, সহস্রচরণ সহস্রহস্ত, সহস্রবদন বিরাট পুরুষের বিভূতির কথা শ্রবণ করিতে হয়।

সর্ব্বযোগৈশ্বর্য্যসর্ব্বজ্ঞানশক্তিমৎসর্ব্বোপাস্যেশ্বরস্য তব চোপাসনং দ্বিতীয়প্রভৃতিষ্বধ্যায়েষু বিভূত্যন্তেষু উক্তং; বিশ্বরূপাধ্যায়েতু ঐশ্বরমাদ্যং সমস্তজগদাত্মকং বিশ্বরূপং ত্বদীয়ং দর্শিতমুপাসনার্থমেব ত্বয়া ইত্যাদি। উপাসনায় সুবিধারজন্য প্রথমে সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও বিভূতির কথা বলিয়া বিশ্বরূপাধ্যায়ে বিশ্বরূপ দেখান হইয়াছে। পিতামহ ভীষ্ম এই বিশ্বরূপের উপাসক। তাঁহার উপাসনার কথা তুমি তাঁহার দেহত্যাগকালে শুনিতে পাইবে। আমি পূর্ব্বেই বিশ্বরূপের উপাসনা তোমাকে বুঝাইবার জন্য তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

হে সর্ব্বান্তর্যামী সাক্ষীচৈতন্য। হে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বদ্রষ্টা পরমপুরুষ। হে পুরুষোত্তম। আমি তোমার আরাধনা করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও। তুমি সর্ব্বদোষহীন, তুমি পরমহংস ও ঈশ্বর। এক্ষণে আমি তনুত্যাগ করিয়া যেন তোমায় প্রাপ্ত হই। তুমি অনাদি অনন্ত পরব্রহ্ম-স্বরূপ। ভগবান্ ধাতা ব্যতীত তোমার তত্ত্ব কেহ অবগত নহেন।

কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বিশিষ্ট এই সমস্ত বিশ্ব ও ভূতগণ তোমাতেই অবস্থিত। লোকে তোমাকে সহস্রশির, সহস্রবদন, সহস্রচক্ষু, সহস্রচরণ, সহস্রবাহু, সহস্রমুকুট নারায়ণ বলে। তুমি একমাত্র বুদ্ধিতেই অভিব্যক্ত। তোমার প্রীতিজন্য নিত্য তপোনুষ্ঠান করিলে কদাচ উহা নিষ্ফল হয় না।

মনুষ্য হৃদয়াকাশে। সাক্ষীচৈতন্যকে লক্ষ্য করিয়া তাহার সহিত অভেদ জ্ঞানে। তোমাকে নিরীক্ষণ করিলে মোক্ষলাভের অধিকারী হয়। আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি পরমারাধ্য, আমি তোমার উপাসনা করি তুমি এক হইয়াও বহু। তুমি সর্ব্ব অভিলাষ-সম্পাদক।

নীর মধ্যে হংস সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ যেমন বিহার করে, সেইরূপ তোমাতে সমস্ত জীব বিহার করিতেছে। তুমিই দুঃখনাশের উৎকৃষ্ট মহৌষধ।

মহর্ষিগণ যে দেহস্থিত অব্যক্তপুরুষকে অনুসন্ধান করেন, সেই তুমি, তোমারে নমস্কার। তোমার কেশ-পাশে জলদজাল, অঙ্গসন্ধিতে নদী, জঠর মধ্যে চারি সমুদ্র, তুমি জল স্বরূপ, তোমারে নমস্কার।

অগ্নি তোমার আস্য দেশ, স্বর্গ মস্তক, আকাশ-মণ্ডল নাভি, ভূমণ্ডল চরণ দ্বয়, সূর্য্যমণ্ডল চক্ষু, দিগ্মণ্ডল কর্ণ, সর্ব্বলোক স্বরূপ তুমি, তোমাকে নমস্কার।

বায়ুর্ভূত্বা বিক্ষিপতে চ বিশ্বমগ্নির্ভূত্বা দহতে বিশ্বরূপঃ।
আপোভূত্বা মজ্জয়তে চ সর্ব্বং ব্রহ্মাভূত্বাসৃজতে বিশ্বসংঘান্॥
জ্যোতির্ভূতঃ পরমোঽসৌপুরস্তাৎ প্রকাশতে যৎ প্রভয়া বিশ্বরূপঃ।
অপঃ সৃষ্ট্বা সর্ব্বভূতাত্মযোনিঃ পুরাকরোৎ সর্ব্বমেবাথ বিশ্বম্॥

ঋতূনুৎপাতান্ বিবিধাশ্চ ভূতানি মেঘান্ বিদ্যুৎ সর্ব্বমৈরাবতঞ্চ ।
সর্ব্বং কৃৎস্নং স্থাবরং জঙ্গমং চ বিশ্বাত্মানং বিষ্ণুমেনং প্রতীহি ॥

হে প্রভু! সর্ব্বসাক্ষিন্! চৈতন্যরূপিন্! তুমি ব্রহ্মস্বরূপ, তুমি রুদ্রস্বরূপ, তুমি উগ্রস্বরূপ, তুমি শান্তস্বরূপ, তুমি সর্ব্বস্বরূপ; তুমিই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা।

আমি ভূতাদি কালত্রয়ে তোমার অবস্থিতি অবলোকনে সমর্থ নহি, কেবল তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা তোমার সনাতন মূর্ত্তি অবলোকন করিতেছি।

তোমার মস্তকদ্বারা স্বর্গ ও পদযুগলদ্বারা মর্ত্ত্য ব্যাপ্ত। বিশ্বসংসার নারায়ণাত্মক। হে নারায়ণ! তুমি সর্ব্বদা সকল বস্তুতে বিরাজমান রহিয়াছ।

এই ভাবে প্রত্যহ বিশ্বরূপের উপাসনা করিতে করিতে দৃশ্যপ্রপঞ্চ সাক্ষী চৈতন্যরূপে অনুভূত হইবে।

শ্রুতি বহুভাবে এই বিশ্বরূপের কথা বলিয়াছেন। আবার সেই অক্ষর পুরুষই যে বিশ্বরূপ তাহাও শ্রুতি দেখাইয়াছেন। গীতা যেমন ৮।২১ শ্লোকে নির্গুণ ব্রহ্মকে বলিতেছেন অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্ মুণ্ডকশ্রুতিও সেইরূপ বলিতেছেন—

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্ ।
নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥

তিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র (অনাদি) অবর্ণ এবং অচক্ষুঃ ও অশ্রোত্র। তিনি হস্তপাদশূন্য, নিত্য, বিভু, সর্ব্বব্যাপী এবং অতিসূক্ষ্ম। এই অব্যয় এবং সর্ব্বভূতের কারণকে ধীমানগণ সর্ব্বতঃ দর্শন করেন।

তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ ।
তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥

ইহা সত্য—যেরূপ সুদীপ্ত পাবক হইতে সেই পাবকেরই স্বরূপ বিস্ফুলিঙ্গ সমূহ সহস্রশঃ নির্গত হয়, হে সৌম্য! সেইরূপ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয় এবং তাহাতেই পুনরায় বিলীন হয়।

তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলেন—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ।
যেন জাতানি জীবন্তি । যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি । তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব । তদ্ ব্রহ্মেতি ।

যাহা হইতে (যে অক্ষর ব্রহ্ম হইতে) এই সমস্ত জীব জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে; হইয়া যাঁহা দ্বারা জীবিত রহিয়াছে, এবং লয়কালে যে ব্রহ্মে গিয়া বিলীন হইবে—তাহাকে জানিতে চেষ্টা কর; তিনিই ব্রহ্ম।

ঐতরেয় শ্রুতি অক্ষর ব্রহ্মই যে বিশ্বরূপ তাহা দেখাইতেছেন :—

এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্ব্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চ-মহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপোজ্যোতীংষি তে তানীমানি চ ক্ষুদ্র মিশ্রাণীব। বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎ কিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং পতত্রি চ

যচ্চ স্থাবরম্। সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম॥

এই ব্রহ্মা, এই ইন্দ্র, এই প্রজাপতি, এই সমস্ত দেবতা; এই পঞ্চভূত—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, জ্যোতিঃ সমূহ এবং উহাদের সূক্ষ্মাংশ সকল, জীব ও ইতর প্রাণী সমূহ, পক্ষী আদি অণ্ডজ, মনুষ্য আদি জরায়ুজ, যূক আদি স্বেদজ, বৃক্ষ আদি উদ্ভিজ্জ; অশ্ব, গো, পুরুষ, হস্তী প্রভৃতি যে কোন প্রাণী চলিয়া যায় বা উড়িয়া যায় বা স্থাবর, প্রজ্ঞানই এই সমস্তের নেতা; প্রজ্ঞানেই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত। প্রজ্ঞানই বিশ্ব জগতের নেতা, এবং প্রজ্ঞানেই বিশ্বজগৎ অবস্থিত। অতএব কি বহিরিন্দ্রিয়ে, কি অন্তরিন্দ্রিয়ে, কি তত্তদ্বৃত্তি সমূহে, কি সমস্ত পদার্থে সর্ব্বত্র সমভাবে দেদীপ্যমান, সর্ব্বোপাধি বিনির্মুক্ত প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।

অক্ষর ব্রহ্মই যে বিশ্বরূপ তদ্বিষয়ে শ্রুতি সর্ব্বস্থানেই বলিতেছেন। তথাপি যাহারা অক্ষর ব্রহ্ম মানিতে পারেনা তাহারা দুর্ভাগা, সন্দেহ নাই। যে চৈতন্য পুরুষকে মানুষ নিজের মধ্যে অনুভব করে সেই চৈতন্য পুরুষই বিশ্ব প্রপঞ্চরূপে এবং অপ্রপঞ্চরূপে বিরাজমান। নিজের মধ্যে যে পুরুষ আছেন প্রকৃতি হইতে তিনি পৃথক জান, জানিলেই জীবের নির্গুণ স্বরূপটি বুঝিতে পারিবে। পরে বিশ্বরূপ উপাসনা।

ছান্দোগ্যশ্রুতি বলেন:—

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।

এই জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম। বিশ্বজগতই ব্রহ্ম। তজ্জ—ইহা ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, তল—ব্রহ্মেই বিলীন হইবে; তদন—তাহাতেই অবস্থিত রহিয়াছে। সংযত হইয়া তাহার উপাসনা করিবে।

বৃহদারণ্যক শ্রুতি হইতে বিশ্বরূপের কথা বলিয়া শেষ করিতেছি শ্রবণ কর:—

স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ম্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময় স্তেজোময়োঽতেজোময়ঃ কামময়োঽকামময়ঃ ক্রোধময়োঽক্রোধময়ো ধর্ম্মময়োঽধর্ম্মময়ঃ সর্ব্বময়ঃ ইত্যাদি।

এখন বুঝিতেছ বিশ্বরূপের যিনি উপাসক তাঁহাকে সর্ব্বদা সাক্ষীচৈতন্যকে দেখিতে হইবে। ভিতরে সাক্ষীচৈতন্য অনুভব করিয়া বাহিরে দৃশ্যপ্রপঞ্চকেও সাক্ষীচৈতন্যরূপে যিনি অনুভব করেন; তুমি যেমন আকাশকে দেখ আকাশও সেইরূপ তোমাকে দেখিতেছে ইহা অনুভবে আসিলে ব্রহ্মই যে বিশ্বরূপে দাঁড়াইয়া আছেন, তাহা অনুভবে আসিবে।

বিশ্বরূপের উপাসককে যে সাধনা করিতে হয় তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি—আবার অতি সংক্ষেপে বলি শ্রবণ কর। মরিতে হইবে বলিলেই যে মানুষে ভীত হয়—ইহা প্রধান অজ্ঞান। কারণ মানুষ জড় দেহ নয়, মানুষ আত্মা। আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই; আত্মা দগ্ধও হননা, আত্মা শুষ্কও হননা, আত্মার কোন দুঃখও নাই, কোন অজ্ঞানও নাই। আত্মা আনন্দ স্বরূপ আত্মাকে মানুষ নিজের মধ্যে সাক্ষীচৈতন্যরূপে অনুভব করে। সকলেই ইহা পারে। যিনি ভিতরে সাক্ষীচৈতন্য তিনিই সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্ব-অনুস্যূত, অধিষ্ঠান চৈতন্য। এই অনন্ত জগৎ

সেই চেতন পুরুষের বিভূতি; সেই পুরুষ চন্দ্র-সূর্য্যের গতি দিয়াছেন; সেই পুরুষের প্রশাসনে জগৎ চলিতেছে। ৯ম ও ১০ম অধ্যায়ে যে বিভূতির কথা বলিয়াছি এবং "সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং"

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃসাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃস্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥

ইত্যাদিতে যে ঐশ্বর্য্যের কথা বলিয়াছি তাহা ঐ বিশ্বরূপী আত্মারই বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য। সর্ব্বদা সর্ব্ববস্তুতে ঐ পরমপুরুষকে স্মরণ করিতে করিতে ক্রমে দৃশ্য প্রপঞ্চ সাক্ষীচৈতন্যরূপে অনুভূত হইবেন।

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চময়ি পশ্যতি" বিশ্বরূপের উপাসক ঐরূপ হইবেন। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি- ইহাই বিশ্বরূপ উপাসনার শেষ ফল।, সাধক বিশ্বরূপ পুরুষের অঙ্গেই—অবয়বরূপে একত্র অবস্থিত স্থাবর জঙ্গম আদিত্য, বসু, রুদ্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎ—নানাভাগে বিভক্ত সমগ্রজগন্মণ্ডল দেখিয়া, সেই বিরাট পুরুষের সহিত কথা কহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া থাকিবেন। একাদশ অধ্যায়ে এই বিশ্বরূপের দর্শনের কথা তোমায় বলিয়াছি। এখন অব্যক্ত উপাসনার কথা আবার বলি, শ্রবণ কর।

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥ ৩॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ৪॥

শ

কিমিতরে যুক্ততমা ন ভবন্তি? ন। কিন্তু তান্ প্রতি যদ্বক্তব্যন্তৎ

শ ' না আ ম

শৃণু। যে তু উপাসকাঃ পূর্ব্বেভ্যঃ ফলতো বৈলক্ষণ্য-দ্যোতনায় তু

ম শ ম না শ

শব্দঃ। সর্ব্বত্র সর্ব্বস্মিন কালে বিষয়ে সর্ব্বেষামাত্মসু সমবুদ্ধয়ঃ সমা

শ ম

তুল্যা বুদ্ধি—র্যেষামিষ্টানিষ্টপ্রাপ্তৌ তে যদ্বা সর্ব্বত্র বিষয়ে সমা তুল্যা

ম

হর্ষবিষাদাভ্যাং রাগদ্বেষাভ্যাং চ রহিতা মতি র্যেষাং সম্যগ্জ্ঞানেন

ম

তৎ কারণস্যাজ্ঞানস্যাপনীতত্বাদ্বিষয়েষু দোষদর্শনাভ্যাসেন স্পৃহায়া

ম

নিবস নাচ্চতে সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ এতেন বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যমুক্তং অত এব

ম

সর্ব্বত্রাত্মদৃষ্ট্যা হিংসাকারণদ্বেষরহিতত্বাৎ সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ সন্তঃ

শা

সর্ব্বেষাং ভূতানাং হিতে অনিষ্ট-নিবৃত্তিপূর্ব্বকেষ্ট প্রাপ্তিরূপে রতাঃ

শা ম

আসক্তাশ্চ সন্তঃ যদ্বা অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো মত্তঃ স্বাহেতি মন্ত্রেণ

ম

দত্তসর্ব্বভূতাভয় দক্ষিণাঃ কৃতসংন্যাসা ইতি যাবৎ “অভয়ং সর্ব্ব-

ম

ভূতেভ্যো দত্ত্বা সংন্যাসমাচরেদিতি” স্মৃতিঃ এবম্ভূতা সন্তঃ ইন্দ্রিয়গ্রামং

শা শা শা ম

ইন্দ্রিয়সমুদায়ং সংনিয়ম্য সম্যক্ নিয়ম্য সংহৃত্য স্ববিষয়েভ্য উপসং-

ম ঽ ঽ ম

হৃত্যেতিযাবৎ অনির্দ্দেশ্যম্ ঈদৃশং তদিতি নির্দ্দেষ্টুমশক্যং যতঃ অব্যক্তং

ঽ ঽ শা ঽ

প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণেনাপ্রতীয়মানং সর্ব্বত্রগং ব্যোমবৎ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব-

ম শা

কারণং অচিন্ত্যং, অব্যক্তত্বাদচিন্ত্যং যদ্ধি করণগোচরং তন্মনসাপি চিন্ত্যং

শা

তদ্বিপরীতত্বাদচিন্ত্যং “যতো বাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহেতি”

শ্রী শা শা

শ্রুতেঃ অচলং স্পন্দনরহিতং যস্মাদচলং তস্মাৎ ধ্রুবং নিত্যং কূটস্থং

ম ম শ্রী

যন্মিথ্যাভূতং সত্যতয়া প্রতীয়তে তৎ কূটম্ তস্মিন্ কূটে মায়াপ্রপঞ্চে-

শ্রী শা

ঽধিষ্ঠানত্বেনাবস্থিতং যদ্বা দৃশ্যমানগুণকমন্তর্দ্দোষং বস্তু কূটম্ কূটরূপং

শ
কূটসাক্ষ্যমিত্যাদৌ কূটশব্দঃ প্রসিদ্ধো লোকে। তথা চাবিদ্যাদ্যনেক-
শ
সংসারবীজমন্তর্দোষবন্মায়াব্যাকৃতাদিশব্দবাচ্যতয়া "মায়ান্তু প্রকৃতিং
শ
বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং" "মম মায়া দুরত্যয়েত্যা"দৌ প্রসিদ্ধং যৎ তৎ
শ শ
কূটম্ তস্মিন্ কূটে স্থিতং তদধ্যক্ষতয়া। অথবা রাশিরিব স্থিতং
ম ম নী
কূটস্থম্। অক্ষরং নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম, বাচক্নবীব্রাহ্মণে প্রসিদ্ধং এতদ্বৈত-
নী
দক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমিত্যাদি শ্রুত্যা
নী ম
সর্ব্বধর্ম্মশূন্যং নিরূপিতং এতাদৃশং শুদ্ধং ব্রহ্ম মাং যে পর্য্যুপাসতে
শ শ
পরি সমন্তাদুপাসতে। উপাসনং নাম যথাশাস্ত্রমুপাস্যস্যার্থস্য বিষয়ী-
শ শ
করণেন সামীপ্যমুপগম্য তৈলধারাবৎ সমানপ্রত্যয়প্রবাহেণ দীর্ঘকালং
ম আ
যদাসনং তদুপাসনমাচক্ষতে। [নিরুপাধিকেঽক্ষরে কথমুপাসনেতি
আ আ
পৃচ্ছতি উপাসনমিতি। শাস্ত্রতোঽক্ষরম্ আত্মা তমুপেত্যাত্মত্বেনোপ-
গম্যোপাসতে, তথৈব তিষ্ঠন্তি পূর্ণচিদেকতানমক্ষরমাত্মানমেব সদা
আ ম
ভাবয়ন্তীত্যেতদিহ বিবক্ষিতম্ | যদ্বা শ্রবণেন প্রমাণগতামসম্ভাবনামপোহ্য
ম
মননেন চ প্রমেয়গতামনন্তরং বিপরীতভাবনানিবৃত্তয়ে ধ্যায়ন্তি,

বিজাতীয়প্রত্যয়তিরস্কারেণ তৈলধারাবদবিচ্ছিন্ন সমানপ্রত্যয়প্রবাহেণ
ম
নিদিধ্যাসনসংজ্ঞকেন ধ্যানেন বিষয়ীকুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ কথং পুনর্বিষয়েন্দ্রিয়-
ম ম
সংযোগে সতি বিজাতীয়প্রত্যয়তিরস্কারঃ অত আহ সন্নিয়ম্য
ম ম শ
ইত্যাদি। এবম্বিধাঃ সর্ব্বসাধনসম্পন্নাঃ সন্তঃ তে মামেব অক্ষরং
ম
ব্রহ্মৈব প্রাপ্নুবন্তি পূর্ব্বমপি মদ্রূপা এব সন্তোঽবিদ্যানিবৃত্ত্যা
মদ্রূপা এব তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ, "ব্রহ্মৈব ভবতীত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ ইহাপি চ
ম শ
"জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মতমিত্যুক্তং" ভাষ্যেতু জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে
শ
মতমিত্যুক্তত্বাৎ ন হি ভগবৎ স্বরূপাণাং সতাং যুক্ততমত্বমযুক্ততমত্বং
শ
বা বাচ্যং" তে প্রাপ্নুবন্তি মামেবেত্যক্ষরোপাসকানাং কৈবল্যপ্রাপ্তৌ
স্বাতন্ত্র্যমুক্তং তবেষাং পারতন্ত্র্যমীশ্বরাধীনতাং, দর্শিতবাংস্তেষামহং-
শ
সমুদ্ধর্ত্তেতি সপ্তম শ্লোকে ॥ ৩।৪ ॥

কিন্তু সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিযুক্ত যে সমস্ত ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয়বিমুখ করিয়া, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব, অক্ষরকে উপাসনা করেন, সর্ব্ব প্রাণীর হিতপরায়ণ সে সমস্ত ব্যক্তিও আমাকেই প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩।৪ ॥

অর্জ্জুন—এই দুই শ্লোকে নিগুর্ণ উপাসকের উপাস্যটী কোন্ বস্তু এবং কি প্রকারে নিগুর্ণ উপাসনা করিতে হয় তাহার কথা বলিবে? ইহার আভাস পূর্ব্বে দিয়াছ। এখন কি বিশেষ ভাবে তাহা বলিবে?

ভগবান্—হাঁ।

অর্জ্জুন—নিগুর্ণ উপাসকের উপাস্য যিনি, তিনিই ত অক্ষর পুরুষ, অব্যক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম।

ভগবান্—নিগুর্ণ উপাসকের উপাস্যবস্তুর আটটি বিশেষণ দিয়াছি।

(১) তিনি অক্ষর—যন্নক্ষীয়তে ক্ষরতীতি চাক্ষরং—যাঁহার ক্ষয় নাই এবং ক্ষরণ নাই সেই পরমাত্মাই, অক্ষর, নিরুপাধি ব্রহ্ম। শ্রুতি বলেন "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি! "ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্য-স্থূলমনণু হ্রস্বমদীর্ঘম্" ইত্যাদি।

জগৎ ওতপ্রোতভাবে যে আকাশ দ্বারা ব্যাপ্ত, সেই আকাশকেও যিনি ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া আছেন হে গার্গি! তিনিই এই অক্ষর। ব্রহ্মজ্ঞেরা বলেন তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্মও নহেন; হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন, অগ্নিবৎ লোহিত বর্ণও নহেন, জলবৎ দ্রব পদার্থও নহেন…ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন। তিনি কিছুমাত্র ভোজনও করেন না, কাহা কর্তৃক ভুক্তও হয়েন না। এই অক্ষর পুরুষের শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে পৃথিবী ও দ্যুলোকে কাহারও সামর্থ্য নাই। তাই শ্রুতি বলেন ঃ—

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত
এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! দ্যাবা পৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত
এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা
মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তো
এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ
পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং যাঞ্চদিশমন্বে
এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং
দেবা দর্ব্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ ॥ ৯ ॥

এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনেই অরে গার্গি! চন্দ্রসূর্য্য যথাস্থানে বিধৃত হইয়া রহিয়াছেন।

এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনেই অরে গার্গি! এই দ্যুলোক হইতে ভূলোক পর্য্যন্ত সৌরজগৎ নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত রহিয়াছে।

এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনেই অরে গার্গি! নিমেষ ও মুহূর্ত্ত, দিবা ও রাত্রি অর্দ্ধমাস ও মাস, ঋতু ও বৎসর সমূহ, নিজ নিজ কালে পরিক্রমণ করিতেছে।

এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনেই অরে গার্গি! শ্বেতপর্ব্বত সমূহ হইতে পূর্ব্বদেশীয় নদীসকল পূর্ব্বদেশে বহিতেছে, পশ্চিম দেশীয় নদীসকল পশ্চিমেই বহিতেছে।

এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনেই অরে গার্গি! বদান্যগণকে মনুষ্যগণ প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং দেবগণ যজমানের অনুগত হয়েন, পিতৃগণও দর্ব্বীহোমের অনুগত হয়েন।

অর্জ্জুন—এই অক্ষরই কি পুরুষোত্তম?

ভগবান্—ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ অপেক্ষাও পরমাত্মা, উত্তম পুরুষ বলিয়া উদাহৃত—ইহা পঞ্চদশে বলিব। ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥ উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥ পঞ্চদশে ইহা বিশেষ করিয়া বলিব। নির্গুণ ব্রহ্ম দ্বিবিধ। পরমাত্মা ও কূটস্থ। এইজন্য কূটস্থকেও আবার অক্ষর বলা হয়। ফলে সগুণ অবস্থা মায়ার অধ্যাসমাত্র। ব্রহ্ম সর্ব্বদাই নির্গুণ। ক্ষর অক্ষর ও পরমাত্মা এতৎ সম্বন্ধে এখানে এই মাত্র জানিয়া রাখ—যে অবিদ্যার বহুমূর্ত্তিতে অবস্থিত যে চৈতন্য তিনিই ক্ষরজীব, মায়ার একমূর্ত্তিতে অবস্থিত যে চৈতন্য তিনি অক্ষর ঈশ্বর এবং মায়াতীত

যিনি তিনি পরব্রহ্ম। অন্তর্যামী, ক্ষেত্রজ্ঞ, অক্ষর ইত্যাদি সমস্তই সেই আত্মা। ইঁহাদের যে ভেদ কল্পনা করা হয়, তাহা উপাধিকৃত। নচেৎ স্বভাবতঃ ইঁহাদের কোন ভেদই নাই। কেবল সৈন্ধব খণ্ডের ন্যায় বাহিরে ভিতরে সর্ব্বত্রই একমাত্র পরিপূর্ণ আনন্দরস। ইহাই অক্ষরের স্বাভাবিকত্ব। এই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন যে, এই অক্ষর অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর ও অবাহ্য অর্থাৎ ইহার পূর্ব্ব (কারণ) নাই, নিজেও কার্য্য নহেন, বাহিরে বা ভিতরে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন।" "উপাধিকৃত ইতি ন্যায়ো ন স্বত এবং স্বতোঽভেদো যা সৈন্ধবঘনবৎ প্রজ্ঞানঘনৈকরস স্বাভাব্যাৎ।"

ক্ষর, অক্ষর ও পরমপুরুষ; অন্তর্যামী, ক্ষেত্রজ্ঞ, অক্ষর ইহাদের ভেদ সম্বন্ধে নানা মত আছে। তত্র কেচিদাচক্ষতে—পরস্য মহাসমুদ্রস্থানীয়স্য ব্রহ্মণোঽক্ষরস্যাপ্রচলিতস্বরূপস্যেষৎ প্রচলিতাবস্থান্তর্যামী, অত্যন্ত প্রচলিতাবস্থা ক্ষেত্রজ্ঞো যস্তং বেদান্তর্যামিণম্। তথান্যাঃ পঞ্চাবস্থাঃ পরিকল্পয়ন্তি, তথাষ্টাবস্থা ব্রহ্মণোঽভবন্তীতি, বদন্ত্যন্যেঽক্ষরস্য শক্তয় এতা ইতি বদন্ত্যনন্তশক্তিমক্ষরমিতি চ। অন্যেঽক্ষরস্যবিকারাইতি বদন্তি;

"কেহ কেহ বলেন যে, মহাসমুদ্রস্থানীয় ব্রহ্মের যে চলন রহিত স্বভাব তাহাই অক্ষর। ঈষৎ চলন যুক্ত অবস্থাই অন্তর্যামী বা ঈশ্বর, অত্যন্ত চঞ্চলাবস্থাই ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীব; "যস্তং ন বেদান্তর্যামিণম্" এখানে বলা হইতেছে—ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীব অন্তর্যামীকে জানেন না। কেহ কেহ পরব্রহ্মের পঞ্চ অবস্থা কল্পনা করেন। কেহ কেহ অষ্ট অবস্থা স্বীকার করেন। কেহ বলেন পঞ্চ বা অষ্ট ইত্যাদি ব্রহ্মের অবস্থা নহে কিন্তু তাঁহার শক্তি মাত্র। কারণ শ্রুতি ব্রহ্মকে অনন্ত শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (অবস্থা বা মূর্ত্তি হইতে শক্তি পৃথক।) কেহ বলেন অক্ষরের এ সকল বিকার মাত্র।

এই সমস্ত মতের বিরুদ্ধে এই বলা যায় :—

অবস্থাশক্তী তাবন্নোপপদ্যেতে। অক্ষরস্যাশনায়াদি সংসার ধর্ম্মাতীতত্বশ্রুতেঃ, নহ্যশনায়াদ্যতীতত্বমশনায়। বিরুদ্ধধর্ম্মবদবস্থাবত্ত্বং চৈকস্য ন যুগপদুপপদ্যতে। তথা শক্তিমত্ত্বঞ্চ, বিকারাবয়বত্বে দোষাঃ প্রদর্শিতাশ্চতুর্থে, তস্মাদেতা অসত্যাঃ সর্ব্বাঃ কল্পনাঃ। ব্রহ্মের অবস্থা ব্রহ্মের শক্তি এই সমস্ত সঙ্গত নহে। কারণ শ্রুতি নিজেই এই অক্ষরকে—এই নির্গুণব্রহ্মকে অশনায়াদি সংসার ধর্ম্মরহিত বলিতেছেন। এখানে যদি ব্রহ্মকে আবার অশনায়াদি ধর্ম্মসহিত বলা হয় তাহা হইলে অশনায়াদি ধর্ম্ম রহিত এবং অবস্থা বিশিষ্ট তিনি এই দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একত্র সমাবেশ হয়—ইহা যুক্তি বিরুদ্ধ। আবার অশনায়াদি সর্ব্ববিধ সংসার ধর্ম্ম বর্জ্জিত যিনি তাঁহাকে সন্ধিনী, হ্লাদিনী, সম্বিৎ আদি শক্তিযুক্ত কিরূপে বলা যায়? ফলে ব্রহ্ম সর্ব্বদাই নির্গুণ—তিনি সর্ব্বদা স্বস্বরূপে থাকিলেও উপাধি যোগে নানা প্রকার নামরূপ তাঁহাতে আরোপ হয় মাত্র। পূর্ব্বে ইহা বলিয়াছি।

অপর বিশেষণের কথা শ্রবণ কর।

(২) অনির্দ্দেশ্য—"ইনি এইরূপ, এই ভাবে যাঁহাকে নির্দ্দেশ বা নিরূপণ করা যায় না, তাহাই অনির্দ্দেশ্য। বস্তুর নির্দ্দেশ করা অর্থ, বস্তুটি কোন জাতি, মনুষ্য জাতি বা পশু জাতি বিশিষ্ট, কোন গুণ বিশিষ্ট, নীল কি লোহিত, মিষ্ট কি তিক্ত, ইত্যাদি, কোন্ ক্রিয়া বিশিষ্ট

অর্থাৎ গমনশীল বা স্থিতিশীল ইত্যাদি ; কোন সম্বন্ধ বিশিষ্ট অর্থাৎ ইহা পিতা কি পুত্র, স্বামী বা স্ত্রী ইত্যাদি। যাঁহার জাতি, গুণ, ক্রিয়া, সম্বন্ধ কিছুই নির্দ্দেশ করা যায়না তিনিই অনির্দ্দেশ্য। তিনি শরীরধারী নহেন বলিয়া দেবতাদি শব্দে ও তাঁহার নির্দ্দেশ হয় না। কেন তাঁহার নির্দ্দেশ হয় না ? কারণ তিনি—

(৩) অব্যক্ত—যাহা ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, যাহা প্রপঞ্চাতীত যাঁহাকে কোন কিছু দিয়া প্রকাশ করা যায় না, তাহাই না অব্যক্ত ? মনে কর এই আকাশ। অবকাশ দেওয়াই আকাশের ধর্ম্ম। আকাশ কিন্তু শূন্য মাত্র। এই শূন্য সম্বন্ধে কি বলা যাইবে ? এই শূন্য আকাশ ত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে ওতপ্রোত ভাবে ঘিরিয়া রহিয়াছে—এক শূন্য সকলের অন্তরে বাহিরে। এই শূন্যই যখন একরূপ অব্যক্ত তখন যে অতিসূক্ষ্ম নিরাকার নির্ব্বিকার মহাশূন্যস্বরূপ অধিষ্ঠান চৈতন্য এই আকাশকে ও এই শূন্যকে ওতপ্রোত ভাবে ছাইয়া আছেন তাঁহাকে ব্যক্ত করিবে কে ? যাঁহার নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না তাঁহাকে ব্যক্ত করা যায় কিরূপে ? এই জন্য অক্ষরকে অব্যক্ত বলা হইল।

(৪) সর্ব্বত্রগ—স্থূল দৃষ্টিতে শূন্যকেই সর্ব্বব্যাপী বলা হয়। শূন্যকে যিনি অন্তরে বাহিরে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন—শূন্য ও যে মহাশূন্য স্বরূপ অধিষ্ঠান চৈতন্যের উপরে দাঁড়াইয়াছে তাহা যে সর্ব্বব্যাপী হইবেন—তাহা যে সর্ব্বত্রগ ইহার আর সন্দেহ কি ? অক্ষরই সর্ব্বব্যাপী। সর্ব্ব বলিয়া যে ব্রহ্মাণ্ড তাহা ইন্দ্রজালের মত তাঁহার মায়াশক্তি হইতেই জাত।

(৫) অচিন্ত্য—যাহা সীমার মধ্যে থাকে তাহাকেই চিন্তা করা যায়। কিন্তু যাহা দেশ কাল দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন নহেন, এই দেশে এই অক্ষর আছেন বা এই কালে আছেন—এই ভাবেও যাঁহাকে সীমাবদ্ধ বা পরিচ্ছিন্ন করা যায় না—সেই সর্ব্বদা সীমাশূন্য পরমাত্মার চিন্তা করিবে কে ? 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' মনই চিন্তা করে, বাক্য তাহা প্রকাশ করে। মন ও বাক্য কিন্তু সেখানে যাইতে পারে না। তবে যে তাঁহার কথা বলা যায়, সে কেবল সেই অনন্তের যতটুকু আমাদের অনুভবে আইসে তাহাই অবলম্বন করিয়া মাত্র।

(৬) কূটস্থ—কূট বলে মায়াকে বা অজ্ঞানকে বা অবিদ্যানাম্নী এই জগৎপ্রপঞ্চকে। এই মিথ্যাভূত মায়িক জগতের অধিষ্ঠানরূপে রহিয়াছেন বলিয়া তিনি কূটস্থ।

যে বস্তু ভিতরে দোষযুক্ত কিন্তু বাহিরে গুণবিশিষ্ট, সেই দৃশ্যমান গুণবিশিষ্ট এবং অন্তর্দোষ যুক্ত বস্তুকে কূট বলে। এই ভাবে দৃশ্যপ্রপঞ্চকে কূট বলা যায় ; আবার তিনি চৈতন্যরূপে, তাহার অধ্যক্ষরূপে কূটে অবস্থিত বলিয়া তাঁহার নাম কূটস্থ।

মিথ্যা যাহা তাহা সত্যরূপে প্রতীয়মান হওয়াকে কূট বলে, তাহাতে অধিষ্ঠিত বলিয়া অক্ষর পুরুষকে কূটস্থ বলে।

(৭) অচল—তাঁহার কোন চলন পর্য্যন্ত নাই—কোন প্রকার বিকারও নাই। বিকার যাহা দেখা যায় তাহা মায়ার ; চৈতন্য চিরদিনই বিকারশূন্য।

(৮) তিনি ধ্রুব—যাহার চলন নাই, কোন বিকার নাই তাহাই স্থির-সত্তা। তাহাই ধ্রুব।

অর্জ্জুন—নির্গুণ উপাসকের উপাস্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইল—অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত ইহাতে ত এক মহাশূন্য ভিন্ন অন্য কিছুই ধারণায় আসিতেছে না। আকাশ যেমন শূন্য—সেই শূন্যকেও ওতপ্রোতভাবে যিনি বেষ্টন করিয়া আছেন, তিনি শূন্য অপেক্ষাও শূন্য, তিনি মহাশূন্য। এই মহাশূন্যের উপাসনা কিরূপে হইবে?

আ

ভগবান্—শাস্ত্রতোঽক্ষরম্ জ্ঞাত্বা তমুপেত্যাত্মনৈবোপগম্যোপাসতে তথৈব তিষ্ঠন্তি পূর্ণক্ষিদেকতানমক্ষরমাত্মানমেব সদা ভাবয়ন্তীত্যেতদিহ বিবক্ষিতম্। অব্যক্ত, অক্ষর ব্রহ্ম যিনি, তাঁহাকে শাস্ত্রসাহায্যে অবগত হইয়া প্রথমে পুনঃ পুনঃ তাঁহারই ধারণা অভ্যাস কর। পরমাত্মা নিঃসঙ্গ কোন বস্তুর সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই, তাঁহার কোন উপাধি নাই; তিনিই আছেন, অন্য যাহা কিছু তাহা মায়িক ইন্দ্রজাল, আছে বলিয়া বোধ হইতেছে, এইটি প্রথমে ধারণা করিতে হইবে।

অর্জ্জুন—এত বড় একটা বিশাল জগৎ চক্ষের উপরে ভাসিতেছে, সেটা মুছিয়া ফেলিব কিরূপে? সেটা নাই, একমাত্র ব্রহ্ম আছেন, তিনি নিঃসঙ্গ; কাহারও মতন তিনি নহেন, ইহার ধারণা হইবে কিরূপে?

ভগবান্—নিদ্রাকালে যাহা দেখ, নিদ্রাভঙ্গে তাহা মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পার। অবিদ্যা-নিদ্রায় যাহা দেখিতেছ, তাহা যে মিথ্যা তাহা জ্ঞানীর মুখে শুনিতেছ মাত্র। পুনঃ পুনঃ শুনিলা জগৎ কি স্বপ্ন, দৃশ্যপ্রপঞ্চ কি স্বপ্নে দেখিতেছি—এই সন্দেহ সর্ব্বদা বিচার কর, অন্যদিকে অভ্যাস ও বৈরাগ্য রাখ, তবে হইবে। সেই জন্যই বলিতেছি অব্যক্তের উপাসনা সকলের জন্য নহে। দৃশ্য নাই এই বোধ দৃঢ় করিয়া মন হইতে দৃশ্য জগৎ মার্জ্জনা যাঁহার হয়, তিনিই জ্ঞানলাভ করেন। আকাশে যেমন নীলিমা নাই, সেইরূপ জগতের বাস্তবিক সত্তা নাই। কিন্তু ব্রহ্মেই জগৎ ভ্রম হয়। সেই ভ্রান্ত জগৎ কখন আর মনে না আইসে এইরূপ যে বিস্মরণ তাহাই জ্ঞান। জগৎ নাই, দেহ নাই, মন নাই; একমাত্র আত্মাই পরিপূর্ণ আনন্দ হইয়া আছেন—এই ভাবে স্থিতিলাভ করাই অক্ষরোপাসকের কার্য্য। শ্রুতি বলেন, দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ। ত্যজেৎ অজ্ঞাননির্ম্মাল্যং সোঽহংভাবেন পূজয়েৎ। অভেদদর্শনং জ্ঞানং ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ। স্নানং মনোমলত্যাগঃ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ॥ ইত্যাদি।

অর্জ্জুন—নির্গুণ উপাসনাকে উপাসনা বল কিরূপে?

ভগবান্—পূর্ব্বে বলিয়াছি কোন অধিষ্ঠানে মনে মনে যথাশাস্ত্র ব্রহ্মকল্পনা করিয়া তাহাতে যে চিত্তবৃত্তি বিন্যাস, তাহার নাম উপাসনা। (১১।৫৫) শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মেরই স্বরূপ অবগত হইয়া আপন আত্মাই সেই ব্রহ্ম, আত্মাই সেই নিঃসঙ্গ, প্রকৃতি হইতে পৃথক্ বস্তু জানিয়া আত্ম-ভাবে চিত্তবৃত্তিকে বিন্যাস করিয়া, স্থির হইয়া থাকাই নির্গুণ উপাসনা। ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি।

অর্জ্জুন—দেহ, জগৎ ভুলিয়া এইরূপে স্থিতিলাভ করা যায় কি?

ভগবান্—যায় বৈ কি। কিন্তু সকলে পারে না। যাঁহারা পারেন তাঁহাদের দুই একটা বিচারের কথা এখানে বলিতেছি শ্রবণ কর।

(১) বিশ্বটা কি? না, দর্পণ-দৃশ্যমান নগরীর তুল্য ইহা। দর্পণের ভিতরে যেমন পার্শ্ববর্ত্তী বস্তুর প্রতিকৃতি দেখা যায়, সেইরূপ এই দেহটা বা জগৎটা একখানা দর্পণের ভিতরে রহিয়াছে। দর্পণ-দৃশ্যমান বস্তু-প্রতিকৃতি কিন্তু চক্ষে মাত্র দেখা যায়, অন্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে—মায়াদর্পণ-দৃশ্যমান এই বিশ্ব কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ইহাই মায়ার অদ্ভুত কৌশল।

এই বিশ্ব বাহিরে নহে, এই দেহ বাহিরে নহে; ইহা ভিতরে। যেমন স্বপ্নকালে মনের ভিতরে স্বপ্নের কল্পনা-মূর্ত্তি খেলা করিলেও কিন্তু বোধ হয় যেন সমস্ত কার্য্য বাহিরে হইতেছে, সেইরূপ যিনি দেখিতে জানেন তিনি দেখিতেছেন একটা মহামনের ভিতরে সঙ্কল্প বিকল্প উঠার মত জাগতিক ব্যাপার সমস্ত ঘটিতেছে।

যাহা ভিতরে তাহা যে বাহিরে দেখা যায়, তাহার কারণ আত্মমায়া। পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথা নিদ্রয়া।

আত্মা দেহ হইতে পৃথক্, আত্মা মন হইতে পৃথক্, আত্মা মায়া হইতেও পৃথক্—ইহার বিচার তিনিই করিতে সমর্থ যিনি জগৎকে ইন্দ্রজাল বোধ করিতে পারেন, যিনি পূর্ণ ভাবে জগতের অস্থায়িত্ব ও ক্ষণধ্বংসিত্ব দেখিয়া পরম বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছেন; বৈরাগ্য আশ্রয়ে যাঁহার মনে আর কোন বাসনা উঠেনা, ভোগেচ্ছা জাগে না, জগৎভোগ বা দেহভোগ যাঁহার নিকট নিতান্ত অনাস্থার বস্তু, নিতান্ত ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রলাপ মত, আহার নিদ্রাদি ব্যাপারও ভ্রমময়—বাস্তবিক আত্মার কোন ভোগেচ্ছা নাই, কোন বাসনা নাই, আহার নিদ্রা নাই—প্রবল বৈরাগ্য আশ্রয়ে যিনি সর্ব্ব বাসনাবর্জ্জিত হইয়া স্থির আছেন, তিনিই যথার্থ বিচারবান্।

দৃশ্যবস্তু মন হইতে মুছিয়া ফেলিলেও মন ফাঁকা হইয়া গিয়াছে যদি ভাবা যায়, তবে তাহার উত্তর এই যে, মনকে ফাঁকা করা উপায় সাহায্যে হয় বটে; কিন্তু নির্গুণ উপাসনায় মন, ব্রহ্ম ভাবে পূর্ণ হইয়া আনন্দে স্থিতিলাভ করে।

অর্জ্জুন—নির্গুণ উপাসনার সাধনা কিরূপ?

ভগবান্—সন্ন্যাস গ্রহণের পরের কথা আত্মানাত্ম বস্তু বিচারাদি ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আত্মার কথা শ্রবণ করিতে করিতে যখন প্রমাণগত অসম্ভাবনা ও প্রমেয়গত বিপরীত ভাবনা নিবৃত্তি হইবে অর্থাৎ আত্মাসম্বন্ধে যে শাস্ত্রমীমাংসা তাহা আর অসম্ভব বোধ হইবে না এবং শাস্ত্রীমীমাংসাই সত্য নিজের বিপরীত মীমাংসা ভ্রম—এইরূপ নিশ্চয় হইয়া যাইবে; এইরূপ সংশয়শূন্য হইলে ধ্যান বা নিদিধ্যাসন চলিবে। তখন তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন এক প্রত্যয়-প্রবাহ চলিতে থাকিবে, কোন বিজাতীয় প্রত্যয় আর থাকিবেনা; তখনই আত্মধ্যান বা আত্ম-ভাবে স্থিতি হইল। ধারণা যতদিন অভ্যাস করিতেছিলে ততদিন মন একবার ব্রহ্মে লাগিতেছিল, আবার শূন্য হইয়া যাইতেছিল; ধারণা বিন্দু বিন্দু বারি পতনের ন্যায় বিচ্ছেদযুক্ত, কিন্তু ধ্যানটি তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন।

অর্জ্জুন—বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগ যতদিন আছে, ততদিন বিজাতীয় প্রত্যয় যাইবে কিরূপে?

ভগবান্—তাইত বলিয়াছি "সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামম্"। প্রথমে আত্মা কি ইহা শাস্ত্রতঃ শ্রবণ কর—আত্মা হইতে অনাত্মাকে পৃথক্ কর। ইহাই আত্মানাত্মবস্তুবিবেক। আত্মা ও

অনাত্মার বিচার যখন ঠিক হইবে, তখন আত্মাতেই রুচি হইবে ; অনাত্মাতে আসক্তি থাকিবে না। ইহাতেই ভোগে বিরক্তি জন্মিবে, ইহাই দ্বিতীয় সাধনা—ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগ। কিছুই দেখিবার নাই, কিছুই শুনিবার নাই, কিছুই ভোগ করিবার নাই, মিথ্যা অসত্য প্রপঞ্চ অনাত্মার বস্তু,—ইহা নিশ্চয় হইলেও মন যতদিন থাকিবে, ততদিন ইহা আত্মাকে স্বস্বরূপ ভুলাইয়া মিথ্যা সঙ্কল্প বিকল্প তুলিয়া ভোগ করাইতে থাকিবে। সেই জন্য মনের নিগ্রহ করা চাই। মনের নিগ্রহ জন্য যে সাধনা, তাহাই তৃতীয় সাধনা। ইহাই শম-সাধনা। আবার ইন্দ্রিয়গণ যতদিন থাকিবে, ততদিন মনও চঞ্চল হইবে ; এই জন্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিতে হইবে—ইহাই দম সাধনা। ইহাই চতুর্থ। এইরূপে শম দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান রূপ ছয় প্রকার সাধনা দ্বারা নির্গুণ উপাসনা করিতে হইবে।

এই সমস্ত সাধনা দ্বারা চিত্তকে নিরোধ করিতে পারিলেই, আত্মা স্বস্বরূপে অবস্থান করিবেন। সাধনাকালে এইরূপ সাধক সর্ব্বভূতহিতে রত হইবেন। সিদ্ধাবস্থার ক্রম-অনুসারে সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া যাইবে। ইন্দ্রিয়নিরোধ, সর্ব্বভূতহিতকর কার্য্য, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিত্ব—ইহাই নির্গুণ উপাসনার কার্য্য।

সকলে নির্গুণ উপাসনায় সমর্থ নহে বলিয়া, সকলে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে পারে না বলিয়া, সকলে চিত্তকে অবলম্বনশূন্য করিয়া ব্রহ্মভাবে পূর্ণ করিতে পারে না বলিয়া—সকলে অব্যক্ত উপাসনার অধিকারী নহে।

অব্যক্ত উপাসকগণ অন্য সাহায্য না লইয়াই আমাকে প্রাপ্ত হয়েন। ইঁহারা আপন শক্তিতেই আমাকে প্রাপ্ত হয়েন বলিয়া বলা হইল "তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব"। "অক্ষরোপাসকানাং কৈবল্যপ্রাপ্তৌ স্বাতন্ত্র্যমুক্ত্বেতরেষাং পারতন্ত্র্যমীশ্বরাধীনতাং দর্শিতবাংস্তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তেতি। অক্ষর উপাসকগণ আপন সামর্থ্যে কেবলভাবে অবস্থিত থাকিতে পারেন—ইতর উপাসকগণের জন্য ঈশ্বরের সাহায্য আবশ্যক। ইহারা পরবশ্য। তাই পরে বলিতেছি তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা ইত্যাদি।

অর্জ্জুন—অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের কি কোন বিরোধ আছে ?

ভগবান—কোন বিরোধ নাই। ঋষিপ্রণীত সমস্ত শাস্ত্রই একবাক্যে বলিতেছেন, জ্ঞান ভিন্ন সর্ব্বদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দে স্থায়ি-অবস্থিতি হইতেই পারে না। অদ্বৈত জ্ঞানই জ্ঞান। শ্রুতি বলেন, অভেদদর্শনং জ্ঞানং ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ। আত্মাই ব্রহ্ম। জীব ও ব্রহ্ম অভেদ বলিয়াই, জীব ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করিয়া পরমানন্দে স্থিতিলাভ করিতে পারেন। ব্রহ্মৈব সত্যং প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধং বিশ্বং ব্রহ্মণি আরোপিতম্। যথা রজ্জুঃ রজ্জুস্বরূপা—জ্ঞানাৎ সর্পবৎ প্রতিভাতি ; প্রকৃতি জীবশ্চাপি পর্য্যবসানে ব্রহ্মৈব, ব্রহ্মান্যৎ সৎবস্তু নাস্তি। ইহাই অদ্বৈতবাদ ; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভিন্ন অদ্বৈত বাসনা জন্মে না।

ঈশ্বরানুগ্রহাদেব পুংসামদ্বৈত বাসনা।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ-ভিক্ষা যেখানে তাহাই ভক্তিমার্গ। ভক্তি ভিন্ন জ্ঞানমার্গে যাওয়া যাইবে না। বিরোধ কোথাও নাই। ভাগবত বলেন (৬।৪ অঃ) যাহাতে, যাহা হইতে, যদ্দ্বারা, যাহার সম্বন্ধে যাহার প্রতি, যে কার্য্য, যে প্রকারে, যে কর্ত্তা করে অথবা অন্য যাহাকে করায়,

সে সকলই ব্রহ্ম। ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রই শাস্ত্র। তদ্ভিন্ন যাহা, তাহা শাস্ত্র নহে। শ্রুতি ও বলেন, তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। তাঁহাকে জানাই মৃত্যু-অতিক্রম করা, তদ্ভিন্ন মৃত্যু-অতিক্রমের বা মুক্তির আর অন্য পথ নাই। ঋষিপ্রণীত গ্রন্থমাত্রেই দেখা যায়—

সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যস্যান্তর্ভাবনা স হি মুক্তিভাক্।
ভেদদৃষ্টিরবিদ্যেয়ং সর্ব্বদা তাং বিবর্জ্জয়েৎ ॥

সমস্তই ব্রহ্ম—ইহাই যাহার অন্তর্ভাবনা তিনিই মোক্ষভাগী। কিন্তু যেখানে অবিদ্যা, সেই খানে ভেদ-দৃষ্টি। উহা ত্যাজ্য।

আমার এই কৃষ্ণমূর্ত্তি ভিন্ন ব্রহ্ম-উপাসনায় কিছুই হইবে না—শক্তিমন্ত্র অসুরের জন্য, কৃষ্ণ-মন্ত্রই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ; এই সমস্ত উক্তি অবিদ্যার পরিচয়ই প্রদান করে।

অর্জ্জুন—কেহ কেহ বলেন, শ্রুতি ব্রহ্মকে সগুণই বলিয়াছেন। নিগুর্ণটি কিছুই নয়।

ভগবান্—গীতাশাস্ত্র বেদেরই প্রতিধ্বনি। আমি যেমন ব্রহ্মকে নিগুর্ণ ও সগুণ বলিলাম, বেদও তাহাই বলেন। দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ ইতি শ্রুতেরসংকোচ এব ন্যায্যঃ। আমি নিগুর্ণ ব্রহ্মের উপাসকগণ সম্বন্ধে বলিতেছি "তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব" তাঁহারাও আমাকে প্রাপ্ত হন, সদ্যোমুক্তি লাভ করেন ; ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি—তাঁহাদের প্রাণের উৎক্রমণ হয় না, ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন : শ্রুতি বলেন—এষ সম্প্রসাদোঽস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে—ঐ জীব (মৃত্যুকালে) শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ লাভ করিয়া স্বস্বরূপেই অবস্থান করেন।

সন্তি উভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ। সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বরস ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষ-লিঙ্গাঃ। অস্থূলম্, অনণু, অহ্রস্বমদীর্ঘম্ ইত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্ব্বিশেষলিঙ্গাঃ।

ব্রহ্মবিষয়ে দুই প্রকার শ্রুতিই আছে। ব্রহ্ম সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস—ইনি সগুণ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন—ইনি নিগুর্ণ ব্রহ্ম।

সগুণ ব্রহ্ম পৃথক্ ও নিগুর্ণ ব্রহ্ম পৃথক্ —শ্রুতি কোথাও ইহা বলেন নাই। যিনি তুরীয় নিগুর্ণ তিনিই মায়া অবলম্বনে প্রাজ্ঞ, তৈজস বৈশ্বানর রূপে সগুণ হয়েন। বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এবং তুরীয়,—ব্রহ্মের এই চতুষ্পাদ। মাণ্ডূক্য শ্রুতি ওঁকারকেই ব্রহ্ম, ওঁকারকেই আত্মা বলিয়া বলিতেছেন "সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ"।

ব্রহ্ম ও তাঁহার পাদচতুষ্টয় সম্বন্ধে শ্রুতি পরিষ্কার ভাবে যাহা বলিতেছেন, তাহা শ্রবণ কর।

সাবধানেন শ্রূয়তাম্।
কথং ব্রহ্ম?
কালত্রয়াঽবাধিতং ব্রহ্ম।
সর্ব্ব কালাঽবাধিতং ব্রহ্ম।
সগুণ-নিগুর্ণ-স্বরূপং ব্রহ্ম।
আদিমধ্যান্তশূন্যং ব্রহ্ম।
সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

মায়াঽতীত-গুণাঽতীতং ব্রহ্ম।

অনন্তমপ্রমেয়াঽখণ্ড-পরিপূর্ণং ব্রহ্ম।

অদ্বিতীয় পরমানন্দ শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্য স্বরূপ-

ব্যাপকাভিন্নাঽপরিচ্ছিন্নং ব্রহ্ম।

সচ্চিদানন্দ সপ্রকাশং ব্রহ্ম।

মনোবাচামগোচরং ব্রহ্ম।

অখিলপ্রমাণাগোচরং ব্রহ্ম।

অমিত-বেদান্তবেদ্যং ব্রহ্ম।

দেশতঃ কালতো বস্তুতঃ পরিচ্ছেদরহিতং ব্রহ্ম।

সর্ব্ব-পরিপূর্ণং ব্রহ্ম।

তুরীয়ং নিরাকারমেকং ব্রহ্ম।

অদ্বৈতমনির্ব্বাচ্যং ব্রহ্ম।

প্রণবাত্মকং ব্রহ্ম।

প্রণবাত্মিকত্বেনোক্তং ব্রহ্ম।

প্রণবাদ্যখিল মন্ত্রাঽত্মকং ব্রহ্ম।

পাদ চতুষ্টয়াত্মকং ব্রহ্ম।

কিং তৎ পাদ চতুষ্টয়ং ভবতি?

* * * * *

অবিদ্যাপাদঃ প্রথমঃ পাদো।

বিদ্যাপাদো দ্বিতীয়ঃ

আনন্দপাদ স্তৃতীয়—

স্তুরীয়পাদস্তুরীয় ইতি।

মূলাঽবিদ্যা-প্রথমপাদে নাঽন্যত্র।

বিদ্যানন্দতুরীয়াংশাঃ সর্ব্বেষু পাদেষু ব্যাপ্য তিষ্ঠন্তি।

এবং তর্হি বিদ্যাদানাং ভেদঃ কথমিতি?

তত্তৎ প্রাধান্যেন তত্তৎ ব্যাপদেশঃ। বস্তুতস্ত্বভেদ এব।

তত্রাধস্তনমেকং পাদমবিদ্যাশবলম্ভবতি।

উপরিতন পাদত্রয়ং শুদ্ধবোধানন্দলক্ষণমমৃতম্ভবতি।

ব্রহ্মের তুরীয় পাদটি নিরাকার। তুরীয়ন্তু নিরাকারম্। তুরীয়মক্ষরমিতি শ্রুতেঃ। ব্রহ্মের অন্যপাদগুলি সাকার। মাণ্ডুক্য শ্রুতিও ইহাই বলিতেছেন। তুরীয় পাদটিই—

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্ম প্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্ চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ। গীতা এই তুরীয় পাদকেই নির্গুণ বলিতেছেন। দৃশ্যস্থান মার্জ্জনা করিয়া নিঃসঙ্গভাবে স্থিতিলাভ করাই নির্গুণ উপাসনার ফল. সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাসনা

ইহা। একটি পুষ্পকে হস্তে মর্দ্দন করিতে বরং ক্লেশ আছে, কিন্তু অধিকারীর পক্ষে ইহা অনায়াসসাধ্য। আর অনধিকারী দেহাত্মাভিমানীর পক্ষে ইহা "ক্লেশোধিকতর" ইহাতে অধিকতর ক্লেশ।

সেই তুরীয় ব্রহ্মই স্বস্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও যখন মায়া-অবলম্বনে প্রাজ্ঞ বা সুষুপ্তাভিমানী পুরুষরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন, তখন তিনিই ঈশ্বর; তিনিই অন্তর্যামী পুরুষ। এই পুরুষই আবার স্বপ্নাভিমানী হইলে তৈজস পুরুষ ও জাগ্রতাভিমানী হইলে বিশ্বপুরুষ-আখ্যা ধারণ করেন। নির্গুণ ব্রহ্মসম্বন্ধে শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। নির্গুণ ব্রহ্ম-সম্বন্ধে যেমন কিছুই বলা যায় না, সেইরূপ আবার সেই নির্গুণ ব্রহ্মই যখন আত্মমায়ায় সগুণ হয়েন, তখন তিনিই সমস্ত।

অত্র শ্রুতি প্রমাণম্। প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ইতি। আত্মা বা ইদমেকমেবাগ্র আসীৎ তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানামন্তরমবাহ্যম্। স বাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ অশরীরেষু জ্ঞানাদেব সর্ব্বপাপহানিঃ। অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি। যোঽয়ং প্রজ্ঞানময়ঃ-পুরুষঃ। যোঽয়মসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ। সোঽয়মবিনাশী পুরুষঃ। পত্যাগানন্দময়ঃ পুরুষঃ। সহস্রশীর্ষায়ং পুরুষঃ। যোঽয়মমৃতময়ঃ পুরুষঃ। বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম। প্রজ্ঞাং প্রতিষ্ঠিতা ব্রহ্ম। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। অয়মাত্মা ব্রহ্ম। নির্গুণ অবস্থায় যিনি শূন্য হইতেও ব্যাপক, যিনি মহাশূন্য; যাঁহার সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না—আবার সগুণ অবস্থায় তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি সর্ব্বজীবের শাস্তা, তিনি জ্ঞান স্বরূপ ইত্যাদি।

পূর্ব্বে শ্রুতি-প্রমাণে বলা হইল তুরীয় পাদটি নিরাকার, অন্যগুলি সাকার। ঈশ্বরকেও সাকার যে জন্য বলা হইল তৎসম্বন্ধে শ্রুতি বলেন:—সাকারস্তু দ্বিবিধঃ। সোপাধিকো নিরুপাধিকশ্চ। তত্র সোপাধিকঃ সাকারঃ কথমিতি?

আবিদ্যকমখিল কার্য্যকারণজালমবিদ্যোপাদ এব নান্যত্র। তস্মাৎ সমস্তাঽবিদ্যোপাধিঃ সাকারঃ সাবয়ব এব। সাবয়বত্বাদবশ্যমনিত্যত্বমেব। এই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন "মায়ি-জীবত্বমীশত্বং কল্পিতং বস্তুতোনহি।" ইতি যস্তু বিজানাতি স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥

ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব নির্গুণ ব্রহ্মে মায়াকর্তৃক কল্পিত মাত্র। অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম সর্ব্বদা স্বস্বরূপে অবস্থান করিলেও, আত্মমায়া প্রভাবে তাঁহাকেই ঈশ্বরভাবে ও জীবভাবে বিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। মূলে, সেই তুরীয় ব্রহ্ম আছেন বলিয়াই—ঈশ্বর ও জীব ভাবকেও সেই ব্রহ্মই বলা হয়।

সোপাধিক সাকারের কথা বলা হইল। তর্হি নিরুপাধিকঃ সাকারঃ কথমিতি? নিরুপাধিঃ সাকার স্ত্রিবিধঃ॥ ব্রহ্মবিদ্যাসাকারশ্চানন্দ-সাকার উভয়াত্মক-সাকারশ্চেতি। ত্রিবিধঃ সাকারোপি পুন র্দ্বিবিধো ভবতি। নিত্যসাকারো মুক্ত সাকার শ্চেতি। নিত্য-সাকার-স্ত্বাদ্যন্তশূন্যঃ শাশ্বতঃ। উপাসনয়া যে মুক্তিং গতা স্তেষাং সাকারো মুক্তসাকারঃ।

মায়া ও অবিদ্যাযুক্ত চৈতন্যকেও শ্রুতি সাকার বলিতেছেন। নিত্যসাকার যিনি তিনি আদ্যন্তশূন্য সর্ব্বদা একরূপ। আর উপাসনা দ্বারা যাঁহারা মুক্তিলাভ করেন, তাঁহারাই মুক্ত

সাকার। ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণ উপনিষদ্ সগুণ নিগুর্ণ, সাকার নিরাকারের কথা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

শাস্ত্রই বলিতেছেন সগুণ উপাসনায় ক্রমমুক্তি হয়। নিগুর্ণ উপাসনায় সদ্যোমুক্তি।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥

ম যা
তেষাং পূর্ব্বোক্তসাধনবতাং উপাসকানাং বা অব্যক্তাসক্তচেতসাং
শ শ্রী শ শ যা
অব্যক্তে নির্ব্বিশেষেঽক্ষরে আসক্তং চিত্তো যেষাং তে আত্মস্বরূপ-
ম ব ম
প্রবণমনসাং নিগুর্ণব্রহ্মচিন্তনপরাণাং ক্লেশঃ আয়াসঃ অধিকতরঃ
ম না না ম
অতিশয়েনাধিকঃ যদ্যপি সগুণবিদামধিকক্লেশোঽস্ত্যেব-পূর্ব্বেষামপি
ম
বিষয়েভ্য আহৃত্য সগুণে ব্রহ্মণি মন আবেশ্য সততম্ তৎকর্ম্মপরায়ণত্বে
ম নী
চ ক্লেশোঽধিকো ভবত্যেব তথাপি তে সাবলম্বনাঃ ধ্যায়ন্তি সোপানা-
নী ব
রোহণক্রমেণ পরাং কাষ্ঠাং প্রবিশন্তি —তত্রানন্দমূর্ত্তের্ম-স্ফুরণান্ন ক্লেশ-
ব নী নী
তয়া বিভাতি—যথা তীব্রাভিনিবেশেন নিরীক্ষ্যমাণো রজ্জুরগঃ স্বয়ং
নী
শাম্যতি তদধিষ্ঠানভূতা রজ্জুশ্চাবির্ভবতি তথা বস্তুতশ্চন্দ্রপায়ায়পি
নী
মঘবাদিমূর্ত্তৌ জাড্যমধ্যস্তং তমেবাভিনিবেশেন চিরকালং চর্ম্মচক্ষুষৈব

নী
পশ্যত স্তম্ভামুর্ত্তের্জাড্যং তিরোধীয়তে চৈতন্যমাবির্ভবতি, এবং চেতনায়া
নী
মূর্ত্তেরপি তত্ত্বং বিশ্বরূপমবগচ্ছতি যদপশ্যদর্জ্জুনো বাসুদেবদেহে—
নী　নী
যদ্যপ্যেবং ভবতি কিন্তু যেষাং তু নিরালম্বং ধ্যানং, আকাশযুদ্ধসমং
নী　নী　যা
তেষাং নির্ব্বিষয়ে চেতঃ স্থিরীকরণেঽধিকতরঃ ক্লেশোঽস্তি। কুতইতি?
ম　ম　শ　যা
অত্র স্বয়মেব হেতুমাহ ভগবান্ অব্যক্তেতি। হি যস্মাৎ কারণাৎ
ম　শ্রী　নী
দেহবদ্ভিঃ দেহাত্মাভিমানবদ্ভিঃ অব্যক্তা অব্যক্তবিষয়া নিরাবলম্বনা
যা　নী　নী
আত্মস্বরূপবিষয়া ইতি যাবৎ গতিঃ পদপ্রাপ্তিঃ দুঃখং যথা স্যাৎ তথ
নী　নী　ম
অবাপ্যতে নতু সা সুখপ্রাপ্যেতি ভাবঃ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসং কৃত্বা গুরু-
ম
মুপসৃত্য বেদান্তবাক্যানাং তেন তেন বিচারেণ তত্তদ্ভ্রমনিরাকরণে
ম
মহান্ প্রয়াসঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধস্ততঃ ক্লেশোঽধিকতর স্তেষামিত্যুক্তম্।
বি　বি
অপিচ ইন্দ্রিয়াণাম্ শব্দাদিজ্ঞানবিশেষ এবশক্তিঃ নতুবিশেষেতর-
জ্ঞানে ইতি অত ইন্দ্রিয়নিরোধঃ তেষাং নির্ব্বিশেষজ্ঞানমিচ্ছতাম্ অবশ্য-
বি
কর্ত্তব্য এব। ইন্দ্রিয়াণাম্ নিরোধস্তু স্রোতস্বতীনামিব নিরোধো দুষ্কর

বি

এব। যদুক্তং সনৎকুমারেণ। যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা কর্ম্মাশয়ম্ গ্রথিত মুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ। তদ্বন্নরিক্তমতয়ো যতয়ো-

বি

নিরুদ্ধ স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥ ক্লেশো মহানিব ভবার্ণব-মপ্লবেশং ষড়্বর্গনক্র সমুখেন তিতীর্ষয়ন্তি। তৎত্বং হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিম্ কৃত্বোড়ুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণম্॥ ইতি তাবতা ক্লেশেনাপি স্বাগতির্যন্ত্ববাপ্যতে তদপি ভক্তিমিশ্রেণৈব। ভগবতি ভক্তিং বিনা কেবল ব্রহ্মোপাসকানাস্তু কেবল ক্লেশ এব লাভো নতু ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ। যদুক্তম্ ব্রহ্মণা "তেষামসৌ ক্লেশন এব শিষ্যতে নান্যৎ যথা স্থূল তুষাববাতিনাম্" ইতি অপিচ অধ্যাত্মরামায়ণে—

এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভক্তো মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।
মদ্ভক্তিবিমুখানাং হি শাস্ত্রগর্ত্তেষু মুহ্যতাম্।
ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্যাত্তেষাং জন্মশতৈরপি॥ ৫১॥

শ্রীরামহৃদয়ঃ।

সেই অব্যক্তাসক্তচিত্ত ব্যক্তিদিগের [সাধন] ক্লেশ অধিকতর। কারণ যাহারা দেহাভিমানী, তাহাদের অব্যক্ত পদ প্রাপ্তি দুঃখসহকারেই লাভ হয়। [দেহাভি-মানীর, দেহে আত্মবোধ ত্যাগ না হইলে, অক্ষর, অব্যক্তভাবে স্থিতি লাভ করা নিতান্ত ক্লেশকর]॥ ৫॥

অর্জ্জুন—অব্যক্ত, অক্ষর, নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্ম-উপাসনার কথা পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছি; সগুণ সাকার ঈশ্বর উপাসনার কথাও বলিয়াছি। যাঁহারা নির্গুণ উপাসক, তাঁহারা স্থিতি-ধ্যানী। যাঁহারা সগুণ উপাসক, তাঁহারা জ্ঞানী ও ভক্ত। নির্গুণ ও সগুণ উপাসনা সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাস্য তাহা পরে বলিতেছি। এখন তুমি বলিতেছ যাহাদের চিত্ত অব্যক্তে আসক্ত, তাঁহাদের ক্লেশ

অধিকতর। ক্লেশ অধিকতর ইহাতে এই বুঝাইতেছে যে, সাকার উপাসনারও ক্লেশ অধিক, কিন্তু নিরাকার উপাসনার ক্লেশ অধিকতর। ক্লেশ কিরূপে অধিক, কিরূপেই বা অধিকতর তাহা বুঝাইয়া দাও।

ভগবান্—জ্ঞান ও ভক্তিপথের উপাসনাতেও অধিক ক্লেশ আছে, প্রথমে ইহাই ধারণা কর। যাঁহারা সগুণব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে রূপরস গন্ধাদি বিষয় সমূহ হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া সর্ব্বদা প্রকৃতি হইতে পুরুষ যে পৃথক্ ইহা বিচার করিতে হয়। ইহা জ্ঞান মার্গ। আর যাঁহারা ভক্ত তাঁহাদিগকে আপন ইষ্টদেবতায় মন রাখিতে হয়। সর্ব্বদাই ভগবৎ কর্ম্মভিন্ন—জপ পূজা ধারণা ধ্যানাদি ভিন্ন-অন্যকর্ম্ম করিবার উপায় নাই। চক্ষু ভগবৎ রূপ ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিবে না, কর্ণ ভগবৎ কথা ভিন্ন অন্য কিছুই শুনিতে পাইবেনা, জিহ্বা ভগবৎপ্রসাদভিন্ন অন্য কিছুই আস্বাদন করিতে পাইবে না, বাক্য ভগবৎ কথা ভিন্ন অন্য শব্দ উচ্চারণ করিতে পাইবে না, হস্ত ভগবৎ সেবা জন্য পুষ্পচয়ন, চন্দনঘর্ষণ, মন্দির মার্জ্জন, প্রসাদ বণ্টন ইত্যাদি ভগবৎ কার্য্য ভিন্ন অন্য কিছুই করিতে পারিবে না। সাকার উপাসনাতে এইরূপ ইন্দ্রিয় ও মনঃ সংযম আছে বলিয়াই অনায়াস কর্ম্ম অপেক্ষা ভক্তের ক্লেশ অধিক। সাকার উপাসনাতে অধিক ক্লেশ আছে সত্য কিন্তু মনকে একাগ্র করিবার জন্য একটি অবলম্বনও আছে। অবলম্বন পাইলেই মন ধ্যান করিতে পারে। এই ধ্যানের দ্বারাও আমাকে পাওয়া যায়। নির্গুণ উপাসকের ধ্যান—নির্গুণভাবে স্থিতি। সগুণ উপাসকের মধ্যে জ্ঞানীর বিচার প্রকৃতি হইতে পুরুষকে পৃথক্ অনুভব করা; ভক্তের ধ্যানে উপাস্য উপাসকভেদ প্রথমে থাকে। মনে কর কোন ব্যক্তির একখণ্ড রজ্জুতে সর্প বোধ হইয়াছে। সে ব্যক্তি ভ্রমে রজ্জুটাকে সর্প দেখিতেছে। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি তীব্র মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করে তবে তাহার রজ্জুরগ ভ্রম দূর হয়। কারণ ধ্যানের একটি স্বভাবসিদ্ধ শক্তি এই যে যাহা সম্যকরূপে ধ্যান করা যায় তাহারই প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ হয়। সেইরূপ কোন দেবমূর্ত্তিকে যখন বিশেষ মনোযোগের সহিত ধ্যান করা যায় তখন এই চর্ম্মচক্ষুদ্বারাই প্রতিমার জড় অংশটার তিরোধান হয়, হইয়া চৈতন্য অংশটি প্রকট হয়। এখানে ইহাও লক্ষ্য রাখিবে যে মূর্ত্তিটি কোন ভাবে না দেখিতে পারিলে মূর্ত্তিটির জড়ভাবটির তিরোধান হয় না। যেমন মাতৃভাবে দেখিলে, মাতার গুণগুলিতে যখন মন দৃঢ় ভাবে আবিষ্ট হয় তখনই জড় আকার ভুল হইয়া যায়, জড় আকারের কোলে কোলে যে অধিষ্ঠান চৈতন্য আছেন তিনিই প্রকাশিত হয়েন। তুমি আমার কৃষ্ণমূর্ত্তিই দেখিতেছিলে; ক্রমে আমি যখন আমার স্বরূপের কথা তোমায় বলিতে লাগিলাম, যখন আমার বিভূতির বর্ণনা করিলাম, তখন তুমি আমার কৃষ্ণমূর্ত্তিকেই ভাবে দেখিতে লাগিলে। সেই জন্য কৃষ্ণমূর্ত্তির স্বরূপ যে চৈতন্য তাহার স্ফুরণ হইল হইয়া তুমি বিশ্বরূপে সেই চৈতন্যের প্রকাশ দেখিতে পাইলে—সেই অধিষ্ঠান চৈতন্যের উপর মায়িক ব্যাপার যেরূপ হইতেছে তাহাও দেখিলে। তবেই দেখ সাকার মূর্ত্তি উপাসনাতেও আমার স্বরূপে আসা যায়। সমস্ত বিশ্বে আমিই আছি। যদি বিশ্ব বলিয়া কিছু থাকে তাহা আমারই উপরে ভাসিয়াছে; আমিই বিশ্বরূপ—ইহার অনুভবেও সংসার-সাগর হইতে মুক্ত হওয়া যায় ক্রমে কৈবল্য মুক্তিলাভ হয়। অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আমিই আছি—অন্য কিছুই আর সাধকের নিকটে ভাসে না। একাগ্র সমাধি দ্বারাও নিরোধ সমাধি—

জাত কৈবল্যভাব ধারণা করা যায়। সাধারণ জীব যে ভাবে থাকে, সাধক আত্মাকে বিশ্বরূপে লাভ করিতে গেলে যে তদপেক্ষা অত্যন্ত ক্লেশ পায় ইহাত বুঝিতেছ কিন্তু যাঁহারা অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা করেন তাঁহাদের ক্লেশ আরও অধিক কারণ তাঁহাদের কোন প্রকার অবলম্বন থাকে না। কিছুই অবলম্বন নাই অথচ চিত্ত নিঃসঙ্গ-অবস্থায় স্থিতি লাভ করিতেছে, ইহাতে ক্লেশ অধিকতর। দেহ, জগৎ, মন—সমস্তই মুছিয়া ফেলিয়া চিত্তকে শূন্য ভাবে অবস্থান করাইতে হইবে ইহাতে যে অধিকতর ক্লেশ আছে তাহাত ধারণা করিতে পারিতেছ? আবার নিগুর্ণ ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী হইতে হইলে সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া সদ্‌গুরুর নিকটে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিয়া পরে তত্ত্বমস্যাদি বিচার চাই।

অর্জ্জুন—নিরাকার উপাসনা বা নিগুর্ণ উপাসনা কিরূপ আর একবার বল।

ভগবান্—ব্রহ্ম নিরাকার, ব্রহ্ম নিগুর্ণ। তিনি নিঃসঙ্গ। তাঁহার মতন অন্য কিছুই নাই। তাঁহার সহিত কোন কিছুর কোন সম্পর্কও নাই। তিনি অতি সূক্ষ্ম। আকাশ সর্ব্বব্যাপী, আকাশ সূক্ষ্ম আমরা বলি। আকাশ কিন্তু শূন্য মাত্র। সদা পূর্ণ তিনি শূন্য অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, তিনি ব্যাপক। এই ব্রহ্মভাব গুরু মুখে শ্রবণ করিযা যখন সাধনা দ্বারা ঐ ভাবে স্থিতি হয়—তখনই নিগুর্ণ উপাসনা হয়। উপসমীমে আসন বসা বা স্থিতি। ভক্তিমার্গে—মানসে শ্রীমূর্ত্তির নিকটে স্থিতি, জ্ঞানমার্গে সেইভাবে স্থিতি। নিঃসঙ্গ ভাবে স্থিতির নাম নিগুর্ণ উপাসনা। অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আবার বলি শ্রবণ কর। দৃশ্য আর কিছুই দেখি না—নিঃসঙ্গ হইয়া গিয়াছি—মহাশূন্য স্বরূপে অবস্থান করিতেছি—যে অবস্থায় দেহ নাই, জগৎ নাই, কোন ভোগের কিছুই নাই এইরূপে আত্মাকে আত্মার যথার্থ স্বরূপে অর্থাৎ চিন্মাত্রে, বা সন্মাত্রে বা আনন্দ স্বরূপে—স্থিতি লাভ করানই জ্ঞান মার্গের ফল—নিগুর্ণ উপাসনা।

ঐ যে মহাশূন্যরূপে স্থিতির কথা বলা হইল, লোকে বলে শূন্যত অভাব পদার্থ-স্বস্বরূপে স্থিতি কি তবে অভাব পদার্থ? তাহা নহে, আত্মা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়াই মহাশূন্যের সহিত তুলনা। আত্মা কিন্তু অভাব পদার্থ নহেন। আত্মা পূর্ণ পদার্থ। তিনি সৎচিৎ আনন্দ।

শুধু আত্মাকে এই রূপে জানিলেই যে নিগুর্ণ উপাসনা হইল তাহা নহে। ভোগের আস্বাদ যতদিন থাকে ততদিন বন্ধন। আত্মা অসঙ্গ, উদাসীন ইহা জানিলেও ভোগাভিমান ত্যাগ ব্যতীত স্বস্বরূপে স্থিতি হয় না। "অনাস্বাদিত ভোগস্য কুতোভোজ্যানুভূতয়ঃ" দেহ আছে ইহার অনুভবও যেমন ভোগ, আবার দৃশ্য আছে ইহাও সেইরূপ ভোগ। নিগুর্ণ উপাসককে ভোগ ত্যাগ করিতে হয়, সেই জন্য ঐ উপাসনার ক্লেশ অধিকতর।

এই শ্লোকের শেষ অংশে আমিই ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি, বলিতেছি যতদিন দেহাভিমান থাকে ততদিন অব্যক্ত পদপ্রাপ্তি হইতেই পারে না; ততদিন অব্যক্তনিষ্ঠায় অধিকতর ক্লেশ। যাহারা অধিকারী নহে তাহাদের পক্ষে ভক্তিপথ অপেক্ষা জ্ঞানপথে অধিকতর ক্লেশ ত হইবেই। কিন্তু যাঁহারা ভাবেন অব্যক্ত উপাসনার অধিকার, কোন মানুষের হইতে পারে না তাঁহারা ভ্রান্ত। আমি এরূপ কিছুই বলিতেছিনা সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ং (৯।২) অধিকারীরপক্ষে নিগুর্ণ উপাসনায় কোন আয়াস নাই। শ্রুতি বলেন কৈবল্যমুক্তি ভিন্ন সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তিরূপ

পরমানন্দে নিত্য স্থিতি অন্যকিছুতেই হইতে পারে না। শ্রুতিবাক্য এই "অতঃ সর্ব্বেষাং কৈবল্যমুক্তির্জ্ঞানমাত্রেণোক্তা। ন কর্ম্ম-সাংখ্য-যোগোপাসনাদিভিরিত্যুপনিষৎ। অতএব জানা যাইতেছে যে কৈবল্যমুক্তি বা যথার্থমুক্তি কেবল জ্ঞানের দ্বারাই সাধিত হয়। কর্ম্মযোগ সাংখ্য-যোগ বা উপাসনাদি দ্বারা হয়না। জ্ঞানদ্বারাই মুক্তি, আবার ভক্তি দ্বারা জ্ঞান। বিনা-ভক্তিতে জ্ঞানলাভও হয় না কৈবল্যমুক্তিও হয় না।

অর্জ্জুন—আমি নির্গুণ উপাসনার অধিকারী নই, বুঝিতেছি। কিন্তু নির্গুণ উপাসনা বা জ্ঞানে কাহার অধিকার ?

ভগবান্—অদ্রুতচিত্তস্য নির্ব্বেদপূর্ব্বকং তত্ত্বজ্ঞানম্। দ্রুতচিত্তস্য তু ভগবৎ-কথা শ্রবণাদি ভগবদ্ধর্ম্মাঃ শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকা ভক্তিরিত্যধিকারভেদেন দ্বয়মপ্যুপাত্তম্। "যাহাদের চিত্ত অত্যন্ত নীরস কিছুতেই দ্রব হয়না, গলেনা, তাহারাই ঐহিক সম্পদে নির্ব্বিন্ন হওয়ার পর তত্ত্বজ্ঞানের পথ বা অদ্বয়বাদের পথ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু যাহাদের চিত্ত সেরূপ শক্তিশালী নহে, সেরূপ তীব্র নহে, যাহাদের চিত্ত দ্রুতি-প্রবণ—সহজেই গলিয়া যায়, তাহারা ঐহিক সম্পদে নির্ব্বিন্ন হওয়ার পর সদ্বয় বাদের উপদিষ্ট ভক্তির পথ আশ্রয় করিবেন"।

অর্জ্জুন—আরএকটি কথা জিজ্ঞাসা করি। ভক্তিমার্গে কি ইন্দ্রিয় নিরোধ করিতে হয় না ? নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম জ্ঞানলাভ করিতে হইলেত ইন্দ্রিয় রোধ আবশ্যক। কিন্তু স্রোতস্বিনীর গতি রোধ করা যেমন দুষ্কর ইন্দ্রিয় রোধ করাও ত সেইরূপ দুষ্কর।

ভগবান্—জ্ঞান মার্গের উপদেশ একবারে কামনা ত্যাগ কর, একবারে ভোগেচ্ছা ত্যাগ কর, একবারে ইন্দ্রিয় রোধ কর। ইচ্ছাত্যাগব্যতীত মুক্তি হইবে না। আর ইহা পারিলেই সদ্যোমুক্তি। কিন্তু একবারে সকল কামনা ত্যাগ করিতে সকলে পারে না, সকল ভোগেচ্ছা ত্যাগে সকলে সমর্থ হয় না, একবারে ইন্দ্রিয়রোধ সকলে পারে না। সেই জন্য ভক্তিমার্গের উপদেশ একবারে সকল কামনা ত্যাগ করিতে না পার—শুভ কামনা কর ; সকল ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিতে না পার শুভ ভোগেচ্ছা কর—ভগবানের প্রসাদ বলিয়া সেবা কর, একবারে দেখা শুনা ত্যাগ করিতে না পার আচ্ছা শ্রীমূর্ত্তির রূপই দেখ, তাঁহার গুণের কথাই শ্রবণ কর। ভক্তিমার্গে সেই জন্য ক্রমমুক্তির বিধান আছে। আমি নির্গুণ-উপাসনার নিন্দা করিলাম না, কিন্তু সকলে যে ইহার অধিকারী নহে তাহাই বলিলাম। ক্রমমুক্তি হইলে শেষে সদ্যোমুক্তি হইবেই। কারণ অন্যপ্রকার মুক্তিতে আংশিক দুঃখ নিবৃত্তি হয় মাত্র, কিন্তু কৈবল্য মুক্তি ভিন্ন পরমানন্দে চিরস্থিতি হইবে না। শ্রুতি স্মৃতি একবাক্যে ইহাই বলেন।

ঋষিগণ ইহাও বলেন যে ভক্তি ভিন্ন জ্ঞান লাভ কিছুতেই হইতে পারে না। ভগবান্ ব্যাস বলিয়াছেন—মদ্ভক্তিবিমুখানাংহি শাস্ত্রমাত্রেষু মুহ্যতাম্। ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্যাত্তেষাং জন্মশতৈরপি॥ শ্রীভগবানে ভক্তি যদি না থাকে, তবে যতই কেন শাস্ত্র দেখনা, তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হইবে, শত জন্মেও জ্ঞান লাভ হইবে না, মুক্তি বা সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দে চিরতরে স্থিতি লাভও হইবে না। আত্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই। কিন্তু ভক্তি ভিন্ন জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই বলিয়া ভক্তিকেই মুক্তি বলা হয়। শ্রুতিবলেন "তস্মাৎ সর্ব্বেষামধিকারিণামনধিকারিণাং ভক্তিযোগ এব প্রশস্ততে। ভক্তিযোগো নিরুপদ্রবঃ। ভক্তিযোগান্মুক্তিঃ। বুদ্ধিমতা-

মনায়াসেনাচিরাদেব তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি। তৎ কথমিতি? ভক্তবৎসলঃ স্বয়মেব সর্ব্বেভ্যো মোক্ষবিঘ্নেভ্যো ভক্তিনিষ্ঠান্ সর্ব্বান্ পরিপালয়তি। সর্ব্বাভীষ্টান্ প্রযচ্ছতি। মোক্ষং দাপয়তি। ভক্ত্যাবিনা ব্রহ্মজ্ঞানং কদাঽপি ন জায়তে। তস্মাৎ ত্বমপি সর্ব্বোপায়ান্ পরিত্যজ্য ভক্তিমাশ্রয়। ভক্তিনিষ্ঠোভব। ভক্তিনিষ্ঠোভব। এখন সগুণ উপাসনার দ্বিতীয় স্তর যে ভক্তিযোগ, সেই ভক্তিযোগে করণীয় যাহা, তাহা শ্রবণ কর।

যে তু সর্ব্বাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥৬॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥৭॥

রা

যে তু সর্ব্বাণি লৌকিকানি দেহযাত্রাশেষভূতানি দেহধারণার্থানি

রা

চাশনাদীনি কর্ম্মাণি বৈদিকানি চ যাগদানহোমতপঃ প্রভৃতীনি কর্ম্মাণি

শ ম নী

ময়ি ঈশ্বরে সগুণে বাসুদেবে সগুণে বিশ্বরূপে তথাচ শ্রুতিঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ। এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য

শ্রী শ ম

প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ইতি॥ সংন্যস্য সমর্প্য মৎপরাঃ অহং ভগবান্-

ম শ ম

বাসুদেব এব পরঃ প্রকৃষ্টপ্রীতিবিষয়ো যেষাং তে তথাসন্তঃ মদেক-

বা ম

প্রয়োজনাঃ সন্তঃ অনন্যেন এব যোগেন ন বিদ্যতে মাং ভগবন্তং মুক্ত্বা অন্-

ম স নী

ন্যদালম্বনং যস্য তাদৃশেনৈব যোগেন সমাধিনা যদ্বা অনন্যেন ভেদশূন্যেন অহমেবভগবান্ বাসুদেব ইতি পরমেশ্বরেঽহংগ্রহলক্ষণেন যোগেন চেতঃ

ম

সমাধানেন মাং ভগবন্তং বাসুদেবং সকলসৌন্দর্য্যসারনিধানমানন্দঘন-বিগ্রহং দ্বিভুজং চতুর্ভুজং বা সমস্তজনমনোমোহিনীং মুরলীমতিমনো-

হরেঃ সপ্তভিঃ স্বরৈরাপূরয়ন্তং বা দরকমলকৌমোদকীরথাঙ্গসঙ্গিপাণি-
শ
পল্লবং বা নরসিংহরাঘবাদিরূপং বা যথাদর্শিতরূপং বিশ্বরূপং বা ধ্যায়ন্তঃ
শ
চিন্তয়ন্তঃ উপাসতে সমানাকারমবিচ্ছিন্নং চিত্তবৃত্তিপ্রবাহং সংতম্বতে
ম নী নী
সমীপবর্ত্তিতয়া আসতে তিষ্ঠন্তি বা তত্রৈব ধ্যানে ঐশ্বর্য্যং লভন্তে ইতি বা
ম শ
হে পার্থ ! তেষাং ময্যাবেশিতচেতসাং ময়ি বিশ্বরূপে আবেশিতম্
শ শ
সমাহিতম্ একাগ্রতয়া প্রবেশিতং চেতো যেষাং তে ময্যাবেশিতচেতস-
শ শ শ ম ম
স্তেষাং মদুপাসনৈকপরাণাং অহং ঈশ্বরঃ সততোপাসিতো ভগবান্
শ
মৃত্যুসংসারসাগরাৎ মৃত্যুযুক্তঃ সংসারো মৃত্যুসংসারঃ স এব সাগর-
শ শ ম
বৎ, সাগরোদুরুত্তরত্বাৎ তস্মাৎ সমুদ্ধর্ত্তা সম্যগনায়াসেন উদূর্দ্ধে সর্ব্ব-
ম
বাধারধিভূতে শুদ্ধে ব্রহ্মণি ধর্ত্তা ধারয়িতা জ্ঞানাবৃষ্টন্তদানেন ইতি
নী শ ম
সমুদ্ধরণকর্ত্তা ইতি বা ভবৎ ন চিরাৎ ক্ষিপ্রমেব তস্মিন্নেব জন্মনি
ভবামি ॥৬। ৭॥

যাঁহারা কিন্তু সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া আমাতেই চিত্ত একাগ্র করিয়া আমাকে ধ্যান করিতে করিতে উপাসনা করেন ; হে পার্থ ! আমি সেই মদুপাসনপরায়ণদিগকে মৃত্যুযুক্ত সংসার-সাগর হইতে অচিরে [এই জন্মেই তত্ত্বজ্ঞান দিয়া] উদ্ধার করিয়া থাকি ॥৬। ৭॥

অর্জ্জুন—অধিকারী না হইলে নির্গুণ উপাসনা—নিঃসঙ্গ আত্মভাবে স্থিতি যে অধিকতর ক্লেশ তাহা বুঝিলাম কিন্তু সগুণ উপাসনার প্রধান সুবিধা এই যে ভক্তকে তুমি নিজে উদ্ধার কর। ভক্ত কিরূপ আচরণ করিলে তুমি তাঁহাকে মৃত্যুসংসার সাগর পার করিয়া দাও তাহাই বল।

ভগবান্—(১) সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করা চাই। [সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য)

(২) আমি ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে প্রীতি থাকা চাইনা। [মৎপরাঃ]

(৩) চিত্তকে একাগ্র করিয়া আমি মাত্র অবলম্বন হওয়া চাই। [অনন্যেনৈব যোগেন]

(৪) আমাকে ধ্যান করিতে করিতে উপাসনা করা চাই। [ধ্যায়ন্ত উপাসতে]

যে ভক্ত তাঁহার সর্ব্ব কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিতে পারেন অর্থাৎ তিনি যখন আর তাঁহার কোন কর্ম্মেরই কর্ত্তা নহেন বুঝিতে পারেন—আমিই তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম করিয়া দিতেছি অনুভব করেন—যখন তাঁহার কর্ত্তা অভিমান থাকে না তিনি তখনই মৎপরায়ণ হন; যিনি আমাতেই চিত্ত সমাধান করেন; আমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া—আমাকে ধ্যান করিতে করিতে উপাসনা তাঁহার হয়—যে ভক্তের চিত্ত অন্য কোন বিষয়ে আর যায় না কেবল আমাতেই প্রবিষ্ট হয় এরূপ ভক্তকে আমি উদ্ধার করি। ধ্যায়ন্ত উপাসতে বলিতেছি—কারণ মনকে বিষয়শূন্য করিলেই ধ্যান হয়। ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ। মন হইতে বিষয় চিন্তা দূর করিয়া যখন কোন অবলম্বনে ব্রহ্মভাব স্থাপন করা হয় তখনই 'ধ্যায়ন্ত উপাসতে' হয়।

অর্জ্জুন—নিত্যকর্ম্ম—সন্ধ্যাপূজা উপাসনাদি, নৈমিত্তিক কর্ম্ম—যেমন গ্রহণে স্নান, পুত্রের জন্য যজ্ঞ ইত্যাদি, এবং স্বাভাবিক কর্ম্ম যে আহার নিদ্রাদি—অথবা লৌকিক ও বৈদিক, সমস্ত কর্ম্ম যদি তোমাতে অর্পণ করা যায়, তবেই ত মন বিষয়শূন্য হয়। সেই মন দ্বারা ইষ্টমূর্ত্তিকে ব্রহ্মভাবে দেখিতে পারিলেই ত ভক্তের অপরাপর অবস্থা আপনা হইতেই আইসে। যদি একটি নিশ্বাসও তোমার স্মরণ ভিন্ন বাহির না হয়, যদি কোন কর্ম্মে আমি করিতেছি এই ভাবটি না জাগে; আহার, নিদ্রা, ভ্রমণ, উপবেশন, শয়ন, কথোপকথন, সন্ধ্যা, পূজা, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা; চুপ করিয়া থাকা; কোন কিছুতে আমি করিতেছি বা আমি কর্ত্তা ইহা মনে না হয় তবেই ত সর্ব্বদা তোমাতে দৃষ্টি থাকে—তুমি যেন আমার মধ্যে কোথাও আছ, আর তোমার প্রকৃতি কর্ম্ম করিতেছে আমি নাই এই বোধ হইয়া যাইবে। তোমার প্রকৃতিটা ইন্দ্রজাল তুলিতেছে তোমার উপর, চিত্ত-চিত্রকর অধিষ্ঠান চৈতন্যের উপর স্বপ্ন-চিত্র আঁকিতেছে—কিন্তু শূন্যে চিত্র যেমন আঁকা যায় না, সেইরূপ অতি সূক্ষ্ম মহাশূন্য স্বরূপ পূর্ণ যে তুমি তোমাকে অবলম্বন করিয়া মিথ্যা কল্পনা ভিন্ন কোন চিত্রই আঁকা যায় না অথচ কল্পনায় একটা আঁকা মত জগৎ দেখাইতেছে—এই জগৎচিত্রের স্বরূপ দেখিতে গেলেই যখন বুঝিতে পারা যাইবে তুমিই আছ অন্য কিছুই নাই, তখন সমস্ত কর্ম্ম তোমাতে অর্পণ হইয়াছিল বলিয়া—কর্ম্মশূন্য অবস্থা আসিবে তবেই দেখি নির্গুণ উপাসনাও যা, অহং কর্ত্তা—আমি করিতেছি—এই অভিমান ত্যাগ করিয়া তোমাকে দেখাও তাই। জ্ঞানী একবারে অহং কর্ত্তা অভিমান ত্যাগ করিতে পারেন ভক্তিতে দাস আমি অভিমান রাখিয়া কর্ম্ম করিতে হয় এই ত ভেদ?

ভগবান্—জ্ঞানী ও ভক্ত আমার নিকটে যখন আসেন, সিদ্ধাবস্থার যত যত নিকটে আসেন, ততই উভয়েই এক। যতদিন দূরে থাকেন, যতদিন সাধন পথে থাকেন, ততদিন তাঁহাদের অবস্থা ভিন্ন। পরবর্ত্তী শ্লোকে ইহা বলিব। এই কর্ম্মার্পণটি তুমি বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখ। নবম অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে তৎকুরুষ মদর্পণম্, পঞ্চম অধ্যায়ের ১৩ ও ১০ শ্লোকে সর্ব্ব কর্ম্মাণি মনসাসন্ন্যস্যাস্তেও • ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি ৪র্থ অধ্যায়ের ৪১ শ্লোকে যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং তৃতীয় অধ্যায়ের ৩০ শ্লোকে ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্ম-চেতসা ইত্যাদি—এই সমস্তে কর্ম্মার্পণ কি তাহা বলিয়াছি। সর্ব্ব কর্ম্ম কিরূপে আত্মাতে অর্পণ করিতে হয়—ইহা বুঝিয়া অভ্যাস করিতে পারিলেই জানিবে আমি তোমায় উদ্ধার কর্ত্তা আছিই। আমি এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনাটি আর একবার সংক্ষেপে বলি শ্রবণ কর।

ব্রহ্ম সমুদ্র সর্ব্বদা শান্ত। আকারবান্ যাহা দেখ, সেই শান্ত সমুদ্রের তরঙ্গ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। শান্ত ব্রহ্ম সমুদ্র ও চঞ্চল সমুদ্র তরঙ্গ চঞ্চলতায় ভিন্ন হইলেও পদার্থটি একই। এই জন্য চঞ্চলভাব ত্যাগ করিতে পারিলেই সর্ব্বত্র আমিই আছি অনুভব করিতে পারিবে। জীবের চঞ্চলতাই তাহার মন ও বিষয়ের মুক্তাবস্থা। কিন্তু মনের সত্তা সেই অধিষ্ঠান চৈতন্য। সঙ্কল্প বিকল্প অধিষ্ঠানচৈতন্যের উপর সূক্ষ্মবিষয়-তরঙ্গ মাত্র। প্রথম অবস্থায় যাহা সঙ্কল্প মাত্র, তাহাই পুনঃ পুনঃ উদয় হইতে হইতে কর্ম্ম অবস্থা প্রাপ্ত হয়—কর্ম্ম আবার বাহিরে আসিতে হইলে যন্ত্রের মধ্যদিয়া আইসে—এই ভাবে স্থূল জগৎ একটা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অব্যক্ত শক্তি ব্যক্তাবস্থায় স্থূল জগৎ হইয়া যায় কিরূপে পূর্ব্বে তাহা আলোচনা করিয়াছি। এখন স্থূল জগৎ ছাড়িয়া সাধক—সমস্ত কর্ম্মের আদি অবস্থা যে সঙ্কল্প তাহাই অধিষ্ঠান চৈতন্যে বা শ্রীভগবানে অর্পণ করিবেন। অর্থাৎ শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়া একদিকে মনকে নির্ব্বিষয় করিতে থাকিবেন অন্যদিকে শ্রীভগবানের ভাব দিয়া অন্য সমস্ত ভুলিবেন। শক্তিমানের উপর শক্তি কার্য্য করিতেছে—স্থির জলাশয়ের উপর বুদ্ বুদ্ উঠিতেছে মিলাইয়া যাইতেছে—মনের ভিত্তি যে, অধিষ্ঠান চৈতন্য, তাহার উপর শক্তির বিকার যে সঙ্কল্প বিকল্প, তাহাই উঠিতেছে—তুমি শক্তিমানের উপর শক্তির খেলারূপ কর্ম্মে আমি কর্ত্তা অভিমান কর কেন? আমি কর্ত্তা অভিমান করিও না—কর্ম্ম হইয়া গেলে সে কর্ম্ম ভগবানের কর্ম্ম অথবা প্রকৃতির কর্ম্ম—প্রকৃতি দ্বারা ভগবানে ইহা অর্পিত মাত্র। তুমি স্থূল দেহ ইন্দ্রিয় মন দ্বারা কর্ম্ম করিলেও তোমার ভাবনা সেই শান্ত পরমব্রহ্ম—এই জন্য কোন অভিমান বা কর্ম্মে অহংকর্ত্তা বোধ তোমার থাকিতেছে না। যেমন চক্ষের উন্মেষ নিমেষ বা শ্বাস প্রশ্বাস আপনা হইতে হয় সেইরূপ। অহংকর্ত্তা এই অভিমান ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কর—সাধনা দ্বারা এই ভাবে কর্ম্ম হউক; তুমি সর্ব্বদাই আমার ভাবনা উপভোগ করিতেছ বলিয়া কর্ম্ম হইলেও সেই কর্ম্মে তোমার অভিমান নাই বলিয়া কর্ম্মগুলি আমাতে অর্পিত হইল। জ্ঞানীর কর্ম্মার্পণ ইহাই। জ্ঞানী একবারে অহংকর্ত্তা অভিমান ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করেন, ভক্ত একবারে অহং-কর্ত্তা ত্যাগ করেন না, তিনি যে অহং অভিমানটা রাখেন সেটা দাসোহহং এই অভিমান। আমি দাস তুমি প্রভু। দাসের কর্ম্ম প্রভুর সন্তোষের জন্য—কোনরূপ নিজের ফলাকাঙ্ক্ষা দাসের

থাকে না। নিতান্ত আবশ্যকীয় সাধনা ইহা, বলিয়া বহুবার আলোচনা করা হইল। শুধু বুঝিলেই হইবে না—ইহার অভ্যাস করিয়া সিদ্ধিলাভ করাই প্রয়োজন। কর্ম্মার্পণ হইলেই মৎপর হইতে পারিলে। মনঃ সংযম্যমচ্চিত্তোযুক্ত আসীত মৎপরঃ ৬।১৪ স্মরণ কর।

কর্ম্মার্পণ সম্বন্ধে শাস্ত্র বাক্যও সংক্ষেপে শুনিয়া রাখ। "হে অর্জ্জুন! তুমি আত্মদেহ শান্তব্রহ্মময় ভাবিয়া আত্মকর্ম্মকেও ব্রহ্মময় করিতে চেষ্টা কর এবং সেই আত্মকর্ম্মও আবার যদি ব্রহ্মে সমর্পণ করিতে পার তাহা হইলে ক্ষণ মধ্যে ব্রহ্মভাবে স্থিতি লাভ করিতে পারিবে।" "আর যদি তুমি নিগুর্ণ ব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞানে অসমর্থ হও, তাহা হইলে সগুণ ঈশ্বরে তোমার সমস্ত কার্য্য "সমর্পণ কর, আর সেই ঈশ্বরাত্মা হইয়া নিরাময় হও।"

কর্ত্তা—অর্থ যে করে সে। প্রকৃতিই কর্ম্ম করেন বলিয়া তিনি কর্ত্রী। এইটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া "অভিমানী আমিকে অধোমুখ করাই অর্থাৎ প্রকাশ হইতে না দেওয়াই" কর্ম্মকে ব্রহ্মে অর্পণ করা।

"আমার গুণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা আমাতে ভক্তিমান্ হও। জ্ঞান যজ্ঞ কর্ম্মযজ্ঞাদি দ্বারা আমারই যজন করিতে থাক আমার উদ্দেশে সর্ব্বদা নমস্কার কর। হে অর্জ্জুন! এই প্রকার যোগে "মদ্যাবেশিত চেতসাম্" হইয়া আমার প্রতি চিত্তনিবেশ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইতে পারিবে। "হে কুন্তীনন্দন! হোম, দান, ভোজন, অথবা যাহা করিতেছ বা কর অথবা যাহা করিবে তৎসমস্তই সেই আত্মাব্রহ্ম ইহা জানিয়া স্থিরতা অবলম্বন কর। যাহার অন্তরে যদাকার চিত্ত হইয়া থাকে, সে নিশ্চয়ই তাহা প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ, তাঁহারা উপস্থিত কর্ম্মকে ব্রহ্ম ভাবিয়া কেবল যথা প্রাপ্ত কর্ম্ম করিয়াই যান—কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা করেন না।"

"কর্ম্মের আসক্তিকেই জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কর্ম্ম স্বয়ং না করিলেও যখন কর্ম্মে আসক্তি থাকে তখন কর্ত্তৃত্ব আসিয়া পড়ে।" আসক্তি ত্যাগ হইলেই অহংকর্ত্তা অভিমান থাকে না। অহংকর্ত্তা অভিমান না থাকিলেই কর্ম্ম ব্রহ্মে বা ঈশ্বরে অর্পিত হয়, জানিও।

অর্জ্জুন—কর্ম্মার্পণ তত্ত্বটি বুঝিতেছি। আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি—ভক্তকে তুমি নিজে উদ্ধার কর। জ্ঞানীকে নিজেই সমস্ত করিতে হয়। প্রচুর ক্লেশ করিয়া যাহা লাভ করা যায়, তাহার ফল ত অধিক হয়!

ভগবান্—এই গীতাশাস্ত্রে অল্প ক্লেশে যাহাতে অধিক ফল লাভ হয়, তাহাই আমার উপদেশ। কর্ম্মের কৌশল না জানিলে লোকে কর্ম্ম জন্য অত্যন্ত ক্লেশ পায় কিন্তু কৌশল জানিয়া কর্ম্ম করিলে অতি অল্প আয়াসে মহৎফল লাভ হয়।

আবার উপাসনা সম্বন্ধেও যাহাতে অল্প ক্লেশে অধিক ফল লাভ হয় এখানে তাহাই বলিতেছি। উপাসনা সগুণ ও নিগুর্ণ ভেদে দুই প্রকার। আমার সগুণ উপাসনাও বিশ্বরূপ উপাসনাও মূর্ত্তি উপাসনা ভেদে দুই প্রকার। গীতার প্রথম হইতে দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত যে নিগুর্ণ উপাসনার পথ তাহা বলিয়াছি। একাদশে স্পষ্ট করিয়া সগুণ উপাসনার কথা বলিয়াছি। অব্যক্ত মূর্ত্তি আমি, আমার বিভূতি পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া যখন উপাসনা করিতে বলিতেছি,

তখন ইহা নির্গুণে স্থিতি লাভ জন্ম সগুণ উপাসনা। সগুণ উপাসনা নির্গুণ ব্রহ্মরূপে স্থিতি লাভ জন্ম উপাসনা অপেক্ষা সুখকর। শ্রুতি বলেন সগুণ উপাসনা দ্বারাও হিরণ্যগর্ভ হইতে শ্রেষ্ঠ পরমাত্মার কৃপায় তাঁহাতে স্থিতি হয়।

"স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ম্ পুরুষমীক্ষতে"—ভক্ত বলেন "সম্প্রাপ্ত-হিরণ্যগর্ভৈশ্বর্য্যঃ ভোগান্তে এতস্মাজ্জীবঘনাৎ সমষ্টিরূপাৎ পরাচ্ছেষ্ঠাৎ হিরণ্যগর্ভাৎ পরং বিলক্ষণং শ্রেষ্ঠং পুরিশয়ং স্বহৃদয়গুহানিবিষ্টং পুরুষং পূর্ণং প্রত্যগভিন্নমদ্বিতীয়ং পরমাত্মানমীক্ষতে স্বয়মাবির্ভূতেন বেদান্তপ্রমাণেন সাক্ষাৎকরোতি' তাবতা চ মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। তথাচ বিনাপি প্রাগুক্ত ক্লেশেন সগুণব্রহ্মবিদামীশ্বর প্রসাদেন নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যা-ফলপ্রাপ্তিরিতি।

নির্গুণ উপাসনার ক্লেশ-অর্থাৎ সমস্তভোগেচ্ছা ত্যাগ যদি কেহ করিতে না পারে, তাহা হইলেও যে ভক্ত সর্ব্বতোভাবে আমার সগুণরূপকে আশ্রয় করে তাহাকে আমি স্বয়ং মৃত্যু সংসার সাগর পার করিয়া দিয়া থাকি। আর একবার ইহা বলি শ্রবণ করণ।

বিশ্বরূপই সগুণ ব্রহ্ম। সগুণ ব্রহ্ম-সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে বিশ্বমূর্ত্তি বিশিষ্ট ও মায়া মানুষ মূর্ত্তি বিশিষ্ট। বিশ্বমূর্ত্তির ও আবার স্থূল ও সূক্ষ্ম আকার আছে। সূক্ষ্ম আকারে তিনি হিরণ্যগর্ভ। ইনিই জীব-ঘন। শ্রুতির জীবঘনাৎ অর্থে সমষ্টিরূপাৎ। জীব চৈতন্য সমূহের সমষ্টি যিনি তিনিই হিরণ্যগর্ভ। ইনিই স্থূল আকারে বিরাটপুরুষ। হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট এই দুয়ের কোন একটির উপাসনাকে সগুণ উপাসনা বলা হয়। যাঁহারা সগুণ উপাসনা করেন তাঁহারা "এষম আত্মান্তর্হৃদয়ে" ছান্দোগ্য-শ্রুতিঃ—নিজ হৃদয়ে যে চৈতন্য পুরুষ আছেন তাঁহাকেই হিরণ্যগর্ভরূপে অর্থাৎ সমষ্টি জীবরূপে ভাবনা করেন। ইহা সগুণ উপাসনা: এই পুরুষ সম্বন্ধেই পুরুষ-সূক্ত বলেন "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্ব্বতঃস্পৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্। [বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠ-দশাঙ্গুলম্ ইতি বা।

সর্ব্বপ্রাণিসমষ্টিরূপো ব্রহ্মাণ্ডদেহো বিরাড়াখ্যো যঃ পুরুষঃ সোঽয়ং সহস্রশীর্ষা। স পুরুষো-হৃৎপদ্মমধ্যে জ্ঞানরূপোঽতিষ্ঠৎ। স পুরুষো ভূমিং ব্রহ্মাণ্ডগোলকরূপাং বিশ্বতঃ সর্ব্বতো বৃত্বা পরিবেষ্ট্য দশাঙ্গুল পরিমিতং দেশমত্যতিষ্ঠদতিক্রম্য ব্যবস্থিতঃ। দশাঙ্গুলমিত্যুপলক্ষণম্—ব্রহ্মাণ্ডাৎ বহিরপি সর্ব্বতো ব্যাপ্যাবস্থিত ইত্যর্থঃ।

সর্ব্বপ্রাণি-সমষ্টিরূপ যে পুরুষ, এই ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার দেহ, তিনিই হিরণ্যগর্ভ। তিনিই সহস্রশীর্ষা। এই পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড-গোলকরূপ বিশ্বকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও যাহা আছে তাহাকেও ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। ইঁহার সম্বন্ধে শ্রুতি আরও বলেন—যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃপুরুষঃ—যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃপুরুষঃ ইত্যাদি।

যাঁহারা মূর্ত্তি উপাসনা করেন, তাঁহারা মূর্ত্তির আকার অবলম্বন করিয়া তাঁহার বিরাট-বিশ্বআকার চিন্তা করেন।

পাতালং তে পাদমূলং পার্ষ্ণিস্তব মহাতলম্।
রসাতলং তে গুল্ফৌতু তলাতল মিতীর্য্যতে॥

* * * * * *

উরঃস্থলং তে জ্যোতীংষি গ্রীবা তে মহউচ্যতে।

* * * * *

হাসো মোহকরী মায়া সৃষ্টিস্তেঽপাঙ্গমোক্ষণম্ ॥

* * * * *

সমুদ্রাঃ সপ্ত তে কুক্ষি নাড্যোনদ্যস্তব প্রভো।
রোমাণি বৃক্ষৌষধয়ো রেতোবৃষ্টি স্তব প্রভো ॥
মহিমা জ্ঞানশক্তিস্তে এবং স্থূলং বপুস্তব।
যদস্মিন্ স্থূলরূপে তে মনঃ সন্ধার্য্যতে নরৈঃ ॥
অনায়াসেন মুক্তিঃস্যাদতোঽন্যন্নহি কিঞ্চন ॥

এই স্থূলরূপে মন ধারণ করিলেও প্রেমভক্তির উদয় হয়। স্থূলরূপ হইতে সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভে মন গমন করে। পরে হিরণ্যগর্ভ হইতেও শ্রেষ্ঠ হৃদয়গুহা নিবিষ্ট পূর্ণ পরমাত্মা দর্শন দিয়া থাকেন। পরমেশ্বর কৃপাকরিয়া এইরূপ সাধককে সংসার সাগর হইতে ক্রমমুক্তি দিয়া উদ্ধার করেন।

দেখা গেল সগুণ উপাসনার মধ্যেই মূর্ত্তি-উপাসনা রহিয়াছে। মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়াই বিশ্বরূপের উপাসনা করিতে হয়। ব্রাহ্মণের গায়ত্রীতে এই জন্য গায়ত্রীর ধ্যান করিয়া তবে তিনি যে বিশ্বরূপিণী ইহা ভাবনা করিতে হয়। করিলে গায়ত্রীই সাধকের ধীশক্তিকে মোক্ষপথে প্রেরণ করেন।

অর্থাৎ সগুণ উপাসনা করিতে করিতে ক্রম অনুসারে জীব-সমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পূর্ণ, অদ্বিতীয়, হৃদয়গুহা নিবিষ্ট পুরুষের দর্শন হয়। ঐ পুরুষ স্বয়ং আবির্ভূত হয়েন। তাঁহার সাক্ষাৎ কারেই মুক্তি হয়। সগুণ হইতে নির্গুণে যাওয়ার কথা এইখানে বলা হইল। সগুণ-উপাসনা করিতে করিতে আমি সাধককে আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া সংসারসাগর পার করিয়া দিয়া থাকি। সেই জন্য পরশ্লোকে বলিতেছি, ময্যেব মন আধৎস্ব ইত্যাদি।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥৮॥

শ ম শ
ময়ি এব বিশ্বরূপ-ঈশ্বরে সগুণে ব্রহ্মণি মনঃ সঙ্কল্পবিকল্পকাত্মকং

শ ম ম
আধৎস্ব স্থাপয় সর্ব্বা মনোবৃত্তীর্মদ্বিষয়া এব কুরু ময়ি বুদ্ধিং ব্যবসায়ং

শ ম ম
কুর্ব্বতীং বুদ্ধিং নিবেশয় সর্ব্বা বুদ্ধিবৃত্তীর্মদ্বিষয়া এব কুরু বিষয়ান্তর-

শ ম শ শ
পরিত্যাগেন সর্ব্বদা মাং চিন্তয়েত্যর্থঃ ততস্তেন কিং স্যাদিতিশৃণু অতঃ

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চভাব্যম্।
উতামৃতত্ব স্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২ ॥

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড—যাহাছিল, যাহা হইবে, যাহা এখনও আছে—সমস্তই তাঁহার অবয়ব। একবার ভাবনা কর সমস্ত জগৎ তিনি,' আবার এই কল্পে বর্ত্তমান যে সমস্ত প্রাণী দেহ—গত কল্পের ও আগামি কল্প সমস্তেরও প্রাণী দেহ এই বিরাট পুরুষ। "উত অপিচ"। আরও তিনি অমৃতত্বের—মোক্ষের ও স্বামী, মোক্ষদাতা ও তিনি। যদ্ যস্মাৎ কারণাৎ অন্নেন প্রাণিনামন্নেন ভোগ্যেন নিমিত্তেন অতিরোহতি স্বকীয়াং কারণাবস্থামতিক্রম্য পরিদৃশ্যমানাং জগদবস্থাং স্বীকরোতি। এই পুরুষই প্রাণিগণের মোক্ষদাতা। প্রাণিগণ জীবিত থাকিয়া মোক্ষলাভ করিবে এই জন্য তিনি অব্যক্ত কারণাবস্থাত্যাগ করিয়া ব্যক্ত কার্য্যাবস্থা বা জগদ্রূপতা স্বীকার করিয়াছেন। কর্ম্মফল ভোগ শেষ না করিলে জীবের মুক্তি নাই। অথচ মহাপ্রলয়ে সমস্ত প্রাণী যখন আপন আপন অনন্ত কোটি সংস্কার সহ পুরুষে লীন থাকে, তখন ঐ পুরুষ যদি জগদাবস্থা স্বীকার না করেন তবে জীবের মোক্ষ কিরূপে হয়? তস্মাৎ প্রাণিনাং কর্ম্মফল ভোগায় জগদাবস্থা স্বীকারান্নেদং তস্য বস্তুত্বমিত্যর্থঃ।

এই বিরাট পুরুষের সামর্থ্য বা মহিমার কথা শ্রবণ কর।

এতাবানস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ৩৩ ॥

এই পুরুষ কত শ্রেষ্ঠ—ইঁহার মহিমার কথা একবার ভাবনা করিয়া দেখ—কি সামর্থ্য ইঁহার। অনন্তকোটি জীব পূরিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ড সমূহ উপস্থিত যাহা বর্ত্তমান, যাহা হইয়া গিয়াছে যাহা হইবে—অস্যপুরুষস্য বিশ্বা সর্ব্বাণি ভূতানি কালত্রয়বর্ত্তীনি প্রাণিজাতানি পাদশ্চতুর্থাংশঃ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান জীবপুঞ্জ (জড় চেতন সমস্তই জীব) ইঁহার একদেশে। অস্য পুরুষস্যাবশিষ্টং ত্রিপাদ্ স্বরূপং অমৃতং বিনাশরহিতং সৎ দিবি দ্যোতনাত্মকে স্বপ্রকাশস্বরূপে ব্যবতিষ্ঠত ইতি শেষঃ।

এই মহিমান্বিত পুরুষের অবশিষ্ট ত্রিপাৎ অবিনাশী থাকিয়া আপন স্বপ্রকাশ স্বরূপে অবস্থিত। শ্রুতি অন্যত্র ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন।

"পাদচতুষ্টয়াত্মকং ব্রহ্ম। তত্রৈকমবিদ্যাপাদং। পাদত্রয়মমৃতং ভবতি। তমসস্ত পরং-জ্যোতিঃ পরমাঽনন্দলক্ষণম্। পাদত্রয়াঽত্মকং ব্রহ্মকৈবল্যং শাশ্বতং পরমিতি।

বেদাঽহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণংতমসঃ পরস্তাৎ।
তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি নাঽন্যঃ পন্থাবিদ্যতেঽয়নায় ॥

সর্ব্বেষাং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে। সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং পরং জ্যোতিস্তমসউপরি বিভাতি। যদেকমব্যক্তমনন্তরূপং বিশ্বং পুরাণং তমসঃ পরস্তাৎ। তদেবর্তং তদুসত্যমাহুস্তদেব সত্যং তদেব ব্রহ্ম পরমং বিশুদ্ধং কথ্যতে। তমঃ শব্দেনাঽবিদ্যা" "বিদ্যানন্দতুরীয়াখ্যপাদত্রয়মমৃতং ভবতি অবশিষ্টমবিদ্যাশ্রয়মিতি।

আরও শ্রবণ কর। সগুণব্রহ্মে মন স্থাপন করিতে হইলে সগুণব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য শ্রবণ

করা আবশ্যক। আবার এই সগুণব্রহ্মের উপরে যে নির্গুণ পরমাত্মা—তাঁহার সহিত ইঁহার সম্বন্ধও শ্রবণ করা আবশ্যক তাই বেদ নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে সর্ব্বদাই একসঙ্গেই বলিতেছেন।

ইহাও স্মরণ রাখঃ—যদ্যপি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যাম্নাতস্য পরব্রহ্মণ ইয়ত্তায়া অভবাৎ পাদচতুষ্টয়ং নিরূপয়িতুমশক্যং তথাঽপি জগদিদং ব্রহ্মস্বরূপাপেক্ষয়াঽল্পমিতি বিবক্ষিতত্বাৎ পাদত্বোপন্যাসঃ॥

সত্যজ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম সীমাশূন্য। ইঁহার পরিমাণ হয় না। কাজেই পাদচতুষ্টয় নিরূপণ করাও যায় না। তথাপি এই জগৎ ব্রহ্মের সহিত তুলনায় অল্পমাত্রই বলিতে হইবে। নির্গুণ ব্রহ্ম নিরবয়ব হইলেও তাঁহার মায়ার অবয়ব বা পরিচ্ছেদ আছে। এই মায়ার অবয়বত্ব তাঁহাতে আরোপ করা হয়। উপাসনার জন্য যিনি অংশ শূন্য তাঁহাতে অংশের আরোপ হয়। স্ত্রীপুত্র অন্ন পানাদি না থাকিলে যেমন ভোগ হয় না সেইরূপ উপাসনা করিতে হইলে মায়ার বা অজ্ঞানের অংশ গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রহ্মকে মায়িক ভাবে হৃদয়ে রাখিয়াই উপাসনা হয়। নতুবা বিনা মায়ার সাহায্যে সেই অবিজ্ঞাত স্বরূপ ব্রহ্ম কখনই ধ্যানের বিষয় হইতে পারেন না।

ব্রহ্মসূত্র ৩য় অধ্যায়ের ২ পাদের ৩৪ সূত্রে "বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ"—ইহাতে এই মাত্র বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মকে পাদযুক্ত করিয়া বিরাটরূপে বর্ণনা করা হয় কারণ উপাসনার নিমিত্ত স্থূলরূপ আবশ্যক বস্তুতঃ ব্রহ্মের কোন পাদই নাই।

ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি॥ ৪॥

চতুষ্পাদ্‌লক্ষণ পুরুষের এই ত্রিপাদ্ পুরুষ ঊর্দ্ধে উদিত রহিয়াছেন। তাঁহার এক পাদ মাত্র মায়াতে পুনঃ পুনঃ আসিতেছে। অস্মাদজ্ঞানকার্য্যাৎ সংসারাৎ বহির্ভূতোঽত্রত্যৈর্গুণ দোষৈরস্পৃষ্ট উৎকর্ষেণ স্থিতবান্। স্থিতস্য তস্যযোঽয়ং পাদোলেশঃ সোঽয়মিহ মায়ায়াং পুনরভবৎ সৃষ্টিসংহারাভ্যাং পুনঃ পুনরাগচ্ছতি। আমিও গীতাতে বলিতেছি "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদিতি।" ততো মায়ায়ামাগত্যানন্তরং বিষ্বঙ্ দেবতির্য্যগাদিরূপেণ বিবিধঃ সন্ ব্যক্রামৎ ব্যাপ্তবান্। কিং কৃত্বা? সাশনানশনে অভি। অভি লক্ষ্য সাশনং ভোজনাদি ব্যবহারোপেতং চেতনং প্রাণিজাতম্ তদ্রহিতমচেতনং গিরিনদ্যাদিকম্ তদুভয়ং যথা স্যাত্তথা স্বয়মেব বিবিধোভূত্বা ব্যাপ্তবানিত্যর্থঃ।

পরম পুরুষ মায়াতে আসিবার পর চেতন-অচেতন-বহুল বিবিধ ব্রহ্মাণ্ড হইয়া ব্যাপিয়া রহিয়াছেন।

নির্গুণব্রহ্ম সর্ব্বদা নির্গুণ থাকিলেও যখন তাঁহার এক পাদে মায়ার খেলা হয় তখন তিন পাদে তিনি আপন শুদ্ধ মুক্ত স্বভাবে থাকিয়াও অবিদ্যা পাদেই কেবল তিনি বদ্ধ ভান করেন অন্য তিন পাদ গুণেরদ্বারা বদ্ধ হয় না। সমুদ্রের এক দেশে ঝড় উঠিলেও অন্য অংশ যদি শান্ত থাকে তবে সমস্ত সমুদ্র ঝড় আলোড়িত হইতেছে বলা যায় না। বরং ঝড়ালোড়িত অংশ লক্ষ্য করিয়া বলা যায় যে সমস্ত স্বস্বরূপে থাকিয়াও এক অংশে ঝড়ের আন্দোলনে

বাহিরের মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়াই হউক—সাধক নিম্নলিখিত ভাবে ঐ অবলম্বনকে লক্ষ্য করিয়া বলুন :—

হে প্রভু! বেদ তোমাকে অবিজ্ঞাত স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন—আমার মন তোমার কাছে যাইতে কুণ্ঠিত হয়, বাক্য তোমার নিকট যাইতে পারে না—হে ব্রহ্মরূপিন্। হে হিরণ্য গর্ভ! আমি তোমাকে নমস্কার করি।

যোগিগণ হৃদাকাশে জ্যোতিরূপে তোমারই ধ্যান করেন তোমাকে নমস্কার।

তুমিই কালরূপে সকলের ধ্বংস কর, তুমিই প্রকৃতিরূপে—গুণত্রয় স্বরূপে প্রকাশিত হও।

সত্ত্ব রূপে তুমি বিষ্ণু। রজোরূপে তুমি ব্রহ্মা। তমোরূপে তুমি রুদ্র! হে স্থিতিসর্গান্তকারি! তোমাকে নমস্কার!

হে প্রভু! তুমিই বুদ্ধি! তুমিই অহঙ্কার। তুমিই পঞ্চতন্মাত্র। তুমিই কর্ম্মেন্দ্রিয়াত্মা, তুমিই বুদ্ধীন্দ্রিয়াত্মা! তুমিই বিষয়াত্মা, তুমি ক্ষিত্যাদি পঞ্চরূপ, তোমাকে নমস্কার।

নমো ব্রহ্মাণ্ডরূপায় তদন্তর্ব্বর্ত্তিনে নমঃ।
অর্ব্বাচীন পরাচীন বিশ্বরূপায় তে নমঃ॥

তুমি ব্রহ্মাণ্ডরূপ তোমাকে নমস্কার, তুমি ব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তী যাবৎ বস্তুর অন্তর্যামী পুরুষ, তোমাকে নমস্কার, তুমি চিরনূতন তোমাকে নমস্কার, তুমি চিরপ্রাচীন, তোমাকে নমস্কার, হে বিশ্বরূপিন্ তোমাকে নমস্কার।

অনিত্য জগৎরূপে তুমি, নিত্যব্রহ্মরূপে তুমি—অনিত্যানিত্যরূপায় তুমি, সৎ ও অসতের পতি তুমি, তোমাকে নমস্কার।

তুমি সমস্ত ভক্তজনের প্রতি কৃপাবশে স্বেচ্ছাধৃতবিগ্রহ তোমাকে নমস্কার।

হে প্রভু! তুমিই সমস্ত, তোমাতেই সমস্ত, তুমিই স্তোতা, তুমিই স্তুতি, তুমিই স্তব্য—এই জগতে যাহা কিছু আছে তুমিই তাহা—সমস্ত জগৎ তোমাদ্বারা আচ্ছাদিত, নমোহস্তুভূয়োপি নমোনমস্তে। তোমাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার। প্রত্যহ আত্মকর্ম্মের আদিতে অন্তে নিয়মপূর্ব্বক এইরূপে স্তবস্তুতি করিতে অভ্যাস কর—এক অপূর্ব্ব বিশ্বরূপভাবে হৃদয় সর্ব্বদা পূর্ণ হইয়া থাকিবে। পরে আমি তোমার সহিত মিশিয়া রহিলাম ভাবনা করিয়া সেই পরম পুরুষে স্থিতি লাভ কর।

প্রার্থনা ও স্তব-স্তুতির কথা বলা হইল তাহার পরে উপাসনা। ব্রাহ্মণগণ যে গায়ত্রীর উপাসনা করেন তাহা সগুণব্রহ্মেরই উপাসনা ইহা বিরাটেরই উপাসনা। যিনি অবিজ্ঞাত-স্বরূপ, যিনি নিগুর্ণব্রহ্ম তাঁহার উপাসনা ইহা নহে। কেহ কেহ বলেন :—

যঃ ওঁকারগম্যঃ ভূর্ভুবঃস্বর্জনকঃ বিরাট্‌পুরুষঃ ঈশ্বরঃ সবিতুর্দেবস্য মণ্ডলান্তর্গতঃ শ্রেষ্ঠতরঃ প্রকাশকঃ তেজোরূপঃ অস্মাকং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধেঃ প্রেরকঃ সোঽহমিতি চিন্তয়াম ইত্যর্থঃ। এতেন শুদ্ধচৈতন্যাত্মকং ব্রহ্মাহমস্মীতি জীবব্রহ্মৈক্যচিন্তনমেব পর্য্যবসিতম্। তত্র সামর্থ্যাভাবে ধ্যেয়ঃসদা সবিতৃমণ্ডলেতি প্রভৃতয়ঃ। মন্ত্রার্থস্তু নিরাকারোপাসনা। আদিত্য-মণ্ডলমধ্যস্থিতনারায়ণধ্যানং সাকারোপাসনা। এইরূপ ব্যাখ্যা সকলে বুঝিবে না। ব্রহ্ম আপন

নির্গুণ নির্লিপ্ত নিঃসঙ্গ স্বরূপে যখন অবস্থিত, শ্রুতি যাঁহাকে অনির্দ্দেশ্য অব্যয় অক্ষর পুরুষ বলেন, যিনি মায়ামলশূন্য বলিয়া অবিজ্ঞাত স্বরূপ তিনিই-নিরাকার ; তদ্ভিন্ন যখন ব্রহ্ম মায়াকে অঙ্গীকার করেন, করিয়া সগুণ বিশ্বরূপ ধারণ করেন তখনই তিনি সাকার। মায়ার পরিচ্ছেদ আছে—সীমা আছে—কারণ ত্রিপাদ-ব্রহ্ম মায়া শূন্য, একমাত্র অবিদ্যা পাদেই মায়ার খেলা।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সগুণব্রহ্মই মায়া-মানুষরূপে অবতার গ্রহণ করেন। এই জন্য বিশ্বরূপে মন ধারণা করিতে যাঁহারা অসমর্থ তাঁহারা সবিতৃমণ্ডল মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী সরসিজাসন 'নারায়ণকে ধ্যান করিয়া তিনিই বিশ্বরূপ এইভাবে চিন্তা করিবেন। এখন শ্রবণ কর বিশ্বরূপের উপাসনা কিরূপ ভাবে করিলে তাঁহাতে "মন আধৎস্ব" হয়।

ব্রাহ্মণগণ শিবপূজা কালে যে অষ্টমূর্ত্তির পূজা করেন তাহাও বিশ্বরূপেরই পূজা। বলা হয় সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ, ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ, রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ, উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ, ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ, পশুপতয়ে যজমান মূর্ত্তয়ে নমঃ, মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ, ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ।

এই যে বিশ্বরূপ, ইনি অচিন্ত্যশক্তি—পরিচ্ছিন্ন অধিষ্ঠান চৈতন্য। চৈতন্য ভাবে লক্ষ্য করিয়া ইঁহাকে পুরুষবলা হয় আবার শক্তি ভাবে লক্ষ্য করিয়া ইঁহাকেই প্রকৃতি বলা হয়। ফলে শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বলিয়া—পুরুষ প্রকৃতি উভয় রূপেই ইঁহার উপাসনা হয়। ব্রাহ্মণেরা ইহাঁকেই গায়ত্রী বলেন। সন্ধ্যাসময়ে এই বিশ্বরূপের মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় হে সলিলাধিষ্ঠিত চৈতন্য তুমি আমাদিগের কল্যাণ কর, আমাদের পাপমল ধৌত কর আমাদের তাপ দূর কর। এই জগতে যতদিন আছি ততদিন অন্নের সংস্থান করিয়া দাও এবং অন্তে সেই রমণীয় দর্শনের সহিত মিলন করাইয়া দাও। হে জলরূপিন্! তোমার পুণ্যরসে আমাদিগকে আপ্যায়িত কর। এই প্রার্থনা গুলিও উপাসনার অঙ্গ। পরে সূক্ষ্মমূর্ত্তি—হিরণ্যগর্ভ সম্বন্ধে ভাবনা করিতে হয়। যিনি এই বিশ্ব পুনঃ পুনঃ নির্ম্মাণ করিতেছেন, কেমন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে ঋত সত্যরূপী পরব্রহ্ম ভাসিয়া উঠেন—কেমন করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করনে, রুদ্র নাশ করেন—তাহা ভাবনা করিতে হয়। "ময্যেব মন আধৎস্ব" ইহার মধ্যে এত আছে। ইহাও পর্য্যাপ্ত নহে।

বিশ্বরূপের উপাসকগণই ভক্ত ও যোগী। ভক্তগণের কথা বর্ণা হইল। কিন্তু যোগী তাঁহাকে জ্যোতিরূপে ভাবনা করেন। নক্ষত্ররূপী কূটস্থ জ্যোতিকে অখণ্ডমণ্ডলকার, চরাচরব্যাপী শ্রীগুরু মূর্ত্তিকে তাঁহারা ধ্যান করেন। বিন্দু জ্যোতির উপরে বিশ্বরূপের ভাব আরোপ করিয়া তাঁহারা সমাধিস্থ হয়েন, হইয়া স্বস্বরূপে অবস্থান করেন। গায়ত্রীউপাসক ব্রাহ্মণেরা যেমন ব্রহ্মরূপিণী গায়ত্রীর কুমারী যুবতী বৃদ্ধা মূর্ত্তিকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া তাঁহাকেই বিশ্বরূপে উপাসনা করেন, যোগিগণও প্রণবরূপী পরমাত্মার নক্ষত্র-জ্যোতি ধ্যান করিতে করিতে তিনিই যে বিশ্বরূপ তাহার ভাবনা করিয়া স্থিতি লাভ করেন।

অর্জ্জুন—মন আধৎস্ব বুঝিলাম—এখন ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়—কিরূপ তাহা বল।

ভগবান্—বিষয় বাসনা ত্যাগ করিয়া, বিষয়চিন্তা ত্যাগ করিয়া, প্রার্থনা, স্তব স্তুতি, উপাসনা

লইয়া থাকিতে থাকিতে মন বিশ্বরূপে বা সগুণব্রহ্মে স্থাপিত হইবে। ইহাই মনকে আমাতে ধারণা।

ধারণার পরেই আমাতে ধ্যান ও সমাধি করিতে হইবে। বুদ্ধিকে আমাতে প্রবেশ করাইতে হইবে ইহাই ধ্যান। ধ্যানের পরেই সমাধি। পরের শ্লোকে বলিতেছি ইহাই চিত্তসমাধান—অথ চিত্তংসমাধাতুং ন শক্নোসি ময়িস্থিরম্ ইত্যাদি।

অর্জ্জুন—ধ্যানদ্বারা বুদ্ধি তোমাতে প্রবিষ্ট,কিরূপে হইবে?

ভগবান্—দুইস্থানে দুইটি আলোক দেখা যাইতেছে। একটি ক্ষুদ্র একটি বৃহৎ। ক্ষুদ্রটি বৃহতে যখন প্রবেশ করে, করিয়া এক হইয়া যায় তখন হইল ধ্যান ও সমাধি। ধ্যানটি এই মিলন; সমাধি মিলনে স্থিতি।

বুদ্ধি কি? না নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি। কিসের নিশ্চয়? অনাত্মা যাহা তাহার সহিত আত্মার কোন সাদৃশ্য নাই। আত্মা অনাত্মা হইতে পৃথক ইহাই বুদ্ধির প্রথম বিচার। বুদ্ধির শেষ বিচার হইতেছে আত্মাকে অনাত্মা হইতে পৃথক জানিলেও আত্মা যেন খণ্ড, যেন পরিচ্ছিন্ন, যেন দেহের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয—কিন্তু এই আত্মাই সেই অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মা—এইরূপ ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়ক যে নিশ্চয়তা তাহাই বুদ্ধির শেষ বিচার।

যখন তুমি ধ্যান কর, তখন তোমার আত্মজ্যোতি বা হৃদয়স্থ জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ সেই পরমাত্ম জ্যোতিতে বা সেই জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বরূপ পুরুষে মিলিত হইতে থাকে। যখন এই মিলন ব্যাপার পূর্ণরূপে সংঘটিত হয় তখনই ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে সমাধি আইসে। যতদিন প্রার্থনা বা স্তব স্তুতিতে উপাসনা থাকে ততদিন ঠিক সমাধি হয় না। প্রার্থনা, উপাসনা দ্বারা ধ্যান পরিপক্ক হইলেই বুদ্ধি আমাতে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। সূর্য্য উদয়ে যেমন লোকগণ স্বস্বকর্ম্মে প্রেরিত হয় সেইরূপ পরমসূর্য্য প্রকাশে—বুদ্ধি আমাতেই প্রবিষ্ট হয়। ব্রাহ্মণেরা গায়ত্রী-ধ্যানে—প্রথমে প্রণব মধ্যে গায়ত্রী-মূর্ত্তি বসাইয়া পরে তাহাই যে ত্রিলোক আচ্ছাদন করিয়া আছেন,—ঐ মূর্ত্তির চক্ষে চক্ষু দিয়া ইহাই ভাবনা করিতে থাকেন তখন অন্য সমস্ত ভুল হইয়া যায়, বুদ্ধি একাগ্র হইয়া সমাধি লাভ করে। সবিতু দেবস্য বরেণ্যং ভর্গোধীমহি। ধীমহি এই জন্য বলা হইয়াছে। সর্ব্বকালে এই ভর্গকে স্মরণ করিতে হয়। প্রাতে উঠিয়াই ভাবনা করিতে হয—

প্রাতঃস্মরামি দেবস্য সবিতুর্ভর্গ-মাত্মনঃ।
বরেণ্যং তদ্ধিয়ো যো ন শ্চিদানন্দেপ্রচোদয়াৎ॥

সর্ব্বভাব প্রসবিতা জ্ঞানস্বরূপ যে আত্মদেব তাঁহার পূজনীয় জ্যোতিকে স্মরণ করি—কারণ ঐ জ্যোতিঃ আমাদিগের চিত্তকে জ্ঞানানন্দে প্রেরণ করেন।

মন আধৎস্ব ও বুদ্ধিং নিবেশয় ইহা দ্বারা বহিরঙ্গ সাধনার পরে ধারণা ধ্যান সমাধিরূপ অন্তরঙ্গ সাধনার কথা বলিলাম। যোগী ভক্ত জ্ঞানী সকলেরই ইহা প্রয়োজন। যোগীর, যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার রূপ বহিরঙ্গ সাধনা এই ধারণা ধ্যান সমাধি জন্য। ভক্ত ও জ্ঞানীর সগুণব্রহ্ম ও তন্মধ্যগত মূর্ত্তি সম্বন্ধে শ্রবণ মনন ইত্যাদি ব্যাপার এই নিদিধ্যাসন জন্য। ধ্যান হইলেই বুদ্ধি আমাতে প্রবেশ করিল, তখনই সমাধান হইল।

চিত্ত কখন কখন জগৎ মার্জ্জনা করিতে না পারিলেও ভগবানের রূপ গুণ ইত্যাদিতে আকৃষ্ট হইয়া সমাধি লাভ করে কিন্তু সে সমাধি হইতে ব্যুত্থান আছে কারণ তাহা লয় পূর্ব্বক সমাধি মাত্র—মনের সংস্কার দূর রূপ বা দৃশ্য মার্জ্জন রূপ বিচার সেখানে হয় নাই। কাজেই ভিতরের সংস্কার নিদ্রিত হইয়া কিছুদিন চিত্তকে সমাধিতে থাকিতে দিলেও—ঐ সংস্কার আবার প্রবুদ্ধ হইয়া চিত্তকে সমাধিচ্যুত করে। এই জন্য দৃশ্যজ্ঞান মার্জ্জনের পর যে সমাধি, যে সমাধিতে বুদ্ধি দৃশ্য প্রপঞ্চকে অনাত্মা জানিয়া, পূর্ণরূপে বিষয় বৈরাগ্য লইয়া ধ্যানাসক্ত হয়, সেই সমাধিই নির্ব্বিকল্প সমাধি। জ্ঞানী ভক্ত ও যোগীর সমাধির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি স্মরণ কর। (৬।১৫ শ্লোক ৫৩৮ পৃষ্ঠা হইতে ৫৪১ পৃষ্ঠা)

অর্জ্জুন—অতিসুন্দর। আমি তোমার শ্রীমুখ হইতে মন আধৎস্ব ও বুদ্ধিং নিবেশয় শুনিতে শুনিতে যেন সেই রাজ্যে চলিয়া যাইতেছি। তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন আমি এই যুদ্ধাদি সংসার কর্ম্ম অবসানে—আত্মদেব তুমি—তোমায় লইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিতে স্থিতি লাভ করিতে পারি।

ভগবান্—তথাস্তু।

অর্জ্জুন—আর এক কথা—অতঊর্দ্ধংন সংশয়ঃ যে বলিতেছ তাহাতে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে মন ও বুদ্ধি তোমাতে যে সর্ব্বদা রাখিতে পারিতেছে তাহাকেও দেহান্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে? দেহান্ত ভিন্ন তোমাতে নিত্যবাস তাঁহার হইবে না?

ভগবান্—পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি অব্যক্ত অক্ষরের উপাসক যিনি, যিনি নিগুর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, নিঃসঙ্গ ভাবে স্থিতি লাভই যাঁহার স্বস্বরূপ অবস্থান, সমস্ত দৃশ্য মার্জ্জন করিয়া আপনাতে আপনি যিনি আছেন—এইরূপ নিগুর্ণ উপাসক মাত্রই সদ্যোমুক্ত। স্মরণ রাখিও উপাসনা অর্থ এখানে সর্ব্বোচ্চ অবস্থাতে বা স্বস্বরূপে স্থিতি। উপাসনার নিম্নস্তরের অর্থ উপ সমীপে আসন অবস্থান। সমীপে অবস্থান করিতে করিতে তদ্রূপেই যে স্থিতি তাঁহাই উপাসনার শেষ অবস্থা।

এইরূপ নিগুর্ণ উপাসক সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন :—

তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বদা ভিন্নমাত্মানং হৃদি-ভাবয়।
বুদ্ধ্যাদিভ্যো বহিঃ সর্ব্বমনুবর্ত্তস্ব মা খিদ॥
ভুঞ্জন্ প্রারব্ধমখিলং সুখং বা দুঃখ মেব বা।
প্রবাহ পতিতং কার্য্যং কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥
বাহ্যে সর্ব্বত্র কর্ত্তৃত্ব মাবহন্নপি রাঘব।
অন্তঃশুদ্ধ স্বভাবস্ত্বং লিপ্যসে ন চ কর্ম্মভিঃ॥

অন্তর বাহিরের সর্ব্বভাব ও সর্ব্বপদার্থ হইতে ভিন্ন যে আত্মা তুমি তাহাই; ইহা সর্ব্বদা হৃদয়ে ভাবনা কর। উত্তম বুদ্ধিদ্বারা তুমি নিঃসঙ্গ, তুমি আপনিই আপনি এই বিচারটি দৃঢ়রূপে নিশ্চয় করিয়া লোকব্যবহারের অনুবর্ত্তী হইয়া চল। সুখ বা দুঃখ যাহাই আসুক—সমস্তই প্রারব্ধ ভাবিয়া অবিচলিত ভাবে ভোগ করিয়া চল। যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মে মাত্র স্পন্দিত হইয়া

সংসারে প্রবাহপতিত ভাবে কর্ম্ম করিলেও তুমি কিছুতেই লিপ্ত হইবেনা। বাহ্য সমস্ত বিষয়ে একটা মৌখিক কর্তৃত্ব রাখিয়া কার্য্য করিতেছ, কিন্তু তুমি নির্ম্মল স্বভাব—এইভাবে কর্ম্ম করিলেও তুমি কর্ম্মফলে লিপ্ত হইবে না।

এই ভাবে প্রারব্ধ ক্ষয় কর। তুমি ত সদ্যোমুক্ত। প্রারব্ধ ক্ষয় হইয়া গেলেও তোমার প্রাণের উৎক্রমণ নাই; দেহ থাক্ বা না থাক্ কিছুতেই তোমার বিচলিত ভাব নাই। নির্গুণ উপাসককে দেহান্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় না। তিনি এই জীবনেই দেহাদিকে মিথ্যা জানিয়া সর্ব্বদা আপনাতে আপনি অবস্থিত—তিনি আমাতেই অবস্থিত। কিন্তু সগুণ সাধকের জন্য ক্রম মুক্তি। মৃত্যুর পরে দেবযানে ইঁহাদের গতি। আতিবাহিক দেহে—যে দেহের অতি বহন হয় সেই দেহে তিনি ক্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোকে নীত হয়েন। পরে ব্রহ্মার সহিত ইঁহারা আমাকর্তৃক মুক্তি লাভ করেন। আমার কৃপা ভিন্ন সগুণ সাধকের আত্মজ্ঞানের উদয় হয় না। আমার কৃপায় আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে তবে দেহান্তে আমাতেই

শ্রী

স্থিতি লাভ হয়। আমার ভক্ত বলেন "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তেত্যাদি পূর্ব্বং ভগবতা প্রতিজ্ঞাতং ন চ আত্মজ্ঞানং বিনা সংসারোদ্ধরণং সম্ভবতীতি তত্ত্বজ্ঞানোপদেশার্থং প্রকৃতি পুরুষ বিবেকাধ্যায়

শ্রী

আরভ্যতে"। সগুণ উপাসককে বা ভক্তকে ভগবান সংসার হইতে উদ্ধার করেন। কিন্তু আত্মজ্ঞান ভিন্ন সংসারোদ্ধার হয় না সেই জন্য প্রকৃতি পুরুষ বিবেকরূপ তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ আমি ত্রয়োদশে আরম্ভ করিব।

অর্জ্জুন—সগুণউপাসকও কি নিশ্চয়ই তোমাকে পাইবে?

ভগবান্—ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

অর্জ্জুন—মন ও বুদ্ধি তোমার বিশ্বরূপেই স্থিরকরিতে ত বলিতেছ?

ভগবান—মণির যেমন ঝলক স্বভাবতঃ উঠে সেইরূপে চিন্মণির ঝলকে এই বিশ্বরূপ ভাসিয়াছে। সকলবস্তুর স্বরূপটিই আমি। আমাকে যেমন অন্তরে ধ্যান কর সেইরূপ প্রতিবস্তুতেই আমাকে দেখিতে চেষ্টা কর, আমাকে স্মরণ কর। বিশ্বরূপে আমাকে ভজনা করিতে করিতে বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি যখন হইয়া যাইবে তখন তুমি কৃতার্থ হইয়া গেলে।

অর্জ্জুন—ময্যেব মন আধৎস্ব—ইহাতে যে ময়ি শব্দ আছে—তাহার অর্থ কেহ কেহ এইরূপ বলেন "ময্যেব ন তু স্বাত্মনি" অর্থাৎ ময়ি অর্থ শ্রীকৃষ্ণে, আত্মাতে নহে।

ভগবান্—শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে মন ধরিলে হইবে আর আত্মাতে মন ধারণা করিলে হইবে না—ইহা ত আমি বলি নাই। যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ ইত্যাদি ৩।১৭ শ্লোকে আত্মাতেই মন ধারণা করিতে বলিতেছি। আর শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিত চিত্তজড়িত আত্মারই মূর্ত্তি। অহংগ্রহোপাসনাতে আমিই বাসুদেব এই ভাবনা করিবে ইহা শ্রুতি বলেন। অহমেব ভগবান্ বাসুদেব ইতি পরমেশ্বরেঽহংগ্রহলক্ষণেন যোগেন চেতঃসমাধানেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে—ইহাও ত ঠিক কথা। আবার ব্রাহ্মণগণ যে গায়ত্রী উপাসনা করেন তাহাতেও কি আছে দেখ—য স্তথাভূতোভর্গোঽস্মান্ প্রেরয়তি স নানা দেবতাময় পরমব্রহ্মস্বরূপো ভূরাদি সপ্তলোকা প্রদীপবৎ

প্রকাশয়ন্ মদীয় জীবাত্মনং জ্যোতীরূপং সত্যাখ্যং সপ্তমং ব্রহ্মলোকং নীত্বা আত্মন্যেব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষা সহৈকভাবং করোতীতিচিন্তয়ন্ জপং কুর্য্যাৎ"।

সাম্প্রদায়িকতার জন্য শাস্ত্রার্থ বিকৃত করা সঙ্কীর্ণতা মাত্র।

অর্জ্জুন—"অতউর্দ্ধং" সন্ধি হইল না কেন ?

ভগবান্—এবঅত উর্দ্ধমিত্যত্র সন্ধ্যভাবঃ শ্লোকপূরণার্থঃ।

শ্লোক পূরণের জন্য এখানে সন্ধি হয় নাই।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়! ॥ ৯ ॥

শ শ নী
অথ এবং যথাঽবোচাম তথা বিশ্বরূপধারণায়ামশক্তং প্রতি আহ

নী নী নী শ ম
অথ যদি ময়ি বিশ্বেশ্বরে বিশ্বরূপে চিত্তং স্থিরং অচলং যথাস্যাত্তথা

শ শ্রী শ্রী শ
সমাধাতুং স্থাপয়িতুং ন শক্নোষি যদি ন শক্তোভবসি চেৎ ততঃ

শ্রী শ শ
তর্হি পশ্চাৎ অভ্যাসযোগেন চিত্তস্যৈকস্মিন্নালম্বনে সর্ব্বতঃ সমাহৃত্য

শ
পুনঃ পুনঃ স্থাপনমভ্যাসস্তৎপূর্ব্বকোযোগঃ সমাধানলক্ষণস্তেনাভ্যাস-

শ শ্রী শ্রী
যোগেন যদ্বা বিক্ষিপ্তং চিত্তং পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহৃত্য মদনুস্মরণলক্ষণো

শ্রী ম
যোঽভ্যাসযোগস্তেন যদ্বা একস্মিন্ প্রতিমাদাবলম্বনে সর্ব্বতঃ

ম ম শ ম ম
সমাহৃত্য চেতসঃ পুনঃ পুনঃ স্থাপনমভ্যাসস্তৎপূর্ব্বকো যোগঃ সমাধি-

ম নী
স্তেনাভ্যাসযোগেন যদ্বা চিত্তস্যৈকস্মিন্নাভ্যন্তরে বাহ্যে বা প্রতিমা-

দাবলম্বনে ইতি মাম্ বিশ্বরূপং আপ্তুং প্রাপ্তুং ইচ্ছ প্রার্থয়স্ব যতস্ব হে ধনঞ্জয়! বহূন্ শক্রন্ জিত্বা ধনমাহৃতবানসি রাজসূয়াত্থর্থমেকং মনঃ শক্রং জিত্বা তত্বজ্ঞানধনমাহরিষ্যসীতি ন তবাশ্চর্য্যমিতি সম্বোধনার্থঃ ইদানীং সগুণব্রহ্মধ্যানাশক্তানামশক্তিতারতম্যেন প্রথমম্ প্রতিমাদৌ বাহ্যে ভগবদ্ধ্যানাভ্যাসস্তদশক্তৌ ভাগবতধর্ম্মানুষ্ঠানং তদশক্তৌ সর্ব্ব-কর্ম্মফলত্যাগ ইতি ত্রীণি সাধনানি ত্রিভিঃ শ্লোকৈর্ব্বিধত্তে ॥ ৯ ॥

হে ধনঞ্জয়! যদি আমাতে [আমার বিশ্বরূপে] চিত্ত স্থিরভাবে স্থাপন করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে অভ্যাস যোগ সহকারে আমাকে [আমার বিশ্বরূপকে] পাইতে ইচ্ছা কর ॥ ৯ ॥

অর্জ্জুন—বিশ্বরূপ কি—সগুণব্রহ্ম কি—দৃঢ়ভাবে তাহা ধারণা করিয়া বিশ্বরূপে মিশিয়া বিশ্বরূপ হইয়া যিনি স্থিতি লাভ করিতে না পারিলেন তিনি কি করিবেন ?

ভগবান্—অভ্যাস যোগে বিশ্বরূপকে পাইবার ইচ্ছা করিতে হইবে।

অর্জ্জুন—অভ্যাস যোগ কি ?

ভগবান—অভ্যাস যোগ সম্বন্ধে কে কি বলিতেছেন শোন।

(১) চিত্তকে সমস্ত বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া কোন একটি অবলম্বনে পুনঃ পুনঃ স্থাপনের নাম অভ্যাস। অভ্যাস পূর্ব্বক যে যোগ বা চিত্ত সমাধান তাহার নাম অভ্যাস যোগ।

(২) অতিশয় সৌন্দর্য্যশালী, সৌশীল্য, সৌহার্দ্দ, বাৎসল্য, কারুণ্য, মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য, শৌর্য্য, বীর্য্য, পরাক্রম, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সত্যকামত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব, সকল কারণত্ব, অসংখ্যকল্যাণ-গুণসাগর স্বরূপ শ্রীভগবানে প্রেম পূর্ণ স্মৃতিরূপ অভ্যাসই অভ্যাসযোগ।

শ্রী

(৩) বিক্ষিপ্ত চিত্তকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহার করিয়া আমার স্মরণ রূপ অভ্যাস যোগদ্বারা।

ব

(৪) আমাতে চিত্তস্থাপনই অভ্যাস যোগ।

ম

(৫) প্রতিমাদি অবলম্বনে চিত্তকে সর্ব্বদিক হইতে প্রত্যাহার করিয়া পুনঃ পুনঃ আত্মায়

ম

স্থাপন করাই অভ্যাস। অভ্যাস পূর্ব্বক যে সমাধি তাহাই অভ্যাসযোগ।

(৬) ভিতরে জ্যোতিরভ্যন্তরস্থ প্রণবে বা ইষ্টমূর্ত্তিতে বা বাহিরে প্রতিমাদি অবলম্বনে চিত্তকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া পুনঃ পুনঃ স্থাপনের নাম অভ্যাস। অভ্যাস দ্বারা যে সমাধি তাহাই হইল অভ্যাস যোগ।

অভ্যাস যোগের এই যে নানাপ্রকার অর্থ উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা প্রায়ই একরূপ, বিশ্বরূপ হইয়া স্থিতিলাভ করিতে যদি না পার তবে ভিতরে কোন অবলম্বন গ্রহণ কর। ভ্রূমধ্যে জ্যোতির ভিতরে প্রণব, জ্যোতির মূর্ত্তি—ইহা হইল ভিতরের অবলম্বন। বাহিরে প্রতিমা ইহা হইল বাহিরের অবলম্বন।

একটি অবলম্বন গ্রহণ করিয়া সেইটিই যে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, সেইটিই যে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, সেইটিই যে ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত, বা পঞ্চতন্মাত্রা, বা অহংতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব, সেইটিই যে সমস্ত, অনুক্ষণ সেই অবলম্বনটিতে বিশ্বরূপের ভাবটি আরোপ করা। এইরূপ করিতে করিতে মূর্ত্তি অবলম্বনে বিশ্বরূপে পৌঁছিয়া বিশ্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে পারিবে।

ব্রাহ্মণগণ যে গায়ত্রী উপাসনা করেন তাহাতে কুমারী, যুবতী বা বৃদ্ধা—এইরূপ মূর্ত্তি অবলম্বন থাকে তাহাকেই প্রণব, ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্লোকব্যাপী বলা হয় তাহাই আমার সেই পরম পুরুষের বরণীয় ভর্গ বলিয়া ধ্যান করিতে হয়।

মূর্ত্তি হইতে বিশ্বরূপে পৌঁছিয়া তারপরে তোমার খণ্ড চৈতন্য সেই বিশ্বরূপ চৈতন্যে প্রবেশ করেন করিয়া তুমি তাই হইয়া স্থিতিলাভ করিলেই অভ্যাস যোগের ফল হইবে। ইহারই নাম অভ্যাস যোগদ্বারা বিশ্বরূপে স্থিতি।

ভিতরের বা বাহিরের কোন একটি অবলম্বন আশ্রয় করিয়া তাঁহাতেই বিশ্বরূপের ভাবগুলি পুনঃ পুনঃ আরোপ করিলে মূর্ত্তি অবলম্বনে বিশ্বরূপের উপাসনা হইল। বিশ্বরূপ—ভাবে অবলম্বনটিকে ভাবনা করিতে করিতে বিশ্বরূপেই স্থিতি লাভ হইবে। ইহাই অভ্যাস যোগের ফল।

কেহ কেহ অভ্যাস যোগ অর্থে স্মরণ অভ্যাস বলিতেছেন। আমার তুমি আছ—তুমি অনন্ত সৌন্দর্য্যশালী, অনন্তশক্তি সম্পন্ন, অনন্তগুণসাগর জন্ম-জরা ব্যাধি হইতে উদ্ধার সমর্থ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, ত্রিকোণ-মণ্ডল পারে জ্যোতির্ম্ময় মহাশূন্যে কনকভবনে অবস্থিত; ঐ কনক-ভবনে অবস্থান করিয়া পরম প্রেম-ভাবে তোমাকে স্মরণ করাও অভ্যাস যোগ। অভ্যাস যোগের যে দুইটি প্রকার ভেদ দেওয়া গেল তাহারা মূলে এক হইলেও সাধনায় তাহাদের কথঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। একটিতে সেই ভাবে স্থিতি, দ্বিতীয়টিতে সেবা করিতে করিতে নিকটে অবস্থা এই মাত্র প্রভেদ।

অর্জ্জুন—অবলম্বনটি যখন প্রতিমা হয় বা জ্যোতি হয় তখন ত ইহা জড়। জড়কে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া ভাবনা হইবে কিরূপে ?

ভগবান্—বাস্তবিক জড় বলিয়া কিছুই নাই। একমাত্র—সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যই—দৃশ্যপ্রপঞ্চ রূপে বহুমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। প্রতি জড়-বস্তুর মূলে সেই অধিষ্ঠান চৈতন্য আছেন। যে কোন বস্তুতে চিত্ত একাগ্র কর না কেন, একাগ্রতা লাভ হইলে যখন বস্তুর জড়-ভাব তিরোভূত হয় তখনই তিনি সেই চৈতন্যপুরুষ।

প্রতিমা জড়ই বটে। সীতা মূর্ত্তি, বা দুর্গা-মূর্ত্তি, বা কালীমূর্ত্তি—ইহারা ধাতু পাষাণ বা মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত। কিন্তু ইহার দ্বারা যাঁহাকে ভাবনা করা যায় তিনি কিন্তু চিন্ময়ী। শক্তিমূর্ত্তিকে মাতৃ ভাবে দেখিতে দেখিতে, শক্তিমূর্ত্তিকে স্নেহময়ী রক্ষয়িত্রী ভাবে ভাবনা করিতে করিতে যখন প্রতিমার জড়-ভাবটি কাটিয়া যায় তখনই যে ইহা জীবন্ত তাহা অনুভবে আইসে। জ্ঞানমার্গে নামরূপ বাদ দিতে পারিলে অস্তিভাতিপ্রিয়রূপ চেতনাই থাকেন ॥ ৯ ॥

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

(আ) অভ্যাসে অপি একমালম্বনং স্থূলং প্রতিমাদি (আ) সমাধানং ততোঽ-ভ্যন্তরে বিশ্বরূপে (আ) চিত্তৈকাগ্র্যং দ্বৈতাভিনিবেশাদভ্যাসাধীনে (আ) যোগেঽপি (রা) প্রাগুক্ত (রা) স্মৃত্যভ্যাসে বা (শ) অসমর্থঃ অশক্তঃ (বি) অসি যথা পিত্তদূষিতা রসনা মৎস্যণ্ডিকাং (বি) নেচ্ছতি তথৈবাবিদ্যাদূষিতং মনঃ তত্ত্বরূপাদিকং মধুরমপি (বি) ন গৃহ্ণাতীত্যতস্তেন দুর্গ্রহেণ মহাপ্রবলেন মনসা (বি) যোদ্ধুং ময়া নৈব শক্যতে ইতি মন্যসে চেৎ তর্হি (শ্রী) মৎকর্ম্মপরমঃ (শ) মদর্থং কর্ম্ম মৎকর্ম্ম (শ) তৎপরমো ভব (শ) মৎকর্ম্ম প্রধান ইত্যর্থঃ (ম) যদ্বা মৎ প্রীণনার্থং কর্ম্ম মৎকর্ম্ম

ম ম নী
শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভাগবতধর্ম্ম স্তৎপরম স্তদেক নিষ্ঠোভব যথা "শ্রবণং

নী
কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃস্মরণং পাদসেবনং। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-

নী
নিবেদনং" ইতি নববিধ ভজনাত্মকং ভগবৎ প্রীত্যর্থং কর্ম্ম মৎকর্ম্ম-

নী নী শ্রী
শব্দিতং তদেব পরমং অবশ্যং যস্য তাদৃশো ভব। অথবা মৎ প্রীত্যর্থানি

শ্রী
যানি কর্ম্মাণি একাদশ্যুপবাস ব্রত-পরিচর্য্যা পূজা নাম সংকীর্ত্তনাদীনি

শ্রী শ্রী রা
তদনুষ্ঠান মেব পরমং যস্য তাদৃশো ভব। অথবা মদীয়ানি কর্ম্মাণ্যালয়-

রা
নির্ম্মানোদ্যানকরণ প্রদীপা-রোপণ মার্জ্জনাভ্যুক্ষণোপলেপন পুষ্পাহরণ

রা
পূজনোদ্বর্ত্তন কীর্ত্তন প্রদক্ষীণ নমস্কার স্তুত্যাদীনি তান্যত্যর্থ প্রিয়ত্বেনা-

রা আ আ ম
চর। অভ্যাস যোগেন বিনা মদর্থং ভগবদর্থং কর্ম্মাণি ভগবৎধর্ম্ম-

বা না
সংজ্ঞকানি কুর্ব্বন্ অপি অত্যর্থপ্রিয়ত্বেনাচরন্নপি সিদ্ধিং সত্ত্বশুদ্ধিং

শ শ আ ম
যোগং জ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেন ব্রহ্মভাবং ব্রহ্মভাবলক্ষণাং সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানোৎ-

ম বি বি
পত্তিদ্বারেণ মৎস্মরণং বিনা প্রেমবৎ পার্ষদত্বলক্ষণাং সিদ্ধিং অবাপ্স্যসি

শ্রী
প্রাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

[একাগ্রতা] অভ্যাসেও যদি অসমর্থ হও তবে মৎ প্রীতিজন্য কর্ম্ম পরায়ণ হও। [অভ্যাসে অসমর্থ হইয়াও] আমার জন্য কর্ম্ম করিয়া গেলে সিদ্ধি [জ্ঞান প্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ সত্ত্ব-শুদ্ধি] লাভ করিবে ॥ ১০ ॥

অর্জ্জুন—যিনি যেরূপ সাধনা করিতে পারেন তাঁহাকে সেইরূপ সাধনা অবলম্বন করিতে ত বলিতেছ ?

প্রথম—নির্গুণ-উপাসনা—ইহার ফল সদ্যোমুক্তি। ইহাতে যিনি অসমর্থ তিনি সগুণ বিশ্বরূপের উপাসনা করিবেন।

দ্বিতীয়—সগুণঈশ্বরে বা বিশ্বরূপে মন ধরিতে হইবে এবং বুদ্ধি প্রবেশ করাইয়া বিশ্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে হইবে। ইহা যিনি না পারিবেন তিনি—

তৃতীয়—অভ্যাস যোগদ্বারা বিশ্বরূপে মন ও বুদ্ধি ধারণা করিবেন। একাগ্রতা অভ্যাসও যিনি না পারিবেন তিনি, তুমি বলিতেছ "মৎ কর্ম্ম পরম" হইবেন।

মৎকর্ম্ম পরম হওয়া কিরূপ তাহাই বল ?

ভগবান্—ভিতরে ইষ্টমূর্ত্তিতে বা প্রণবে একাগ্র হইয়া তদর্থ চিন্তায় ধ্যাননিষ্ঠ যদি না হইতে পার অথবা বাহিরে প্রতিমায় একাগ্র-ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া স্থির হইতে যদি না পার তবে আমার প্রীতি জন্য কর্ম্ম পরায়ণ হও।

আমি আছি এই বিশ্বাসে মৎভক্তি উৎপাদক কর্ম্মই মৎকর্ম্ম।

অর্জ্জুন—তোমার প্রতি ভক্তি উৎপাদক কর্ম্মগুলি কি ?

ভগবান্—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ; পাদসেবা, অর্চ্চনা, বন্দনা ; দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন এই নয়প্রকার কর্ম্মে ভক্তি জন্মে।

ভক্তি-উৎপাদক আরও কর্ম্ম আছে—একাদশী ইত্যাদি তিথিতে উপবাস [একাদশী বা হরিবাসর; রামনবমী, জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রী, ইত্যাদিতে উপবাস অবশ্য কর্ত্তব্য। ভগবান্ প্রসন্ন হও এই চিন্তা সর্ব্বদা রাখিয়া উপাসনা কর্ত্তব্য। একাদশীর মত ব্রত নাই। "একাদশ্যামুপবসেন্ন কদাচিদতিক্রমেৎ" ইতি পাদ্মে ; রটন্তীহ পুরাণানি ভূয়ো ভূয়ো বরাননে। ন ভোক্তব্যম্, ন ভোক্তব্যম্ সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে" ইতি চ] শ্রীমন্দির মার্জ্জন, মন্দিরের অঙ্গণ পরিষ্কার করা, বিগ্রহের নিকটে দীপ-দান, পূজার দ্রব্য আহরণ, পুষ্পবাটিকা প্রস্তুত, করণ তুলসীমঞ্চে জলদান, পূজা, ভোগ, আরত্রিক, মন্দিরপ্রদক্ষিণ, প্রেমভরে নৃত্যগীতাদি কার্য্যদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। হইলে শ্রীভগবানে এবং বিশ্বরূপে মন একাগ্র হয়। পরে জ্ঞানলাভে মুক্তি হয়।

নববিধ ভক্তির অন্য প্রকার ভেদও জানিয়া রাখ।

(১) সৎসঙ্গ

(২) সৎ-কথালাপ বা যে সমস্ত গ্রন্থে ভাগবৎ কথা আছে তাহার চর্চ্চা,

(৩) আমার গুণ স্মরণ,

(৪) উপনিষদাদিতে মৎবাক্যের ব্যাখ্যা,

(৫) আচার্য্যকে অকপটে ঈশ্বর ভাবনা করিয়া তাঁহার উপাসনা,

(৬) পুণ্যকর্ম্ম করা, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি ইত্যাদি এবং আমার পূজায় নিষ্ঠা,

(৭) আমার মন্ত্র জপ,

(৮) মদ্ভক্তের সেবা, সর্ব্বভূতে ঈশ্বর-বুদ্ধি, বাহ্যবস্তুতে বৈরাগ্য, শম বা অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ সাধনা, দম বা বাহ্যইন্দ্রিয় নিগ্রহ সাধনা,

(৯) তত্ত্ববিচার।

এই সাধনা দ্বারা "ভক্তিঃসঞ্জায়তে প্রেম লক্ষণা শুভলক্ষণে" হে শুভ-লক্ষণে এই সাধনা দ্বারা প্রেমভক্তির বিকাশ হইবে।

মানসে পূজা প্রণাম প্রদক্ষিণ ইত্যাদি ব্যাপারে ভক্তি জন্মিবে। সর্ব্বদা জপ-রাখা অত্যন্ত আবশ্যক।

শাস্ত্র অন্যরূপে ইহা বলিতেছেন—

মহতা কামহীনেন স্বধর্ম্মাচরণেন চ।
কর্ম্ম-যোগেন শস্তেন বার্জ্জিতেন বিহিংসনম্ ॥
মদ্দর্শন-স্তুতিমহা পূজাভিঃ স্মৃতিবন্দনৈঃ।
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সাঙ্গেনাসত্যবর্জ্জনৈঃ ॥
বহুমানেন মহতাং দুঃখিনামানুকম্পয়া।
স্বসমানেষু মৈত্র্যাচ যমাদীনাং নিষেবয়া ॥
বেদান্তবাক্য শ্রবণান্মম নামানুকীর্ত্তনাৎ।
সৎসঙ্গেনার্জ্জবেনৈব হ্যহমঃ পরিবর্জ্জনাৎ ॥
কাঙ্খয়া মমধর্ম্মস্য পরিশুদ্ধান্তরো জনঃ।
মদ্গুণশ্রবণাদেব যাতি মামঞ্জসা জনঃ ॥
যথাবায়ু বশাৎগন্ধঃ স্বাশ্রয়াদ্ ঘ্রাণমাবিশেৎ।
যোগাভ্যাসরতং চিত্ত মেবমাত্মানমাবিশেৎ ॥

নিষ্কাম ভাবে তুমি প্রসন্ন হও ভাবিয়া স্বধর্ম্ম পালন, হিংসা ত্যাগ, আমার দর্শন, স্তব, স্মরণ, বন্দনা, পূজা; সর্ব্বভূতে আমার ভাবনা, দুষ্টসঙ্গত্যাগ, মিথ্যাকথা ত্যাগ মহতেরপ্রতি সম্মান, দুঃখীর উপর দয়া, তুল্যব্যক্তির সহিত মিত্রতা, যম নিয়মাদি সেবা, বেদান্তবাক্য শ্রবণ, নাম সঙ্কীর্ত্তন, সৎসঙ্গ, সরলতা দ্বারা অহং বুদ্ধিত্যাগ এইরূপে মৎধর্ম্মের অভিলাষ যিনি করেন তাঁহার অন্তর পরিশুদ্ধ হয়। আমার গুণ শ্রবণ করিলে শীঘ্র আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গন্ধ যেমন বায়ুদ্বারা স্বীয় আশ্রয় যে পুষ্পাদি তাহা হইতে লোকের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে সেইরূপ উপরোক্ত ভক্তি যোগ আশ্রয় করিলে চিত্ত আত্মাতে প্রবিষ্ট হয়।

অর্জ্জুন—কোনও সহজ উপায়ে এই সমস্ত হয় কিরূপে?

ভগবান্—সমস্ত আয়োজন সংগ্রহ করিতে পার বা না পার—না পারিলে ও মনে মনে যতদূর পার নিম্নলিখিত আচরণ কর হইবে।

আমার পূজার উদ্দেশে একটি গৃহ স্বতন্ত্র রাখিয়া দাও। সেই গৃহে মৎকর্ম্ম ভিন্ন অন্ত কোন কর্ম্ম বা চিন্তা করিওনা কিছুদিন ঐ গৃহে মৎকর্ম্ম করিতে করিতে উহা এরূপ হইবে যে ঐগৃহে প্রবেশ করিলেই যেন আমার সঙ্গ হইতেছে, আমার স্পর্শ হইতেছে এরূপ বোধ হইবে। কিন্তু সে গৃহে অন্য কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিওনা।

ঐ গৃহে প্রত্যহ আমার নাম শ্রবণ, আমার নাম কীর্ত্তন, আমাকে স্মরণ, আমার প্রতিমার সেবা, গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য চন্দন তুলসী ইত্যাদি দ্বারা অথবা মানসে আমার পূজা, কায়মনবাক্য দ্বারা নমস্কার, বন্দনা এবং আমার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া প্রতিদিন আত্ম-নিবেদন—ঐ গৃহে আমার ভক্তিউৎপাদক এই সমস্ত কর্ম্ম প্রত্যহ অভ্যাস করিতে থাক।

যদি পার ঐ গৃহের সঙ্গে একটি উদ্যান রাখিয়া দাও। পুষ্পচয়ন, মাল্যরচনা ইত্যাদি কার্য্যও আমার নাম জপ করিতে করিতে অভ্যাস কর—এইরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত থাক শুভ হইবেই।

অর্জ্জুন—কিরূপ শুভ হইবে?

ভগবান্—সর্ব্বদা তোমার মনে "আমি আসিব" এই ভাব প্রবল থাকিবে। আমি আসিব বলিয়াই তুমি গৃহ পবিত্র করিয়া রাখ, আমি শয়ন করিব বলিয়াই তুমি শয্যা পবিত্র করিয়া রচনা কর, আমার তৃপ্তিজন্যই তুমি ধূপ ধূনা দিয়া গৃহ সুগন্ধ কর, আমি আছি ভাবিয়াই তুমি স্তব স্তুতি কর, আমাকে শোনাইবার জন্যই তুমি গীতা, অধ্যাত্মরামায়ণ, উপনিষদাদি পাঠকর, আমাকে দেখিতে পাওনা বলিয়া তুমি কাতর হইয়া কতই আমাকে ডাক, কত কথাই আমার সঙ্গে কও; কাতর প্রাণে জাগিয়া জাগিয়া নিদ্রা যাও—এই সমস্ত কার্য্যে নিশ্চয়ই তোমার চিত্তশুদ্ধি হইবেই। চিত্তশুদ্ধি হইলেই তোমার পবিত্র অন্তঃকরণে আমার উদয় হইবেই। তখন আমাকে দেখিয়া, আমাতে চিত্ত একাগ্র হয়, হইলে আমি তোমার চিত্তে বসিয়া কত আত্মবিচার করি, করিয়া জ্ঞান তোমাকে প্রদান করি। ১০॥

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১১॥

শ্রী আ শ

অথ যদি বহির্বিষয়াকৃষ্টচেতস্ত্বাৎ এতৎ অপি যদুক্তং মৎকর্ম্ম-

শ ম শ্রী

পরমত্বং তদপি কর্ত্তুং অশক্তঃ অসি কর্ত্তুং ন শক্নোষি ততঃ তর্হি

শ শ
মদ্‌যোগং ময়িক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্য যৎ করণং তেষামনুষ্ঠানং স

শ শ্রী শ ম
মদ্‌যোগস্তম্ মদেকশরণত্বম্ আশ্রিতঃ সন্ যতাত্মবান্ যতঃ সংযতঃ

ম ম ম শ্রী
সংযতসর্ব্বেন্দ্রিয়ঃ আত্মবান্ বিবেকী চ ভূত্বা সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং

শ ব শ শ শ
সর্ব্বেষামনুষ্ঠীয়মানানাং কর্ম্মণাং ফলসন্ন্যাসং সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং

ম ম শ্রী
কুরু ফলাভিসন্ধিং ত্যজ ইত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি, ময়া

শ্রী শ্রী শ্রী
তাবদীশ্বরাজ্ঞয়া যথাশক্তি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি, ফলং তাবদ্দৃষ্টমদৃষ্টম্বা

শ্রী শ্রী
পরমেশ্বরাধীনমিত্যেবং ময়ি ভাবমারোপ্য ফলাসক্তিং পরিত্যজ্য

শ্রী শ্রী শ্রী বি
বর্ত্তমানো মৎপ্রসাদেন কৃতার্থোভবিষ্যসীতি তাৎপর্য্যম্। অয়মর্থঃ—

বি বি বি বি
প্রথম ষট্‌কে ভগবদর্পিত নিষ্কর্ম্ম যোগ এব মোক্ষোপায় উক্তঃ। দ্বিতীয়-

বি বি
ষট্‌কেঽস্মিন্ ভক্তিযোগে এব ভগবৎ প্রাপ্ত্যুপায় উক্তঃ। স চ ভক্তি-

বি বি বি বি
যোগো দ্বিবিধঃ ভগবন্নিষ্ঠোঽন্তকরণ ব্যাপারো বহিষ্করণ ব্যাপারশ্চ।

বি বি
তত্র প্রথম ত্রিবিধঃ স্মরণাত্মকো মননাত্মকশ্চ অথশুস্মরণাসামর্থ্যে

বি বি শি বি
তদনুরাগিনাং তদভ্যাসরূপশ্চ ইতি ত্রিক এবায়ং মন্দধিয়াং দুর্গমঃ

বি বি
সুধিয়াং নিরপরাধানন্তু সুগম এব। দ্বিতীয়ঃ শ্রবণকীর্ত্তনাত্মকস্তু
বি
সর্ব্বেষাং এব সুগম এবোপায়ঃ। এবমুভয়োপায়বন্তোঽধিকারিণঃ
বি বি
সর্ব্বতঃ প্রকৃষ্টা দ্বিতীয় ষট্‌কেঽস্মিন্নুক্তাঃ। এতৎকৃত্যেঽসমর্থাঃ ইন্দ্রি-
বি
য়াণাং ভগবন্নিষ্ঠীকৃতাব শ্রদ্ধালবশ্চ ভগবদর্পিত নিষ্কামকর্ম্মিণঃ প্রথম-
বি বি বি
ষট্‌কোক্তাধিকারিণোঽস্মান্নিকৃষ্টা এবেতি ॥ ১১ ॥

যদি ইহাও [মৎকর্ম্মপরও] হইতে না পার [তবে] [আমাতে তোমার ক্রিয়মান্ কর্ম্ম-সমূহের সন্ন্যাসরূপ যে] মদ্‌যোগ তাহা আশ্রয় করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত ও আত্মবান্ (বিবেকী) হইয়া সমস্ত কর্ম্মের ফলত্যাগ কর ॥ ১১ ॥

অর্জ্জুন—মৎকর্ম্মপর হইতে না পারিলে মদ্‌যোগ আশ্রয় কর। "মদ্‌যোগ" কি ?

ভগবান্—যতদিন তোমার কর্ম্ম, তোমার কর্ত্তব্য এই বোধ আছে ততদিন তোমার সমস্ত করণীয়কে আমাতে অর্পণ কর। তোমার ক্রিয়মান্ কর্ম্ম-সমূহকে আমাতে অর্পণ করাই মদ্‌যোগ। কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে আমার শরণতাকে আশ্রয় না করিলে—সম্পূর্ণরূপে আমার শরণে না আসিলে নাকি সমস্ত আমাতে অর্পণ হয় না তজ্জন্য মদ্‌যোগ অর্থে মদেকশরণত্বও হয়।

গীতা শাস্ত্রে যোগ অর্থে সমচিত্ত হওয়া। যতদিন আমার কর্ম্ম আমার কর্ম্ম লোকের থাকে ততদিন কর্ম্মে আসক্তি থাকে বলিয়া কর্ম্মসম্পন্ন হইলে হর্ষ, নিষ্ফল হইলে দুঃখ ইহা থাকিবেই; কাজেই সমচিত্ত হওয়া গেল না। কিন্তু যখন কর্ম্মগুলি ভগবানে অর্পিত হয় ভগবানের আশ্রয়ে আসিয়া প্রভুর আজ্ঞামত কর্ম্ম করি এই ভাবে যখন দাসের কর্ম্মের কোন ফলাকাঙ্ক্ষা থাকেনা তখনই "মদ্‌যোগ" আশ্রয় হয়।

অর্জ্জুন—আচ্ছা মৎ-কর্ম্ম পরমো ভব হইতে লোকে পারিবেনা কেন? ভগবৎ প্রীতি জন্য শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে জীব অসমর্থ কেন হইবে ?

ভগবান্—দেখনাই কি যাহাদের বোধ আছে যে তাহাদের বহু কর্ত্তব্য আছে—যাহারা বলে "আমার অনেক কাজ" যদি তাহাদের কাহাকেও ভগবৎকথা শুনিতে ডাকা যায় তবে প্রথমে ত আসিতেই চায় না—বলে আমার যে অনেক কাজ আছে ভগবৎ কথা শুনিব কখন?

তথাপি যদি ভগবৎ কথা শুনাইতে বসাইয়া দেওয়া যায় তবে ভগবৎ কথা কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র অনেক কাজের কথা মনে পড়িয়া যায়—তখন পলাইয়া আসিবার জন্য উসুর মুশুর আর কি! ভালকরিয়া শুনিতেও পারেনা—আবার পাছে লোকে অধার্ম্মিক ভাবে বা অসভ্য ভাবে মনে করিয়া বড় কষ্টে বসিয়া থাকে—একটা ছুতোনাতা করিয়া শেষে সরিয়া পড়ে।

অর্জ্জুন—ঠিক বলিতেছ—এইরূপ লোক অনেক দেখিয়াছি। আচ্ছা কেন ইহাদের এমন হয়?

ভগবান্—বহির্বিষয়ে আকৃষ্ট বলিয়া—ইহারা ভাবে ইহাদের অনেক কর্ত্তব্য আছে—ইহাদের অনেক কাজ আছে। হাট-বাজার করা—আর উদরান্নের চেষ্টা করা—এটাই যেন কর্ত্তব্য। আর ঈশ্বরকে ডাকাটা যেন কর্ত্তব্যই নয়, বৃথা কাজ। অজ্ঞানে একটা ভুল বিচার করিয়া ইহারা মৎ-কর্ম্মকৃৎ হইতে পারেনা।

অর্জ্জুন—ইহাদের উপায় কি?

ভগবান্—ইহারা মদ্‌যোগ আশ্রয় করুক। তাহাদের সমস্ত কর্ত্তব্য—সমস্ত ফলের আকাঙ্খা তাহারা ত্যাগ করিয়া ভৃত্য-বোধে আমার শরণাপন্ন হইয়া মৎপ্রীতি জন্য কর্ম্ম করুক। তবেই ইহারা কর্ম্ম-সন্ন্যাসী না হইয়া—ফল সন্ন্যাসী হইল।

অর্জ্জুন—সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগ করিতে হইলে আর কি করিতে হইবে?

ভগবান্—যতাত্মবান্ হইয়া সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ করিতে হইবে সংযত ও আত্মবান্ হওয়াই যতাত্মবান্ হওয়া। ইন্দ্রিয় সমূহ সংযত করা চাই—বাহিরের রূপ রসাদি হইতে প্রত্যাহার করিয়া ভিতরে ইষ্টদেবতার রূপ দর্শন, ভিতরে ইষ্টদেবতারনাম জপ শ্রবণ ইত্যাদি করিলেই সংযতেন্দ্রিয় হওয়া গেল তার পরে বিচারবান্ হইতে হইবে। বিচার দ্বারা অনাত্মা ত্যাগ করিয়া শুধু আত্মাকে ধ্যান ধারণা সমাধি করিতে অভ্যাস করাই বিবেকীর কার্য্য। যতাত্মবান্ হইয়াই সর্ব্ব কর্ম্মফলত্যাগ করা সম্ভব।

অর্জ্জুন—কোন্ কোন্ সাধনার কথা এখানে বলিলে ক্রম অনুসারে তাহা বলিব?

ভগবান্—বল

অর্জ্জুন—(১) অক্ষর, অব্যক্ত বা নির্গুণ উপাসনা। উপাসনা অর্থে—এখানে স্থিত। নির্গুণ নিঃসঙ্গ ভাবে স্থিতিই নির্গুণ উপাসনা। ভোগ-ত্যাগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে "আত্মা নিঃসঙ্গ ইহা ভাবনা করিয়া আত্মভাবে স্থিতি লাভ করা যাইবে না। বাক্সে টাকা আছে এই বিশ্বাস করিলেই টাকা ঠিক থাকিল কিনা ঠিক হইল না টাকার ব্যবহার করিয়া দেখিলে—তবে আত্মপ্রতারণা নাই জানা যায়।

সেইরূপ আমি আপনিই আপনি এইটি শুধু বিশ্বাস করিয়া রাখিলেই হইবেনা—একবার ভোগ বাসনা ত্যাগ করিয়া দেখিতে হয় আমি আপনিই আপনি এই ভাবে কতক্ষণ স্থিতি লাভ করিতে পারি। আপনিই আপনি এইভাবে স্থিতি লাভ করিলে যদি দেহটা না থাকে প্রকৃত জ্ঞানী এই ভয়ে ভীত কখনই হয়েন না; দেহটা যখন মিথ্যা, প্রারব্ধাদি সমস্তই যখন মিথ্যা তখন দেহটা যাইবে, বা প্রারব্ধ ভোগ করিতেই ত হইবে এই মিথ্যাদ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়া স্ব স্বরূপে অবস্থান হইতে দূরে থাকা কিছুই নহে। করিয়া দেখ আত্ম-প্রবঞ্চনা বেশ

বুঝিতে পারিবে। তাই বলা হইতেছিল যতদিন পর্য্যন্ত ভোগ ত্যাগ না হয় ততদিন নিঃসঙ্গ ভাবে স্থিতি লাভ হইতেই পারে না। জ্ঞানীর ঐশ্বর্য্য-বিকাশ হইবেই—তিনি বিভূতি আকাঙ্খা না করিলেও—বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে আকাঙ্খা করিবেই। এতদ্ভিন্ন যে জ্ঞান, সেটা জ্ঞান নহে জ্ঞানের অভিমান মাত্র অথবা সেটা কপট জ্ঞান। 'নিগুর্ণব্রহ্মের উপাসনায় একটা—নিদারুণ আত্মপ্রবঞ্চনা আসিয়া যায় বলিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন ক্লেশোঽধিকতর স্তেষামব্যক্তা-সক্তচেতসাম্। অব্যক্তাহি গতির্দ্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ যতদিন না দেহে আত্মবোধ বিগলিত হয়, যতদিন না বহির্জ্জগৎ মুছিয়া যায় যতদিন না অন্তর্জ্জগৎ মুছিয়া যায়, যতদিন না দেহ হইতে, জগৎ হইতে, সংস্কার হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়া এ সমস্ত ভুলিয়া আপনাতে আপনি মাত্র স্থিতি না করা যায় ততদিন নিগুর্ণ উপাসনা যাঁহারা করেন তাঁহাদের সাধনায় প্রবঞ্চনা থাকিবেই। এই কারণে দেহাত্মাভিমানীর জন্য নিগুর্ণব্রহ্মভাবে স্থিতিলাভ মুখের কথা মাত্র। যে ভাবে স্থিতি লাভ করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অবস্থা আর নাই, তাহা, বিনা সাধনায় লাভ হইতে পারে না—অথবা জগৎনাই জগৎ নাই কোটিকল্প বৎসর ধরিয়া চিৎকার করিলেও মনহইতে জগৎ মুছিয়া যাইবে না, বা জগৎ মিথ্যা বোধ হইবে না। সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে বিনা ভক্তিতে ও বিনা বৈরাগ্যে জ্ঞান কিছুতেই জন্মিবেনা।

(২) সগুণ-ব্রহ্মের উপাসনা—বেদে ব্রহ্মের দুইটি রূপের উল্লেখ আছে। কিছুই আর নাই, এই জগতও সৃষ্ট হয় নাই, কেবল ব্রহ্মই আছেন, এই একরূপ, দ্বিতীয় রূপটী হইতেছে 'জগতে যাহা আছে তাহাই ব্রহ্ম; সমস্তই ব্রহ্ম; অস্তি-ভাতি প্রিয়টিই সর্ব্বত্র আছেন—নাম-রূপটি ইন্দ্রজাল। এই ব্রহ্মকে বলে সগুণ ব্রহ্ম। নিগুর্ণ-ব্রহ্ম ও সগুণব্রহ্মের সম্বন্ধ এই, যে অবিজ্ঞাত স্বরূপ নিগুর্ণ ব্রহ্মই মায়া-আশ্রয়ে সগুণ ব্রহ্ম হয়েন। সগুণ অবস্থায় আসিলেও তাঁহার স্বস্বরূপের বিচ্যুতি একক্ষণের জন্যও হয় না। ইহাতে আত্মবিরোধ নাই, ইহা অসম্ভবও নহে। বৃদ্ধঅবস্থায় থাকিয়াও যেমন বালক সাজা যায়: নাট্যাভিনয়ে ভদ্রলোক, ভদ্রলোক থাকিয়াও যেমন চামার সাজিতে পারে, যাত্রার বালক যাত্রার বালক, থাকিয়া যেমন কৃষ্ণ সাজিতে পারে সেইরূপ তুরীয় ব্রহ্ম স্বস্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও জাগ্রত স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থায় খেলাকরিতে পারেন। এই গীতশাস্ত্রে তুমিও বলিতেছ মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি—বলিযাই বলিতেছ "ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্যমে যোগমৈশ্বরম্" ইত্যাদি। সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া, সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া গুরুমুখে তত্ত্বমস্যাদির বিচার শুনিয়া, যিনি সগুণব্রহ্মভাবে প্রবিষ্ট হইয়া আমিই সমস্ত এইভাবে স্থিতি লাভ করিতে পারেন তিনিই বিশ্বরূপের উপাসক; তিনিই সগুণ ব্রহ্মের উপাসক। সগুণব্রহ্মের উপাসক সাধনা অন্তে আপনাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ ভাবিবেন। আমি চেতন জড় নহি ইহার অনুভব হইলে আপনিই আপনি ভাবে স্থিতি হইবে। সগুণ ও নিগুর্ণ অতি নিকটে।

(৩) অভ্যাস যোগে বিশ্বরূপের উপাসনা সগুণব্রহ্ম উপাসনায় যিনি বিশ্বরূপে পৌছিতে না পারেন তিনি ভিতরে জ্যোতি অবলম্বন বা বাহিরে প্রতিমা অবলম্বন করিয়া—ঐ অবলম্বনটিতে বিশ্বরূপের ভাবটি পুনঃ পুনঃ আরোপ করিবেন। মূর্ত্তিটি ক্ষুদ্র হইলেও যিনি ভাবনা করিতে

পারেন এইমূর্ত্তিটিই জলে স্থলে অনলে অনিলে সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং ইঁহা আছেন—ইনিই মূলে অবিজ্ঞাত স্বরূপ ইনিই আবার সগুণ বিশ্বরূপ, ইনিই মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত ; ইনিই অষ্টমূর্ত্তি, ইনিই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ, ইঁহার সম্বন্ধেই বলাযায়—

কত চতুরানন মরি মরি যাওত

ন তুয়া আদি-অবসানা

তোঁহে জনমিপুন তোঁহে সমাওত

সাগর লহরি সমানা।

ইনিই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ইনিই সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা—মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া এই ভাবে যিনি উপাসনা করেন তিনিও মূর্ত্তি আশ্রয়ে বিশ্বরূপে পৌঁছিতে পারেন। এই শ্রেণীর উপাসকের মধ্যে যাঁহারা জ্যোতি-ধ্যান করেন তাঁহারা যোগী যাঁহারা মূর্ত্তি-ধ্যান করেন তাঁহারা ভক্ত।

(৪) মৎকর্ম্ম পরম হইবার উপাসনা—যিনি অভ্যাস যোগ অবলম্বনে অসমর্থ তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণব্রহ্ম ও অবতারের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি উৎপাদক কর্ম্ম করিতে থাকুন ; শ্রবণ হইতে আত্মনিবেদন পর্য্যন্ত নবধা ভক্তির কর্ম্মগুলি করিতে থাকুন তাঁহারও হইবে। এই শ্রেণীর সাধকের নিজের কোন কর্ম্ম নাই। আমার কর্ত্তব্য আছে এইরূপ বোধ নাই ; ভগবৎ ভক্তি উৎপাদক কর্ম্মই তাঁহার কর্ম্ম। প্রার্থনাও ভক্তির অঙ্গ ; বেদাদি পাঠও ভক্তির অঙ্গ।

(৫) মদ্যোগ আশ্রয়ে উপাসনা যিনি মৎকর্ম্ম পরম হইতেও পারেন না, ভক্তিউৎপাদক কর্ম্ম করিতে গেলেই যাঁহার মনে হয় আমার অনেক কর্ত্তব্য আছে ; পুত্র-কন্যার লেখাপড়ার ব্যবস্থা আছে, সভা-সমিতি করা আছে, প্রবন্ধলেখা আছে ; রুগীর সেবা করা আছে, শিষ্যসেবক আছে ; বক্তৃতা করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া আছে, সংবাদপত্র পড়া আছে, চাকুরীকরা ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কর্ম্ম আছে—আমার অনেক কর্ত্তব্য আছে—এইরূপ ব্যক্তি তাহার কর্ম্মকে ঈশ্বরের প্রীতি জন্য দাস যে ভাবে প্রভুর কর্ম্মকরে সেইভাবে "তুমি প্রসন্ন হও" স্মরণ রাখিয়া অহং-অভিমান না রাখিয়া সমস্তকর্ম্ম ঈশ্বরার্পণ করিয়া করিতে থাকুক—ফল সন্ন্যাস করিয়া কর্ম্ম করিতে থাকুক—সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনাও থাকুক এই ভাবে কর্ম্ম ও প্রার্থনা করিতে করিতে ফল সন্ন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কর্ম্ম-সন্ন্যাসের অধিকার জন্মিবে ; তখন মৎকর্ম্মপরমের উপাসনা দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ করিয়া, অভ্যাস যোগদ্বারা চিত্ত একাগ্র করিয়া, সেই সাধক বিশ্বরূপ রূপের উপাসনা করিতে পারিবে, পারিয়া নিঃসঙ্গ ভাবে স্থিতিলাভ করিয়া উপাসনার চরম ফল যে সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দে স্থিতি তাহাই লাভ করিতে পারিবে। সমগ্র সনাতন-ধর্ম্মটী তুমি এইখানে বলিয়াছ। জগতে যেখানে যে কোন প্রাণী ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহাই কেন করুন না তিনি ইহার কোন না কোন অবস্থায় থাকিবেনই। যাহা ধারণা করিয়াছি তাহাতে কোন ভুল ত হয় নাই ?

ভগবান্—না ঠিক হইয়াছে।

অর্জ্জুন—এইত তবে সমস্ত সাধনার কথা বুঝিলাম একবার ইচ্ছা হইতেছে তোমার এই

অনন্ত অখণ্ড পরমানন্দ সত্তায় আমার খণ্ড সত্তা মিশাইয়া দিই, বিন্দু সিন্ধুমধ্যে আত্মবিস্মৃত হউক।

ভগবান্—সমস্ত সাধনার কথা ত বলা হইল। সাধারণের জন্য ভক্তিমার্গই নিরুপদ্রব। ভক্তিযোগে ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় সুখসাধ্য। ভক্তিযোগ দ্বিবিধ। (১) অন্তঃকরণ ব্যাপারে ভগবন্নিষ্ঠা। (২) বহিঃকরণ ব্যাপারে ভগবন্নিষ্ঠা। অন্তঃকরণ ব্যাপারে ভগবন্নিষ্ঠা ত্রিবিধ (১) স্মরণাত্মক (২) মননাত্মক (৩) অখণ্ডস্মরণে অসমর্থ হইলেও তদনুরাগীর ঐ অভ্যাসরূপ নিষ্ঠা। এই তিনটী মন্দ বুদ্ধির দুর্গম কিন্তু সুবুদ্ধির ও নিরপরাধীর সুগম। ভক্তিযোগের দ্বিতীয় প্রকারটি শ্রবণকীর্ত্তনাত্মক। ইহা সকলের জন্য সুগম। অর্জ্জুন! তোমার উপস্থিত কর্ম্ম এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। আমাতে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া যুদ্ধ কর পরে মুক্তির কর্ম্ম করিবে। ভক্তি পথের একটি তালিকা এখানে প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর।
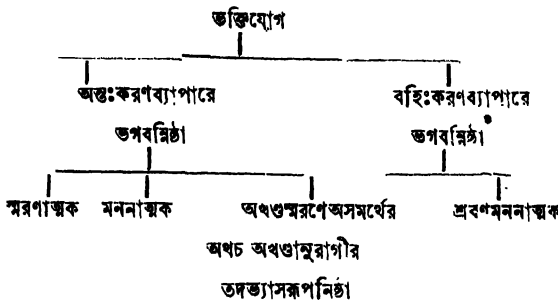
সকলের সুবিধার জন্য ভক্তিযোগের সাধনার কথা এখানে আর একবার বলিতেছি শ্রবণ কর।

যাঁহাদের সংসারের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে গুরুত্ব বোধ আছে তাঁহারা প্রথমে আমার সন্তোষ জন্য সংসারের কর্ম্ম করুক। সঙ্গে সঙ্গে নিত্য কর্ম্মের অভ্যাস রাখিয়া যাউক। সংসারের কর্ম্ম করিলেও আমার প্রীতিই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, সংসার কর্ম্ম গৌণ। ক্রমে হৃদয়ে আমার প্রসন্নতার অনুভব পুনঃ পুনঃ অনুভূত হইতে থাকিলে আমি ইঁহাদের সংসার কর্ম্ম লঘু করিয়া দিয়া থাকি। আমার ভক্তের সংসার নামে মাত্র থাকে। ক্রমে এইরূপ সাধকের সংসার কার্য্যের ভার অপরেই গ্রহণ করে—সাধক সর্ব্বদাই মৎকর্ম্ম লইয়া থাকিতেই অবসর পায়। সর্ব্বদা সন্ধ্যা, বন্দন, জপ, পূজা, মানসপূজা, প্রাণায়াম, স্বাধ্যায় আদি লইয়াই সাধক দিন অতিবাহিত করিতে পারে। কোন একটি নির্জ্জন স্থানে আপনার ভজন গৃহ নির্ম্মাণ করে—সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান ও প্রস্তুত করিতে পারে। মানস পূজাত করেই ইচ্ছা করিলে বাহ্য পূজার জন্য নানাবিধ পুষ্প চয়ন করিয়া বড় পবিত্র হইয়া মালা রচনা করে আমি পরিব বলিয়া; পুষ্পে পুষ্পে চন্দনের ছিটা ছড়াইয়া দেয়, মধুর পুষ্প গন্ধ আরও মধুর হইবে বলিয়া। গৃহে ধূপ ধুনা দিয়া রাখে আমি আসিব বলিয়া। সুন্দর করিয়া শয্যা প্রস্তুত করে আমি শয়ন করিব বলিয়া। বড় পবিত্র হইয়া ভোগ দেয় আমি আহার করিব বলিয়া। এই সমস্ত নিত্য নিত্য অভ্যাস করে। তথাপি আমাকে সাক্ষাতে পায় না বলিয়া বড়ই কাতর হয়। মনে করে

হায়! কবে আমি পবিত্র হইব, কবে আমায় সে দেখা দিবে, কবে আমার সেবা সে গ্রহণ করিবে। কতদিন পুষ্পের উপর পুষ্প বসাইয়া অতি যতনে মালা গাঁথে—মালা গাঁথিয়া সেই মালা লইয়া বড় কাঁদে—তথাপি আমি আসি না। তখন কাঁদিতে কাঁদিতে মালা লইয়া জলে ভাসাইয়া দেয়; কত অভিমান আমার প্রতি করে। কখন বা আমি তাহার হৃদয়ে আশা দিয়া তাহাকে সজীব করি তখন আবার নূতন করিয়া এই সমস্ত কার্য্য করিতে থাকে। কত রাত্রি জাগিয়াই কাটায় পাছে নিদ্রাকালে আমি তাহাকে প্রস্তুত না থাকিতে দেখিয়া ফিরিয়া আসি। এই যে আমার তরে ভক্তের আয়োজন ও আমার জন্য এই ক্রন্দন—এই আয়োজন এই ক্রন্দন বড় মধুর। এই ভাবে যখন ভাবের একটা একতান প্রবাহ ছুটে তখনই আমি দেখা দিয়া থাকি। সাধক তখন তাহার খণ্ড চৈতন্য বিন্দুকে অখণ্ড চৈতন্যসিন্ধুর সহিত মিশাইয়া দিয়া শান্ত সমাধি অবলম্বন করে। তুমি ও তোমার সমস্ত কর্ম্মের ফল ত্যাগ করিয়া মদ্‌যোগ আশ্রয় কর, করিয়া ক্রমে উন্নত অবস্থাগুলি লাভ করিয়া বিশ্বরূপে স্থিতিলাভ কর, পরে নিত্যানন্দরূপে চিরস্থিতি লাভ করিতে পারিবে ॥ ১১ ॥

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২ ॥

শ
অভ্যাসাৎ চিত্তস্যৈকস্মিন্নালম্বনে সর্ব্বতঃ সমাহৃত পুনঃপুন

শ ম ম
স্থাপনমভ্যাসঃ মন্ত্রজপদেবতাধ্যানাদীনাং ক্রিয়ারূপাণামাবৃত্তিলক্ষণোঽ-

ম শ শ শ্রী
ভ্যাসঃ ৬।৩৫ তস্মাদবিবেকপূর্ব্বকাদভ্যাসাৎ সম্যগ্‌ জ্ঞানরহিতোদ-

শ্রী রা রা
ভ্যাসাদ্বা অতাৎপর্য্যপ্রীতিবিরহিতাৎ কর্কশরূপাৎ স্মৃত্যভ্যাসাৎ যদ্বা জ্ঞানার্থ-

আ আ আ শ্রী
শ্রবণাভ্যাসাৎ জ্ঞানং শব্দযুক্তিভ্যামাত্মনিশ্চয়ঃ অথবা যুক্তিসহিতোপ-

শ্রী শ
দেশপূর্ব্বকং জ্ঞানং যদ্বা উপাস্যস্য গুণাদিশ্রবণং জ্ঞানং শ্রেয়ঃ প্রশস্ত-

ম ম ম শ
তরং হি এব। জ্ঞানাৎ শ্রবণমননপরিনিষ্পন্নাদপি ধ্যানং জ্ঞানপূর্ব্বকং

নী　　　　নী　　　　ম

ধ্যানং জ্ঞাতস্যার্থস্য সাক্ষাৎকারার্থং চিন্তনং নিদিধ্যাসনসংজ্ঞং বিশিষ্যতে

ম　　ম　　ম　　ম

অতিশয়িতং ভবতি সাক্ষাৎকারাব্যবহিতহেতুত্বাৎ তদেবং সর্ব্বসাধন-

মী　　যা　　শ

শ্রেষ্ঠং ধ্যানং ধ্যানাৎ তাদৃশ জ্ঞানবতোধ্যানাদপি কর্ম্মফলত্যাগঃ ফল-

যা　　শ　　শ　　ম

ত্যাগপূর্ব্বককর্ম্মানুষ্ঠানং বিশিষ্যত ইত্যনুষজ্যতে। অজ্ঞকৃতকর্ম্মফল-

ম　　আ

ত্যাগঃ স্তূয়তে। ত্যাগাৎ নিয়তচিত্তেন পুংসা কৃতাৎ সর্ব্বকর্ম্মফল-

ম　　যা　　যা　　ম　　শ

ত্যাগাৎ অনন্তরং তাদৃশাৎ ত্যাগাদচিরাদেব অব্যবধানেন নতু কালা-

শ　　শ　　শ　　ম

ন্তরমপেক্ষতে। শান্তিঃ উপশমঃ সহেতুকস্য সংসারস্য। অত্র "যদা

ম

সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিস্থিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যত্র

ম　　ম

ব্রহ্ম সমশ্নুত" ইত্যাদি শ্রুতিষু "প্রজহাতি যদা কামান সর্ব্বানিত্যাদি

ম　　ম

স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণেষু চ সর্ব্বকামফলত্যাগেন স্তূয়তে।

শ　　শ

অজ্ঞস্য কর্ম্মণি প্রবৃত্তস্য পূর্ব্বোপদিষ্টোপায়াঽনুষ্ঠানাঽশক্তৌ সর্ব্ব

শ

কর্ম্মণাং ফলত্যাগঃ শ্রেয়ঃ সাধনমুপদিষ্টম্। ন প্রথমমেব। অতশ্চ

শ　　শ

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাদিত্যুত্তরোত্তরবিশিষ্টত্বোপদেশেন সর্ব্বকর্ম্মফল-

শ

ত্যাগঃ স্তূয়তে। সম্পন্নসাধনাঽনুষ্ঠানাঽশক্তাবনুষ্ঠেয়ত্বেন শ্রুতত্বাৎ।

কেন সাধর্ম্ম্যেণ স্তুতিঃ ? যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্ত ইতি সর্ব্বকামপ্রহাণাদমৃতত্বমুক্তং। তৎ প্রসিদ্ধং চ।

কামাশ্চ সর্ব্বে শ্রৌতস্মার্ত্তসর্ব্বকর্ম্মণাং ফলানি। তত্ত্যাগেন চ বিদুষো ধ্যাননিষ্ঠস্যাহনন্তরৈব শান্তিঃ। ইতি সর্ব্বকামত্যাগসামান্যমজ্ঞস্য সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগস্যাহস্তীতি, তৎসামান্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ স্তুতিরিয়ং প্ররোচনার্থম্। যথাহগস্ত্যেন ব্রাহ্মণেন সমুদ্রঃ পীত ইতি [যথা বা জামদগ্ন্যেন ব্রাহ্মণেন নিঃক্ষত্রা পৃথিবী কৃতেতি] ব্রাহ্মণত্ব সামান্যাৎ ইদানীন্তনা অপি ব্রাহ্মণা অপরিমেয় পরাক্রমত্বেন স্তূয়ন্তে এবং কর্ম্মফলত্যাগাৎ কর্ম্মযোগস্য শ্রেয়ঃ সাধনত্বমভিহিতম্।

"অত্র চাত্মেশ্বরভেদমাশ্রিত্য বিশ্বরূপ ঈশ্বরে চেতঃ সমাধানলক্ষণো যোগ উক্তঃ। ঈশ্বরার্থং কর্ম্মানুষ্ঠানাদিচ। অথৈতদপ্যশক্তোহসীত্যজ্ঞান কার্য্যসূচনান্নাভেদদর্শিনোহক্ষরোপাসকস্য কর্ম্মযোগ উপপদ্যত ইতি দর্শয়তি। তথা কর্ম্মযোগিনোহক্ষরোপাসনানুপপত্তিং দর্শয়তি শ্রীভগবান্। তে প্রাপ্নুবন্তি মামেবেত্যক্ষরোপাসকানাং কৈবল্যপ্রাপ্তৌ স্বাতন্ত্র্য-

মুক্তেতরেষাং পারতন্ত্র্যাদীশ্বরাধীনতাং দর্শিতবান্—তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তেতি।
তস্মাদক্ষরোপাসকানাং সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠানাং সন্ন্যাসিনাং ত্যক্তসর্ব্বৈ-
ষণানাং অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যাদি ধর্ম্মপূগং সাক্ষাদমৃতত্বকারণং
বক্ষ্যামীতি প্রবর্ত্ততে ॥ ১২ ॥

[জ্ঞানরহিত একাগ্রতা] অভ্যাস অপেক্ষা [উপাস্যের গুণাদি শ্রবণরূপ] জ্ঞান শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়। [এরূপ] জ্ঞান [শ্রবণ-মনন নিষ্পন্ন হইলেও) তদপেক্ষা [জ্ঞান পূর্ব্বক] ধ্যান শ্রেষ্ঠ। ঐরূপ ধ্যান অপেক্ষা (অজ্ঞের) ফলত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান শ্রেষ্ঠ। ত্যাগের পর শান্তি ॥ ১২ ॥

অর্জ্জুন—একটি বস্তুই চিত্তের অগ্রে স্ফুরিত হয় যে চেষ্টা দ্বারা সেই চেষ্টাই অভ্যাস। উপাস্য বস্তুতে চিত্তকে একাগ্র করিবার জন্য যে পুনঃ পুনঃ যত্ন তাহাই অভ্যাস। অথবা যে চেষ্টা দ্বারা চিত্তের অগ্রে উপাস্যটিই স্ফুরিত হয় সেই চেষ্টা পুনঃ পুনঃ করার নাম অভ্যাস। এই অভ্যাস যখন বিবেক পূর্ব্বক হয় তখন আত্ম দর্শন হয় যখন অবিবেক পূর্ব্বক হয় তখন দর্শন হয় না। যে আত্মাকে আমরা "আমি" বলি সেই "আমি", দেখি "আমার চিত্তকে"। আবার চিত্ত যখন যাহার সম্মুখে আইসে সেই আকারে আকারিত হয়। চিত্তের সম্মুখে সর্ব্বদাই বিষয় পড়িতেছে। সেই জন্য চিত্ত সর্ব্বদা বিষয় আকারে আকারিত হইতেছে। কাজেই আমি দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে বহু আকারে আকারিত চিত্তকেই নানা আকারে আকারিত দেখিতেছি।

কিন্তু যদি চিত্তের সম্মুখে সর্ব্বদা একটি উপাস্য স্ফুরিত করিবার চেষ্টা করা যায়, যদি অন্য সমস্ত বস্তু হইতে ইহাকে প্রত্যাহার করিয়া কেবল মাত্র উপাস্য বস্তুটিই ইহার সম্মুখে পুনঃ পুনঃ আনয়ন চেষ্টাটি করা যায় তবে আমি চিত্তকে উপাস্য আকারেই স্ফুরিত হইতে দেখিব।

এখন এই উপাস্য বস্তুটি বহুপ্রকারের হইতে পারে। জ্যোতি হইতে পারে, প্রণব হইতে পারে, মূর্ত্তি হইতে পারে, নামও হইতে পারে। ইহাকে ভিতরে বা বাহিরে রাখিয়া একাগ্রতা অভ্যাস করা যাইতে পারে। আমি যখন অভ্যাস লইয়া থাকিব তখন আমি ও উপাস্যাকারে আকারিত আমার চিত্ত, এই লইয়া আমাকে থাকিতে হইবে। এইরূপ অভ্যাস লইয়া যাহারা থাকে এবং উপাস্যের গুণাদি শ্রবণ মনন করে না সেই ব্যক্তি দর্শন লাভ করিতে পারে না।

এই শ্লোকে তুমি বলিতেছ অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান ভাল, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান ভাল আবার ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্ম ফলত্যাগ ভাল ; ত্যাগানন্তর শান্তি। এখানে অনেক জিজ্ঞাস্য আছে।

ভগবান্—বল।

অর্জ্জুন—পূর্ব্বে অক্ষর উপাসনা, বিশ্বরূপ উপাসনা ও অভ্যাস যোগে উপাসনার কথা বলিয়াছ; এবং ইহাতে যাঁহারা অসমর্থ তাঁহাদের জন্য মৎকর্ম্ম পরম সাধনা বলিয়াছ; তাহাও যাঁহারা না পারেন তাঁহাদের জন্য মদ্যোগ আশ্রয় বলিয়াছ। শেষেরটি সর্ব্বনিম্ন সাধনা। যতাত্মবান হইয়া সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ করাই এই সাধনার পূর্ণতা। পূর্ব্বে বলিয়াছ ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা ও আত্মানাত্ম বিচারবান্ হওয়াই যতাত্মাবান্ হওয়া। ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া এবং বিচারবান্ হইয়া সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ করা ইহাই যথার্থ ফলত্যাগ। সামান্যভাবে ফলত্যাগ করিয়া যে কর্ম্ম করা তাহাই বলিতেছ সর্ব্বনিম্ন সাধনা। ইন্দ্রিয়সংযম নাই এবং বিচারও নাই তথাপি অজ্ঞ জনে দাসভাবেও ফলত্যাগ সাধনা করিতে পারে। ইহা অপেক্ষা মৎকর্ম্ম পরমেশ্বর সাধনা কঠিন, তদপেক্ষা অভ্যাস যোগ কঠিন, তদপেক্ষা বিশ্বরূপ উপাসনা কঠিন এবং নির্গুণ উপাসনা —দেহাভিমানীর অর্থাৎ যতদিন আমি করি, আমি খাই, আমার দেহ ইত্যাদি আছে অধিকতর ক্লেশকর। পূর্ব্বেত ইহা বলিয়াছ। এখন যেন দেখাইতেছ অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান ভাল, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান ভাল, ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফল ত্যাগ ভাল। ধ্যানের উপরে কর্ম্মফলত্যাগের স্থান যখন দিতেছ তখন ত কর্ম্মফল ত্যাগকেই জ্ঞান ও ধ্যান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিতেছ। পূর্ব্বে যাহাকে সর্ব্বনিম্নের সাধনা বলিলে, তাহাকেই এখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিতেছ। তোমার অভিপ্রায় কি আমি বুঝিতে পারিতেছি না। কৃপা করিয়া স্পষ্ট করিয়া বল তুমি কি বলিতেছ?

ভগবান্—এখানে আমি অজ্ঞ জনের অভ্যাস ও অজ্ঞ জনের ফলত্যাগ ইহারই তুলনা করিতেছি। এই শ্লোকে আমি বলিতেছি অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ; ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ। অতএব অভ্যাস অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ অতিশয় শ্রেষ্ঠ। তুমি যাহা বুঝিয়াছ তাহাই ঠিক। ইহাতে সন্দেহ করিও না। সত্যকথা, প্রকৃত কর্ম্মফলত্যাগ সাধনা যাহারা করেন তাহাদিগকে যতাত্মবান্ হইয়াই করিতে হয়। "সর্ব্ব কর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্" ১১।১২ শ্লোকে ইহা বলিয়াছি। সংযতচিত্ত ও বিচারবান্ হইলে তবে যথার্থরূপে সর্ব্ব কর্ম্ম ফলত্যাগ হয়। কিন্তু অজ্ঞ জনেও আপনাকে দাস ভাবনা করিয়া সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে পারে। অজ্ঞজনেরও এই সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ সাধনা অজ্ঞজনের অভ্যাস যোগ সাধনা অপেক্ষা অতিশয় শ্রেষ্ঠ ইহাই বলিতেছি।

বিবেক পূর্ব্বক অভ্যাস যোগ সাধনা দ্বারা বিশ্বরূপের উপাসনা হয়; কিন্তু অবিবেক পূর্ব্বক অভ্যাস যোগ সাধনা করিলে যে সমস্ত দোষ হইতে পারে তাহা যাহাতে না হয় তাহা প্রদর্শন করাই এই শ্লোকের উদ্দেশ্য।

অর্জ্জুন—বিবেক পূর্ব্বক অভ্যাস যোগ সাধনা দ্বারা বিশ্বরূপে যাওয়া যায় কিরূপে তাহাই বল।

ভগবান্—পূর্ব্বে ১২।১০ শ্লোকে ইহা বলিয়াছি। সংক্ষেপে আবার বলি শ্রবণ কর।

তুমি যেমন আমার শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া আত্মার কথা অগ্রে শ্রবণ করিলে, পরে আত্মার বিভূতি ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিলে, শুনিতে শুনিতে আমার রক্তমাংসময় দেহ ভুলিয়া— দেহের জড়ত্বাবটা কাটাইয়া আমাকে ভাবময় ভাবনা করিলে, করিয়া আসিই যে বিশ্বরূপ স্বচক্ষে

ইহা দর্শন করিলে; তোমাকে আমি শ্রবণমননিদিধ্যাসন করাইলাম, করাইয়া আমিই বিরাট্ পুরুষরূপে আমাকে দেখাইলাম; আমার অঙ্গেই এই চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সিদ্ধগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ যেমন দেখিলে, সেইরূপ যে সমস্ত উপাসক শাস্ত্র-নির্দ্ধারিত কোন অধিষ্ঠানে—আমাতেই হউক বা জ্যোতিতেই হউক বা মূর্ত্তিতেই হউক বা মন্ত্রেই হউক—ইহাতে ব্রহ্মভাবনা করিয়া, তিনিই বেদের উপদেশ দিতেছেন, তিনিই অব্যক্তমূর্ত্তিতে জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, তিনিই বিশ্বরূপে সাজিয়া আছেন, তিনিই আমায় উদ্ধার করিবেন, তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন আমি আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিব না—এক কথায় তিনিই সচ্চিদানন্দস্বরূপ বা সচ্চিদানন্দস্বরূপিণী—তিনিই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী—যে সাধক ঐ অবলম্বনে এই ভাব আরোপ করিয়া উপাসনা করেন, এবং জগতের প্রতি বস্তু দেখিয়া অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ অবস্থা লাভ করিয়া নিরন্তর আপনার উপাস্যকেই স্মরণ করেন তিনিই বিবেক পূর্ব্বক অভ্যাসযোগ সাধনা করিয়া দৃশ্যপ্রপঞ্চকে সাক্ষীচৈতন্যরূপে অনুভব করিতে পারেন। ইহাই অভ্যাস-যোগ দ্বারা বিশ্বরূপে পৌঁছান। ৮।৮ শ্লোকে তাই বলিয়াছি "অভ্যাসযোগ যুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা। পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্। আমার একটি কথা বিশেষ-রূপে স্মরণ রাখিও—নিত্যকর্ম্ম তিনবেলা অভ্যাসের সময়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাধনা ত করিবেই, কিন্তু ব্যবহারকালেও বাহিরে বিশ্বরূপের সাধনা তোমায় করিতে হইবে। সমকালে উপাসনা চাই। তোমায় মনে রাখিতে হইবে, যাহা কিছু তোমার চক্ষে পড়িতেছে—পুরুষ বল, স্ত্রী বল, পশু বল, পক্ষী বল, আকাশ বল, বায়ু বল, নদী বল, সমুদ্র বল, বৃক্ষলতা বল, চন্দ্র তারকা বল, জল ঝড় বল, অগ্নিশব্দ বল—সমস্তই সেই বিশ্বরূপী আমি। তুমি তোমার হৃদয়ে যেমন আমাকে ভজনা কর, সেইরূপ নরনারী প্রভৃতি সমস্তই আমি আমাকে স্মরণ করিয়া, যথাসাধ্য জীবসেবা করিয়া যাও—ক্রমে বুঝিবে হরি হইয়া হরি ভজন কি? বিশ্বরূপ উপাসনা কি? স্মরণ রাখ—অবিষ্ণুঃ পূজয়েদ্বিষ্ণুং ন পূজা ফলভোগ ভবেৎ। বিষ্ণুভূর্ত্বার্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং মহাবিষ্ণু রিতিস্মৃতঃ। বিষ্ণু না হইয়া বিশ্বজনীন প্রেমদ্বারা সর্ব্বভূতাত্মদৃষ্টি না হইয়া বিষ্ণুপূজা করিলে, বিষ্ণুপূজা সার্থক হয় না। বিষ্ণু হইয়া বিষ্ণুপূজা করিলে উপাসক মহাবিষ্ণু হন।"

অর্জ্জুন—ইহা একরূপ বুঝিয়াছি। এখন বল অবিবেক পূর্ব্বক্ অভ্যাসযোগসাধনা করিলে কি দোষ হয়? ইহাতে বিশ্বরূপের সাধনা হয় না কেন?

না বুঝিয়া কণ্ঠস্থ করা অপেক্ষা বোঝাটা ভাল, একথা সকলেই ধারণা করিতে পারে। তজ্জন্য অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান ভাল। আবার বোঝা বা জ্ঞান অপেক্ষা—যাহা বুঝিলাম মনে মনে তাহার প্রগাঢ় চিন্তা বা ধ্যান ভাল। এইরূপ প্রগাঢ় চিন্তা করিতে পারিলেও, যখন ধ্যানের অবস্থা হইতে ব্যুত্থান হয়, যখন ধ্যানভঙ্গে ব্যবহারিক জগতে আসিয়া কর্ম্ম করিতে হয়, তখন যদি ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম কর তাহা নিতান্ত মন্দ। কিন্তু যদি সর্ব্বদা ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে অভ্যস্ত হও, তবে পূর্ব্বোক্ত ধ্যান অপেক্ষা ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। মনে কর তুমি ধ্যান করিতে পার। কিন্তু ব্যবহারিক জগতে যখন থাক, তখন তোমার রাগদ্বেষের কর্ম্ম হয়, তখন তুমি জীবের প্রতি হিংসাও করিয়া থাক।

শ্রীভগবানের ধ্যান কর সত্য, কিন্তু অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ হইতে পার নাই। কেহ সুখ্যাতি করিলে সুখ পাও, নিন্দা করিলে দুঃখ পাও। ধ্যান কর বটে, কিন্তু স্ত্রীপুত্রের আধি ব্যাধিতে বিশেষ ব্যাকুল হও; স্ত্রীপুত্রের প্রতি বিশেষ মমতা তোমার আছে; লোক-ব্যবহারে বিলক্ষণ অহংকার তোমার আছে। তোমার কর্ম্মে অহং অভিমান যায় নাই। এরূপ অবস্থা অপেক্ষা যে ব্যক্তি দাসভাবেও ফলত্যাগ করিয়া প্রভুর কার্য্য করিতেছে—এইরূপ অভ্যাস করিতেছে, সে ব্যক্তি প্রথমে সংযতচিত্ত ও বিচারবান্ না থাকিলেও ঈশ্বর অনুগ্রহে সে যতাত্মবান্ হইবেই। পূর্ব্বোক্ত ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তি অপেক্ষা এইরূপ ফলত্যাগী কর্ম্মী শ্রেষ্ঠ।

ফলত্যাগ করিয়া ঈশ্বর-প্রীতির জন্য যিনি কর্ম্ম করেন, তিনি প্রথম অবস্থায় অজ্ঞ হইলেও ভৃত্য যেমন প্রভুকে ভালবাসিয়া কর্ম্ম করে, সেইরূপভাবে কর্ম্ম করেন। পুরাতন ভৃত্যকে যেমন প্রভু বড়ই অনুগ্রহ করেন, এইরূপ সাধকও সেইরূপে তখন ভগবদনুগ্রহ লাভ করেন। শ্রীভগ-বানের অনুগ্রহ যে লাভ করিয়াছে তাহার পক্ষে দুর্ল্লভ কি আছে?

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তি ধ্যানও করে অথচ বিশেষ আসক্তির সহিত সংসারও করে, রাগদ্বেষের কর্ম্মও করে। এজন্য তাহাকে প্রতিদিন লয়বিক্ষেপের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়—করিয়াও যে ধ্যানের অবস্থা লাভ করে তাহা ব্যুত্থানকালে সহজেই নষ্ট হইয়া যায়।

সেই জন্য বলিতেছি অবিবেক পূর্ব্বক অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান ভাল—কারণ তাহাতে রস আছে। আবার ঐ জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান ভাল, কারণ তাহাতে আরও একাগ্রতা আছে, রসও অধিক আছে। কিন্তু এরূপ ধ্যানের অবস্থাও নষ্ট হইয়া যায়, এজন্য সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ—অজ্ঞজন দ্বারা কৃত হইলে শ্রেষ্ঠ। কারণ ইহা দ্বারা ক্রমে প্রকৃত জ্ঞান ও ধ্যান হইবেই।

অর্জ্জুন—জ্ঞান ও ধ্যান ইহাদের প্রকৃত অর্থ কি এবং এখানেই বা কোন অর্থে ইহাদের প্রয়োগ হইয়াছে?

ভগবান্—অভেদদর্শনং জ্ঞানং ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ। জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই—ইহাই জ্ঞান। জ্ঞান হইলে মন যখন বিষয়-আমিষশূন্য হয়, তখনই ধ্যান হয়।

মন হইতে দৃশ্যজগৎ মুছিয়া ফেলাই আত্মধ্যান। দর্শনের পর ধ্যান অর্থাৎ প্রগাঢ় চিন্তা জ্ঞান ও ধ্যানের প্রকৃত অর্থ ইহা। ভগবান্ বশিষ্ঠ বলেন;—ব্রহ্মকে সপ্রপঞ্চ ও অপ্রপঞ্চ দুই বলা হয়। কিন্তু সপ্রপঞ্চেরই জ্ঞান হয়, নিষ্প্রপঞ্চের হয় না।

দৃশ্যপ্রপঞ্চকে সাক্ষীচৈতন্যস্বরূপে যে অনুভব তাহাই জ্ঞান। দ্রষ্টা-সাক্ষীচৈতন্য ও দৃশ্যজগৎ এতদুভয়ের একতাসম্পাদক জ্ঞান যখন মনের মধ্যে দৃঢ় হয়, তখনই জীব জ্ঞানস্বরূপে সমাহিত হইয়া বিশ্রামলাভ করে। জ্ঞান হইলেই জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন আর ধ্যান হইবে কিরূপে? এস্থানে ধ্যান জ্ঞান অপেক্ষা নিম্নাবস্থা। ধ্যান অর্থে এখানে নিজস্বরূপের পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান। গীতাতে আমি জ্ঞান ও ধ্যান এ অর্থে ব্যবহার করিতেছি না।

জ্ঞানং "শব্দ যুক্তিভ্যামাত্মনিশ্চয়ঃ"। শব্দ ও যুক্তি দ্বারা আত্মনিশ্চয়কে জ্ঞান বলিতেছি। ইহা পরোক্ষ জ্ঞান; ইহা অপরোক্ষানুভূতি নহে। অভ্যাস বলিতেছি—আত্মনিশ্চয় জন্য যে যুক্তি ও শব্দ তাহারই অর্থ শ্রবণাভ্যাস। অথবা উপাস্তে মনরাখার পুনঃ পুনঃ চেষ্টার নাম অভ্যাস। শুধু অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞানার্থ শ্রবণ করা ভাল। আবার ঐ অর্থটি শ্রবণ করিয়া,

যখন উহা প্রবাহক্রমে মনের মধ্যে চলিতে থাকে, তখন হয় ধ্যান। অর্থ না জানিয়া অভ্যাস করা অপেক্ষা, অর্থ-শ্রবণ-করা-রূপ জ্ঞান ভাল। আবার অর্থ শ্রবণাদি জ্ঞান অপেক্ষা, শ্রুত অর্থের প্রবাহ বা অর্থ সম্বন্ধে প্রগাঢ় চিন্তা ভাল।

উপাস্য সম্বন্ধে কিছু না জানিয়া শুধু নাম জপ, বা প্রণব জপ বা চরণাদি চিন্তা বা মূর্ত্তি আনিতে চেষ্টা করা—ইহাই হইল অবিবেকপূর্ব্বক অভ্যাস। কিন্তু উপাস্যসম্বন্ধে শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশ শ্রবণ, উপদেশের আলোচনা ও পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিলেই, উপাস্যসম্বন্ধে একটা ধারণা হয়। ধারণা পরিপক্ক হইলেই ধ্যান হয়। ধ্যান দ্বারা উপাস্যবস্তু সজীবভাবে উপাসকের হৃদয়ে অবস্থান করেন; এখন বুঝিতেছ অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান কেন শ্রেষ্ঠ—আবার জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান কেন শ্রেষ্ঠ?

এরূপ ধ্যান হইলেও এই ধ্যানের ব্যুত্থান-অবস্থা আছে। যাহাদের কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা অভ্যাস হয় নাই, ধ্যানভঙ্গে তাহারা আসক্তির সহিত কর্ম্ম করে; করিয়া ক্রমে কপটাচরণ শিক্ষা করে—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আরও একপ্রকার অনিষ্ট, অবিবেকপূর্ব্বক ধ্যানে হয়। ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন যে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ॥ যোগের বিভূতি ব্যুত্থানসময়ে সিদ্ধিরূপে গণ্য; কিন্তু সমাধিকালে উপসর্গ—মুক্তিপ্রদ সমাধির নাশক। ধ্যান করিতে করিতে ব্যুত্থান দশায় একটা বিভূতি লাভ হয়ই। যাহারা অজ্ঞানী তাহারা কোনরূপ বিভূতির উদয় দেখিলেই, আপনাকে অপর সাধারণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে। প্রবল অভিমানে ইহারা নানাপ্রকার দাম্ভিকতার কার্য্য করে, করিয়া নিজের অনিষ্ট করে এবং লোক-প্রতারণা করে।

মনে কর কোন সাধক খেচরীমুদ্রা বা শাম্ভবীমুদ্রা বা হঠযোগাদি অভ্যাস করিয়াছে। ইহার জ্ঞান জন্মিল না কিন্তু উপরোক্ত যোগাদি অভ্যাস জন্য ধ্যানাবস্থা লাভ হইল। তখন ইহাদের কিছু কিছু বিভূতিও আসিবে। সেই বিভূতিবলে ইহারা আসক্তিপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া লোককে মুগ্ধ করিবে এবং নিজের নানাপ্রকার উদ্দেশ্য সাধন করিবে। এইরূপ ধ্যানাভ্যাসী অপেক্ষা যাহারা কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করে, তাহারা উৎকৃষ্ট।

অর্জ্জুন—ইহা বুঝিলাম। কিন্তু ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ যাহা বলিতেছ, তাহাতেও জিজ্ঞাস্য আছে।

ভগবান্—বল।

অর্জ্জুন—অজ্ঞব্যক্তি যদি দাসভাবে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করে, তবে তাহারও কি শান্তি আসিবে? পূর্ব্বে ৪।৩৯ বলিয়াছ—শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥ জ্ঞানলাভের পরে শান্তি। আবার ২।৭১ বলিয়াছ—বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি। এখানেও বলিতেছ—স্থিতপ্রজ্ঞ যিনি, যিনি জ্ঞানী—তিনিই শান্তিলাভ করেন। জ্ঞানীর শান্তিলাভ হয়, কিন্তু অজ্ঞানীর শান্তিলাভ হইবে কিরূপে?

ভগবান্—অজ্ঞজনও যখন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহারা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা ত করিতেই পারে না, কিন্তু তাহারা বিশ্বরূপের উপাসনাতেও অশক্ত। শ্রেষ্ঠ উপাসনা করিতে অশক্ত বলিয়া,

ইহাদিগকে অভ্যাসযোগ-অবলম্বনে বিশ্বরূপে উঠিতে হইবে। পাছে অবিবেকপূর্ব্বক অভ্যাস-যোগ অবলম্বন করিয়া ইহারা পূর্ব্বোক্ত দোষযুক্ত হইয়া ভ্রষ্ট হইয়া যায়, সেই জন্ত এইরূপ অজ্ঞ-জনের পক্ষে নিরুপদ্রব পথ হইতেছে কর্ম্মফলত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা। অজ্ঞজনের এইরূপ দাসভাবে সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগরূপ সাধনা—অজ্ঞজনের অবিবেকপূর্ব্বক অভ্যাসযোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু যাহারা মনে করে অজ্ঞজনে যেরূপ হউক সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলেই শান্তি পাইবে, তাহারা আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারে না।

যেমন নিষ্কাম কর্ম্মের দুই অবস্থার কথা ৭।১ শ্লোকে (৬২৩ পৃষ্ঠায়) বলা হইয়াছে, সেইরূপ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগেরও উচ্চ অবস্থা ও নিম্ন অবস্থা আছে।

জ্ঞানভিন্ন যথার্থরূপে সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ হইতেই পারে না। কর্ম্মফলত্যাগ অর্থই কামনা-ত্যাগ। কর্ম্মফলত্যাগ বা কামনা ত্যাগ তাহার হয়—যাহার অহং অভিমান নাই, আমি কর্ত্তা এই অভিমান নাই, আমি দুঃখ অতিক্রম করিয়া সুখী হইব এই অভিমান নাই। বিনা জ্ঞানে পূর্ণভাবে কামনাত্যাগ বা সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ হয় না। সেইজন্য বলিয়াছি স্থিতপ্রজ্ঞ যিনি—তিনিই কামনাত্যাগ করিতে পারেন। যিনি নির্ম্মম, যিনি নিরহঙ্কার তিনিই কামনাবর্জ্জিত। যাঁহার আমি বোধ আছে, যাঁহার আমার বোধরূপ মমতা আছে, তিনি প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ করিতে পারেন না। একবারে অহং অভিমান ত্যাগ করিয়া যাহারা পূর্ণভাবে সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ করিতে পারে না, তাহারা দাস-আমি এই ভাব রাখিয়া কর্ম্মফলত্যাগ করিতে অভ্যাস করুক। আমি দাস, শ্রীভগবান্ প্রভু আমি প্রভুর তৃপ্তিজন্য কর্ম্ম করি—আমার নিজের ভোগের জন্য কর্ম্মফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া কর্ম্ম করি না। এইরূপ সাধকও আংশিকভাবে কর্ম্মফলত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু পূর্ণভাবে কামনাত্যাগ বা কর্ম্মফলত্যাগ করিতে হইলে, দাস আমি এই অহং অভিমানও ত্যাগ হইয়া যাইবে।

"ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরং" ইহা সত্যই। কিন্তু চিত্তত্যাগই যথার্থ ত্যাগ। জ্ঞানী ভিন্ন চিত্তত্যাগ কেহই করিতে পারে না। দাসভাবে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ করা দ্বারা এই যথার্থ-ত্যাগে উঠিতে পারা যায়। অজ্ঞজনেরও দাসভাবে সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগরূপ সাধনাও পূর্ণভাবে সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগের অঙ্গ বলিয়াই, এই শ্লোকে সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগের স্তুতি করিতেছি মাত্র।

মোক্ষলাভের সাধনাসমূহের সর্ব্বনিম্ন অবস্থা হইতেছে দাসভাবে কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা। যেমন উচ্চবংশ হইতে জন্ম হইয়াছে বলিয়া, অধঃপতিত উচ্চবংশের নীচত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিও পূর্ব্ব গৌরব লক্ষ্য করিয়া আপনার স্তুতি করে, যেমন ব্রাহ্মণবংশে ভগবান্ অগস্ত্য সমুদ্রপান করিয়াছিলেন বলিয়া, পতিতব্রাহ্মণও বলে আমি সেই বংশে জন্মিয়াছি—যাঁহারা চন্দ্রসূর্য্যের গতি রোধ করিতে পারিতেন, যাঁহারা সমুদ্র পর্য্যন্ত পান করিয়াছিলেন, যাঁহারা পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন—ইহা যেমন স্তুতি মাত্র—সেইরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনাসমূহের সর্ব্বনিম্নস্তর হইলেও, এখানে অজ্ঞজনের সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগের স্তুতিমাত্র করা হইতেছে।

অর্জ্জুন—কেহ কেহ বলেন ইহা স্তুতি নহে, যথার্থ উক্তি।

ভগবান্—ইহাদের যুক্তি কি ?

অর্জ্জুন—অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ; জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ কারণ—"ধ্যান দ্বারা ধ্যেয় বস্তু স্বস্বরূপে সজীবভাবে নিরন্তর ধ্যানকর্ত্তার হৃদয়মন্দিরে বিরাজমান থাকেন। অপিচ ধ্যানের পথে অগ্রসর হওয়ার পরই, ধ্যেয়বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ বা মিলন অবশ্যম্ভাবী। অতএব ধ্যান ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অব্যবহিত পূর্ব্বানুষ্ঠান। কিন্তু ধ্যানের অপেক্ষাও কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ। কারণ ফলাভিসন্ধিবিরহিত কর্ম্মিগণের কার্য্য কারণ জানিবার আবশ্যকতা থাকে না, পরিণাম-চিন্তার প্রয়োজন হয় না এবং কোনরূপ সাধনার পথ অবলম্বন করিতে হয় না। অতঃই ভোগা-সক্তিবিরহিত ফলাভিসন্ধিশূন্য কর্ম্মত্যাগ দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান ও সাধনার ফল তাঁহারা প্রাপ্ত হয়েন। শাস্ত্রাচার্য্যপ্রদর্শিত পথাবলম্বনে হৃদয়কে প্রস্তুত করিয়া, অভ্যাসযোগরূপ একনিষ্ঠা বা ভগবত্তত্ত্বাববোধরূপ জ্ঞান বা তৎফলস্বরূপ ধ্যান প্রভৃতি কোন সাধনা না করিলেও, অনায়াসে তাঁহারা পরমফল প্রাপ্ত হয়েন। এবম্বিধ কর্ম্মনিষ্ঠগণ অচিরকালমধ্যে পরমাশান্তি লাভ করেন।" আবার কেহ বলেন "সর্ব্বথা কর্ম্মত্যাগ বিনা, ধ্যানজনিত বিঘ্ন [আত্মাভিমান ইত্যাদি] কখন অপনীত হয় না ; এজন্য ধ্যান হইতে কর্ম্মফলত্যাগ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা বশতঃ যাহাদের চিত্ত অবিশুদ্ধ, তাহাদের কখন ভগবানে মনঃসমাধান বা বুদ্ধি-নিবেশ সম্ভবে না ; অতএব সকল উপায়গুলির উপরে কর্ম্মফলত্যাগেরই সাম্রাজ্য। এরূপ অবস্থায় এখানে ইহার বৃথা স্তুতিবাদ হয় নাই।"

নিকৃষ্টত্ব জন্য এই কর্ম্মফলত্যাগের সহজসাধ্যত্ব প্রদর্শিত হয় নাই। যে সকল সাধকের ভগবান্‌কে পাওয়া উদ্দেশ্য, তাঁহাদিগের সাধনের আরম্ভ সেই কর্ম্মফলত্যাগ হইতে হয়। উহাকে পরিত্যাগ করিয়া কৃতার্থতার সম্ভাবনা নাই, এজন্য কর্ম্মফলত্যাগপূর্ব্বক যে যে সাধনের উপদেশ করা হইয়াছে, সেই সেই সাধনের অনুসরণে যদি অশক্ত হয়, তাহা হইলে সকল উপায়গুলির মধ্যে সাধারণভাবে অন্তর্ভূত যে কর্ম্মফলত্যাগ, তদবলম্বনে সাধন আরম্ভ করা উচিত। অতএব উচ্চসাধকদিগের যেরূপ কর্ম্মফলত্যাগ আশ্রয়ণীয় ভগবৎপ্রাপ্তিকাম নিকৃষ্টসাধকগণেরও সেইরূপ—ইহা গীতাশাস্ত্রসম্মত পন্থা। ত্যাগ দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়, এই যে বেদান্তবাদিগণ বলিয়া থাকেন তাহা এই জন্যই সমীচীন"।

ভগবান্‌—কর্ম্মফলত্যাগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিতেছেন—অন্য কোন সাধনার প্রয়োজন নাই, গুরুশাস্ত্রমত অভ্যাসযোগ প্রয়োজন নাই, ভগবত্তত্ত্বাববোধ আবশ্যক নাই, জ্ঞান বা ধ্যান কিছুই আবশ্যক নাই ; শুধু ভোগশক্তি—বিরহিত ফলাভিসন্ধিশূন্য কর্ম্মত্যাগ অভ্যাস করিলেই হইবে।

ইঁহার যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যায়—ভোগবাসনাত্যাগ এবং ফলাভিসন্ধিত্যাগ করিয়া ত কর্ম্ম করিতে হইবে? এরূপভাবে কর্ম্ম করিবে কিরূপে? চিত্তে বাস করে বলিয়াই সঙ্কল্প, আসক্তি, কামনা ইত্যাদিকে বাসনা বলে। চিত্তটাই স্থূলে বাসনার সমষ্টি। চিত্তের সত্তা যাহা তাহাই আত্মা। বাসনা জাগিলেই চেষ্টা হয়, চেষ্টাই কর্ম্মরূপে পরিণত হয়। তবেই দেখ, কর্ম্মটা সূক্ষ্মবাসনার স্থূলপরিণতি। কর্ম্মগুলি, বাসনা ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া, বা ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিয়া করার অর্থ কি? না মনকে ভগবৎভাবে ভগবানের রূপে বা গুণে আসক্ত রাখিয়া হাতে

পারে কর্ম্ম করা। "আমি করিতেছি" এ বোধ যত দিন থাকে, ততদিন মনটি পূর্ণভাবে তাঁহাতে রাখা হয় নাই। মনকে পূর্ণভাবে তাঁহাতে রাখিলে কোন কর্ম্ম হইতে পারে না। কারণ মনোযোগটি না দিলে কোন অঙ্গকেও চালনা করা যায় না। যেখানে বুদ্ধিপূর্ব্বক কোন অঙ্গ-চালনা করা ব্যাপার আছে, সেখানে মনোযোগও আছে। তাহা হইলে ভগবানে মন রাখা ও কর্ম্মে মনোযোগ দেওয়া একসঙ্গে হইতে পারে না, কারণ মনকে সমকালে দুই বিষয়ে রাখা যায় না। পূর্ণভাবে মন ভগবানে না দিলেও যখন জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই, তখন কর্ম্মত্যাগ ভিন্ন জ্ঞান হইতেই পারে না। দুর্ব্বল সাধক এরূপভাবে সর্ব্ববাসনা ত্যাগ করিতে পারে না বলিয়া, গীতা উপদেশ দিতেছেন শুভবাসনা রাখিয়া প্রথমে কর্ম্ম অভ্যাস কর। আমি দাস, তুমি প্রভু। আমি কর্ম্ম করি তোমার সুখের জন্য—আমার কোন ফলকামনার জন্য নহে, শুধু তোমার কৃপা জন্য। প্রথমে এই শুভবাসনা লইয়া কর্ম্ম কর—পরে তোমার কৃপা অনুভব জন্য সকল কর্ম্ম করিতেছ ইহা যখন অনুভব করিবে, তখন তোমার চিত্তে রাগদ্বেষ আর থাকিবে না; তোমার চিত্ত ভগবৎকৃপা অনুভব করিয়া অন্য সমস্ত বাসনা ত্যাগ করিবে। এইরূপে চিত্তশুদ্ধি হইলে, চিত্ত ভগবান্‌কে দেখিতে ইচ্ছা করিবে—তখন কোন অবলম্বনে চিত্তকে একাগ্র করিয়া—তাহার উপরে ভগবানের পরম ভাব—সৎচিৎআনন্দ ও সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা—আরোপ করিয়া সাধনা করিতে হইবে। ইহাই অভ্যাসযোগ। ভিতরে যেমন সাধনা চলিবে, বাহিরেও সেইরূপ সেই আত্মবস্তুটি সর্ব্বত্র আছেন ভাবনা করিয়া সর্ব্বজীবের সেবারূপ কর্ম্ম চলিবে। এইরূপ সাধনা দ্বারা তখন বিশ্বরূপের উপাসনা করিতে হইবে। পরে অব্যক্তের উপাসনা করিলে তবে সিদ্ধিলাভ হইবে। তখন ব্রহ্মভাবে অবস্থান করা হইবে। প্রকৃতি যদি থাকেন, প্রকৃতি কর্ম্ম করুন—আত্মা কিন্তু প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রকৃতির কোন কর্ম্মে আত্মার অভিমান নাই। আত্মা সুখস্বরূপে আপনাতে আপনি থাকিবেন—আর যদি কর্ম্ম হয়, কর্ম্ম অবুদ্ধিপূর্ব্বক হইয়া যাইবে। এই ত সমস্ত সাধনা। কর্ম্মফলত্যাগদ্বারা কর্ম্মত্যাগ করিতে পারিলে তবে জ্ঞানলাভ হইবে। চিরদিন কর্ম্ম করিলে নৈষ্কর্ম্ম্য বা জ্ঞানলাভ হইবে না। তবেই দেখ শুধু কর্ম্মদ্বারা হয় না, অন্য সাধনাও করিতে হইবে। যুক্তি দ্বারা ইহা বুঝিলে। এখন শাস্ত্র যদি দেখ—দেখিবে শাস্ত্র বলিতেছেন—নিষ্কাম কর্ম্ম প্রথম, পরে আরুরুক্ষু-অবস্থা। এই অবস্থায় যোগ করা চাই; পরে যোগারূঢ় অবস্থা এই অবস্থা—যোগের চরম। পরে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভজনে যুক্ততম অবস্থা। পরে আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ ইত্যাদি। ভোগত্যাগ ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করাই হইতেছে সাধনার শেষ অবস্থা। সমস্ত সাধনা করিলে ইহা পারা যায়; অজ্ঞজনে যা হোক তা হোক করিয়া নিজের কামনা না রাখিয়া, কখন সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ করিতে পারে না। সেইজন্য দাসভাবে কর্ম্মফলত্যাগ করিয়া কর্ম্ম অভ্যাস করিতে করিতে তবে অন্য সাধনার অধিকার জন্মে। সেইজন্য বলা হইয়াছে—যদি অব্যক্ত উপাসনা না পার, তবে বিশ্বরূপের উপাসনা কর; তাহাও যদি না পার, তবে অভ্যাস যোগ কর; তাহাও যদি না পার, তবে মৎকর্ম্মপরম হও; তাহাও না পার, তবে সমস্ত কর্ম্মফল আমাতে অর্পণ করিয়া কর্ম্ম কর। ইহা না পার তবে অন্যটি কর যখন বলিতেছি, তখন তুমি অশক্ত বলিয়াই সহজটি করিতে বলিতেছি। সহজটি না পার শক্তটি কর—ইহা মূর্খলোকেও বলে না। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগটি তবে

সমস্ত সাধনার সর্ব্বনিম্নস্তর। আবার পূর্ণভাবে এইটী তখন হইবে—যখন সর্ব্বোচ্চ সাধনা করা হইবে। এইটুকুতে মানুষ দৃষ্টি রাখে না বলিয়া, উপরোক্ত কুযুক্তি উত্থাপন করে।

দ্বিতীয় ব্যক্তির যুক্তিতে অন্য দোষ নাই, কেবল সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগকে যে স্তুতিবাদ বলা হইয়াছে—ইঁহাই তাঁহার মনে লাগে নাই। স্তুতিবাদ অর্থে ইহা নহে যে, মিথ্যাবিষয়ে রুচি লাগাইবার জন্য বাক্য প্রয়োগ করা।

শাস্ত্রে যেখানে স্তুতিবাদ আছে তাহার উদ্দেশ্যই হইতেছে যাহাতে সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি হইবে—তাহাতেই আসক্তি জন্মান। গীতাপাঠের স্তুতি যেখানে করা হইয়াছে, সেখানে কিছু ফল হইবে না শুধু শুধু পড়িতে বলা হইতেছে ইহা নহে। গীতাপাঠেই যে মোক্ষ হইবে তাহা নহে; কিন্তু পাঠটি মোক্ষপথে উঠিবার সর্ব্বনিম্ন স্তর মাত্র। গীতাপাঠ করিতে করিতে গীতার সমস্ত সাধনাগুলির উপর দৃষ্টি পড়িবে—তখন সাধনার জন্য চেষ্টা হইবে; চেষ্টা হইলে কর্ম্ম করিতে পারিবে—কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্ম ত্যাগ হইবে; পরে জ্ঞান, পরে মুক্তি। দাসভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে ভগবৎ-কৃপা অনুভূত হইয়া হৃদয়ে পবিত্র আনন্দ আসিবে; সেই আনন্দে চিত্ত-শুদ্ধ হইবে। চিত্তশুদ্ধি হইলে অভ্যাসযোগ, পরে বিশ্বরূপের উপাসনা, পরে অব্যক্তে স্থিতি, পরে চিরশান্তি। দাসভাবে কর্ম্মফলত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলেই শান্তি আসিবে না; কিন্তু সমস্ত সাধনার নিম্নস্তর হইতে ক্রমে উচ্চস্তরসমূহে আসিতে পারিবে বলিয়াই, ফলত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করার স্তুতি করা হইয়াছে ।। ১২ ॥

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
মর্য্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

শ　　　শ　শ

সর্ব্বভূতানাং অদ্বেষ্টা সর্ব্বেষাং ভূতানাং ন দ্বেষ্টা। আত্মনো দুঃখ-

শ　　শ　　শ

হেতুমপি ন কিঞ্চিদ্দ্বেষ্টি। সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মত্বেন হি যস্মাৎ পশ্যতি।

ম　ম

সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মত্বেন পশ্যন্নাত্মনো দুঃখহেতাবপি প্রতিকূল বুদ্ধ্যাভাবাৎ

ম　ম　শ

দ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং কিন্তু মৈত্রঃ মিত্রভাবো মৈত্রো মিত্রতয়া বা

শ ম ম ম
বর্ত্তত ইতি মৈত্রঃ যদ্বা মৈত্রী স্নিগ্ধতা তদ্বান্ যতঃ করুণঃ

শ শ
এব চ করুণা কৃপা দুঃখিতেষু দয়া। তদ্বান্ করুণঃ। সর্ব্বভূতাহভয়-

শ শ নী নী
প্রদঃ। সন্ন্যাসীত্যর্থঃ। অদ্বেষ্টা চেদুদাসীনঃ স্যাদিত্যাহ মৈত্রঃ মিত্রমেব

নী নী
মৈত্রঃ নতুদাসীনঃ কদাচিদপি, নম্বন্যস্মিন্ শত্রৌসতি কথং মৈত্রত্বং

নী
স্যাত্তত্রাহ করুণ ইতি দুঃখদাতারমপি করুণয়া ন বাধিতুমীষ্টে অপিতু

নী নী
ত্রাতুমেবেচ্ছতি, এতেন সর্ব্বভূতাহভয়প্রদঃ সন্ন্যাসী উক্তঃ অতএব তস্য

নী শ ম
নির্ম্মমঃ ইতি বিশেষণং যুজ্যতে নির্ম্মমঃ মমপ্রত্যয়বর্জ্জিতঃ দেহেহপি

ম নী নী
মমেতি প্রত্যয়বর্জ্জিতঃ মুখ্যমক্ষরবিদো লক্ষণং নিরহঙ্কার ইতি অহঙ্কারো

নী শ
হি সর্ব্বানর্থনিদানং স এব নির্গতো যস্মাৎ স নিরহঙ্কারঃ নির্গতাহং প্রত্যয়ঃ

নী শ শ
অতএব সমদুঃখসুখঃ সমে দুঃখেসুখে দ্বেষরাগয়োরপ্রবর্ত্তকে যস্য সঃ

নী
"তত্র কোঃ মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ"। ইতি শ্রুতেঃ ক্ষমী

শ শ ম
ক্ষমবান্। আক্রুষ্টোহভিহতো বাহবিক্রিয় এবাস্তে আক্রোশ তাড়-

নাদিনাঽপি ন বিক্রিয়ামাপদ্যতে। তস্যৈব বিশেষণান্তরাণি—সততং সন্তুষ্টঃ নিত্যং দেহস্থিতিকারণস্য লাভেঽলাভে চোৎপন্নাঽলং প্রত্যয়ঃ। তথা গুণবল্লাভে বিপর্য্যয়ে চ সন্তুষ্টঃ। সততং যোগী সর্ব্বদা সমাহিত-চিত্ত শ্রবণাদৌ সমাহিতচিত্তঃ যতাত্মা সংযতস্বভাবঃ সংযত শরীরেন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাতঃ। দৃঢ়নিশ্চয়ঃ দৃঢ়ঃ স্থিরো নিশ্চয়োঽধ্যবসায়ো যস্যাত্মতত্ত্ববিষয়ে স স্থিতপ্রজ্ঞঃ অসম্ভাবনাশূন্যঃ দৃঢ়ঃ শ্রদ্ধাবান্। ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ সঙ্কল্পাত্মকং মনঃ। অধ্যাবসায়লক্ষা বুদ্ধিঃ। তে ময্যেবাঽর্পিতে স্থাপিতে যস্য সংন্যাসিনঃ সঃ ময়ি নির্গুণে ব্রহ্মণি অর্পিতে নিহিতে প্রবিলাপিতে বা মনঃ সঙ্কল্পাদিরূপং বুদ্ধিরধ্যবসায়স্তে উভে যেন সঃ। য ঈদৃশো মদ্ভক্তঃ মদ্ভজনপরো জ্ঞানবানিতি যাবৎ শুদ্ধাক্ষর ব্রহ্মবিৎ স মে প্রিয়ঃ আত্মত্বাদেব স পরম প্রেমাস্পদং "জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মত" মিত্যুক্তম্ ॥ ১৩। ১৪ ॥

মদ্ভক্তঃ—(১) মদ্ভজনপরো জ্ঞানবানিতি যাবৎ
—(২) শুদ্ধাক্ষর ব্রহ্মবিৎ

রা রা
—(৩) এবম্ভূতেন কর্ম্মযোগেন মাং ভজমানঃ
শ্রী শ্রী
—(৪) এবম্ভূতস্য ভক্তস্য ক্ষিপ্রমেব পরমেশ্বরপ্রসাদহেতূন্ ধর্ম্মানাহ
শ্রী
অদ্বেষ্টেত্যষ্টভিঃ
নী নী
—(৫) পরম প্রকৃতস্যাক্ষরস্যোপাসকং স্তৌতি তদ্গুণ কথনে হি
নী
সাধকানাং তেষু গুণেষ্বাদরো ভবিষ্যতীতি বুদ্ধ্যাহ
নী
অদ্বেষ্টেতি ॥ ১৩।১৪॥

যিনি সর্ব্বভূতের প্রতি দ্বেষরহিত, মিত্রভাবাপন্ন ও দয়াবান্, যিনি মমতাহীন, অহংকারহীন, সুখদুঃখে যাঁহার সমান ভাব, যিনি ক্ষমাশীল, যিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, [সর্ব্বদা] যোগী-সমাহিতচিত্ত, যিনি সংযতস্বভাব, দৃঢ়বিশ্বাসী, যাঁহার মন বুদ্ধি আমাতে অর্পিত, যিনি এতাদৃশ মদ্ভক্ত তিনি আমার প্রিয় ॥ ১৩।১৪ ॥

অর্জ্জুন—কোন্ প্রকার ভক্ত তোমার প্রিয় ?

ভগবান্—প্রথম যিনি কোন প্রাণীকে দ্বেষ করেন না।

অর্জ্জুন—সর্ব্বত্র অদ্বেষ্টা কিরূপে হয়েন ?

ভগবান্—কোন প্রাণীই সহজ অবস্থায় আপনাকে আপনি দ্বেষ করিতে চায় না। অন্যের দোষ দেখিলে অজ্ঞলোক কিরূপ নির্দ্দয়ভাবে তাঁহার সমালোচনা করে, কিরূপ নিষ্ঠুরভাবে তাহার দোষ জনসমাজে কীর্ত্তন করিয়া তাহার মনপীড়া উৎপাদন করে—কিন্তু নিজের দোষ জানিলেও নিজের মনকে ত সেরূপভাবে তিরস্কারও করে না—সেরূপভাবে নিজের উপর ক্রোধও করে না। যদি কখন নিজের দোষ দেখে, তবে অতি শান্তভাবে নিজের মনকে উপদেশ দেয়। যিনি আত্মজ্ঞ ভক্ত, তিনি যেমন আপনাকে ক্ষমা করেন, আপনাকে হিংসা করেন না—অপর সকলকেও সেইরূপ ভাবে ক্ষমা করেন; সেইরূপ ভাবে নিষ্ঠুরতাশূন্য হইয়া শান্তভাবে উপদেশ করেন। যেরূপ ব্যবহারে নিজের দুঃখ হয়, তাহা তিনি বিশেষ ভাবে জানেন বলিয়াই, অন্যকে দুঃখ দিতে পারেন না। যিনি আত্মজ্ঞ, যিনি ঈশ্বরসেবী—তিনি কাহাকেও দ্বেষ করিতে পারেন না।

অর্জ্জুন—উদাসীন থাকিলেও ত সর্ব্বভূতে অদ্বেষ্টা হওয়া যায় ?

ভগবান্—উদাসীন থাকিলে প্রত্যক্ষে অন্যের উপর দ্বেষ-করা না হইতে পারে, কিন্তু পরোক্ষে দ্বেষভাবের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার হইতেছে দেখিয়া উদাসীন থাকিলে বুঝা যায়, লোকটি আত্মভাবে অন্য সকলকে দেখিতে শিক্ষা করে নাই। নিজের উপর অত্যাচার হইলে যে আত্মরক্ষা আপনা হইতে আইসে, সেইরূপ আত্মজ্ঞ ভক্ত অন্যের প্রতি

অত্যাচার হইলেও, আপনার মত করিয়া অন্তকে রক্ষা করিতে প্রাণপণ করেন। কখন বা নিজের প্রাণ উপেক্ষা করিয়াও অন্যের প্রাণ রক্ষা করেন।

এজন্য ঐরূপ ভক্তের দ্বিতীয় গুণ তিনি সর্ব্বত্র মিত্রভাবাপন্ন। মৈত্রী সাধারণতঃ উত্তমের প্রতি হয় আর মিত্রতা হয় সমানের সহিত। সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরে, যাঁহার দৃষ্টি, তাঁহার সর্ব্বত্র আত্মভাব আসিবেই। কাজেই মিত্রতা।

অর্জ্জুন—দুঃখদাতা শত্রুকে তিনি মিত্রভাবে দেখেন কিরূপে?

ভগবান্—শত্রু যে ক্লেশ দিতেছে তাহাতে আমার প্রারব্ধক্ষয় হইতেছে ভাবিয়া, তিনি ইহা ঈশ্বর-প্রেরিত মনে রাখিয়া সুখী হয়েন, এবং শত্রুকেও ভালবাসিতে পারেন। অপরে অপরের শত্রুতা করিতেছে দেখিয়া, তিনি ইহাদের অজ্ঞানে ব্যথিত হয়েন। হইয়া, করুণা করিয়া ইহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। কখন বা অপরের হইয়া, নিজে যাতনা সহ্য করিতে দণ্ডায়মান হয়েন। এজন্য করুণা তাঁহার তৃতীয় গুণ। করুণাটা সাধারণতঃ দুঃখী অজ্ঞানীর উপর হয়। জ্ঞানস্বরূপকে ধরিয়া, যেখানে অজ্ঞানের কার্য্য তিনি দেখেন, সেইখানে করুণা করেন।

অর্জ্জুন—আত্মজ্ঞভক্তের চতুর্থ গুণ তিনি নির্ম্মম—ইহা কিরূপ?

ভগবান্—আমার আমার করার নাম মমতা। যাহার আমি ক্ষুদ্র, তাহার মমতাও কতকগুলি জীবে সীমাবদ্ধ। কিন্তু যিনি সকলকেই আপনার করিয়া লইয়াছেন—যিনি সর্ব্বজীবে আপনার রমণীয়-দর্শন আত্মদেবকে দেখিতে চান বা দেখিতে পান; যিনি সর্ব্বজীবে আপনার ঈপ্সিততম, আপনার দেবতা, আপনার দয়িতকে অনুসন্ধান করেন, তিনি কাহাকে বাদ দিয়া কাহাকে ভাল বাসিবেন? সকলেই যে তাঁহার আপনার—তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব সকলের মধ্যে আছেন বলিয়া! তাঁহার ঈপ্সিততম তাঁহার দেহে আছেন, তাঁহার প্রাণে আছেন, তাঁহার মন বুদ্ধিতে আছেন বলিয়া তাঁহার নিজের দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি যেমন তাঁহার প্রিয়—অন্যের দেহ প্রাণ মন বুদ্ধিতেও সেইরূপে আছেন বলিয়া, ঐগুলিও তাঁহার ভালবাসার বস্তু। আপনার দেশের জল, বায়ু, আকাশ, অগ্নি, পৃথিবী—তাঁহার ঈপ্সিততমের যেমন মন্দির, অন্য দেশের ঐগুলিও তাঁহার সেইরূপ। এককে সর্ব্বত্র ভাবনা করিয়া তিনি সর্ব্বত্র সমান মমতা করেন। মমতার পূর্ণতা প্রথম প্রকারের নির্ম্মমতা। বিশ্বরূপের উপাসকগণ মমতাকে পূর্ণত্বে আনিয়া মমতা বর্জ্জিত। কিন্তু অক্ষর উপাসকগণ আপনাতে আপনি থাকেন বলিয়া, তাঁহার নিজের দেহকে যেমন প্রকৃতির বিকার ভাবনা করিয়া নিজদেহে মমতা শূন্য হয়েন, সেইরূপ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডদেহও, প্রকৃতির বিকার ভাবিয়া সর্ব্বত্র মমতাশূন্য। ফলে এই উপাসকগণ দৃশ্যপ্রপঞ্চকে দর্পণ দৃশ্যমান নগরী-তুল্য মিথ্যা অনুভব করিয়া, জগতের সমস্ত ব্যাপারকে চিত্তস্পন্দন-কল্পনা জানিয়া, স্বপ্নকালের মনোবিলাস ভাবনা করিয়া, কোন মিথ্যা বস্তুতে মমতা রাখিতে পারেন না।

অর্জ্জুন—পঞ্চম গুণ তিনি নিরহঙ্কার। ইহা বল?

ভগবান্—মম মম করা যেমন মমতা, অহং অহং করা সেইরূপ অহংতা। আত্মজ্ঞ-ভক্ত যেমন মমতাবর্জ্জিত, সেইরূপ অহংতাবর্জ্জিত। মমতাবিসর্জ্জনের মত অহংতাবর্জ্জনও দ্বিবিধ

উপাসকের পক্ষে দ্বিবিধ। জ্ঞানী "অহং"টাও ভ্রান্তি—ইহা বুঝিয়া একবারে উহা ত্যাগ করিতে চান; ভক্ত অহংকে প্রসারিত করিয়া অহংশূন্য হন।

বিশ্বরূপের উপাসক অহংকে পূর্ণত্বে আনিয়া, সমস্ত ক্ষুদ্রত্ব ত্যাগ করেন—সেই পরিপূর্ণ অহংত্রে আপনার ক্ষুদ্র দেহাভিমানী অহংকে বিসর্জ্জন দিয়া এক হইয়া যান—সমস্তই তিনি, আর দ্বিতীয় নাই—দ্বিতীয় অহং নাই বলিয়া, তিনি সর্ব্বত্র দ্বেষবর্জ্জিত, হিংসাবর্জ্জিত, ভয়বর্জ্জিত—সর্ব্বত্রই আপনাকে দেখিয়া তিনি নিত্যানন্দে মগ্ন। শ্রুতি বলেন, দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি। সর্ব্বত্রই এক অহং—ভয় দ্বেষ-রাগ কোথায় হইবে? অহংকে আকাশের মত সীমাশূন্য করিলে যে আত্মজ্ঞান লাভ হয়, বিশ্বরূপের উপাসক তাহাই লাভ করেন। কিন্তু অব্যক্ত উপাসক সর্ব্বদা আপনাতে আপনি থাকেন বলিয়া, দৃশ্যমার্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া, আত্মা হইতে ভিন্ন কিছুরই অস্তিত্ব নাই; একাই এক। অহংকার আর কোথায় থাকিবে? যিনি আত্মভাবে স্থিত, তাঁহার অহং জাগিবে কোথা হইতে? যিনি সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত, তাঁহার ক্ষুদ্র অহংরূপ উপাধি থাকিবে কিরূপে?

অর্জ্জুন—একবারে অহং বিস্মৃতি কি হয়?

ভগবান্—হয় বৈকি? জ্ঞানীরও হয়, অজ্ঞানীরও হয়। সুষুপ্তিতে বা মূর্চ্ছাতে কোনও অজ্ঞানী জীবেরও অহং থাকে না। আবার জ্ঞানী যখন নিজবোধস্বরূপে অবস্থান করেন, তখনও তাঁহার অহং থাকে না। অজ্ঞানীর অহংশূন্য অবস্থা ও জ্ঞানীর অহংশূন্য অবস্থায় প্রভেদ এই যে, অজ্ঞানী মোহাচ্ছন্ন হইয়া অহঙ্কার-বর্জ্জিত, আর জ্ঞানী বোধময় হইয়া অহং-বর্জ্জিত। অজ্ঞানী, মোহে দৃশ্যপ্রপঞ্চ অনুভব করে না, জ্ঞানী, বোধে দৃশ্যপ্রপঞ্চ বিস্মৃত হয়েন। সুষুপ্তি অজ্ঞানীর হয়, তুরীয় অবস্থা জ্ঞানীর হয়।

মোহেন বিস্মৃতে দৃশ্যে সুষুপ্তিরনুভূয়তে।
বোধেন বিস্মৃতে দৃশ্যে তুরীয় মনুভূয়তে॥

অর্জ্জুন—ষষ্ঠ গুণ তিনি সমদুঃখসুখঃ। ইহা আমি এখন বুঝিতেছি, তথাপি তুমি বল।

ভগবান্—তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ। যিনি এক দেখেন তাঁহার শোকই বা কি, মোহই বা কি, সুখই বা কি, দুঃখই বা কি?

যিনি বিশ্বরূপের উপাসক—তিনি তাঁহার দয়িত, ঈপ্সিততম, রমণীয়-দর্শন হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হয় যদ্দ্বারা, সেই বিষয়ই যে সুখ ও দুঃখের আধার—ইহা জানেন। তিনি তাঁহার ঈপ্সিততমকেই চাহেন, তজ্জন্য মায়াদত্ত প্রারব্ধই সুখদুঃখ আনয়ন করে ভাবিয়া, তিনি উভয়কেই অগ্রাহ্য করেন। সুখ ও দুঃখকে অনুভব করে মন। যিনি মনটি ঈশ্বরে দিয়াছেন তাঁহার কাছে সুখও যেমন মায়িক দুঃখও সেইরূপ মায়িক। উভয়ই আগমাপায়ী বলিয়া, তিনি কিছুতেই আপনার আত্মদেবকে ছাড়িয়া থাকেন না। পূর্ব্ব সুকৃতকর্ম্ম সুখ আনিয়া দিল, পূর্ব্ব দুষ্কৃতকর্ম্ম দুঃখ দিতেছে স্মরণ করিয়া, তিনি সুখদুঃখে অবিচলিত। প্রারব্ধবশে সুখই আসুক বা দুঃখই আসুক তিনি উভয় অবস্থাতেই আপনার ঈপ্সিততমের দর্শনলাভ বা কৃপালাভ করিয়া সুখে দুঃখে সমানভাবে থাকেন। আর যিনি অব্যক্ত অক্ষর উপাসক, তাঁহার কাছে দৃশ্যজগতই নাই;

রূপ রসই নাই—তিনি আপনাতে আপনি—আর কিছুই নাই—তবে সুখদুঃখ আর থাকিবে কিরূপে? তাঁহার নিকট সব সুখদুঃখ এইগুণ স্থানই পায় না।

অর্জ্জুন—সপ্তম গুণ তিনি ক্ষমী।

ভগবান্—কেহ পীড়ন করিলেও তিনি সহ্য করেন, বিচলিত হন না। প্রারব্ধবশে মায়িক ব্যাপার ঘটিতেছে; স্বপ্নে মনই বহুভাব দেখাইতেছে—ইহা ভাবিয়া তিনি ক্ষমাবান্। সমস্তই তিনি সহ্য করেন, সমস্তই তিনি ক্ষমার চক্ষে দেখেন। তিরস্কার করিলেও—"বলিতে দাও" ইহা মায়িক মাত্র; এই ভাবনা করিয়া দরিদ্রের দিকে চাহিতে চেষ্টা করেন।

অর্জ্জুন—এরূপ সাধক (৮) সতত সন্তুষ্ট: কারণ লাভ অলাভ; সুখ দুঃখ; তিরস্কার পুরস্কার; শীত উষ্ণ; সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট। দেহরক্ষার জন্য যদি কিছু লাভ হয়, বা কিছুই না লাভ হয়—উভয়েতেই তিনি প্রসন্নচিত্ত! এই ত?

ভগবান্—সতত সন্তুষ্ট, কারণ তিনি সতত (৯) যোগী—সতত সমাহিতচিত্ত। তিনি সর্ব্বদা যোগরত, শ্রবণাদিসিদ্ধ।

অর্জ্জুন—তিনি (১০) যতাত্মা। তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত। বিষয়াসক্ত থাকিলেই মানুষ অসংযত হয়। ইঁহার তাহা নাই বলিয়া, বাক্য মন শরীর এক পরমভাবে স্পন্দিত। শরীর ইন্দ্রিয়, ছন্দে থাকে বলিয়া তিনি স্বচ্ছন্দ।

ভগবান্—তিনি সতত সন্তুষ্ট, সতত সমাহিতচিত্ত এবং তিনি (১১) দৃঢ়-নিশ্চয়।

শাস্ত্র বলেন—আহারার্থং যতেতৈব যুক্তং তৎ প্রাণধারণং।
তত্ত্বং বিমৃশ্যতে তেন তদ্বিজ্ঞায় পরং ব্রজেৎ॥

প্রাণধারণের জন্য আহার-সংগ্রহের চেষ্টা করিবে। এইরূপে জীবিত থাকিয়া তত্ত্বানুসন্ধান করিলে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। প্রাণধারণের জন্য ভোজ্য বস্তু চাই; কিন্তু দৈবাৎ যদি তাহা না পাওয়া যায়, তখন সংযতচিত্ত হইবে ও ক্ষোভরহিত হইবে। যদি দৈবাৎ ক্ষোভ উপস্থিত হইয়া সাধনার বিঘ্ন করে?

এরূপ অবস্থাতে আত্মদেবে দৃঢ়নিশ্চয় রাখিবে—অটল বিশ্বাস রাখিবে। যাহা হইবার হউক, তুমি কর্ত্তা নও—তিনিই যাহা কিছু করিবার করিতেছেন, আমি কে—আমি বলিয়া যেটাকে ভ্রান্তিতে ধরিয়াছিলাম, আজ সেই আমিটা তোমার শরণাপন্ন হইয়াছে বলিয়া—মঙ্গলময় তুমি—তুমি তাহার মঙ্গলই করিতেছ—এই অটল বিশ্বাসে শান্ত থাকিবে। বিশ্বরূপের উপাসক সর্ব্বদা অটল-বিশ্বাসী। কোন প্রকার কুতর্কাদি দ্বারা তিনি তাঁহাতে অবিশ্বাস আনয়ন করেন না। অর্জ্জুন! আমার ভক্তের উপরোক্ত গুণ আসিবেই, কারণ তিনি (১২) "মর্য্যর্পিত মনোবুদ্ধিঃ"। বিশ্বরূপের উপাসক আমাতে মন বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন বলিয়াই, তাঁহার সমস্ত সদ্গুণ বিকশিত হয়, এবং সেই জন্য তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

অর্জ্জুন—আর একটি প্রশ্ন এখানে আছে। তুমি এখানে নির্গুণ উপাসক বা সগুণ উপাসক কাহাকে লক্ষ্য করিতেছ?

ভগবান্—এই অধ্যায়ে পরিপূর্ণ ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ আমি পাঁচ প্রকার সাধনার কথা বলিয়াছি।

(১) অক্ষর উপাসনায়—নিঃসঙ্গভাবে স্থিতি।
(২) বিশ্বরূপ উপাসনায়—ক্রমমুক্তি পরে স্থিতি।
(৩) অভ্যাস যোগে বিশ্বরূপে আগমন।
(৪) মৎকর্ম্ম পরম হইয়া অভ্যাস-যোগ লাভ।
(৫) তোমার কর্ম্মফলত্যাগে মৎকর্ম্ম পরম অবস্থা।

এইগুলি সাধনার সোপান। জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক,—সকল অবস্থাগুলিই সাধককে পার হইয়া যাইতে হইবে। যাঁহারা ক্রম অনুসারে, শাস্ত্রবিধি মানিয়া, ধৈর্য্য ধরিয়া কার্য্য করেন তাঁহারা সহজেই গন্তব্যস্থানে যাইতে পারেন। যাঁহারা শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছা উপাসনা করেন তাঁহাদিগকেও বহু বিড়ম্বনার পর এই পথ দিয়াই আসিতে হয়। যেটি বাদ দিয়াছিলে—আবার সেইটি সম্পন্ন করিয়া, পরে উপরে উঠিতে পারা যায়। যাঁহাদের জন্মান্তরের তপস্যা থাকে, তাঁহারাও একবারে উচ্চ অধিকারী হইলেও, নিম্নক্রমগুলি অভ্যাস করিতে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

এই ১৩।১৪ শ্লোকে কোন্ প্রকার ভক্তকে লক্ষ্য করিয়াছি—এ সম্বন্ধে কেহ কেহ মতভেদ তুলিতে পারেন; কেহ বলিতে পারেন—

তদেবং মন্দমধিকারিণং প্রত্যাতিদুষ্করত্বেনাক্ষরোপাসননিন্দয়া সুকরং সগুণোপাসনং বিধায়াশক্তি তারতম্যানুবাদেনান্যান্যপি সাধনানি বিদধৌ ভগবান্ বাসুদেবঃ, কথংনু নাম সর্ব্বপ্রতিবন্ধরহিতঃ সন্নুত্তমাধিকারিতয়া ফলভূতায়ামক্ষরবিদ্যায়ামবতরেদিত্যার্ত্তিপ্রায়েণ সাধনবিধানস্য ফলার্থত্বাৎ। তদুক্তং—

নির্ব্বিশেষং পরংব্রহ্ম সাক্ষাৎ কর্ত্তুমনীশ্বরাঃ।
যে মন্দাস্তেঽনুকম্প্যন্তে সবিশেষ নিরূপণৈঃ॥
বশীকৃতে মনস্যেষাং সগুণব্রহ্মশীলনাৎ।
তদেবাবির্ভবেৎ সাক্ষাদপেতোপাধিকল্পনং॥ ইতি

ভগবতা পতঞ্জলিনা চোক্তং—

সমাধি সিদ্ধিরীশ্বর প্রণিধানাদিতি। ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চেতি চ"। তত ইতীশ্বর প্রণিধানাদিত্যর্থঃ। তদেবমক্ষরোপাসননিন্দা সগুণোপাসনস্তুতয়ে, নতু হেয়তয়া উদিতহোমবিধাবনুদিত হোমনিন্দাবৎ। "ন হি নিন্দা নিন্দ্যং নিন্দিতুং প্রবর্ত্ততেঽপি তু বিধেয়ং স্তোতু" মিতি ন্যায়াৎ তস্মাদক্ষরোপাসকা এব পরমার্থতো যোগবিত্তমাঃ "প্রিয়োহি জ্ঞানিনো-ত্যর্থমহং সচ মম প্রিয়ঃ। উদারাঃ সর্ব্বএবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মত" মিত্যাদিনা পুনঃ পুনঃ

প্রশস্ততমতয়োক্তাস্তেষামেব জ্ঞানং ধর্ম্মজাতং চানুসরণীয়মধিকারমাসাদ্য স্বয়েত্যর্জ্জুনং বুবোধয়িষুঃ পরমহিতৈষী ভগবান্ অভেদদর্শিনঃ কৃতকৃত্যানক্ষরোপাসকান্ প্রস্তৌতি সপ্তভিঃ।

উত্তম অধিকারীর জন্য নির্গুণ উপাসনা, মন্দ অধিকারীর জন্য সগুণ উপাসনা। দুষ্কর বলিয়া মন্দ অধিকারীর প্রতি অক্ষরোপাসনার নিন্দা। তদ্দারা তাঁহার জন্য সগুণ উপাসনার বিধান করিয়া ভগবান্ বাসুদেব শক্তিতারতম্যানুসারে অন্য সমস্ত সাধনোপায় এখানে দেখাইয়াছেন। যিনি উত্তম অধিকারী, তাঁহার পক্ষে অক্ষরোপাসনা সর্ব্বপ্রতিবন্ধরহিত—ইহার সাক্ষাৎ ফল সদ্যোমুক্তি। সকলের ইহাতে অধিকার হয় না বলিয়াই, যে যে সাধনা দ্বারা সাধক ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া সদ্যোমুক্তিজনক এই নির্গুণ উপাসনার অধিকারী হইতে পারেন—তাহার উল্লেখ এখানে হইয়াছে। অন্যশাস্ত্রেও দেখা যায় ;—

মন্দ অধিকারী নির্ব্বিশেষ পরংব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিতে পারে না, তজ্জন্য সবিশেষ ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা ভগবদনুগ্রহ লাভ করা তাহাদের উচিত। সগুণ উপাসনা দ্বারা মনকে বশীভূত করিয়া উপাধিকল্পনা ত্যাগ করিতে পারিলেই অর্থাৎ প্রতিমা বা বিশ্বরূপের জড়ভাবটির পরিবর্ত্তে চৈতন্য ভাবটি লইয়া থাকিতে পারিলেই, তখন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইল।

ভগবান্ পতঞ্জলিও বলেন—[সগুণ] ঈশ্বর-প্রণিধান দ্বারা সমাধি-সিদ্ধি হয়। তখন চৈতন্যকে জড় হইতে পৃথক্ অনুভব করা যায়। প্রত্যক্ চেতনা অনুভব করিতে পারিলে সমস্ত বিঘ্ন দূর হয়। সগুণ উপাসনার এই যে স্তুতি তাহা অক্ষর উপাসনার নিন্দাভাব দেখাইবার জন্য নহে। যেমন উদিতকালে হোমবিধি, অনুদিতকালে হোমের নিষেধমাত্র সূচনা করে, প্রকৃত নিন্দা করে না সেইরূপ। ন্যায়শাস্ত্রও বলেন নিষিদ্ধ বিধির যে নিন্দা করা হয়, নিন্দা দেখানই তাহার উদ্দেশ্য নহে কিন্তু বিহিত বিধির স্তুতি করাই সেখানে উদ্দেশ্য। নির্গুণ উপাসনা অধিকতর ক্লেশকর এইরূপ বলায় বুঝিতে হইবে না যে, নির্গুণ উপাসনা বাস্তবিক নিন্দনীয় বা হেয় ; কিন্তু মন্দ অধিকারীর পক্ষে সগুণ উপাসনাই যে অবলম্বনীয় তজ্জন্যই সগুণ উপাসনার স্তুতি। বলা হইয়াছে "শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ"—সগুণ উপাসকই যুক্ততম বলা হইয়াছে ; কিন্তু ইহাতে বুঝিতে হইবে না যে, নির্গুণ উপাসক যুক্ততম নহেন। অক্ষর উপাসক পরমার্থতঃ যুক্ততম। তিনি জ্ঞানী—সকল ভক্তই আমার প্রিয়, সকলেই উদার কিন্তু জ্ঞানী আমার অত্যন্ত প্রিয়—জ্ঞানী আমার আত্মাই। আত্মা অপেক্ষা প্রিয় আর কে হইতে পারে ?

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং ইত্যাদি শ্লোকে আমি অক্ষর-উপাসককেই লক্ষ্য করিতেছি—পূর্ব্বোক্ত উক্তি ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে।

আবার কেহ কেহ ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতে পারেন "অদ্বেষ্টা ইত্যাদি গুণগুলি অক্ষরোপাসকগণের হয়—একথা মূলগ্রন্থের অনুযায়ী নহে"।

নির্গুণ ও সগুণ উপাসনা লইয়াই অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদ এই তিন বাদ উঠিবে।

বেদে যেমন একসঙ্গেই নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মকে দেখান হইয়াছে, এখানেও সগুণ ও নির্গুণ

উপাসনার কথা একসঙ্গে বলা হইয়াছে। বেদে যেখানে বলা হইয়াছে অদ্বৈতমনির্ব্বাচ্যং ব্রহ্ম সেইখানেই বলা হইয়াছে প্রণবাত্মকং ব্রহ্ম ; পাদচতুষ্টয়াত্মকং ব্রহ্ম—যেখানেই বলা হইয়াছে—

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রামবর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূত যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।

অর্থাৎ ইনি দর্শন যোগ্য নহেন, ইনি অগ্রাহ্য, অগোত্র (অনাদি) অবর্ণ, না আছে ইঁহার চক্ষু, না কর্ণ না হস্ত না পদ। ইনি নিত্য ইনি বিভু ইনি সর্ব্বগত, সূক্ষ্ম, অব্যয়—যেখানে এই সব বলা হইল, সেইখানেই বলা হইল—তিনিই ধীর ব্যক্তির দৃষ্টিতে ভূতযোনি ; সেই-খানেই বলা হইতেছে—

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্।

ব্রহ্মই অমৃত। ব্রহ্ম অগ্রে, ব্রহ্ম পশ্চাতে, ব্রহ্ম দক্ষিণে, ব্রহ্ম উত্তরে ; নিম্নে-উর্দ্ধে প্রসারিত এই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মই বিশ্বরূপে অবস্থিত।

বেদে যেমন ব্রহ্মকে সগুণ ও নির্গুণ এক সঙ্গে দেখান হইতেছে, অদ্বেষ্টাদি গুণ উল্লেখ সময়েও সগুণ ও নির্গুণ উপাসক উভয়ের গুণও সেইরূপ একসঙ্গে বলা হইয়াছে। নির্ম্মম নিরহঙ্কার এই দুইটি সগুণ ও নির্গুণ উভয় উপাসকেরই গুণ। সগুণ উপাসক অহংতা ও মমতা পূর্ণভাবে প্রসারিত করিয়া নির্গুণ অবস্থা লাভ করেন ; অহংতা ও মমতার পূর্ণত্বে অহংকার ও মমকারের নাশ হয়, হইলেই নির্গুণ ব্রহ্মভাবে স্থিতিলাভ হয়। সগুণ উপাসনাই নির্গুণত্বে লইয়া যায় বলিয়াই, উভয়ের গুণ এক সঙ্গে বলা হইয়াছে। সাধনাকালে দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত থাকিবেই কিন্তু স্থিতিকালে অদ্বৈতভাব আসিবেই। নিত্য অদ্বৈতভাবে স্থিতি-জন্য জগৎ বিস্মৃতি, জগৎ মিথ্যাবোধ আবশ্যক। চেতন ও জড়ের মিশ্রণেই জগৎ। চেতনভাবে লক্ষ্য স্থির করিতে পারিলেই জড় জগৎ ভুল হইবে ও মিথ্যা হইয়া যাইবে। মূর্ত্তির জড়ভাব বিস্মৃত হওয়াও যেমন সাধনাসাপেক্ষ, জগতের জড়ভাব বিস্মৃত হওয়াও সেইরূপ সাধনাসাপেক্ষ। 'দেহজড়িত আত্মাকে, মনোময় মূর্ত্তিকে, বা ধাতুময় মূর্ত্তিকে বা দারুময় মূর্ত্তিকে বা এই বিরাট্, জড়-আকারে পরিদৃশ্যমান্ জগৎকে সাক্ষিচৈতন্যরূপে অনুভব করিতে পারিলেই, অদ্বৈতভাবে স্থিতিলাভ হইবেই।

এই অধ্যায়ের ৩।৪ শ্লোকে নির্গুণ উপাসনা সম্বন্ধে যেমন বলা হইয়াছে "সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়—গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ। তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ" এখানেও অদ্বেষ্টাদি গুণও সেইরূপে বলা হইয়াছে। নির্গুণ উপাসককেও সিদ্ধিলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বরূপ উপাসকের সাধনাও করিতে হয় বলিয়া—নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের মত নির্গুণ ও সগুণোপাসকের আত্মগত সাদৃশ্য আছে বলিয়াই, জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়ের সম্বন্ধেই গুণগুলির প্রয়োগ হইয়াছে। এখানে কোন বিরোধ নাই। গীতোক্ত পঞ্চ-উপাসকের শেষ দুইটি কর্ম্মী, প্রথম তিনটি উপাসক। কর্ম্মদ্বারাই উপাসনার অধিকার জন্মে। কর্ম্মী ও অভ্যাসীর কথা এখানে বলা হইল না বলা হইতেছে সগুণ ও নির্গুণ উপাসকের কথা।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

শ ম ম শ্রী
যস্মাৎ সন্ন্যাসিনো সর্ব্বভূতাভয়দায়িনঃ সন্ন্যাসিনঃ সকাশাৎ

শ্রী শ শ শ্রী
লোকঃ জনঃ ন উদ্বিজতে নোদ্বেগং গচ্ছতি, ন সন্তপ্যতে, ভয়শঙ্কয়া

শ্রী
ক্ষোভং ন প্রাপ্নোতি যঃ চ লোকাৎ ন উদ্বিজতে হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ

শ
হর্ষঃ প্রিয়লাভেঽন্তঃকরণস্যোৎকর্ষো রোমাঞ্চনাঽশ্রুপাতাদি লিঙ্গঃ।

শ
অমর্ষোঽভিলষিতপ্রতিঘাতেঽসহিষ্ণুতা। ভয়ং ত্রাসঃ। উদ্বেগ
উদ্বিগ্নতা। তৈর্মুক্তঃ যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

যাঁহা হইতে লোকের উদ্বেগ হয় না এবং লোক হইতেও যাঁহার উদ্বেগ হয় না এবং হর্ষ, অমর্ষ, ভয়, উদ্বেগ মুক্ত যিনি, তিনিই আমার প্রিয় ॥ ১৫ ॥

অর্জ্জুন—বলিতেছ জ্ঞানী বা ভক্ত সন্ন্যাসী হইতে লোকের কোন উদ্বেগ হয় না। কেন? অনেক লোক ত সাধু সন্ন্যাসী আসিলেই বিপদ্ মনে করে?

ভগবান্—ভক্তই হউন বা জ্ঞানীই হউন যিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী তিনি সমস্ত প্রাণীকে অভয় দিয়া থাকেন। তাঁহার সহাস্য আনন, তাঁহার কৃপাচক্ষু দেখিলে মানুষের বা কোন জীবের কোন উদ্বেগ থাকিতে পারে না: কাহারও কোন ভয় বা আশঙ্কা থাকিতে পারে না। নিতান্ত দুরন্ত মানুষও তাঁহার নিকটে আদর পাইয়া, তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হইতে ইচ্ছা করে; তাঁহার স্নেহদৃষ্টিতে হিংস্রজন্তুও হিংসা ত্যাগ করে।

অর্জ্জুন—সন্ন্যাসীও কোন লোকের দ্বারা উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না কিরূপে?

ভগবান্—প্রকৃত সন্ন্যাসী হিংসাবর্জ্জিত বলিয়া কেহই তাঁহার হিংসা করিতে পারে না। যিনি সকলকে আত্মভাবে দেখেন, তাঁহার শত্রু কে থাকিবে?

অর্জ্জুন—ঐ যে শুনা যায় সাধুকে শূলে চড়াইয়া দিল; সতীকে রাক্ষসে হরণ করিল এওত হয়।

ভগবান্—জগৎকে পাপ তাপাদি উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য, সতী বা সাধু ঐরূপে আত্মত্যাগ করেন। সতী বা সাধুর বিশাল আত্মত্যাগে জগৎ পবিত্র হইতে শিক্ষা পায়, মানুষ শোক তাপ সহ্য করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইতে শিক্ষা করে।

অর্জ্জুন—হর্ষ, অমর্ষ, ভয় উদ্বেগও সন্ন্যাসীর থাকে না?

ভগবান্—প্রিয়লাভে রোমাঞ্চ অশ্রুপাতাদি হেতু আনন্দব্যঞ্জক চিত্তবৃত্তির নাম হর্ষ। প্রকৃত জ্ঞানী বা প্রকৃত ভক্তের সমস্তই প্রিয়। অপ্রিয় ত কিছুই নাই। সর্ব্বদা যিনি পরমানন্দে মগ্ন, প্রেম যাঁহার মধ্যে ক্ষণে আসে ক্ষণে যায় না, কিন্তু যিনি সর্ব্বদা প্রেমে বিভোর তাঁহার অশ্রু পুলকাদি আসিবে কিরূপে? ভাব যাঁহার একবার আসে একবার যায়, তিনি ভাবের হাতে তখনও ক্রীড়াপুত্তলিকা। যিনি ভাবরূপী হইয়া গিয়াছেন, ভাব আর তাঁহাকে হাসাইতে নাচাইতে পারে না। আবার ভাব যখন আয়ত্তাধীন হয়, তখন নানাভাবের অভিনয় তিনি করিতে পারেন।

অমর্ষ বলে বিষাদকে। ইহা পরের উৎকর্ষ অসহনরূপ চিত্তবৃত্তি। সর্ব্বভূতকে আত্মভাবে যিনি দেখিতে পারেন, তাঁহার অমর্ষ আর কোথায় হইবে?

ভয়ও তাঁহার নাই। ব্যাঘ্রাদি দর্শনজনিত যে চিত্তবৃত্তি তাহাই ভয়। ব্যাঘ্রকে তিনি ব্যাঘ্রই ত দেখেন না; ব্যাঘ্র-আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত আপনার দয়িতকে দেখিয়া কি ভয় হয়? বিদ্যুৎ বজ্রও তাঁহার ভয় জন্মাইতে পারে না। যেমন আদরিণী স্ত্রী, স্বামীর হস্তে সংহার-অস্ত্র দেখিয়া চাকতের জন্য সরিয়া আসিয়াই, তৎক্ষণাৎ সংহারোদ্যত স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া ফেলে, আলিঙ্গন করিয়া বলে, তুমি কি আমায় সংহার করিতে পার, তুমি যে আমায় ভালবাস সেইরূপ আত্মজ্ঞ ভক্ত, বিদ্যুৎ-বজ্রকেও আপন রমণীয় দর্শনের হস্তে দেখিলে, হাসিয়া বলিতে পারে তুমি কি আমায় সংহার করিতে পার, তুমিই যে আমার সর্ব্বস্ব। যিনি সমস্তই আত্মরূপে দেখেন, তাঁহার কাছে বিদ্যুৎ-বজ্র কোথায়? সর্প ব্যাঘ্রই বা কি?

উদ্বেগই বা থাকিবে কিরূপে? সিদ্ধপুরুষের ত নাই হ, কিন্তু সাধকেরও উদ্বেগ থাকে না। একাকী বিজনে কাহারও নিকট কিছু গ্রহণ না করিয়া, কিরূপে জীবনধারণ করিব—ইহাই না উদ্বেগ? কিন্তু যিনি অগ্রে পশ্চাতে, ঊর্দ্ধে অধে, নিকটে দূরে, ভিতরে বাহিরে আপনার দয়িতকেই অনুভব করিতেছেন; বায়ুতে, আকাশে, পৃথিবীতে, জলবাষ্পিতে, অগ্নিতে, তেজেতে, বৃক্ষে পত্রে, ফলে মূলে যিনি সর্ব্বত্র আপন রমণীয় দর্শনকে যেন স্পর্শ করিতেছেন ভাবনা করেন তাঁহার কি, খাইব কি এই ভাবনা থাকে? আমার ভক্তের হর্ষ অমর্ষ ভয় বা উদ্বেগজনিত কোন চিত্তবৃত্তি উদিত হয় না।

অর্জ্জুন—যাহারা তবে আহার যুটিবে কি না এই ভয়ে নির্জ্জন বাস করিতে পারে না—অথবা নির্জ্জন অরণ্য বা গিরিগুহায় সঙ্গী না লইয়া বাস করিতে চায় না—

ভগবান্—তাহারা এখনও ঠিক ভক্ত হয় নাই; এখনও ঠিক নির্ভর করিতে শিখে নাই; এখনও আত্মভাবে সর্ব্ববস্তু দর্শন করিতে পারে না। এরূপ লোকের গৃহই দুর্গ। গৃহে থাকিয়া ইহারা সাধনা করুক, আবার লোকসঙ্গে আসিয়া পরীক্ষা করুক, অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং

কতদূর হইল ? পারিলেই নির্জ্জনে বাস করুক, পরে সমস্ত আয়ত্ত করিয়া লোকালয়েই থাকুক বা অরণ্যেই বাস করুক সমান কথা। ভক্ত ভাবনা করেন যে আমায় আশে পাশে, অগ্রে পশ্চাতে, উর্দ্ধে অধে ঘেরিয়া আছে—সেই আমার ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল, প্রান্তরে কান্তারে নিবাসস্থান—;আবার সেই আমায় স্থূলে আহার দিবে, পিপাসায় জল আনিয়া দিবে, ক্লান্তিতে বিশ্রামস্থান দিবে; এমন সুহৃৎ আর কে আছে ? সে যে সুহৃদং সর্ব্বভূতানাম্! অর্জ্জুন! আশে পাশে, তরুতে লতাতে, মানুষে পশুতে, শত্রুতে মিত্রতে, আকাশে নক্ষত্রে, প্রতিমাতে পটেতে, তিরস্কারে পুরস্কারে, কোকিলে পেচকে, সর্ব্বশব্দে, সর্ব্বরসে, সর্ব্বস্পর্শে, সর্ব্বরূপে ভিতরে বাহিরে বিশ্বরূপে আমাকে দেখিতে থাক, অনুভবে না পারিলেও বিশ্বাসে স্মরণ কর—কোন ভয় থাকিবে না, কোন উদ্বেগ থাকিবে না ; ক্রমে হর্ষামর্ষ কিছুই আসিবে না। এক অপার আনন্দে আনন্দময় বা আনন্দময়ীতে মিশিয়া আনন্দ করিবে বা আনন্দ-সমাধিতে থাকিয়া যাইবে ॥ ১৫ ॥

অনপেক্ষঃ শুচির্দ্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

শ　　　শ
অনপেক্ষঃ দেহেন্দ্রিয়বিষয়সম্বন্ধাদিষ্বপেক্ষা যস্য নাঽস্তি স্বয়মা-

ব　ব　শ　　শ　রা
গতেঽপি ভোগ্যবিষয়েষ্বনপেক্ষো নিস্পৃহঃ আত্মব্যতিরিক্তে কৃৎস্নে

রা　নী
বস্তুন্যনপেক্ষঃ ব্যুত্থানদশায়াং সুখপ্রাপ্তৌ দুঃখহানে বা তৎসাধনে বা

নী　বি　শ
লিপ্সাশূন্যোঽনপেক্ষঃ ব্যবহারকার্য্যাপেক্ষারহিতঃ শুচিঃ বাহ্যেনাঽভ্যন্তরেণ

শ　রা　শ
চ শৌচেন সম্পন্নঃ শাস্ত্রবিহিতদ্রব্যবর্দ্ধিতকায়ঃ দক্ষঃ প্রত্যুৎপন্নেষু

শ　ম
কার্য্যেষু সদ্যো যথাবৎ প্রতিপত্তুং সমর্থঃ উপস্থিতেষু জ্ঞাতব্যেষু চ

ম　নী　নী
সদ্য এব জ্ঞাতুং কর্ত্তুং চ সমর্থঃ ভগবদ্ভজনাদৌ অনলসঃ উদাসীনঃ

শ শ শ্রী নী
ন কস্যচিন্মিত্রাদেঃ পক্ষং ভজতে যঃ সঃ পক্ষপাতরহিতঃ মানাপমানাদৌ

নী যা শ্রী
সমবৃত্তিঃ ইতি বা অথবা অবিহিতে যত্নরহিতঃ গতব্যথঃ আধিশূন্যঃ

যা যা ম নী
দ্বন্দ্বেষু ব্যথারহিতঃ পরৈস্তাড্যমানস্যাপি গতা নোৎপন্না ব্যথা চেতঃ-

ম ম
পীড়া যস্য সঃ উৎপন্নায়ামপি ব্যথায়ামপকর্তৃত্বম্ ক্ষমিত্বম্ ব্যথাকারণেষু

ম শ
সৎস্বপ্যনুৎপন্নব্যথত্বম্ গতব্যথত্বমিতিভেদঃ সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী আরভ্যন্ত

শ শ
ইত্যারম্ভাঃ। ইহামুত্রফলভোগার্থানি কামহেতূনি কর্ম্মাণি সর্ব্বারম্ভাঃ

শ নী
তান্ পরিত্যক্তুং শীলমস্যেতি সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী সন্ন্যাসীত্যাদেব

বা
এবম্ভূতো যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬॥

যিনি বিষয়ে নিস্পৃহ, শৌচসম্পন্ন, অনলস, যিনি অবিহিত ব্যাপারে উদাসীন, ব্যথাবর্জ্জিত, যিনি ফলভোগ প্রত্যাশায় কোন কর্ম্ম করেন না—এতাদৃশ ভক্ত আমার প্রিয় ॥ ১৬ ॥

অর্জ্জুন— অনপেক্ষ ইত্যাদি কাহাকে বলিতেছ ?

ভগবান্—অনপেক্ষ—দেহ বল, ইন্দ্রিয় বল, রূপরসাদি বিষয়ই বল—কোন কিছুতেই যাঁহার স্পৃহা নাই ; আত্মা ব্যতিরিক্ত সংসারের কোন বস্তুতে যাঁহার অপেক্ষা নাই ; বিনাযত্নে প্রাপ্ত বা অনায়াস লব্ধ কোন ভোগে যাঁহার রুচি নাই—তিনিই অনপেক্ষ।

শুচি—মৃত্তিকা, জল ইত্যাদি দ্বারা বাহিরের শুদ্ধতা লাভ হয় ; মৈত্রী, করুণা মুদিতা, উপেক্ষা দ্বারা অন্তঃকরণ রাগদ্বেষ শূন্য হইয়া পবিত্রতা লাভ করে ; যিনি বাহ্যাভ্যন্তরে সদা পবিত্র, তিনিই শুচি।

দক্ষ—যথাপ্রাপ্ত বিহিত কার্য্যে যিনি অনলস, অবশ্য-জ্ঞাতব্য অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্মমাত্রে যিনি স্পন্দিত হয়েন, তিনিই দক্ষ।

উদাসীন—যিনি পক্ষবিশেষকে অবলম্বন করিয়া মিত্রতা করেন না, পক্ষবিশেষকে অবলম্বন করিয়া শত্রুতাও করেন না—যিনি পক্ষপাতশূন্য, যিনি মানাপমানেও সমবৃত্তি, অথবা যিনি অবিদ্যা-ব্যাপারে যত্নরহিত, তিনিই উদাসীন।

গতব্যথ—যিনি কাম ক্রোধাদির উৎপীড়ন রূপ আধিশূন্য; যিনি শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বভাবেও চিত্তপীড়া বোধ করেন না; অপর কর্ত্তৃক তাড়িত হইলেও যাঁহার বেদনা উৎপন্ন হয় না; প্রথম প্রথম ব্যথা অনুভূত হইলেও, ক্রমাগত ধৈর্য্যসহকারে সব সহ্য করিতে করিতে যাঁহার আর শীত গ্রীষ্ম, মানুষের তিরস্কার বা মশকাদির দংশনাদির ব্যথা অনুভূত হয় না—তিনিই গতব্যথ।

সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী—ইহকালে বা পরকালে ভোগ হইবে এই কামনা জন্য যে সমস্ত কর্ম্ম করিতে উদ্যম করা হয়, সেই উদ্যমই সর্ব্বারম্ভ। ফলকামনা করিয়া কোন কর্ম্মানুষ্ঠানে যাঁহার উদ্যম নাই, ইহলোকে বা পরলোকে ভোগসুখ দিতে পারে এইরূপ কোন বৈদিক বা লৌকিক কর্ম্মের আরম্ভ (উদ্যম) যাঁহা দ্বারা হয় না, বায়ুতাড়নে বৃক্ষের মত যিনি যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মে অবুদ্ধি পূর্ব্বক স্পন্দিত, তিনিই সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী॥ ১৬॥

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৭॥

শ　　　　যা
যঃ ইষ্টপ্রাপ্তৌ ন হৃষ্যতি দৈবাৎ প্রাপ্তং প্রিয়মর্থং প্রাপ্যাপি হর্ষং

যা　　　　যা　　　　যা
নঃ প্রাপ্নোতি ন দ্বেষ্টি অপ্রিয় প্রাপ্যাপি দ্বেষং ন করোতি ন শোচতি

রা　　　　রা　　　　যা　　　　যা
ভার্য্যাপুত্রবিত্তক্ষয়াদিকং প্রাপ্যাপি শোকং ন করোতি ন কাঙ্ক্ষতি

যা　　　　যা　　　　নী　　　　নী
অনাগতং বস্তু ন ইচ্ছতি যঃ শুভাশুভপরিত্যাগী অনপেক্ষত্বাৎ শুভং

কল্যাণং। পুণ্যঞ্চ। অশুভমমঙ্গলং পাপঞ্চ। তে উভে পরিত্যক্তং

নী শ্রা শ্রা

শীলং যস্য সঃ পাপবৎ পুণ্যস্যাপি বন্ধহেতুত্বাবিশেষাদুভয় পরিত্যাগী

ঘা ধা

ভক্তিমান্ এবম্বিধো যো মদ্ভক্তঃ সঃ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

যিনি হৃষ্ট হন না, হিংসা করেন না, শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি শুভাশুভ পরিত্যাগী, ভক্তিমান্—তিনিই আমার প্রিয় ॥ ১৭ ॥

অর্জ্জুন—আর কে তোমার প্রিয় ?

ভগবান্—পূর্ব্বে ১৩ শ্লোকে "সমদুঃখসুখ" বলিয়াছি, এই শ্লোকটি তাহারই বিস্তার—(১) যিনি ইষ্ট সমাগমে হর্ষিত হন না, (২) অনিষ্টপাতেও দ্বেষ করেন না, (৩) প্রিয়বিয়োগে শোক করেন না, (৪) অপ্রাপ্ত বস্তু লাভেও আকাঙ্ক্ষা করেন না, (৫) পাপকর্ম্মে নরক ভোগ এবং পুণ্য কর্ম্মে স্বর্গ ভোগ—উভয়কেই ভোগ জানিয়া, স্বর্ণশৃঙ্খলও শৃঙ্খল লৌহশৃঙ্খলও শৃঙ্খল ইহা জানিয়া উভয়ই ত্যাগ করেন, অর্থাৎ যাহাতে আবার জনম মরণে পড়িতে হয় এইরূপে কর্ম্মত্যাগী, এবং যিনি আমাতেই ভক্তি স্থাপন করিয়াছেন এতাদৃশ ব্যক্তিই আমার প্রিয়। অর্জ্জুন! তুমি স্মরণ রাখিও আত্মদেব আমিই—আমি ব্যতীত যাহা কিছু তাহা অবিদ্যা-দীর্ঘ স্বপ্নেই দৃষ্ট হয়। এইটি না ভুলিয়া তুমি আমার সর্ব্বব্যাপী সত্তায় তোমার ক্ষুদ্র অহং ভুলিতে পারিলে, তুমি আর করা ধরার মধ্যে রহিলে না। যাহা হয় সমস্তই আমি—বা আমিই আমার প্রকৃতিতে অভিমান করিয়া করি— তুমি মাত্র আমার ভক্ত।

অর্জ্জুন—আরও কিছু বলিবে ?

ভগবান্—পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহারই বিবৃতি করিতেছি— ১৭ ॥

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাঽপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥

ঘা শ্রী

শত্রৌ অপকারিণি মিত্রে উপকারিণি চ সমঃ একরূপ মানাপ-

যা শ্রী শ্রী
মানয়োঃ সৎকারাসৎকারয়োঃ অপি সম এব হর্ষবিষাদশূন্য ইত্যর্থঃ

যা যা যা
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু অপি সমঃ নির্ব্বিকারঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ক্বচিদপ্যা-

ম ম
সক্তিরহিতঃ চেতনাচেতন সর্ব্ববিষয় শোভানাধ্যাসরহিত ইতি যাবৎ।

ম
তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ নিন্দা দোষকথনং, স্তুতি গুণকথনং তে দুঃখসুখজনকতয়া

ম যা শ শ
তুল্যে যস্য স নিন্দাস্তুত্যোরেকপ্রকারঃ মৌনী মৌনবান্ সংযতবাক্

যা যা ম
নিন্দস্তুতিরূপবাগুচ্চারণরহিতঃ ন তু শরীরযাত্রানির্ব্বাহায় বাগ্ব্যাপা-

ম শ
রোপেক্ষিত এব নেত্যাহ সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ শরীরস্থিতিহেতু-

ম ম
মাত্রেণ স্বপ্রযত্নমন্তরেণৈব বলবৎপ্রারব্ধকর্ম্মোপনীতেন শরীরস্থিতি-

মা ম শ
হেতুমাত্রেণাশনাদিনা সন্তুষ্টঃ নিবৃত্তস্পৃহঃ তথাচোক্তং "যেন কেন-

শ
চিদাচ্ছন্নো যেন কেনচিদাশিতঃ। যত্র ক্বচন শায়ী স্যাৎ তং দেবা

শ শ শ
ব্রাহ্মণং বিদুঃ"। ইতি। কিঞ্চ অনিকেতঃ নিকেত আশ্রয়ো নিবাসো

শ নী শ
নিয়তো ন বিদ্যতে যস্য সোঽয়মনিকেতঃ গৃহশূন্যঃ স্থিরমতিঃ স্থিরা

পরমার্থবস্তুবিষয়া মতির্যস্য স ব্যবস্থিতচিত্তঃ এবম্ভূতো ভক্তিমান্ যঃ স নরঃ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৮।১৯ ॥

যাঁহার শত্রুমিত্রে একরূপ, সেইরূপ মান অপমানে, শীত উষ্ণ সুখ দুঃখে সমান বোধ, যিনি সর্ব্বত্র আসক্তিবর্জ্জিত; স্তুতি বা নিন্দাতে যাঁহার তুল্য বোধ, যিনি সংযতবাক্, যাহাতে তাহাতে শরীর স্থিতি মাত্রেই যিনি সন্তুষ্ট, নিয়তবাসের স্থান যাঁহার নাই, পরমার্থেই যাঁহার চিত্ত স্থির—এইরূপ ভক্তিমান্ যে পুরুষ তিনিই আমার প্রিয় ॥ ১৮।১৯॥

---

(১) আমার ভক্ত যিনি, তাঁহার শত্রুর বা মিত্রের উপর এক ভাব।

সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা
পরো দদাতীতি কুবুদ্ধি রেষা।
অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ
স্বকর্ম্মসূত্র গ্রথিতো হি লোকঃ" ॥

ভক্ত বলেন, আমার প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে লোকে আমার সহিত ভালমন্দ ব্যবহার করে; কেহ শত্রুও নাই, কেহ মিত্রও নাই। আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মই আমার শত্রু মিত্র। কাজেই সকলের উপর এক ভাব। দৃষ্টি কেবল ঈশ্বরে।

(২) মান অপমানে সমান জ্ঞান। মানাপমানও কর্ম্মজন্য। কিন্তু পূর্ব্বকর্ম্ম চিন্তার কথা অগ্রাহ্য করিয়া, নিরন্তর ঈশ্বর চিন্তাই ভক্তের কর্ত্তব্য। ভক্তের সর্ব্বদার কর্ম্মটি হইতেছে নাম করা সর্ব্বদা শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করা। অন্যে মান অপমান করিলেও ভক্ত বলিয়া থাকেন—এ আবার কি হইতেছে, তোমার মায়ায় আর আমাকে আচ্ছাদন করিও না।

(৩) শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ—এ সকলে সমান ভাব।

(৪) চেতন অচেতন—ভগবান ভিন্ন কাহাতেও আসক্তি না করা। ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছু লইয়াই বেহুঁস না হওয়া। ঈশ্বর ছাড়িয়া অন্য কিছু চিন্তা করিলেই ব্যভিচার হইল ভাবনা করা। তজ্জন্য অনুতাপ করিয়া—অর্ঘমর্ষণাদি মন্ত্রে পাদোদক পান করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করা।

(৫) স্তুতি নিন্দা সমান।

(৬) শ্রীভগবানের সহিত কথা কওয়ায় এত মগ্ন যে বিষয়ে সদাই মৌনভাব।

(৭) প্রারব্ধবশে কিছু জুটিল ভাল কিছু না জুটিল তাহাও আচ্ছা।

(৮) গৃহশূন্য। নিয়ত বাসের কোন স্থান না থাকা।

(৯) ভগবানে মতি স্থির।

ঈদৃশ ভক্তই আমার প্রিয়।

যে তু ধর্ম্ম্যাহমৃতমিদং * যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

যে তু সন্ন্যাসিনো মুমুক্ষবঃ ইদং ধর্ম্ম্যাহমৃতং ধর্ম্মাদনপেতং ধর্ম্ম্যং চ তদমৃতং চ ধর্ম্ম্যাহমৃতম্। অমৃতত্বহেতুত্বাৎ। ধর্ম্মরূপমমৃতং অমৃতসাধনত্বাৎ অমৃতবদাস্বাদ্যত্বাদ্বা অমৃতস্য মোক্ষস্য সাধনত্বাদমৃতং ধর্ম্মজাতং যথোক্তং অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যাদিনা প্রতিপাদিতং পর্য্যুপাসতে প্রযত্নেনানুতিষ্ঠন্তি শ্রদ্দধানাঃ শ্রদ্ধাযুক্তাঃ [শ্রদ্দধানাঃ সন্তঃ ইতি ভাষ্যে] মৎপরমাঃ অহং ভগবানক্ষরাত্মা বাসুদেব এব পরমঃ প্রাপ্তব্যো নিরতিশয়া গতির্যেষাং তে মৎপরমাঃ ভক্তাঃ শান্তিদান্ত্যাদিমন্তঃ মাং নিরুপাধিকং ব্রহ্ম ভজমানাঃ তে অতীব মে মম প্রিয়াঃ প্রিয়োহি জ্ঞানিনোত্যর্থমহং স চ মম প্রিয় ইতি যৎ সূচিতং তদ্ব্যাখ্যায়েহোপসংহৃতম্। ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়া ইতি। যস্মাদ্ধর্ম্ম্যাহমৃতমিদং যথোক্তমনুতিষ্ঠন্ ভগবতো বিষ্ণোঃ পরমেশ্বরস্যাহতীব মে প্রিয়ো

* যে তু ধর্ম্মামৃতমিদমিতি বা পাঠঃ।

ম শ
ভবতি তস্মাদিদং ধর্ম্ম্যামৃতং জ্ঞানবতঃ স্বভাবসিদ্ধতয়া লক্ষণমপি
ম
মুমুক্ষুণাত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মজ্ঞানোপায়ত্বেন যত্নতোঽনুষ্ঠেয়ং বিষ্ণোঃ প্রিয়ং
শ শ ম 'আ
পরং ধাম জিগমিষুণেতি বাক্যার্থঃ। তদেবং সোপাধিব্রহ্মাভিধ্যানপরি-
ম আ
পাকান্নিরুপাধিকং ব্রহ্মানুসংদধানস্যাদ্বেষ্টৃত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্টস্য মুখ্যস্যাধি-
ম ম
কারিণঃ শ্রবণমনননিদিধ্যাসনান্যাবর্ত্তয়তো বেদান্তবাক্যার্থতত্ত্বসাক্ষাৎকার-
ম ম
সংভবাত্ততোমুক্ত্যুপপত্তের্মুক্তিহেতুবেদান্তমহাবাক্যার্থান্বয়যোগ্যস্তৎপদা-
ম ম ম ম
র্থোঽনুসন্ধেয় ইতি মধ্যমেন ষট্‌কেন সিদ্ধম্ অদ্বেষ্টেত্যাদিনাঽক্ষরো-

পাসকাদীনাং সন্ন্যাসিনাং লক্ষণভূতং স্বভাবসিদ্ধং ধর্ম্মজাতমুক্তম্।

যথোক্তম্ বার্ত্তিকে, "উৎপন্নাত্মাববোধস্য হ্যদ্বেষ্টৃত্বাদয়ো গুণাঃ।
অযত্নতো ভবন্ত্যেব ন তু সাধনরূপিণঃ" ইতি। এতদেব চ পূর্ব্বা স্থিত-

প্রজ্ঞলক্ষণরূপেণাভিহিম্, তদিদং ধর্ম্মজাতং প্রযত্নেন সম্পাদ্যমানং
মুমুক্ষোর্ম্মোক্ষসাধনং ভবতীতি প্রতিপাদয়ন্নুপসংহরতি ॥ ২০ ॥

যাঁহারা মৎকথিত এই অমৃতত্বসম্পাদক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, শ্রদ্ধাসম্পন্ন মৎপরায়ণ সেই সমস্ত ভক্ত আমার অতীব প্রিয় ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন—যে ধর্ম্ম দ্বারা সাধকের সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান হয়, অথবা মৈত্রীকরুণা মুদিতা উপেক্ষা

ইত্যাদি গুণের উদয় হয়, যে ধর্ম্মদ্বারা সাধক সর্ব্বভূতহিতেরত হন ; যে ধর্ম্মদ্বারা সাধক ভগবদানন্দে মগ্ন থাকিয়া যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হয়েন মাত্র, সেই অমৃতের মত পরম ফলপ্রদ ধর্ম্মকেই ধর্ম্ম্যাংমৃত বলিতেছ। এই ধর্ম্ম্যাংমৃত লাভ করিতে হইলে যে যে উপাসনা আবশ্যক এই ভক্তি যোগে তাহারই উল্লেখ করিলে। এখন একবার তাহাই অতি সংক্ষেপে বলিবে ?

ভগবান্—সোপাধিক ব্রহ্মধ্যানের পরিপাকান্তে যিনি নিরুপাধিক ব্রহ্মের অনুসন্ধান করেন তিনিই "অদ্বেষ্টাসর্ব্বভূতানাং" ইত্যাদি গুণযুক্ত ধর্ম্ম্যাংমৃত লাভ করেন। এই সমস্ত গুণ লাভ দ্বারা ঐ প্রকার সাধকই যে মুখ্য অধিকারী তাহাই দেখাইয়া দেয়। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনই সর্ব্বোচ্চ অধিকারীর সাধনা। এই সাধনা দ্বারাই নির্গুণ উপাসক বেদান্ত বাক্য নিষ্পন্ন তত্ত্ব সাক্ষাৎকার লাভ করেন। সাক্ষাৎকার লাভ হইলেই পরমানন্দে স্থিতি লাভ হয়।

অর্জ্জুন—অব্যক্ত উপাসনা দ্বারাই পরমানন্দে স্থিতি হইবে বলিতেছ। কিন্তু নির্গুণ উপাসনাকে ত অধিকতর ক্লেশ জনক বলিতেছ।

ভগবান্—যে আত্মাতে স্থিতি লাভ করাই পরমানন্দ প্রাপ্তি, যে আত্মভাবে স্থিতি ভিন্ন এই ধর্ম্ম্যাংমৃত লাভ নাই, সেই আত্মাকে যে দেহাভিমানী করিয়া রাখিল তাহার পক্ষে নির্গুণ উপাসনাত কষ্টকর হইবেই। দেহাভিমান ছাড়াইয়া ইঁহাকে প্রথমে উপাস্তে অভিমানী কর, পরে সাক্ষী চৈতন্যরূপে দণ্ডায়মান বিশ্বরূপে অভিমানী কর। এইরূপ সাধককে বলিতেছি ইঁহারা সগুণ উপাসনা দ্বারা এবং ভক্তিরূপ নিরূপদ্রব উপায়দ্বারা নির্গুণ উপাসনার অধিকারী হইলেই পরমানন্দে স্থিতি লাভ করিবেন। যেমন অভ্যাস যোগ দ্বারা বিশ্বরূপের উপাসক হওয়া যায়, সেইরূপ বিশ্বরূপের উপাসনা দ্বারা নির্গুণ উপাসক হওয়া যায়। যেমন নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের সম্বন্ধ অতি নিকট সেইরূপ সোপাধিক ব্রহ্মের জ্ঞান ও নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান অতি নিকট। আমিই নিরুপাধিক অক্ষর, আমিই বিশ্বরূপ, আমিই বাসুদেব—আমিই সকলের আত্মারূপেও অবস্থিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি "প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ" আত্মদেব আমিই জ্ঞানীর অতীব প্রিয় জ্ঞানীও আমার অতীব প্রিয়। এমন কি জ্ঞানিই আমার আত্মা।

এই যে ধর্ম্মাংমৃতের কথা বলিতেছি তাহা জ্ঞানীর স্বভাবসিদ্ধ। জ্ঞান লাভ হইলে এই গুণগুলি আপনা হইতেই আসিবে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত জ্ঞান লাভ না হইতেছে, যতদিন পর্য্যন্ত সাধক মুমুক্ষু—আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু, ততদিন সাধক, এই গুণগুলি আত্মজ্ঞান হইলেই জন্মিবে জানিয়া শ্রবণমননাদি সাধনার সঙ্গে সঙ্গে যত্নপূর্ব্বক ইহাদের অনুষ্ঠান করিবেন।

বার্ত্তিককার বলেন—উৎপন্নাত্মাববোধস্য হ্যদ্বেষ্টৃত্বাদয়ো গুণাঃ।
অযত্নতো ভবন্ত্যেব ন তু সাধনরূপিণঃ॥"

যাঁহাদের আত্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে অদ্বেষ্টৃত্বাদি গুণ বিনা যত্নেই উদিত হইবে। এই গুণের সাধনা দ্বারা ইহাদিগকে লাভ করা যায় না। অর্থাৎ জ্ঞান লাভ হইলেই সর্ব্বত্র সমদর্শী হওয়া যায় ; আত্মভাবে সকলকেই দেখা হইয়া যায়, সর্ব্বভূতহিতে রত হওয়া যায়, আমার দয়িত সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবে জানিয়া সকলের সেবায় ভগবানের সেবা করিতেছি অনুভব করা যায় কিন্তু জ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত যে সাধনাই কেন না কর এই গুণগুলি স্থায়ীভাবে থাকিবে না। বিশ্বরূপের উপাসক, অভ্যাস যোগের উপাসক, মৎকর্ম্মপরমের সাধক এবং ফল

সন্ন্যাসীর সাধক—ইঁহাদেরও যখন এই সমস্ত গুণে নিত্য স্থিতির বিচ্যুতি ঘটে তখন কিছু না করিয়া এই গুণগুলি অনুষ্ঠান করিলে যে ইহাদিগকে লাভ করা যাইতে পারে না তাহা সহজেই লোকে বুঝিতে পারে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এই সমস্ত গুণদ্বারাই স্থিতপ্রজ্ঞ বিভূষিত। যিনি এই ধর্ম্ম্যামৃত লাভ করিয়া অমর হইতে বাসনা করেন, যিনি মোক্ষকামী, তিনি বিশ্বরূপের ধ্যান দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মের অনুসন্ধান করিবেন এবং তাঁহাতে স্থিতি লাভ করিয়া জ্ঞানবান হইবেন। ইহা যিনি না পারেন তিনি অভ্যাস যোগে বিশ্বরূপের ধ্যানে পৌঁছিতে পারিলে নির্গুণ উপাসনার সমর্থ হইবেন। তাঁহাও না পারিলে মৎকর্ম্মপরম হইবেন, তাহাও না হইলে আপনার সমস্ত বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্ম ফল কামনা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরে অর্পণ করার অভ্যাস করিবেন। সেইজন্য এই অধ্যায়ে বলা হইল ফলত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করাই সাধনার আরম্ভ। ক্রমে ক্রমে উচ্চ উচ্চ অবস্থাগুলি লাভ করিয়া অব্যক্ত অক্ষররূপ যে আমি তাহাতে স্থিতি লাভ করাই পরমানন্দে স্থিতি।

বিশ্বরূপের উপাসক পর্য্যন্ত হইলেও হইবে না। কারণ তখনও বিরাট জগৎরূপ যে জড়ত্ব তাহার সম্পূর্ণ বিস্মৃতি হইল না। ক্রম মুক্তির শেষ অবস্থায় বিশ্বরূপ উপাসনার সিদ্ধি। তাহার পরেই জড়ত্ব একবারে ভুলিয়া শুদ্ধ চৈতন্যে স্থিতি। ইহাই নির্গুণ উপাসনার সিদ্ধি; গীতা ইহাই শিক্ষা দিতেছেন।

এই মধ্যষট্‌কে তত্ত্বমসি বাক্যান্তর্গত তৎপদার্থ কি দেখান হইল।

অর্জ্জুন—এই মধ্যষট্‌ক পর্য্যন্ত তোমার নিকট শুনিয়া আমার যাহা ধারণা হইয়াছে বলিব?

ভগবান্—বল।

অর্জ্জুন। "চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম ন তু বস্তূপলব্ধয়ে"। "বস্তুসিদ্ধিবিচারেণ ন কিঞ্চিৎ কর্ম্ম কোটিভিঃ" যাঁহারা বলেন শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করাই জীবের কার্য্য তাঁহারা ভ্রান্ত। চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম। কর্ম্মদ্বারা বস্তুর উপলব্ধি হইবে না। বিচার দ্বারাই বস্তুসিদ্ধি। কোটি কর্ম্ম কর কোটি বৎসর কর্ম্ম কর সারবস্তু যে আত্মা তাহার উপলব্ধি হইবে না। বিচার দ্বারা আত্মাকে অনাত্মা হইতে পৃথক করিতে পারিলেই, আত্মার জড়াচ্ছন্নভাব দূর করিতে পারিলেই ঈশ্বর লাভ। অর্থস্য নিশ্চয়ো দৃষ্টো বিচারেণ হিতোক্তিতঃ। ন স্নানেন ন দানেন প্রাণায়াম শতেন বা"। স্নানদান শতশত প্রাণায়াম ইহা দ্বারা বস্তুর দর্শনলাভ হয় না। বস্তুদর্শনই জ্ঞান। বিচার দ্বারাই জ্ঞানলাভ হয়। আমি কে জগৎ কি ইহার বিচারই বিচার। জাগ্রতে আমি কোনটি বিচার কর, স্বপ্নে আমি কে বিচার কর, সুষুপ্তিতে আমি কিরূপ থাকি বিচার কর জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই আত্মা মোহে আচ্ছন্ন কিন্তু সাধনা দ্বারা তুরীয় অবস্থাতে যাইতে পারিলেই জগৎ মোহের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ও বোধরূপে স্থিতিলাভ হয়। পরমপদটিই তুরীয়। বিষ্ণুস্মরণে ইহাকেই স্মরণ করিতে হয়। ইহাকে স্মরণ করিয়া সগুণউপাসনা দ্বারা এই তুরীয়ের অনুসন্ধান করিলেই দর্শন মিলিল ও স্থিতি হইল।

বলা হইল বিচারই জ্ঞানলাভের উপায়। কর্ম্ম কেবল চিত্তশুদ্ধি জন্য। ইন্দ্রিয় জয় ও মনো জয় দ্বারা কামনার অন্ত হইলেই বিচারবুদ্ধি প্রবল হয়। তখন শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন নিত্য অভ্যাসে দর্শনলাভ হয়। ইহাই নির্ব্বিশেষ উপাসনা বা নির্গুণউপাসনা। "ন মুক্তির্জ্জপনাৎ

হোমাৎ উপবাস শতৈরপি। ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তোভবতি দেহভৃৎ॥ জপ হোম শতশত উপবাস করিলে দুঃখনিবৃত্তি নাই। আমিই ব্রহ্ম এই জ্ঞানের উদয়ে যখন জগৎ বিস্মৃত হইয়া চৈতন্যে স্থিতিলাভ হয় তখনই জীবন্মুক্ত হওয়া যায়।

যে মুমুক্ষুর সত্ত্বশুদ্ধি হইয়াছে তাঁহার জন্য সাধনা শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন নিত্য অভ্যাস। যাঁহাদের সত্ত্বশুদ্ধি হয় নাই সেইরূপ মুমুক্ষুর সত্ত্বশুদ্ধির জন্য বিশ্বরূপ উপাসনা আবশ্যক। যাঁহারা তদপেক্ষাও নিম্নশ্রেণীর সাধক তাঁহাদের জন্য—

(১) অহংগ্রহোপাসনা—এই উপাসনায় আমিই উপাস্য এইরূপ ভাবনা অভ্যাস করিতে হয়।

(২ প্রতীকোপাসনা—ইহাতে উপাসক হইতে উপাস্য ভিন্ন ভাবনা করিতে হয়।

(৩) বহুভাবে উপাসনা—আমার উপাস্য এক হইলেও তিনিই সর্ব্বমূর্ত্তি ধারণ করেন এই তিন প্রকার উপাসনা অভ্যাস যোগের অন্তর্গত। এই তিনেরই লক্ষ্য বিশ্বরূপের ধ্যানে তুলিয়া দেওয়া। যাঁহারা উপাসনাতেও সমর্থ নহেন তাঁহাদের জন্য কর্ম্মযোগ। কর্ম্মযোগের দুই অঙ্গ। প্রথম মৎকর্ম্ম মাত্র করা। তাহাতেও যাঁহারা অসমর্থ তাঁহাদের জন্য দাসভাবে সর্ব্বকর্ম্ম ফলত্যাগ।

গীতাশাস্ত্রে জীবের পরিপূর্ণ ধর্ম্মের অঙ্গ এই পাঁচটি :—

(১) নির্গুণ উপাসনা।

(২) সগুণ উপাসনা।

(৩) অভ্যাস যোগে—(ক) অহং গ্রহোপাসনা

(খ) প্রতীকোপাসনা

(গ) বহুত্বে উপাসনা

(৪) মৎকর্ম্ম পরমরূপ কর্ম্মযোগ।

(৫) দাসভাবে সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগরূপ কর্ম্মযোগ।

জগতে যত প্রকার সাধক আছে বা হইতে পারে তাহারা অধিকারী ভেদে ইহার কোনটি না কোনটি লইয়া থাকিবেই। সাধক যত যত উচ্চশ্রেণীতে যাইবে ততই তাঁহার মধ্যে সাত্ত্বিক গুণ সমস্ত প্রকাশ হইবে। সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় পৌঁছিলে "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং" ইত্যাদি গুণ উপার্জ্জিত হইবে। ইহাই ধর্ম্ম্যামৃত।

কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান কোনটিকে বাদ দিলে হইবে না। সকল সাধনার আবশ্যকতা আছে। আবার ক্রম ভঙ্গ করিয়া সাধনা করিতে গেলেও হইবে না। পরমানন্দে স্থিতি জন্য সামর্থ্য আছে কিন্তু জ্ঞানেরই। ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের বাক্য এখানে একবার স্মরণ করা যাউক।

মুমুক্ষুদিগের—"জ্ঞান যোগঃ পরাপূজা জ্ঞানাৎ কৈবল্যমশ্নুতে।

তুরীয় পরমাপূজা সাক্ষাৎকার স্বরূপিণী॥

"অন্যথা শাস্ত্রগর্ত্তেষু লুণ্ঠতাং ভবত্যমিহ" জ্ঞান যোগ ভিন্ন কোটি কল্প ধরিয়া শাস্ত্র গর্ত্তে লুণ্ঠন করিলেও তোমার অজ্ঞান নিবৃত্তি হইবে না। আবার এই দুর্লভ জ্ঞান ভক্তি যোগেই লাভ করা যায়। আবার এই ভক্তি কর্ম্ম যোগ বিনা জাগ্রত হয় না। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের এইরূপ নিত্য সম্বন্ধ।

জ্ঞানং ভক্তিশ্চ বৈরাগ্যমেতদেব ন সংশয়ঃ।
জ্ঞানেবং সহজং প্রেম বিবেকেনৈব নান্যতঃ॥

যতদিন দ্বৈতভাব ততদিনই ভয়। ভেদ জ্ঞানেই ভয়। অভেদ জ্ঞানরূপ একতাই ভয়-শূন্যাবস্থা। এই একতা—জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য এই তিনেরই ফল। আত্মানাত্ম বিচার দ্বারাই এই একতা লাভ হয়। তখন সাধক আত্মময় ও প্রেমময় নিজ স্বরূপকে লাভ করেন। ফলতঃ বিচার ভিন্ন কোনরূপেই স্থায়ীভাবে একতা লাভ হইতে পারে না। সমস্ত উপাসনার শেষ লক্ষ্যও এই অদ্বৈতভাব। "লেশমাত্রং নহি দ্বৈতং দ্বৈতং ন সহতে শ্রুতিঃ" শান্তিগীতায় ইহা থাকিবে।

অহং হরিঃ সর্ব্বমিদং জনার্দ্দনো
নান্যৎ ততঃ কারণ কার্য্য জাতম্।
ঈদৃঙ্ মনো যস্য ন তস্য ভূয়ো
ভবোদ্ভবা দ্বন্দ্ব রোগা ভবন্তি॥ বি পু ১।২২।৮৫॥

আমি হরি সমস্ত জগৎ হরিময় হরি ভিন্ন কিছুই নাই। মনে যাহার এই ধারণা তাঁহাকে আর ভবোদ্ভব দ্বন্দ্ব রোগে আক্রান্ত হইতে হয় না। জ্ঞানীর শিক্ষা এই—পামরদিগের ব্যবহার অনুকরণ অপেক্ষা, কর্ম্মানুষ্ঠান শ্রেয়ঃ তদপেক্ষা সগুণোপাসনা শ্রেষ্ঠতর, সর্ব্বাপেক্ষা নির্গুণ উপাসনা শ্রেষ্ঠতম। ইহাতে ব্রাহ্মী স্থিতি॥

ওঁ তৎসৎ

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্ম পর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে ভক্তিযোগো নাম
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।

১৮ই ফাল্গুন, ১৩২৮ সনে ইহা ছাপা হইল।